ওঁম্

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

বেদান্তদর্শনম্।

শারীরকসূত্রম্ বা উত্তরমীমাংসা।

সূত্র-শাঙ্করভাষ্য-বঙ্গানুবাদসমেতম্।

তুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "কৃত্যকল্পদ্রুম"
"কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতা গায়ত্রী" পুরাণ,
তন্ত্র, যোগ, ষড়্দর্শনাদিবিবিধশাস্ত্র-প্রকাশক-

শ্রীযুক্ত-মহেশচন্দ্র-পালেন

সঙ্কলিতং প্রকাশিতঞ্চ।

("বেদমন্দির" ১৪১।৩।১ নং বারাণসীঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।)

১৩১৭ বঙ্গাব্দীয়াশ্বিনে মাসি।
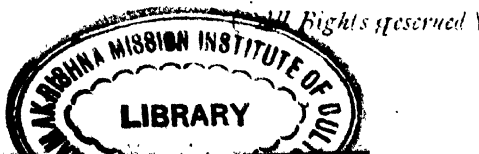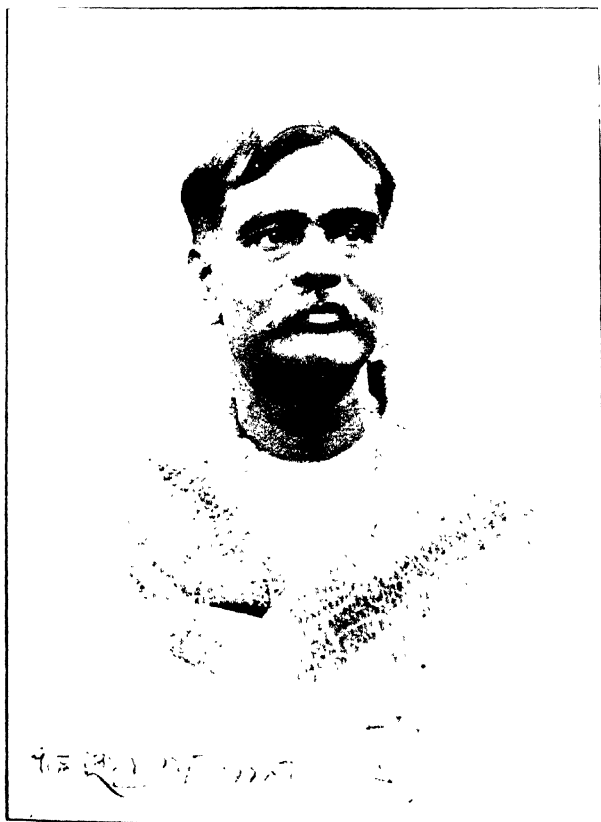
ভূমিকা।

প্রামাণিক পুরুষেরা আগমকে তৃতীয়প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আপ্তবাক্যকে আগম বলে। সর্গাদিকালে দেবগণ ও ঋষিগণ ঈশ্বরের নিকট যে সকল বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাকেই আপ্তবাক্য বা আগম বলা যায়। আগম বলিলে শ্রুতি বা বেদমাত্রই বুঝায়। বেদের প্রতিপাদ্য দু'টি,—কর্ম্ম ও ব্রহ্ম। তন্মধ্যে মুখ্যপ্রতিপাদ্য হইতেছেন ব্রহ্ম; কর্ম্ম সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া যাইবার উপায় বলিয়া প্রথমতঃ অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং গৌণ প্রতিপাদ্য হইতেছে কর্ম্ম। বেদের প্রথমভাগ—কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই পরিসমাপিত হইয়াছে। শেষভাগে—ব্রহ্মের স্বরূপ, উপায় ও ফলসকল কীর্ত্তন করা হইয়াছে; কিন্তু বেদের শাখা-প্রবর্ত্তক ঋষিগণের দর্শনভেদে বহু শাখায় একই বিষয় বহু-ভাবে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। তদ্দ্বারা সেই বেদের অন্তভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষে বড়ই জটিল ও পরস্পর অস-মঞ্জস বলিয়া বোধ হয়। তাই করুণাপর মহাভাগ বাদরায়ণ সেই সকল আপাতবিরোধসূচি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন বাক্যরাশি সঙ্কলন করিয়া মীমাংসার ব্যপদেশে বেদান্তের দর্শন কোথায় যাইয়া পতিত হইয়াছে, বিরুদ্ধ-বাক্যের সেইটিমাত্রই প্রতিপাদ্য হয় কি করিয়া, তাহা হইলে পরস্পর বাক্য বিরোধসৃষ্টি করে না কেন? কোন্ সাধনবলেই বা সেই আপাতবিরুদ্ধ সকল-বাক্যেরই প্রতিপাদ্যবিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারে, এবং সেই উপাসনাদির ফলই বা কি হইতে পারে? এই সকল সন্দেহের অপনোদনার্থ বেদান্তবাক্য-কুসুম গ্রথিত করিবার জন্য "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া "অনা-বৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" এই ৫৫৫ টি সূত্র রচনা করিয়াছেন। এই সূত্রের সাহায্যে বেদান্তভাগ পর্য্যালোচনা করিলে আর শিক্ষার্থীকে আপাত-বিরোধকর বাক্যরাজীর দুর্ব্বোধ্য ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতে হয় না। এই সকলসূত্রে বিরোধ-

মীমাংসার জন্য যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই উপায়ে বেদের অন্তভাগদ্বারা কি প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।—এই জানিতে পরাকেই শ্রবণ বলা হইয়াছে; সুতরাং ঐ সকল সূত্রকে বেদান্তের চক্ষুঃ, বেদান্তের দর্শন, বা বেদান্তদর্শন বলা যায়। ইহার অপর একটি নাম শারীরকসূত্র। শরীর-শব্দের উত্তর কুৎসিতার্থে অক-প্রত্যয় করিয়া শরীরক-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ কুৎসিত-দেহ। যে সেই কুৎসিতদেহে থাকে, তাহাকে শারীরক বলা যায়। শারীরক বলিলে কুৎসিতদেহ-নিবাসী জীবকেই বুঝায়। যদ্দ্বারা ব্রহ্মকেই কুৎসিতশরীর-নিবাসী জীব বলিয়া উদ্বোধিত করা হইয়াছে, তাহাকেই শারীরকসূত্র বলা যায়। এই শারীরকসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহার প্রথমাধ্যায়ে চারিটি পাদ আছে। সেই পাদচতুষ্টয়দ্বারা নানাশাখায় নানাপ্রকারে একই ব্রহ্মের যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাকে সমন্বয়ের জন্য অধ্যয়ন করায় সমন্বয়াধ্যায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে পাদচতুষ্টয় আছে, তদ্দ্বারা যে নানাপ্রকার বিরোধসকলের মীমাংসা করা হইয়াছে তাহাকে অবিরোধের জন্য অধ্যয়ন করায় অবিরোধাধ্যায়নামে পরিকীর্ত্তন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের পাদচতুষ্টয়ে নানাপ্রকার সাধনের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে সাধনাধ্যায়নামে বলা হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে ফলের কথা। তাহার পাদচতুষ্টয়দ্বারা ক্রমমুক্তি ও কৈবল্যমুক্তি, এই দ্বিবিধ মুক্তিফলের মীমাংসা করায় সেই অধ্যায়টি ফলাধ্যায়নামে অভিহিত হয়।

সূত্র গুলি সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত এবং ছন্দোবদ্ধ ভাবেই বিরচিত হইয়া থাকে। মহর্ষি বাদরায়ণও সে নিয়মের উল্লঙ্ঘন করেন নাই, এবং নিজেই ভাগবতের প্রথমশ্লোকে "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।" বলিয়া বেদান্তদর্শনের "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" "তত্তু সমন্বয়াৎ।" ইত্যাদি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সূত্রদ্বয়দ্বারা বলা হইয়াছে যে, যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয় বলিয়া বেদের অন্তভাগস্থিত নানাবাক্যে উক্ত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম। যদিও বাক্যরাজীর মধ্যে নানাবিধ সন্দেহের প্রযোজক পদসকল পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি সেই সকল পদ বাক্যের সমন্বয় করিলে, তদ্দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-সংহার

কর্ত্তা একমাত্র ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবে। সমন্বয় বা সামঞ্জস্য, একই। কি উপায়ে সমন্বয় হইতে পারে, তাহা পর পর বহু সূত্রে বলা হইয়াছে। যদিও এই সকল সূত্রের পর্য্যালোচনার সহিত বেদান্তভাগ পাঠ করিলে মহর্ষি বাদরায়ণের মনোগত অভিপ্রায় পরিস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, তথাপি মানবের রুচির স্বাধীনতা থাকায়, এবং জ্ঞানদীপে গর্ব্ব-বায়ুর হিল্লোল যাইয়া আঘাত করিতে পারায় অনেকেই অনেকপ্রকার টীকা, বৃত্তি, বার্ত্তিক, ও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই সকল সিদ্ধান্তকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়;—বিশিষ্টাদ্বৈত, বিশুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈত এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। উক্ত সিদ্ধান্তচতুষ্টয় সাধারণতঃ দুই ভাগেই বিভক্ত; দ্বৈতসিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। যদিও বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তে অদ্বৈতভাব স্বীকার করা হয়, তথাপি ভাবিয়া দেখিলে, সে অদ্বৈত অদ্বৈতই নহে; কারণ, তন্মধ্যে দ্বৈতভাব রাখা হয়; সুতরাং তাহা দ্বৈতসিদ্ধান্ত ছাড়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত কি করিয়া বলা যাইবে? অদ্বৈত বলিলে দ্বৈতগন্ধহীন বুঝিতে পারা যায়; যাহাতে দ্বৈতগন্ধ আছে, তাহা সেই জন্যই অদ্বৈত হইতে পারে না। অতএব দ্বৈতসিদ্ধান্ত বলায় ক্ষতি কিছুই দেখা যায় না। উক্ত দ্বৈতসিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সেই সকল পার্থক্য—ভাষ্যকর্ত্তার দর্শনের পার্থক্য লইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন বোধায়নকৃত দর্শন যে বৃত্তিতে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই বৃত্তি বোধায়ন-দর্শন নামে অভিহিত। উপবর্ষমুনিকৃত দর্শন যে বৃত্তিতে গৃহীত হইয়াছে, সেই বৃত্তিও ঔপবর্ষ-দর্শননামে খ্যাত। এইরূপ টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দী ও ভারুচীও সেই বিশিষ্টভাবে দ্বৈতদর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় নামে প্রচলিত করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে রামানুজের দর্শন কথঞ্চিৎ স্থিতিপদ লাভ করিয়াছে। যতই হউক, এসকল দর্শন কেবল স্বীয় পাণ্ডিত্য-বিজৃম্ভিতমাত্র, বেদান্তবাক্যের প্রকৃষ্ট মীমাংসার ধার দিয়াই গিয়াছে মাত্র; কারণ, বেদান্তভাগের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বেদান্তবাক্যরাজী যেন চমকিত হইয়া কি একটিমাত্র পদার্থকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না; অগম্য, অস্পৃশ্য ও অবাচ্য বলিয়া ফিরিতেছে, আবার সেই-গম্য, স্পৃশ্য, দৃশ্য ও বাচ্য বলিয়া ছাড়িতেও পারিতেছে না। তদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়, তথায় দ্বৈতগন্ধ নাই,

ভূমিকা।

ইজন্য ফিরিতেছে; কিন্তু তাহাই প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা বলিয়া ড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছে না, ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। দ্বৈত- । থাকিলে ত ফুটিয়াই বলিতে পারিত; সুতরাং দ্বৈতগন্ধহীন অদ্বৈতই াস্ত্রের প্রতিপাদ্য। সেই প্রতিপাদ্য-বিষয় পূর্ব্বাচার্য্য গৌড়পাদপ্রভৃতি ীষীগণ যে ভাবে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ই চেষ্টার—মানবের সাধ্যাতীত ক্ষমতারও দুরধিগম্য সেই চেষ্টার পরিস্ফুট । শারীরকভাষ্যে প্রদান করিয়াছেন। সকলেই প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তি র্শন করিয়াছেন; কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রবৃত্তির গতিরোধ করিয়া র্মল প্রশান্ত নিবৃত্তিমার্গের প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদের অন্তভাগ পরিস্ফুট ষায় যে নিবৃত্তিমার্গের অবতারণা করিয়াছেন; শঙ্করের জ্ঞানগরিমায় প্রোজ্জ্বল মপটে সেই নিবৃত্তিমার্গের প্রতিচ্ছবিই পতিত হইয়াছিল। তিনি তাহাই প্রসন্ন গম্ভীর ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন য়া তাঁহার শিষ্যেরা নানাপ্রকার মতের অবতারণা করেন। তন্মধ্যে পদ্মপাদই ান। পদ্মপাদাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরই (হস্তামলক, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ তোটকনামক) প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি যদিও বৃত্তিমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি প্রবৃত্তিমার্গের ারের দুস্ত্যজ হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানের উপরেও দিকবিধির কার্য্যকারিতা স্বীকার করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার কৃত ভাষ্য- খ্যা পূর্ণমাত্রায় সমাদৃত হয় নাই। প্রোক্ত প্রধানশিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে ণ্ডনমিশ্র) সুরেশ্বরাচার্য্যও অন্যতম। তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রশান্ত নির্ম্মল বৃত্তিমার্গে আরূঢ় হইতে পারিয়াছিলেন; এবং তিনিও শঙ্করাচার্য্যের শারী- । ভাষ্যের উপর বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পদ্মপাদাচার্য্যের র্থনায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের বৃত্তি লোকে প্রচারিত রিতে নিষেধ করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্যকে বলেন, এখন পদ্মপাদের ইচ্ছা পূরণ রিতে দাও। তোমার ইচ্ছাই স্থায়ী ভাবে জয়যুক্ত হইবে। সেই কথার পর নির্ভর করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-বৃত্তি প্রকাশ করা স্থগিত খেন। পরে সুরেশ্বরাচার্য্যই সেই-বৃত্তি-প্রকাশার্থ বাচস্পতিমিশ্ররূপে ন্মপরিগ্রহ করিয়া ভামতীনামে সেই-বৃত্তি টীকাকারে প্রকাশ করেন।

ামতীর টীকার নাম কল্পতরু। কল্পতরু ত কল্পতরুই। ন্যায়টীকাকার শিরোমণি
বং ভামতীটীকাকার অমলানন্দযতি, উভয়েই সংক্ষিপ্ত, প্রসন্ন ও গম্ভীর ভাবের
ন্তা। ইঁহার দর্শন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানগঙ্গার তীর বহিয়াই গিয়াছে।
ল্পতরুর টীকা পরিমল। পরিমলকার অপ্যয়দীক্ষিত। অপ্যয়দীক্ষিত জ্ঞান-
মুদ্র। পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতেই আমরা এই মহাত্মার পরিচয় পাইতে
াইতে নিবৃত্তিমার্গে যাইয়াও দেখি সেই মহাত্মাই প্রোজ্জ্বল প্রশান্ত নিবাত-
াকম্প দীপ হস্তে করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহার ব্যাখ্যা অতিমাত্র
গাঢ়ভাবের। ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃতার্থ কি, তাহা জানিতে হইলে, পরি-
অবশ্যপাঠ্য না হইয়া পারে না। ইনি ব্যাখ্যার মধ্যে পূর্ব্বাপর সূত্র
ার করিয়া 'চকে অঙ্গুলি দিয়া দেখানর মত' দেখাইয়া দিয়াছেন—বাদ-
ণ কি ভাবে সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার অকৃত্রিম
ই বা কি? যাহারা ভামতী, কল্পতরু, ও পরিমলের সহিত শারীরক
পাঠ করে নাই, তাহারা কি করিয়া বুঝিবে যে, বাদরায়ণ কি
ের অভিব্যক্তির জন্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন? ইহার উপরে সমন্বয়
াও এক খানি টীকাগ্রন্থ আছে। তাহার কর্ত্তা কে, তাহা আমাদিগের
াত; কিন্তু তাহাতে সূত্র, ভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমলের অর্থ
য় করিয়া দেখান হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পদ্মপাদাচার্য্যকৃত শারীরকভাষ্যের টীকার নাম বিবরণ।
ণের পঞ্চপাদমাত্র পাওয়া যায়। কথিত আছে, পদ্মপাদাচার্য্যের
াই প্রচারিত করা হইবে স্থির হইলে, কদাচিৎ অগ্নিযোগে সমস্ত
ই দগ্ধ হয়, এবং সেই কথা দুঃখের সহিত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে
ইলেন, তিনি যতদূর শুনিয়াছিলেন, ততদূর বলেন। তাহা দ্বিতীয়
য়ের প্রথমপাদপর্য্যন্ত;—সুতরাং ততটুকই লিখিত হইয়া প্রচারিত
এই জন্য উহাকে পঞ্চপাদিকাও বলা হয়। যদিও এই সকল
র সহিতই শারীরকভাষ্য প্রকাশ করা উচিত, তথাপি তাহা সাধা-
পক্ষে ততটা প্রয়োজনীয় হইবে না বলিয়া, এবং কেবল শারীরক
ের অনুশীলনদ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে বিবেচনা করিয়া, আমরা
াদের সহিত সভাষ্য বেদান্তসূত্র মুদ্রিত করিলাম। ইহাদ্বারা জ্ঞান-

পিপাসুর কিছুমাত্রও উপকার সাধিত হইলে অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের পরি পূর্ণ সাফল্য লাভ করিব।

আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই, পরাশরনামক একমাত্র মহর্ষি ঋক্, যজুঃ, ও সামবেদের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা প্রবৃত্তি করিয়াছেন। অন্য কোন ঋষিই বেদত্রয়ে এ প্রকারে শাখাবিস্তার করিতে পারেন নাই। ইনিই প্রথমতঃ ভিক্ষু-আশ্রমের প্রসারবৃদ্ধির জন্য ভিক্ষুসূত্রনামে কতকগুলি বেদান্তের সূত্র প্রণয়ন করেন। তাহাতে ভিক্ষু কাহাকে বলে, ভিক্ষুর লক্ষণ কি? ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কি, এবং ভিক্ষু কোন্ উপায়ে সংসারাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারে ইত্যাদি বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে গ্রথিত করা হয়। তদনুসারে কর্ম্মন্দনামক অন্য ঋষিও স্বীয়নামে একখানি ভিক্ষুসূত্র রচনা করেন। ক্রমে ভিক্ষু-আশ্রমের প্রসার বর্দ্ধিত হয়, এবং বেদের অন্তভাগসকল ক্রমেই ভিক্ষুদিগের সম্পত্তিরূপে সাদরে গৃহীত হইতে থাকে।

তারপর মহাভাগ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উক্ত পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। দ্বাপর ও কলির সন্ধির ন্যায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গদ্বয়ের সন্ধিরূপেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আবির্ভূত হন। তাঁহার জন্মের পর হইতেই বদরিকাশ্রম তাঁহার আশ্রম-ভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তজ্জন্যই কালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণনামে প্রসিদ্ধ হন। কালে পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া মহাভাগ বাদরায়ণ বেদের বিভাগ ও বিস্তার করিয়া বেদব্যাস ও পারাশর্য্য-ব্যাস নামে অভিহিত হন। পরে ভিক্ষু-আশ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করুণাপরায়ণ কৃষ্ণ ভিক্ষুসূত্রসকলের সাহায্যে স্বীয় প্রতিভায় নানাবিধ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের মতের খণ্ডন, পোষণ ও প্রতিপাদন করিয়া বেদান্তভাগের কতকগুলি সূত্র বিরচিত করেন। তাহাই এই বেদান্তসূত্রনামে পরিচিত।

ভগবান্ পরাশরের সমসময়ে ও পূর্ব্বকালে যে সকল ঋষিরা বেদান্তচর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জৈমিনি, ঔড়ুলোমি, আত্রেয়ী, আশ্মরথ্য কার্ষ্ণাজিনি, ও কাশকৃৎস্নের নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি; কারণ, বেদান্তসূত্র-মধ্যে ইঁহাদিগের মত উদ্ধার করিয়া কচিৎ খণ্ডন, কচিৎ প্রতিপাদন, এবং কচিৎ বা পোষণ ও করিতে বাদরায়ণকে আমরা দেখিতে পাই।

সুতরাং ইঁহাদিগকে আমরা বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং পরাশরের সমসাময়িক বলিতে পারি। তন্মধ্যে জৈমিনি অতীব প্রাচীন। শ্রীরামচন্দ্র হইতে অধস্তন একবিংশতিতম পুষ্যমিত্র এই ব্রহ্মবিৎ জৈমিনির নিকট যোগশিক্ষা করিয়া মুক্তিলাভ করেন, ইহা পুরাণ ও কালিদাসের রঘুবংশ নামক কাব্য পাঠে জানা গিয়াছে।

ইঁহাদিগের মধ্যে আশ্মরথ্য ভেদাভেদবাদী, ঔড়ুলোমিও যেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। কাশকৃৎস্নই কেবল অদ্বৈতবাদী।

ইহাদ্বারা দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রদর্শিত হইল। এই দুইটি বিরোধসূচক মতের মধ্যে ভগবান্ বাদরায়ণ কোন্ মতের পোষক, তাহা লইয়াও পাণিনীয়ের অধ্যাপক উপবর্ষাচার্য্য, বেদশাখা-প্রবর্ত্তক বৌধায়নাচার্য্য এবং জনকের উপদেষ্টা অষ্টাবক্র, অবধূতাচার্য্য দত্তাত্রেয়-প্রভৃতির মধ্যেও নানাবিধ বাদবিচারাদি চলিত। তজ্জন্য উপবর্ষাচার্য্য বাদরায়ণকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে প্রায় বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অবতারণা করেন; কিন্তু বৌধায়নাচার্য্য স্পষ্টই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়া উক্তসূত্রের উপর একটি বৃত্তি রচনা করেন। অষ্টাবক্র ও দত্তাত্রেয়-প্রভৃতি মহর্ষি ও পরমহংসপরিব্রাজকপূজ্য তুরীয়াতীত সন্ন্যাসীর নমস্য অবধূতাচার্য্যগণ কচিৎ প্রকরণগ্রন্থ, কচিৎ গীতা, কচিৎ উপনিষদ্ প্রভৃতির উপদেশচ্ছলে সেই অদ্বৈত-বাদের তুষ্টি ও পুষ্টি করিতে থাকেন। ক্রমে ঐ উভয়মতেরই প্রচার হইতে থাকে। কখনও কোনটি একটু বিশেষ প্রসার পায়, কোনটি একটু বিশ্রাম ভোগ করে, আবার কোনটি বা সমান ভাবেই অন্যটির সহিত চলিতে থাকে। কালে বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্তও নানা আকারে ও নানা ভাবে প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে বৌধায়নকৃত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্রমিলাচার্য্য (চাণক্য) একটি ভাষ্য করেন। এই ভাষ্যের বাক্যকার হইতেছেন টঙ্কাচার্য্য। যামুনমুনি ও রামানুজ এই মতেরই উপাসক। সেইরূপ বেদান্তসূত্র অবলম্বনে ঔড়ুলোমিসম্প্রদায়সিদ্ধ কোনও মহাত্মার প্রবর্ত্তিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিম্বার্কাচার্য্য বেদান্তপারিজাতসৌরভনামে একটি ভাষ্য করেন। এইরূপে দ্বৈতধারা প্রবাহিত।

অদ্বৈতধারায় মহাভাগ বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য বৈশম্পায়ন; বৈশম্পায়নের শিষ্য আত্রেয় ইত্যাদি ক্রমে আচার্য্য গৌড়পাদ ঐ ধারায় শিষ্য-

রূপে গৃহীত হন। গৌড়পদাচার্য্যের শিষ্য ভগবান্ গোবিন্দাচার্য্য। গোবিন্দাচার্য্যের শিষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য দ্বয় পদ্মপাদাচার্য্য, এবং সুরেশ্বরাচার্য্য। এই পর্য্যন্ত হইতেছে সাক্ষাৎ শিষ্য ও গ্রন্থকারশিষ্য। অতঃপর বাচস্পতিমিশ্র ভামতীকার, অমলানন্দ কল্পতরুকার, ও অপ্যয়দীক্ষিত পরিমলকাররূপে প্রথিত।

আচার্য্যগণের পারম্পরিক ক্রম এইরূপ; পরাশর, ও কর্ম্মন্দ, দ্বাপরের ভিক্ষুসূত্রকার। জৈমিনি ত্রেতার অদ্বৈতবাদী। ঔডুলোমি, আত্রেয়ী, আশ্মরথ্য, কার্ষ্ণাজিনি ও কাশকৃৎস্ন পরাশরের ও বেদব্যাসের সমসাময়িক। উপবর্ষাচার্য্য ও বৌধায়নাচার্য্য বেদব্যাসের পরবর্ত্তী। বৈশম্পায়ন ও (দুর্ব্বাসা) আত্রেয় বেদব্যাসের সমসাময়িক। দত্তাত্রেয় ও অষ্টাবক্র পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক।

জৈমিনি, আপিশলি, কাশকৃৎস্ন, ঔডুলোমী, আত্রেয়, কার্ষ্ণাজিনি, আশ্মরথ্য ও অষ্টাবক্র।

পরাশর ও কর্ম্মন্দ ভিক্ষুসূত্রপ্রণেতা।

বেদব্যাস দ্বাপরযুগের শেষভাগে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন বেদবিভাগের সাহায্যকারী ও অদ্বৈতমত-প্রচারক। ইনি কলির প্রথমশতাব্দীর প্রথমভাগেই জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহার শিষ্য আত্রেয় (দত্তাত্রেয়)। অবধূত-গীতাকার বলিয়া ইনি বিখ্যাত। ইঁহার শিষ্য—

গৌড়পাদ। ইঁহার প্রণীত মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-কারিকা অদ্বৈতবাদভাণ্ডার। ইঁহার শিষ্য—

গোবিন্দপাদ। ইঁহার শিষ্য—

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য। আবির্ভাব কাল ৬০৮ শক। ইনি শারীরকভাষ্যপ্রণেতা। ইঁহার শিষ্য শারীরকভাষ্য-বিবরণকার পদ্মপাদ ও ভাষ্যবৃত্তিকার সুরেশ্বর (মণ্ডনমিশ্র)।

বাচস্পতিমিশ্র ভাষ্যটীকা ভামতীকার। অমলানন্দযতি ভামতীটীকাকল্পতরুকার। ১১৬৯—১১৮২ শাকের মধ্যকালে কল্পতরু রচনা হয়। নাসিকের ত্র্যম্বকক্ষেত্রে বাসিয়া কল্পতরু রচনা করেন। রঙ্গরাজাধ্বরীন্দ্রপুত্র কাঞ্চীমণ্ডলবাসী, দ্রাবিড়জাতীয় অপ্যয়দীক্ষিত কল্পতরুটীকা পরিমল প্রণয়ন করেন। গোবিন্দানন্দ ভাষ্যটীকা রত্নপ্রভার প্রণেতা। এই হইল সম্প্রদায়।

দ্বৈতধারার প্রথম উপাদান নারদকৃত পঞ্চরাত্র। বেদশাখাপ্রবর্ত্তক বৌধায়নাচার্য্য সেই পঞ্চরাত্রের ভাবে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের বৃত্তি করেন। কল্যব্দ ১০০ বৎসরের মধ্যেই ইহার সম্পাদন হয়। সেই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে—

ব্রহ্মনন্দী ও টঙ্ক বেদান্তসূত্রের বাক্যকার। প্রসিদ্ধ চাণক্যই দ্রমিলাচার্য্যনামে সেই মতেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইঁহার আবির্ভাবকাল কল্যব্দ ২৪০০ বৎসর। সেই মতের প্রচারক—

শ্রীপরাঙ্কুশনাথ।
|
রঙ্গক্ষেত্রবাসী যামুনাচার্য্য।
|
রামানুজাচার্য্য।

রামানুজ দাক্ষিণাত্যের চেঙ্গলপত-জেলার অন্তর্গত শ্রীপরম্বদুর-গ্রামনিবাসী কেশবত্রিপাঠীর ঔরসে ৯৩৯ শকে আবির্ভূত হন। ইনি শ্রীরঙ্গমের মহাপূর্ণাচার্য্যের শিষ্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্যনামকভাষ্যপ্রণেতা। ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ১০৬০ শকে তিরোধান করেন। সুদর্শনাচার্য্য শ্রীভাষ্যের টীকাকার।

বিজ্ঞানভিক্ষুর পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী। ৭৭০—৮১০ শকের মধ্যে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি বেদান্তসূত্রের বিজ্ঞানামৃতনামে একটি ভাষ্য করেন। দ্বৈতবাদ ইঁহার অবলম্বন।

ভাস্করাচার্য্যের পরিচয়ও অজ্ঞাত। ইনিও দ্বৈতবাদী। বেদান্তসূত্রের উপর ভাস্করভাষ্যনামে ইঁহার ভাষ্য আছে। ইঁহার আবির্ভাব ৯৫০—১০০০ শকের মধ্যে।

মধ্বাচার্য্য। দক্ষিণাপথের অন্তর্গত তুলুব-নিবাসী মধিজী ভট্টের ঔরসে ১১২১ শকে ইঁহার জন্ম। প্রথমে ইঁহার নাম বাসুদেবাচার্য্য থাকে। অচ্যুত প্রেক্ষাচার্য্যের নিকট নবমবর্ষবয়ঃক্রমকালে ইনি দীক্ষিত হন।

সংসার পরিত্যাগের পর তিনি জয়তীর্থ, আনন্দতীর্থ, আনন্দজ্ঞান, জ্ঞানানন্দ ও আনন্দগিরিপ্রভৃতি নামে পরিচিত হন। ইনি দ্বৈতবাদী। দীক্ষার পর ইঁহার গুরুদত্ত নাম হয় পূর্ণপ্রজ্ঞ। ইনি বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য করেন, তাহা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শননামে খ্যাত। নিজেই আবার জয়তীর্থনামে সেই ভাষ্যের তত্ত্বপ্রকাশিকানামক একটি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন। *

এই পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনখানি জয়তীর্থকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ইহার সাহায্যব্যতীত ভাগবতের প্রকৃত ব্যাখা করা সুকঠিন। মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকামাত্র।

শ্রীকণ্ঠের পরিচয় অজ্ঞাত। ইঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রের উপর যে ভাষ্য আছে, তাহার নাম শ্রীকণ্ঠভাষ্য। এটি শৈবদর্শন। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদী। ইঁহাকে নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠশৈবাচার্য্য বলা হয়।

নিম্বার্ক। বৃন্দাবনের নিকটস্থ ধ্রুবপাহাড়বাসী একজন সাধুপুরুষ। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ। বাল্যকালে ইঁহার ভাস্করাচার্য্য নাম ছিল। বার্দ্ধক্যে ইনি নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য নাম পান। ইঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রভাষ্যকে বেদান্তপারিজাত-সৌরভনামে বলা হয়। তাহার ভাষ্যকার শ্রীনিবাসাচার্য্য

---

* বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে,—'জয়তীর্থ একজন বিখ্যাত দার্শনিক। পদ্মনাভ ও অক্ষোভ্যতীর্থের শিষ্য। ইঁহার পূর্ব্বনাম ঢুণ্ঢু রঘুনাথ, সন্ন্যাস গ্রহণের পর জয়তীর্থনামে বিখ্যাত হন। ইনি সংস্কৃত-ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দতীর্থরচিত প্রায় সকল গ্রন্থেরই ইনি টীকা লিখিয়াছেন। * * * ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়তীর্থের তিরোধান হয়। নৃসিংহ স্মৃত্যর্থসাগরে ইঁহার মত উদ্ধার করিয়াছেন।'

—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, জয়তীর্থ ও আনন্দতীর্থ দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি; কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে; কারণ দেখান যাইতেছে;—

১। জয়তীর্থ তত্ত্বপ্রকাশিকার শেষে বলিয়াছেন;—

"মধ্বদুগ্ধাব্ধিসম্ভূতভাষ্যেন্দুদিতকৌমুদী।
ভূয়াৎ সৎকুমুদানন্দদাত্রী তত্ত্বপ্রকাশিকা॥" ইতি

মধ্বরূপ দুগ্ধসমুদ্র হইতে সম্ভূত ভাষ্যরূপ চন্দ্রের উদিত কৌমুদী (এবং সেই মধ্বদ্বারাই প্রকাশিত চন্দ্রালোক) জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য তত্ত্ব-সকলের প্রকাশ করিয়া সাধুব্যক্তিদিগের (কুমুদের) আনন্দ-দান-কারিণী হউক। এস্থলে উদিত শব্দটি পরম-কৌশলে বিন্যাস করা হইয়াছে। এই উদিত শব্দের দুইটি অর্থ; একটি 'উদয়প্রাপ্ত' অন্যটি 'কথিত'-অর্থ। কৈ, এখানে ত কর্ত্তার নাম বিশেষভাবে দেওয়া হয় নাই?

২। তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, তত্ত্বপ্রকাশিকার প্রথমেই জয়তীর্থ বলিয়াছেন ;—

"গঙ্গাসঙ্গেন নৈর্ম্মল্যং রথ্যাম্বিলভাতে যথা।
বাচো বিশুদ্ধিসিদ্ধার্থং সঙ্গম্যন্তে গুরোর্গিরঃ॥" ইতি

যেমন পথের জল গঙ্গায় পতিত হইয়া গঙ্গার সম্বন্ধদ্বারা নির্ম্মলভাব ধারণ করিয়া পাপক্ষয়করী শক্তির লাভ করে, সেইরূপ আমার এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যাকারিণী বাক্যরাজীর নির্দ্দোষভাব সাধন করিবার জন্য গুরুর বাক্যাবলিতে সম্বন্ধ করিয়া দিতেছি; ব্যাখ্যাকারিণী বাক্যাবলী গুরুবাক্যের সম্বন্ধদ্বারা নির্দ্দোষভাব ধারণ করিয়া অপূর্ব্বশক্তির লাভ করিবে।

এখানে নিশ্চয়ই গুরুবাক্য বলিতে আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য বুঝাইবে; কারণ, জয়তীর্থ আনন্দতীর্থের কৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যাই করিতেছেন।

জয়তীর্থ এই ভাবটি ভামতী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভামতী শাঙ্করভাষ্যের বাচস্পতি-মিশ্রকৃত টীকা। তথায় বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন ;—

"আচার্য্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোঽস্মদাদীনাম্।
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি" ॥ ইতি

যেমন পথের জল অপবিত্র হইলেও গঙ্গার জলস্রোতে পতিত হইলে, গঙ্গাস্রোতের সম্বন্ধই তাহাকে পবিত্র করে, সেইরূপ অস্মদাদির বাক্য (কিম্ভূত কিমাকারের—অবধূত গোছের) অপবিত্র হইলেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত ভাষ্যের সহিত সম্বন্ধ হইলে, সেই ভাষ্যের সহিত প্রাপ্ত সম্বন্ধই তাহার পবিত্রতা জন্মাইয়া দিবে।

ঠিক বাচস্পতিমিশ্রের কথার ন্যায় জয়তীর্থও বলিতে ত্রুটি করেন নাই।

তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ গুরু আনন্দতীর্থ ব্যতীত কেহই হইতে পারেন না।

ঠিক বাচস্পতি মিশ্রের কথার ন্যায় জয়তীর্থও বলিতে ত্রুটি করেন নাই। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ গুরু আনন্দতীর্থব্যতীত কেহই হইতে পারেন না। অথচ জয়তীর্থ বিশেষ গৌরবের সহিত বলিতেছেন,—

"স্বান্তধ্বান্তনিকৃন্তনে জিতমহাবৈকর্ত্তনাংশুব্রজং,
নির্দ্দোষং জিতচন্দ্রচন্দ্রিকমলং তাপত্রয়োন্মূলনে।
গাম্ভীর্য্যে জিতসিন্ধুরাজমমিতং ভাষ্যং যদাস্যাম্বুজা-
দাবির্ভূতমমন্দবোধভগবৎপাদান্ প্রপদ্যেঽথ তান্॥"

যাহা অন্তঃকরণগুহায় অবস্থিত অন্ধতামসের বিনাশ করিতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কিরণরাশিকে জয় করিয়াছে; যাহা নির্দ্দোষ নির্ম্মল, এতই নির্ম্মল যে, চন্দ্রের চন্দ্রিকাকেও জয় করিয়াছে; তাপত্রয়ের উন্মূলনবিষয়ে যাহা সম্পূর্ণ সমর্থ; নিজের ভাবগাম্ভীর্য্যে সিন্ধুরাজকে অতিক্রম করিয়াছে; যে ভাষ্য এক বিন্দু নহে, অপরিমিত বিস্তীর্ণ, সেই ভাষ্য যাঁহার মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, আমি সেই অমন্দবোধ-ভগবৎপাদকে প্রপন্নভাবে আশ্রয় করি।

একথাও বাচস্পতিমিশ্রের কথার ন্যায়। তিনি বলিয়াছেন—

নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে॥" ইতি

তারপর জয়তীর্থ বলিয়াছেন,—

"শ্রীমধ্বসংসেবনলব্ধশুদ্ধ-
বিদ্যাসুধাম্ভোনিধয়োঽমলা যে।
কৃপালবঃ পঙ্কজনাভতীর্থাঃ,
কৃপালবঃ স্যান্ময়ি নিত্যমেষাম্॥" ইতি

শ্রীমধ্বসেবা দ্বারা যাঁহারা শুদ্ধবিদ্যাসুধাসমুদ্রের লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অমলস্বভাব, যাঁহারা কৃপালু, যাঁহাদিগের তীর্থ মাত্র পদ্মনাভ হরিই, তাঁহাদিগের দয়ার লেশমাত্রা আমার উপর নিত্যভাবে থাকুক।

"শ্রীমদ্রমারমণসদ্গিরিপাদসঙ্গি-
ব্যাখ্যানিনাদদলিতাখিলদুষ্টদর্পম্।

দুর্ব্বাদিবারণবিদারণদক্ষদীক্ষ-

মক্ষোভ্যতীর্থমৃগরাজমহং নমামি ॥" ইতি

শ্রীমদ্রমারমণরূপ সদ্‌গিরির পাদস্পর্শকারিণী ব্যাখ্যার নিনাদে যিনি দুষ্টসকলের সম্পূর্ণদর্প দলিত করিয়াছেন, দুষ্টপ্রতিপক্ষরূপ বারণের মস্তক বিদারণ করিতে যাঁহার দীক্ষা কুশল, সেই অক্ষোভ্যতীর্থরূপ সিংহকে আমি নমস্কার করি।

"অথ তৎকৃপয়া ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং যথামতি।

ব্যাকুর্ব্বে শ্রীমদানন্দতীর্থার্য্যমুখনিঃসৃতম্ ॥"

অতঃপর তাঁহার কৃপায় শ্রীমদানন্দতীর্থাচার্য্য-মুখনিঃসৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য যথামতি ব্যাখ্যা করিব।

ইহার পরেই সেই—

"গঙ্গাসঙ্গেন" ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য—এই অক্ষোভ্যতীর্থনামটি কি জয়তীর্থের গুরুর? বিশ্বকোষকার বলিয়াছেন, হাঁ অক্ষোভ্যতীর্থ জয়তীর্থের গুরু। আমরা বলি, কেহই গুরুর নাম ধরে না বলিয়া অক্ষোভ্যতীর্থ নাম হইতে পারে না। তবে ঐ অক্ষোভ্যতীর্থশব্দ হইতেই সে নাম বাহির হইবে বটে। ঐ অক্ষোভ্যতীর্থশব্দে অচ্যুততীর্থ বুঝিতে হইবে। কেন বুঝিতে হইবে, বলিতেছি;—যে শ্লোকে 'অক্ষোভ্যতীর্থ'-নামটি আছে, তাহাতেই বলা হইয়াছে,—

শ্রীমদ্রমারমণসদ্‌গিরিপাদসঙ্গি—

ব্যাখ্যা-নিনাদ-দলিতাখিলদুষ্টদর্পম্।

রমারমণ শ্রীহরি, তিনিই সদ্‌গিরি, তাঁহার পাদই প্রত্যন্তপর্ব্বত, সেই গিরিপাদে যাহার সঙ্গ বা সম্বন্ধ আছে, তাদৃশ গিরিপাদসম্বন্ধ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরূপ ব্যাখ্যার নিনাদে দুষ্টসকলের দর্প যৎকর্ত্তৃক দলিত হইয়াছে। এখানে একটু শ্লেষ আছে। তদ্দ্বারা জয়তীর্থ আনন্দগিরিকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা এই—আনন্দগিরিশব্দের অর্থ আনন্দপর্ব্বত—আনন্দঘন, যাহা বৈদান্তিকের লক্ষ্য, তাহা নহে; তবে কি? না, 'রমাং আনন্দয়তি যঃ, স আনন্দঃ রমারমণঃ শ্রীহরিঃ, স এব সতাং ভক্তানাং পক্ষে গিরিরিব ইতি আনন্দগিরিঃ। পাদমেব পাদম্ স্বার্থে অণ; অথচ আনন্দগিরিপদসম্বন্ধায়াঃ আনন্দ-

গিরিপদধারিব্যাখ্যায়াঃ নিনাদেত্যাদি'। যিনি রমাকে আনন্দ প্রদান করেন, তিনি আনন্দ; আনন্দ হইতেছেন রমারমণ শ্রীহরি; তিনি সদ্‌ভক্তদিগের নিকট ভূধরের ন্যায়, ('দেবী ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা' তুমি দেবী বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছ।) প্রতীয়মান হন; সুতরাং তদ্দ্বারা আনন্দগিরি-নামটি সিদ্ধ হইল। পদ ও পাদ একই কথা। তদ্দ্বারা এই হইল যে, শ্রীমৎ-আনন্দগিরিপদের সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহার শব্দেই দুষ্টসকলের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তথাপি যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি প্রতিপক্ষ, তাহাদিগের সেই বাদ বিচারের আভাসমাত্রকারী, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বাদবিচার করে নাই, কিন্তু এমন ভাবে বিচার করিয়াছে, যেন তাহা বাদবিচারের ন্যায় বলিয়া সাধারণের ভ্রম হয়; সুতরাং সেই সকল দুর্ব্বাদিরূপ হস্তির বিদারণবিষয়ে যাহার দীক্ষা কুশলময়ী, (আবার স্বয়ংই পরম-কৌশলে বর্ত্তমান বাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন বা করিতেছেন) সেই অক্ষোভ্যতীর্থরূপ সিংহকে নমস্কার করি।—অর্থাৎ শিষ্য যাহা কিছু করে, তাহা গুরুরই। গুরুর কথাগুলি গুছাইয়া একত্র করা—আর টীকা বা ভাষ্যকরা, একই কথা। তবে সেই ভাষ্যে কেবলমাত্র শিষ্যের নামটি সংযোজিত করা হইয়াছে। তাহাতে গুরুর কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই; বরং গুরুর গৌরবই বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতরাং সেই অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যনামক গুরুকে নমস্কার, যিনি আমাকে দিয়াই এই প্রকাণ্ড ক্রিয়া করিয়াছেন। এদিকে দেখা যাইতেছে,—

'ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদবিরচিতে
ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।"

ইত্যাদিরূপ পুষ্পিকায় আনন্দতীর্থনামটিই গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব ঐ অক্ষোভ্যতীর্থশব্দে অচ্যুততীর্থ বা অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থকে বুঝিতে হইবে।

তারপর ৩য় শ্লোকে 'আনন্দবোধভগবৎপাদান্'—শব্দ আছে, এবং—'অমিতং ভাষ্যং যদাস্যাম্বুজাদাবির্ভূতম্'—শব্দ আছে, তদ্দ্বারাও ঐ অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থকে বুঝাইবে। কেন? না,—আনন্দবোধশব্দে অচ্যুতপ্রেক্ষ অর্থ হয়। বোধশব্দ আর প্রেক্ষাশব্দ একই পর্য্যায়ের। আনন্দশব্দ ও অচ্যুতশব্দও প্রায় একার্থক।

তারপর তাহাতেও সন্দেহ হইলে, 'পঙ্কজনাভতীর্থাঃ'—শব্দদ্বারা অচ্যুততীর্থ

পাওয়া যায়। কি করিয়া? না, পদ্মনাভ ও অচ্যুত একই পর্য্যায়ের।— ইহা দ্বারা পঙ্কজনাভতীর্থ, অনন্দবোধভগবৎপাদ, এবং অক্ষোভ্যতীর্থ-শব্দে অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যকেই বুঝান হইয়াছে। অক্ষোভ্যতীর্থ ও পদ্মনাভতীর্থনামে কোনও ব্যক্তি জয়তীর্থের গুরু ছিলেন না। যাঁহাকে অক্ষোভ্যতীর্থ বলা হইল, ইনি ১১৭০ শকে তিরোহিত হন। ইঁহার নাম গোবিন্দশাস্ত্রীও ছিল। ইনিই সেই অচ্যুতপ্রখ্য বা অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ।

এখন সেই পূর্ব্বের কথা স্মরণ করা যাক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,— 'ব্যাখ্যাকারিণী বাক্যাবলী গুরুবাক্যের সম্বন্ধদ্বারা নির্দ্দোষভাব ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শক্তির লাভ করিবে।' জয়তীর্থ বলিতেছেন 'গুরুবাক্যের সম্বন্ধ দ্বারা'। যদি বলা যায় ;—

অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যের শিষ্য আনন্দতীর্থ, আনন্দতীর্থের শিষ্য পদ্মনাভতীর্থ এবং অক্ষোভ্যতীর্থ, সেই উভয়ের শিষ্য ঐ জয়তীর্থ। তাহা হইলে, জয়তীর্থের ঐকথা

বলা শোভা পায় না ; কারণ, তিনি ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, তাঁহার কথা তাঁহার গুরুর কথার সহিত মিলিয়া পবিত্র হউক, এটা যেন কি রকম হয়? তাঁহার বলা উচিত, আনন্দতীর্থের কথার সহিত মিলিয়া পবিত্র হউক ; কারণ, যে ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন, সে ভাবগঙ্গার আনয়নকর্ত্তা আনন্দতীর্থ, তাঁহার গুরু নহেন ; সুতরাং সে ভাবগঙ্গার আনয়নকর্ত্তা আনন্দতীর্থের ভাষ্যরূপ কথায় মিলিয়া পবিত্র হউক, এইটিই বলা জয়তীর্থের উদ্দেশ্য। তিনি বলিয়াছেনও তাই। তবে অজ্ঞতাজন্য আনন্দতীর্থ ও জয়তীর্থকে উভয় ব্যক্তি নিরূপিত করিয়া লোকে সে উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার উদ্যোগ করিলেও, সে উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার নহে। প্রকৃতপক্ষে, আনন্দতীর্থ নিজেই নিজনির্ম্মিত ভাষ্যের ব্যাখ্যা জয়তীর্থনামে নিষ্পাদন করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গুরুর কৃপায় করিয়াছেন। অতএব সূত্রভাষ্য গুরুর কথিত বাক্যসংগ্রহ মাত্র। তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার বলিয়া তদ্দ্বারা সাধারণের ততটা উপকার হয় না ; সুতরাং আবার গুরুবাক্যের অনুকূল ও অবিরোধী বহুপরিমাণ নিজবাক্যদ্বারা 'অমিত' পরমাণু-আকারের

ভাষ্যকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বোধ হওয়ায় প্রার্থনা করিতেছেন,—কি জানি, আমার কথা যদি প্রকৃত ভাবপ্রকাশের বিরোধী হয়; যদিই কোন স্থলে অশুদ্ধ অপবিত্র ভাবপ্রকাশকর বাক্য বিন্যাস করিয়া ফেলি, তথাপি একটি ভরসা এই যে, গুরুবাক্যে ত সেই বাক্য মিলিয়া থাকিবে, তদ্দ্বারা আমার কথা অশুদ্ধ ও অপবিত্র হইলেও গঙ্গাজলে পথের জল যাইয়া যেমন পবিত্র হয়, সেইরূপ আমার কথাও পবিত্র হইবে।

ভাষ্য যে আনন্দতীর্থের নিজের বুদ্ধিপ্রভাবে কৃত নহে, গুরুর কথা সংগ্রহ করিয়াই যে করা হইয়াছে, তাহা দুইটি পদদ্বারা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

'অমিতং ভাষ্যং যদাস্যাম্বুজাদ্ আবির্ভূতম্'
'শ্রীমদানন্দতীর্থার্য্যমুখনিঃসৃতম্।'

'পরমাণু আকারের ভাষ্য যাঁহার মুখপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছে'
'শ্রীমান্ আনন্দতীর্থাচার্য্যের মুখ হইতে নিঃসৃত।'

আনন্দতীর্থের প্রণীত নহে, সংগ্রহ করিয়া মুখ দিয়া বলিয়াছেন মাত্র। তবে ঐ ভাষ্য কোথা হইতে আবির্ভূত? গুরু আনন্দবোধভগবৎপাদের মুখপদ্ম হইতে। আনন্দবোধভগবৎপাদ কে? অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ।

আরও এককথা, মধ্বাচার্য্য ১১২১ অব্দে আবির্ভূত হন। নবমবর্ষবয়ঃক্রম কালে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর শিক্ষালাভ করিয়া ব্রহ্মসূত্রভাষ্য লিপিবদ্ধ করিতে নিশ্চয় ২০ বৎসর লাগিতে পারে। তারপর মতপ্রচার ও নানাপ্রকার গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতেও যে ৪০ বৎসর কাটে নাই, তাহাও নহে; সুতরাং ঐ জয়তীর্থের তিরোভাব কালের সঙ্গেও আনন্দতীর্থের তিরোভাব কাল মিলিতেছে। জয়তীর্থ ১১৯০শকে তিরোহিত হন। তাঁহার আবির্ভাব কাল পাওয়া যায় না। আবার আনন্দতীর্থের আবির্ভাব কাল ১১২১ শক পাওয়া যায়; কিন্তু তিরোভাব কাল পাওয়া যায় না। ইহাদ্বারা কি অনুমান করা যায় না যে, আনন্দতীর্থ ও জয়তীর্থ ব্যক্তি একই; সুতরাং দুইবার করিয়া জন্ম ও মৃত্যুর শক বলিবার আবশ্যক হয় নাই।

তারপর আরও কথা, জয়তীর্থ কেবল আনন্দতীর্থকৃত প্রায় সমস্ত গ্রন্থেরই টীকা করিয়াছেন। ইহাও একটু প্রণিধানযোগ্য।

শেষ কথা এই যে, আনন্দতীর্থ ও জয়তীর্থ একই ব্যক্তি বলিয়া সূত্রভাষ্যোক্ত 'গুরূন্' শব্দের অর্থে জয়তীর্থ বিশেষ কিছুই না বলিয়া কেবল বলিলেন,—

> 'দেবতানতিসমনন্তরং গুরূনপি নমতি 'গুরূংশ্চে'তি।
> "গুরোর্নাম ন গৃহ্ণীয়াচ্ছিষ্যো ভার্য্যা পত্যেরপি।" ইতি
> অতো ন তন্নাম জগ্রাহ। স্বস্য গুরুদেবতাভেদেঽরুচিং সূচয়তি অপিশব্দেন। যদ্যপি গুরুর্ন দেবতাভিন্নস্তথাপি বিশেষানুগ্রহার্থং পৃথঙ্‌নতিরিতি।'

যেসময় দেবতার প্রণাম, সেই সময়ই গুরুর প্রণাম করিতেছেন 'গুরূংশ্চেতি'। 'শিষ্য গুরুর নাম গ্রহণ করিবে না, ভার্য্যাও পতির নাম গ্রহণ করিবে না।' এইরূপ নিষেধ থাকায় গুরুর নাম গ্রহণ করেন নাই। নিজের গুরু ও দেবতার ভেদে অরুচি আছে সূচিত করিবার জন্য একটি অপিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। যদিও গুরু দেবতা হইতে ভিন্ন নহেন, তথাপি বিশেষ অনুগ্রহের জন্য পৃথক্ ভাবে নমস্কার করা হইয়াছে।

কৈ, জয়তীর্থ ত এখানেও গুরুর নাম—আনন্দতীর্থের গুরুর নাম নিজে বলিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না? না, আনন্দতীর্থই যে জয়তীর্থ-নামে ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন; সুতরাং যে-সকল কথাদ্বারা গুরুর নাম বলা যাইতে পারে, তাহা টীকার মুখবন্ধেই বলিয়া আসিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তদ্দারাই গুরুর নামটি বাহির করিতে পারিবে; সুতরাং এস্থলে আর বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ হয় নাই।—এই সকল কারণ বশতঃ আমরা স্থির করিয়াই রাখিয়াছি যে, আনন্দতীর্থই জয়তীর্থনামে নিজের ভাষ্যের টীকা নিজেই লিখিয়াছেন। এই জন্যই এই টীকাব্যতীত ভাষ্যও কেহ খুলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যাহারা এই টীকা আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছে, কেবল তাহারাই মধ্বভাষ্যের মর্ম্মদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারে। অন্যথা ভাষ্যমর্ম্মদ্বার চিরবদ্ধই থাকিয়া যায়।

ইহাদ্বারা স্থির হইল এই যে, মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ১১২১ শক, এবং তিরোভাবকাল ১১৯০ শক। মধ্বাচার্য্যের নাম আনন্দতীর্থ, জয়তীর্থ পূর্ণানন্দ, দ্বৈতগুরুস্বামী, আনন্দজ্ঞান, জ্ঞানানন্দ ও আনন্দগিরি।

শ্রীনিবাসাচার্য্য নিম্বার্কের ভাষ্যকে ভাষ্য না বলিয়া বাক্যনামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বেদান্তকৌস্তুভনামে সেই বাক্যের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কাশ্মীর-দেশবাসী কেশবভট্ট তাহার কৌস্তুভপ্রভানামে একটি টীকা করেন। ইনি ঔডুলোমি-সম্প্রদায়ের কোন মহাত্মার প্রণীত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতমতের পোষণার্থই বেদান্তপারিজাতসৌরভনামে বাক্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার আবির্ভাব ১৩৪৯—১৪০০ শকের মধ্যে।

বল্লভাচার্য্য। তৈলঙ্গদেশীয় লক্ষ্মণভট্টের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার ১৪০১ শকে জন্ম হয়। ইনি বৃন্দাবননিবাসী নারায়ণভট্টের শিষ্য। ইনি বালগোপালের সেবা প্রচারিত করেন। ইঁহার কৃত বেদান্তসূত্রভাষ্যের নাম অণুভাষ্য। ইনি বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী। ১৪৩৩ শকে ইঁহার প্রথম পুত্র গোপীনাথ, এবং ১৪৩৮ শকে দ্বিতীয়পুত্র বিট্‌ঠলনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫৩ শকে বল্লভাচার্য্যের তিরোভাব হয়।

বলদেববিদ্যাভূষণ। ইনি একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত। ইঁহার আবির্ভাব কাল ১৫৮৫ শক। ইনি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। বেদান্তসূত্রের উপর ইঁহার গোবিন্দভাষ্যনামে একটি ভাষ্য আছে। ইনি গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত মতের ব্যবস্থাপয়িতা। নিজেই আবার গোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মভাষ্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

বিশেষ সুগমার্থ নিম্নে ধারাবাহিক পরম্পরা প্রদর্শিত করিতেছি।
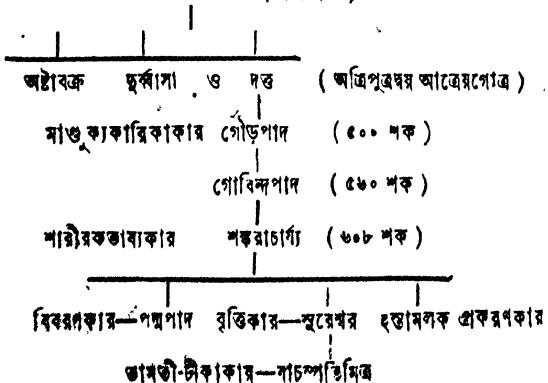
কল্পতরু-টীকাকার অমলানন্দ
|
পরিমল-টীকাকার অপ্যয় দীক্ষিত
|
রত্নপ্রভা-টীকাকার গোবিন্দানন্দ
|
ভাষ্যটীকাকার আনন্দগিরি

দ্বৈতধারা।

বৃত্তিকার বৌধায়ন (কল্যব্দ ১০০)
|
গুহদেব
|
ভারুচি
|
ব্রহ্মানন্দী ও টঙ্ক বাক্যকার
|
ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য (কল্যব্দ ২৪০০)
|
শ্রীপরাঙ্কুশনাথ
|
যামুনাচার্য্য
|
শ্রীভাষ্যকার রামানুজ (শক ৯৩৯)

১	২	৩	৪
বিজ্ঞানভিক্ষু	ভাস্করাচার্য্য,	মধ্বাচার্য্য	নিম্বার্ক
(৭৭০—৮১০)	(৯৫০—১০০০)	(১১২১—১১৯০)	(১৩৪৯–১৪০০)

৫
বল্লভাচার্য্য,
(১৪০১—১৪৫৩)

শকাব্দ কাল	কর্ত্তৃনাম	কার্য্যনাম	সিদ্ধান্ত
(৬০৮)	শঙ্করাচার্য্য (১)	শারীরকভাষ্য	অদ্বৈত
(৭৭০—৮১০)	বিজ্ঞানভিক্ষু (২)	বিজ্ঞানামৃতভাষ্য	দ্বৈত
(৯৩৯)	রামানুজাচার্য্য (৩)	শ্রীভাষ্য	বিশিষ্টাদ্বৈত
(৯৫০—১০০০)	ভট্টভাস্করাচার্য্য (৪)	ভাস্করভাষ্য	ভেদাভেদ

(১১২১—১১৯০) মধ্বাচার্য্য (৫)	পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন	দ্বৈত
(১১২২—১২০০) শ্রীকণ্ঠাচার্য্য (৬)	শৈবভাষ্য	বিশিষ্টাদ্বৈত
(১৩৪৯—১৪০০) নিম্বার্কাচার্য্য (৭)	বেদান্তপারিজাত-সৌরভনামক বাক্য	দ্বৈতাদ্বৈত
(১৪০১) বল্লভাচার্য্য (৮)	অণুভাষ্য	বিশুদ্ধাদ্বৈত
(১৫৮৫) বলদেববিদ্যাভূষণ (৯)	গোবিন্দভাষ্য	অচিন্ত্যভেদাভেদ

বেদান্তসূত্র ভাষ্য টীকাকারের পরিচয়।

(১)

(৬০৮) পদ্মপাদ — বিবরণ বা পঞ্চপাদিকা টীকা

(৬০৮) সুরেশ্বর — বার্ত্তিক বা বৃত্তি

(৮৯৮) বাচস্পতিমিশ্র — ভামতীটীকা { কল্পতরুকার অমলানন্দ ও পরিমলকার অপ্যয়দীক্ষীত।

গোবিন্দানন্দ — রত্নপ্রভাটীকা

আনন্দগিরি — ভাষ্যটীকা

(৩)

সুদর্শনাচার্য্য — শ্রীভাষ্যটীকা

(৫)

(১১২১—১১৯০) জয়তীর্থ — তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা

(৬)

অপ্যয়দীক্ষিত — শিবার্কমণিদীপিকা টীকা

(৭)

শ্রীনিবাসাচার্য্য—বেদান্তকৌস্তভভাষ্য — টীকা কৌস্তুভপ্রভা কাশ্মীরবাসী কেশবভট্টকৃত।

বেদমন্দির।
১৪১।৩।১ নং বারাণসীঘোষের ষ্ট্রীট
যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

সূচিপত্রম্ ।

—(০)—

প্রথমাধ্যায়স্য ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ।

তৃতীয়াধ্যায়স্য ।

চতুর্থাধ্যায়স্য ।

॥ ওঁ ॥ নমঃ পরমাত্মনে ॥

বেদান্তদর্শনম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ॥ ১ ॥

শাঙ্করশারীরকভাষ্যম্।

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরযোর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয

এই জগতে সকলেই "আপন আপন অধ্যেয় বিষয় অধ্যয়ন করিবে" এইরূপ নিত্য বিধিবাক্যানুসারে সাঙ্গ স্বীয় অধ্যেয় বিষয় অধ্যয়ন কর্ত্তব্য এবং "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব. সোঽন্বেষ্টব্যঃ সজিজ্ঞাসিতব্যঃ আত্মা বা আরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রৌতপ্রমাণ বলে আত্মতত্ত্বশ্রবণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জানা যাইতেছে, অতএব যাহারা মোক্ষকামী, তাহারা বেদান্ত বাক্য দ্বারা অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব বিচার করিবে; সুতরাং সাধারণেরই আত্মনিরূপণ শাস্ত্র পর্য্যালোচনাতে প্রবৃত্তি জন্মে। বিশেষতঃ বৈদিকমতানুযায়িদিগের পক্ষে পুরাণাদির প্রাধান্য নাই. অতএব বৈদিকেরা আত্মতত্ত্বানুসন্ধান শাস্ত্রেরই আলোচনা করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি ইহজন্মে কিম্বা জন্মান্তরে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মনঃশুদ্ধিসম্পাদনপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বশ্রবণের বিষয় কি? ফলকি? ইহার অধিকারীকে এবং সম্বন্ধইবা কি? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান বাদরায়ণ (বেদব্যাস) সেই জিজ্ঞাসুকে নিমিত্ত করিয়া শ্রবণাত্মক শাস্ত্রারম্ভপ্রয়োজক উক্ত অনুবন্ধচতুষ্টয়, অর্থাৎ

গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ। তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ-বিষয়েঽধ্যাসোমিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্। তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতা-মন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরাবিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়োর্ধর্ম্ম-ধর্ম্মিণোর্মিথ্যা জ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। আহ কোঽয়মধ্যাসো নামেতি উচ্যতে স্মৃতিরূপঃ পরত্র

বিষয়, ফল, অধিকারী ও সম্বন্ধ নিরূপণার্থ এই ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভ করিয়াছেন।

অন্ধকার ও প্রকাশ ইহারা যেমন পরস্পর ঐক্যশূন্য, সেইরূপ আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর ঐক্যযোগের অসম্ভবপ্রযুক্ত উহারা এক নহে। উহারা এক হইলে বিরোধ ঘটিয়া উঠে, বস্তুগতি, প্রতীতি ও ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা ত্রিবিধ বিরোধ সাধন করিতেছেন,—অন্ধকার ও প্রকাশ ইহারা যেমন বিরুদ্ধ পদার্থ, সেইরূপ যুস্মদ্ ও অস্মদশব্দের অর্থ প্রতীতির গোচরীভূত বিষয় ও বিষয়ী, ইহারাও বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন, অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মা ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; সুতরাং তাহাদিগের কোন সংসর্গই নাই, আত্মা চিৎস্বরূপ এবং অনাত্মা জড় ও সুখ দুঃখাদিধর্ম্মশালী। অতএব তাহাদিগের পরস্পর কোন সম্পর্ক সম্ভব হয় না। এই হেতু অস্মৎপ্রত্যয় গোচরীভূত বিশ্বরূপ বিষয়ীতে যুস্মৎপ্রত্যয় গোচর বিষয় ও তাহার ধর্ম্ম ইহাদিগের আরোপ হইয়া থাকে। যদি বল, আত্মাতে যে অনাত্মা ও অনাত্মার ধর্ম্মের আরোপ তাহা মিথ্যা, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব সর্ব্বদাই হইতেছে, অনাত্মার বিপরীত অর্থাৎ বিরুদ্ধস্বভাবাপন্নই চিৎস্বরূপ আত্মা। অতএব বিষয়েতে বিষয়ী ও তদ্গত ধর্ম্মের আরোপ মিথ্যা নহে, তথাপি অন্যান্যার্থে অন্যান্যরূপের এবং অন্যান্যধর্ম্মের যে আরোপ হয়, তাহা পরস্পর ধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়াই হইয়া থাকে, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে বিবেচনাতে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর যে আরোপ তাহা মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত বোধ হয়। সত্য এবং মিথ্যা এই দুইকে আশ্রয় করিয়া এই "আমি এবং ইহা আমার" এইরূপ নৈসর্গিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, আরোপ কাহাকে বলা যায়।

পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিৎ অন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। কেচিত্তু যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যে তু যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষত ইতি। সর্ব্বথাপিত্বন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথাচ লোকেঽনুভবঃ শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদ্ ইতি। কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়ধর্ম্মাণাং সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি। যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনো বিষয়ত্বং ব্রবীষি। উচ্যতে ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ। অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি।

ইহাতে বলিতেছেন, স্মৃতিকেই আরোপ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ পরবর্ত্তী পদার্থে যে পূর্ব্ব দৃষ্টপদার্থের আভাস তাহাই আরোপ, কেহ কেহ ইহাকে অন্যপদার্থে অন্যের আরোপ বলিয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ বলেন, যে পদার্থেতে যাহার আরোপ হয়, সেই পদার্থের অবিবেক নিমিত্ত ভ্রম জন্মে। অন্য কোন দার্শনিকেরা কহিয়া থাকেন, যে পদার্থে যাহার আরোপ হয়, সেই পদার্থের বিপরীত কল্পনা মাত্রই আরোপ। এই রূপে সর্ব্বপ্রকারার্থেই অন্য পদার্থে অন্যের অবভাস এই অর্থের ব্যভিচার নাই। এইক্ষণ এইরূপ লোকানুভব হইয়া থাকে যে, শুক্তিকাই রজতের ন্যায় ভাসমান হয় এবং একই চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে শুক্তিকাতে যে রজতের অবভাস এবং এক চন্দ্রেতে যে দ্বিতীয়ত্বের প্রতীতি, তাহাই আরোপ। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে বিষয় ধর্ম্মের আরোপ হইতে পারে? সম্মুখবর্ত্তী বিষয়েতে বিষয়ান্তরের আরোপ হইয়া থাকে, এতএব যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেত চিন্ময় আত্মারই বিষয়তা বলিতেছ। ইহাতে বক্তব্য এই যে, সেই আত্মা একান্ত অবিষয় নহেন, যেহেতু তিনি অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় এবং অপরোক্ষ; সুতরাং তিনিই প্রত্যগাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। বিশেষতঃ এমন নিয়মও নাই যে, কেবল সম্মুখস্থিত বিষয় হইতেই বিষয়ান্তরের আরোপ

এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে তদ্বিবেকেন চ বস্তু স্বরূপাবধারণং বিদ্যাম আহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বাণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে। তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বপ্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ। সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি। কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। উচ্যতে দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহং

হইতে পারে। বালকেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশেও "আকাশতল এবং আকাশ মলিন" এইরূপ আরোপ করিয়া থাকে। যেমন আকাশে তল ও মলিনতার আরোপ হয়, সেইরূপ আরোপকে পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বলিয়া স্বীকার করেন। যাবৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান না হয়, তাবৎই উক্তরূপে আত্মাতে নানাপ্রকার আরোপ হইয়া থাকে। যখন সেই ব্রহ্মবিবেক হয়, তখন বস্তু স্বরূপে অবধারণ হয় এবং উহাকেই বিদ্যা বলা যায়। আর এই বিদ্যাই আরোপ নিবৃত্তি করে। বাস্তবিক আরোপিত গুণদোষে অধিষ্ঠান (যাহাতে আরোপ করা যায়) লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ আরোপিত পদার্থ অধিষ্ঠানে কোনরূপেও সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপেই আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অবিদ্যাখ্য আরোপ স্বীকার করিয়াই বৈদিক ও লৌকিকেরা প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহারা নানাপ্রকার প্রমাণের যথার্থতা ব্যবহার করিয়া উক্তরূপ আরোপে প্রবৃত্ত থাকেন। বিশেষতঃ সকলশাস্ত্রই বিধি নিষেধ ও মোক্ষপর। এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতেছে যে, যদি ঋগ্বেদাদি সকল কর্ম্মশাস্ত্রই বিধি ও নিষেধ পর এবং বেদান্ত বাক্যই কেবল বিধি নিষেধশূন্য ব্রহ্মপর হইল; সুতরাং ইহারাই মোক্ষশাস্ত্র। তাহা হইলে কিরূপে অবিদ্যার বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষাদি শাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাহারা এই দেহই আমি এবং এই ইন্দ্রিয় সকল আমার, এইরূপ অভিমান রহিত, তাহাদিগের উক্তরূপ প্রমাজ্ঞানের অনুপপত্তি হেতু উক্ত বেদাদি কর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না। বরং মনুষ্য মাত্রেরই দেহেতে "আমি" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু "ইন্দ্রিয়গণ

মমাভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ন হীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরে- ণেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিদ্ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নসত্যাসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষা দীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ যথা হি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্ত্তন্তে অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখ- মুপলভ্য মাং হন্তুময়মিচ্ছতীতি পলায়িতুমারভন্তে হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপ- লভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তি এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনা- ক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততো নিবর্ত্তন্তে তদ্বিপরীতান্

আমার” এইরূপ জ্ঞান হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ না করিয়া কোন প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যবহার হইতে পারে না। কদাচ অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় ব্যাপার সম্ভবে না। আর দেহেতে আত্মভাব আরো পিত না হইলে সেই দেহ কোনকালেও কোন বিষয়ে ব্যাপৃত হয় না এবং আত্মা সর্ব্ববিষয়ে সমাশক্ত না হইলে তাহার কোন রূপ প্রমাজ্ঞান হইতে পারে না, আর আত্মার প্রমাজ্ঞান না হইলে প্রমাণে প্রবৃত্তি হয় না, অত এব অবিদ্যার বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই শাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়। এই বিষয়ে পশুপ্রভৃতির সহিত অবিশেষ দেখা যায়, পশুগণেরও কর্ণাদিতে শব্দাদির সম্বন্ধ হইলেই তাহাদিগের শব্দাদি জ্ঞান হয়, তখন তাহারা সেই শব্দ জানিতে পারিয়া কার্য্য করে, অর্থাৎ পশুগণও প্রতিকূল শব্দ হইলে নিবৃত্ত হয় এবং অনুকূল শব্দ শুনিলে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন কোন পশুর নিকট দণ্ড উদ্যত করিলে সেই পশু উক্ত দণ্ডধারীপুরু- ষকে দেখিলেই মনে করে যে, এই ব্যক্তি আমাকে হনন করিতে আসি- তেছে, এই মনে করিয়া পলায়ন করে এবং কোন পুরুষ কোমল হরিতবর্ণ তৃণ হস্তে করিয়া পশুকে দেখাইলে সেই পশু উক্ত তৃণধারী পুরুষের সম্মুখে আগমন করে। সেইরূপ মনুষ্যগণ জ্ঞানী হইলেও ক্রূরদৃষ্টি রোষপরা

প্রতি অভিমুখীভবন্তি। অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধ এবাবিবেকপূর্ব্বকঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ তৎ সামান্যদর্শনাদ্ব্যুৎপত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎ-কালসমান ইতি নিশ্চীয়তে। শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্ব্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে তথাপি ন বেদান্তবেদ্যমশনায়া-দ্যতীতমপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদমসংসার্য্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে। অনুপ-

---

য়ণ খড়্গহস্ত বলবান মনুষ্যকে দেখিলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং ইহার বিপরীতে, অর্থাৎ কোন শান্তস্বভাব দয়াশীল ব্যক্তিকে দেখিলে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, পুরুষদিগের প্রামাণ্য প্রমেয় ব্যবহার পশুদিগের সহিত সমান। পশুগণেরও বিবেক পূর্ব্বক প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। বাস্তবিক পশুদিগের সহিত মনুষ্যের সমানতা দর্শন হেতু, জ্ঞানী পুরুষগণেরও প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার সমানরূপে নিশ্চিত হইতেছে। পরন্তু লৌকিক ব্যবহারে আরোপিত হই-লেও অগ্নিষ্টোমাদিজন্য শাস্ত্রীয় ব্যবহার আরোপিত নহে, তাহাতে আত্মা দেহাতিরিক্ত, এইরূপ জ্ঞান হইয়া কার্য্য হয়। যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে আত্মানাত্মবিবেক না হইয়া পরলোকসম্বন্ধ অপেক্ষিত না হয়, তাহাহইলে কিরূপে বৈদিক কর্ম্মের আরোপজন্য সিদ্ধি হইতে পারে, এই আশঙ্কা হয়। এইক্ষণ বল দেখি, আত্মা কি দেহ ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানই অপেক্ষিত? অথবা আত্মজ্ঞান মাত্র অপেক্ষিত? ইহাতে বলিতেছেন,—যদি আত্মা দেহ ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান অপেক্ষিত হয়, তাহাহইলে এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান অপে-ক্ষিত হইলে বেদান্ত প্রতিপাদ্য আমি ক্ষুৎপিপাসাদিগ্রস্ত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিবিশেষবান্ সংসারী, এইরূপ জ্ঞানই কর্ম্মমাত্রে অপেক্ষণীয়, তদ্বি-পরীত আত্মতত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষণীয় নহে, কারণ তাহাহইলে প্রবৃত্তির বাধ হয় এবং অধিকারেও বিরোধ ঘটিয়া উঠে। শাস্ত্রীয় কর্ম্মও যে আরোপ জন্য, তাহাও আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তমান শাস্ত্র অবিদ্যাবিষয় অতিক্রম করিতে পারে না। আর যেমন আরোপবিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুমান ও অর্থা-পত্তি এই সকলই প্রমাণ, সেইরূপ শাস্ত্রও আরোপবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া

যোগাদধিকারে বিরোধাচ্চ। প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে। তথা হি-ব্রাহ্মণো যজেতেত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে। অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিতি অবোচাম। তদ্‌যথা পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ সকলো বেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যতি তথা দেহধর্ম্মান্ স্থূলোঽহং কৃশোঽহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লঙ্ঘয়ামি চেতি। তথেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্ মূকঃ ক্লীবো বধিরঃ কাণোঽন্ধোঽহমিতি। তথান্তঃকরণধর্ম্মান্ কামসঙ্কল্পবিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্ এবমহম্প্রত্যয়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং

স্বীকৃত হয়। "ব্রাহ্মণ যাগ করিবে" "স্নান করিয়া ভিক্ষা করিবে না" "কৃষ্ণকেশ ব্যক্তি অগ্ন্যাধান করিবে" এই সকল শাস্ত্রেও আত্মাতে বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থা এই সকল আরোপ করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাগকালে আমি ব্রহ্মণ এইরূপে আত্মাতে ব্রাহ্মণত্বের আরোপ হইয়া থাকে। এইক্ষণ আরোপ কি? তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে বস্তুতে যে পদার্থ নাই, সেই বস্তুতে যে সেই পদার্থের জ্ঞান, তাহাই আরোপ। যখন কোন ব্যক্তির পুত্র কলত্রাদি বিপন্ন বা সম্পন্ন হয়, তখন সেই ব্যক্তি বলিয়া থাকে, আমি বিপন্ন বা সম্পন্ন হইয়াছি, এই স্থলে আত্মাতে বাহ্য ধর্ম্মের আরোপ হইয়াছে, অর্থাৎ আপনার বিপদ বা সম্পদ কিছুই নাই, তথাপি আমি বিপন্ন বা সম্পন্ন হইয়াছি, এইরূপ প্রয়োগ করে; সুতরাং পুত্র কলত্রের বিপদ আপনাতে আরোপ করিয়া থাকে। "আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি স্থিতি করিতেছি, আমি গমন করিতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি" ইত্যাদি স্থলে স্থূলত্বাদি দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। "আমি মূক, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি কাণ, আমি অন্ধ" ইত্যাদিস্থলে আত্মাতে মূকত্বাদি ইন্দ্রিয় ধর্ম্মের আরোপ হইয়া থাকে এবং কাম, সঙ্কল্প, সংসার ও অধ্যবসায় এই সকল অন্তঃকরণ ধর্ম্মেরও আত্মাতে নানাপ্রকারে আরোপ হইয়া থাকে এবং অন্তঃকরণাদিতে সেই সর্ব্বসাক্ষী আত্মার আরোপ হয়। এইরূপে অনাদি অনন্ত

তদ্বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্যতি। এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। যথা চায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা চ বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ। বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যেদমাদিমং সূত্রম্।

তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে নাধিকারার্থঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ। মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ। অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ। সতি আনন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসাপূর্ব্ববৃত্তবেদাধ্যয়নং নিয়মেনাপেক্ষতে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যৎ

নৈসর্গিক আরোপ আছে, সেই সমুদাই মিথ্যাজ্ঞান মাত্র। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির প্রবর্ত্তক মিথ্যা জ্ঞানের অধীন হইয়াই লোক সকল আমি কার্য্য করি, আমি ভোজন করি ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকে। পরন্তু এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান সর্ব্বলোক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই মিথ্যাজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের হেতু, সেই অনর্থ বিনাশ হইয়া আত্মৈকত্ব জ্ঞানবিদ্যার প্রতিপত্তির নিমিত্ত বেদান্তের আরম্ভ হইয়াছে। যেরূপে সকল বেদান্ত শাস্ত্রের এই অর্থ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইয়া আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, আমরাও এই শারীরিক মীমাংসাতে সেইরূপ প্রদর্শন করিব। বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ে "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইহাই প্রথম সূত্র।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসানন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, ইহাই সূত্রকার স্বীয় সূত্রের আদিতে অথ শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অথ শব্দের নানার্থ সত্ত্বেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনধিকার্য্যত্বপ্রযুক্ত এই স্থনে অথ শব্দের অধিকারার্থ সঙ্গত হইতেছে না। মঙ্গলের বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবহেতু অন্যান্য অর্থে প্রযুক্ত অথশব্দও মঙ্গল প্রয়োজন হয়। বাস্তবিক পূর্ব্বকৃতাপেক্ষায় অথ শব্দের আনন্তর্য্যার্থই সুসঙ্গত হইতেছে। অথ শব্দের আনন্তর্য্যার্থ স্বীকার করিলে এইরূপ অর্থ সঙ্গতি হয়, যেমন বেদাধ্যয়নের

পূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেনাপেক্ষতে তদ্বক্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং তু সমানম্। নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ। ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীত-বেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ন তথেহ ক্রমো বিবক্ষিতঃ। শেষশেষিত্বেঽধিকৃতাধি-কারে প্রমাণাভাবাদ্ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ। অভ্যুদয় ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞানং ন চানু-ষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্যো ন জ্ঞানকালেঽস্তি পুরুষ-ব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ। ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং নিত্যবৃত্তত্বাৎ ন পুরুষ-

---

অনন্তর ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে, সেইরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায় বিষয়ে উভয়থাই সমান, অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসাও যেমন স্বাধ্যায়ানন্তর কর্ত্তব্য, সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও স্বাধ্যায়ানন্তরবর্ত্তী জানিবে। যদি বল, কর্ম্মাববোধনের আনন্তর্য্য বিষয়ে বিশেষ আছে, তাহা নহে, যেহেতু ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও অধীতবেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উপপত্তি আছে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই উভয়ের কার্য্যকারণভাব না থাকিলেও অথ শব্দের আনন্তার্য্যোক্তি দ্বারা ক্রমজ্ঞান হইয়াছে। পরন্তু হৃদয়াদির অবদানে যেরূপ ক্রম বিবক্ষিত হইয়াছে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সেইরূপ ক্রম স্বীকৃত নহে, যেহেতু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পরবর্ত্তিত্ব বিষয়ে ও অধিকৃতাধিকারে কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে ও ধর্ম্মজিজ্ঞা-সার অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম দেখা যায় না, বিশেষতঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইহাদিগের ফলগত ভেদ আছে। অভ্যুদয়ই ধর্ম্মজ্ঞানের ফল, তাহাও অনুষ্ঠানাপেক্ষ, আর ব্রহ্ম বিজ্ঞানের ফল মোক্ষ, তাহাতে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, তাহা স্বয়ংই উৎপন্ন হয়। আর জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম সাধ্য নহে,—যেহেতু উহা জ্ঞান কালে বিদ্যমান্ থাকে না। আর ঐ ধর্ম্ম পুরুষব্যাপারসাধ্য বলিয়া তাহাকে অতি তুচ্ছজ্ঞান করিতে হইবে। পরন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান ধর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ অতিরিক্ত, যেহেতু জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম অসাধ্য কারণ, ব্রহ্মের সর্ব্বদাই

ব্যাপারতন্ত্রং চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ। যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে নিযুঞ্জানৈব ন পুরুষমববোধয়তি। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমববোধয়ত্যেব কেবলং অববোধস্য চোদনাজন্যত্বান্ন পুরুষোঽববোধে নিযুজ্যতে। যথা অক্ষসন্নিকর্ষেণার্থাববোধে তদ্বৎ। তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত ইতি। উচ্যতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধনসম্পৎ মুমুক্ষুত্বঞ্চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুঞ্চ ন

সত্তা জানা যায়। বিশেষতঃ ব্রহ্ম কোন পুরুষব্যাপার সাধ্য নহে, অর্থাৎ ধর্ম্ম যেমন পুরুষপ্রযত্নের অধীন, ব্রহ্ম সেইরূপ নহে। আর জ্ঞাপন বাক্যের প্রবৃত্তিভেদবশতও ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। ধর্ম্মজ্ঞাপক যে বাক্য, তাহা প্রমাণ মাত্র, অর্থাৎ "স্বর্গকামী অশ্বমেধ যাগ করিবে" ইত্যাদি বাক্যই ধর্ম্মকে যাগাদিরূপ স্ববিষয়ে নিয়োজিত করিয়া রাখিযাছে, অর্থাৎ উক্ত "স্বর্গকামী অশ্বমেধ যাগ করিবে" ইত্যাদি বাক্য পুরুষকে যাগাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু পুরুষের বোধক হয় না। আর ব্রহ্মজ্ঞাপক বাক্য কেবল পুরুষকেই বুঝাইতেছে। বিশেষতঃ বোধের অজ্ঞাত জ্ঞাপক বাক্যজন্যত্ব প্রযুক্ত বোধেই পুরুষ নিযুক্ত আছে। যদিও স্বজন্য জ্ঞানে স্বয়ং প্রমাণ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। যেমন অক্ষর সন্নিকর্ষ হইলেই অর্থ বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ জানিবে, অর্থাৎ জ্ঞানবশতই বোধ জন্মে এবং বোধ জন্মিলেও বিধির যোগ হেতু বাক্যার্থ জ্ঞানে পুরুষপ্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মান মেয় এবং ব্রহ্ম উদাসীন, অতএব জিজ্ঞাস্যভেদপ্রযুক্ত তন্মীমাংসাতে অথশব্দ ক্রমজ্ঞাপক নহে। উক্তরূপে অথশব্দ অনন্তরার্থদ্যোতক হইলে আশঙ্কা হইতেছে যে, কাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপদেশ কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে বলিতেছেন,—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহকালে ও পরকালে ফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ। অর্থাৎ লৌকিক ব্যাপার হইতে মনের উপরতি রূপ শম, বাহ্য কারণ হইতে উপরতি রূপ দম, জ্ঞানসাধনার্থ বিহিত নিত্য কর্ত্তব্য

বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে। অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাদ্বেদ এবাগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃসাধনানামনিত্য-ফলতাং দর্শয়তি তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্য-চিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইত্যাদি তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরং পুরুষার্থং দর্শ-য়তি ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি তস্মাদ্‌যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণ-লক্ষণং জন্মাদ্যস্য যতইতি। অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য জাত্যাদ্যর্থান্তরমা-

---

কর্ম্মের অনুরাগ রূপ উপরতি, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনরূপ তিতিক্ষা, নিদ্রা আলস্য প্রমাদাদিত্যাগে মানসিক স্থিরতারূপ সমাধি, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞানরূপ শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি প্রাপ্তিরূপ সম্পৎ ও মোক্ষেচ্ছা এই সকল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্ব কারণ। শমদমাদি সাধন সিদ্ধি হইলেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে, তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে না। এইক্ষণ অথ শব্দ প্রয়োগদ্বারা জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত শমদমাদি সাধন সম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উপদেশ করিবে। সূত্রোক্ত অতঃশব্দ হেতু বাচক, অর্থাৎ যেহেতু বেদই অগ্নিহোত্রাদি শ্রেয়ঃসাধন কার্য্যের অনিত্য ফলতা প্রদর্শন করিতেছেন। বেদে লিখিত আছে যে, যেমন কর্ম্মী লোকেরা ক্ষয় পায়, অর্থাৎ কর্ম্মফলে তাহাদিগের শ্রেয়ঃসাধন হইলেও কর্ম্মক্ষয়ের পরক্ষণেই সেই শ্রেয়োবিনাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ যাহারা পুণ্যবান্ তাহাদিগেরও ক্ষয় হয়, অর্থাৎ পুণ্যাবসানেই ফলভোগের নিবৃত্তি হইয়া যায়। আর ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, ইহা দর্শাইতেছেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনিই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, অতএব শমদমাদি যথোক্ত সাধন সম্পত্তি লাভ হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বক্ষ্যমাণ সূত্রলক্ষিত ব্রহ্ম-পরিজ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্মশব্দের জাত্যাদি অর্থান্তরের আশঙ্কা নাই। ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা ইহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ, কিন্তু ব্রহ্মসম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা এইরূপ অর্থ নহে। যদি বল, ব্রহ্ম-

শঙ্কিতব্যম্। ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ন শেষে। জিজ্ঞাস্যাপেক্ষত্বাজ্জিজ্ঞাসায়াঃ জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দেশাচ্চ। ননু শেষষষ্ঠীপরিগ্রহেঽপি ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং ন বিরুধ্যতে সম্বন্ধসামান্যস্য বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ কর্ম্মত্বমুৎসৃজ্য সামান্যদ্বারেণ পরোক্ষং কল্পয়তো ব্যর্থঃ প্রয়াসঃ স্যাৎ ন ব্যর্থো ব্রহ্মাশ্রিতাশেষবিচারপ্রতিজ্ঞানার্থত্বাদিতি চেৎ ন প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানামপ্যর্থাক্ষিপ্তত্বাৎ। ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপ্তুমিষ্টতমত্বাৎ প্রধানং। তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জ্জিজ্ঞাসিতৈর্ব্বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তান্যর্থাক্ষিপ্তান্যেবেতি ন পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি যথা রাজাসৌ গচ্ছতি ইত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞো গমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ। শ্রুত্যনুগমাচ্চ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং দর্শয়ন্তি। তচ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠীপরিগ্রহে সূত্রেণানুগতং ভবতি।

সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা এইরূপ অর্থ করিলেও ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, এইরূপ অর্থ বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু সম্বন্ধ মাত্রই বিশেষ নিষ্ঠ, এইরূপ হইলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ কর্ম্মত্ব পরিত্যাগ করিয়া পরোক্ষ কর্ম্মতা পরিকল্পনে ব্যর্থ পরিশ্রম হয়। বিশেষতঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মকেই পাইতে ইচ্ছা করে; সুতরাং তিনিই প্রধান, এইরূপ অবস্থাতে ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার প্রধান কর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হইলে যে সকল জিজ্ঞাসিত না হইলে ব্রহ্মও জিজ্ঞাসিত হইতে পারেন না, সেই সকলই অর্থ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে পৃথকরূপে সূত্রে নিহিত করা যায় নাই। যেমন রাজা গমন করিতেছেন, এই কথা বলিলেই সপরিবার রাজার গমন উক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে, এই কথা বলিলেও যাহাদিগের জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না, তাহারা অর্থান্তর্গত হইয়া থাকে। আর শ্রুত্যান্তরেও জানা যাইতেছে যে, "যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে সেই ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর" অতএব ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার প্রধান কর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে, এইরূপ অর্থই সুসঙ্গত হইতেছে। এইক্ষণ ইহাই সূত্রার্থ হইতেছে যে,

তস্মাদ্‌ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্‌বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ জ্ঞানেন হি প্রমাণেনাবগন্তুমিষ্টং ব্রহ্ম। ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ। নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যানর্থনিবর্হণাৎ তস্মাদ্‌ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্‌। তৎ পুনর্ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ যদি প্রসিদ্ধং ন জিজ্ঞাসিতব্যং অথাপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি। উচ্যতে অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বো লোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানিতে যত্ন করিবে। ব্রহ্মবিজ্ঞানই পরম-পুরুষার্থ, যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেই সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যার বিনাশ হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ, যদি তিনি প্রসিদ্ধ হন তাহাহইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? অর্থাৎ যদি বেদান্ত বাক্য বিচার দ্বারা পূর্ব্বেই তাঁহার জ্ঞান হয়, তাহাহইলে আর ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা কি? আর যদি তিনি অপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অবিষয় হন, তাহাহইলে তাঁহার জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন, ব্রহ্ম প্রসিদ্ধই আছেন, তিনি অপ্রসিদ্ধ নহেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম-নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। "ব্রহ্ম" এই শব্দটী বৃংহ ধাতুর রূপ; সুতরাং ঐ ধাতুর অর্থানুগমপ্রযুক্ত ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিতেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধত্বাদি অর্থ প্রতীয়মান হইতেছে এবং তিনি সকলের আত্মা, অতএবই ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সকলেই আত্মার বিদ্যমানতা স্বীকার করে। কেহই "আমি নাই" এইরূপ জ্ঞান করে না, যদি আত্মারই বিদ্যমানতা না থাকে তাহাহইলে সকলেরই আমি নাই, এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। সেই আত্মাই ব্রহ্ম। এইক্ষণ যদি সেই ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে প্রসিদ্ধ হইলেন, তাহাহইলে তিনি জ্ঞাতই হইলেন; সুতরাং

যদি লোকে ব্রহ্মাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি ততো জ্ঞাতমেবেত্যজিজ্ঞাস্যত্বং পুনরাপন্নম্। ন তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ। দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মা ইতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মা ইত্যপরে। মন ইত্যন্যে। বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিক' ইত্যেকে। শূন্য ইত্যপরে। অস্তি দেহাদিব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যপরে। ভোক্তৈব কেবলং ন কর্ত্তা ইত্যেকে। অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ ইতি কেচিৎ। আত্মা স ভোক্তুঃ ইত্যপরে। এবং বহবো বিপ্রতিপন্না যুক্তিবাক্যতদাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্তঃ। তত্রাবিচার্য্য যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানো নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহন্যেতানর্থঞ্চেয়াৎ। তস্মাদ্ ব্রহ্ম-

---

পুনর্ব্বার তাঁহার অজিজ্ঞাস্যত্বই উপস্থিত হইল, ইহা বক্তব্য নহে, কারণ ব্রহ্ম আছেন, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নাই; সুতরাং সেই ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থ তাঁহার জিজ্ঞাসা হইতে পারে। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য প্রাকৃত জন, তাহারা বলিয়া থাকে যে, চৈতন্য বিশিষ্ট দেহমাত্রই আত্মা, অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চেতনশালী ইন্দ্রিয়গণই আত্মা, অন্য কোন বাদীরা মনকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, অন্যমতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্রকে আত্মা বলিয়া থাকেন, মতান্তরে শূন্যই আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হন। তার্কিকাদিরা বলিয়া থাকেন যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির অতিরিক্ত সংসারী কর্ত্তা ভোক্তাই আত্মা। অপর কেহ কেহ স্বীকার করেন যে, যিনি ভোক্তা, তিনি মাত্রই আত্মা, পরন্তু যিনি সংসারী ও কর্ত্তা, তিনি আত্মা নহেন। অপর বাদীরা বলেন, সকলের অতিরিক্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই আত্মা। বেদান্তিকেরা কহেন, যিনি ভোক্তা জীবের সাক্ষিস্বরূপ সেই ঈশ্বরই আত্মা। এইরূপে বহু বহু মতে আত্মার নানাপ্রকার কল্পনা আছে। উক্ত বিবিধ বাদীরা স্বস্বমতের পোষণার্থ নানাপ্রকার যুক্তি ও বাক্যাদির আশ্রয় লইয়া থাকেন। বাস্তবিক ব্রহ্মবিষয়ে যিনি যাহাই বলুন না কেন, তাহাতে কোনরূপ বিচার না করিয়া যে কোন রূপেই হউক নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মানুসন্ধান করিবে। এইক্ষণ উপ সংহারে বলিতেছেন,—সকল মুমুক্ষুর মোক্ষলাভার্থ বেদান্তবিচার

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

জিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে। ১ ॥

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যুক্তম্। কিং লক্ষণকং পুনস্তদ্ব্রহ্ম ইত্যত আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ। জন্মোৎপত্তিরাদিরস্যেতি তদ্গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। জন্মস্থিতিভঙ্গং সমাসার্থঃ। জন্মনশ্চাদিত্বং শ্রুতিনির্দ্দেশাপেক্ষং বস্তুবৃত্তাপেক্ষঞ্চ। শ্রুতিনির্দ্দেশস্তাবৎ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইতি। অস্মিন্ বাক্যে জন্মস্থিতিপ্রলয়ানাং ক্রমদর্শনাৎ। বস্তুবৃত্তমপি জন্মনা লব্ধসত্তাকস্য ধর্ম্মিণঃ স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ। অস্য ইতি প্রত্যক্ষাদিসন্নিধাপিতস্য ধর্ম্মিণ ইদমা নির্দ্দেশঃ। ষষ্ঠী জন্মাদিধর্ম্ম সম্বন্ধার্থা। যত ইতি কারণনির্দ্দেশঃ। অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য

করিবে। বেদান্তবিচার দ্বারা আত্মৈকত্ব জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হয়। এইক্ষণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বেদান্ত বাক্যের মীমাংসা ও মুক্তির কারণীভূত তর্ক সহকৃত প্রকৃত প্রস্তাব বিবৃত হইবে ॥ ১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই ব্রহ্ম কিরূপ? সূত্রকার তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। বাস্তবিক ব্রহ্মের কোন স্বরূপ নাই, পরন্তু তাহার কার্য্যাদি লক্ষণ দ্বারা কথঞ্চিৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন।—যাঁহা হইতে এই জগতের জন্মাদি হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে লয় পাইতেছে। ইত্যাদি প্রমাণে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান কারণ হইতে নামরূপাদি দ্বারা ব্যক্তীকৃত অনেক কর্ত্তা ভোক্তাসংযুক্ত, নিয়তরূপে দেশকাল নিমিত্ত ক্রিয়াফলাশ্রয় এবং মনে মনেও যাহার রচনা চিন্তা করিতে পারা যায় না, এইরূপ অনন্ত জগ-

জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ। অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব ইতি জন্মস্থিতিনাশানামিহ গ্রহণম্। যাস্কপরিপঠিতানান্তু জায়তে অস্তি ইত্যাদীনাং গ্রহণে তেষাং জগতঃ স্থিতিকালে সম্ভাব্যমানত্বাৎ মূলকারণাদুৎপত্তিস্থিতিনাশা জগতো ন গৃহীতাঃ স্যুরিত্যাশঙ্ক্যেত তন্মা শঙ্কিষ্টেতি যোৎপত্তির্ব্রহ্মণস্তত্রৈব স্থিতিঃ প্রলয়শ্চ তে গৃহ্যন্তে। ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বাঽন্যতঃ প্রধানাদচেতনাদণুভ্যো বা ভাবাদ্বা সংসারিণো বোৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যং ন চ স্বভাবতঃ। বিশিষ্টদেশকালনিমিত্তানামিহোপাদানাৎ। এতদেবানুমানং সংসারিব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনং মন্যন্ত ঈশ্বরকারণিনঃ। নন্বিহাপি তদেবোপন্যস্তং জন্মাদি-

---

তের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। আর অন্য ভাব বিকারাদিও জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনের অন্তর্গত, অর্থাৎ জগতের বিপরিণামাদি ক্রিয়ার কারণও সেই ব্রহ্ম, অতএব জন্মাদি, অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও লয় এই তিনটিমাত্র গ্রহণ করিয়াই সূত্রকার জন্মাদি এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যাস্কনামা মহামুনি বলেন, জগতের উৎপত্তি। স্থিতি ও লয় ইহাদিগের গ্রহণ করিলে জগতের স্থিতিকালে তাহাদিগের সম্ভবপ্রযুক্ত মূল কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ হয়, ইহা গ্রহণ করা যায় না। এই আশঙ্কাতে বলিতেছেন যে, উক্তরূপ আশঙ্কাই হইতে পারে না, কারণ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহাহইলে স্থিতি লয়ও গ্রহণ করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন অচেতন পদার্থ পরাণুপ্রভৃতিভাব পদার্থ, অথবা সংসারীপ্রভৃতি প্রধান কারণ হইতে এই জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। পরন্তু স্বভাবতই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাও বলা বলা যায় না; যেহেতু বিশিষ্ট দেশ, কাল ও নিমিত্তের উপাদান আছে। যাহারা ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা এই অনুমানকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধন বলিয়া স্বীকার করেন, কেবল শ্রুতি প্রমাণ মানেন না। বৈশেষিকেরা এই আশঙ্কা করেন যে, শ্রুতিও অনুমানের অন্তর্গত বিধায় সূত্রকার

সূত্রে। ন। বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্। বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে। বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতির্নানুমানাদিপ্রমাণান্তরনির্বৃত্তা। সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু জগতো জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায়ানুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবন্ন নিবার্য্যতে। শ্রুত্যৈব চ তর্কস্যাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ। তথাহি শ্রোতব্যো মন্তব্য ইতি শ্রুতিঃ পণ্ডিতো মেধাবী গান্ধারানেবোপসম্পদ্যতে

জন্মাদিসূত্রে অনুমানেরই উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা নহে; অর্থাৎ সূত্রকার যে শ্রুতিবাক্য অস্বীকার করিয়া কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এমত নহে। তিনি বেদান্তবাক্য রূপ কুসুম গ্রথনার্থই এই সূত্র প্রস্তত করিয়াছেন, অর্থাৎ সূত্রদ্বারা বেদান্তবাক্য সকল উদাহরণ করিয়া বিচার করিতে হয়। বিশেষতঃ যদি বেদান্তবাক্য স্বতন্ত্র প্রমাণ না হইত, তাহাহইলে সূত্রকার বক্ষ্যমাণ "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রে বেদান্ত বাক্য সকলের বিচার করিতেন না। বেদান্তবাক্যের অর্থবিচারদ্বারা যে তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয়, তাহাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া থাকে, অনুমানাদি প্রমাণান্তরে ব্রহ্মবিজ্ঞান হয় না, অতএব এই গ্রন্থে সূত্রকার অনুমান বিচার করেন নাই। তবে কি অনুমান অপেক্ষিতই নহে, তাহাও হইতে পারে না, ব্রহ্মই জগতের জন্মাদির কারণ, এইরূপে ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তবাক্যসত্ত্বে সেই বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য দৃঢ়ীকরণার্থ বেদান্তবাক্যের অবিরোধী অনুমানের প্রমাণ্য নিবারণ করেন না। কারণ শ্রুতিদ্বারা তর্ক স্বীকৃত হয় এবং শ্রুত্যর্থও তর্কদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, আত্মাকে শ্রবণ করিবে এবং মনন করিবে। শ্রুতিপ্রমাণে আরও জানা যাইতেছে যে, কেবল অনুমান বা বেদান্তবাক্যেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে না, আচার্য্যের উপদেশ অপেক্ষা করে। যেমন চৌরগণ কোন ব্যক্তির নেত্র বন্ধনপূর্ব্বক গান্ধারদেশ হইতে আনিয়া কোন বনমধ্যে পরিত্যাগ করিলে তখন সে কোনরূপেও কোন স্থানে যাইতে পারে না, যদি কোন ব্যক্তি তাহার নেত্রবন্ধন মোচন করিয়া স্বদেশের মার্গ প্রদর্শন করে, তাহাহইলে সে আপনি পথ

এবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ইতি চ পুরুষবুদ্ধিসাহায্যমাত্মনো দর্শয়তি। ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং কিন্তু শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে নানুভবাপেক্ষাস্তীতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ পুরুষাধীনাত্মলাভত্বাচ্চ কর্ত্তব্যস্য। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম। যথা অশ্বেন গচ্ছতি পদ্ভ্যামন্যথা বা ন গচ্ছতীতি তথা অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি ইতি। বিবি-

---

জানিতে পারিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যাহারা অবিদ্যা ও কামাদিদ্বারা মোহিত হইয়া সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে যদি কোন দয়ালু আচার্য্য উপদেশ করিয়া বলেন, "তুমি সংসারী না, তুমিই পরংব্রহ্ম" তাহাহইলে তাহারা সেই উপদেশে স্বয়ং পণ্ডিত ও তর্ককুশল হইয়া পরংব্রহ্মকে জানিতে পারে। অতএব পুরুষবুদ্ধিও আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের সাহায্য করে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতে যেমন কেবল শ্রুত্যাদিই প্রমাণ, সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে কেবল শ্রুত্যাদি প্রমাণ নহে, কিন্তু যথাসম্ভব শ্রুত্যাদি ও অনুভবাদি উভয়ই প্রমাণ হয়, যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞান অনুভব, অর্থাৎ সাক্ষাৎকারসাপেক্ষ, অতএব তাহাতে মননাপেক্ষা আছে। বাস্তবিক কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুমানাপেক্ষা নাই, অতএব শ্রুত্যাদিরই প্রামাণ্য জানা যায়, যেহেতু আত্মজ্ঞানলাভ পুরুষপ্রযত্নের অধীন, অতএব ধর্ম্মবিষয়ে শ্রুত্যাদিরই প্রামাণ্য জানা যাইতেছে। লৌকিক, কিম্বা বৈদিক কর্ম্ম করিতেও শক্তি আছে এবং না করিতেও পারে, যেমন কোন ব্যক্তির অশ্বারোহণে গমন করিয়া থাকে, সে কখনও পাদাচারে কিম্বা অন্য কোনরূপেও কি গমন করে না? সেইরূপ যে প্রতি রাত্রিতে যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিতে পারে, সে কি কোন এক রাত্রিতে যজ্ঞপাত্র ধারণ করে না? এবং কেহ বা উদিত সময়ে হোম করে এবং অনুদিত সময়েও হোম করিয়া থাকে, এইরূপ বিধি প্রতিষেধ কেবল অর্থবাদমাত্র, বিকল্প অর্থাৎ কখন করিবে, কখনও করিবে না ইহা সামান্য বিধির প্রতিষেধ। কিন্তু বস্তুপক্ষে এই

প্রতিষেধাশ্চাত্রার্থবন্তঃ স্যুঃ বিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ। ন তু বস্তেবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষা ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষং কিন্তর্হি বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। নহি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্ব্বা পুরুষোঽন্যো বেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বান্যো বেতি মিথ্যাজ্ঞানং স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবম্ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। তত্রৈবং সতি ব্রহ্মজ্ঞানমপি বস্তুতন্ত্রমেব ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ। ননু ভূতবস্তুবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ প্রামাণ্যান্তরবিষয়মেবেতি বেদান্তবাক্যবিচারণাঽনর্থিকৈব প্রাপ্তা ন ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বে সম্বন্ধাগ্রহণাৎ। স্বভাবতো বহির্বিষয়বিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি ন ব্রহ্মবিষয়াণি। সতি হীন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্য্যমিতি গৃহ্যেত। কার্য্যমাত্রমেব গৃহ্যমাণং কিং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কিমন্যেন কেনচিদ্বা সম্বদ্ধমিতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্। তস্মাজ্জন্মাদি-

---

রূপ নহে। আর বিকল্পও পুরুষপ্রযত্নসাপেক্ষ, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ পরিজ্ঞান পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষণীয় হয় না, বাস্তবিক পুরুষ বুদ্ধিই বস্তুসাপেক্ষ। কোন এক স্থানে স্থাণু (শাখাবিহীন বৃক্ষ, পুরুষ কিম্বা অন্য কোন পদার্থ থাকে, তাহার তত্ত্বজ্ঞান হয় না, অর্থাৎ সেই স্থানে পুরুষ কি অন্য পদার্থ ইহা মিথ্যাজ্ঞান, পুরুষের বুদ্ধি বস্তুর অধীন বিধায় উহা স্থাণুই, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হয়। এইরূপ বস্তু বিষয়ের যে প্রমাণ্য, তাহাই বস্তুতন্ত্র। যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল, তাহাহইলে ব্রহ্মবিজ্ঞানও বস্তুতন্ত্র হইতেছে, যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানও ভূত বস্তুবিষয়। এইক্ষণ যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানও ভূত বস্তুবিষয় হইল, তাহাহইলে ব্রহ্মেরও প্রমাণান্তরবিষয়ত্ব দেখা যাইতেছে ; সুতরাং বেদান্তবিচার অনর্থক হইল, ইহা বলা যায় না, কারণ ব্রহ্ম-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন ; সুতরাং সাধারণ বস্তুর ন্যায় যাহারা তাঁহার সম্বন্ধগ্রহণ করে, তাহারা ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে পারে না। যদি ব্রহ্মেতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ থাকিত, তাহাহইলে ইহাই ব্রহ্মের সম্বন্ধ এইরূপে কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইত। যেহেতু বাক্যমাত্রই গ্রহণ করা যায়, তবে ইহা ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, কি অন্য কোন বস্তুর সম্বন্ধ? তাহা নিশ্চয় করিতে বাধা কি আছে? অতএব জানা যাইতেছে যে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রং নানুমানোপন্যাসার্থং কিন্তর্হি বেদান্তবাক্যপ্রদর্শনার্থম্। কিং পুনস্তদ্বেদান্তবাক্যং যৎ সূত্রেণেহ লিলক্ষয়িষিতম্। ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি ইত্যুপক্রম্যাহ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তিতদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ইতি। তস্য চ নির্ণয়বাক্যং আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি। অন্যান্যপ্যেবং জাতীয়কানি বাক্যানি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবসর্ব্বজ্ঞস্বরূপকারণবিষয়াণ্যুদাহর্ত্তব্যানি ॥ ২ ॥

জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তং তদেব দ্রঢ়য়ন্নাহ। মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থ

অনুমানের উপন্যাসার্থ নহে, বাস্তবিক ঐ সূত্র বেদান্তবাক্য প্রদর্শনার্থ। এইক্ষণ ইহাই আশঙ্কা হইতেছে, যাহা সূত্রের লক্ষিত বলিয়া ইচ্ছিত হয়, সেই বেদান্ত বাক্য কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, "বরুণের পুত্র ভৃগু আপন জনকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্মবিষয়ের অধ্যাপনা করুন, তখন বরুণ কহিয়াছিলেন, বৎস! যাহাহইতে এই ভূতসকল জন্মিতেছে, জন্মিয়াও যাহার কৃপায় জীবিত রহিয়াছে এবং অন্তকালেও যাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। আর তাহার নিশ্চয় বাক্য এই যে, আনন্দ হইতেই এই সকল ভূত জন্মিতেছে, সেই জাতভূত সকলও আনন্দ দ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং অবসানসময়েও সেই আনন্দে প্রবেশ করে, অতএব আনন্দময়ই ব্রহ্ম। এইরূপ অন্যান্য বেদ বাক্য আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধস্বভাব। ইত্যাদি বেদবাক্য বিচারই গ্রন্থকর্ত্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ॥ ২ ॥

ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ, ইহা উপক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণ এইসূত্রে তাহাই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। সর্ব্বজ্ঞকল্প প্রদীপবৎ সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক অনেক বিদ্যার আধারভূত বিধায় অতি পুষ্কল ঋগ্বেদাদি মহাশাস্ত্রেরও সেই ব্রহ্মই কারণ বলিয়া জানিবে, সর্ব্বজ্ঞ

বদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি। যদ্যদ্বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেঃ জ্ঞেয়ৈকদেশার্থমপি স ততোঽপ্যধিকতরবিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং লোকে কিমুবক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঃ ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্যস্মান্মহতো ভূতাদ্যোনেঃ সম্ভবঃ অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বঞ্চেতি। অথবা যথোক্তমৃগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তচ্ছাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদি। কিমর্থং তর্হি ইদং সূত্রং যাবতা পূর্ব্ব-

---

ব্রহ্মব্যতিরেকে অন্য হইতে এইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ সমন্বিত ঋগ্বেদাদি মহাশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্ভবে না। যেমন পাণিনি প্রভৃতি হইতে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং পাণিন্যাদি শাস্ত্র ব্যাকরণাদি অন্যান্য শাস্ত্র হইতে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ যে যে বিস্তরার্থ শাস্ত্র যে পুরুষবিশেষ হইতে সম্ভূত হইয়াছে, সেই পুরুষই সেই সকল শাস্ত্র হইতে অধিক বলিয়া জানিতে হইবে। যখন লৌকিকেই এইরূপ কীর্ত্তিত আছে; সুতরাং ব্রহ্ম বিষয়ে আর বক্তব্য কি? রহিল। সর্ব্বভূতযোনি যে পুরুষ হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে বিবিধ শাখাভেদে নানাপ্রকার শ্রেণীভুক্ত দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, বর্ণ ও আশ্রমাদির বিভাগ হেতু, ঋগ্বেদাখ্য সর্ব্বজ্ঞানাকর মাহাশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ঋগ্বেদ সেই মহাভূতের নিশ্বাস, অতএব ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব জানা যাইতেছে। অথবা ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ পরিগ্রহে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রেরই প্রমাণ্য, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতেই ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে "যতোবা ইমানি ভূতানী জায়ন্তে" ইত্যাদি শাস্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রে এবৈবং জাতীয়কং শাস্ত্রমুদাহরতা শাস্ত্রয়োনিত্বং ব্রহ্মণো দর্শিতম্ উচ্যতে। তত্র সূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্যানুপাদানাৎ জগতো জন্মাদি কেবলমনুমানমুপন্যস্তমিত্যাশঙ্ক্যেত তামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুমিদং সূত্রং প্রববৃতে। শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি ॥ ৩ ॥

কথং পুনর্ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমুচ্যতে যাবতা আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানার্থক্যমতদর্থানাং ইতি ক্রিয়াপরত্বং শাস্ত্রস্য প্রদর্শিতং অতো বেদান্তানামানর্থক্যং অক্রিয়ার্থত্বাৎ কর্ত্তৃদেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা ক্রিয়াবিধিশেষত্বমুপাসনাদিক্রিয়ান্তরবিধানার্থত্বং বা ন হি পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপপ্রতিপাদনং সম্ভবতি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ। তৎপ্রতিপাদনে চ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ। অত এব সোঽরোদীৎ ইত্যাদীনামানর্থক্যং মা ভূদিতি বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ ইতি স্তাবকত্বেনার্থবত্ত্বমুক্তম্। মন্ত্রাণাঞ্চ ইষেত্বাদীনাং ক্রিয়াতৎসাধনাভিধায়ি-

---

হইতেছে যে, গ্রন্থকার উক্ত জাতীয় শাস্ত্র উদাহরণ করিয়া পূর্ব্বসূত্রেই ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং এই সূত্র নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে সূত্রাক্ষর দ্বারা স্পষ্ট রূপে ব্রহ্মকে শাস্ত্রযোনি রূপে নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব কিরূপে বলা যাইতে পারে? যেহেতু বেদের ক্রিয়ার্থত্বপ্রযুক্ত তদ্ভিন্নের আনর্থক্য হয়; সুতরাং বেদের ক্রিয়াপরত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব অক্রিয়ার্থত্ব প্রযুক্ত উক্ত বিষয়ে বেদান্তের আনর্থক্য হইতেছে। বিশেষতঃ বেদে কর্ত্তা ও দেবতার প্রকাশার্থ ক্রিয়াবিধি, কিম্বা উপাসনাবিধিই উক্ত আছে, কিন্তু পরম বস্তুর স্বরূপ প্রতিপাদন নাই; সুতরাং হেয়োপাদানরহিত ক্রিয়াপ্রতিপাদনে পুরুষার্থও নাই, অতএব "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্যেরও আনার্থক্য না হউক, অতএব উহা স্তাবক বাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রের ক্রিয়াও তৎসাধনাভিধায়িত্ব-

ত্বেন কর্ম্মসমবায়িত্বমুক্তম্। ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণার্থবত্তা দৃষ্টা উপপন্না বা। ন চ পরিনিষ্ঠিতে বস্তুস্বরূপে বিধিঃ সম্ভবতি ক্রিয়াবিষয়ত্বাদ্বিধেঃ। তস্মাৎ কর্ম্মাপেক্ষিতকর্ত্তৃদেবতাদিস্বরূপপ্রকাশনেন ক্রিয়াবিধিশেষত্বং বেদান্তানাম্। অথ প্রকরণান্তরভয়ান্নৈতদভ্যুপগম্যতে তথাপি স্ববাক্যগতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্। তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বমিতি প্রাপ্তে উচ্যতে।

তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথম্ সমন্বয়াৎ। সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণৈব তস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যমযমাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ইত্যাদীনি। ন চ তদ্গতানাং পদানাং ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে নিশ্চিতে সমন্বয়েঽবগম্যমানেঽর্থান্তরকল্পনা যুক্তা শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তেষাং কর্ত্তৃদেবতাদিস্বরূপপ্রতিপাদনপরতা-

---

হেতু তাহার বিধি সংস্পর্শ ব্যতিরেকে বেদবাক্যের অর্থ উপপন্ন হয় না, বিশেষতঃ বিধির ক্রিয়াপরত্বহেতু বস্তুস্বরূপবিধির সম্ভব হইতে পারে না। অতএব জানা যাইতেছে যে, কর্ম্মের অপেক্ষিত কর্ত্তা ও দেবতাদিস্বরূপ প্রকাশনদ্বারা বেদান্ত বাক্য কেবল ক্রিয়াবিধিই প্রকাশ করিয়াছে, অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব সম্ভবে না, এই আশঙ্কায় সূত্রান্তর উদ্ভাবন করিয়া বলিতেছেন, সেই ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা বেদান্তবাক্যে জানা যায়। যেহেতু সকল বেদান্তবাক্যই তাৎপর্য্যবশত ব্রহ্মার্থের প্রতিপাদকবিধায় অনুগত রহিয়াছে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ" ইত্যাদি সমস্ত বেদান্তবাক্যই ব্রহ্মপ্রতিপাদক। ব্রহ্মানুগত পদসকল ব্রহ্ম বিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে তাহাদিগের অর্থান্তর কল্পনাযুক্ত হইতেছে না, যেহেতু তাহা করিলে শ্রুতের হানি এবং অশ্রুতের কল্পনারূপ দোষ ঘটে। বিশে-

বসীয়তে। তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিক্রিয়াকারকফলনিরাকরণশ্রুতেঃ। ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেঽপি বিষয়ত্বম্। তত্ত্বমসি ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানত্বাৎ। যত্তু হেয়োপাদেয়রহিতত্বাদুপদেশানর্থক্যমিতি। নৈষ দোষঃ। হেয়োপাদেয়শূন্যব্রহ্মাত্মাবগমাদেব সর্ব্বক্লেশপ্রহাণাৎ পুরুষার্থসিদ্ধেঃ। দেবতাদিপ্রতিপাদনস্য তু স্ববাক্যগতোপাসনার্থত্বেঽপি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। নতু তথা ব্রহ্মণ উপাসনাবিধিশেষত্বং সম্ভবতি। একত্বে হেয়োপাদেয়শূন্যতয়া ক্রিয়াকারকাদিদ্বৈতবিজ্ঞানোপমর্দ্দোপপত্তেঃ। ন হি ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানেনোন্মথিতস্য দ্বৈতবিজ্ঞানস্য পুনঃ সম্ভবোঽস্তি যেনোপাসনাবিধিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যেত। যদ্যপ্যন্যত্র বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণ প্রামাণত্বং ন দৃষ্টং তথাপ্যাত্মবিজ্ঞানস্য ফলপর্য্যন্তত্বান্ন তদ্বিষয়স্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুম্। ন চানুমানগম্যং

যত বেদবাক্যসকল যে কেবল কর্ত্তা ও দেবতার স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহাও নহে। যেহেতু "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিতে ক্রিয়া, কারক ও ফল নিরাস শ্রবণ আছে। ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণান্তর প্রতিপাদ্য বেদার্থবেদ্য নহেন, এইরূপে যে উক্ত আছে, তাহা সুসঙ্গত নহে, কারণ সেই পরব্রহ্মই তুমি এইরূপ ব্রহ্মাত্মভাবও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শাস্ত্রব্যতিরেকে সম্ভবে না। যদি বল, ব্রহ্মের পরিহেয় নহে, কারণ হেয় বা উপাদেয় শূন্য, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেই সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের নিবারণ হয়, অতএব তাহাতেই পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়। আর দেবতা প্রতিপাদনের স্ববাক্যগত উপাসনার্থত্ব হইলেও কোন বিশেষ নাই। যদিও সেইরূপে ব্রহ্মের উপাসনাবিধিশেষত্ব সম্ভব হয়, তাহাহইলে এক ব্রহ্মের হেয়োপাদেয়শূন্যতাপ্রযুক্ত ক্রিয়াকারকাদি দ্বৈতবিজ্ঞানের নিরাসোপপত্তি হইয়া পড়ে। বাস্তবিক ব্রহ্মের একত্ব বিজ্ঞানদ্বারা উন্মথিত দ্বৈত বিজ্ঞানের পুনর্ব্বার সম্ভব হইতে পারে, ইহাতেই বেদবাক্য দ্বারা উপাসনাবিধির শেষভূত ব্রহ্মের প্রতিপাদন হইতে কোন বাধা থাকে না। যদিও অন্যত্র বিধিসম্পর্ক ব্যতিরেকে বেদবাক্যের প্রমাণ্য দেখা যায় নাই বটে, তথাপি আত্মবিজ্ঞানের ফলশেষত্বপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ক

শাস্ত্রপ্রামাণ্যং যেনাণ্যত্র দৃষ্টং নিদর্শনমপেক্ষেত। তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্।

অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তি-বিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে যথা যূপাহবনীয়াদীন্যলৌকিকান্যপি বিধিশেষতয়া শাস্ত্রেণ সমর্প্যন্তে তদ্বৎ। কুত এতৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-প্রয়োজনত্বাচ্ছাস্ত্রস্য তথা হি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ আহুঃ দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম ইতি চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্। তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ। তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা-দানর্থক্যমতদর্থানামিতি চ। অতঃ পুরুষং ক্বচিদ্বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তয়ৎ কুতশ্চিদ্বিষয়বিশেষান্নিবর্ত্তয়চ্চার্থবচ্ছাস্ত্রং তচ্ছেষতয়া চান্যদুপযুক্তং তৎ-

---

শাস্ত্রের প্রামাণ্য খণ্ডনে শক্তি হয় না। বিশেষতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্য অনুমান গম্য নহে, যাহাতে অন্যত্র দৃষ্ট নিদর্শনের অপেক্ষা হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হইল।

অপরাপর বাদীরা বলিয়া থাকেন, যদিও ব্রহ্মশাস্ত্রপ্রমাণক হইলেন, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই শাস্ত্রদ্বারা তিনি সমর্থিত হইতেছেন। যেমন "যূপে পশু বন্ধন করিবে" "আহবনীয়ে হোম করিব" "ইন্দ্র হোম করেন" ইত্যাদি বিধিবাক্যে যূপ, আহবনীয় ও ইন্দ্র ইহারা কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার পর চতুরস্র স্থপতিসংস্কৃত কাষ্ঠদণ্ডবিশেষই যূপ, সংস্কৃত অগ্নি বিশেষ আহবনীয় এবং যিনি বজ্রধারী, তিনি ইন্দ্র, এইরূপে যূপাদি সমর্থিত হয়, সেইরূপ বেদান্তবাক্যে ব্রহ্মসমর্থিত হইয়াছেন। যদি বল, উক্ত রূপ ব্রহ্মসমর্থন কিরূপে হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, বৃদ্ধ ব্যবহারেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয়। শাস্ত্র তাৎপর্য্যবেত্তারা বলিয়া থাকেন যে, শাস্ত্রই কার্য্যপর, অর্থাৎ শাস্ত্রের অর্থেই কর্ম্মের বোধ হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্ট আছে. শাস্ত্রের বচন সকলই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, উপদেশই সেই শাস্ত্রের জ্ঞান, ক্রিয়ার্থের সহিতই শাস্ত্রের সমন্বয় হইয়া থাকে এবং বেদের ক্রিয়ার্থত্বহেতু অন্যার্থের আনর্থক্য হয়, অতএব কোন বিষয়

সামান্যাদ্বেদান্তানামপি তথৈবার্থবত্ত্বং স্যাৎ। সতি চ বিধিপরত্বে যথা স্বর্গাদিকামস্যাগ্নিহোত্রাদি সাধনং বিধীয়তে এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে ইতি যুক্তম্। নন্বিহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্যমুক্তম্। কর্ম্মকাণ্ডে ভব্যো ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্যঃ ইহ তু ভূতং নিত্যনির্বৃত্তং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিতি। তত্র ধর্ম্ম-জ্ঞানফলাদনুষ্ঠানাপেক্ষাদ্বিলক্ষণং ব্রহ্মজ্ঞানফলং ভবিতুমর্হতি। নার্হত্যেবং ভবিতুম্। কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ য আত্মাপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ আত্মেত্যেবোপাসীত আত্মানমেব লোকমুপাসীত ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যাদিষু হি বিধানেষু সৎসু কোঽসাবাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎ স্বরূপসমর্পণেন সর্ব্বে বেদান্তা উপযুক্তাঃ নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতো নিত্য-তৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যেবমাদয়ঃ।

করিয়া অর্থবৎ শাস্ত্র এবং অন্যবিষয় উপযোগ করিতে হয়। কিন্তু ইহা-দিগের সামান্যতাপ্রযুক্তই বেদান্তবাক্যের অর্থবত্তা হয়, বেদের বিধি-পরতা আছে, বলিয়াই যেমন স্বর্গকামী ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি স্বর্গ সাধন হয়, সেইরূপ মুক্তিকামীর পক্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞান মুক্তিবিধান করে। ইহা যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা জানিবে। এইক্ষণ এইস্থলে জিজ্ঞাস্যের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, যেহেতু কর্ম্মকাণ্ডে ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাস্য এবং জ্ঞানকাণ্ডে অতীত নিত্যনির্বৃত্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাস্য; সুতরাং অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধর্ম্মজ্ঞানরূপ ফল হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ফলের বৈলক্ষণ্য হইতেছে। ইহাতে বলিতেছেন,—এইরূপ হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মও কার্য্যবিধিতে প্রযুক্ত হইয়া প্রতিপাদনীয় হয়েন। "আত্মাকে দর্শন করিবে" "যিনি আত্মা তিনি সর্ব্বপাপ রহিত অতএব তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে" "আত্মাকে উপাসনা করিবে এবং যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্ম হইতে পারেন" ইত্যাদি বিধানে আত্মা কে? এবং কাহাকে ব্রহ্ম বলা যায়? এই আশঙ্কায় সেই আত্মস্বরূপ সমর্থনেই সকল বেদান্তপ্রবৃত্ত হইয়াছে। "যিনি নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এবং বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে সর্ব্ববেদান্তেই ব্রহ্মকে সমর্থন করি-

তদুপাসনাচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টোঽদৃষ্টো মোক্ষঃ ফলং ভবিষ্যতি। কর্ত্তব্যবিধ্যনমু-প্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাসৌ গচ্ছতি ইত্যাদি বাক্যবদ্বেদান্তবাক্যানামানর্থক্যমেব স্যাৎ। নমু বস্তুমাত্রকথনেঽপি রজ্জুরিয়ং নায়ং সর্পঃ ইত্যাদৌ ভ্রান্তিজনিতভীতিনিবর্ত্তনেনার্থবত্ত্বং দৃষ্টম্। তথেহাপ্যসংসার্য্যাত্মবস্তুকথনেন সংসারিত্বভ্রান্তি-নিবর্ত্তনেনার্থবত্ত্বং স্যাৎ। স্যাদেতদেবং যদি রজ্জুস্বরূপশ্রবণ ইব সর্পভ্রান্তিঃ সংসারিত্বভ্রান্তির্ব্রহ্মস্বরূপশ্রবণমাত্রেণ নিবর্ত্তেত ন তু নিবর্ত্ততে। শ্রুত-ব্রহ্মণোঽপি যথাপূর্ব্বং সুখদুঃখাদিসংসারিত্বধর্ম্মদর্শনাৎ। শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইতি চ শ্রবণোত্তরকালয়োর্ম্মননিদিধ্যাসনয়ো-র্দ্দর্শনাৎ। তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মাভ্যুপ-গন্তব্যমিতি।

অত্রাভিধীয়তে ন কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্বৈলক্ষণ্যাৎ। শারীরং বাচিকং

যাছেন, এই ব্রহ্মের উপাসনাতেই শাস্ত্রদৃষ্ট, অথচ সাধারণত অদৃষ্ট মোক্ষ-ফল হইয়া থাকে, যেহেতু ব্রহ্মোপাসনাতে কর্ত্তব্যবিধির অনুপ্রবেশেও বস্তুমাত্রকথনে হেয়োপাদানের সম্ভব নাই। অন্যথা "সপ্তদ্বীপা বসুমতী" "এবং রাজা সৌ গচ্ছতি" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বেদান্তবাক্যও অনর্থক হইয়া উঠে। বস্তুমাত্রকথনেও যেমন "ইহা রজ্জু, সর্প নহে" ইত্যাদি স্থলে সর্পভ্রান্তিজনিত ভয়ের নিবৃত্তি হইয়া রজ্জুরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই স্থলেও আত্মা সংসারী নহে, এইরূপ কথনদ্বারা আত্মার সংসারিত্ব ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া আত্মার্থ প্রকাশ পায়। এইরূপ হইলেও যদি যেমন রজ্জুস্বরূপ শ্রবণমাত্র সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণ মাত্র আত্মার সংসারিত্বভ্রান্তি নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিবৃত্ত হয় না, যেহেতু শ্রুতব্রহ্মেরও যথাপূর্ব্ব সুখদুঃখাদি সংসারিত্ব ধর্ম্ম দর্শন হয়। আর আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি বাক্য শ্রবণের পরেই মনন ও নিদিধ্যাসনের দর্শন আছে। অতএব প্রতিপত্তি বিধির বিষয়তাপ্রযুক্ত ব্রহ্মই শাস্ত্রপ্রমাণক, ইহা জানা যাইতেছে।

এই বিষয়ে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যার ফলের

মানসঞ্চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ইতি সূত্রিতা। অধর্ম্মোঽপি হিংসাদিঃ প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ জিজ্ঞাস্যঃ পরিহারায়। তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োরর্থানর্থয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিরেবোপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তে প্রসিদ্ধে। মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহ-বৎসু সুখতারতম্যমনুশ্রূয়তে। ততশ্চ তদ্ধেতোর্ধর্ম্মস্য তারতম্যং গম্যতে। ধর্ম্মতারতম্যাদধিকারিতারতম্যম্। প্রসিদ্ধঞ্চার্থিত্বসামর্থ্যাদিকৃতমধিকারি-তারতম্যম্। তথা চ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনামেব বিদ্যাসমাধিবিশেষাদুত্তরেণ পথা গমনম্। কেবলৈরিষ্টাপূর্ত্তদত্তসাধনৈর্ধূমাদিক্রমেণ দক্ষিণেন পথা গমনম্। তত্রাপি সুখতারতম্যং তৎসাধনতারতম্যঞ্চ শাস্ত্রাৎ। যাবং

বৈলক্ষণ্য নাই এবং শারীরমানস ও বাচিকভেদে ত্রিবিধ কর্ম্মই শ্রুতি-স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ কর্ম্মই ধর্ম্মস্বরূপ, অতএব "অথাতোধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা" এইরূপ সূত্র উক্ত আছে। আর হিংসাদি অধর্ম্মের পরিহারার্থও জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম অর্থজনক এবং অধর্ম্ম অনর্থের হেতু, আর সুখ ও দুঃখই উহাদিগের প্রত্যক্ষীভূত ফল। ঐ সুখদুঃখ শরীর, বাক্য ও মনদ্বারা উপভুজ্যমান এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগজন্য আর উক্ত সুখ ও দুঃখ উভয়ই ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তে প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং মনুষ্য হইতে ব্রহ্মাপর্য্যন্ত দেহধারীর সুখের তারতম্য হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই সুখের হেতুভূত ধর্ম্মের ও তারতম্য জানা যায় এবং ধর্ম্মের তারতম্যবশত অধিকারীর তারতম্য হয়, বিশেষত অর্থীর সামর্থ্য জন্য অধিকারীর তারতম্যও প্রসিদ্ধ আছে এবং কর্ম্মফলানু-সারেই মার্গবিশেষে গমন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহারা যাগাদির অনু-ষ্ঠান করে, তাহাদিগের উত্তরপথে গমন হয়, যাহারা ইষ্ট, অর্থাৎ অগ্নি-হোত্র, তপস্যা, সত্য, দেবোপাসনা, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেবার্চ্চন পূর্ত্ত, অর্থাৎ বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অন্নদান, উদ্যানস্থাপন এবং দত্ত, অর্থাৎ শরণাগত ব্যক্তির পালন, সর্ব্বভূতের অহিংসা প্রভৃতি সাধন সম্পন্ন, তাহারা দক্ষিণ পথে গমন করিয়া থাকে। ইহাতেও সাধনের

সম্পাতমুষিত্বা ইত্যস্মাদ্ গম্যতে। তথা মনুষ্যাদিষু নারকস্থাবরান্তেষু সুখলবশ্চোদনালক্ষণধর্ম্মসাধ্য এবেতি গম্যতে তারতম্যেন বর্ত্তমানঃ। তথোর্দ্ধগতেষধোগতেষু চ দেহবৎসু দুঃখতারতম্যদর্শনাত্তদ্ধেতোরধর্ম্মস্য প্রতিষেধচোদনালক্ষণস্য তদনুষ্ঠায়িনাঞ্চ তারতম্যং গম্যতে। এবমবিদ্যাদিদোষবতাং ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যনিমিত্তঃ শরীরোপাদানপূর্ব্বকং সুখদুঃখতারতম্যমনিত্যং সংসাররূপং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্। তথা চ শ্রুতিঃ ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি ইতি যথা বর্ণিতং সংসাররূপমনুবদতি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ইতি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধাচ্চোদনালক্ষণধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষাখ্যস্যাশরীরত্ব প্রতিষিদ্ধ্যত ইতি গম্যতে। ধর্ম্মকার্য্যত্বে হি প্রিয়াপ্রিয়স্য স্পর্শনপ্রতিষেধোনোপপদ্যতে। অশরীরত্বমেব ধর্ম্মকার্য্যমিতি চেন্ন তস্য স্বাভাবিকত্বাৎ। অশরীরং শরী-

---

তারতম্য এবং সুখের তাররম্য হয়। "যাবৎ ভোক্তব্যকর্ম্ম শেষ না হয়, তাবৎ বাস করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করে" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারেই উক্তার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব জানা যাইতেছে যে, নরক ও স্থাবর পর্য্যন্ত মনুষ্যাদির যে কিছু সুখ হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম সাধ্য। ইহারও ইতর বিশেষ দেখা যায়, এইরূপে উর্দ্ধগামী ও অধোগামী দেহধারীমাত্রেরই সুখের তারতম্য দর্শনে তাহার হেতুভূত, অধর্ম্মের প্রতিষেধ এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীরও তারতম্য জানা যায়। এইপ্রকারে অবিদ্যাদি দোষবান ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য নিমিত্ত যে শরীরগ্রহণপূর্ব্বক সুখদুঃখের তারতম্য হয়, তাহা অনিত্য, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি এবং ন্যায় প্রসিদ্ধ জানিবে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সশরীর সৎপদার্থের প্রিয় ও অপ্রিয়ের বিনাশ নাই, ইহা সংসারের অনুকরণমাত্র, বাস্তবিক অশরীর সৎপদার্থকে প্রিয় কি অপ্রিয় কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধহেতু মোক্ষের ধর্ম্মকার্য্যত্ব আছে। এইক্ষণ যদি মোক্ষও ধর্ম্মকার্য্য হইল, তাহাহইলে প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধও উপপন্ন হইতেছে না। আর অশরীরত্বও ধর্ম্মকার্য্য ইহা বলা যায় না। যেহেতু অশরীরত্ব স্বাভাবিক; সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য নহে। শ্রুতিতে

রেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অত-এবানুষ্ঠেয়ফলবিলক্ষণং মোক্ষাখ্যমশরীরত্বং নিত্যমিতি সিদ্ধম্। তত্র কিঞ্চিৎপরিণামিনিত্যং স্যাদযথা যস্মিন্ বিক্রয়মাণেঽপি তদেবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে। যথা পৃথিব্যাদিজগন্নিত্যত্ববাদিনাং যথা চ সাঙ্খ্যানাং গুণাঃ। ইদন্তু পারমার্থিকং কূটস্থং নিত্যং ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ব-বিক্রিয়ারহিতং নিত্যতৃপ্তং নিরবয়বং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবম্। যত্র ধর্ম্মা-ধর্ম্মৌ সহ কার্য্যেণ কালত্রয়ঞ্চ নোপাবর্ত্ততে তদশরীরং মোক্ষাখ্যম্। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অতস্তদ্‌ব্রহ্ম যস্যেয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা। তদ্যদি

লিখিত আছে যে, যে ধীর ব্যক্তি অনবস্থ শরীরমধ্যে অবস্থিত মহান্ বিভু আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি আর কখনও শোকে নিমগ্ন হন না, অর্থাৎ সেই ধীর ব্যক্তি সংসার হইতে পরিত্রাণ পায়। আর সেই পুরুষ অপ্রাণ, মনোরহিত, শুভ্র এবং অসঙ্গ। অতএব জানা যায় যে, মোক্ষ অনুষ্ঠেয়ফলসাধ্য নহে, উহা অতিরিক্ত ও নিত্যসিদ্ধ। মোক্ষ নিত্য হইলেও পরিণামীপ্রযুক্ত তাহাকে ধর্ম্মকার্য্য বলা যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় নিত্যবস্তুর দ্বিবিধ বিভাগ দেখাইতেছেন। নিত্য বস্তুর মধ্যেও নিত্য ও পরিণামী এই প্রকারদ্বয় আছে, যেমন কোন বস্তু বিকৃত হইলেও 'ইহাই সেই বস্তু" এইরূপ বুদ্ধি যায় না, যাহারা পৃথিব্যাদিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা পৃথিবীর বিকৃতি হইলেও পৃথিবী বলিয়া জ্ঞান করে, আর সাঙ্খ্যেরা গুণের বিকারকেও গুণ বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাই পারমার্থিক যে, আত্মা কূটস্থ, অর্থাৎ আকাশবৎ নিত্য সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববিকাররহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব এবং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ। সেই আত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই এবং তিনি কালত্রয়াবচ্ছিন্ন নহেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, কৃতাকৃত জগতের অতিরিক্ত, এবং এই ভূতের অতিক্রান্ত। অতএব সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাই প্রকৃত প্রস্তাবের বিষয়। যদি সেই ব্রহ্মই কর্ত্তব্যের অতীত না হইবেন,

কর্ত্তব্যশেষত্বেনোপদিশ্যেত তেন চ কর্ত্তব্যেন সাধ্যশ্চেন্মোক্ষোঽভ্যুপগম্যেত অনিত্য এব স্যাৎ। তত্রৈবং সতি যথোক্তকর্ম্মফলেষ্বেব তারতম্যাবস্থিতেষ্বনিত্যেষু কশ্চিদতিশয়ো মোক্ষ ইতি প্রসজ্যেত। নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সর্ব্বৈর্ম্মোক্ষবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। অতো ন কর্ত্তব্যশেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশো যুক্তঃ। অপি চ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন। অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যো মধ্যে কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি। তথা তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ ইতি ব্রহ্মদর্শনসর্ব্বাত্মভাবয়োর্ম্মধ্যে কর্ত্তব্যান্তরবারণায়োদাহার্য্যম্। যথা তিষ্ঠন্ গায়তীতি তিষ্ঠতিগায়ত্যোর্ম্মধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং নাস্তীতি গম্যতে।

এবং কর্ত্তব্যবিধায় সাধ্য হয়েন, তাহাহইলে সেই ব্রহ্ম ও মোক্ষ উভয়ই অনিত্য হইতে পারে। এইরূপ হইলেই মোক্ষ তারতম্য রূপে অবস্থিত যথোক্ত কর্ম্ম ফলের অতিরিক্ত, ইহা সুসঙ্গত হয়। বিশেষতঃ সকল মোক্ষবাদীরাই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতীত। আর যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনিই ব্রহ্ম হয়েন" "যিনি পরাৎপর ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় পায়" "যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, কখনও তাঁহার ভয় থাকে না" "হে তাত! তুমি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া অভয় হইয়াছ" "আমি সেই আত্মাকে জানিয়া ব্রহ্ম হইয়াছি" "অতএব সেই সকলই ব্রহ্মময় হইয়াছে" "যিনি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান করেন, তাঁহার শোক বা মোহ কোথায়?" ইত্যাদি শ্রুতিসকল ব্রহ্মবিদ্যানন্তর মোক্ষ প্রদর্শন করিয়া তন্মধ্যে কার্য্যান্তর নিবৃত্তি করিয়াছেন। "আমি মনু ও আমি সূর্য্য হইয়াছি"। এইরূপ ব্রহ্মপ্রদর্শন ও সর্ব্বাত্মভাবের মধ্যে কর্ত্তব্যান্তরের বারণ উদাহরণ হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি অবস্থিত হইয়া গান করিতেছে, এইস্থলে অবস্থিতি ও গানের মধ্যে সেই কর্ত্তার

ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি, শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ। তরতি শোকমাত্মবিদ্ ইতি। সোঽহং ভগবঃ শোচামি তন্মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু ইতি। তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ ইতি চৈবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ো মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রমেবাত্মজ্ঞানস্য ফলং দর্শয়ন্তি। তথা চাচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রং দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ইতি। মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদ্ভবতি। ন চেদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্পদ্রূপং যথানন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ইতি। নচাধ্যাসরূপং যথা মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যাদেশ ইতি চ মন আদিত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসো নাপি বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তং বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ প্রাণো

অন্যকোন কার্য্য দর্শন নাই, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান ও সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি, ইহাদিগের মধ্যে অন্য কার্য্য নাই জানা যায়। আর 'তুমিই আমার পিতা, যেহেতু আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া পরিত্রাণ করিয়াছ এবং ভবৎসদৃশ ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যিনি আত্মবিৎ তিনিই শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন"। "হে ভগবন্! আমি শোকে পরিতপ্ত হইতেছি, আপনি আমাকে শোকসাগরের পারে লইয়া পরিত্রাণ করুন্।" "ভগবান্ সনৎকুমার সর্ব্বপাপপরিভ্রষ্ট নারদকে অবিদ্যার পরপার প্রদর্শন করিলেন" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেও মোক্ষের প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিই আত্মবিজ্ঞানের ফল বলিয়া প্রদর্শিত আছে। আর আচার্য্য প্রণীত ন্যায়সূত্রে লিখিত আছে যে, দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যা জ্ঞান, এই সকলের উত্তরোত্তরের বিনাশ হইলেই তদনন্তরের অভাবহেতু মোক্ষ হয়। কেবল ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানেই মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে। আর এই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানও কিছু সম্পৎ নহে "যথানন্তং বৈ মনঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তবে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান কি আরোপমাত্র? তাহাও নহে, "মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত আদিত্যো ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেই উক্ত আরোপ নিবারিত

বাব সংবর্গঃ ইতিবৎ। নাপ্যাজ্যাবেক্ষণাদিকর্ম্মবৎ কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপম্। সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেঽভ্যুপগম্যমানে তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মাস্মি অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতি-পাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পীড্যেত। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ ইতি চৈবমাদীন্যবিদ্যানিবৃত্তিফলশ্রবণান্যুপরুধ্যেরন্। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ইতি চৈবমাদীনি তদ্ভাবাপত্তিবচনানি সম্পদাদিপক্ষে ন সামঞ্জস্যেনোপপদ্যেরন্। তস্মান্ন সম্পদাদিরূপং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। অতো ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা কিং তর্হি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়-বস্তুজ্ঞানবদ্বস্তুতন্ত্রৈব। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য বা ন কয়াচিদ্যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্। ন চ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানু-প্রবেশো ব্রহ্মণঃ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি ইতি বিদিক্রিয়া-

---

হইয়াছে। আর যাগাদিতে আজ্যাবেক্ষণ কর্ম্ম যেমন কর্ম্মাঙ্গভূতসংস্কার বিশেষ, উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের প্রতি সেইরূপ কর্ম্মাঙ্গ নহে, কারণ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানকে সম্পৎস্বরূপ স্বীকার করিলে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য সকল যে ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রতিপাদন করে, তাহার ব্যাঘাত হয়। আর "পরাৎপর পরমাত্মভূত ব্রহ্ম দর্শন হইলে সংসারের মমতারূপ হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়" ইত্যাদি প্রমাণে যে আত্মদর্শনের অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফলশ্রবণ আছে, তাহারও অন্যথা হয়। বিশেষত সম্পদাদিপক্ষেও "ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হয়েন" ইত্যাদি বচনে যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বপ্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার অসামঞ্জস্য হইয়া উঠে, অতএব জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান কোন সম্পংস্বরূপ নহে; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাও পুরুষব্যাপারের অধীন নহে, তবে কি ব্রহ্মবিদ্যা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণে যেমন বস্তুজ্ঞান হয়, সেইরূপ বস্তুজ্ঞান সাপেক্ষ? তাহাও নহে, যেহেতু উক্তরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিজ্ঞান কেবল যুক্তির আয়ত্ত ইহাও কল্পনা করা যায়না এবং ব্রহ্মজ্ঞান কোন শব্দাদিক্রিয়াজন্যও নহে; যেহেতু "অন্যদেব তদ্বিতাদাথেঽবিদিতাদধি" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেই ব্রহ্মবিজ্ঞান বিদিতাবিদিতাদি ক্রিয়াজন্য নহে,

কর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্ ইতি চ। তথোপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধোঽপি ভবতি। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ইত্যাদ্যবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ উপন্যস্য তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ইতি। অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিরিতি চেন্ন অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিপরত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। ন হি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি কিং তর্হি প্রত্যগাত্মত্বেনাবিষয়তয়া প্রতিপাদয়দবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদমপনয়তি। তথা চ শাস্ত্রং যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া

ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতিপ্রমাণে আরও জানা যাইতেছে যে, যিনি এই সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড জানিতেছেন, তাঁহাকে কে জানিতে পারে? পরন্তু উপাসনাতে কর্ম্মত্বের প্রতিষেধ আছে। "যিনি বাক্যে প্রকাশিত হয়েন না এবং যাহা হইতে বাক্যের প্রকাশ হইয়াছে" ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের বাগাদির অবিষয়ত্ব উপন্যাস করিয়া "তিনিই ব্রহ্ম, তুমি তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর" "লোকে যাঁহার উপাসনা করে, তিনি ব্রহ্ম নহেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার শাস্ত্রযোনিত্বের অনুপপত্তি হইতেছে, তাহা নহে, যেহেতু যে শাস্ত্র কেবল অবিদ্যাপরিকল্পিত ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তি করে, কিন্তু সেই শাস্ত্র ইহাই ব্রহ্ম, এইরূপ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মরূপে অবিষয় প্রযুক্ত শাস্ত্র তাঁহাকে প্রতিপাদনকরতঃ অবিদ্যাকল্পিত বেদ্য, বেদনকর্ত্তা ও বেদন (জ্ঞান) ইহাদিগের ভেদমাত্র অপনয়ন করিয়াছে। শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্ম চেতনের অবিষয়, যাঁহার এইরূপ নিশ্চয় আছে, তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, আর ব্রহ্ম চৈতন্যের বিষয়, যে অজ্ঞব্যক্তির এইরূপ নিশ্চয় আছে, সে কখনও ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। আর যাহারা এই ব্রহ্মকে অবিষয় বলিয়া জানে, তাহাদিগের পক্ষেই ব্রহ্ম অদৃশ্য, কিন্তু যাহারা অজ্ঞ তাহারাই মনে করে, ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি চাক্ষুষ, মনোবৃত্তির সাক্ষী, কিন্তু তাঁহাকে বাহ্য চক্ষুদ্বারা

ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ ইতি চৈবমাদি। অতোঽবিদ্যা-কল্পিতসংসারিত্বনিবর্ত্তনেন নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপসমর্পণান্ন মোক্ষস্যানিত্যত্ব-দোষঃ। যস্য তূৎপাদ্যো মোক্ষস্তস্য মানসং বাচিকং কায়িকং বা কার্য্য-মপেক্ষত ইতি যুক্তম্। তথা বিকার্য্যত্বে চ। তয়োঃ পক্ষয়োর্ম্মোক্ষস্য ধ্রুবমনিত্যত্বম্। ন হি দধ্যাদিবিকার্য্যমুৎপাদ্যং বা ঘটাদি নিত্যং দৃষ্টং লোকে। ন চাপ্যত্বেনাপি কার্য্যাপেক্ষা স্বাত্মস্বরূপত্বে সত্যনাপ্যত্বাৎ। স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি ব্রহ্মণো নাপ্যত্বম্। সর্ব্বগতত্বেন নিত্যাপ্তস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বেণ ব্রহ্মণ আকাশস্যেব। নাপি সংস্কার্য্যো মোক্ষো যেন ব্যাপার-মপেক্ষেত। সংস্কারো হি নাম সংস্কার্য্যস্য গুণাধানেন বাস্যদোষাপ-নয়েন বা ন তাবদ্ গুণাধানেন সম্ভবতি অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বা-

---

দর্শন করা যায় না, তিনি শ্রবণ কার্য্যের সাক্ষী, কিন্তু সাধারণ কর্ণে কেহ তাঁহাকে শুনিতে পারে না এবং সেই ব্রহ্ম বিজ্ঞানরূপ বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ, পরন্তু কেহই সামান্য জ্ঞানে তাহাকে জানিতে শক্ত হই-তেছে না। অতএব অবিদ্যাপরিকল্পিত সাংসারিত্ব নিবর্ত্তনদ্বারা নিত্য-মুক্ত আত্মস্বরূপ সমর্থনহেতু মোক্ষের অনিত্যত্বদোষ নাই। যাহার মতে মোক্ষ উৎপাদ্য, তাহার মতে কায়িক বা মানসিক কার্য্য অপেক্ষিত হয়, আর যাহারা মোক্ষের বিকার্য্যত্ব স্বীকার করেন, এই উভয়-মতেই মোক্ষের অনিত্যত্ব নিশ্চিত আছে। স্থিতপদার্থের অবস্থান্তরই বিকার, অতএব দধ্যাদি পদার্থ বিকার্য্য বা উৎপাদ্য নহে, লোকে ঘটাদি পদার্থ নিত্য বলিয়া দৃষ্ট আছে, আর প্রাপ্যরূপেও ব্রহ্মের কার্য্যত্বাপেক্ষা নাই, যেহেতু ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ বিধায় তাঁহার অপ্রাপ্যত্ব হয়, স্বরূপপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের প্রাপ্যত্ব সম্ভবে না, বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বগত বলিয়া নিত্যস্বরূপে তাঁহার প্রাপ্যত্ব আছে। আকাশের ন্যায় সকলেই ব্রহ্মকে পাইতে পারে, আর মোক্ষ কোন সংস্কারজন্য নহে, যাহাতে কোন ব্যাপারের অপেক্ষা হইতে পারে। এইক্ষণ বল দেখি, সংস্কার কি সংস্কার্য্য পদার্থের গুণাধানদ্বারা, অথবা দোষাপনয়নদ্বারা সাধিত হয়? ইহাতে বক্তব্য এই যে, সংস্কার্য্য পদার্থের গুণাধানদ্বারা সংস্কার সম্ভব

ন্মোক্ষস্য। নাপি দোষাপনয়েন নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোক্ষস্য। স্বাত্ম-ধর্ম্ম এব সংস্তিরোভূতো মোক্ষঃ ক্রিয়য়াত্মনি সংস্ক্রিয়মাণেঽভিব্যজ্যতে। যথা আদর্শে নিঘর্ষণক্রিয়য়া সংস্ক্রিয়মাণে ভাস্বরত্বং ধর্ম্ম ইতি চেন্ন ক্রিয়া-শ্রয়ত্বানুপপত্তেরাত্মনঃ। যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া তমবিকুর্ব্বতী নৈবাত্মানং লভতে। যদ্যাত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েতানিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত। "অবি-কার্য্যোঽয়মুচ্যতে" ইতি চৈবমাদীনি বাক্যানি বাধ্যেরন্। তচ্চানিষ্টম্। তস্মান্ন স্বাশ্রয়া ক্রিয়াত্মনঃ সম্ভবতি। অন্যাশ্রয়ায়াস্তু ক্রিয়ায়া অবিষয়-ত্বান্ন তয়াত্মা সংস্ক্রিয়তে।

হয় না, যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই মোক্ষ, তাহাতে কোন গুণান্তরের আতি-শয্য দেখা যায় না। পরন্তু দোষাপনয়নদ্বারাও সংস্কারের সম্ভব হইতেছে না, যেহেতু মোক্ষ নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ ধান্যাদিতে প্রোক্ষণাদি দ্বারা যেরূপ গুণাধান হয় এবং বস্ত্রাদির মলাপনয়ন করিলে যেরূপ দোষা-পনয়ন হয়, মোক্ষের সেইরূপ সম্ভবে না। এইক্ষণ পুনর্ব্বার আশঙ্কা হই-তেছে যে, মোক্ষ আত্মধর্ম্ম, ক্রিয়াদ্বারা আত্মার সংস্কার হইয়া অবিদ্যাদিদোষ পরিমার্জ্জিত হইলেই দোষাপনয়ন সম্ভব আছে, যেমন দর্পণাদিকে নির্ঘর্ষ-ণাদি ক্রিয়াদ্বারা নির্ম্মল করিলে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ আত্মার অবিদ্যাদিদোষাপনয়ন হইলেই তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইতে পারে; সুতরাং দোষাপনয়ন-দ্বারা সংস্কার সম্ভব আছে, এই আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু আত্মার ক্রিয়াশ্রয়ত্বের অনুপপত্তি আছে, ক্রিয়া যাহাকে আশ্রয় করে, তাহার কোন বিকার না জন্মাইয়া আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। যদি আত্মা ক্রিয়াদ্বারা বিকৃত হয়, তাহাহইলে আত্মার অনিত্যত্ব হইতে পারে। পরন্তু "আত্মা অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হয়" ইত্যাদি বাক্যের বাধ হইয়া উঠে, ইহা সকলেরই অনিষ্ট। অতএব আত্মার স্বাশ্রয়ক্রিয়ার সম্ভব নাই। আর অন্যাশ্রয়ক্রিয়ার অবিষয়বিধায়, আত্মা ক্রিয়াদ্বারা সংস্কৃত হইতে পারেন না।

নমু দেহাশ্রয়য়া স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতধারণাদিকয়া ক্রিয়য়া দেহী সংস্ক্রিয়মাণো দৃষ্টঃ। ন দেহাদিসংহতস্যৈবাবিদ্যাগৃহীতস্যাত্মনঃ সংস্ক্রিয়মাণত্বাৎ। প্রত্যক্ষং হি স্নানাচমনাদের্দেহসমবায়িত্বম্। তয়া দেহাশ্রয়য়া তৎসংহত এব কশ্চিদবিদ্যয়াত্মত্বেন পরিগৃহীতঃ সংস্ক্রিয়ত ইতি যুক্তম্। যথা দেহাশ্রয়চিকিৎসানিমিত্তেন ধাতুসাম্যেন তৎসংহতস্য তদভিমানিন আরোগ্যফলং "অহমরোগঃ" ইতি যত্র বুদ্ধিরুৎপদ্যতে এবং স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিধারণাত্মিকয়া ক্রিয়য়া "অহং শুদ্ধঃ সংস্কৃতঃ" ইতি যত্র বুদ্ধিরুৎপদ্যতে স সংস্ক্রিয়তে স চ দেহেন সংহত এব। তেনৈব হ্যহং কর্ত্তাহং প্রত্যয়বিষয়েণ প্রত্যয়িনা সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তন্তে তৎফলং স চ এবাশ্নাতি। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি মন্ত্রবর্ণাদৌ "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি চ।

যদি বল,—স্নান, আচমন, যজ্ঞোপবীতধারণাদিক্রিয়া দেহকে আশ্রয় করিলেই তাহাতে দেহী সংস্কৃত হয়, ইহা দৃষ্ট আছে, কিন্তু ইহাতে দেহাদি সংহিত ও অবিদ্যাপরিগৃহীত আত্মার সংস্কার হয় না, বাস্তবিক স্নানাদি দেহসমবায়ী, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব সেই দেহাশ্রয়ীভূত স্নানাচমনাদি ক্রিয়াদ্বারা যে আত্মা সংস্কৃত হয়, এইস্থলে অবিদ্যাপরিগৃহীত আত্মাই সংস্কৃত হয়েন, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। যেমন দেহগত চিকিৎসাদ্বারা বাতপিত্তাদিধাতু সাম্য হইলেই দেহাশ্রিত এবং দেহাভিমানী আত্মার আরোগ্য হয় এবং আমি রোগবিহীন হইয়াছি, এইরূপ প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ স্নান, আচমন, যজ্ঞোপবীত ধারণ রূপ ক্রিয়াদ্বারা আমি শুদ্ধ এবং সংস্কৃত হইয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যাহাতে উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কৃত হইয়া থাকে এবং সেই আত্মারও দেহসম্বন্ধ আছে। এইরূপে আমিই কর্ত্তা, এই প্রকার জ্ঞানবিষয়ে জ্ঞানী কর্ত্তা হইতেই সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং সেই ক্রিয়ার ফল সেই কর্ত্তাই ভোগ করে। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এই মন্ত্রবর্ণশ্রুতিতেও ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে, অর্থাৎ প্রমাতা কর্ম্মফলভোগী ও সাক্ষী ইহাদিগের মধ্যে কল্পিত কর্তৃত্বাদিমান্ প্রমাতাই কর্ম্মফলভোগ করেন। অন্য শ্রুতিতে জানা যায়

তথা "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি। "স পর্য্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ইতি চৈতৌ মন্ত্রাবনাধেয়াতিশয়তাং নিত্যশুদ্ধতাঞ্চ ব্রহ্মণো দর্শয়তঃ। ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ। তস্মান্ন সংস্কার্য্যোঽপি মোক্ষঃ। অতোঽন্যন্মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং ন শক্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুম্। তস্মাজ্জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়া গন্ধমাত্রস্যাপ্যনুপ্রবেশ ইহ নোপপদ্যতে।

নন্থ জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া ন বৈলক্ষণ্যাৎ। ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ। যথা "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতঃ স্যাৎ তাং ধ্যায়েদ্বষটকরিষ্যন্" ইতি "সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ" ইতি চৈবমাদিষু। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণ-

---

যে, "পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাই ভোক্তা। অন্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এক দেবই সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের অধিবাসী, সর্ব্বসাক্ষী, চৈতন্যময়, অদ্বিতীয় এবং নির্গুণ। আর "সপর্য্যগাৎ" অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্রগামী ও শুদ্ধ এবং তিনি শরীরব্রণশিরাদিরহিত নিষ্পাপ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধতা প্রদর্শিত আছে, সেই ব্রহ্মভাব মোক্ষ। অতএব মোক্ষকে সংস্কার্য্য বলা যায় না এবং মোক্ষের প্রতি অন্যকোন উপায় প্রদর্শন করিতেও শক্তি নাই; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মোক্ষসাধনে কেবল জ্ঞান প্রধান কারণ, উহাতে ক্রিয়ার গন্ধমাত্রেরও অনুপ্রবেশ নাই।

এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতেছে যে, জ্ঞান ও মানসিক ক্রিয়াবিশেষ; সুতরাং ক্রিয়ার গন্ধমাত্রের অনুপ্রবেশ নাই, ইহা কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কার সম্ভব নাই, যেহেতু জ্ঞান ও ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য আছে। যাহাতে বস্তুস্বরূপের অপেক্ষা নাই, তাহাই ক্রিয়া বলিয়া কথিত হয় এবং ঐ ক্রিয়া পুরুষপ্রযত্নের অধীন। "যে দেবতার উদ্দেশে হবি গৃহীত হয়, সেই দেবতার আরাধনা করিতে হইবে, এই নিমিত্ত

জন্যং প্রমাণঞ্চ যথাভূতবস্তুবিষয়ং অতো ন জ্ঞানং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমশক্যং কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব তৎ ন চোদনাতন্ত্রং নাপি পুরুষতন্ত্রং তস্মাৎ মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যম্। যথা চ "পুরুষো বাব গোতমাগ্নিঃ যোষা বাব গোতমাগ্নিঃ" ইত্যত্র যোষিৎপুরুষয়োরগ্নিবুদ্ধির্মানসী ভবতি কেবলচোদনাজন্যত্বাত্তু ক্রিয়ৈব সা পুরুষতন্ত্রা চ। যা তু প্রসিদ্ধেঽগ্নাবগ্নিবুদ্ধিঃ ন সা চোদনাতন্ত্রা নাপি পুরুষতন্ত্রা কিং তর্হি প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রৈবেতি জ্ঞানমেব তন্ন ক্রিয়া। এবং সর্ব্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যম্। তত্রৈবং সতি যথাভূতব্রহ্মাত্মবিষয়মপি জ্ঞানং ন চোদনাতন্ত্রম্। অতস্তদ্বিষয়া লিঙাদয়ঃ শ্রূয়মাণা অপ্যনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ঠীভবন্ত্যুপলাদিষু প্রযুক্তক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যাদিবৎ অহেয়ানুপাদেয়বস্তু বিষয়ত্বাৎ। কিমর্থানি

তাহার ধ্যান কর্ত্তব্য" এবং "মনে মনে সন্ধ্যার ধ্যান করিবে" ইত্যাদি স্থলে যদিও ধ্যান ও চিন্তন, ইহা মানসিক হউক, তথাপি উহা পুরুষাধীন বিধায় ইচ্ছা হইলে পুরুষ ঐ ধ্যান ও চিন্তন করিতে পারে, না করিতেও পারে এবং তাহার অন্যথাও করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান প্রমাণজন্য এবং যথাভূতবস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ যে যে রূপের বস্তু থাকে, সেই সেই প্রকারে জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব কোন ব্যক্তিই আপন ইচ্ছানুসারে উহা করিতে কি না করিতে কিম্বা অন্যথা করিতে পারে না। যেহেতু ঐ জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র, উহা পুরুষের অধীন নহে। অতএব জ্ঞানের মানসিকত্বসত্বেও মহাবৈলক্ষণ্য আছে। "যেমন পুরুষও গোতমাগ্নি এবং স্ত্রীও গোতমাগ্নি" এই স্থলে এক অগ্নিতেই যে পুরুষ বুদ্ধি ও স্ত্রীবুদ্ধি হইয়া থাকে, উহা কেবল মানসিক এবং ব্যাপার জন্যপ্রযুক্ত উহাকে ক্রিয়া বলা যায়, এই ক্রিয়াই পুরুষ প্রযত্নের অধীন। আর প্রসিদ্ধ পুরুষে যে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা কোন ব্যাপারসাধ্য বা পুরুষপ্রযত্ন সাধ্য নহে। বাস্তবিক জ্ঞান বিষয় বস্তুতন্ত্র, উহা ক্রিয়া হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ, বিষয় ও বস্তুতেই এইরূপ জানিবে। এইরূপ জানা যাইতেছে যে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞান ও ব্যাপার সাধ্য নহে। অতএব যেমন পাষাণাদিতে ক্ষুরপ্রয়োগ করিলে সেই ক্ষুরের ধার কুণ্ঠিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞানের লক্ষণ সকল শ্রূয়মাণ

তর্হি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদীনি বিধিচ্ছায়ানি বচনানি? স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানি ইতি ব্রূমঃ। যো হি বহির্মুখঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষ "ইষ্টং মে ভূয়াদনিষ্টং মে মা ভূৎ" ইতি ন চ তত্রাত্যন্তিকং পুরুষার্থং লভতে। তমাত্যন্তিকপুরুষার্থবাঞ্ছিনং স্বাভাবিককার্য্যকরণসঙ্ঘাতপ্রবৃত্তিগোচরাদ্বিমুখীকৃত্য প্রত্যগাত্মনি স্রোতস্তয়া প্রবর্ত্তয়ন্তি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদীনি। তস্যাত্মান্বেষণায় প্রবৃত্তস্যাহেয়মনুপাদেয়ং আত্মতত্ত্বমুপদিশ্যতে "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কম্পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যেবমাদিভিঃ।

যদপ্যকর্ত্তব্যপ্রধানমাত্মজ্ঞানং হানায়োপাদানায় বা ন ভবতীতি

হইলেও তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া জানিবে। যদি এইরূপ হইল, তাহাহইলে "আত্মার দর্শন করিবে এবং শ্রবণ করিবে" ইত্যাদি বিধিবচনের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় ইহাও বলিতে পারি যে, উক্ত "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি বিধিশাস্ত্র স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তির নিবারণ করে. অর্থাৎ উক্ত বিধিশাস্ত্রানুসারে যাগাদি করিয়া যে পুরুষ বিষয়বহির্মুখ হইয়াছে, সেই পুরুষই এইরূপ চিন্তা করে যে আমার ইষ্টসাধন হউক, কখনও যেন অনিষ্টাপাত হয় না। আর বিষয়েতে আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি বিধিশাস্ত্র যে পুরুষ আত্যন্তিক পুরুষার্থ ইচ্ছুক; তাহাকে স্বাভাবিক কার্য্যকরণপ্রবৃত্তি হইতে বিমুখ করিয়া প্রকৃতপুরুষার্থসাধনে প্রবর্ত্তিত করে। এইরূপ আত্মতত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে হয়, অর্থাৎ "যিনি আত্মা, তিনিই সর্ব্বময়" "যখন সকলই আত্মময়, এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না এবং তিনিই সর্ব্ববিজ্ঞাতা, সেই আত্মাই ব্রহ্ম" ইত্যাদি প্রকারে আত্মতত্ত্বোপদেশ কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—যদি ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হইলে সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাবোধের হানি হয়, তাহাহইলেই আমি কৃতকৃত্য হইলাম,

তথৈবেত্যভ্যুপগম্যতে। অলঙ্কারো হ্যয়মস্মাকং যদ্ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চেতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদময়স্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" ইতি। এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইতি চ স্মৃতিঃ। তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ সমর্পণম্।

যদপি কেচিদাহুঃ "প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষব্যতিরেকেণ কেবলবস্তুবাদী বেদভাগো নাস্তি" ইতি। তন্ন ঔপনিষদস্য পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ। যোঽসাবুপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষোঽসংসারী ব্রহ্মোৎপাদ্যাদিচতুর্ব্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণস্থোঽনন্যশেষো নাসৌ নাস্তি নাধিগম্যত ইতি বা বদিতুং শক্যং "স এষ নেতি নেত্যাত্ম" ইত্যাত্মশব্দাৎ আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। নন্বাত্মাহং প্রত্যয়বিষয়ত্বাদুপনিষৎস্বেব বিজ্ঞায়ত ইত্যনুপপন্নম্। ন তৎসাক্ষিত্বেন প্রত্যুক্তত্বাৎ। ন হ্যহং প্রত্যয়বিষয়-

---

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যদি কোন পুরুষ "আমিই সেই আত্মা" এইরূপে আত্মাকে জানিতে পারে, তাহাহইলে সেই পুরুষ কি ইচ্ছা করিয়া কোন কামনা সাধনের নিমিত্ত শরীরের সহিত জরীভূত হইবে? স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, হে ভারত! যিনি আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্ম যে কেবল প্রতিপত্তি বিধির বিষয়ীভূত, এমত নহে।

কোন কোন বাদীরা বলেন, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও তদ্বিধির শেষব্যতিরেকে কেবল বস্তু বলে এমন কোন বেদের বিভাগ নাই, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষের অন্যত্র শেষ হয় না। উপনিষদে যে পুরুষকে লাভ করা যায়, তিনিই অসংসারী এবং ব্রহ্ম, ইনি উৎপাদ্যাদি চতুর্ব্বিধ দ্রব্যের অতিরিক্ত। আর আত্মা নাই, কিম্বা তাহ জানা যাইতে পারে না, এইরূপও বলা যায় না। কারণ "তিনি থাকিলে আত্মাও নাই" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মশব্দ শ্রবণ আছে, অতএব আত্মার প্রত্যাখ্যান কোনরূপেও সম্ভবে না। এইরূপ হইলে "আমিই আত্মা" এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ত্বপ্রযুক্ত উপনিষদে যে আত্মাকে জানা যাইতে

কর্তৃব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্ব্বভূতস্থঃ সম একঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষো বিধিকাণ্ডে তর্কসময়ে বা কেনচিদধিগতঃ সর্ব্বস্যাত্মা অতঃ স ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যো বিধিশেষত্বং বা নেতুং য এব নিরাকর্ত্তা তস্যৈবাত্মত্বাৎ। আত্মত্বাদেব চ সর্ব্বেষাং ন হেয়ো নাপ্যুপাদেয়ঃ। সর্ব্বং হি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি। পুরুষো হি বিনাশহেত্বভাবাদবিনাশী বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যোঽত এব নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। তস্মাৎ "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইতি চৌপনিষদত্ববিশেষণং পুরুষস্যোপনিষৎস্থ প্রাধান্যেন প্রকাশ্যমানত্বে উপপদ্যতে। অতো ভূতবস্তুপরো বেদভাগো নাস্তীতি বচনং সাহসমাত্রম্।

যদপি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণম্। দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাব

পারে, ইহা অনুপপন্ন হয়, তাহা নহে। কারণ তিনিই সর্ব্বসাক্ষীপ্রযুক্ত উক্ত দোষ খণ্ডিত হইতেছে, বিশেষতঃ অহং প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত কর্ত্তা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও তাহার সাক্ষীস্বরূপ সর্ব্বভূতস্থ অদ্বিতীয় কূটস্থ পুরুষ বলিয়া বিধিকাণ্ডে বা তর্ক সময়ে সকলের আত্মা বলিয়া কেহ কখন জানিতে পারে নাই। অতএব সেই আত্মাকে কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, আর সেই আত্মাই সকলের নিরাকরণ করেন, তাঁহার নিরাকরণ কে করিতে পারে? আর আত্মা কাহারও হেয় বা উপাদেয় নহেন। আর সকল বিকার জাত বস্তুই বিনাশী, কিন্তু পুরুষের বিনাশ হেতুর অভাবপ্রযুক্ত পুরুষ অবিনাশী, আর পুরুষের বিকারহেতু নাই; সুতরাং পুরুষ কূটস্থ ও নিত্য এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব। অতএব জানা যায় যে পুরুষ হইতে পরমপদার্থ কিছুই নাই, সেই পুরুষই সকলের প্রধান এবং পরমাগতি। সেই উপনিষদুক্ত পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি, এইরূপে পুরুষের উপনিষদুক্তত্ব বিশেষণে সেই পুরুষের উপনিষৎপ্রাধান্য জানা যায়। অতএব ভূতবস্তুপর বেদভাগ নাই, ইহা সাহসবাক্য মাত্র।

পূর্ব্বোক্তপক্ষ শাস্ত্রবিদ্‌গণের অনুকরণমাত্র, যেহেতু কর্ম্মাববোধন-

বোধনমিত্যেবমাদিঃ তদ্বর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভিপ্রায়ং দ্রষ্টব্যম্। অপি চ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইত্যে তদেকান্তেনাভ্যুপগচ্ছতাং ভূতোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধি-তচ্ছেষ ব্যতিরেকেণ ভূতঞ্চেদ্বস্তূপদিশতি ভব্যার্থত্বেন কূটস্থনিত্যত্বং ভূতং নোপদিশতীতি কো হেতুঃ। ন হি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি। অক্রিয়াত্বেঽপি ভূতস্য ক্রিয়াসাধনত্বাৎ ক্রিয়ার্থ এব ভূতোপদেশ ইতি চেৎ নৈষ দোষঃ। ক্রিয়ার্থত্বেঽপি ক্রিয়ানিবর্ত্তনশক্তিমদ্বস্তূপদিষ্টমেব। ক্রিয়ার্থস্তু প্রয়োজনং তস্য। ন চৈতাবতা বস্ত্বনুপদিষ্টং ভবতি। যদি নামোপদিষ্টং কিং তব তেন স্যাদিতি। উচ্যতে অনবগতাত্মবস্তূপদেশশ্চ তথৈব ভবিতুমর্হতি তদবগত্যা মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারহেতোর্নিবৃত্তি প্রয়োজনং ক্রিয়ত ইত্যবিশিষ্টমর্থবত্ত্বং ক্রিয়াসাধনবস্তূপদেশেন।

রূপ তাহার অর্থ দৃষ্ট আছে, তাহাও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার বিষয় বিধায় বিধি ও প্রতিষেধশাস্ত্রের অভিনয়ই দ্রষ্টব্য। বিশেষতঃ "বেদ সকলই ক্রিয়ার্থ, বেদে ক্রিয়াভিন্ন অন্য বিষয়ের আনর্থক্য" ইত্যাদি শ্রুতি যাঁহারা একান্ত-রূপে স্বীকার করেন, তাহাদিগের ভৌতিকবিষয়ের উপদেশ অনর্থক হয়। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও বিধিপ্রভৃতি ব্যতিরেকে ভূতই যদি বস্তুর উপদেশ করে, তাহাহইলে যে কূটস্থ নিত্যব্রহ্মের উপদেশ করিবে না, তাহাতে হেতু কি ? আর ভূতোপদেশ না হইলে ক্রিয়া হয় না এবং অক্রিয়ত্ববিষয়েও ভূতের ক্রিয়াসাধনত্বহেতু ক্রিয়ার্থই ভূতোপদেশ কর্ত্তব্য। এই দোষ হইতে পারে না। কারণ, ক্রিয়ার নিমিত্ত ভূতোপদেশ হইলেও ক্রিয়ার নিবর্ত্তনশক্তিশালী বস্তুর উপদেশ আছে। যেহেতু ক্রিয়াই ভূতো-পদেশের প্রয়োজন। এতাবতা বস্তুও উপদিষ্ট হইতেছে না, আর যদিও উপদিষ্ট হউক, তাহাতেই বা তোমার কি হইতে পারে ? এই বিষয়ে বলিতেছেন।—অনবজ্ঞাত আত্মবস্তুর উপদেশও সেইরূপই হইতেছে। বাস্তবিক সেই আত্মাবগতি হইলেই সংসারের হেতুভূত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় ; অতএব জানা যায় যে ক্রিয়াসাধন বস্তুর উপদেশ প্রয়ো-জনীয়।

অপি চ "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইতি চৈবমাদ্যা নিবৃত্তিরুপদিশ্যতে। ন চ সা ক্রিয়া নাপি ক্রিয়াসাধনম্। অক্রিয়ার্থানামুপদেশোঽনর্থকশ্চেৎ "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিনিবৃত্ত্যুপদেশানামানর্থক্যং প্রাপ্তং তচ্চানিষ্টম্। ন চ স্বভাবপ্রাপ্তহন্ত্যর্থানুরাগেণ নঞঃ শক্যমপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুং হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ। নঞশ্চৈব স্বভাবো যৎ স্বসম্বন্ধিনোঽভাবং বোধয়তি অভাববুদ্ধিশ্চৌদাসীন্যকারণং সা চ দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপশাম্যতি তস্মাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যমেব "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিষু প্রতিষেধার্থং মন্যামহে অন্যত্র প্রজাপতিব্রতাদিভ্যঃ তস্মাৎ পুরুষার্থানুপযোগ্যুপাখ্যানাদিভূতার্থবাদবিষয়মানর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্। যদপ্যুক্তং কর্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশমন্তরেণ বস্তুমাত্রমুচ্যমানমনর্থকং স্যাৎ সপ্তদ্বীপা বসুমতীত্যাদিবদিতি তৎ পরিহৃতং রজ্জুরিয়ং নায়ং সর্প ইতি বস্তুমাত্রকথনেঽপি প্রয়োজনস্য দৃষ্টত্বাৎ।

আর দেখ "ব্রাহ্মণ হনন করিবে না" এই শ্রুতিতে প্রথমতই নিবৃত্তির উপদেশ হইয়াছে। কিন্তু উহা ক্রিয়া নহে, কিম্বা ক্রিয়াসাধনও নয়। যদি বল, অক্রিয়ার্থের উপদেশ অনর্থক, তাহাহইলে "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না" ইত্যাদি নিবৃত্তির উপদেশও অনর্থক হইয়া উঠে, কিন্তু ইহা সকলেরই অনিষ্ট। আর স্বভাবপ্রাপ্ত হননার্থের অনুরাগবশত হননক্রিয়াতে ঔদাসীন্যব্যতিরেকে হনন শব্দের অপ্রাপ্তক্রিয়ার্থ কল্পনা করা যায় না, বাস্তবিক ইহাই হননশব্দের স্বভাব যে, উহা স্বভাবত সম্বন্ধীর অভাব প্রতিপাদন করে, এই অভাববুদ্ধিই হননেতে ঔদাসীন্যের কারণ, অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইলে স্বয়ংই অগ্নির নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ হননক্রিয়াতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব প্রসক্ত ক্রিয়ানিবৃত্তিতে ঔদাসীন্য হইতে পারে। আমরা ইহাই বিবেচনা করিতেছি যে, "ব্রাহ্মণ হনন করিবে না" ইত্যাদিস্থলে যে ব্রাহ্মণবধপ্রতিষেধ, তাহা প্রজাপতিব্রতের অন্যত্র জানিতে হইবে। অতএব পুরুষার্থের অনুপযোগী উপাখ্যানাদি ভূতপদার্থের অর্থবাদ কেবল অনর্থ কথনমাত্র জানিতে হইবে। আর পূর্ব্বে যে সপ্তদ্বীপা বসুমতী ইত্যাদির

নন্বু শ্রুতব্রহ্মণোঽপি যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বদর্শনাৎ ন রজ্জুস্বরূপকথনবদর্থ-বত্ত্বমিত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং শক্যং দর্শয়িতুং ব্রহ্মাত্মভাববিরোধাৎ। ন হি শরীরাদ্যাত্মাভিমানিনো দুঃখভয়াদিমত্ত্বং দৃষ্টমিতি তস্যৈব বেদপ্রমাণজনিতব্রহ্মাত্মাবগমে তদভি-মাননিবৃত্তৌ তদেব মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তং দুঃখভয়াদিমত্ত্বং ভবতীতি শক্যং কল্পয়িতুম্। ন হি ধনিনো গৃহস্থস্য ধনাভিমানিনো ধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং দৃষ্টমিতি তস্যৈব প্রব্রজিতস্য ধনাভিমানরহিতস্য তদেব ধনাপহার নিমিত্তং দুঃখং ভবতি। ন চ কুণ্ডলিনঃ কুণ্ডলিত্বাভিমাননিমিত্তং সুখং দৃষ্টমিতি তস্যৈব কুণ্ডলবিমুক্তস্য কুণ্ডলিত্বাভিমানরহিতস্য তদেব কুণ্ডলিত্ব-

---

ন্যায় কর্ত্তব্যবিধির অনুপ্রবেশ ব্যতিরেকে বস্তুমাত্র কথন অনর্থক বলিয়া উক্ত আছে, এইক্ষণ তাহাও পরিহৃত হইল। ইহা রজ্জু, সর্প নহে, এইরূপ বস্তুমাত্র কথনেও প্রয়োজন দৃষ্ট হয়।

যদি বল, শ্রুত ব্রহ্মেরও পূর্ব্ববৎ সংসারিত্ব দর্শনহেতু রজ্জুসর্পকথনবৎ অর্থবত্ত্ব উক্ত হইল, এই বিষয়ে বলিতেছেন।—ব্রহ্মভাব অবগত হইলে তাহার সংসারিত্ব কল্পনা সর্ব্বতোভাবে অশক্য বলিয়া জানিবে। তাহা-হইলে ব্রহ্মাত্মভাবের বিরোধ হয়। ইহা বলা যায় না, কারণ যাহারা শরীরাদিকে আত্মা বলিয়া অভিমান করে, তাহাদিগের দুঃখভয়াদি দৃষ্ট আছে এবং তাহাদিগের যদি বেদপ্রমাণে ব্রহ্মাত্মভাব পরিজ্ঞাত হইলে উক্ত দেহাদিতে আত্মভাবের নিবৃত্তি হয়, তখনই মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত ভয় ও দুঃখাদি হয়, ইহা কল্পনা করা যায়। ধনাভিমানী-ধনী গৃহস্থের ধনাপ-হার নিমিত্ত যে দুঃখদৃষ্ট হয়, তাহা নহে, কারণ গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইয়া যখন ধনাভিমান পরিত্যাগ করে, তখনও তাহার সেই ধনাপহরণজনিত দুঃখ হইতে পারে। আর কুণ্ডলধারী ব্যক্তি আমার কুণ্ডল আছে বলিয়া অভিমান করে বটে, কিন্তু সেই কুণ্ডল ধারণে তাহার সুখ হয় না, তাহা-হইলে যখন সেই ব্যক্তি কুণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া আমার কুণ্ডল নাই, এইরূপ জ্ঞান করে; তখনও সেই ব্যক্তির সুখ হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মার সুখ বা দুঃখ কিছই নাই। শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে, যিনি

নিমিত্তং সুখং ভবতি। তদুক্তং শ্রুত্যা "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত" ইতি। শরীরে পতিতে অশরীরত্বং স্যাৎ ন জীবত ইতি চেৎ ন সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। ন হ্যাত্মনঃ শরীরাত্মাভিমানলক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানং মুক্ত্বা অন্যতঃ সশরীরত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্। নিত্যকশরীরত্বং অকর্ম্মনিমিত্তত্বাদিত্যবোচাম। তৎকৃতধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং সশরীরত্বমিতি চেৎ ন শরীরসম্বন্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎকৃতত্বস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাদন্ধপরম্পরৈবৈষা অনাদিত্বকল্পনা ক্রিয়াসমবায়াভাবাচ্চাত্মনঃ কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। সন্নিধানমাত্রেণ রাজপ্রভৃতীনাং দৃষ্টং কর্তৃত্বমিতি চেন্ন। ধনদানাদ্যুপার্জ্জিতভৃত্যসম্বন্ধিত্বাত্তেষাং কর্তৃত্বোপপত্তের্ন ত্বাত্মনো ধনদানাদিবচ্ছরীরা-

---

অশরীর নিত্য আত্মা, তাহাকে সুখ বা দুঃখ কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। যদি বলি, শরীরের পতন হইলে আত্মা অশরীরী হয়, কিন্তু জীবদবস্থায় সে অশরীরী নহে, ইহা বলা যায় না, কারণ আত্মা শরীরবান্, ইহা কেবল মিথ্যাজ্ঞানের কার্য্য। আত্মার শরীর আছে, এইপ্রকার অভিমানরূপ মিথ্যাজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে অন্যকোন প্রকারেও আত্মাকে সশরীর বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। আর যদি ইহাও বলি, যে আত্মা স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মবলেই শরীরবান্ হইয়া থাকেন, তাহাও বলা যায় না, কারণ আত্মার শরীর সম্বন্ধের অসিদ্ধি হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মকৃত নহে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতিরেকে শরীরসম্বন্ধ হয় না এবং শরীর ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্ভবে না, এইরূপ ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রযুক্ত উক্ত অনাদিত্ব কল্পনা অন্ধপরম্পরান্যায় হইতেছে। বিশেষতঃ আত্মার ক্রিয়াসমায়িত্বাভাবহেতু, তাহার কর্তৃত্বের অনুপপত্তি আছে। তথাপি যদি বলি, রাজাদির কর্তৃত্ব সন্নিধানমাত্র, অর্থাৎ রাজা প্রভৃতিরা কার্য্যের নিকট থাকিলেই সেই কার্য্যে রাজাকে কর্ত্তা বলিয়া থাকে, এইরূপ আত্মসন্নিধানে কার্য্য হয় বলিয়াই আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহাও নহে, কারণ রাজা ধনদানাদিদ্বারা ভৃত্য নিযুক্ত করেন; সুতরাং তাঁহার ভৃত্যসম্বন্ধ আছে বলিয়াই রাজা কর্ত্তা হইতে পারেন, কিন্তু আত্মার ধনাদির ন্যায় শরীরাদির সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, অতএব তাঁহার

দিভিঃ স্বস্বামিসম্বন্ধনিমিত্তং কিঞ্চিচ্ছক্যং কল্পয়িতুম্। মিথ্যাভিমানস্তু প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ। এতেন যজমানত্বমাত্মনো ব্যাখ্যাতম্। অত্রাহুঃ দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মন আত্মীয়ে দেহাদাবভিমানো গৌণো ন মিথ্যেতি। ন। প্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য গৌণত্বমুখ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ। যস্য হি প্রসিদ্ধো বস্তু-ভেদো যথা কেশরাদিমানাকৃতিবিশেষোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিংহশব্দ-প্রত্যয়ভাঙ্মুখ্যোঽন্যঃ প্রসিদ্ধস্ততশ্চান্যঃ পুরুষঃ প্রায়িকৈঃ ক্রৌর্য্যশৌর্য্যা-দিভিঃ সিংহগুণৈঃ সম্পন্নঃ সিদ্ধঃ তস্য পুরুষে সিংহশব্দপ্রত্যয়ৌ গৌণৌ ভবতঃ নাপ্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য তস্য ত্বন্যত্রান্যশব্দপ্রত্যয়ৌ ভ্রান্তিনিমিত্তাবেব ভবতঃ ন গৌণৌ। যথা মন্দান্ধকারে "স্থাণুরয়ং" ইত্যগৃহ্যমাণবিশেষে পুরুষ শব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ। যথা বা শুক্তিগৃহ্যমাণবিশেষে পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ। যথা বা শুক্তিকায়ামকস্মাৎ "রজতমিদং" ইতি নিশ্চিত-শব্দপ্রত্যয়ৌ তদ্বদ্দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহমিতি নিরুপচারেণ শব্দপ্রত্যয়াবাত্মা-নাত্মাবিবেকেনোৎপদ্যমানৌ কথং গৌণৌ শক্যৌ বদিতুম্। আত্মানাত্ম-

---

কর্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না। মিথ্যাজ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধের হেতু, অত-এব আত্মাকেই যাগাদির কর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বিষয়ে আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার আপন দেহে যে অভিমান, তাহা গৌণ, উহা মিথ্যা নহে। ইহাও বলা যায় না, যেহেতু প্রসিদ্ধ বস্তুভেদেই গৌণত্ব ও মুখ্যত্ব প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ যাহার বস্তু-ভেদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে গৌণমুখ্যব্যবহার হয়। যেমন কেশরাদি আকৃতিবিশেষে যে সিংহশব্দ ও সিংহজ্ঞান হয়, তাহাই মুখ্য। আর ক্রূরত্ব শূরত্বাদিবিশিষ্ট পুরুষে যে সিংহশব্দ ও সিংহবুদ্ধি হয়, তাহা গৌণ। অসিদ্ধ অন্য বস্তুতে যে অন্যশব্দ ও অন্যপ্রকার বুদ্ধি হয়, তাহা ভ্রান্তি জন্য, উহাকে গৌণ বলা যায় না। যেমন মন্দ মন্দ অন্ধকার মধ্যে ইহা স্থাণু (শাখা-বিহীন বৃক্ষ) এইরূপে গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পুরুষশব্দ ও পুরুষজ্ঞান হয়, তাহা স্থাণু বিষয়ক জানিবে। যেমন অকস্মাৎ শুক্তিকা দর্শন করিলে "ইহা রজত" এইরূপ শব্দ ও জ্ঞান নিশ্চিত হয়, সেইরূপ দেহ সংঘাতে যে অহং শব্দ প্রয়োগ ও অহংবুদ্ধি হয়, তাহা আত্মা ও অনাত্মার অবিবেক

বিবেকিনামপি পণ্ডিতানামজাবিপালানামিবাবিবিক্তৌ শব্দপ্রত্যা
ভবতঃ। তস্মাদ্দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ববাদিনাং দেহাদাবহংপ্রত্যা
মিথ্যৈব ন গৌণঃ তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ। সশরীরত্বস্য সিদ্ধং জী
তোঽপি বিদুষোঽশরীরত্বম্। তথা চ ব্রহ্মবিদ্বিষয়া শ্রুতিস্তদ্যথা "অ
নির্লপনী বল্মীকে মৃতপ্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে অথায়
শরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব" ইতি। "সচক্ষুরচক্ষু
সকর্ণোঽকর্ণ ইব সবাগবাগিব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" ই
চ। স্মৃতিরপি চ "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদ্যা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণা
চক্ষাণা বিদুষঃ সর্ব্বপ্রবৃত্ত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি। তস্মান্নাবগতব্রহ্মাত্মভা
যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বম্। যস্য তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং নাসাববগত ব্রহ্মা
ভাব ইত্যনবদ্যম্।

বশত হইয়া থাকে, অতএব তাহা কিরূপে গৌণ বলা যাইতে পারে? অ
আত্মানাত্মবিবেকশালী পণ্ডিতের অবিবেকবশতই শব্দ ও বুদ্ধি জন্মে
অতএব যাঁহারা দেহাতিক্ত আত্মা আছেন, এইরূপ স্বীকার করে
তাহাদিগের যে দেহাদিতে অহংজ্ঞান হয় তাহা মিথ্যা, গৌণ নহে. এ
নিমিত্ত আত্মা সশরীর এইরূপ জ্ঞান মিথ্যা প্রত্যয়জন্য প্রযুক্ত জ্ঞানিদিগে
জীবদ্দশাতেও আত্মার অশরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষ
শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যেমন বল্মীকোপরি সর্পকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স
নির্ম্মোক (খোলস) শয়ীত থাকে, সেইরূপ আত্মা এই শরীরে শয়া
আছেন। অতএব আত্মা অশরীর ও অমৃত। শ্রুতিপ্রমাণে আরও জান
যাইতেছে যে, আত্মা সচক্ষু হইয়াও অচক্ষুর ন্যায়, সকর্ণ হইয়াও অকর্ণবৎ
সবাক্য হইয়াও অবাক্য তুল্য, সমনা হইয়াও অমনা সদৃশ এবং সপ্রা
হইয়াও অপ্রাণবৎ এবং স্মৃতিতেও "স্থিরপ্রজ্ঞস্য কাভাষা" ইত্যাদিরূপে স্থি
প্রজ্ঞলক্ষণ কথনেচ্ছু জ্ঞানীরা সর্ব্ব প্রবৃত্তির অসম্বন্ধ প্রদর্শন করেন
অতএব যাহাদিগের ব্রহ্মাত্মভাবের বোধ নাই, তাহারা আত্মার সংসারি
বলিয়া থাকে। যাঁহার মতে আত্মার সংসারিত্ব স্বীকৃত আছে, তিনি
ব্রহ্মাত্মভাব অবগত নহেন, ইহাই নির্দ্দুষ্টকল্প।

যত্তু পুনরুক্তং শ্রবণাৎ পরাচীনয়োর্ম্মননিদিধ্যাসনয়োর্দ্দর্শনাদ্বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণো ন স্বরূপপর্য্যবসায়িত্বমিতি ন অবগত্যর্থত্বাৎ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ। যদি হ্যবগতং ব্রহ্মান্যত্র বিনিযুজ্যেত ভবেৎ তদা বিধিশেষত্বম্। ন তু তদস্তি মনননিদিধ্যাসনয়োরপি শ্রবণবদবগত্যর্থত্বাৎ। তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীত্যতঃ স্বতন্ত্রমেব ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকং বেদান্তবাক্যসমন্বয়াদিতি সিদ্ধম্ এবঞ্চ সত্যথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি শাস্ত্রারম্ভ উপপদ্যতে। প্রতিপত্তিবিধিপরত্বে হি অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসেত্যেবারব্ধত্বান্ন পৃথক্শাস্ত্রমারভ্যেত আরভ্যমানং চৈবং আরভ্যেত অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসেত্যথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জ্জিজ্ঞাসেতিবৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিত্বপ্রতিজ্ঞাতেতি তদর্থো যুক্তঃ শাস্ত্রারম্ভোঽথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি। তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীত্যেতদবসানা এব সর্ব্বে বিধয়ঃ সর্ব্বাণি চেতরাণি প্রমাণানি। ন হ্যহেয়ানুপাদেয়াদ্বৈতাত্মাবগতৌ নির্ব্বিষয়াণ্যপ্রমাতৃকাণি প্রমাণানি ভবিতুমর্হন্তীতি। অপি চাহুঃ—"গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ। সৎ ব্রহ্মাত্মাহ-

---

ইহাও উক্ত আছে যে, শ্রবণ হইতে মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য দর্শনহেতু ব্রহ্মের যে বিধিশেষত্ব, তাহা স্বরূপের পর্য্যবসান নহে, ইহা যুক্তিযুক্ত মত নহে, কারণ মনন ও নিদিধ্যাসন ইহারাও জ্ঞানবিশেষ মাত্র। যদিও বেদান্তে ইহাই অবগত থাকে যে, ব্রহ্মের অন্যত্র জ্ঞান নিযুক্ত হয়, তাহাহইলে ব্রহ্মের বিধিশেষত্ব হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা হয় না, শ্রবণের ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসনেরও অবগতিরূপ অর্থ আছে। অতএব প্রতিপত্তিবিধির বিষয়তাপ্রযুক্ত ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সম্ভব নাই; স্বতন্ত্রই ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণক, বেদান্তবাক্যে ইঁহার সমন্বয় আছে। এইরূপ হইলেই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই শাস্ত্রারম্ভ উপপন্ন হইতে পারে। পরন্তু প্রতিপত্তিবিধিপর বলিলে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে আরম্ভ করিয়া পৃথক শাস্ত্রারম্ভ উচিত হয় না। "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ ক্রতুর অর্থ ও পুরুষার্থ জিজ্ঞাসার ন্যায় ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যাবগতিত্ব প্রতিজ্ঞাত। এই নিমিত্তই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ৫ ॥

মিত্যেবং বোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ ॥ অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ। অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ॥ দেহাত্মপ্রত্যয়স্তদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥" ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা ॥ ৪ ॥

এবং তাবদ্বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাত্মাবগতিপ্রয়োজনানাং ব্রহ্মাত্মনি তাৎপর্য্যেণ সমন্বিতানামন্তরেণাপি কার্য্যানুপ্রবেশং ব্রহ্মণি পর্য্যবসানমুক্তম্। ব্রহ্ম চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিনাশকারণমিত্যুক্তম্। সাঙ্খ্যাদয়স্তু পরিনিষ্ঠিতং বস্তু প্রমাণান্তরগম্যমেবেতি মন্যমানাঃ প্রধানাদীনি কারণান্তরাণ্যনুমিমানাস্তৎপরতয়ৈব বেদান্তবাক্যানি যোজয়ন্তি। সর্ব্বেষ্বেব তু বেদান্তবাক্যেষু সৃষ্টিবিষয়েষু অনুমানেনৈব কার্য্যেণ কারণং লিলক্ষয়িষিতম্। প্রধানপুরুষসংযোগা নিত্যানুমেয়া ইতি সাঙ্খ্যা মন্যন্তে। কাণাদাস্ত্বেতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং নিমিত্তকারণমনুমিমতে অণূংশ্চ

এই শাস্ত্রারম্ভ যুক্ত হইতেছে, অতএব সকল বিধি এবং সর্ব্বপ্রকার ইতর প্রমাণও "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ জ্ঞান হইলেই শেষ হয়। অহেয় ও অনুপাদেয় অদ্বৈত আত্মভাবজ্ঞানবিষয়ে নির্ব্বিষয় প্রমাণ হইতে পারে না। অন্যান্য শাস্ত্রেও ইহা প্রতিপন্ন আছে॥ ৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের প্রয়োজনস্বরূপ এবং ব্রহ্মরূপী আত্মাতে তাৎপর্য্যের সহিত সমন্বিত বেদান্তবাক্য ব্যতিরেকেও কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মেতে অনুপ্রবেশই পর্য্যবসান, ইহা উক্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত এবং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ, ইহাও উক্ত হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যাদিরা পরম বস্তু প্রমাণান্তরগম্য, এইরূপ স্বীকার করিয়া প্রকৃতি প্রভৃতিকে জগতের কারণরূপে স্বীকারকরত সেইরূপেই বেদান্তবাক্যের যোজনা করেন, সকল বেদান্তবাক্যেই কার্য্যদ্বারা কারণসত্ত্বা অনুমান করিয়া কারণরূপে ব্রহ্ম লক্ষিত আছেন। সাংখ্যমতাবলম্বীরা আর বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগেই কার্য্য হইয়া থাকে। বৈশেষিক কণাদও ঐ সকল বাক্যানুবলে ঈশ্বরকে

সমবায়িকারণম্। এবং অন্যেঽপি তার্কিকা বাক্যাভাসযুক্ত্যাভাসাবষ্টম্ভাঃ পূর্ব্বপক্ষবাদিন ইহোত্তিষ্ঠন্তে। তত্র পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞেনাচার্য্যেণ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাবগতিপরত্বপ্রদর্শনায় বাক্যাভাসযুক্ত্যাভাসপ্রতিপত্তয়ঃ পূর্ব্বপক্ষীকৃত্য নিরাক্রিয়ন্তে। তত্র সাঙ্খ্যাঃ প্রধানং ত্রিগুণমচেতনং জগতঃ কারণমিতি মন্যমানা আহুঃ ' যানি বেদান্তবাক্যানি সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তের্ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বং প্রদর্শয়ন্তি ইত্যবোচস্তানি প্রধানস্যাপি প্রধাণকারণপক্ষেপি যোজয়িতুং শক্যন্তে সর্ব্বশক্তিত্বং তাবৎ প্রধানস্যাপি স্ববিকারবিষয়মুপপদ্যতে এবং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপদ্যতে। কথম্ যত্ত্বং জ্ঞানং মন্যসে স সত্ত্বধর্ম্মঃ "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" ইতি স্মৃতেঃ। তেন চ সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন কার্য্যকারণবন্তঃ পুরুষাঃ সর্ব্বজ্ঞা যোগিনঃ প্রসিদ্ধাঃ সত্ত্বস্য হি নিরতিশয়োৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বং কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বং বা কল্পয়িতুং শক্যং ত্রিগুণত্বাত্তু

জগতের নিমিত্ত কারণ এবং পরমাণুসকলকে সমবায়ী কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী তার্কিকগণ বাক্যাভাস ও যুক্ত্যাভাস বলে গর্ব্বিত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহাতে পদবাক্যপ্রমাণতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মাবগতিপরত্ব প্রদর্শনার্থ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তার্কিকোক্ত বাক্যাভাস ও যুক্ত্যাভাস নিরাস করিয়াছেন। আর সাংখ্যবাদীরা প্রকৃতিকে ত্রিগুণান্বিত, অচেতন ও জগতের কারণরূপে স্বীকার করিয়া বলিয়া থাকেন যে, তোমরা যে সকল বেদান্তবাক্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রদর্শন করে বলিতেছ, প্রকৃতিকে কারণ কল্পনা করিলেও সেই সকল বেদান্তবাক্যের যোজনা করিতে পারি। বাস্তবিক স্বীয় বিকারবিষয়ে প্রকৃতিরই সর্ব্বশক্তিত্ব জানা যায় এবং সেই প্রকৃতিরই সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন আছে। কারণ যাহাকে তোমরা জ্ঞান বলিয়া থাক, তাহা সত্ত্বধর্ম্ম। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, সত্ত্ব হইতেই জ্ঞান জন্মে। সেই সত্ত্বধর্ম্মরূপ জ্ঞানদ্বারা পুরুষ কার্য্যকারণবান এবং যোগিগণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। আর সত্ত্বের নিরতিশয় উৎকর্ষবিষয়ে সেই সর্ব্বজ্ঞত্বই প্রসিদ্ধ হয়। কেবল উপলব্ধিমাত্র কার্য্যকারণবিহীন পুরুষ যে সর্ব্ব, কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানশালী ইহাও কল্পনা করা

প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞানকারণভূতং সত্ত্বং প্রধানাবস্থায়ামপি বিদ্যতে ইতি প্রধানস্যাচেতনস্যৈব সতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বমুপচর্য্যতে বেদান্তবাক্যেষু। অবশ্যঞ্চ ত্বয়াপি সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞত্বমভ্যুপগন্তব্যম্। ন হি সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানং কুর্ব্বদেব ব্রহ্ম বর্ত্ততে। তথা হি জ্ঞানস্য নিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ব্রহ্মণো হীয়তে। অথানিত্যং তদিতি জ্ঞানক্রিয়ায়া উপরমে উপরমেতাপি ব্রহ্ম। তদা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞত্বমাপততি। অপি চ প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বকারকশূন্যং ব্রহ্মেষ্যতে ত্বয়া। ন চ জ্ঞানসাধনানাং শরীরেন্দ্রিয়াদীনামভাবে জ্ঞানোৎপত্তিঃ কস্যচিদুপপন্না অপি চ প্রধানস্যানেকাত্মকস্য পরিণামসম্ভবাৎ কারণত্বোপপত্তিঃ মৃদাদিবৎ নাসংহতস্যৈকাত্মকস্য ব্রহ্মণঃ” ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভতে। ন সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদান্তেষ্বাশ্রয়িতুম্। অশব্দং হি তৎ। কথমশব্দম্ ঈক্ষতেঃ

যায় না। পরন্তু প্রকৃতির ত্রিগুণত্বহেতু তাহাতে সর্ব্বকারণস্বরূপ সত্ত্ব বিদ্যমান আছে। এইরূপে অচেতন সৎস্বরূপ প্রকৃতির সর্ব্বজ্ঞত্ব বেদান্তবাক্যেতে উপচরিত আছে, তুমিও যখন ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতেছ, তখন অবশ্যই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞানশক্তি স্বীকার করিবে। বাস্তবিক ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান প্রকাশ করিয়া প্রবৃত্ত হয়েন না। আর এইক্ষণ জ্ঞানকে নিত্য বলিলে; সুতরাং জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য হীন হইতেছে। আর যদি জ্ঞানকে অনিত্য বল, তাহাহইলে জ্ঞানক্রিয়ার উপরমে ব্রহ্মেরও উপরতি হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞানশক্তিরূপেই সর্ব্বজ্ঞত্ব আপতিত হইল। আর দেখ, উৎপত্তির পূর্ব্বে তুমি ব্রহ্মকে সর্ব্বকারকশূন্য স্বীকার কর, কিন্তু জ্ঞানসাধন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অভাবে কাহারও জ্ঞানোৎপত্তি উপপন্ন হইতেছে না। আর অনেকাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামসম্ভবহেতু মৃত্তিকাদির ন্যায় তাহার কারণোৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু অসংহত একাত্মক ব্রহ্মের তাহা হইতে পারে না, এইরূপ অবস্থাতেই এই সূত্র আরম্ভ করিতেছেন।—সাংখ্যেরা যে অচেতন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া কল্পনা করেন, বেদান্তবাক্যে তাহা

ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য। কথম্ এবং হি শ্রূয়তে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যুপক্রম্য" "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি তত্রেদং শব্দবাচ্যং নামরূপব্যাকৃতং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সদাত্মনাবধার্য্য তস্যৈব প্রকৃতস্য সচ্ছব্দবাচ্যস্যেক্ষণপূর্ব্বক-তেজঃপ্রভৃতেঃ স্রষ্টৃত্বং দর্শয়তি। তথা চ অন্যত্র "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চ নমিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি" 'স ইমাল্লোকানসৃজত" ইতি ঈক্ষাপূর্ব্বিকামেব সৃষ্টিমাচষ্টে। ক্বচিচ্চ ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ "স ঈক্ষাঞ্চক্রে স প্রাণমসৃজত" ইতি। ঈক্ষতেরিতি চ ধাত্বর্থনির্দ্দেশোঽভিপ্রেতঃ যজতেরিতিবৎ ন ধাতুনির্দ্দেশঃ। তেন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামস্বরূপ মন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যেবমাদীন্যপি সর্ব্বজ্ঞেশ্বরকারণপরাণি বাক্যানি উদা-হর্ত্তব্যানি। যত্তু উক্তং সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞং প্রধানং ভবিষ্যতীতি

প্রতিপন্ন হইতেছে না, কারণ সেই প্রকৃতি অশব্দ। আর কারণের দর্শন-কর্ত্তৃত্বশ্রবণহেতুই তাহা অশব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদবাক্যে এইরূপ শ্রবণ আছে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন। আর "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই উপক্রমে "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" 'তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইদং শব্দবাচ্য নামরূপদ্বারা ব্যক্তী-কৃত এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎস্বরূপে বিদ্যমান ছিল। অনন্তর সেই প্রকৃত সৎপদার্থ দর্শন করিলেই তাহার তেজঃপ্রসৃত হয়, তাহাতেই সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বপ্রদর্শিত আছে। অন্য শ্রুতিপ্রমাণে জানা যাইতেছে যে, অগ্রে কেবল আত্মাই বর্ত্তমান ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মাই দর্শন করিয়া লোক সৃষ্টি করেন। অতএব জানা যায় যে, ঈক্ষণপূর্ব্বকই সৃষ্টি হইয়াছে। অন্য কোনস্থলে ষোড়শকলাপূর্ণ পুরুষকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, তিনিই দর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রতীতি হইতেছে যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যাসমন্বিত এবং জ্ঞানময় সেই ব্রহ্ম হইতেই নামরূপবিশিষ্ট জগৎ ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি সর্ব্বজ্ঞের কারণত্ব প্রমাণক বহু বহু বেদবাক্য উদাহৃত হইবে।

তন্নোপপদ্যতে। ন হি প্রধানাবস্থায়াং গুণসাম্যাৎ সত্ত্বধর্ম্মোজ্ঞানং সম্ভবতি।

ননূক্তং সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞং ভবিষ্যতীতি। তদপি নোপপদ্যতে। যদি গুণসাম্যে সতি সত্ত্বব্যপাশ্রয়াং জ্ঞানশক্তিমাশ্রিত্য সর্ব্বজ্ঞং প্রধানমুচ্যেত কামং রজস্তমোব্যপাশ্রয়ামপি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকশক্তিমাশ্রিত্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বমুচ্যতে। অপি চ নাসাক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তির্জ্জানাতি নাভিধীয়তে। ন চাচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি। তস্মাদনুপপন্নং প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্। যোগিনাস্তু চেতনত্বাৎ সর্ব্বোৎকর্ষনিমিত্তং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপন্নমিত্যনুদাহরণম্। অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদের্দ্দগ্ধৃত্বম্। তথা সতি যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি যুক্তম্। যৎপুনরুক্তং ব্রহ্মণোঽপি ন মুখ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপদ্যতে নিত্যজ্ঞানক্রিয়ত্বে জ্ঞানক্রিয়াং

আর সত্ত্বধর্ম্মরূপ জ্ঞানদ্বারাই সর্ব্বজ্ঞান হইতেছে, ইহা যে উক্ত আছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না, যেহেতু প্রধানাবস্থাতে গুণসাম্যবশত সত্ত্বধর্ম্ম রূপজ্ঞানের সম্ভব নাই।

ইহাও উক্ত আছে যে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞানশক্তি আছে বলিয়াই তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহাও উপপন্ন হইতেছে না, যদি গুণসাম্য হইলেই সত্ত্বাশ্রয়ীভূতা জ্ঞানশক্তি আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বজ্ঞকে প্রধান বলা যায়, তাহাহইলে রজঃ ও তমোগুণাশ্রয়া জ্ঞানপ্রতিবন্ধিকা শক্তিকে আশ্রয় করিয়াও কিঞ্চিজ্জ্ঞ বলা যাইতে পারে। আর অসাক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তি জানেও না ও কথিত হয় না এবং অচেতন প্রকৃতির সাক্ষিত্ব নাই, অতএব প্রকৃতির সর্ব্বজ্ঞত্ব অনুপপন্ন হইল। পরন্তু যোগিগণ সচেতনবিধায় তাহাদিগের সর্ব্বোৎকর্ষ নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন আছে, অতএব তাহাদিগকে উদাহৃত করা হয়, যদি পুনর্ব্বার সাক্ষিনিমিত্তই প্রকৃতির দর্শনকর্ত্তৃত্ব কল্পনা করি। যেমন অগ্নিসংযোগনিমিত্ত লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতির সাক্ষিনিমিত্ত দর্শনকর্ত্তৃত্বকল্পনা হইতে পারে, তাহাহইলেও যে নিমিত্ত প্রকৃতির দর্শনকর্ত্তৃত্বকল্পনা করিলে সেই সর্ব্বময় ব্রহ্মই জগতের মুখ্যকারণ,

প্রতি স্বাতন্ত্র্যং সম্ভবাদিত্যত্রোচ্যতে। ইদং তাবদ্ভবান্ প্রষ্টব্যঃ কথং নিত্যজ্ঞানক্রিয়ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি যস্য হি সর্ব্ববিষয়াবভাসনক্ষমং জ্ঞানং নিত্যমস্তি সোঽসর্ব্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং অনিত্যত্বে হি জ্ঞানস্য কদাচিৎ জানাতি কদাচিন্ন জানাতি ইত্যসর্ব্বজ্ঞত্বমপি স্যাৎ নাসৌ জ্ঞাননিত্যত্বে দোষোঽস্তি। জ্ঞাননিত্যত্বে জ্ঞানবিষয়ঃ স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশো নোপপদ্যত ইতি চেৎ ন প্রততৌষ্ণ্যপ্রকাশেঽপি সবিতরি দহতি প্রকাশতি ইতি স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশদর্শনাৎ।

নন্বু সবিতুর্দ্দাহ্যপ্রকাশ্যসংযোগে সতি দহতি প্রকাশতীতি ব্যপদেশঃ স্যাৎ ন তু ব্রহ্মণঃ প্রাগুৎপত্তের্জ্ঞানকর্ম্মসংযোগোঽস্তীতি বিষমো দৃষ্টান্তঃ। নাসত্যপি কর্ম্মণি সবিতা প্রকাশত ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাদেবম-

---

ইহাই যুক্ত হয়। আর উক্ত আছে যে, ব্রহ্মেরও মুখ্য জগৎকারণত্ব অনুপপন্ন, যেহেতু ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানবান্ ও নিত্যক্রিয়াশ্রয় হইলেও জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য সম্ভব নাই, এই বিষয়ে ইহাই বক্তব্য যে, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানবান্ ও নিত্যক্রিয়াশ্রয় বলিয়া কি কারণে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব হানি হইতে পারে? যিনি সকল বিষয়কে প্রকাশ করিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্ববিষয় প্রকাশনে সক্ষম নিত্যজ্ঞান আছে, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহা অতি বিপ্রতিষিদ্ধ মত। যাহার জ্ঞান অনিত্য সে কখনও জানিতে পারে না, এইরূপে তাহাকে অসর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। যাহার নিত্যজ্ঞান আছে, তাহার সম্বন্ধে এই দোষ ঘটে না। তথাপি যদি বল, ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য হইলে জ্ঞানের বিষয়ের যে স্বতন্ত্রতা ব্যপদেশ তাহা উপপন্ন হইতেছে না। ইহাও বলা যায় না, যেহেতু সূর্য্যের উষ্ণ কিরণ প্রকাশ হইলেই সূর্য্য দহনকরেন ও প্রকাশকরেন, এইরূপ ব্যপদেশ দর্শন আছে।

সূর্য্যের দাহ্য ও প্রকাশ্যসংযোগ হইলেই সূর্য্য দহনকরেন ও প্রকাশ করেন, এই ব্যপদেশ হইয়া থাকে, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের জ্ঞানে কর্ম্মসংযোগ নাই; সুতরাং দৃষ্টান্ত বিষম হইয়া উঠিল। কর্ম্মের অসত্ত্বাবস্থায় সূর্য্য প্রকাশকরেন, এইরূপ কর্তৃব্যপদেশ নাই, কিন্তু জ্ঞান ও

সত্যপি জ্ঞানকর্ম্মণি ব্রহ্মণস্তদৈক্ষতেতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তের্ন বৈষম্যং কর্ম্মাপেক্ষায়াং তু ব্রহ্মণি ঈক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপপন্নাঃ কিং পুনস্তৎকর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ীভবতি ইতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ যৎ প্রসাদাদ্ধি যোগিনামপ্যতীতানাগতবিষয়ং প্রত্যক্ষং জ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ কিমু বক্তব্যং তস্য নিত্যশুদ্ধস্যেশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিবিষয়ং নিত্যজ্ঞানং ভবতীতি। যদপ্যুক্তং প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মণঃ শরীরাদিসম্বন্ধমন্তরেণেক্ষিতৃত্বমনুপপন্নমিতি ন তচ্চোদ্যমবতরতি সবিতৃপ্রকাশবদ্ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপি চাবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষাজ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতস্যেশ্বরস্য। মন্ত্রৌ চেমাবীশ্বরস্য শরীরাদ্যনপেক্ষতামনাবরণজ্ঞানতাঞ্চ দর্শয়তঃ। "ন

কর্ম্মের অসত্ত্বাবস্থাতে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, এইরূপে তাঁহার কর্ত্তৃত্বব্যপদেশের উপপত্তি আছে। অতএব দৃষ্টান্তের বৈষম্য নাই; সুতরাং কর্ম্মাপেক্ষায় ব্রহ্মের দর্শনকর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি সকল উপপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ সেই কর্ম্মই বা কি? যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। পরন্তু যাহার তত্ত্বপর্য্যালোচনা কি অন্য কোনরূপেও বর্ণনীয় নহে? তাহাও জ্ঞানবলে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া ব্যক্তীভূত হয়। এই জ্ঞানবলেই যোগশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত যোগিদিগের অতীত ও অনাগত বিষয় সকল প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারেন, ঈশ্বরের বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিষয়ক অবশ্যই হইবে। আর উক্ত আছে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের শরীর ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধব্যতিরেকে তাঁহার দর্শনকর্ত্তৃত্ব অনুপপন্ন ইহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের নিত্যতাপ্রযুক্ত জ্ঞানসাধনাপেক্ষা নাই। কিন্তু অবিদ্যাবিমোহিত সংসারীর জ্ঞানোৎপত্তিতে শরীরাদির অপেক্ষা আছে। বাস্তবিক জ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত কারণরহিত ব্রহ্মের জ্ঞানের প্রতি কাহারও অপেক্ষা নাই। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয়ই ঈশ্বরের যে শরীরাদির অপেক্ষা নাই এবং তাহার জ্ঞানের

তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" ইতি॥ "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।" ইতি চ।

নন্থ নাস্তি তাবজ্‌জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণবানীশ্বরাদন্যঃ সংসারী "নান্যো-ঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" ইতি শ্রুতেঃ। তত্র কিমিদ-মুচ্যতে সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তির্নেশ্বরস্যেতি? অত্রো-চ্যতে। সত্যং নেশ্বরাদন্যঃ সংসারী তথাপি দেহাদিসঙ্ঘাতোপাধিসম্বন্ধ ইষ্যত এব ঘটকরকগিরিগুহাদ্যুপাধিসম্বন্ধ ইব ব্যোম্নঃ তৎকৃতশ্চ শব্দ-প্রত্যয়ব্যবহারো লোকস্য দৃষ্টো ঘটচ্ছিদ্রং করকাদিচ্ছিদ্রমিত্যাদিরাকাশা-ব্যতিরেকেঽপি তৎকৃতা চাকাশে ঘটাকাশাদিভেদমিথ্যাবুদ্ধির্দৃষ্টা তথে-

---

কোন প্রতিবন্ধক নাই, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। ঈশ্বরের কার্য্য বা কারণ নাই, তাঁহার সমান কিম্বা তাহা হইতে অধিকও কোন পদার্থ দেখা যায় না, ইহাঁর বিবিধ উৎকৃষ্ট শক্তি শ্রুত আছে এবং তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া সমস্তই স্বভাবসিদ্ধ জানিবে। আর তিনি পাণিপাদবিহীন, অথচ গমন করিতে ও গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার চক্ষু নাই, দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন, তিনি সকল জানেন, কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না, এই নিমিত্তই যোগিগণ তাহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর ভিন্ন এমন সংসারী কেহ নাই যে, সে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত কারণবিশিষ্ট হইতে পারে; যেহেতু শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর ভিন্ন দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা কেহ নাই। তবে কি বলিতেছ যে, ঈশ্বরের জ্ঞানোৎপত্তি সংসারীর শরীরাদি অপেক্ষা করে না? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরভিন্ন সংসারীরা নিত্য নহে, তথাপি তাহারা দেহাদির সম্মিলনরূপ উপাধি ইচ্ছা করে। আর ঘট, কমণ্ডলু, গিরি ও গুহাদি উপাধি সম্বন্ধের ন্যায় লোকে আকাশেরও তৎকৃত শব্দপ্রত্যয় ব্যবহার দৃষ্ট আছে এবং ঘটচ্ছিদ্র ও কমণ্ডলুচ্ছিদ্র ইত্যাদিরূপে আকাশব্যতি-

হাপি দেহাদিসঙ্ঘাতোপাধিসম্বন্ধাবিবেককৃতেশ্বরসংসারিভেদমিথ্যাবুদ্ধিঃ। দৃশ্যতে চাত্মন এব সতো দেহাদিসঙ্ঘাতে অনাত্মন্যাত্মত্বাভিনিবেশো মিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেণ পূর্ব্বপূর্ব্বেণ সতি চৈবং সংসারিত্বে দেহাদ্যপেক্ষমীক্ষিতৃত্বমুপপন্নং সংসারিণঃ। যদপ্যুক্তং প্রধানস্যানেকাত্মকত্বাৎ মৃদাদিবৎ কারণত্বোপপত্তির্নাসংহতস্য ব্রহ্মণ ইতি তৎ প্রধানস্যাশব্দত্বেনৈব প্রত্যুক্তম্। যথা তু তর্কেণাপি ব্রহ্মণ এব কারণত্বং নির্ব্বোঢ়ুং শক্যতে ন প্রধানাদীনাং তথা প্রপঞ্চয়িষ্যতের্ন বিলক্ষণত্বাদস্য ইত্যেবমাদিনা অত্রাহ যদুক্তং নাচেতনং প্রধানং জগৎকারণমীক্ষিতৃত্বশ্রবণাদিতি তদন্যথাপ্যুপপদ্যতে। অচেতনেঽপি চেতনবদুপচারদর্শনাৎ প্রত্যাসন্নপতনতাং কূলস্যালক্ষ্য কূলং পিপতিষতীত্যচেতনেঽপি কূলে চেতনবদুপচারো দৃষ্টস্তদ্বদচেতনেঽপি প্রধানে প্রত্যাসন্নসর্গে চেতনবদুপচারো দৃষ্টস্তদ্বদ-

---

রেকেও আকাশে তৎকৃত ঘটাকাশাদিভেদে মিথ্যাবুদ্ধি দেখা যায়। এইরূপে এইস্থলেও দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধিসম্বন্ধের অবিবেককৃত ঈশ্বরেতে সংসারিভেদে মিথ্যাবুদ্ধি হইয়া থাকে। আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, সৎস্বরূপ আত্মার দেহাদিসঙ্ঘাতরূপ অনাত্মাতে যে আত্মত্বাভিনিবেশ হয়, তাহাও মিথ্যাবুদ্ধিজন্য জানিবে। এইরূপে সংসারিত্বের স্থিরতা হইলেও ঈশ্বরের দর্শনকর্তৃত্ব যে দেহাদির অপেক্ষা করে, তাহা উপপন্ন হয়। আর ইহাও উক্ত আছে যে, মৃত্তিকাদির ন্যায় প্রকৃতিরই অনেকাত্মকত্ব আছে। অতএব অসংহত ব্রহ্মের কারণত্ব উপপন্ন হইতেছে না, ইহাও প্রকৃতির অশব্দত্বপ্রযুক্ত নিবারিত হইয়াছে, যেমন তর্কদ্বারাই ব্রহ্মের কারণত্ব নিশ্চয় করা যায়, প্রকৃতির সেইরূপ হয় না। আর ইহাও উক্ত আছে যে, প্রকৃতি অচেতন নহে এবং তাহার দর্শনকর্তৃত্ব শ্রবণ আছে; সুতরাং প্রকৃতিই কারণ, ইহারও অন্যথা উপপত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু অচেতনেতেই চেতনবৎ উপচারদর্শন আছে। যেমন নদীকূলের আসন্ন পতন দৃষ্টেই নদীকূল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, এইস্থলে অচেতন নদীকূলের চেতনবৎ উপচার দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও আসন্নসৃষ্টি দৃষ্টেই সচেতনবৎ উপচার হইতেছে।

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥

চেতনেঽপি প্রধানে প্রত্যাসন্নসর্গে চেতনবদুপচারো ভবিষ্যতি তদৈক্ষ-তেতি। যথা লোকে কশ্চিচ্চেতনঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বা চাপরাহ্ণে গ্রামং রথেন গমিষ্যামীতীক্ষিত্বা অনন্তরং তথৈব নিয়মেন প্রবর্ত্ততে তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ নিয়মেন প্রবর্ত্ততে তস্মাচ্চেতনবদুপচর্য্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ বিহায় মুখ্যমীক্ষিতৃত্বমৌপচারিকং কল্প্যতে? "তত্তেজ ঐক্ষত" "তা আপ ঐক্ষন্ত" ইতি চাচেতনয়োরপ্যপ্তেজসোশ্চেতনবদুপ চারদর্শনাৎ। তস্মাৎ সৎকর্ত্তৃকমপীক্ষণমৌপচারিকমিতি গম্যতে ॥ ৫ ॥

উপচারপ্রায়ে বচনাদিত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভ্যতে। যদুক্তং প্রধানমচেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং তস্মিন্নৌপচারিকী ঈক্ষতিঃ অপ্তেজসোরিবেতি তদসৎ। কস্মাৎ আত্মশব্দাৎ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য "তদৈক্ষত" "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি চ তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমুক্ত্বা তদেব

যেমন লোকে কোন ব্যক্তি স্নানাচরণপূর্ব্বক ভোজন করিয়া অপরাহ্ণে রথারোহণে গ্রামান্তরে গমন করিবে, এইরূপ দর্শন করিয়া পরে উক্ত নিয়মে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও যথানিয়মে মহত্তত্ত্বাদি আকারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি অচেতন হইয়াও চেতনবৎ উপচরিত হয়। এইক্ষণ কি কারণে মুখ্যদর্শনকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া উপচার কল্পনা করিলেন? ইহাতে বক্তব্য এই যে, যেহেতু "তত্তেজ ঐক্ষত" "তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিতে অচেতন তেজ ও জলের চেতনবৎ উপচার দর্শন আছে। অতএব প্রকৃতির সৎ-কর্ত্তৃক দর্শনের উপচার, ইহাই জানা যাইতেছে। ৫।

প্রকৃতি জল ও তেজের ন্যায় অচেতন হইলেও তাহার গৌণ দর্শন-কর্ত্তৃত্ব আছে, অতএব সূত্র আরম্ভ করিতেছেন।—আত্মশব্দ প্রয়োগহেতু প্রকৃতি অচেতন ও সচ্ছব্দবাচ্য এবং তাহার দর্শনকর্ত্তৃত্ব উপচারমাত্র, ইহা অসৎকল্প বলিয়া জানা যায়। শ্রুতিতে একমাত্র সৎপুরুষই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, এই উপক্রমে "তদৈক্ষত" "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদিরূপে

প্রকৃতং সদীক্ষিতৃতানি চ তেজোঽবন্নানি দেবতাশব্দেন পরামৃশ্যাহ। "সেয়ং দেবতৈক্ষত" "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানু-প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি। তত্র যদি প্রধানমচেতনং গুণ-বৃত্ত্যেক্ষিতৃ কল্পেত তদেব প্রকৃতত্বাৎ সেয়ং দেবতেতি পরামৃশ্যেত ন তদা দেবতা জীবমাত্মশব্দেনাভিদধ্যাৎ। জীবো হি নাম চেতনঃ শরীরাধ্যক্ষঃ প্রাণানাং ধারয়িতা প্রসিদ্ধের্নির্ব্বচনাচ্চ। স কথমচেতনস্য প্রধানস্য আত্মা ভবেৎ? আত্মা হি নামস্বরূপং নাচেতনস্য প্রধানস্য চেতনো জীবঃ স্বরূপং ভবিতুমর্হতি অত্র তু চেতনং ব্রহ্ম মুখ্যমীক্ষিতৃ পরিগৃহ্যতে তস্য জীববিষয় আত্মশব্দপ্রয়োগ উপপদ্যতে। তথা "স য এষোঽণিমৈ-তদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যত্র স আত্মেতি প্রকৃতং সদণিমানমাত্মানমাত্মশব্দেনোপদিশ্য তত্ত্বমপি শ্বেত

তেজ, জল ও অন্ন ইহাদিগের সৃষ্টি কহিয়া সেই এক সৎপদার্থই প্রকৃত এবং সেই সৎস্বরূপের দর্শনেই দেবতা শব্দে তেজ, জল ও অন্ন পরামর্শ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই দেবতা দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই তিন অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ন এই সকল পদার্থে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশহেতু নামরূপাদিদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ যদি সেই অচেতনপ্রকৃতির গুণবৃত্তিদ্বারা দর্শনকর্তৃত্ব কল্পনা করাযায়, তাহাহইলে প্রকৃতি প্রকৃত পদার্থ বলিয়া "সেই এই দেবতা" এইরূপ পরামর্শ হইতে পারে। বাস্তবিক দেবতা কখনও জীবাত্মশব্দে কথিত হয় না। পরন্তু জীব সচেতন এবং শরীরের অধ্যক্ষ এবং এই জীবই প্রাণধারণ করিতেছে, সেই জীব কি রূপে অচেতন প্রকৃতির আত্মা হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে আত্মা নাম-স্বরূপ, কিন্তু জীব অচেতন প্রকৃতির স্বরূপ হইতে পারে না, অতএব চেতনস্বরূপ ব্রহ্মই মুখ্য দর্শনকর্ত্তা বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছেন, তাঁহারই জীববিষয় আত্মশব্দপ্রয়োগ উপপন্ন হয়। আর "স চ এষোঽণিমৈতদাত্ম্য-মিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মাত্বমসি শ্বেতকেতো" এই শ্রুতিতে আত্মশব্দ-দ্বারা সৎস্বরূপ আত্মাকে উপদেশ করিয়া "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই

কেতো ইতি চেতনস্থ শ্বেতকেতোরাত্মত্বেনোপদিশতি। অপ্তেজসোঽস্ত বিষয়ত্বাৎ অচেতনত্বং নামরূপব্যাকরণাদৌ চ প্রয়োজ্যত্বেনৈব নির্দ্দেশাৎ ন চাত্মশব্দবৎ কিঞ্চিন্মুখ্যত্বে কারণমস্তীতি যুক্তং কূলবৎ গৌণত্বমীক্ষিতৃত্বস্থ। তয়োরপি চ সদধিষ্ঠিতত্বাপেক্ষমেবেক্ষিতৃত্বম্। সতস্ত্বাত্মশব্দাৎ ন গৌণমীক্ষিতৃত্বমিত্যুক্তম্।

অথোচ্যতেঽচেতনেঽপি প্রধানে ভবত্যাত্মশব্দঃ আত্মনঃ সর্ব্বার্থকারিত্বাৎ যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে ভবত্যাত্মশব্দো মমাত্মা ভদ্রসেন ইতি প্রধানং হি পুরুষাত্মনো ভোগাপবর্গৌ কুর্ব্বদুপকরোতি রাজ্ঞ ইব ভৃত্যঃ সন্ধিবিগ্রহাদিষু বর্ত্তমানঃ। অথবৈক এবাত্মশব্দশ্চেতনাচেতনবিষয়ো ভবিষ্যতি ভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ যথৈক এব জ্যোতিঃশব্দঃ ক্রতুজ্বলনবিষয়ঃ। ৬॥

বাক্যে সচেতন শ্বেতকেতুকে আত্মস্বরূপে উপদেশ করিতেছেন। জল ও তেজ ইহারা বিষয়বিধায় ইহাদিগের অচেতনত্ব নামরূপাদিদ্বারা ব্যক্তীকরণে প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। পরন্তু আত্মশব্দের ন্যায় কিঞ্চিৎ মুখ্যবিষয়ে কারণ হয়, ইহা বলা যায় না, যেহেতু নদীকূলের ন্যায় ইহারও দর্শনকর্ত্তৃত্ব গৌণ বলিয়া জানা যায়। বাস্তবিক সৎস্বরূপ আত্মশব্দ হইতে দর্শনকর্ত্তৃত্ব গৌণ ইহা উক্ত আছে।

পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—প্রকৃতি অচেতন হইলেও তাহাতে আত্মশব্দপ্রয়োগ হইতে পারে, যেহেতু সেই প্রকৃতিই সকল সাধন করে, যেমন রাজার সর্ব্বার্থসাধক ভৃত্যের প্রতি "মমাত্মাভদ্রাসন" এইরূপে আত্মশব্দ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ প্রকৃতিকে আত্মা বলা যাইতে পারে। আর যেমন রাজার ভৃত্যই সর্ব্ব কার্য্য সাধনকরে, সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মার ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া ভৃত্যস্থানীয় হইয়াছে। ভৃত্য যেমন রাজার সন্ধিবিগ্রহাদি সকল কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মার সর্ব্বকার্য্যে বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা এইরূপ প্রয়োগ দর্শনহেতু যেমন একই জ্যোতিঃশব্দ ক্রতু ও জ্বলন

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

তত্র কুত এতদাত্মশব্দাদীক্ষতেরগৌণত্বম্ ইত্যত উত্তরং পঠতি। ন প্রধানমচেতনমাত্মশব্দালম্বনং ভবিতুমর্হতি "স আত্মা" ইতি প্রকৃতং সদণিমানমাদায় "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোর্মোক্ষয়িতব্যস্য তন্নিষ্ঠামুপদিশ্য "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যতে" ইতি মোক্ষোপদেশাৎ। যদি হ্যচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং তদসীতি গ্রাহয়েৎ মুমুক্ষুং চেতনং সন্তমচেতনোঽসীতি তদা বিপরীতবাদিশাস্ত্রং পুরুষস্যানর্থায়েত্যপ্রমাণং স্যাৎ। ন তু নির্দ্দোষশাস্ত্রম্ অপ্রমাণং কল্পয়িতুং যুক্তম্। যদি চাজ্ঞস্য সতো মুমুক্ষোরচেতনমনাত্মানমাত্মেত্যুপদিশেৎ প্রমাণভূতং শাস্ত্রং স শ্রদ্দধানতয়ান্ধগোলাঙ্গুলন্যায়েন তদাত্মদৃষ্টিং ন পরিত্যজেৎ তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চাত্মানং

বিষয় হইতেছে, সেইরূপ একই আত্মশব্দ চেতন ও অচেতন বিষয় হইতে পারে। ৬।

আত্মশব্দহেতু দর্শনক্রিয়ায় অগৌণত্ব ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় সূত্রান্তর আরম্ভ করিতেছেন।—কোনরূপেও অচেতন প্রকৃতি আত্মশব্দের অবলম্বন হইতে পারে না, যেহেতু "স আত্মা" এইরূপে প্রকৃত সৎস্বরূপের গ্রহণ করিয়া "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" ইহা বলিয়া সচেতন শ্বেতকেতুকে মোক্ষসাধনার্থ উপদেশপূর্ব্বক আচার্য্যবান্ পুরুষই জানিতে পারে এবং মোক্ষকামীরা যাবৎ মোক্ষলাভ করিতে না পারে, তাবৎই চিরকাল উপদেশ লইয়া মোক্ষপ্রাপ্তি পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, এইরূপে মোক্ষের উপদেশ আছে। যদি অচেতন প্রকৃতিই সৎশব্দবাচ্য হয়, তাহাহইলে বিপরীত বাদীশাস্ত্র পুরুষের অনর্থহেতু অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নির্দ্দোষ শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিয়া কল্পনা করা যুক্ত নহে। যদিও অজ্ঞ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে অচেতন অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া উপদেশ করা যায়, তথাপি সেই মুমুক্ষু প্রমাণভূত শাস্ত্রেতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অন্ধের গোলাঙ্গুল ধারণের ন্যায় আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ যেমন কোন

ন প্রতিপদ্যেত তথা সতি পুরুষার্থাদ্বিহন্যেতানর্থঞ্চ ঋচ্ছেৎ। তস্মাদ্যথা-স্বর্গাদ্যর্গিনোঽগ্নিহোত্রাদিসাধনং যথাভূতমুপদিশতি তথা মুমুক্ষোরপি "স আত্মা" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি যথাভূতমেবাত্মানমুপদিশতীতি যুক্তম্। এবঞ্চ সতি তপ্তপরশুগ্রহণমোক্ষদৃষ্টান্তেন সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষো-পদেশ উপপদ্যতে। অন্যথা হি অমুখ্যে সদাত্মতত্ত্বোপদেশে অহমুক্থ-মস্মীতি বিদ্যাদিতিবৎ সম্পন্মাত্রমিদমনিত্যফলং স্যাৎ। তত্র মোক্ষো-

---

দুষ্টাত্মা ব্যক্তি মহারণ্যমধ্যে পতিত স্বীয় বন্ধুনগরে গমনেচ্ছুক কোন অন্ধকে দেখিয়া বলিয়াছিল,—বৎস! তুমি এইরূপে পতিত হইয়া রহিয়াছ কেন? তখন অন্ধ ব্যক্তি সেই বাক্যশ্রবণ করিয়া আপন হিতকরজ্ঞানে কহিয়াছিল.—মহাশয়! এইক্ষণ আমি মহাভাগ্য বিবেচনা করিতেছি, যেহেতু আপনি অভিলক্ষিতনগর গমনে অশক্ত এই দীনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।—অনন্তর সেই দুষ্টাত্মা একটি যুবা গো আনিয়া অন্ধকে কহিল,—তুমি এই গোর লাঙ্গুল গ্রহণ কর। এই গো তোমাকে অভীষ্ট-স্থলে লইয়া যাইবে, তুমি কদাচ লাঙ্গুল পরিত্যাগ করিও না। অন্ধ সেই বাক্য বিশ্বাস করিয়া গোলাঙ্গুল ধরিয়া রহিল, কিন্তু অভীষ্টস্থান না পাইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিপদে পতিত হইল। সেইরূপ অনা-ত্মাকে আত্মা বলিয়া উপদেশ করিলে কোন ফল হয় না, বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আত্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করে না, অথচ আত্মলাভও করিতে পারে না। এইরূপ হইলে সে পুরুষার্থ হইতে বিরত হয় এবং আত্মাকে পাইতে পারে না। অতএব যাহারা স্বর্গকামী, তাহা-দিগকে যেমন অগ্নিহোত্রাদি যাগের যথাভূত উপদেশ প্রদান করিবে, সেইরূপ মুমুক্ষুকেও যথার্থ আত্মোপদেশ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলেই তপ্ত পরশুগ্রহণমোক্ষ দৃষ্টান্তদ্বারা যে ব্যক্তি সত্যাভিসন্ধ তাহাকেই ব্রহ্মোপদেশ করিবে, এই বাক্য উপপন্ন হয়, অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তির মিথ্যা চৌরাপবাদ হইলে তাহাকে তপ্তকুঠার গ্রহণ করাই সেই অপবাদ হইতে মুক্ত করে, সেইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিকেও পরীক্ষা করিয়া তাহার অন্তঃ-করণে ব্রহ্মাভিসন্ধি আছে কি না, তাহা নির্ণয়পূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ করিতে

পদেশো নোপপদ্যেত; তস্মান্ন সদণিমন্যাত্মশব্দস্য গৌণত্বং ভৃত্যে তু স্বামিভৃত্যভেদস্য প্রত্যক্ষত্বাদুপপন্নো গৌণ আত্মশব্দো মমাত্মা ভদ্রসেন ইতি।

অপি চ ক্বচিদ্গৌণঃ শব্দো দৃষ্ট ইতি নৈতাবতা শব্দপ্রমাণকেঽর্থে গৌণীকল্পনা ন্যায্যা.সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গাৎ। যত্তূক্তং চেতনাচেতনয়োঃ সাধারণ আত্মশব্দঃ ক্রতুজ্বলনয়োরিব জ্যোতিঃ শব্দঃ ইতি তন্ন অনেকার্থত্বস্যান্যায্যত্বাৎ। তস্মাচ্চেতনবিষয় এব মুখ্য আত্মশব্দশ্চেতনত্বোপচারাদ্ ভূতাদিষু প্রযুজ্যতে ভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেতি চ সাধারণত্বেঽপ্যাত্মশব্দস্য ন প্রকরণমুপপদং বা কিঞ্চিন্নিশ্চায়কমন্তরেণান্যতরবৃত্তিতা নির্দ্ধারয়িতুং শক্যতে। ন চাত্রাচেতনস্য নিশ্চায়কং কিঞ্চিৎ কারণমস্তি প্রকৃতন্তু সদীক্ষিতৃসন্নিহিতশ্চ চেতনঃ শ্বেতকেতুঃ ন হি চেতনস্য শ্বেতকেতোরচে-

---

হয়। অন্যথা অমুখ্য সদাত্মোপদেশ করিলে সম্পৎ মাত্র অনিত্য ফল হইয়া থাকে। তাহাতে প্রকৃত মোক্ষোপদেশ উপপন্ন হয় না, অতএব সৎস্বরূপে যে আত্মশব্দ প্রয়োগ হয়, তাহা গৌণ নহে। "ভদ্রসেন আমার আত্মা" এই স্থলে ভৃত্যের যে আত্মশব্দ প্রয়োগ হয়, তাহা গৌণ, কারণ উক্ত স্থলে স্বামী ও ভৃত্যের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

আর কোন স্থলে গৌণ শব্দও দৃষ্ট হয়, পরন্তু ইহাতে শব্দপ্রমাণক অর্থেতে গৌণ কল্পনা ন্যায্য নহে, তাহাহইলে সর্ব্বত্রই মুখ্যের অপ্রসঙ্গ হইতে পারে। আর ইহাও উক্ত হইয়াছে, ক্রতু ও জ্বলনের ন্যায়. আত্ম শব্দ চেতন ও অচেতন উভয় সাধারণ, এইরূপ মীমাংসা সুসঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু অনেকার্থের উপন্যাস অন্যায়। অতএব জানা যায় যে, চেতন বিষয় মুখ্য আত্মশব্দ চেতনত্বের উপাদানহেতু ভূতাদিতে ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা, এইরূপে প্রযুক্ত হয়। পরন্তু আত্মশব্দ চেতন ও অচেতন উভয় সাধারণ হইলেও প্রকরণ কিম্বা উপপদ নিশ্চায়ক ব্যতিরেকে অন্যত্র তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতে শক্য হয় না। বাস্তবিক অচেতনের নিশ্চায়ক কোন কারণই নাই, প্রকৃতপক্ষে শ্বেতকেতু সৎস্বরূপ আত্মার সন্নিহিত চেতন বস্তু। অতএব চেতন শ্বেতকেতুর অচেতন আত্মা সম্ভবে না,

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥

তেন আত্মা সম্ভবতীত্যবোচাম। তস্মাচ্চেতনবিষয় ইহাত্মশব্দ ইতি নিশ্চীয়তে জ্যোতিঃশব্দোঽপি লৌকিকেন প্রয়োগেণ জ্বলন এব রূঢ়ঃ অর্থবাদকল্পিতেন তু জ্বলনসাদৃশ্যেন ক্রতৌ প্রবৃত্ত ইত্যদৃষ্টান্তঃ। অথবা পূর্ব্বসূত্র এবাত্মশব্দং নিরস্তসমস্তগৌণত্বসাধারণত্বাশঙ্কতয়া ব্যাখ্যায় ততঃ স্বতন্ত্র এব প্রধানকারণনিরাকরণহেতুর্ব্যাখ্যেয়ঃ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাদিতি। তস্মান্নাচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্ ॥ ৭ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্। যদি অনাত্মৈব প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং স আত্মা তত্ত্বমসি ইতি ইহোপদিষ্টং স্যাৎ স তদুপদেশশ্রবণাদনাত্মজ্ঞতয়া তন্নিষ্ঠো মা ভূদিতি মুখ্যমাত্মানমুপদিদিক্ষুস্তস্য হেয়ত্বং ব্রূয়াৎ। যথা অরুন্ধতীং দিদর্শয়িষুঃ তৎসমীপস্থাং স্থূলাং তারাম্ অমুখ্যাং প্রথমমরুন্ধতীতি

ইহা আমরা বলিয়াছি। অতএব এইস্থলে আত্মশব্দ চেতনবিষয়, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। পরন্তু জ্যোতিঃশব্দও লৌকিকপ্রয়োগে জ্বলনেতে রূঢ় বলিয়া জানা যায়, কিন্তু সেই জ্বলনশব্দ অর্থবাদ পরিকল্পিতবিধায় জ্বলনসাদৃশ্যহেতু যজ্ঞেতে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং তাহা দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে না, অথবা পূর্ব্বসূত্রেই আত্মশব্দের গৌণত্বসাধারণাশঙ্কায় ব্যাখ্যা করিয়া তৎপর স্বতন্ত্ররূপে প্রকৃতির কারণতা নিবারণহেতু ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, অচেতনপ্রকৃতি সংশব্দবাচ্য নহে। ৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি সংশব্দবাচ্য নহে, এইক্ষণ তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে, কি নিমিত্ত প্রকৃতি সংশব্দবাচ্য হইতে পারে না? এই আশঙ্কার নিরাসার্থ সূত্র আরম্ভ করিতেছেন।—যদি অনাত্মা প্রকৃতিই সংশব্দবাচ্য হয়, তাহাহইলে "সেই সৎই আত্মা, এই সেই আত্মাই তুমি" এইরূপেই উপদেশ হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিবে, তাহার প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মিবে না; সুতরাং সেই ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠ হইতে পারিল না, অতএব যিনি প্রকৃত আত্মার উপদেশ করিতে ইচ্ছা

গ্রাহয়িত্বা তাং প্রত্যাখ্যায় পশ্চাদরুন্ধতীমেব গ্রাহয়তি তদ্বন্নায়মাত্মেতি ব্রূয়াৎ। ন চৈবমবোচৎ.সন্মাত্রাত্মাবগতিনিষ্ঠৈব হি ষষ্ঠপ্রপাঠকে পরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে। চশব্দঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধাভ্যুচ্চয়প্রদর্শনার্থঃ। সত্যপি হেয়ত্ববচনে প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রসজ্যেত কারণবিজ্ঞানাদ্ধি সর্ব্বং বিজ্ঞাতমিতি প্রতিজ্ঞাতম্। উত তমাদেশমপ্রাক্ষঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি কথংনু ভগবঃ স আদেশো ভবতি ইতি। যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ এবং সোম্য স আদেশো ভবতি ইতি বাক্যোপক্রমে শ্রবণাৎ। ন চ সচ্ছব্দবাচ্যে প্রধানে ভোগ্যবর্গকারণে হেয়ত্বে নাহেয়ত্বেন বা বিজ্ঞাতে ভোক্তৃবর্গো বিজ্ঞাতো ভবতি অপ্রধানবিকারত্বাদ্ভোক্তৃবর্গস্য তস্মান্ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং ॥ ৮ ॥

করিবেন, তিনি এই আত্মার হেয়ত্ব বলিবেন। যেমন কোন ব্যক্তিকে অরুন্ধতী দর্শন করাইতে হইলে প্রথমত অরুন্ধতীর সমীপবর্ত্তী কোন একটি স্থূলতারকা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই স্থূলতারকাকেই অরুন্ধতী নিয়া গ্রহণ করাইবে, পরে সেই স্থূলতারকা বারণ করিয়া তৎসমীপস্থিত অতি সূক্ষ্ম প্রকৃত অরুন্ধতী প্রদর্শন করিয়া তাহাকে অরুন্ধতীর পরিগ্রহ করাইবে কিন্তু আত্মা সেইরূপ নহে. অর্থাৎ প্রথমে অনাত্মা প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া উপদেশ দিয়া পরে প্রকৃত আত্মজ্ঞানোপদেশ দেওয়া যায় না, ইহাই বলিতে হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকেও এই সৎস্বরূপ আত্মার বর্ণন হইয়াছে। প্রকৃতির হেয়ত্ব বলিলে কারণবিজ্ঞানে সর্ব্বই বিজ্ঞাত হয়, এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ হইয়া উঠে। "তুমি কি পুনর্ব্বার সেই আত্মোপদেশ প্রশ্ন করিতেছ, যাঁহাকে জানিলে অশ্রুত শ্রুত হয়, যাহা মনন করা যায় না, তাহার মনন হয় এবং যাহা অবিজ্ঞাত, তাহা বিজ্ঞাত হয়। অতএব ভগবন্! কিরূপে সেই আত্মার উপদেশ হইতে পারে? বৎস! যেমন এক মৃৎপিণ্ডদ্বারা সকল মৃণ্ময়পদার্থ জানা যায়, অর্থাৎ উহার কেবল নামমাত্র বিশেষ, বাস্তবিক মৃত্তিকাই সত্য" এইরূপে আদেশ হইয়া থাকে এই বাক্যোপক্রমের শ্রবণ আছে। আর সৎশব্দবাচ্য প্রকৃতিকে ভোগ্যস

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং। তদেব সচ্ছব্দবাচ্যং কারণং প্রকৃত্য শ্রূয়তে যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি ইতি এষা শ্রুতিঃ স্বপিতীত্যেতৎপুরুষস্য লোকপ্রসিদ্ধং নাম নির্ব্বক্তি। স্বশব্দেনেহাত্মোচ্যতে যঃ প্রকৃতঃ সচ্ছব্দবাচ্যস্তমপীতো ভবত্যপি গতো ভবতীত্যর্থঃ অপি পূর্ব্বস্য এতের্লয়ার্থত্বং প্রসিদ্ধং প্রভবাপ্যযাবিত্যুৎপত্তিপ্রলয়য়োঃ প্রয়োগদর্শনাৎ। মনঃপ্রচারোপাধিবিশেষসম্বন্ধাদিন্দ্রিয়ার্থান্ গৃহ্ণংস্তদ্বিশেষাপন্নো জীবো জাগর্ত্তি তদ্বাসনাবিশিষ্টঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্ মনঃশব্দবাচ্যো ভবতি স উপাধিদ্বয়োপরমে সুষুপ্ত্যবস্থায়াং উপাধিকৃতবিশেষাভাবাৎ স্বাত্মনি প্রলীন ইবেতি স্বং হ্যপীতো ভবতীত্যুচ্যতে। যথা হৃদয়-

---

হের কারণ বলিলে তাহার হেয়ত্বরূপে বিজ্ঞান হইলেও ভোক্তৃবর্গ বিজ্ঞাত হয় না। ঐ ভোক্তৃবর্গপ্রকৃতির বিকারজাত নহে; সুতরাং প্রকৃতি সৎশব্দবাচ্য নহে ॥ ৮ ॥

কোনরূপেও প্রকৃতি সৎশব্দবাচ্য হইতে পারে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, সেই প্রকৃতিই সৎশব্দবাচ্য ও কারণ হইতে পারে, যেহেতু সুষুপ্তিকালে সৎস্বরূপ আত্মাতে জীবের লয় শ্রবণ আছে। “যত্রৈতৎপুরুষঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে জানা যায় যে, সৎপুরুষদ্বারাই জীবসম্পন্ন হয়। সুষুপ্তিকালে জীবাদি সৎস্বরূপে লয় পায়, পরন্তু সেই সৎপদার্থ স্বয়ং লীন হয় না। আর উক্ত শ্রুতি পুরুষ স্বপ্নগত হয়, এইরূপ লোক প্রসিদ্ধিই বলিয়া থাকে। বাস্তবিক সেই সৎস্বরূপের লয় নাই, কেবল জীবেরই “প্রভবাপ্যয়ৌ” এইরূপে উৎপত্তি প্রলয়ের প্রযোগ দর্শন আছে। আর মনের প্রচাররূপ উপাধিবিশেষ সম্বন্ধবশত ইন্দ্রিয়ার্থগ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যবিশেষবিশিষ্ট হইয়া জীব জাগরিত থাকে এবং সেই জীবই বাসনাবিশিষ্ট হইয়া স্বপ্নদর্শনপূর্ব্বক মনঃশব্দবাচ্য হয়। এই উপাধিদ্বয়ের উপরম হইলেই সুষুপ্তি অবস্থাতে

শব্দনির্ব্বচনং শ্রুত্যা দর্শিতং স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়ং ইতি তস্মাদ্ধৃদয়মিতি যথা বা অশনায়োদন্যাশব্দপ্রবৃত্তিমূলং দর্শয়তি শ্রুতিঃ আপ এব তদশিতং নয়ন্তে তেজ এব তৎপীতং নয়তে ইতি চ এবং স্বমাত্মানং সচ্ছব্দবাচ্যমপীতো ভবতি ইতি ইমমর্থং স্বপিতিনামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি। ন চ চেতন আত্মা অচেতনং প্রধানং স্বরূপত্বেন প্রতিপদ্যতে। যদি পুনঃ প্রধানমেবাত্মীয়ত্বাৎ সচ্ছব্দেনৈবোচ্যেতৈবমপি চেতনোঽচেতনমপ্যেতীতি বিরুদ্ধমাপদ্যেত শ্রুত্যন্তরঞ্চ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদান্তর ইতি সুষুপ্ত্যবস্থায়াং চেতনেঽপ্যয়ং দর্শয়তি অতো যস্মিন্নপ্যয়ং সর্ব্বেষাং চেতনানাং তচ্চেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং জগতঃ কারণং ন প্রধানং। ৯ ॥

উপাধিকৃত বিশেষভাবহেতু জীব আত্মাতে লীন হয়, এই নিমিত্তই আত্মার স্বপ্ন বলিয়া থাকে। শ্রুতিতে হৃদয়শব্দের যে নির্ব্বচন প্রদর্শিত আছে, অর্থাৎ সেই আত্মাই হৃদয়ে আছেন, এই নিমিত্তই হৃদয় বলা যায়। আর দেখ,--শ্রুতিই হৃদয়কে অশনায় ও উদন্য শব্দপ্রবৃত্তির মূল বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন, অর্থাৎ "আপএব তদশিতং নয়ন্তে তেজএব তৎপীতং নয়ন্তে" এই শ্রুতিতে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, হৃদয়ই অশিত বস্তুসকল দ্রবীভূত করিয়া জীর্ণ করে এবং পীতজল শোষণ করে। আর "স্বমাত্মানং সচ্ছব্দবাচ্যমপীতো ভবতি" এই শ্রুতিতেও উক্তার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রধানপক্ষে এইরূপ সম্ভবে না, কখন চেতন আত্মা অচেতন প্রকৃতিকে আত্মরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে না। তথাপি যদি বল, আত্মীয়ত্বপ্রযুক্ত সৎশব্দে প্রকৃতিকে উচ্চারণ করা যায়, তাহাহইলে চেতন অচেতনতা পায়, এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে জানা যায় যে, প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃকই অচেতনপ্রকৃতি পরিষক্ত হয়। সে বাহ্য বা আন্তরিক কোন বিষয়ই জানিতে পারে না, অতএব যাহাতে সকল চেতনের লয় হয়, সেই চেতন আত্মাই জগতের কারণ, অচেতনপ্রকৃতি জগতের কারণ নহে। ইহাই সূত্রার্থে প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৯ ॥

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং জগতঃ কারণং। যদি তার্কিকসময় ইব বেদান্তেষ্বপি ভিন্না কারণাবগতিরভবিষ্যৎ ক্বচিচ্চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং ক্বচিদচেতনং প্রধানং ক্বচিদন্যদেবেতি ততঃ কদাচিৎ প্রধানকারণবাদানুরোধেনাপীক্ষত্যাদিশ্রবণমকল্পয়িষ্যৎ ন ত্বেতদস্তি সমানৈব হি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বদিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ ইতি তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইতি আত্মন এবেদং সর্ব্বং ইতি আত্মন এষ প্রাণো জায়তে ইতি চাত্মনঃ কারণত্বং দর্শয়ন্তি সর্ব্বে বেদান্তাঃ। আত্মশব্দশ্চ চেতনবচন ইত্যবোচাম। মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতদ্যদ্বেদান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমানগতিত্বং

কোনরূপেও অচেতন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, ইহার কারণান্তরপ্রদর্শন করিতেছেন।—যদি তার্কিকমতের ন্যায় বেদান্তবাক্যেও কারণের বিভিন্নতা হয়, অর্থাৎ কোনস্থলে চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ, কোন কোন স্থলে অচেতনপ্রকৃতি কারণ এবং অপর কোন স্থলে বা পরমাণুপ্রভৃতি কারণ স্বীকার করা যায়, তাহাহইলেই কদাচিৎ প্রকৃতিকারণবাদানুরোধে দর্শনকর্ত্তৃত্বাদিশ্রবণ কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু সকল বেদান্তবাক্যেই চেতনের কারণতা জানা যায়। "যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহার বিস্ফুলিঙ্গ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতেই প্রাণ সকল যথাযথস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে" "প্রাণ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোক উৎপন্ন হয়" "সেই এই আত্মা হইতেই আকাশের সম্ভব হইয়াছে" "আত্মা হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়াছে" "আত্মা হইতেই প্রাণ জন্মে" ইত্যাদি বহু বহু বেদান্তবাক্যই আত্মার কারণতাপ্রদর্শন করে। আর আত্মা চেতন, ইহাই আমরা বলিয়াছি। যেমন রূপাদিগ্রহণে চক্ষুরাদির কারণতা আছে, সেইরূপ সর্ব্ব বেদান্তবাক্যেই যে চেতনের কারণতা সামান্যরূপে

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

চক্ষুরাদীনামিব রূপাদিষু অতো গতিসামান্যাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং ॥ ১০ ॥

কুতশ্চ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং। স্বশব্দেনৈব চ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিতি শ্রূয়তে শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য "স কারণকরণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং নাচেতনং প্রধানমন্যদ্বেতি সিদ্ধং। জন্মাদ্যস্য যত ইত্যারভ্য শ্রুতত্বাচ্চেত্যেবমন্তৈঃ সূত্রৈর্যান্যুদাহৃতানি বেদান্ত বাক্যানি তেষাং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরো জগতো জন্মস্থিতিলয়কারণমিত্যেতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বং ন্যায়পূর্ব্বকং প্রতিপাদিতং। গতিসামান্যোপন্যাসেন চ সর্ব্বে বেদান্তাশ্চেতনকারণবাদিন ইতি ব্যাখ্যাতং অতঃ পরস্য গ্রন্থস্য কিমুত্থানমিতি উচ্যতে দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপ-

প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই চেতনের জগৎকারত্বের মহৎকারণ। অত এব গতিসাম্যহেতু ব্রহ্মই জগতের কারণ বলিয়া প্রমাণীকৃত হইল। ১০॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতির কারণতা নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎকারণতা প্রতিপাদন করিতেছেন।—স্বীয় শব্দদ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব শ্রুত হয়। শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রোপনিষদে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের ঈশ্বরসম্বন্ধে উক্ত আছে যে, তিনিই কারণের কারণ, অধিপের অধিপতি, তাহার জনক বা অধিপতি নাই। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, অচেতনপ্রকৃতি কিম্বা অন্য জগৎকারণ নহে, ইহা সিদ্ধি হইল। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র হইতে "শ্রুতত্বাচ্চ" এই সূত্র পর্য্যন্ত যে সকল বেদান্তবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, সেই সমুদায় বেদান্তবাক্যই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, এই অর্থের প্রতিপাদক, ইহাই ন্যায়পূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর গতির সামান্যোপন্যাসহেতু সর্ব্ববেদান্তবাক্যই চেতনকারণবাদী, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তবে কি নিমিত্ত অতঃপরবর্ত্তী গ্রন্থের উত্থাপন হইল?

বিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং। 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং'' "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে নিষ্কলং'' "নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং অমৃতস্যাপরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং'' "নেতি নেতি'' "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং'' ইতি "ন্যূনমন্যৎস্থানং সম্পূর্ণমন্যৎ'' ইতি চ এবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতা দর্শয়ন্তি বাক্যানি। তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যো-পাসকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহারঃ। তত্র কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি কানিচিৎ

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—দ্বিরূপে ব্রহ্মাবগতি হয়, যথা—নামরূপ-বিকারভেদোপাধিবিশিষ্ট ও তদ্বিপরীত, অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত এই দুই রূপেই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। "যখন দ্বৈতজ্ঞান হয়, তখন অন্য অন্যকে দর্শন করে ? আর যখন সকলই আত্মময়, এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করে, অর্থাৎ দর্শকদৃশ্যজ্ঞান থাকে না। যাহাতে অন্যদর্শন হয় না, অন্য শ্রবণ হয় না এবং অন্য জ্ঞান হয় না, তিনিই মহান্, আর যাহাতে অন্য দর্শন হয়, অন্য শ্রবণ হয় এবং অন্য জ্ঞান হয়, তাহাই অল্প। আর যিনি মহান্, তিনিই অমৃত, যাহা অল্প, তাহা মরণধর্ম্মী" "আর পণ্ডিতগণ সর্ব্বরূপ চিন্তা করিয়া নামকরণপূর্ব্বক বলেন যে, যিনি নিষ্কল, তিনিই সত্য" এবং "ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, শান্ত, (অপরিণামী) নিরবদ্য, (রাগাদিদোষ শূন্য) নিরঞ্জন, (ধর্ম্মাদি শূন্য) তিনিই মোক্ষের সেতু, অর্থাৎ প্রধান কারণ। যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম অবিদ্যা দগ্ধ করিয়া শান্ত হন" এবং "নেতি নেতি" অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং" "ন্যূনমন্যৎস্থানং সম্পূর্ণ মন্যৎ" ইত্যাদি সহস্র সহস্র বেদান্তবাক্য বিদ্যা ও অবিদ্যাবিষয়ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যাবস্থাতেই উপাস্য উপাসকাদিরূপ ব্রহ্ম ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে কোন কোন উপাসনা প্রকৃত অভ্যুদয়, অর্থাৎ মোক্ষ সাধন করে, কতি

কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থানি তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ। এক এব তু পরমাত্মেশ্বরস্তৈস্তৈর্গুণবিশেষৈর্ব্বিশিষ্ট উপাস্যো যদ্যপি ভবতি তথাপি যথা গুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে ‘তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ ‘যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃপ্রেত্য ভবতি” ইতি চ স্মৃতেশ্চ। “যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিত” ইতি।

যদ্যপ্যেক এব আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু গূঢ়স্তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষতারতম্যাৎ আত্মনঃ কূটস্থ নিত্যৈকরূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবিষ্কৃততারতম্যেনাশ্চর্য্যশক্তিবিশেষাঃ শ্রূয়ন্তে ‘তস্য য আত্মানমাবিস্তরাং বেদ” ইতি। অত্র স্মৃতাবপি “যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংহংশসম্ভবং” ইতি। যত্র যত্র বিভূ-

---

পর উপাসনা ক্রমশ মুক্তিপ্রয়োজক হয় এবং অপর কোন কোন উপাসনা কর্ম্ম সঞ্চয় করে। গুণবিশেষরূপ উপাধিভেদেই সেই সকল উপাসনার ভেদ হয়। যদিও একই পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর সেই সেই গুণবিশেষবিশিষ্ট হইয়া উপাস্য হয়েন বটে, তথাপি যেরূপ গুণবিশেষে উপাসনা হয়, সেই প্রকারেই ফলভেদ হইয়া থাকে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে যে রূপে উপাসনা করে, সেই সেই প্রকারে ফল হইয়া থাকে। আর এই লোকে পুরুষ যেরূপ যজ্ঞ করে, পরকালেও সেইরূপ ফল পায়। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, অন্তকালে পুরুষ যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সেই পুরুষ সেই সেই ভাবে সম্পন্ন হইয়া সেই সেই ভাবকে পাইয়া থাকে। (গীতা ৮ অ, ৬ শ্লো।)

আর যদিও একই আত্মা সর্ব্বভূতে ও স্থাবরজঙ্গমাদিতে গুপ্তভাবে আছেন বটে, তথাপি চিত্তগত উপাধিবিষয়ের তারতম্যহেতু নিত্য একরূপী কূটস্থ আত্মার উত্তরোত্তর আবিষ্কৃত তারতম্যবশত আশ্চর্য্য শক্তির বিশেষ শ্রবণ আছে। “তস্য চ আবিস্তরাং বেদ” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে এবং “যদ্যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংহংশসম্ভবঃ” ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণেও উপাসনাবিশেষে ফলবিশেষ

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

াদ্যতিশয়ঃ স ঈশ্বর ইত্যুপাস্যতয়া চোদ্যতে এবমিহাপি আদিত্য-
ণ্ডলে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বপাপোদয়লিঙ্গাৎ পর এবেতি বক্ষ্যতি
বমাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যাদিষু দ্রষ্টব্যং এবং সদ্যোমুক্তিকারণমপ্যাত্মজ্ঞান-
পাধিবিশেষদ্বারেণোপদিশ্যমানমপ্যবিবক্ষিতোপাধিসম্বন্ধবিশেষং পরাপর-
ষয়ং পরাপরবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানং বাক্যগতিপর্য্যালোচনয়া নির্ণেতব্যং
বতি ॥ ১১ ॥

যথৈব হি তাবদানন্দময়োঽভ্যাসাদিতি এবমেকমপি ব্রহ্মাপেক্ষিতো-
াধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চোপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপ-
শ্যত ইতি প্রদর্শয়িতুং পরো গ্রন্থ আরভ্যতে। যচ্চ গতিসামান্যাদিত্য
তনকারণান্তরনিরাকরণমুক্তং তদপি বাক্যান্তরাণি ব্রহ্মবিষয়াণি ব্যাচ-
াণেন ব্রহ্ম বিপরীতকারণনিষেধেন প্রপঞ্চ্যতে। তৈত্তিরীয়কে অন্ন-

---

তিপাদিত হইয়াছে। আর যাহাতে বিভূত্যাদির আতিশয্য আছে,
তনিই ঈশ্বর, ইত্যাদিরূপে উপাস্য বলিয়া কথিত হয়েন। এই-
পে ইহলোকেও আদিত্যমণ্ডলস্থিত হিরণ্ময় পুরুষই সর্ব্ববিধ পাপোদয়
লিঙ্গ হইতে রহিত, ইহা কথিত হইবে। এইরূপে আকাশ ও আকাশলিঙ্গা-
দিতে জানিতে হইবে। আর সাক্ষাৎ মুক্তির কারণস্বরূপ আত্মজ্ঞান
উপাধিবিশেষদ্বারা উপদিশ্যমান হইয়াও বিবক্ষিত উপাধিসম্বন্ধ বিশেষকে
পরাপরবিশেষরূপে সন্দেহ করিয়া বাক্যগতিপর্য্যালোচনাদ্বারা নির্ণয় করা
যায় ॥ ১১ ॥

এক ব্রহ্মের উপাসনাতেই উপাধিসম্বন্ধ, পরন্তু তাঁহার জ্ঞানে উপাধি
সম্বন্ধ নাই, এইরূপে বেদান্তবাক্যে তাহার উপদেশ আছে, ইহাই প্রদর্শনার্থ
উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হয়। আর যে গতি সামান্যবশতঃ অচেতন কারণা-
ন্তরের নিবারণ উক্ত আছে, তাহাতেও ব্রহ্মবিষয় বাক্যান্তর ব্যাখ্যাদ্বারা
বিপরীত কারণ নিষেধপূর্ব্বক ব্রহ্মই কারণ বলিয়া বিবৃত হইতেছে। তৈত্তি-
রীয় উপনিষদে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় ক্রমত এই সকল

ময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ঞ্চ অনুক্রম্যাম্নায়তে তস্মাদ্বা এতস্মা-দ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ ইতি তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ আনন্দ-ময়শব্দেন পরমেব ব্রহ্মোচ্যতে যৎ প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি কিম্বা অন্নময়াদিবৎ ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমিতি কিং তাবৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মণোঽর্থা-ন্তরমমুখ্য আত্মা আনন্দময়ঃ স্যাৎ। কস্মাৎ অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহ-পতিতত্বাৎ। অথাপি স্যাৎ সর্ব্বান্তরত্বাদানন্দময়ো মুখ্য এবাত্মেতি ন স্যাৎ প্রিয়াদ্যবয়বযোগাৎ শারীরত্ব শ্রবণাচ্চ। মুখ্যশ্চেদাত্মা স্যান্ন প্রিয়াদি সংস্পর্শঃ স্যাৎ ইহ তু তস্য প্রিয়মেব শিরঃ ইত্যাদি শ্রূয়তে শারীরত্বঞ্চ শ্রূয়তে তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য ইতি তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞান-ময়স্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ এষ আনন্দময় ইত্যর্থঃ। ন চ শারীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়সংস্পর্শো বারয়িতুং শক্যঃ তস্মাৎ সংসার্য্যেবানন্দময় আত্মা ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ পরমাত্মানন্দময়ো

কোষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মা এই বিজ্ঞানময়াদি কোষ হইতে অন্য, অন্তর্ব্বর্ত্তী ও আনন্দময়। এইক্ষণ উক্তবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, আনন্দময় শব্দে কি সেই পরমব্রহ্মই কথিত হয়েন, অর্থাৎ যাঁহাকে সত্য জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তব্রহ্ম বলা যায় তিনি আনন্দময়শব্দের প্রতিপাদ্য? অথবা অন্নময়াদিশব্দের ন্যায় ব্রহ্মের অর্থান্তর আছে, কিম্বা ব্রহ্মশব্দের অর্থান্তর করিয়া অমুখ্য আত্মাই আনন্দময় হইতেছেন? এইক্ষণ কি কারণে অমুখ্য আত্মা আনন্দময় হইতেছেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে, যেহেতু তাহাতে অন্নময়াদি অমুখ্য আত্মপ্রতীতি হইয়া থাকে। এইক্ষণ যদি বলি, সর্ব্বান্তবর্ত্তী-প্রযুক্ত আনন্দময়ই মুখ্য আত্মা, তাহা নহে, যেহেতু আনন্দময়ের প্রিয়াদি অবয়বযোগ ও শারীরত্ব শ্রবণ আছে। তিনি মুখ্য আত্মা হইলে তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ হইতে পারে না, কিন্তু এইস্থলে প্রিয়ই তাঁহার শির, এইরূপ শ্রুত হয় এবং তাঁহার শারীরত্বশ্রুতিও আছে "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য" এই শ্রুতিতে জানা যায় যে, যিনি আনন্দময়, তিনিই বিজ্ঞানময়ের শারীর আত্মা, যিনি শরীরবান্, তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ বারণ করিতে কাহারও শক্তি হয় না। অতএব আনন্দময় আত্মা সংসারী

ভবিতুমর্হতি। কুতোঽভ্যাসাৎ পরস্মিন্নেব হ্যাত্মন্যানন্দশব্দো বহুকৃত্বোঽভ্যস্যতে আনন্দময়ং প্রস্তুত্য রসো বৈ সঃ ইতি তস্যৈব রসত্বমুক্ত্বোচ্যতে। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্‌যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ইতি চ। শ্রুত্যন্তরে চ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মণ্যেব আনন্দশব্দো দৃষ্টঃ এবমানন্দশব্দস্য বহুকৃত্বো ব্রহ্মণ্যভ্যাসাৎ আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মেতি গম্যতে। যত্তূক্তং অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাদানন্দময়স্যাপ্যমুখ্যাত্মত্বমিতি নাসৌ দোষঃ আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। মুখ্যমেব হ্যাত্মানং উপদিদিক্ষুঃ শাস্ত্রং লোকবুদ্ধিমনুসরৎ অন্নময়ং শরীরমনাত্মানমত্যন্তমূঢ়ানামাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমনূদ্য

হইতেছেন, এই অভিপ্রায়ে "আনন্দময়মযোঽভ্যাসাৎ" এই সূত্র আরম্ভ করিতেছেন। পরমাত্মাই আনন্দময় হইতেছেন, যেহেতু পরমাত্মাতে আনন্দময়, এই শব্দ বারম্বার অভ্যস্ত আছে। আর আনন্দময়প্রস্তাবে "রসো বৈ রসঃ" এই শ্রুতিতে তাহার রসত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "ইনিই রসলাভ করিয়া আনন্দী হয়েন. যদি ইনিই আনন্দী না হয়েন, তাহাহইলে আর কাহারও আনন্দ হইতে পারে না, ইনিই সকলকে আনন্দিত করিতেছেন, ইহাই আনন্দের মীমাংসা" "জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়" "যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানিতে পারেন, তাঁহার কোন স্থানেও ভয় থাকে না" "আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা জ্ঞাত আছে" ইত্যাদি বহুবহু শ্রুতিতে এবং বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম" এই প্রকার অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মেতেই আনন্দশব্দ দৃষ্ট আছে। এইরূপে বারম্বারই ব্রহ্মেতে আনন্দশব্দের অভ্যাস উক্ত হইয়াছে, অতএব আনন্দময় আত্মাই ব্রহ্ম, ইহা জানা যাইতেছে। এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি অমুখ্য আত্মপ্রবাহে আনন্দহেতু আনন্দময়েরও অমুখ্য আত্মত্ব আশঙ্কা হইয়াছে, এই দোষ হইতে পারে না। যেহেতু আনন্দময়ই সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী। বাস্তবিক যাহারা মুখ্যআত্মার উপদেশে ইচ্ছুক তাহারা শাস্ত্র এবং লোক বুদ্ধির অনুশরণকরতঃ অত্যন্ত মূঢ়দিগের অন্ন-

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রাদিপ্রতিমাবৎ ততোঽন্তরং ততোঽন্তরমিত্যেবং পূর্ব্বেণ পূর্ব্বেণ সমানমুত্তরমুত্তরমনাত্মানমাত্মা ইতি গ্রাহয়ং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যাপেক্ষয়া সর্ব্বান্তরং মুখ্যমানন্দময়মাত্মানমুপদিদেশেতি শ্লিষ্টতরং। যথা-রুন্ধতীনিদর্শনে বহ্বীষ্বপি তারাস্বমুখ্যাস্বরুন্ধতীষু দর্শিতাসু যা অন্ত্যা প্রদর্শ্যতে সা মুখ্যৈবারুন্ধতী ভবতি এবমিহাপ্যানন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বান্মুখ্যমাত্মত্বং। যত্তু ব্রূষে প্রিয়াদীনাং শিরস্ত্বাদিকল্পনা অনুপপন্না মুখ্যস্যাত্মনঃ ইত্যতীতানন্তরোপাধিজনিতা সা ন স্বাভাবিকীত্যদোষঃ। শারীরত্বমপ্যানন্দময়স্যান্নময়াদিশরীরপরম্পরয়া প্রদর্শ্যমানত্বাৎ ন পুনঃ সাক্ষাদেব শারীরত্বং সংসারিবৎ তস্মাদানন্দময়ঃ পর এবাত্মা ॥ ১২ ॥

অত্রাহ নানন্দময়ঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ বিকারশব্দাৎ

ময় শরীরই আত্মা, ইহাই প্রতিসিদ্ধ মত অনুবাদ করিয়া গলিত তম্রাদিনির্ম্মিত প্রতিমার ন্যায় অন্যান্য সকলের আত্মত্ব নিরাস করিয়া মুখ্য আত্মার গ্রহণ করাইয়াছেন এবং সুখে জ্ঞানসৌকর্য্যাপেক্ষায় সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আনন্দময় মুখ্য আত্মার উপদেশ দিয়াছেন। অরুন্ধতী দর্শনকালে অন্যান্য বহু বহু তারাতে প্রথমত অরুন্ধতী জ্ঞান হইলেও পরে যখন অরুন্ধতী দর্শন হয়, তখন অন্যান্য তারাসকল অমুখ্য এবং প্রকৃত অরুন্ধতীই মুখ্য বলিয়া জানা যায়। সেইরূপ অন্যান্যকে অমুখ্যআত্মা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আনন্দময়কে মুখ্য আত্মা বলিয়া জানিতে হইবে। আর আনন্দময়ের যে প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ ও শিরস্ত্বাদি কল্পনা শ্রুত হয়, তাহাও উপাধিজন্য, উহা স্বাভাবিক নহে। অতএব আত্মার আনন্দময়ত্বে কোন দোষই নাই এবং আনন্দময়ের যে শরীরকল্পনা হয়, তাহাও অন্নময়াদি পরম্পরারূপেই হইয়া থাকে, সাক্ষাৎ আত্মার কোনরূপ শরীর কল্পনা হইতে পারে না। অতএব জানা যাইতেছে যে, আনন্দময়ই পরমাত্মা ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দময়ই পরমাত্মা, এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, আনন্দময় পরমাত্মা হইতে পারেন না, কারণ আনন্দময়-

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতবচনাদয়মন্যঃ শব্দো বিকারবচনঃ সমধিগত আনন্দময় ইতি ময়টো বিকারার্থত্বাৎ তস্মাদন্নময়াদিশব্দবৎ বিকারবিষয় এবায়মানন্দময়শব্দ. ইতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ স্মরণাত্তৎপ্রকৃতবচনে ময়ড়িতি হি প্রচুরতায়ামপি ময়ট্ স্মর্য্যতে যথান্নময়ো যজ্ঞ ইতি অন্নপ্রচুর উচ্যতে এবমানন্দপ্রচুরং ব্রহ্মানন্দময় উচ্যতে। আনন্দপ্রচুরত্বঞ্চ ব্রহ্মণো মনুষ্যত্বাদারভ্যোত্তরস্মিন্ স্থানে শতগুণ আনন্দ ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণাৎ তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ॥ ১৩ ॥

ইতশ্চ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ যস্মাদানন্দহেতুত্বং ব্রহ্মণো ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ "এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইতি আনন্দয়তীত্যর্থঃ যো হ্যন্যানানন্দয়তি স প্রচুরানন্দ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি। যথা লোকে যোঽন্যেষাং ধনিকত্বমাপাদয়তি স প্রচুরধন ইতি গম্যতে তদ্বৎ তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ সম্ভবাদানন্দময়ঃ পর এব আত্মা ॥ ১৪ ॥

শব্দে বিকারশব্দ শ্রবণ আছে, অর্থাৎ আনন্দময় এই শব্দের অন্তর্গত ময়ট্-প্রত্যয়ই বিকারার্থক; সুতরাং আনন্দময়শব্দও অন্নময়াদি শব্দের ন্যায় বিকৃত হইতেছে। অতএব যিনি বিকৃত, তিনি কিরূপে পরমাত্মা হইতে পারেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্প্রত্যয় হইয়া থাকে। যেমন "অন্নময় যজ্ঞ" এইস্থলে অন্নপ্রচুর অর্থ হইয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দময়শব্দে আনন্দপ্রচুর. এইরূপ অর্থ হইতে পারে। এই নিমিত্তই ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা যাইতে পারে। "ব্রহ্মের আনন্দপ্রচুর" ইহাতে জানা যায় যে. মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতশতগুণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দের অবধি নাই, ইহাই ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ ॥ ১৩ ॥

যেহেতু "এষহ্যেবানন্দয়তি" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দহেতু উক্ত আছে, অতএব প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয় জানিতে হইবে। যিনি অন্যকে আনন্দিত করেন, তিনিই প্রচুর আনন্দস্বরূপ, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। যেমন

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥

ইতশ্চানন্দময়ঃ পর এবাত্মা যস্মাৎ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ইত্যুপক্রম্য "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি" অস্মিন্মন্ত্রে যৎ ব্রহ্ম প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্ত-বিশেষণৈর্নির্দ্ধারিতং যস্মাদাকাশাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যজায়ন্ত যচ্চ ভূতানি সৃষ্ট্বা তান্যনুপ্রবিশ্য গুহায়ামবস্থিতং সর্ব্বান্তরং যস্য বিজ্ঞানায়ান্যোঽন্তর আত্মেতি প্রক্রান্তং তন্মান্ত্রবর্ণিকমেব ব্রহ্মেহ গীয়তে যোঽন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োশ্চৈকার্থত্বং যুক্তং অবিরোধাৎ অন্যথা হি প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে স্যাতাং ন চান্নময়াদিভ্য ইবানন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মাভিধীয়তে। এতন্নিষ্ঠৈব চ "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইতি তস্মাদানন্দময়ঃ পর এবাত্মা ॥ ১৫ ॥

লোকে যে ব্যক্তি অন্যকে ধনী করে; সুতরাং তাহার প্রচুর ধন আছে জানা যায়। সেইরূপ যাঁহার প্রচুর আনন্দ আছে, তিনিই অন্যকে আনন্দিত করিতে পারেন; সুতরাং আনন্দময়ই পরমাত্মা ॥ ১৪ ॥

পরমাত্মা যে আনন্দময়, তাহার বিশেষ কারণ দর্শাইতেছেন।—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" এই উপক্রমে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকৃতব্রহ্মই সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এইসকল বিশেষণে নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, আর যাহা হইতে আকাশাদিক্রমে স্থাবরজঙ্গমাদি জন্মিতেছে। যিনি ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক সকলের অন্তঃকরণরূপ-গুহাতে অবস্থিত আছেন এবং যাঁহার বিজ্ঞানের নিমিত্ত অন্য অন্তবর্ত্তী আত্মা কল্পনা করিয়া থাকে, সেই আনন্দময় সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মাই মন্ত্রবর্ণে, অর্থাৎ শ্রুতিতে গীয়মান হইতেছেন। অবিরোধহেতু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ইহাদিগের একার্থত্ব আছে, অতএব জানা যাইতেছে যে, যেমন আত্মা অন্নময়াদি হইতে অন্য, সেইরূপ আত্মা আনন্দময় হইতে ভিন্ন নহেন। "আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" এই ভার্গবী বারুণীবিদ্যাতেও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব আনন্দময়ই পরমাত্মা ॥ ১৫ ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

ইতশ্চানন্দময়ঃ পর এবাত্মা নেতরঃ। ইতর ঈশ্বরাদন্যঃ সংসারী জীব ইত্যর্থঃ। ন জীব আনন্দময়শব্দেনাভিধীয়তে। কস্মাৎ অনুপপত্তেঃ আনন্দময়ং হি প্রকৃত্য শ্রূয়তে "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি "স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি। তত্র প্রাক্ শরীরাদ্যুৎপত্তেরভিধ্যানং সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুরব্যতিরেকঃ সর্ব্ববিকারসৃষ্টিশ্চ ন পরস্মাদাত্মনোঽন্যত্রোপপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

ইতশ্চ নানন্দময়ঃ সংসারী যস্মাদানন্দময়াধিকারে "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি জীবানন্দময়ৌ ভেদেন ব্যপদিশতি। ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতি। কথং তর্হ্যাত্মান্বেষ্টব্যঃ "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে" ইতি চ শ্রুতিস্মৃতী যাবতা ন লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতীত্যুক্তম্ বাঢ়ং তথাপ্যনাত্মনোঽপ্রচ্যুতাত্মভাবস্যৈব সতস্তত্ত্বানববোধনিমিত্তো দেহাদিষ্ব-

---

পরমাত্মার আনন্দময়ত্বে কারণান্তর দর্শাইতেছেন।—আনন্দময়ই পরমাত্মা, তদ্ভিন্ন পরমাত্মা নহে, অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন সংসারীকে পরমাত্মা বলিতে পারা যায় না। কারণ আনন্দময়শব্দে জীব বলিলে মহা অনুপপত্তি হয়। আনন্দময়ের উপক্রমে "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" এবং "তপোঽতপ্যত সতপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে শরীরাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে ধ্যায়মান ও সৃজ্যমান বিকারের সৃষ্টিকর্ত্তার অব্যতিরেকে ও সর্ব্ববিকার সৃষ্টি, এই সকল পরমাত্মাব্যতিরেকে অন্যত্র উপপন্ন হইতেছে না ॥ ১৬ ॥

আনন্দময় পরমাত্মা সংসারী নহেন, যেহেতু আনন্দময়াধিকারে "রসো বৈ রসঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব আর আনন্দময়, ইহাদিগের ভেদ কথিত আছে, অর্থাৎ পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দলাভ করেন; সুতরাং যিনি লাভ করেন, তিনি লব্ধব্য হইতে পারেন না, লাভকর্ত্তা ও লব্ধব্য, এই উভয়ের অভেদ অসম্ভব। লাভকর্ত্তা

নাত্মন্যাত্মত্বনিশ্চয়ো লৌকিকো দৃষ্টঃ তেন দেহাদিভূতস্যাত্মনোঽপ্যাত্মা-নন্বিষ্টোঽন্বেষ্টব্যোঽলব্ধো লব্ধব্যোঽশ্রুতঃ শ্রোতব্যোঽমতোমন্তব্যোঽবি-বিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতব্য ইত্যাদিভেদব্যপদেশ উপপদ্যতে। প্রতিষিধ্যত এব তু পরমার্থতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ পরমেশ্বরাদন্যো দ্রষ্টা শ্রোতা বা নান্যোঽতো ঽস্তি দ্রষ্টা ইত্যাদিনা পরমেশ্বরস্ত্ববিদ্যাকল্পিতাচ্ছরীরাৎ কর্ত্তুর্ভোক্তুর্ব্বিজ্ঞা-নাত্মাখ্যাদন্যঃ যথা মায়াবিনশ্চর্ম্মখড়্গধরাৎ সূত্রেণাকাশমধিরোহতঃ স এব মায়াবী পরমার্থরূপো ভূমিষ্ঠোঽন্যঃ। যথা বা ঘটাকাশাদুপাধিপরিচ্ছিন্না-দনুপাধিপরিচ্ছিন্ন আকাশোঽন্যঃ। ঈদৃশঞ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মভেদমা-শ্রিত্য নেতরোঽনুপপত্তের্ভেদব্যপদেশাচ্চেত্যুক্তং ॥ ১৭ ॥

ও লব্ধব্যের অভেদ হইলে কিরূপে আত্মা অন্বেষ্টব্য হইতে পারেন? শ্রুতি স্মৃতিতে আত্মান্বেষণ উক্ত আছে, এইক্ষণ অভেদ স্বীকার করিলে "আত্ম-লাভ হইতে প্রধান আর কিছুই নাই" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিতে যে লাভকর্তা লব্ধব্য হইতে পারে না, এইরূপ কথিত আছে, তাহার বিরোধ ঘটিয়া থাকে। উক্ত আশঙ্কা স্বীকার করিয়া পরিহার করিতেছেন, অভেদ জ্ঞানেই সংস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব জানিতে না পারিয়াই অনাত্ম দেহাদিতে আত্মত্ব নিশ্চয় করে, ইহাই লৌকিকে দৃষ্ট হয়, অতএব দেহাদিভূত আত্মারই ভেদ কথিত হয়, অর্থাৎ অনন্বিষ্ট আত্মার অন্বেষণ করিবে, অলব্ধকে লাভ করিবে, অশ্রুতকে শ্রবণ করিবে, অমতকে মনন করিবে, অজ্ঞাতকে জানিবে, ইত্যাদিরূপে ভেদ উপপন্ন হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বজ্ঞ পর-মেশ্বর হইতে দ্রষ্টা বা শ্রোতা অন্য নাই, এইরূপ প্রতিষেধ আছে। "নান্যো হতোঽস্তিদ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুতিতেই পরমেশ্বর অবিদ্যাকল্পিত শরীর এবং কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপ বিজ্ঞানাত্মা হইতে ভিন্ন, ইহাই জানা যায়। যেমন মায়া বীরা চর্ম্মখড়্গ ধারণ করিয়া সূত্রারূঢ় হইয়া আকাশে উঠিয়া যায়, বাস্তবিক সেই মায়াবী ভূতিতেই থাকে এবং যেমন উপাধিবিশিষ্ট ঘটাকাশ হইতে অনুপাধি পরিচ্ছিন্ন আকাশ পৃথক, সেইরূপ বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ জানিবে। অতএব জানা যাইতেছে যে, আনন্দময় পরমাত্মা সংসারী নহেন। কেবল জীবই সংসারী। ১৭ ॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

আনন্দময়াধিকারে চ "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি কাময়িতৃত্বনির্দ্দেশান্নানুমানিকমপি সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানমানন্দময়ত্বেন কারণত্বেন চাপেক্ষিতব্যং। ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি নিরাকৃতমপি প্রধানং পূর্ব্বসূত্রোদাহৃতাং কামিয়িতৃত্বশ্রুতিং আশ্রিত্য প্রসঙ্গাৎ পুনর্নিরাক্রিয়তে গতিসামান্যপ্রপঞ্চনায় ॥ ১৮ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানে জীবে বানন্দময়শব্দঃ যস্মাদস্মিন্নানন্দময়ে প্রকৃতে আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্যাস্য জীবস্য তদযোগং শাস্তি তদাত্মনা যোগস্তদযোগ স্তদ্ভাবাপত্তিঃ মুক্তিরিত্যর্থঃ। তদ্‌যোগং শাস্তি শাস্ত্রম্। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ

আনন্দময়াধিরোক্ত "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" এই শ্রুতিতে কাময়িতৃত্ব নির্দ্দেশহেতু সাংখ্যবাদীরা যে অচেতন প্রকৃতিকে কারণ বলিয়া কল্পনা করে, তাহাতে অনুমানেরও অপেক্ষা নাই, অর্থাৎ কোনরূপ অনুমানেও অচেতন প্রকৃতির কারণত্ব স্বীকার করা যায় না। "ঈক্ষতের্নাশব্দ" এই সূত্রেই পূর্ব্বে প্রকৃতির কারণতানিরাকৃত হইলেও পূর্ব্বসূত্রে উদাহৃত কাময়িতৃত্ব শ্রুতি আশ্রয় করিয়া প্রসঙ্গত গতিসামান্য প্রপঞ্চার্থ পুনর্ব্বার অচেতনের কারণত্ব নিরাকৃত হইল। ১৮ ॥

এইক্ষণ যে কারণে প্রকৃতি ও জীব আনন্দময়শব্দবাচ্য হয় না, তাহা দেখা যাইতেছে।—এই আনন্দময় প্রকৃত পরমাত্মাতে প্রতিবুদ্ধ জীবের যোগ হয়, এইরূপ শাসন আছে, অর্থাৎ জীবের যে আনন্দময় পরমাত্মভাবপ্রাপ্তি, তাহাই মুক্তি বলিয়া কথিত আছে। পরমাত্মাতে জীবের যে যোগ হয়, তদ্বিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যখন জীব সেই স্থূলপ্রপঞ্চশূন্য লিঙ্গশরীররহিত শব্দাতীত মায়াবিহীন পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই সে অভয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ করে।

তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি যদি তস্মিন্নানন্দময়েঽল্পমপ্যন্তরং অতাদাত্ম্যরূপং পশ্যতি তদা সংসারভয়ান্ন নিবর্ত্ততে। যদা ত্বেতস্মিন্নানন্দময়ে নিরন্তরং তাদাত্ম্যেন প্রতিতিষ্ঠতি তদা সংসারভয়ান্নিবর্ত্ততে ইতি তচ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে ন প্রধানপরিগ্রহে জীবপরিগ্রহে বা তস্মাদানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি সিদ্ধং।

ইদমিহ বক্তব্যং "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ তস্মাদন্যোঽন্তরাত্মা মনোময়ঃ তস্মাদন্যোঽন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি চ বিকারার্থে ময়ট্প্রবাহে সত্যানন্দময় এবাকস্মাদর্দ্ধজরতীয়ন্যায়েন কথমিব ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বং ব্রহ্মবিষয়ত্বং বা আশ্রীয়তে ইতি। মান্ত্রবর্ণিকব্রহ্মাধিকারাদিতি চেৎ অন্নময়াদীনামপি তর্হি ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গঃ। অত্রাহ যুক্তমন্নময়াদীনামব্রহ্মত্বং তস্মাত্তস্মাদন্তরস্যান্তর-

---

আর যখন সেই জীব পরমাত্মা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় উপস্থিত হয়। এইক্ষণ ইহাই বলা যায় যে, যদি জীব সেই আনন্দময় পরমাত্মাতে অল্পমাত্র ভেদ জ্ঞান করে, তাহাহইলে সে সংসার ভয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। আর যখন জীব আনন্দময় পরমাত্মাতে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করে, তখনই সেই জীব সংসারভয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। ইহাও পরমাত্মপরিগ্রহেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতি বা জীব পরিগ্রহে ঘটে না, অতএব আনন্দময়ই পরমাত্মা, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। এইক্ষণ ইহাও বলা যায় যে, "সেই পুরুষই অন্নরসময়, সেই অন্নরসময় পুরুষ হইতে অন্য প্রাণময় অন্তরাত্মা, তাহাহইতে অন্য মনোময় অন্তরাত্মা, তাহাহইতে বিজ্ঞানময় অন্তরাত্মা" ইত্যাদি স্থলে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে কেবল "আনন্দময়" এইস্থলে কিরূপে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ হইতে পাবে? সর্ব্বত্র বিকারার্থে ময়ট্ হইলে কেবল আনন্দময়শব্দে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় যুক্তিযুক্ত হয় না। এইক্ষণ যদি বলি মন্ত্র বর্ণে আনন্দময়শব্দে ব্রহ্মার্থ বোধ হইয়াছে; সুতরাং এইস্থলে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের বাধা কি? তাহাও বলা যায় না কারণ, তাহাহইলে অন্নময়াদিরও ব্রহ্মত্ব প্রসঙ্গ হয়। বাস্তবিক অন্নময়াদির অব্রহ্মত্বই যুক্ত,

স্যান্যস্যান্যস্যাত্মন উচ্যমানত্বাৎ আনন্দময়াত্তু ন কশ্চিদন্যোঽন্তর আত্মো-চ্যতে। তেনানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বং অন্যথা প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গা-দিতি। অত্রোচ্যতে যদ্যপ্যন্নময়াদিভ্য ইবানন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মেতি ন শ্রূয়তে তথাপি নানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বং যত আনন্দময়ং প্রকৃত্য শ্রূয়তে "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি। তত্র যদ্‌ব্রহ্মেহ মন্ত্রবর্ণে প্রকৃতং "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" ইতি তদিহ ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যুচ্যতে তদ্বিজিজ্ঞাপয়িষয়ৈবান্ন-ময়াদয় আনন্দময়পর্য্যন্তাঃ পঞ্চকোষাঃ কল্প্যন্তে তত্র কুতঃ প্রকৃতহানা-প্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গঃ।

নন্বানন্দময়স্যাবয়বত্বেন ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যুচ্যতে। অন্নময়াদীনা-মিবেদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাদি তত্র কথং ব্রহ্মণঃ স্বপ্রধানত্বং শক্যং বিজ্ঞাতুং প্রকৃতত্বাদিতি ব্রূমঃ। নন্বানন্দময়াবয়বত্বেনাপি ব্রহ্মণি বিজ্ঞায়মানে ন প্রকৃতত্বং হীয়তে আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বাদিতি। অত্রোচ্যতে তথা সতি

যেহেতু অন্নময়াদি হইতে পরপর অন্যের আত্মত্ব উক্ত আছে, কিন্তু আনন্দ-ময়ের অন্য কোন অন্তরাত্মা কথিত হয় নাই, এই হেতুই আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অন্যথা প্রকৃতের হানি এবং অপ্রকৃতের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ হয়। এই বিষয়ে আর বলিতেছেন যে, যদিও যেমন অন্নময়াদি হইতে অন্য আত্মা শ্রুত হয়, সেইরূপ আনন্দময় হইতে অন্য আত্মার শ্রবণ নাই বটে, তথাপি আনন্দময়ের প্রস্তাবে শ্রুত হয় যে, প্রিয়ই তাহার শির, মোদ দক্ষিণপক্ষ প্রমোদ উত্তরপক্ষ, আনন্দ আত্মা ও ব্রহ্ম পুচ্ছ। তাহাতে যিনি ব্রহ্মমন্ত্রবর্ণে প্রকৃত এবং সত্যজ্ঞানময় ও অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম-কেই পুচ্ছ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাও ব্রহ্মের জ্ঞাপনেচ্ছায়ই অন্নময়াদি আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চকোষ কল্পিত হয়, তবে কিরূপে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের প্রক্রিয়াপ্রসঙ্গ হইতে পারে?

যদি আনন্দময়ের অবয়বত্বহেতু ব্রহ্ম পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা হয় বল, তাহাহইলে অন্নময়াদিরও পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে; সুতরাং কিরূপে ব্রহ্মের স্বপ্রাধান্য জানা যাইতে পারে। আর আনন্দময়াবয়বত্বরূপেও ব্রহ্মকে জানিলে

তদেব ব্রহ্মানন্দময় আত্মাবয়বী তদেব চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠাবয়ব ইত্যসামঞ্জস্যং স্যাৎ। অন্যতরপরিগ্রহে তু যুক্তং ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্রৈব ব্রহ্মনির্দ্দেশং আশ্রয়িতুং ব্রহ্মশব্দসংযোগান্নানন্দময়বাক্যে ব্রহ্মশব্দসংযোগাভাবাদিতি। অপি চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি উক্ত্বেদমুচ্যতে "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনন্ততো বিদুঃ" ইতি। অস্মিংশ্চ শ্লোকেঽননুকৃষ্যানন্দময়ং ব্রহ্মণ এব ভাবাভাববেদনয়োর্গুণদোষাভিধানাদ্গম্যতে ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্র ব্রহ্মণ এব স্বপ্রধানত্বমিতি।

ন চানন্দময়স্যাত্মনো ভাবাভাবশঙ্কা যুক্তা প্রিয়মোদাদিবিশেষস্যানন্দময়স্য সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কথং পুনঃ স্বপ্রধানং সদ্‌ব্রহ্মানন্দময়স্য পুচ্ছত্বেন নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি। নৈষ দোষঃ পুচ্ছবৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠাপরায়ণমেকনীড়ং লৌকিকস্যানন্দজাতস্য ব্রহ্মানন্দ ইত্যেতদনেন বিবক্ষ্যতে নাবয়বত্বং। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"

প্রকৃত হানি হয় না, যেহেতু আনন্দময়েরই ব্রহ্মত্ব আছে। এই বিষয়ে বলিতেছেন যে, তাহাহইলে সেই ব্রহ্মই আনন্দময়, আত্মা অবয়বী এবং সেই ব্রহ্মই পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বাক্যের অসামঞ্জস্য হয়। অন্নময়াদি অন্যতরের পরিগ্রহে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" ইহা যুক্ত হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মনির্দ্দেশ আশ্রয় করিতে ব্রহ্মশব্দ সংযোগহেতু আনন্দময়বাক্যে ব্রহ্মসংযোগাভাব কল্পনা করা যায় না এবং "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিশেষ বলিয়াছেন যে, "তদপ্যেষ শ্লোকোভবতি অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনন্ততোবিদুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই স্বপ্রধানত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—আনন্দময়ের ভাবাভাব আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু প্রিয়মোদাদিবিশেষরূপ আনন্দময়ের সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধত্ব আছে, তবে কিরূপে "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যে স্বপ্রধান ব্রহ্ম আনন্দময়ের পুচ্ছরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এই দোষ গ্রাহ্য নহে, কারণ ব্রহ্মের পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা ইহা লৌকিক বিবক্ষামাত্র, বাস্তবিক উহা তাঁহার

ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অপি চানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে প্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সবিশেষং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং। নির্ব্বিশেষন্তু ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রূয়তে বাঙ্মনসয়োরগগোচরত্বাভিধানাৎ “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন” ইতি। অপি চানন্দপ্রচুর ইত্যুক্তে দুঃখাস্তিত্বমপি গম্যতে প্রাচুর্য্যস্য লোকে প্রতিযোগ্যল্পত্বাপেক্ষত্বাৎ। তথাচ সতি “যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা” ইতি ভূম্নি ব্রহ্মণি তদ্ব্যতিরিক্তাভাবশ্রুতিরুপরুদ্ধ্যেত। প্রতিশরীরঞ্চ প্রিয়াদিভেদাদানন্দময়স্যাপি ভিন্নত্বং ব্রহ্ম তু ন প্রতিশরীরং ভিদ্যতে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যানন্ত্যশ্রুতেঃ “একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা” ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রূয়তে প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্ব্বত্রাভ্যস্যতে “রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি কো হ্যেবান্যাৎকঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি”

অবয়ব নহে। “এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” এই শ্রুতিতে উহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। আর আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ববিষয়ে প্রিয়াপ্রিয়াদি অবয়বত্বরূপে সবিশেষ ব্রহ্মই স্বীকার্য্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাক্যশেষেই শ্রুত আছেন, যেহেতু তাঁহার বাক্য ও মনের অগোচরত্ব কথন আছে। “যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন” এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে যে প্রমাণস্বরূপ। আনন্দপ্রচুর অর্থ করিলেও তাহার দুঃখ আছে, এইরূপ জানা যায়, যেহেতু প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগী হইতে অল্পত্বাপেক্ষা আছে, এইরূপ হইলেই “যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা” এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের তদ্ব্যতিরিক্তাভাব শ্রবণ উপপন্ন হইতে পারে। প্রতি শরীরেই প্রিয়াপ্রিয়ভেদে আনন্দময়ের ভিন্নত্ব জানা যায়, কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিশরীরে ভিন্ন নহেন, যেহেতু “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের অনন্তত্ব শ্রবণ আছে। আর অন্য শ্রুতিতেও জানা যাইতেছে যে, এক দেবই সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে আছেন, তিনিই সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। বাস্তবিক আনন্দময়ের

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ-নাৎ" ইতি চ।

যদি চানন্দময়শব্দস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভবেৎ তত উত্তরেষ্বানন্দ-মাত্রপ্রয়োগেষ্বপ্যানন্দময়াভ্যাসঃ কল্প্যেত ন ত্বানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমস্তি প্রিয়-শিরস্ত্বাদিভির্হেতুভিরিত্যবোচাম। তস্মাৎ শ্রুত্যন্তরে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি আনন্দপ্রাতিপদিকস্য ব্রহ্মণি প্রয়োগদর্শনাৎ যদেষ আনন্দো ন স্যাৎ ইত্যাদি ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগো ন ত্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগন্তব্যং যস্ত্বয়ং ময়ডন্তস্যৈবানন্দশব্দস্যাভ্যাস এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি ন তস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্তি বিকারাত্মনামেবান্নময়াদীনামনাত্মনামুপস'ক্রমি-তব্যানাং প্রবাহে পতিতত্বাৎ। নন্বানন্দময়স্যোপসংক্রমিতব্যস্যান্নময়াদি-বদ্‌ব্রহ্মত্বে সতি নৈব বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলং নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ। নৈষ দোষঃ। আনন্দময়োপসংক্রমণনির্দ্দেশেনৈব বিদুষঃ পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূতব্রহ্ম-প্রাপ্তেঃ ফলস্য নির্দ্দিষ্টত্বাৎ "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি যতো বাচো নিব-

---

অভ্যাস শ্রুত হয় না, প্রাতিপদিকার্থেরই অভ্যাস শ্রুত আছে। "রসো বৈ রসঃ" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেই উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যদিও আনন্দময় শব্দের ব্রহ্মবিষয়ত্ব নিশ্চিত হউক, তথাপি আনন্দ-ময়ের অভ্যাস কল্পনা করা যায়, কিন্তু প্রিয়শিরস্ত্বাদিহেতু আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নাই, ইহাই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই হেতুই "বিজ্ঞানমানন্দং" ব্রহ্ম এই শ্রুতিতে আনন্দপ্রাতিপদিকের ব্রহ্মেতে প্রয়োজাদর্শন আছে। "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মবিষয় প্রয়োগ, ইহা আনন্দ-ময়াভ্যাস নহে, ইহাই জানিতে হইবে। আর এই ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত আনন্দ শব্দের অভ্যাস আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত আছে, তাহার ব্রহ্মবিষয়ত্ব নাই, যেহেতু কেবল বিকারাত্মক অন্নময়াদি অনাত্মভূতের প্রবাহে পতিত আছে। আর যদি আনন্দময়েরই অন্নময়াদিরন্যায় ব্রহ্মত্ব হয়, তাহাহইলে জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। এই দোষ স্বীকার্য্য নহে, যেহেতু আনন্দময়ের উপসংক্রমণ নির্দ্দেশদ্বারাই জ্ঞানীর পুচ্ছ প্রতিষ্ঠাভূত ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশেষত "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য

র্ত্তন্তে'' ইত্যাদিনা প্রপঞ্চ্যমানত্বাৎ। যস্ত্বানন্দময়সন্নিধানে ''সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়'' ইতীয়ং শ্রুতিরুদাহৃতা সা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ইত্যনেন সন্নিহিততরেণ ব্রহ্মণা সম্বদ্ধ্যমানানন্দময়স্য ব্রহ্মতাং প্রতিবোধয়তি তদপেক্ষত্বাচ্চোত্তরস্য গ্রন্থস্য "রসো বৈ সঃ'' ইত্যাদের্নানন্দময়বিষয়তা।

নন্বু সোঽকাময়ত ইতি ব্রহ্মণি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশো নোপপদ্যতে। নায়ং দোষঃ। ''তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ'' ইত্যত্র পুংলিঙ্গেনাপ্যাত্ম-শব্দেন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ। যা তু ভার্গবী বারুণী বিদ্যা ''আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'' ইতি তস্যাং ময়ড়শ্রবণাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যশ্রবণাচ্চ যুক্তমানন্দস্য ব্রহ্মত্বং। তস্মাদণুমাত্রমপি বিশেষমাশ্রিত্য ন স্বত এব প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মণ উপপদ্যতে ন চেহ সবিশেষং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষিতং বাঙ্মনস-গোচরাতিক্রমশ্রুতেঃ। তস্মাদন্নময়াদিম্বিবানন্দময়েপি বিকারার্থ এব ময়ট্ বিজ্ঞেয়ো ন প্রাচুর্য্যার্থঃ। সূত্রাণি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি ব্রহ্ম পুচ্ছং

নমসা সহ'' ইত্যাদি শ্রুতিতেই তাহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। আনন্দময় সন্নিধানে "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়'' ইত্যাদি শ্রুতি যে উদাহৃত হইয়াছে, সেই শ্রুতিও "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা'' এই শ্রুতিদ্বারা সন্নিহিত ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তদপেক্ষা হেতুই উত্তরগ্রন্থের "রসো বৈরস'' ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব হইতে পারে না।

এইক্ষণ যদি বল, "সোঽকাময়ত'' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ উপপন্ন হইতেছে না, তাহা নহে. যেহেতু ''তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ'' এই শ্রুতিতে পুংলিঙ্গ আত্মশব্দদ্বারা ব্রহ্মের কথন হইয়াছে। আর "আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'' এই যে ভার্গবীবিদ্যা তাহাতেও ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ শ্রবণ হেতু এবং প্রিয়শিরস্ত্বাদির অশ্রবণ হেতু আনন্দময়েরই ব্রহ্মত্ব যুক্ত হইতেছে। অতএব জানা যায় যে, কিঞ্চি-মাত্র বিশেষ আশ্রয় না করিয়া স্বভাবতঃ ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্ত্ব উপপন্ন হয় না, পরন্তু এইস্থলে সবিশেষ ব্রহ্মের প্রদিপাদন ইচ্ছিত নহে, যেহেতু বাক্য ও মনের গোচরাতিক্রম শ্রুত আছে। অতএব অন্নময়াদি শব্দে যেমন

প্রতিষ্ঠেত্যত্র কিমানন্দময়স্যাবয়বত্বেনেতি প্রাপ্ত উচ্যতে। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। আনন্দময় আত্মেত্যত্র ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতেঽভ্যাসাৎ। অন্নমেব স ভবতি ইত্যস্মিন্নিগমনশ্লোকে ব্রহ্মণ এব কেবলস্যাভ্যস্যমানত্বাৎ। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। বিকারশব্দোঽবয়বশব্দোঽভিপ্রেতঃ পুচ্ছমিত্যবয়বশব্দান্ন স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণ ইতি যদুক্তং তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। অত্রোচ্যতে নায়ং দোষঃ প্রাচুর্য্যাদপ্যবয়বশব্দোপপত্তেঃ। প্রাচুর্য্যং প্রায়াপত্তিরবয়বপ্রায়বচনমিত্যর্থঃ। অন্নময়াদীনাং হি শির আদিষু অবয়বেষূক্তেষ্বানন্দময়স্যাপি শির আদীন্যবয়বান্তরাণ্যুক্তাবয়বপ্রায়াপত্ত্যা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাহ নাবয়ববিবক্ষয়া যৎকারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতং। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ সর্ব্বস্য বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে "ইদং সর

বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় দেখা যায় সেইরূপ আনন্দময়শব্দেও বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় জানা যায়, কিন্তু প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ হয় নাই; সুতরাং সূত্রের ব্যাখ্যাও এইরূপ করিতে হয়। "ব্রহ্মপুচ্ছং এই শ্রুতিতে আনন্দময় অবয়বত্বরূপে প্রাপ্ত, ইহা বলা যায়। বাস্তবিক "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" "আনন্দময় আত্মা" ও "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই সকল স্থলে অভ্যাসহেতু স্বপ্রধান ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইতেছেন। আর "অন্নমেব স ভবতি এই নিগমন শ্লোকেও ব্রহ্মের কেবল অভ্যাসেরই প্রমাণত্ব হইয়াছে। "বিকারশব্দান্নেতিচেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ" এই সূত্রে বিকারশব্দের অবয়বর্থই অভিপ্রেত, আর পুচ্ছ এই অবয়ব শব্দহেতু ব্রহ্মের যে স্বপ্রধানত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহারও পরিহার কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে বলিতেছেন, উক্ত দোষ হয় না, যেহেতু প্রাচুর্য্যেও 'অবয়বশব্দেরউপপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ অবয়বপ্রায় বচনই প্রাচুর্য্য। অন্নময়াদির শির-প্রভৃতি অবয়বসমূহ উক্ত হইলেও আনন্দময়েরই শিরঃ-প্রভৃতি অবয়বান্তর বলিয়া অবয়বাপত্তিদ্বারা 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" ইহা বলিয়াছেন, অবয়ববিবক্ষায় বলা হয় নাই। অভ্যাস বশতঃ যে ব্রহ্মের স্বপ্রধানত্ব সমর্থিত হইয়াছে, তাহাও হেতুব্যপদেশ বশতঃ হইয়াছে, বলিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার বিকারেও কারণ আনন্দময়

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

মসৃজত যদিদং কিঞ্চ” ইতি ন চ কারণং সদ্‌ব্রহ্ম স্ববিকারস্যানন্দময়স্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যাঽবয়ব উপপদ্যতে। অপরাণ্যপি সূত্রাণি যথাসম্ভবং পুচ্ছ-বাক্যনির্দ্দিষ্টস্যৈব ব্রহ্মণ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি ॥ ১৯ ॥

ইদমাম্নায়তে “অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ” ইত্যধিদৈবতং। অথাধ্যাত্মমপ্যথ “য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইত্যাদি তত্র সংশয়ঃ। কিং বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষঃ কশ্চিৎ সংসারী সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুষি চোপাস্যত্বেন শ্রূয়তে কিং বা নিত্যসিদ্ধঃ পরমেশ্বর ইতি। কিন্তাবৎ

অতএব ব্রহ্মই কারণ বলিয়া কথিত হইতেছেন। “ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ” এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। স্বীয় বিকারভূত আনন্দময়েরও সৎস্বরূপ ব্রহ্মই কারণ; সুতরাং মুখ্যব্যক্তিদ্বারা অবয়ব উপপন্ন হইতেছে না। অপরাপর সূত্রসকল ব্রহ্মের উপপাদক বলিয়া জানিবে। ১৯ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এই যে আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ময় পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি পূর্ণ হইলেও উপাসকেরা ইহাকে মূর্ত্তিমান দর্শন করে, অর্থাৎ এই পুরুষ হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ এবং ইহাঁর নখাগ্রপর্য্যন্ত সকলই সুবর্ণময়। আর ইহার চক্ষুর্দ্বয় বানরের পুচ্ছের নিম্ন-ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ, তেজস্বী ও পদ্মসদৃশ। সেই পুরুষ সকল পাপ হইতে উদ্গত, অর্থাৎ কোনরূপ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আর যিনি এই পুরুষকে জানিতে পারেন, তিনিও সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। এই প্রকারে পরমেশ্বর অধিদৈবতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, আর এই যে চক্ষুর অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন” এই শ্রুতিতেও তাঁহার অধ্যাত্মরূপ উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, যিনি বিদ্যা ও কর্ম্মের আতিশয্যবশত প্রাপ্তোৎকর্ষ সূর্যমণ্ডল কিম্বা চক্ষুর অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন

প্রাপ্তং সংসারীতি কুতঃ রূপবত্ত্বশ্রবণাৎ। আদিত্যপুরুষে তাবদ্ধিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদিরূপমুদাহৃতং অক্ষিপুরুষেঽপি তদেবাতিদেশেন প্রাপ্যতে তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপমিতি। নচ পরমেশ্বরস্য রূপবত্ত্বং যুক্তং "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" ইতি শ্রুতেঃ। আধারশ্রবণাচ্চ "য এষোঽন্তরাদিত্যে য এষোঽন্তরক্ষিণি" ইতি। ন হ্যনাধারস্য স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বব্যাপিনঃ পরমেশ্বরস্যাধার উপদিশ্যেত "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" ইতি "আকাশবৎসর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি চ শ্রুতী ভবতঃ। ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রুতেশ্চ "স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ" ইত্যাদিত্যপুরুষস্যৈশ্বর্য্যমর্য্যাদা "স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ" ইত্যক্ষিপুরুষস্য। ন চ পরমেশ্বরস্য মর্য্যাদাব-

---

সংসারী পুরুষই কি উপাস্যরূপে শ্রুত হইতেছেন? অথবা নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরই উপাস্য? এইক্ষণ যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কি কারণে তাঁহাকে সংসারী বলিতেছ, ইহার উত্তর এই যে, যেহেতু তাঁহার রূপ শ্রবণ আছে, অতএব তাহাকে সংসারী বলা যাইতে পারে। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের হিরণ্যশ্মশ্রু শব্দে রূপ উদাহৃত হইয়াছে এবং চক্ষুঃস্থ পুরুষেও ঐরূপে রূপাতিদেশ হইতেছে, অর্থাৎ আদিত্যস্থ পুরুষের রূপই চক্ষুস্থ পুরুষের রূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বরের রূপকল্পনা যুক্ত হয় না। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" এই শ্রুতে পরমেশ্বরের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কিছুই নাই, ইহাই জানা যাইতেছে, কিন্তু "য এষোঽন্তরাদিত্যে য এষোঽক্ষিণি" এই শ্রুতিতে তাঁহার আধার শ্রবণ আছে। বাস্তবিক পরমেশ্বর অনাধার, অথচ সর্ব্বব্যাপী, তিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার আধারোপদেশ নাই। অন্যান্য শ্রুতিপ্রমাণে ইহাই জানা যাইতেছে যে, সেই ভগবান্ স্বীয়মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য। আর তাঁহার ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা শ্রবণ আছে। "যিনি আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনি যাহারা আদিত্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধগামী এবং দেবলোক তাহাদিগেরও ঈশ্বর" এই শ্রুতিতে আদিত্যস্থ পুরুষের ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা উক্ত আছে। আর "যিনি অক্ষিস্থ পুরুষ, তিনি যাহারা অক্ষির অধস্তনবাসী মনুষ্যলোক, তাহা-

দৈশ্বর্য্যং যুক্তং "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যবিশেষশ্রুতেঃ। তস্মাদক্ষ্যাদিত্যয়োরন্তঃ পরমেশ্বর ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ইতি "য এষোঽন্তরাদিত্যে য এষোঽন্তরক্ষিণি" ইতি চ শ্রূয়মাণঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব ন সংসারী। কুতঃ তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ তস্য হি পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মা ইহোপদিষ্টাস্তদ্যথা "তস্যোদিতি নাম" ইতি শ্রাবয়িত্বা "অস্যাদিত্যপুরুষস্য নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" ইতি সর্ব্বপাপ্মাপগমেন নির্ব্বক্তি তদেব চ কৃতনির্ব্বচনং নামাক্ষিপুরুষস্যাপ্যতিদিশতি "যন্নাম তন্নাম" ইতি। সর্ব্বপাপ্মাপগমশ্চ পরমাত্মন এব শ্রূয়তে "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদৌ। তথা "চাক্ষুষে পুরুষে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্যজুস্তদ্ব্রহ্ম" ইত্যৃক্সামাদ্যাত্মকতাং নির্দ্ধারয়তি সা চ পরমেশ্বরস্যোপপদ্যতে

দিগের ঈশ্বর" এই শ্রুতিতে অক্ষিস্থ পুরুষের ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাযুক্ত হইতেছে না, যেহেতু "এষ সর্ব্বেশ্বর এষভূতাধিপতি রেষভূতপাল এষসেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামতি সম্ভেদায়" এই শ্রুতিতে পরমেশ্বরের অবিশেষ শ্রবণ আছে। অতএব পরমেশ্বর অক্ষি ও আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতেছেন না, এইরূপ প্রস্তবেই "অতস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" এই সূত্রের অবতারণ হইয়াছে। তিনি আদিত্য ও চক্ষুর অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ, তিনিই পরমেশ্বর, ইনি সংসারী নহেন। যেহেতু পরমেশ্বরেরই ধর্ম্মোপদেশ আছে, অর্থাৎ "তস্যোদিতিনাম" এই শ্রুতি তাঁহার নাম শ্রবণ করাইয়া "য আদিত্যপুরুষস্য নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" এই শ্রুতিতে তাঁহার পাপাপগম বলিয়াছেন। এইরূপে অক্ষিস্থ পুরুষেরও "যন্নাম তন্নাম" এই শ্রুতিতে নাম নির্ব্বচন আছে। আর "য আত্মা অপহতপাপ্মা" এই শ্রুতিতে পরমাত্মারই সর্ব্বপাপাপগম শ্রুত হইতেছে। আর "আদিত্যগতপুরুষের যে ঋক্, (উক্থাখ্য শাস্ত্রবিশেষ) যে স্তোত্র, যে উক্থ (শাস্ত্রবিশেষ), যে যজুর্ব্বেদ এবং যে ব্রহ্ম, অর্থাৎ বেদত্রয়, অক্ষিস্থ পুরুষেরও সেই ঋক্, সেই সাম, সেই যজুঃ এবং সেই ব্রহ্ম" এই শ্রুত্যর্থ অক্ষিস্থপুরুষ ও আদিত্যপুরুষ ইহাদিগের একত্ব

সর্ব্বকারণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বোপপত্তেঃ। পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যাত্মকে চাধিদৈবত-মৃক্‌সামে বাক্‌প্রাণাদ্যাত্মকে চাধ্যাত্মমনুক্রম্যাহ তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ ইত্যধিদৈবতং তথাধ্যাত্মমপি "যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ" ইতি। তচ্চ সর্ব্বাত্মকত্বে সত্যেবোপপদ্যতে "তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্য তস্যৈব তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ" ইতি চ লৌকিকেষ্বপি গানেষ্বস্যৈব গীয়-মানত্বং দর্শয়তি। তচ্চ পরমেশ্বরপরিগ্রহে ঘটতে। "যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং।" ইতি ভগবদ্গীতাদর্শনাৎ লোককামেশিতৃত্বমপি নিরঙ্কুশং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরং গময়তি। যত্তূক্তং হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদিরূপশ্রবণং পরমেশ্বরে নোপ-পদ্যেত ইত্যত্র ব্রূমঃ স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানু-গ্রহার্থং। "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈ-র্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥" ইতি স্মরণাৎ অপি চ যত্র নিরস্তসর্ব্ব-বিশেষং পারমেশ্বরং রূপমুপদিশ্যতে ভবতি তত্র শাস্ত্রং "অশব্দমস্পর্শমরূপ-মব্যয়ং" ইত্যাদি। সর্ব্বকারণত্বাত্তু বিকারধর্ম্মৈরপি কৈশ্চিদ্বিশিষ্টঃ পর-মেশ্বর উপাস্যত্বেন নির্দ্দিশ্যতে "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ"

নির্দ্ধারণ করিতেছে। এইরূপ নির্দ্ধারণা পরমেশ্বরেতেই উপপন্ন হয়, যেহেতু তিনিই সর্ব্বকারণ এবং সকলের আত্মা। বিশেষত লৌকিকগানেও পরমেশ্বরই গীয়মান হইতেছেন। "যে যে বিভূতিমৎ সত্ত্ব ও শ্রীমৎ বল, সেই সমুদায়ই আমার তেজের অংশসম্ভূত" এই ভগবদ্গীতাবচনদর্শন হেতু পরমেশ্বরের লৌকিক কামেচ্ছাত্ত নির্ব্বিবাদ হইল। আর হিরণ্য-শ্মশ্রু প্রভৃতি পরমেশ্বরের রূপ উপপন্ন হয় না বলিয়া যে উক্ত আছে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বর সাধকের প্রতি অনুগ্রহার্থ আপন ইচ্ছা-বশত মায়াময়রূপ ধারণ করেন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন, হে নারদ! এই যে আমাকে সর্ব্বভূতের গুণযুক্ত দেখিতেছ, ইহা কেবল মায়ামাত্র, আমিই এই মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, বাস্ত-বিক তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না। আর যাহাতে সর্ব্বত্র অবিশেষ পরমেশ্বরের রূপ উপদিষ্ট হয়, তাহাতে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" এই

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদিনা তথা হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিনির্দ্দেশোঽপি ভবিষ্যতি। যদপ্যাধার-শ্রবণান্ন পরমেশ্বর ইত্যত্রোচ্যতে স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্যাপ্যাধারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ভবিষ্যতি সর্ব্বগতত্বাদ্‌ব্রহ্মণো ব্যোমবৎ সর্ব্বান্তরত্বোপ-পত্তেঃ। ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রবণমপ্যাধ্যাত্মাধিদৈবতবিভাগাপেক্ষমুপাসনার্থ-মেব তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাক্ষ্যাদিত্যয়োরন্তরুপদিশ্যতে ॥ ২০ ॥

অস্তি চ আদিত্যাদিশরীরাভিমানিভ্যো জীবেভ্যোঽন্য ঈশ্বরোঽন্ত-র্য্যামী ‘য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ” ইতি শ্রুত্যন্তরে ভেদব্যপদেশাৎ। তত্র হ্যাদিত্যাদন্তরোঽয়ং আদিত্যো ন বেদেতি

শ্রুতিই প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্র আছে। আর সর্ব্বকারণহেতু কেহ কেহ পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধবিশিষ্ট এবং সর্ব্বরস পূর্ণ, এই শ্রুতিবলে বিকার ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমেশ্বরকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং এই হেতুই পরমেশ্বরের হিরণশ্মশ্রুপ্রভৃতির নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর আধার শ্রবণ-হেতু তিনি পরমেশ্বর নহেন, ইহা যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, যিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপাসনার নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েন, তাঁহার আধারোপদেশ হইতে পারে, যেহেতু ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব-প্রযুক্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তিত্বের উপপত্তি আছে। আর তাঁহার ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রবণও উপাসনার নিমিত্তই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগ অপেক্ষা করিয়া হইয়াছে, অতএব পরমেশ্বরই অক্ষি ও আদি-ত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ। ২০ ॥

আদিত্যাদিশরীরাভিমানী জীব হইতে ঈশ্বর ভিন্ন, ইনি সকলের অন্ত-র্য্যামী কারণ, অতএব আদিত্যাদি শরীরাভিমানী জীব হইতে ঈশ্বরের ভেদ ব্যপদেশ আছে। শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে জানা যায় যে, যিনি আদিত্যে স্থিতি করিতেছেন, অথচ আদিত্য হইতে অন্য, যাঁহাকে আদিত্যও জানেন না, আদিত্য যাঁহার শরীর এবং যিনি আদিত্যকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন,

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

বেদিতুরাদিত্যাৎ বিজ্ঞানাত্মনোঽন্যোঽন্তর্য্যামীতি স্পষ্টং নির্দ্দিশ্যতে স এবেহাপ্যন্তরাদিত্যে পুরুষো ভবিতুমর্হতি শ্রুতিসামান্যাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবেহোপদিশ্যত ইতি সিদ্ধং। ২১ ৷

ছান্দোগ্যে ইদমামনন্তি "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং" ইতি। তত্র সংশয়ঃ কিমাকাশশব্দেন পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে উত ভূতাকাশমিতি। কুতঃ সংশয়ঃ। উভয়ত্র প্রয়োগদর্শনাৎ ভূতবিশেষে তাবৎ সুপ্রসিদ্ধো লোকবেদয়োরাকাশশব্দো ব্রহ্মণ্যপি কচিৎ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে যত্র বাক্যশেষবশাদসাধারণগুণশ্রবণাদ্বা নির্দ্ধারিতং ব্রহ্ম ভবতি যথা "যদেষ আকাশ

তিনিই অন্তর্য্যামী আত্মা এবং অমৃত। ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার ভেদ কথন আছে। "আদিত্যাদন্তরোঽয়ং আদিত্যো ন বেদ" এই বাক্যেই বিজ্ঞানাত্মস্বরূপ আদিত্যস্থ পুরুষ হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন, ইহা উপদিষ্ট হইতেছে। সেই পুরুষই শ্রুতিসামান্যবশতঃ অন্তরাদিত্যে আছেন, অতএব এইস্থলে পরমেশ্বরই উপদিষ্ট, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ২১ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এই লোকের গতি কি? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন।—আকাশই এই লোকের গতি, সর্ব্বভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই সেই সকল ভূত লয় পায়, অতএব আকাশই সকলের শ্রেষ্ঠ। এইক্ষণ ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, আকাশশব্দে কি পরব্রহ্মই কথিত হইতেছেন? অথবা ভূতাকাশই আকাশ শব্দের প্রতিপাদ্য? কেন এই সংশয় হয়, তাহার কারণ এই, যেহেতু আকাশ শব্দের উভয়েই প্রয়োগদর্শন আছে। লৌকিকে ও বেদে আকাশশব্দের ভূতবিশেষে প্রয়োগ সুপ্রসিদ্ধ আছে এবং কদাচিৎ ব্রহ্মেতেও আকাশ শব্দপ্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যাহাই হউক না কেন, বাক্যশেষবশতঃ ও অসাধারণ গুণশ্রবণহেতু ব্রহ্ম নির্দ্ধারিত হইতেছেন। "যদেষ

আনন্দো ন স্যাৎ” “ইতি আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম” ইতি চৈবমাদৌ অতঃ সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র যুক্তং ভূতাকাশমিতি কুতঃ তদ্ধি প্রসিদ্ধতরেণ প্রয়োগেণ শীঘ্রং বুদ্ধিমারোহতি। ন চায়মাকাশশব্দ উভয়োঃ সাধারণঃ শক্যো বিজ্ঞাতুং অনেকার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্ব্রহ্মণি গৌণ আকাশশব্দো ভবিতুমর্হতি বিভুত্বাদিভির্হি বহুভির্দ্ধর্ম্মৈঃ সদৃশমাকাশেন ব্রহ্ম ভবতি ন চ মুখ্যসম্ভবে গৌণার্থগ্রহণমর্হতি সম্ভবতি চেহ মুখ্যস্যৈবাকাশস্য গ্রহণং।

নন্বু ভূতাকাশপরিগ্রহে বাক্যশেষো নোপপদ্যতে “সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইত্যাদিঃ। নৈষ দোষো ভূতাকাশস্যাপি বায্বাদিক্রমেণ কারণত্বোপপত্তেঃ। বিজ্ঞায়তে হি “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ” ইত্যাদি। জ্যায়স্ত্ব-

---

আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” এবং “আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম” এই শ্রুতিদ্বয়ই উহার প্রমাণ, অতএবই সংশয় হইতেছে। পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে যে, এইস্থলে কি ভূতাকাশই যুক্ত? যেহেতু প্রসিদ্ধ শব্দদ্বারাই শীঘ্র বুদ্ধিকে অরোহণ করা যায়, অর্থাৎ যে অর্থে যে শব্দ প্রসিদ্ধ সেই শব্দদ্বারা সেই অর্থই হটাৎ পরিগৃহীত হয়, আকাশশব্দ উভয় সাধারণ, ইহাও জানা যাইতেছে না, তাহাহইলে উহার অনেকার্থত্ব প্রসঙ্গ হয়, অতএব ব্রহ্মেতে আকাশশব্দ গৌণই হইতেছে। বিভুত্বাদি বহু ধর্ম্মদ্বারাই ব্রহ্ম আকাশসদৃশ হইতেছেন, বাস্তবিক মুখ্যার্থসম্ভবে গৌণার্থ গ্রহণ হইতে পারে না; সুতরাং এইস্থলে মুখ্য আকাশের গ্রহণই সম্ভবিতেছে।

যদিও ভূতাকাশ গ্রহণে বাক্যশেষ উপপন্ন হয় না বটে, “সকল ভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইতেছে” এই শ্রুতিই ইহার প্রমাণ, তথাপি দোষ নাই, যেহেতু ভূতাকাশেরও বায্বাদিক্রমে কারণত্বের উপপত্তি আছে। আর ইহাও জানা যাইতেছে যে, সেই পরমাত্মা হইতেই আকাশের সম্ভব হইয়াছে, আকাশ হইতেই বায়ু এবং বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হই-

পরায়ণত্বেঽপি ভূতান্তরাপেক্ষয়োপপদ্যতে ভূতাকাশস্যাপি তস্মাদাকাশ-শব্দেন ভূতাকাশস্য গ্রহণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। আকাশশব্দেনেহ ব্রহ্মণো গ্রহণযুক্তং কুতঃ তল্লিঙ্গাৎ। পরস্য হি ব্রহ্মণ ইদং লিঙ্গং "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইতি। পরস্মাদ্ধি ব্রহ্মণো ভূতানামুৎপত্তিরিতি বেদান্তেষু মর্য্যাদা। নন্বু ভূতা-কাশস্যাপি বায়্বাদিক্রমেণ কারণত্বং দর্শিতং। সত্যং দর্শিতং তথাপি মূল-কারস্য ব্রহ্মণোঽপরিগ্রহাদাকাশাদেবেত্যবধারণং সর্ব্বাণীতি চ ভূতবিশে-ষণং নানুকূলং স্যাৎ। তথা আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি ইতি ব্রহ্মলিঙ্গং "আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ান আকাশঃ পরায়ণং" ইতি চ জ্যায়স্ত্বং হ্যনা-পেক্ষিকং পরমাত্মন্যেবৈকস্মিন্নাম্নাতঃ "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ" ইতি তথা পরায়ণমপি পরম কারণত্বাৎ পরমাত্মন্যেবোপপন্নতরং। শ্রুতিশ্চ "ভবতি বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মরাতের্দ্দাতুঃ পরায়ণং" ইতি। অপি চান্তবত্ত্বদোষেণ শাখাবত্যস্য

য়াছে। অতএব আকাশশব্দে ভূতাকাশেরই গ্রহণযুক্ত, এইরূপ সিদ্ধান্তে আমরা বলিতেছি যে, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" অর্থাৎ আকাশশব্দে ব্রহ্মের গ্রহ-ণই যুক্ত, যেহেতু সকল ভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন, ইত্যাদিশ্রুতিতে আকাশশব্দে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে। পরব্রহ্ম হইতেই ভূতের উৎপত্তি হয়, ইহা বেদান্তেও বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণ যদি বলি, ভূতাকাশেরও বায়্বাদিক্রমে কারণত্ব প্রদর্শিত আছে, তাহা সত্য, কিন্তু ব্রহ্মকে মূলকারণ বলিয়া গ্রহণ না করিলে আকাশ হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, এইরূপ অবধারণ এবং সর্ব্ব এই ভূতবিশেষণ অনুকূল হয় না। আর "আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি" এইরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ শ্রুতি এবং "আকাশই সকলের প্রধান ও আকাশই পরম আশ্রয়" এইরূপ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষিত হইতেছে না। কেবল এক পরমাত্মাতে "পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ" এইরূপ প্রবাদ হইতে পারে। আর পরম কারণত্ব হেতুপরায়ণ ইহাও পরমাত্মাতে উপপন্ন হইতেছে। এই বিষয়ে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রমাণস্বরূপ। আর অন্তবত্ত্বদোষে

পক্ষং নিন্দিত্বানন্তং কিঞ্চিদ্বক্তুকামেন জৈবলিনাকাশঃ পরিগৃহীতঃ তচ্চাকাশমুদ্গীথে সম্পাদ্যোপসংহরতি "স এষ পরো বরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোঽনন্তঃ" ইতি তচ্চানন্ত্যং ব্রহ্মলিঙ্গং। যৎ পুনরুক্তং ভূতাকাশং প্রসিদ্ধিবলেন প্রথমতরং প্রতীয়ত ইতি অত্র ক্রমঃ প্রথমতরং প্রতীতমপি তদ্বাক্যশেষগতান্ ব্রহ্মগুণান্ দৃষ্ট্বা ন পরিগৃহ্যতে। দর্শিতশ্চ ব্রহ্মণ্যপ্যাকাশশব্দঃ "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইত্যাদৌ; তথাকাশপর্য্যায়বাচিনামপি ব্রহ্মণি প্রযোগো দৃশ্যতে "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ" "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা" "ওঁ কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম খং পুরাণং" ইতি চৈবমাদৌ। বাক্যোপক্রমেঽপি বর্ত্তমানস্যাকাশশব্দস্য বাক্যশেষবশাদ্যুক্তা ব্রহ্মবিষয়ত্বাবধারণা। "অগ্নিরধীতেঽনুবাকং" ইতি হি বাক্যোপক্রমগতোঽপ্যগ্নিশব্দো মাণবকবিষয়ো দৃশ্যতে তস্মাদাকাশশব্দং ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং॥ ২২।

শালাবত্যপক্ষ নিন্দা করিয়া অনন্তর কিঞ্চিৎ কথনকামী জৈবলি আকাশকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই আকাশকে উদ্গীথবিষয়ে সম্পাদন করিয়া উপসংহার করিতেছেন যে, "স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোনন্তঃ" এই শ্রুতিই ব্রহ্মলিঙ্গ। আর যে উক্ত হইয়াছে, প্রসিদ্ধিবলে ভূতাকাশই প্রথম প্রতীতি হয়, ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, ভূতাকাশ প্রথমতর বলিয়া প্রতীত হইলেও বাক্যশেষগত ব্রহ্মগুণ দেখিয়া গৃহীত হয় না, পরন্তু ব্রহ্মেতেই আকাশশব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে। আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাশপর্য্যায়বাচী শব্দের প্রয়োগ ব্রহ্মেতে দৃষ্ট হইতেছে। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেই বাক্যশেষোপক্রমে বর্ত্তমান আকাশশব্দের ব্রহ্মবিষয়ত্বাবধারণ যুক্ত হয়। যেমন "অগ্নিরধীতে অনুবাকং" এই শ্রুতিতে বাক্যোপক্রমগত অগ্নিশব্দ মাণবকবিষয়ক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আকাশশব্দও ব্রহ্মেতে প্রসিদ্ধ জানিবে। ২২।

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

"উদ্গীথে প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে "কতমা সা দেবতেতি প্রাণ ইতি হোবাচ "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" ইতি। তত্র সংশয়নির্ণয়ৌ পূর্ব্ববদেব দ্রষ্টব্যৌ "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ প্রাণস্য প্রাণঃ" ইতি চৈবমাদৌ ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রাণশব্দো দৃশ্যতে বায়ুবিকারে প্রসিদ্ধতরো লোকবেদয়োরত ইহ প্রাণশব্দেন কতরস্যোপাদানং যুক্তমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র যুক্তং বায়ুবিকারস্য পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্যোপাদানং যুক্তং। তত্র হি প্রসিদ্ধতরঃ প্রাণশব্দ ইত্যবোচাম। ননু পূর্ব্ববদিহাপি তল্লিঙ্গাৎ ব্রহ্মণ এব গ্রহণং যুক্তমিহাপি হি বাক্যশেষে ভূতানাং সংবেশনোদ্গমনং পারমেশ্বরং কর্ম্ম প্রতীয়তে। ন মুখ্যেঽপি

উদ্গীথ প্রকরণে শ্রুত আছে যে, শ্রাবকায়ণনামা কোন ঋষি প্রস্তোতাকে বলিয়াছিলেন, যে দেবতাধ্যানার্থ সামভক্তির অনুগত, তাহাকে না জানিয়া যদি আমার নিকট প্রস্তাব কর, তবে তোমার মস্তক পতিত হইবে, আমি সকলই জানিতেছি, কিছুই গোপন করিতে পারিবে না। তখন প্রস্তোতা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই দেবতা কে? শ্রাবকায়ণ উত্তর করিলেন, প্রাণই সেই দেবতা, এই সকল ভূতই প্রাণে প্রবেশ করিতেছে এবং প্রাণ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে এবং প্রাণেই লয় পাইয়া থাকে। এইস্থলেও পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় সংশয় ও সংশয় নিরাস জানিতে হইবে "প্রাণবন্ধনং হি সোম্যমনঃ প্রাণস্য প্রাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণশব্দও ব্রহ্মবিষয়ক, ইহাই দৃষ্ট হইতেছে এবং লোকে ও বেদে প্রাণশব্দ বায়ুবিশেষে প্রসিদ্ধ, ইহাই দৃষ্ট হয়, অতএব প্রাণশব্দে বায়ু ও ব্রহ্ম ইহাদিগের মধ্যে কাহাকে প্রতিপাদন করিতেছে? এই সংশয় উপস্থিত হইল, এইক্ষণ কোন পক্ষ যুক্ত হইতেছে? পঞ্চ বৃত্তিবিশিষ্ট বায়ুর বিকারেই প্রাণশব্দের উপাদান যুক্ত, যেহেতু প্রাণশব্দ পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট বায়ুতেই প্রসিদ্ধ, ইহা বলিয়াছি। বাস্তবিক পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় এইস্থলেও ব্রহ্মলিঙ্গ

প্রাণে ভূতসংবেশনোদ্গমনস্য দর্শনাৎ। এবং ছান্দোগ্যে 'যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ স যদা প্রবধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্তে" ইতি। প্রত্যক্ষঞ্চ তৎ স্বাপকালে প্রাণবত্তাবপবিলুপ্যমানায়ামিন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ পরিলুপ্যন্তে প্রবোধকালে চ পুনঃ প্রাদুর্ভবন্তীতি। ইন্দ্রিয়সারত্বাচ্চ ভূতানামবিরুদ্ধো মুখ্যে প্রাণেঽপি ভূতসংবেশনোদ্গমনবাদী বাক্যশেষঃ। অপি চাদিত্যোঽন্নঞ্চোদ্গীথপ্রতিহারয়োর্দ্দেবতে প্রস্তাবদেবতায়াঃ প্রাণস্যানন্তরং নির্দ্দিশ্যেতে। ন চ তয়োর্ব্রহ্মত্বমস্তি তৎসামান্যাচ্চ প্রাণস্যাপি ন ব্রহ্মত্বমিত্যেবং প্রাপ্তে সূত্রকার আহ। অতএব প্রাণ ইতি তল্লিঙ্গাদিতি পূর্ব্বসূত্রে নির্দ্দিষ্টমত এব তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দমপি পরং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি প্রাণস্যাপি হি ব্রহ্মলিঙ্গসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" ইতি প্রাণনিমিত্তৌ সংবেশোদ্গমৌ ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়াবুচ্যমানৌ

হেতু প্রাণশব্দে ব্রহ্মেরই গ্রহণ যুক্ত হইতেছে। এই সূত্রেও ভূত সকলের সংবেশ ও উদ্গমন ইহাও পরমেশ্বরের কর্ম্ম, ইহাই প্রতীতি হইতেছে, মুখ্য প্রাণে ভূতসংবেশন ও উদ্গমনের সম্ভব দৃষ্ট হয় না। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যখন পুরুষ স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রাণই বাক্য, চক্ষু, কর্ণ ও মন এই সকল আশ্রয় করিয়া থাকে। পরে যে সময়ে সেই পুরুষ জাগরিত হয়, সেই সময়ে সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। আর ইহাও প্রত্যক্ষ আছে যে, স্বপ্নকালে প্রাণবৃত্তি পরিলুপ্ত হয় না, কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলই পরিলুপ্ত হইয়া থাকে এবং প্রবোধকালে ঐ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয়। আর উদ্গীথ ও পরিহারের দেবতাস্বরূপ আদিত্য ও অন্ন, ইহারা প্রস্তাবদেবতা, প্রাণের অনন্তর নির্দ্দিশ্যমান হয়, কিন্তু উক্ত উভয়ের ব্রহ্মত্ব নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তে সূত্রকার বলিতেছেন "অতএব প্রাণ ইতি"। পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুবশত প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে পারে না। পরন্তু প্রাণেরও ব্রহ্মলিঙ্গসম্বন্ধ শ্রুত হয়। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" এই শ্রুতিতে সকল ভূতেরই উৎপত্তি ও বিনাশের নিমিত্ত প্রাণ, ইহা উক্ত

প্রাণস্য ব্রহ্মতাং গময়তঃ। ননূক্তং মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহেপি সংবেশোদ্গম-মবিরুদ্ধং স্বাপপ্রবোধয়োর্দ্দর্শনাদিতি। অত্রোচ্যতে স্বাপপ্রবোধয়োরি-ন্দ্রিয়াণামেব কেবলানাং প্রাণাশ্রয়ং সংবেশনোদ্গমনং দৃশ্যতে ন সর্ব্বেষাং ভূতানাং ইহ তু সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সশরীরাণাঞ্চ জীবাবিষ্টানাং ভূতানাং "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি" ইতি শ্রুতেঃ। যদাপি ভূতশ্রুতিঃ মহা-ভূতবিষয়া পরিগৃহ্যতে তদাপি ব্রহ্মলিঙ্গত্বমবিরুদ্ধম্।

নন্বু সহাপি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণাং স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রাণেঽপ্যয়ং প্রাণাচ্চ প্রভবং শৃণুমঃ "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি" ইত্যত্র তত্রাপি তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দং ব্রহ্মৈব। যৎ পুনরন্নাদিত্যসন্নিধানাৎ প্রাণশব্দস্যাব্রহ্মত্বমিতি তদযুক্তং বাক্যশেষবলেন প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মবিষয়তায়াং প্রতীয়মানায়াং

হইতেছে ; সুতরাং প্রাণেরও ব্রহ্মত্ব সম্ভব হয়। আর ইহাও উক্ত আছে যে, মুখ্যপ্রাণের পরিগ্রহেও সংবেশ ও উদ্গম অবিরুদ্ধ, যেহেতু স্বপ্ন ও প্রবোধেও দর্শন আছে। এইক্ষণ ইহাই কথিত হইতেছে যে, স্বপ্নও প্রবোধকালে কেবল ইন্দ্রিয়েরই প্রাণাশ্রয়, সংবেশন ও উদ্গমন দৃষ্ট হয়, কিন্তু সকলভূতে তাহা দর্শন হয় না। এইস্থলে সকল ইন্দ্রিয় এবং সশরীর জীবাবিষ্ট ভূতের সংবেশন ও উদ্গমন দেখা যায়। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ। যখন ভূত শ্রুতিকে মহাভূতবিষয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তখনই উহার ব্রহ্মবিষয়ত্ব অবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু ভৌতিক প্রাণের ভূতযোনিত্বের অযোগ আছে।

যদি সুষুপ্তিকালে জীব প্রাণ ও ব্রহ্মে একীভূত হয়, তাহাহইলে সবিষয় বাক্যাদিও এই প্রাণকে আশ্রয় করিতে পারে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যখন জীব সুপ্ত হয়, কিছুই দর্শন করে না, অনন্তর প্রাণ একীভূত হয়, তখন বাক্য সর্ব্বনামদ্বারা এই প্রাণকে পাইয়া থাকে। শ্রুতিতেও প্রাণশব্দে ব্রহ্মই জানা যাইতেছে। আর অন্ন ও আদিত্যের সান্নিধ্যবশত যে প্রাণ-শব্দের অব্রহ্মত্ব উক্ত আছে, তাহা অযুক্ত, যেহেতু বাক্যশেষবলে প্রাণ

সন্নিধানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। যৎ পুনঃ প্রাণশব্দস্য পঞ্চবৃত্তৌ প্রসিদ্ধ-তরত্বং তদাকাশশব্দস্যৈব প্রতিবিধেয়ম্। তস্মাৎ সিদ্ধং প্রস্তাবদেবতায়াঃ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বম্। অত্র কেচিদুদাহরন্তি "প্রাণস্য প্রাণং প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন" ইতি চ তদপ্যযুক্তং শব্দভেদাৎ প্রকরণাচ্চ সংশয়ানুপপত্তেঃ। যথা পিতুঃ পিতেতি প্রয়োগে অন্যঃ পিতা ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টোঽন্যঃ প্রথমানির্দ্দিষ্টং পিতুঃ পিতেতি গম্যতে তদ্বৎ প্রাণস্য প্রাণমিতি শব্দভেদাৎ প্রসিদ্ধাৎ প্রাণাদন্যঃ প্রাণস্য প্রাণং ইতি নিশ্চীয়তে। ন হি স এব তস্যেতি ভেদ-নির্দ্দেশার্হো ভবতি। যস্য চ প্রকরণে যো নির্দ্দিশ্যতে নামান্তরেণাপি স এব তত্র প্রকরণনির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" ইত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোম-বিষয়ো ভবতি তথাপরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকরণে "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন" ইতি শ্রুতেঃ প্রাণশব্দো বায়ুবিকারমাত্রং কথমবগময়েদতঃ সংশয়াবিষয়-ত্বান্নৈতদুদাহরণং যুক্তম্। প্রস্তাবদেবতায়াস্তু প্রাণে সংশয়পূর্ব্বপক্ষনির্ণয়া উপপাদিতাঃ ॥ ২৩ ॥

শব্দের ব্রহ্মবিষয়তা প্রতীয়মান হইলে সন্নিধান অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। আর প্রাণশব্দের যে পঞ্চবৃত্তিতে প্রসিদ্ধতা, তাহা আকাশশব্দের প্রতিই বিধেয় হয়। অতএব প্রাণের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, এই বিষয়ে কোন কোন মতাবলম্বীরা উদাহরণ করেন যে, প্রাণেরই প্রাণ এবং মনই প্রাণের বন্ধন, ইহাও অযুক্ত, যেহেতু শব্দভেদ ও প্রকরণহেতু সংসারের অনুপপত্তি হয়। যেমন "পিতার পিতা" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রথম পিতৃশব্দে ষষ্ঠী নির্দ্দেশহেতু এক পিতা ও পরবর্ত্তী পিতৃশব্দে প্রথমাবিভক্তির নির্দ্দেশহেতু অন্য পিতা, অর্থাৎ দুই পিতার জ্ঞান হয়, সেইরূপ প্রাণের প্রাণ, এইরূপ শব্দ প্রয়োগেও শব্দভেদবশতঃ প্রসিদ্ধ প্রাণের অন্যই প্রাণের প্রাণ, ইহা নির্ণীত হইতেছে। আর এইস্থলে তাহার ভেদ নির্দ্দেশ যুক্ত নহে। যাহার প্রকরণে যাহার নির্দ্দেশ হয়, নামান্তর দ্বারাও সেই সেই প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট, ইহা জানা যায়। জ্যোতিষ্টোমাধিকারে উক্ত আছে যে, বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষ্টম যাগ করিবে। এইস্থলে জ্যোতিঃশব্দই জ্যোতিষ্টম

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

ইদমামনন্তি "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" ইতি তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ জ্যোতিঃশব্দেনাদিত্যাদিকং জ্যোতিরভিধীয়তে কিংবা পর আত্মেতি। অর্থান্তরবিষয়স্যাপি শব্দস্য তল্লিঙ্গাদ্‌ব্রহ্মবিষয়ত্বমুক্তম্ ইহ তল্লিঙ্গমেবাস্তি নাস্তীতি বিচার্য্যতে। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। আদিত্যাদিকমেব জ্যোতিঃশব্দেন পরিগৃহ্যতে ইতি। কুতঃ প্রসিদ্ধেঃ তমো জ্যোতিরিতি হীমৌ শব্দৌ পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বিবিষয়ৌ প্রসিদ্ধৌ চক্ষুর্বৃত্তের্নিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তম উচ্যতে তস্যা এবানুগ্রাহকমাদিত্যাদিকং জ্যোতিস্তথা দীপ্যতে ইতীয়মপি শ্রুতিরাদিত্যাদিবিষয়া প্রসিদ্ধা। ন হি রূপাদিহীনং ব্রহ্ম দীপ্যত ইতি মুখ্যাং

বিষয় হয়। এইরূপ অপর ব্রহ্ম প্রকরণেও "প্রাণবন্ধনই মন" এই শ্রুতিতে প্রাণশব্দের বায়ুবিকারমাত্র অর্থ কিরূপে প্রতিপাদন করে? অতএব মন্ত্রের অবিষয়ত্বহেতু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। ২৩।

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উক্ত আছে যে, দিব্‌লোকের পর যে, জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তাহাই এই অন্তঃপুরুষে বিদ্যমান আছে। ঐ জ্যোতিই সর্ব্বদিক্ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং সর্ব্বলোকেও সর্ব্বপ্রাণীর উপরি যে লোক আছে, তাহাতেও ঐ জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, এই জ্যোতিঃশব্দে কি আদিত্যাদিরূপ জ্যোতিঃ কথিত হয়? কিম্বা পরমাত্ম জ্যোতিঃ? অর্থান্তরবিষয়ক শব্দেরও তল্লিঙ্গহেতু ব্রহ্মবিষয়ত্ব উক্ত আছে। এইস্থলে তল্লিঙ্গ আছে কি না? তাহাই বিচার করা যাইতেছে। যদি বলি জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যাদিই গ্রহণ করা যায়, যেহেতু ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, অন্ধকার ও জ্যোতিঃ এই শব্দদ্বয়ই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থাৎ বিরোধী। যাহা চক্ষুর বৃত্তি নিরোধক, তাহাকে অন্ধকার বলা যায় এবং যাহা চক্ষুর সহকারী, অর্থাৎ আদিত্যাদি, তাহাই জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিই দীপ্তি পাইয়া থাকে; সুতরাং এই শ্রুতিও আদিত্যাদিবিষয়, ইহাই প্রসিদ্ধ। পরন্তু

শ্রুতিমর্হতি। কিঞ্চ দ্যুমর্য্যাদত্বশ্রুতেশ্চ ন হি চরাচরবীজস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকস্য দ্যৌর্ম্মর্য্যাদা যুক্তা কার্য্যস্য তু জ্যোতিষঃ পরিচ্ছিন্নস্য দ্যৌর্ম্মর্য্যাদা স্যাৎ পরো দিবো জ্যোতিরিতি চ ব্রাহ্মণং।

ননু কার্য্যস্যাপি জ্যোতিষঃ সর্ব্বত্র গম্যমানত্বাৎ দ্যুমর্য্যাদাবত্ত্বমসমঞ্জসং অস্তু তর্হ্যত্রিবৃৎকৃতং তেজঃ প্রথমজং। ন অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি। ইদমেব প্রয়োজনং যদুপাস্যত্বমিতি চেৎ ন অন্যান্তরপ্রযুক্তস্যৈবাদিত্যাদেরুপাস্যত্বদর্শনাৎ। "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি চাবিশেষশ্রুতেঃ। ন চাত্রিবৃৎকৃতস্যাপি তেজসো দ্যুমর্য্যাদত্বং প্রসিদ্ধং অস্তু তর্হি ত্রিবৃৎকৃতমেব তত্তেজো জ্যোতিঃ শব্দম্। নন্মুক্তমর্ব্বাগপি দিবোঽবগম্যতেঽগ্ন্যাদিকং জ্যোতিরিতি নৈষ দোষঃ সর্ব্বত্রাপি গম্যমানস্য জ্যোতিষঃ পরো দিব ইতি উপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষপরিগ্রহো ন বিরুধ্যতে ন তু নিষ্প্রদেশস্যাপি ব্রহ্মণঃ প্রদেশবিশেষ-

---

উপাধিবিহীন ব্রহ্ম কখনও দীপ্তি পাইতে পারে না, এইরূপ মুখ্যশ্রুতি আছে; আর জ্যোতির স্বর্গগতত্বরূপ মর্য্যাদাশ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু চরাচরের কারণীভূত সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের স্বর্গমর্য্যাদাযুক্ত হয় না। কার্য্যভূত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিরই স্বর্গমর্য্যাদা সম্ভব হয়। "পরো দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মজ্যোতিই জানা যাইতেছে।

যদিও কার্য্যভূত জ্যোতির সর্ব্বত্র গম্যমানত্বহেতু স্বর্গমর্য্যাদার অসামঞ্জস্য হয়, হউক, তথাপি অত্রিবৃৎকৃত তেজই প্রথমজ হইতেছে, তাহা নহে, কারণ অত্রিবৃৎকৃততেজের প্রয়োজন নাই। যদি বলি, উপাস্যত্বই প্রয়োজন, তাহা নহে, যেহেতু প্রয়োজনান্তরপ্রযুক্ত আদিত্যাদিরই উপাস্যত্ব দর্শন আছে। বিশেষতঃ "তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" এইরূপ বিশেষ শ্রুতি আছে। অত্রিবৃৎকৃত তেজই জ্যোতিঃশব্দবাচ্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অগ্ন্যাদিই জ্যোতিঃ, কিন্তু এই দোষ হইতে পারে না, যেহেতু সর্ব্বত্র গম্যমান জ্যোতির "পরো দিব" এই বিশেষণ উপাসনার্থ জানিতে হইবে; সুতরাং তাহার প্রদেশবিশেষে গমন বিরুদ্ধ নহে এবং অবয়ব

কল্পনা ভাগিনী। "সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু" ইতি চাধার-বহুত্বশ্রুতিঃ কার্য্য জ্যোতিষি উপপদ্যতেতরাং "ইদং বাব তদ্‌যদিদমস্মি-ন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ" ইতি চ কৌক্ষেয়ে জ্যোতিষি পরং জ্যোতিরধ্যস্য-মানং দৃশ্যতে। সারূপ্যনিমিত্তাশ্চাধ্যাসা ভবন্তি যথা "তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষর" ইতি। কৌক্ষেয়স্য তু জ্যোতিষঃ প্রসিদ্ধমব্রহ্মত্বং "তস্যৈষা দৃষ্টিস্তস্যৈষা শ্রুতিঃ" ইতি চৌষ্ণ্যঘোষবিশিষ্টত্ব-শ্রবণাৎ "তদেতৎ দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত" ইতি চ শ্রুতেশ্চক্ষুষ্যশ্চ শ্রুতো ভবতীতি য এবং বেদেতি চাল্পফলশ্রবণাদব্রহ্মত্বং মহতে হি ফলায় ব্রহ্মো-পাসনমিষ্যতে। ন চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্ববাক্যে প্রাণাকাশবজ্জ্যোতিষো ঽস্তি ব্রহ্মলিঙ্গং। ন চ পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টমস্তি "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতম্" ইতি ছন্দোনির্দ্দেশাৎ। অথাপি কথঞ্চিৎ পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং স্যাৎ এবমপি ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞানমস্তি তত্র হি

বিহীন ব্রহ্মেরও বিশেষ কল্পনা অসম্ভব। আর "সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষত্তনুমেষূত্ত-মেষু লোকেষু" এই শ্রুতিতে যে তেজের আধারের বহুত্বশ্রুতি আছে, তাহাও কার্য্যভূত জ্যোতিতে উপপন্ন জানিবে। "ইদং বাব তদ্যদিদম-স্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" এই শ্রুতিও বুদ্ধিগত জোতিতে পরম জ্যোতির অধ্যাস দৃষ্ট হয়। এইস্থলে যাহা সারূপ্যের নিমিত্ত, তাহাই অধ্যাস। "তস্য ভূরিতি শির একং শির এক মেতদক্ষরং" এই শ্রুতিতে উক্ত অধ্যাস প্রকটীকৃত হইয়াছে, বিশেষত কুক্ষিগত জ্যোতির অব্রহ্মত্ব প্রসিদ্ধই আছে। আর "তাহার এই চক্ষু তাহার এই কর্ণ" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের উষ্ণতা ও শব্দাদিবিশিষ্টত্বের শ্রবণ আছে। "তদেতৎ দৃষ্টং শ্রুতঞ্চে ত্যুপাসীত" এই শ্রুতিতে চক্ষুষ্য শ্রুত হইতেছে। "য এবং বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অল্প ফল শ্রবণ জানা যায়, কিন্তু মহৎফলের নিমিত্তই ব্রহ্মোপাসনা ইচ্ছা করে। পরন্তু স্বীয় বাক্যেও প্রাণ ও আকাশের ন্যায় জ্যোতির অন্য ব্রহ্মলিঙ্গ কিছুই নাই এবং পূর্ব্ববাক্যেও ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন না। বিশেষত "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং" এই শ্রুতিতে ছন্দোনির্দ্দেশ আছে। তথাপি যে কোনরূপেই পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হয়েন, এইরূপ তাহার প্রত্যভি-

ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ইতি দ্যৌরধিকরণত্বেন শ্রূয়তে অত্র পুনঃ "পরো দিবো জ্যোতিঃ" ইতি দ্যৌর্ম্মর্য্যাদাত্বেন। তস্মাৎ প্রাকৃতং জ্যোতিরিহ গ্রাহ্যমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ জ্যোতিরিহ ব্রহ্ম গ্রাহ্যং। কুতঃ চরণাভিধানাৎ পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বস্মিন্ হি বাক্যে চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যনেন মন্ত্রেণ। তত্র যচ্চতুষ্পাদো ব্রহ্মণস্ত্রিপাদমৃতং দ্যুসম্বন্ধিরূপং নির্দ্দিষ্টং তদেবেহ দ্যুসম্বন্ধাৎ নির্দ্দিষ্টমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তং পরিত্যজ্য প্রাকৃতং জ্যোতিঃ কল্পয়তঃ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যেয়াতাং। ন কেবলং জ্যোতির্ব্বাক্য এব ব্রহ্মানুবৃত্তিঃ পরস্যামপি হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামনুবর্ত্তিষ্যতে ব্রহ্ম। তস্মাদিহ জ্যোতিরিতি ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্।

যত্তূক্তং "জ্যোতির্দ্দীপ্যত" ইতি চ এতৌ শব্দৌ কার্য্যে জ্যোতিষি প্রসিদ্ধাবিতি নায়ং দোষঃ প্রকরণাৎ। ব্রহ্মাবগমে সত্যনয়োঃ শব্দ-

---

স্থান নাই, কিন্তু "ত্রিপাদস্যামৃতং দেবি" এই শ্রুতিতে স্বর্গই অধিকরণ, এইরূপ শ্রুত আছে। অতএব প্রকৃত জ্যোতিই গ্রাহ্য, এইরূপ সিদ্ধান্তে বলিতেছি, জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মই গ্রাহ্য, যেহেতু তাহার পাদাভিধান আছে। পূর্ব্ববাক্যেও চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। "আর এই সমুদায়ই তাঁহার মহিমা, অতএব তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সকল ভূতই তাঁহার পাদ, তিনিই ত্রিপাদ এবং অমৃত, এই মন্ত্রার্থে চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্মের ত্রিপাদ ও স্বর্গসম্বন্ধিত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা জানা যায়। ইহা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জ্যোতিঃকল্পনা করিলে প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃত প্রক্রিয়াপ্রসঙ্গ হয়। কিন্তু কেবল জ্যোতির্ব্বাক্যই ব্রহ্মানুবৃত্তি নহে, পরবর্ত্তী শাণ্ডিল্য বিদ্যায়ও ব্রহ্ম অনুবৃত্ত হইবেন। অতএব এইস্থলে ব্রহ্মই জ্যোতিঃ, ইহা জানিতে হয়।

আর জ্যোতিঃ ও দীপ্তি, এই দুই শব্দ যে উক্ত আছে, তাহাতেও উক্ত শব্দদ্বয় কার্য্যভূত জ্যোতিতে প্রসিদ্ধ জানিবে। প্রকরণবশত এই দোষও হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মাবগতি হইলে উক্ত শব্দদ্বয়ের কোন বিশেষ

য়োরবিশেষকত্বাৎ দীপ্যমানকার্য্যজ্যোতিরুপলক্ষিতে ব্রহ্মণ্যপি প্রয়োগসম্ভবাৎ। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ। যদ্বা নায়ং জ্যোতিঃশব্দশ্চক্ষুর্বৃত্তেরেবানুগ্রাহকে তেজসি বর্ত্ততে। অন্যত্রাপি প্রয়োগদর্শনাৎ "বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে মনোজ্যোতির্জ্জুষতাং" ইতি চ। তস্মাদ্যদ্যৎ কস্য চিদবভাসকং তত্তজ্জ্যোতিঃশব্দেনাভিধীয়তে। তথা সতি ব্রহ্মণোঽপি চৈতন্যরূপস্য সমস্তজগদবভাসহেতুত্বাদুপপন্নো জ্যোতিঃশব্দঃ। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে অমৃতং" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। যদপ্যুক্তং দ্যুমর্য্যাদত্বং সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণো নোপপদ্যত ইতি অত্রোচ্যতে সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষপরিগ্রহো ন বিরুধ্যতে। নন্নূক্তং নিষ্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশবিশেষকল্পনা নোপপদ্যত ইতি। নায়ং দোষঃ নিষ্প্রদেশস্যাপি ব্রহ্মণ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ প্রদেশবিশেষকল্পনোপপত্তেঃ।

থাকে না। দীপ্যমান কার্য্যভূত জ্যোতিদ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মেতে উক্ত প্রয়োগসম্ভব আছে। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" এই মন্ত্রবর্ণেও উহা উপপন্ন আছে। পক্ষান্তরে এই জ্যোতিঃশব্দ চক্ষুর বৃত্তির অনুকূল তেজেতে বৃত্তি হয় না, যেহেতু অন্যত্র, অর্থাৎ "বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে মনোজ্যোতির্জ্জুষতাং" এই শ্রুতিতে ইহার প্রয়োগ দর্শন আছে, অতএব যাহা যাহা কাহারও অবভাসক হয়, সেই সেই পদার্থই জ্যোতিঃশব্দে কথিত হয়। এইরূপ হইলেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত জগতের অবভাসকহেতুপ্রযুক্ত, তাহাতেই জ্যোতিঃশব্দ উপপন্ন হইতেছে। "তিনি প্রকাশ পাইলেই সকল প্রকাশিত হয় এবং তাহারই দীপ্তিতে সকল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে" এবং "তিনিই জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহেও জ্যোতিঃশব্দের বাচ্য ব্রহ্ম, ইহাই জানা যায়। আর সর্ব্বগত ব্রহ্মের স্বর্গমর্য্যাদা নাই বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বগত ব্রহ্মেরও উপাসনার্থ দেশবিশেষ পরিগ্রহ বিরুদ্ধ হয় না। বাস্তবিক ব্রহ্মের কোন দেশসম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাঁহার দেশবিশেষকল্পনা উপপন্ন হইতেছে না। তাহা নহে, কারণ ব্রহ্মের কোন দেশসম্বন্ধ না থাকিলেও উপাধিবিশেষসম্বন্ধহেতু

তথা হ্যাদিত্যে চক্ষুষি হৃদয়ে ইতি প্রদেশবিশেষসম্বন্ধীনি ব্রহ্মণ উপাসনানি শ্রূয়ন্তে এতেন বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বিত্যাধারবহুত্বমুপপাদিতম্। যদপ্যেতদুক্তং ঔষ্ণ্যঘোষাভ্যামনুমিতে কৌক্ষেয়ে কার্য্যে জ্যোতিষ্যধ্যস্যমানত্বাৎ পরমপি দিবঃ কার্য্যং জ্যোতিরেবেতি তদপ্যযুক্তং পরস্যাপি ব্রহ্মণো নামাদিপ্রতীকত্ববৎ কৌক্ষেয়জ্যোতিঃপ্রতীকত্বোপপত্তেঃ। দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চ "শত উপাসীত" ইতি তু প্রতীকদ্বারকং দৃষ্টত্বং শ্রুতত্বঞ্চ ভবিষ্যতি। যদপ্যল্পফলশ্রবণান্ন ব্রহ্মেতি তদপ্যনুপপন্নম্। ন হি ইয়তে ফলায় ব্রহ্মাশ্রয়ণীয়মিয়তে নেতি নিয়মে হেতুরস্তি।

যত্র হি নিরস্তসর্ব্ববিশেষসম্বন্ধং পরং ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদিশ্যতে তত্রৈকরূপমেব ফলং মোক্ষ ইত্যবগম্যতে। যত্র তু গুণবিশেষসম্বন্ধং প্রতীকবিশেষসম্বন্ধং বা ব্রহ্মোপদিশ্যতে তত্র সংসারগোচরাণ্যেবোচ্চাবচানি ফলানি দৃশ্যন্তে "অন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ" ইত্যাদ্যাসু শ্রুতিষু। যদ্যপি ন স্ববাক্যে কিঞ্চিজ্জ্যোতিষো ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি তথাপি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে দৃশ্যমানং গৃহীতব্যং ভবতি। তদুক্তং সূত্রকারেণ

প্রদেশবিশেষকল্পনার উপপত্তি হইতে পারে এবং আদিত্য, চক্ষু ও হৃদয় প্রভৃতি প্রদেশবিশেষে ব্রহ্মের উপাসনা শ্রুত হয়, অতএব 'বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের আধারবহুত্ব উপপন্ন হইল। আর যে উক্ত হইয়াছে, উষ্ণতা ও শব্দদ্বারা অনুমিত কার্য্যভূত কুক্ষিগত জ্যোতিতে অধ্যাস হয় বলিয়া পরম জ্যোতিও কার্য্যভূত, তাহা অযুক্ত, কারণ পরব্রহ্মের নামাদি কল্পনার ন্যায় কুক্ষিগত জ্যোতিঃকল্পনার উপপত্তি আছে; সুতরাং অল্পফলহেতু ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নহেন, এইমতও অনুপপন্ন হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার বিশেষসম্বন্ধরহিত ব্রহ্মের যে আত্মরূপে উপাসনা উপদিষ্ট হয়, তাহাতেও ফলের তুল্যতা, অর্থাৎ এক মোক্ষফলই জানযায়, আর যে গুণবিশেষসম্বন্ধ ও দেশবিশেষসম্বন্ধরূপে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ আছে, তাহাতে সাংসারিক উচ্চ ফল দৃষ্ট হয়। "অন্নদাতা ও ধনদাতা ব্যক্তি ধনলাভ করে" ইত্যাদি শ্রুতিতেই উহা প্রসিদ্ধ আছে। যদিও

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদা-
ত্তথাহি দর্শনং ॥ ২৫ ॥

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিতি। কথং পুনঃ বাক্যান্তরগতেন ব্রহ্মসন্নিধানেন জ্যোতিঃ শ্রুতিঃ স্ববিষয়াৎ প্রচাব্য শক্যা ব্যাবর্ত্তয়িতুং। নৈষ দোষঃ "যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ" ইতি প্রথমতরপঠিতেন যচ্ছব্দেন সর্ব্ব নাম্না দ্যুসম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানে পূর্ব্ববাক্যনির্দ্দিষ্টে ব্রহ্মণি স্বসামর্থ্যেন পরামৃষ্টে সতি অর্থাজ্জ্যোতিঃশব্দস্যাপি ব্রহ্মবিষয়ত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদিহ জ্যোতিরিতি ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

অথ যদুক্তং পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে ন ব্রহ্মাভিহিতমস্তি "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ইতি গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসোঽভিহিতত্বাদিতি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। কথং পুনশ্ছন্দোঽভিধানান্ন ব্রহ্মাভিহিতমিতি শক্যতে বক্তুং যাবতা "তাবানস্য মহিমা" ইত্যেতস্যামৃচি চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম দর্শিতং।

স্বীয় বাক্যে ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপত্ববিষয়ে কোন কারণ প্রদর্শিত না থাকুক, তথাপি পূর্ব্ববাক্যের প্রদর্শিত কারণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাই সূত্রকার বলিয়াছেন, "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।" এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, কিরূপে বাক্যান্তরগত ব্রহ্মসন্নিধানদ্বারা জ্যোতিঃ প্রতিপাদক শ্রুতিকে স্ববিষয় হইতে ব্যাবৃত্তি করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ "যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিঃ" এই শ্রুতিতে প্রথম পরিপঠিত যৎ শব্দদ্বারা স্বর্গসম্বন্ধহেতু পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞান হইলে স্বীয় সামর্থ্যদ্বারাই জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মবিষয়তার উপপত্তি হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মই জ্যোতিঃস্বরূপ, ইহা জানিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

উক্ত হইয়াছে যে, সকল বাক্যে ব্রহ্ম অভিহিত হয়েন না, কারণ "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে গায়ত্রীনামক ছন্দ অভিহিত হইতেছে। এইক্ষণ ইহার পরিহার কর্ত্তব্য। বল দেখি,—গায়ত্রীশব্দ ছন্দঃপ্রতিবোধক হইল বলিয়া তাহা ব্রহ্মবোধক হয় না কেন? যেহেতু

নৈতদস্তি "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" ইতি গায়ত্রীমুপক্রম্য তামেব ভূত-পৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্প্রাণপ্রভেদৈর্ব্ব্যাখ্যায় "সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী" তদেতদৃচাভ্যনূক্তং "তাবানস্য মহিমা" ইতি তস্যামেব ব্যাখ্যাত-রূপায়াং গায়ত্র্যামুদাহৃতো মন্ত্রঃ কথমকস্মাদ্ব্রহ্মচতুষ্পাদভিদধ্যাৎ। যোঽপি তত্র "যদ্বৈ তৎ ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মশব্দঃ সোঽপি ছন্দসঃ প্রকৃতত্বাৎ ছন্দোবিষয় এব। "য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" ইত্যত্র হি বেদোপনিষদমিতি ব্যাচক্ষতে। তস্মাচ্ছন্দোঽভিধানান্ন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্ব-মিতি চেৎ। নৈষ দোষঃ তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ তথা গায়ত্র্যাখ্যছন্দো-দ্বারেণ তদনুগতে ব্রহ্মণি চেতসোঽর্পণং চিত্তসমাধানমনেন ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" ইতি। ন হ্যক্ষরসন্নিবেশমাত্রায়া গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বাত্মকত্বং সম্ভবতি। তস্মাদ্যদ্গায়ত্র্যাখ্যবিকারেঽনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টং "তদিদং সর্ব্বং" ইত্যুচ্যতে। যথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইতি। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ। তদ-

---

"তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদি শ্রুতিতে গায়ত্রী উপক্রমে সেই গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, বাক্য ও প্রাণাদিভেদে ব্যাখ্যা করিয়া সেই চতুষ্পদা গায়ত্রীই ষড়্বিধ, ইহাই "তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাত গায়ত্রীতেই মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে; সুতরাং কিরূপে চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম অভিহিত হইতে পারেন। "যদ্বৈতদ্-ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্মশব্দ, তাহাও ছন্দের প্রকৃতত্বহেতু ছন্দোবিষয় জানিবে। এইক্ষণ যদি বল,—"য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" এই বাক্যে বেদোপনিষদ এইরূপ ব্যাখ্যা করে, অতএব ছন্দোঽভিধানহেতু ব্রহ্মের প্রকৃতত্ব নাই, তাহা নহে। কারণ তাহাতে চিত্তের অর্পণ কথন আছে এবং গায়ত্রীনামক ছন্দদ্বারা তদনুগত ব্রহ্মেতে যে চিত্ত সমাধান তাহাও "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" এই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বাক্যেই কথিত হয়। বাস্তবিক অক্ষরসন্নিবেশস্বরূপা গায়ত্রীর সর্ব্বাত্মকত্ব সম্ভবে না, অতএব গায়ত্রীনামক বিকারে অনুগত জগৎকারণ ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই নিমিত্তই "তদিদং সর্ব্বং" ইহা কথিত হয়। যেমন এই সকলই ব্রহ্ম

নগুত্বমারস্তুণশব্দাদিভ্য ইত্যত্র তথান্যত্রাপি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃশ্যতে "এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে এতমগ্নাবধ্বর্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ" ইতি। তস্মাদস্তি ছন্দোঽভিধানেঽপি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তদেবং জ্যোতির্ব্বাক্যেঽপি পরামৃশ্যতে উপাসনান্তর-বিধানায়। অপর আহ সাক্ষাদেব গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে সংখ্যাসামান্যাৎ যথা গায়ত্রী চতুষ্পদা ষড়ক্ষরৈঃ পাদৈস্তথা ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ। তথান্যত্রাপি ছন্দোঽভিধায়ী শব্দোঽর্থান্তরে সংখ্যাসাম্যাৎ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। তদ্‌যথা "তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশসন্তঃ তৎকৃত" ইত্যুপক্রম্যাহ "সৈষা বিরাড়ন্নাদ" ইতি। অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মৈবাভি-হিতমিতি ন ছন্দোঽভিধানং সর্ব্বথাপ্যস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্মেতি ॥ ২৫ ॥

এবং তিনিই কার্য্যকারণের অব্যতিরিক্তরূপে বর্ত্তমান, সেইরূপ অন্যত্রও বিকারদ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা দৃষ্ট হইবে। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, এই ব্রহ্মকেই ঋগ্বেদীয়েরা মহাশাস্ত্রে মীমাংসা করিয়াছেন, এই পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকেই যজুর্ব্বেদীয়েরা অগ্নিতে উপাসনা করে এবং এই পরমাত্মাকেই সামবেদীয়েরা যজ্ঞাদি মহাব্রতে গান করিয়া থাকে। অতএব ছন্দো-ভিধান পূর্ব্ববাক্যেও ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তবে এখন উপাসনান্তর বিধানার্থ জ্যোতির্ব্বাক্যও পরামৃষ্ট হইল। অন্য কেহ বলেন, গায়ত্রীশব্দে সাক্ষাৎ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন, যেমন গায়ত্রী ষড়ক্ষরবিশিষ্ট পাদদ্বারা গায়ত্রী চতুষ্পদা, সেইরূপ ব্রহ্মও চতুষ্পাদ এবং অন্যত্রও সংখ্যা সামান্যহেতু ছন্দোঽভিধায়ী শব্দ অর্থান্তরে প্রযুজ্যমান দেখা যায়। তাহা এই—"তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশসন্তঃ তৎকৃতঃ" এই উপক্রমে "তে বা বিরাড়ন্নাদ" ইত্যাদি বহুবহু শ্রুতিতেই ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই ছন্দোঽভিধান নাই, অতএব পূর্ব্ববাক্যেও ব্রহ্মই অভিহিত। ২৫।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬ ॥

ইতশ্চৈবমভ্যুপগন্তব্যমস্তি। পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্মেতি যতো ভূতাদীন্ পাদান্ ব্যপদিশতি। ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়ানি হি নির্দ্দিশ্যাহ "সৈষা চতুষ্পদা ষড়বিধা গায়ত্রীতি।" ন হি ব্রহ্মাশ্রয়েণ কেবলস্য ছন্দসো ভূতাদয়ঃ পাদা উপপদ্যন্তে অপি চ ব্রহ্মানাশ্রয়ণেনেয়মৃক্ সম্বধ্যেত 'তাবানস্য মহিমা" ইতি। অনয়া হি ঋচা স্বরসেন ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইতি সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ পুরুষসূক্তেঽপীয়মৃক্ ব্রহ্মপরতয়ৈব সমাম্নায়তে। স্মৃতিশ্চ ব্রহ্মণ এবং রূপতাং দর্শয়তি "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি "যদ্বৈতদ্ব্রহ্ম" ইতি চ নির্দ্দেশঃ। এবং সতি মুখ্যার্থ উপপদ্যতে। "তে বা এতে পঞ্চব্রহ্মপুরুষাঃ" ইতি চ "হৃদয়সুষিরেষু ব্রহ্মপুরুষঃ" ইতি শ্রুতিঃ ব্রহ্মসম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি। তস্মাদস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম। তদেব ব্রহ্মজ্যোতির্ব্বাক্যে দ্যুসম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানং পরামৃশ্যত ইতি স্থিতম্। ২৬ ॥

অতঃপর ইহাই জানিতে হইবে যে, পূর্ব্ববাক্যে প্রকৃত ব্রহ্ম এইরূপ বলিয়া ভূতাদিপাদসকল কহিয়াছেন, অর্থাৎ ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই সকল নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, তাহাই এই চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী। ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে কেবল ছন্দের ভূতাদিপাদ উপপন্ন হয় না। আর ব্রহ্মকে আশ্রয় না করিলেও উক্ত শ্রুতির সঙ্গতি হয় না। "তাবানস্য মহিমা" এই শ্রুতিদ্বারা স্বারসিকরূপেই ব্রহ্ম অভিহিত হইতেছেন। যেহেতু "পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদং স্যামৃতং দিবি" এই শ্রুতিতে তাহার সর্ব্বাত্মকত্বের উপপত্তি আছে। পুরুষসূক্তেও এই শ্রুতি সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মপর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদি গীতাবাক্যও ব্রহ্মের একরূপতা প্রদর্শন করিতেছে। "যদ্বৈতদ্ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতেও এক ব্রহ্মনির্দ্দেশ আছে, এইরূপ হইলেই মুখ্যার্থের উপপত্তি হইতে পারে। আর "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্ম

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

যদপ্যেতদুক্তং পূর্ব্বত্র ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি সপ্তম্যা দ্যৌরাধারত্বে-নোপদিষ্টা ইহ পুনরথ যদতঃ পরো দিব ইতি পঞ্চম্যামর্য্যাদাত্বেন তস্মা-দুপদেশভেদাৎ ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞানমস্তীতি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রো-চ্যতে নায়ং দোষ উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ উভয়স্মিন্নপি সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে চোপদেশেন প্রত্যভিজ্ঞানং বিরুধ্যতে। যথা লোকে বৃক্ষাগ্রেণ সম্বদ্ধো-ঽপি শ্যেন উভয়থোপদিশ্যমানো দৃশ্যতে বৃক্ষাগ্রে শ্যেনো বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেন ইতি চ এবং দিব্যেব সৎ ব্রহ্ম দিবঃ পরমিত্যুপদিশ্যতে। অপর আহ যথা লোকে বৃক্ষাগ্রেণাসম্বদ্ধোঽপি শ্যেন উভয়থোপদিশ্যমানো দৃশ্যতে বৃক্ষাগ্রে শ্যেনো বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেন ইতি চ এবং চ দিবঃ প।

পুরুষাঃ" এবং "হৃদয়শুষিরেষু ব্রহ্মপুরুষঃ" এই সকল শ্রুতিরও ব্রহ্মসম্বন্ধ বিবক্ষা করিলেই সুসঙ্গতি হইতে পারে। অতএব পূর্ব্ববাক্যে প্রকৃত ব্রহ্মই অভিহিত হয়েন ॥ ২৬ ॥

আর ইহাও উক্ত আছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী "ত্রিপাদাস্যামৃতং দিবি" এই শ্রুতিতে দিব্‌শব্দে সপ্তমী বিভক্তিদ্বারা স্বর্গের আধারত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এইক্ষণ "অথ যদতঃ পরো দিবঃ" এই শ্রুতিতে দিব্‌শব্দে পঞ্চমীবিভক্তি নির্দ্দেশদ্বারা মর্য্যাদা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব উপদেশভেদবশতঃ এখন তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে না ; সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি-হার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বলিতেছেন, কোন বিরোধ নাই বলিয়া উক্ত দোষ হইতে পারে না, অর্থাৎ উক্ত উভয় শ্রুতিতেই সপ্তম্যন্ত ও পঞ্চম্যন্ত রূপে এক ব্রহ্মেরই উপদেশ হইয়াছে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞানের বিরোধ নাই। যেমন বৃক্ষাগ্রে শ্যেন থাকিলে তাহাকে উভয়রূপে উপদেশ করা যায়, অর্থাৎ বৃক্ষাগ্রে শ্যেন আছে এবং বৃক্ষাগ্র হইতে শ্যেন, এইস্থলে একই শ্যেন বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ স্বর্গেতে ব্রহ্ম এবং স্বর্গ হইতে ব্রহ্ম, এস্থলেও একই ব্রহ্মের উপদেশ জানা যায়। অন্য কেহ বলেন যে যেমন বৃক্ষাগ্রের সহিত অসম্বদ্ধ হইয়া শ্যেন উভয়থা উপদিষ্ট হয়, অর্থাৎ

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

মপি সৎ ব্রহ্ম দিবীত্যুপদিশ্যতে। তস্মাদস্তি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণ ইহ প্রত্যভিজ্ঞানং। অতঃ পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭॥

অস্তি কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদীন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকা "প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ" ইত্যারভ্যাম্নাতা। তস্যাং শ্রূয়তে "স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব" ইতি তথোত্তরত্রাপি "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি তথা "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইতি অন্তে চ "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ কিমিহ প্রাণশব্দেন বায়ুমাত্রমভিধীয়তে উত

বৃক্ষাগ্রে শ্যেন এবং বৃক্ষাগ্রের পরবর্ত্তী শ্যেন, এইরূপে এক শ্যেনই প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ স্বর্গের পরবর্ত্তী ব্রহ্ম স্বর্গতে আছেন, এইরূপ উপদেশ হইতে পারে, অতএব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের এইক্ষণ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে কোন বাধা দেখা যায় না; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে পরব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥

কৌষাতকিব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনোপাখ্যানে কথিত আছে যে, দিবোদাসতনয় রাজা প্রতর্দ্দন যুদ্ধার্থ পুরুষকার-সহকারে ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন। দেবরাজ তাহার অসীম বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন,—প্রতর্দ্দন! তুমি বর গ্রহণ কর, তখন প্রতর্দ্দন সুররাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—সুরপতে! যে বর মর্ত্ত্যগণের পক্ষে হিতজ্ঞানকর, তুমি স্বয়ং বিবেচনা করিয়া সেই বর আমাকে প্রদান কর। অনন্তর ইন্দ্র কহিলেন,—আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা, এইরূপ জ্ঞানে আমার উপাসনা কর। আর শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, সেই প্রাণেই এই শরীর গ্রহণ করিয়া উত্থাপন করে। অন্য শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দময় এবং অমৃত। এইরূপ সংশয় হইতেছে যে, প্রাণশব্দে কি কেবল বায়ুই কথিত হয়? অথবা

দেবতাত্মা উত জীবঃ অথবা পরং ব্রহ্মেতি। নন্বত এব প্রাণ ইত্যত্র বর্ণিতং প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বমিহাপি চ ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি "আনন্দোজরোঽমৃত" ইত্যাদি কথমিহ পুনঃ সংশয়ঃ সম্ভবতি। অনেকলিঙ্গদর্শনাদিতি ব্রূমঃ। ন কেবলমিহ ব্রহ্মলিঙ্গমেবোপলভ্যতে সন্তি হি ইতরলিঙ্গান্যপি। "মামেব বিজানীহি" ইতীন্দ্রস্য বচনং দেবতাত্মলিঙ্গমিদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি প্রাণলিঙ্গম্। ন বা বিজীজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদি জীব লিঙ্গং অত উপপন্নঃ সংশয়ঃ। তত্র প্রসিদ্ধো বায়ুঃ প্রাণ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে প্রাণশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং। কুতঃ তথানুগমাৎ তথা হি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে বাক্যে পদার্থানাং সমন্বয়ো ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর উপলভ্যতে উপক্রমে তাবৎ বরং বৃণীষ্বেতীন্দ্রেণোক্তঃ। প্রতর্দনঃ পরমং পুরুষার্থং বরমুপচিক্ষেপ 'ত্বমেব মে বৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিত

দেবতাত্মা, কিম্বা জীব বা পরব্রহ্ম? যদিও প্রাণশব্দের ব্রহ্মপরত্বই বর্ণিত আছে এবং এইস্থলে কারণও আছে, অর্থাৎ "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণশব্দের ব্রহ্মবাচকতাই প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং কিরূপে সংশয় সম্ভব হইতে পারে। এইক্ষণ ইহাও বলিতে পারি যে, যেমন প্রাণশব্দের ব্রহ্মবাচকতাতে কারণ আছে, সেইরূপ অন্যান্যার্থেও কারণ আছে, কেবল ব্রহ্মবাচকতাতে কারণ আছে, এমত নহে, অন্যান্য কারণও দেখা যায়। যথা;—"মামেব বিজানীহি" এই ইন্দ্র বচনে প্রাণের দেবতাত্মকত্ব অর্থ জানা যায়, "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" এই বাক্যও প্রাণরূপ অর্থের কারণ "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" এই শ্রুতিই প্রাণের জীববাচকতার প্রমাণ, অতএব সংশয় উপপন্ন হইতেছে। এইক্ষণ যদিও প্রাণশব্দে বায়ুই বুঝাইতেছে, ইহা প্রসিদ্ধ হউক, তথাপি প্রাণশব্দ ব্রহ্মবাচক, ইহাই জানিতে হইবে। যেহেতু ব্রহ্মবিষয়েই প্রাণশব্দের অনুগম আছে, অর্থাৎ বাক্যের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া পদার্থ সমন্বয় করিয়া দেখিলে উহা ব্রহ্ম প্রতিপাদনপর বলিয়া জানা যাইবে। উপসংহারে জানা যাইতেছে যে, "বরগ্রহণ কর" এইরূপ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতর্দ্দন তাহাতে পরমপুরুষার্থ বরের

তমং মন্যসে” ইতি। তস্মৈ হিততমত্বেনোপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং পরমাত্মা ন স্যাৎ। ন হ্যন্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাৎ হিততমপ্রাপ্তিরস্তি “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথা “স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়তে ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া” ইত্যাদি চ ব্রহ্মপরিগ্রহে ঘটতে ব্রহ্মবিজ্ঞানে হি সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ঃ প্রসিদ্ধঃ “ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” ইত্যাদ্যাসু শ্রুতিষু প্রজ্ঞাত্মত্বঞ্চ ব্রহ্মপক্ষ এবোপপদ্যতে। ন হ্যচেতনস্য বায়োঃ প্রজ্ঞাত্মত্বং সম্ভবতি। তথোপসংহারেঽপি “আনন্দোঽজরোঽমৃত” ইত্যানন্দত্বাদীনি ন ব্রহ্মণোঽন্যত্র সম্যক্ সম্ভবন্তি “স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি ন এবাসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ানেষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি” তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ উ এবাসাধুকর্ম্মকারয়তি। তং

অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলেন যে, তুমি যে বর, মনুষ্য জন্মের হিতকর বলিয়া জ্ঞান কর, সেই বর আমাকে প্রদান কর। আর যখন প্রাণই সেই প্রতর্দ্দনের হিততম বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছে, তখন প্রাণ পরমাত্মস্বরূপ হইবে না কেন? পরমাত্মজ্ঞানব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয়েও হিততমপ্রাপ্তি হয় না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, তদ্ভিন্ন মৃত্যুর অতিক্রমণে আর পন্থা নাই। ইত্যাদি শ্রুতিতেই আত্মজ্ঞান পরম-হিতসাধন, ইহা জানা যায়। আর ভগবান্ বলিয়াছেন,—যে আমাকে জানে, তাহাকে কোন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, অর্থাৎ চৌর্য্য কিম্বা ভ্রূণহত্যা করিলেও সেই পাপে পতিত হয় না, ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অতএব জানা যায় যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় পায়, আর “সেই পরাৎপর পরমাত্মসাক্ষাৎকার হইলে সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রজ্ঞাত্মা ব্রহ্মই উপপন্ন হইতেছেন, কিন্তু অচেতনবায়ুর প্রজ্ঞাত্মত্ব সম্ভব হয় না। বাস্তবিক “আনন্দোঽজরোঽমৃত” ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত আনন্দাদি ব্রহ্মের অন্যত্র সম্যক্ সম্ভব নাই। আর “তিনি সৎকর্ম্মদ্বারা প্রধান হয়েন না এবং অসৎকর্ম্মদ্বারা নীচ হয়েন না, কিন্তু তিনি

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্ ॥ ২৯॥

যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধোনিনীষতে" ইতি "এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিরেষ লোকেশ" ইতি চ। সর্ব্বমেতৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যাশ্রীয়মাণে অনুগন্তুং শক্যতে ন মুখ্যে প্রাণে তস্মাৎ প্রাণো ব্রহ্ম ॥ ২৮ ॥

যদুক্তং প্রাণো ব্রহ্মেতি তদাক্ষিপ্যতে ন পরং ব্রহ্ম প্রাণশব্দং। কস্মাৎ বক্তুরাত্মোপদেশাৎ বক্তা হীন্দ্রো নাম কশ্চিদ্বিগ্রহবান্ দেবতাবিশেষঃ স্বমাত্মানং প্রতর্দ্দনায়াচচক্ষে "মামেব বিজানীহি" ইত্যুপক্রম্য "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যহঙ্কারবাদেন স এষ বক্তুরাত্মত্বেনোপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং ব্রহ্ম স্যাৎ। ন হি ব্রহ্মণো বক্তৃত্বং সম্ভবতি "অবাগমনাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তথা বিগ্রহসম্বন্ধিভিরেব ব্রহ্মণ্যসম্ভবদ্ভির্দ্ধর্ম্মৈরাত্মানং তুষ্টাব "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনং অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রায়চ্ছং" ইত্যেবমাদিভিঃ। প্রাণত্বঞ্চেন্দ্রস্য বলবত্ত্বাদুপপদ্যতে "প্রাণো বৈ বলং" ইতি হি

সংকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, পরন্তু যাহাকে ঊর্দ্ধলোক আনয়নের ইচ্ছা করেন, তাহাকে সংকর্ম্ম এবং যাহাকে অধোলোকে নিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসংকর্ম্মে প্রেরণ করেন। আর ইনিই লোকপাল, লোকাধিপতি ও লোকেশ্বর" ইত্যাদি সকল শ্রুতি পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই অনুগম করা যায়, কিন্তু মুখ্য প্রাণকে আশ্রয় করিলে ঐ সকল শ্রুতি উপপন্ন হয় না। অতএব প্রাণ শব্দও ব্রহ্মবাচক হইতেছে ॥ ২৮।

পূর্ব্ব-সূত্রে যে প্রাণই ব্রহ্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহাকে কটাক্ষ করিতেছেন।—প্রাণশব্দ পরব্রহ্ম নহে, কারণ পূর্ব্বে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে "মামেব বিজানীহি" এইরূপ উপক্রম করিয়া "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি সাহঙ্কার বাক্যদ্বারা স্বীয় আত্মত্ব কহিয়াছিলেন; সুতরাং বক্তা ইন্দ্রের আত্মত্বরূপে উপদিশ্যমান প্রাণ কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পারে। "ব্রহ্ম অবাক্ ও অমনা" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে তাঁহার বক্তৃত্ব সম্ভব নাই, ইহা জানা যাইতেছে। আর "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনং অরুন্মুখান্ যতীন্শালাবৃকেভ্যঃ প্রযচ্ছ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, বিগ্রহসম্বন্ধী

বিজ্ঞায়তে বলস্থ চেন্দ্রো দেবতা প্রসিদ্ধা। যা চ কাচিৎ বলকৃতিরিন্দ্র-কর্ম্মৈব তদিতি হি বদন্তি। প্রাজ্ঞত্মত্বমপ্যপ্রতিহতজ্ঞানত্বাদ্ দেবতাত্মনঃ সম্ভবতি অপ্রতিহতজ্ঞানা দেবতা ইতি বদন্তি। নিশ্চিতে চৈবং দেব-তাত্মোপদেশে হিততমত্বাদিবচনানি যথাসম্ভবং তদ্বিষয়াণ্যেব যোজয়িত-ব্যানি। তস্মাদ্বক্তুরিন্দ্রস্যাত্মোপদেশান্ন প্রাণো ব্রহ্মেত্যাক্ষিপ্য প্রতি-সমাধীয়তে। অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্নিতি অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ প্রত্যগাত্মসম্বন্ধ-স্তস্য ভূমা বাহুল্যমস্মিন্নধ্যায় উপলভ্যতে। "যাবৎ হ অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ঃ" ইতি প্রাণস্যৈব প্রজ্ঞাত্মনঃ প্রত্যগ্‌ভূতস্যায়ুষঃ সম্প্রদানোপসংহারয়োঃ স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তি ন দেবতাবিশেষস্য পরাচীনস্য তথাস্তিত্বে চ প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিত্যধ্যাত্মমেবেন্দ্রিয়াশ্রয়ং প্রাণং দর্শ-য়তি। তথা "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইতি চোপক্রম্য "তদ্‌যথা রথ-

---

অথচ ব্রহ্মেতে অসম্ভব ধর্ম্মদ্বারা আত্মাকে স্তব করিয়াছেন, অর্থাৎ আমিই ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপকে হনন করিয়াছি, ইত্যাদিরূপে বিগ্রহ ধর্ম্মদ্বারা আত্মস্তুতি করিয়াছিলেন, বিশেষত বলবত্তাহেতু ইন্দ্রেরই প্রাণত্ব উপপন্ন হয়, "প্রাণোবৈবলং" এই শ্রুতিতে ইন্দ্রই বলের দেবতা প্রসিদ্ধ আছেন। আর যাহা কিছু বলের ব্যাপার, তাহাও ইন্দ্রের কর্ম্ম এবং অপ্রতিহত জ্ঞানত্বহেতু দেবতাত্মারই প্রজ্ঞাত্মত্ব সম্ভব হয়, যেহেতু দেবতাদিগেরই অপ্রতিহতজ্ঞান আছে। এইরূপে দেবতাত্মোপদেশ নিশ্চিত হইলেই হিতমত্বাদি বচনসকলও যথাসম্ভব তদ্বিষয়ে যোজিত করা যায়, অতএব বক্তা ইন্দ্রের আত্মোপদেশহেতু প্রাণই ব্রহ্ম, এইরূপ কটাক্ষ করিয়া "অধ্যাত্মভূমাহ্যস্মিন" এই বাক্যে সমাধান করিতেছেন। প্রত্যগাত্মসম্বন্ধই অধ্যাত্মসম্বন্ধ, এই অধ্যায়ে তাহারই বাহুল্য উপলাভ হয়। "যাবৎ এই শরীরে প্রাণ থাকে, তাবৎই আয়ু" এই শ্রুতিতে প্রাজ্ঞাত্মা প্রাণেরই সংপ্রদান ও উপসংহারে স্বাতন্ত্র্য দর্শিত আছে। দেবতাবিশেষের তাহা নাই এবং প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিঃশ্রেয়স আত্মসম্বন্ধী এবং প্রাণ ইন্দ্রিয়াশ্রয়, ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই এই

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

স্থাবেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতাঃ” এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ “স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-নন্দোঽজরোঽমৃত” ইতি বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারারনাভিভূতং প্রত্যগাত্মান-মেবোপসংহরতি ‘স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ” ইতি চোপসংহারঃ প্রত্য-গাত্মপরিগ্রহে সাধুঃ ন পরাচীনবিগ্রহে। “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ” ইতি চ শ্রুত্যন্তরম্। তস্মাদধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাৎ ব্রহ্মোপদেশ এবায়ং ন দেবতাত্মোপদেশঃ কথং তর্হি বক্তুরাত্মোপদেশঃ ॥ ২৯ ।

ইন্দ্রো নাম দেবতাত্মা স্বমাত্মানং পরমাত্মত্বেনাহমেব পরং ব্রহ্মেত্যা-র্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্নুপদিশতি স্ম মামেব বিজানীহীতি। যথা তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদ্বৎ “তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ” ইতি শ্রুতেঃ। যৎ পুনরুক্তং “মামেব বিজানীহি” ইত্যুক্ত্বা বিগ্রহধর্ম্মৈরিন্দ্র আত্মানং তুষ্টাব ত্বাষ্ট্রবধাদিভিরিতি তৎপরিহর্ত্তব্যং। অত্রোচ্যতে ন ত্বাষ্ট্রবধা

শরীর গ্রহণ করিয়া উত্থাপন করেন” ইত্যাদি উপক্রম করিয়া যেমন রথের অর্গলে নেমি অর্পিত হয় এবং নাভিতে অর্গল অর্পিত থাকে, সেইরূপ এই সকল ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে সম-র্পিত রহিয়াছে, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ স্বরূপ, অজর ও অমৃত। অতএব বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারে অর্গলের নাভি স্বরূপ প্রত্যগাত্মার উপসংহার হইল। অতএব অধ্যাত্মসম্বন্ধের বাহুল্যহেতু ব্রহ্মোপদেশই কর্ত্তব্য দেবতোপদেশ কর্ত্তব্য নহে ॥২৯॥

দেবতাত্মা ইন্দ্র “আমিই পরং ব্রহ্ম” এইরূপে স্বীয় আত্মাকে পরমাত্ম স্বরূপ দর্শন করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন যে, আমাকে জান। যেমন বামদেব ঋষি আত্মাকে জানিয়া বলিয়াছিলেন, আমি মনু এবং আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, সেইরূপ ইন্দ্রও আত্মাকে জানিয়াই উপদেশ করিয়াছিলেন যে, “আমাকে জান”। আর যে উক্ত হইয়াছে “আমাকে

জীবমুখ্য-প্রাণলিঙ্গান্নেতিচেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥

দীনাং বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্তত্যর্থত্বেনোপন্যাসঃ যস্মাদেবং কর্ম্মাহং তস্মান্মাং বিজানীহীতি কথং তর্হি বিজ্ঞানস্তত্যর্থত্বেন। যৎ কারণং ত্বাষ্ট্রবধাদীনি সাহসানি উপন্যস্য পরেণ বিজ্ঞানস্তুতিমনুসন্দধাতি "তস্য মে তত্র লোম চ ন মীয়তে স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচ কর্ম্মণা লোকো মীয়ত" ইত্যাদিনা। এতদুক্তং ভবতি যস্মাদীদৃশান্যপি ক্রূরাণি কর্ম্মাণি কৃতবতো মম ব্রহ্মভূতস্য লোমাপি ন হিংস্যতে স যোঽন্যোঽপি মাং বেদ ন তস্য কেনচিদপি কর্ম্মণা লোকো হিংস্যত ইতি। বিজ্ঞেয়ন্তু ব্রহ্মৈব প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মেতি বক্ষ্যমাণম্ তস্মাৎ ব্রহ্মবাক্যমেতৎ। ৩০।

যদ্যপ্যাধ্যাত্মসম্বন্ধভূমদর্শনান্ন পরাচীনস্য দেবতাত্মন উপদেশস্তথাপি

জান" ইহা বলিয়াই ইন্দ্র ত্বষ্টৃতনয় বিশ্বরূপ বধাদিদ্বারা আত্মাকে স্তব করিয়াছিলেন, তাহারও পরিহার কর্ত্তব্য। বাস্তবিক ইন্দ্র আপনার স্তুতির নিমিত্ত বিশ্বরূপবধাদির উপন্যাস করেন নাই, পরন্ত যেহেতু আমি উক্ত প্রকার বিশ্বরূপবধাদিরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আমাকে জান, ইহাই বলিয়াছিলেন। যে কারণে বিশ্বরূপবধাদি সাহসিক কর্ম্মের উপন্যাস করিয়া "তস্য মে তত্র লোমচ ন মীয়তে বেদ নহ বৈ তস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকে মীয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বিজ্ঞানস্তুতির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আর ইহাও উক্ত আছে যে, যেহেতু বিশ্বরূপ বধাদিক্রূর কর্ম্ম করিয়াও ব্রহ্মস্বরূপ আমার লোমও নষ্ট হয় নাই। যে কোন অপর ব্যক্তিও আমাকে জানে কোন কর্ম্মদ্বারাও তাহার কোন লোক নষ্ট হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" এই বক্ষ্যমাণ প্রমাণবলে প্রতীয়মান হইবে। অতএব জানা যায় যে, সেই ব্রহ্মই সকল বাক্যের অর্থ। ৩০।

যদিও অধ্যাত্মসম্বন্ধ এবং বাহুল্য দর্শন হেতু প্রাচীন দেবতাত্মার

ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ জীবলিঙ্গান্মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ। জীবস্য তাবদস্মিন্ বাক্যে বিস্পষ্টং লিঙ্গমুপলভ্যতে "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি অত্র রাগাদিভিঃ করণৈর্ব্যাপৃতস্য কার্য্যকরণাধ্যক্ষস্য জীবস্য বিজ্ঞেয়ত্বমভিধীয়তে তথা মুখ্যপ্রাণলিঙ্গমপি। অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি। শরীরধারণঞ্চ মুখ্য এব প্রাণস্য ধর্ম্মঃ। প্রাণসংবাদে বাগাদীন্ প্রাণান্ প্রকৃত্য "তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" ইতি শ্রবণাৎ যে ত্বিমং শরীরং পরিগৃহ্যেতি পঠন্তি তেষামিমং জীবমিন্দ্রিয়গ্রামং বা পরিগৃহ্য শরীরমুত্থাপয়তীতি ব্যাখ্যেয়ং। প্রজ্ঞাত্মত্বমপি জীবে তাবচ্চেতনত্বাদুপপন্নং মুখ্যেঽপি প্রাণে প্রজ্ঞাসাধনপ্রাণান্তরাশ্রয়ত্বাদুপপন্নমেব। জীবমুখ্যপ্রাণপরিগ্রহে চ প্রাণপ্রজ্ঞাত্মনোঃ সহবৃত্তিত্বেনাভেদনির্দ্দেশঃ স্বরূপেণ চ ভেদনির্দ্দেশ ইত্যুভয়থা-

---

উপদেশ হউক, তথাপি ব্রহ্ম বাক্যস্বরূপ হইতেছেন না, যেহেতু জীবলিঙ্গ ও মুখ্য প্রাণলিঙ্গ আছে। "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" এই শ্রুতিতেই জীব লিঙ্গের বিস্পষ্ট উপলাভ হয়, রাগাদিকরণে ব্যাপৃত কার্য্যকারণাধ্যক্ষ জীবের বিজ্ঞেয়ত্ব কথিত হয় এবং মুখ্য প্রাণলিঙ্গও কথিত হইয়া থাকে। আর প্রাজ্ঞাত্মা প্রাণই এই শরীর গ্রহণ করিয়া তাহাকে উত্থাপিত করে; সুতরাং শরীর ধারণই প্রাণের মুখ্য ধর্ম্ম। প্রাণ সংবাদে শ্রুত আছে যে, প্রাণ বাক্য প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা মোহিত হইও না। "আমি আমার আত্মাকে পঞ্চধা বিভাগ করিয়া সকলকে ধারণ করিতেছি" এইরূপ শ্রবণ আছে। যাহারা "ইমং শরীরং পরিগৃহ্য" এইরূপ পাঠ করে, তাহাদিগের মতে এই শরীর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিয়া শরীরকে উত্থাপন করে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়। আর চেতনত্বপ্রযুক্ত জীবের প্রজ্ঞাত্মত্ব উপপন্ন হয় এবং মুখ্য প্রাণেও প্রজ্ঞাসাধন প্রাণান্তরের আশ্রয়ত্বহেতু প্রজ্ঞাত্মত্ব উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জীব ও মুখ্য প্রাণের পরিগ্রহেও প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা ইহাদিগের সহবৃত্তিত্বপ্রযুক্ত অভেদ নির্দ্দেশ হয়, বাস্তবিক উহাদিগের ভেদনির্দ্দেশ

নির্দ্দেশ উপপদ্যতে "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞায়া বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" ইতি "সহ হ্যতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ" ইতি। ব্রহ্মপরিগ্রহে তু কিং কস্মাৎ ভিদ্যেত তস্মাদিহ জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর উভৌ বা প্রতীয়েয়াতাং ন ব্রহ্মেতি চেৎ নৈতদেবং উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ। এবং সতি ত্রিবিধমুপাসনং প্রসজ্যেত জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাসনঞ্চেতি। ন চৈতদেকস্মিন্ বাক্যেঽভ্যুপগন্তুং যুক্তং উপক্রমোপসংহারাভ্যাংহি বাক্যৈকবাক্যত্বমবগম্যতে। "মামেব বিজানীহি" ইত্যুপক্রম্য "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব" ইত্যুক্ত্বান্তে "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যেকরূপাবুপক্রমোপসংহারৌ দৃশ্যতে। তত্রার্থৈকত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুং। ন চ ব্রহ্মলিঙ্গমন্যপরত্বে পরিণেতুং শক্যং দশানাং ভূতমাত্রাণাং প্রজ্ঞামাত্রাণাঞ্চ ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তেঃ। ইহাপি চ হিততমোপন্যাসাদিব্রহ্মলিঙ্গযোগাদ্ ব্রহ্মোপদেশ এবায়মিতি গম্যতে।

হইয়া থাকে, অতএব উভয় নির্দ্দেশই উপপন্ন হইতেছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ এবং যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ ইহারা একদা এই শরীরে বসতি করে এবং একদাই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়। ব্রহ্ম পরিগ্রহেতে ভেদের সম্ভব নাই, অতএব জীব ও মুখ্যপ্রাণ, ইহাদিগের অন্যতর, কিম্বা উভয়ই প্রতীত হইয়া থাকে। আর ব্রহ্ম নহে, ইহাও বলা যায় না, কারণ উপাসনার ত্রৈবিধ্য আছে, উক্তরূপ হইলেই ত্রিবিধ উপাসনার সম্ভব হয়, অর্থাৎ জীব ও মুখ্যপ্রাণ স্বীকার করিলেই জীবোপাসনা, মুখ্য প্রাণোপাসনা এবং ব্রহ্মোপাসনা, এই ত্রিবিধ উপাসনার সম্ভব হইতে পারে। শ্রুতিতে "আমাকে জান" এই উপক্রমে আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে উপাসনা কর, এই পর্য্যন্ত বলিয়া এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত, এইরূপ উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয়। অতএব একত্ব আশ্রয় করাই যুক্ত। প্রাণশব্দ অন্যবাচক হইলেও তাহা ব্রহ্মলিঙ্গ, এইরূপ নির্ণয় করা যায় না। দশবিধ ভূতমাত্র ও প্রজ্ঞামাত্রা, ইহাদিগের ব্রহ্মের অন্যত্র অর্পণ উপপন্ন হয় না। আশ্রি-

যৎ তু মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং দর্শিতং "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি তদসৎ প্রাণব্যাপারস্যাপি পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ পরমাত্মন্যুপচরিতুং শক্যত্বাৎ "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ" ইতি শ্রুতেঃ। যদপি "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি জীবলিঙ্গং দর্শিতং তদপি ন ব্রহ্মপক্ষং নিবারয়তি ন হি জীবো নামাত্যন্তভিন্নো ব্রহ্মণঃ "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতন্তু বিশেষমাশ্রিত্য ব্রহ্মৈব সন্ জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চেত্যুচ্যতে তস্যোপাধিকৃতবিশেষপরিত্যাগেন ব্রহ্মস্বরূপং প্রদর্শয়িতুং "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদিনা প্রত্যগাত্মাভিমুখীকরণার্থমুপদেশো ন বিরুধ্যতে। "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদি চ শ্রুত্যন্তরং ব-

---

তত্ত্ব হেতু অন্যত্র এবং ব্রহ্মলিঙ্গবশতঃ ব্রহ্মেতে প্রাণশব্দের বৃত্তি হয়। এইস্থলেও হিততমোপন্যাসাদি ব্রহ্মলিঙ্গযোগহেতু ইহাই ব্রহ্মোপদেশ বলিয়া জানা যায়।

আর "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" এই শ্রুতিতে যে মুখ্য প্রাণলিঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু প্রাণের ব্যাপারও পরমাত্মার অধীন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কোন মানবই প্রাণ কিম্বা অপানদ্বারা জীবিত থাকিতে পারে না, অন্য কোন কারণেই মর্ত্ত্যগণ জীবিত থাকে, যাঁহাতে সেই প্রাণ ও অপান আশ্রিত আছে। আর "বাক্য জানিতে ইচ্ছা করিবে না, যে বক্তা যাহাকেই জানিবে" এই শ্রুতি কথিত জীব লিঙ্গ যে প্রদর্শিত আছে, তাহাও ব্রহ্মপক্ষ নিরাস করে না এবং জীবও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। "তত্ত্বমসি এবং অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতেই তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি উপাধিকৃত বিশেষ আশ্রয় করিয়াই জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই সেই জীবকে কর্ত্তা ভোক্তা বলা যায়। ব্রহ্মের উপাধিকৃত বিশেষ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রদর্শনার্থ "বাক্য জানিতে ইচ্ছা করিবে না এবং বক্তাকে জানিবে" এইরূপে প্রত্যগাত্মাভিমুখীকরণের নিমিত্ত উপদেশ বিরুদ্ধ হয় না এবং বাক্য

নাদিক্রিয়াব্যাপৃতস্যৈবাত্মনো ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি। যৎ পুনরেতদুক্তং "সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ" ইতি প্রাণপ্রজ্ঞাত্মনোর্ভেদ-দর্শনং ব্রহ্মবাদিনো নোপপদ্যত ইতি। নৈষ দোষঃ জ্ঞানক্রিয়াশক্তি-দ্বয়াশ্রয়য়োর্বুদ্ধিপ্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধিভূতয়োর্ভেদনির্দ্দেশোপপত্তেঃ। উপাধিদ্বয়োপহিতস্য তু প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপেণাভেদ ইত্যতঃ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেত্যেকীকরণমবিরুদ্ধম্।

অথবা নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাদিত্যস্যায়মন্যোঽর্থঃ। ন ব্রহ্মবাক্যেঽপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরুধ্যতে কথম্। উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মোপাসনং বিবক্ষিতং প্রাণধর্ম্মেণ প্রজ্ঞা-ধর্ম্মেণ চ। তত্র "আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্বায়ুঃ প্রাণঃ" ইতি "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" "তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত" ইতি চ প্রাণধর্ম্মঃ। অথ "যথাস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতানি একীভবন্তি তৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ"

যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যিনি বাক্য প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্ম এবং তাঁহাকে জান ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরই বচনাদি ক্রিয়াব্যাবৃত্ত আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন করিতেছে। আর যে উক্ত হইয়াছে "প্রজ্ঞা ও প্রাণ, ইহারা একদা শরীরে বাস করে এবং একদা শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়" এই শ্রুতিতে প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মার ভেদদর্শন ব্রহ্মবাদিদিগের উপপন্ন হয় না। ইহা দোষ হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আশ্রয়ীভূত এবং প্রত্যগাত্মার উপাধিভূত বুদ্ধি ও প্রাণ, ইহাদিগের ভেদ নির্দ্দেশের উপপত্তি আছে। উপাধিদ্বয়বিশিষ্ট প্রত্যগাত্মার স্বরূপতই অভেদ য়, অতএব প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা ; সুতরাং একীকরণ অবিরুদ্ধ হইতেছে।

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, উপাসনার ত্রৈবিধ্যসত্ত্বেও আশ্রিতত্বহেতু এই লে "তদ্যোগাৎ" এই পদের অন্য অর্থ হইতে পারে, ব্রহ্মবাক্যে জীব ও খ্য প্রাণলিঙ্গবিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু উপাসনার ত্রৈবিধ্য আছে। বাস্তবিক ই স্থলে প্রাণধর্ম্ম ও প্রজ্ঞাধর্ম্মে ব্রহ্মোপাসনাই ত্রিবিধরূপে বিবক্ষিত। ার উক্ত স্থলে "আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্বায়ুঃ প্রাণঃ" এবং "ইদং শরীরং রিগৃহ্যোত্থাপয়তি তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতিতেও

ইত্যুপক্রম্য "বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্যৈ নাম চ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা প্রজ্ঞায়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি" ইত্যাদি প্রজ্ঞাধর্ম্মঃ। "তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং যদি ভূতমাত্রা ন স্যুঃ ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুঃ। যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুঃ ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিদ্ধ্যেৎ নো বা এতন্নানা তদ্যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এব মেবৈতা ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা "ইত্যাদি ব্রহ্মধর্ম্মঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মণ এবৈতদুপাধিদ্বয়ধর্ম্মেণ সধর্ম্মে চৈকমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্। অন্-

---

প্রাণধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি ও প্রাণের সহস্থিতি ও সহোৎক্রান্তি বলিয়া বলিতেছেন, যেরূপ জীবাখ্যবুদ্ধিসম্বন্ধী দৃশ্য ভূতসকল একীভূত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিব, এই উপক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের মধ্যে বাক্যই প্রজ্ঞার দেহার্দ্ধপূরণ করে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বুদ্ধিই নামপ্রপঞ্চবিষয়ত্ব লাভ করে এবং চক্ষুরাদিদ্বারা তাহারই নাম জ্ঞাপিত হইয়াছে। রূপাদ্যর্থরূপ ভূতমাত্রা পরার্দ্ধের কারণ হয়, অর্থাৎ জ্ঞানকরণদ্বারা বুদ্ধি অর্থপ্রপঞ্চবিষয়ত্ব পাইয়া থাকে। এইরূপে বুদ্ধির সর্ব্বার্থ দ্রষ্টৃত্ব উপপাদন করিয়া তন্নিষ্ঠ চিৎপ্রতিবিম্বদ্বারা তৎসাক্ষিস্বরূপে দ্রষ্টৃত্বাধ্যাস প্রদর্শন করিতেছেন। চিদাত্মা বুদ্ধিদ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরক হইয়া সকল নামই বক্তব্যরূপে জানা যায়, অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা সকলরূপ দর্শন করে, ইত্যাদিরূপে সর্ব্বদ্রষ্টা হয়। ইহাই প্রজ্ঞা ধর্ম্ম। এইক্ষণ সর্ব্বাধারত্ব ও আনন্দত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জন্য প্রজ্ঞা গ্রাহ্য ভূতমাত্রা আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় এবং প্রজ্ঞামাত্র গ্রাহ্য ভূতসকল আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়, অতএব গ্রাহ্য ও গ্রাহকের পরস্পর সাপেক্ষত্ব আছে, অর্থাৎ যদি ভূতমাত্রা না হয়, তাহাহইলে প্রজ্ঞামাত্রা হইতে পারে না এবং যদি প্রজ্ঞামাত্রা না হয় তাহাহইলে ভূতমাত্রা হয় না, অথবা প্রজ্ঞামাত্রা না হইলে ভূতমাত্রা হয় হইতে পারে না। বাস্তবিক ইহাদিগের অন্যতর হইতে রূপাদি সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ গ্রাহ্যদ্বারা গ্রাহ্যরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু গ্রাহক-

ত্রাপি মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদাবুপাধিধর্ম্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনমাশ্রিতম্ ইহাপি তদ্‌যুজ্যতে বাক্যস্তোপক্রমোপসংহারাভ্যামেকার্থত্বাবগমাৎ প্রাণ-প্রজ্ঞাব্রহ্মলিঙ্গাবগমাচ্চ তস্মাদ্‌ব্রহ্মবাক্যমেতদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ
প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

দ্বারা গ্রাহ্যরূপ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই উভয় ভিন্ন নহে, উহারা চিদাত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন রথচক্রের অরসমূহে নেমি অর্পিত আছে এবং নাভিতে অরসকল অর্পিত থাকে, এইরূপ ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা ইত্যাদি ব্রহ্মধর্ম্ম জানিবে। অতএব ব্রহ্মেরই উক্ত উপাধিদ্বয় ধর্ম্মে এক উপাসনাই ত্রিবিধ বিবক্ষিত হয়। অন্যত্রও প্রাণময়, মনোময় ও শরীরময় ইত্যাদি উপাধি ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা আশ্রিত হইয়াছে। এইস্থলে তাহাই বলা যাইতেছে, যেহেতু বাক্যের উপক্রমোপ-সংহারদ্বারা একত্বাবগম এবং প্রাণপ্রজ্ঞা ও ব্রহ্মলিঙ্গাবগম হইয়া থাকে। অতএব ইহা ব্রহ্মবাক্য বলিয়া সিদ্ধ হইল ॥ ৩১ ।

ইতি প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদ ॥

প্রথমাঽধ্যায়ে

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

—oo—

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

নমঃ পরমাত্মনে—প্রথমে পাদে জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্য জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যুক্তং। তস্য সমস্তজগৎকারণস্য ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বং নিত্যত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবং জাতীয়কো ধর্ম্ম উক্ত এব ভবতি। অর্থান্তরপ্রসিদ্ধানাং কেষাঞ্চিচ্ছব্দানাং ব্রহ্মবিষয়ত্বে হেতুপ্রতিপাদনেন কানিচিদ্বাক্যানি সন্দিহ্যমানানি ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতানি। পুনরপ্যন্যানি বাক্যানি অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানি সন্দিহ্যন্তে কিং পরং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি অহোস্বিদর্থান্তরং কিঞ্চিদিতি। তন্নির্ণয়ায় দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ পাদাবারভ্যেতে।

ইদমাম্নায়তে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য

প্রথমপাদে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে এবং সেই সর্ব্বজগৎ কারণ ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মক, ইহাও কথিত হইয়াছে। আর অর্থান্তরে প্রসিদ্ধ কোন কোন শব্দসমূহের ব্রহ্মবিষয়ত্বে হেতু প্রতিপাদনদ্বারা কতিপয় বাক্য ব্রহ্মপর কি না, এইরূপ সন্দেহে সেই সকল বাক্যও ব্রহ্মপর বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, এইক্ষণ অস্পষ্টপদলিঙ্গ অন্যান্য কতিপয় বাক্যসকল কি পরব্রহ্ম প্রতিপাদন করে, কিম্বা অর্থান্তর জ্ঞাপন করে, এই সন্দেহ হইতেছে। এই সন্দেহনির্ণয়ার্থ দ্বিতীয় ও তৃতীয়পাদ আরম্ভ হইতেছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এই সকলই ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মেতেই লয় পায় ও ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে, অতএব রাগাদিরহিত হইয়া তাহার উপাসনা করিবে। আর পুরুষই ক্রতুময়, যেমন ইহলোকে পুরুষ হয়, সেইরূপ পর লোকে গমন করিয়াও হইয়া থাকে; সুতরাং পুরুষ ক্রতু করিবে এবং

ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে আহোস্বিৎ পরং ব্রহ্মেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তং শারীর ইতি কুতঃ। তস্য হি কার্য্যকরণাধিপতেঃ প্রসিদ্ধো মন আদিভিঃ সম্বন্ধো ন তু পরস্য ব্রহ্মণঃ “অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ” ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। নমু “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইতি স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মোপাত্তং কথমিহ শারীর আত্মোপাস্য ইত্যাশঙ্কতে। নৈষ দোষঃ। নেদং বাক্যং ব্রহ্মোপাসনাবিধিপরং কিং তর্হি শমবিধিপরং যৎ কারণং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতেত্যাহ। এতদুক্তং ভবতি যস্মাৎ সর্ব্বমিদং বিকারজাতং ব্রহ্মৈব তজ্জত্বাত্তল্লত্বাত্তদনত্বাচ্চ। ন চ সর্ব্বস্যৈকাত্মত্বে রাগাদয়ঃ সম্ভবন্তি তস্মাচ্ছান্ত উপাসীতেতি। ন চ শমবিধিপরত্বে সত্যনেন বাক্যেন ব্রহ্মোপাসনং নিয়ন্তুং শক্যতে

সেই পুরুষই মনোময় ও প্রাণময়, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এইস্থলে কি মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা শারীর আত্মাই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, কিম্বা পরব্রহ্মই উপাস্য? যদি বলি, শারীর আত্মাই উপাস্য, যেহেতু সেই শারীর আত্মাই কার্য্যকারণাধিপতি এবং মনঃপ্রভৃতির সহিত তাহারই সম্বন্ধ হয়, পরব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই। “প্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র” ইত্যাদি শ্রুতিতেই উহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এই সকলই ব্রহ্মস্বরূপ, ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেই ব্রহ্মোপাসনা প্রতীয়মান হইতেছে, কিরূপে শারীর আত্মা উপাস্য হইতে পারেন? এই আশঙ্কা হইতেছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত দোষ হইতে পারে না। যেহেতু “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” এই বাক্য ব্রহ্মোপাসনার বিধি নহে, উহা শমবিধি, অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মময়, তাহাতেই সমস্ত জগৎ জন্মিতেছে, লয় পাইতেছে এবং স্থিতি করিতেছে, অতএব রাগবিহীন হইয়া তাহার উপাসনা করিবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যাহা হইতে সমস্ত বিকারাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। যেহেতু তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, আর সকল একাত্ম হইলে রাগাদির সম্ভব হয় না, অতএব শান্ত, অর্থাৎ রাগাদিবিহীন হইয়া উপাসনা করিবে। উক্ত বাক্য শম-

উপাসনন্তু সক্রতুং কুর্ব্বীতেত্যনেন বিধীয়তে। ক্রতুঃ সঙ্কল্পো ধ্যানমিত্যর্থঃ। তস্য ধ্যানস্য চ বিষয়ত্বেন শ্রূয়তে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি জীবলিঙ্গম্। অতো ব্রূমো জীববিষয়মেতদুপাসনমিতি। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদ্যপি শ্রূয়মাণং পর্য্যায়েণ জীববিষয়মুপপদ্যতে। "এষ স আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" ইতি চ হৃদয়ায়তনত্বমণীয়স্ত্বং চারাগ্রমাত্রস্য জীবস্যাবকল্পতে নাপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণঃ। নন্বু "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদ্যপি ন পরিচ্ছিন্নেঽবকল্পতে ইতি অত্র ব্রূমঃ ন তাবদণীয়স্ত্বং জ্যায়স্ত্বঞ্চোভয়মেকস্মিন্ সমাশ্রয়িতুং শক্যং বিরোধাৎ অন্যতরাশ্রয়েণ চ অণীয়স্ত্বস্য প্রথমশ্রুতত্বাদণীয়স্ত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুং। জ্যায়স্ত্বন্তু ব্রহ্মভাবাপেক্ষয়া ভবিষ্যতি। নিশ্চিতে চ জীববিষয়ত্বে যদন্তে ব্রহ্মসংকীর্ত্তনমেতদ ব্রহ্মেতি তদপি প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাজ্জীববিষয়মেব। তস্মান্মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈর্জ্জীব উপাস্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ পরমেব ব্রহ্মেহ মনো-

---

বিধিপর হইলে এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা নির্ণয় করা যায় না, "ক্রতু করিবে" এই বাক্যেই উপাসনার বিধি হইতেছে। ক্রতুশব্দের অর্থ সঙ্কল্প, অর্থাৎ ধ্যান। এই ধ্যানই উপাসনার বিষয় বলিয়া শ্রুত হয় "মনোময়ঃ প্রাণ শরীরঃ" এই শ্রুতিও জীবলিঙ্গ, অতএব বলিতেছি, উক্ত উপাসনা জীববিষয়ক আর "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" এই শ্রুতিও পর্য্যায়ক্রমে জীববিষয়ক বলিয়া উপপন্ন হইতেছে আর "এষ য আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে হৃদয়ায়তন ও অণীয়ান্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও জীবেতে পরিকল্পিত হয়। পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের উহা সম্ভবেনা।

পরন্তু "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা" ইত্যাদি শ্রুতিও পরিচ্ছিন্নব্রহ্মে কল্পিত হইতে পারে না। অতএব বলিতেছি, অণুতরত্ব ও মহত্ব এই ভয় এক ব্রহ্মেতে সম্ভবে না, যেহেতু অণুত্ব ও মহত্বের একাধারবৃত্তিতাতে বিরোধ হয়। ইহাতে যদি বল, অণুত্ব ও মহত্ব ইহাদিগের অন্যতরাশ্রয় স্বীকার করিলে প্রথমশ্রুত অণুত্বযুক্ত হইতে পারে এবং মহত্বও ব্রহ্ম ভাবাপেক্ষায় সম্ভব হয় এবং জীববিষয়ত্ব নিশ্চিত হইলেও যে অন্তে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন আছে।

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

ময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈরুপাস্যং। কুতঃ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ যৎ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্মশব্দস্যালম্বনং জগৎকারণমিহ চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং তদেব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মৈর্ব্বিশিষ্টমুপদিশ্যত ইতি যুক্তম্। এবঞ্চ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে ন ভবিষ্যতঃ। ননু বাক্যোপক্রমে শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং ন স্ববিবক্ষয়া ইত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে যদ্যপি শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তথাপি মনোময়ত্বাদি ষূপদিশ্যমানেষু তদেব সন্নিহিতং ভবতি। জীবস্তু ন সন্নিহিতো ন চ স্বশব্দেনোপাত্ত ইতি বৈষম্যম্ ॥ ১ ॥

বক্তুরিষ্টা বিবক্ষিতাঃ যদ্যপ্যপৌরুষেয়ে বেদে বক্তুরভাবান্নেচ্ছার্থঃ সম্ভবতি তথাপ্যুপাদানেন ফলেনোপচর্য্যতে। লোকে হি যচ্ছব্দাভিহিত-

---

তাহাও প্রকৃত পরামর্শহেতু জীববিষয়ক জানিবে। অতএব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা জীবই উপাস্য হইতেছে, ইহাতে বলা যায় যে, মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা পরব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে, যেহেতু সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মের উপাসনা প্রসিদ্ধ আছে। সকল বেদান্তেই ব্রহ্মশব্দের আলম্বন প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যেও ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া শ্রুত আছে, তাহাও মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা বিশিষ্ট উপদেশ, ইহাই যুক্ত। এইরূপ হইলে প্রকৃত হানি কিম্বা অপ্রকৃত প্রক্রিয়া হয় না। যদি বল, বাক্যোপক্রমে সমবিধি বিবক্ষাহেতু ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন; স্বীয় বিবক্ষায় নহে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, যদিও সমবিধি বিবক্ষায় ব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন বটে, তথাপি মনোময়ত্বাদির উপদেশে ব্রহ্মই সন্নিহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাই উপদিষ্ট হইতেছে। জীব সন্নিহিত হয় না এবং স্বীয় শব্দে উপপত্তি হয় না, অতএব মহা বৈষম্য হয় ॥ ১ ॥

বক্তার ইচ্ছাই বিবক্ষাশব্দের অর্থ, বেদে তাহার সম্ভব নাই, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়; অর্থাৎ বেদের কোন কর্ত্তাই অপ্রসিদ্ধ। যদিও বেদ অপৌরুষেয়প্রযুক্ত তাহাতে বক্তার অভাবহেতু ইচ্ছার্থের সম্ভব না থাকুক,

মুপাদেয়ং ভবতি তদ্বিবক্ষিতমিত্যুচ্যতে যদনুপাদেয়ং তদবিবক্ষিতমিতি তদ্বল্লোকেঽপ্যুপাদেয়ত্বেনাভিহিতং বিবক্ষিতং ভবতীতরদবিবক্ষিতম্। উপাদানানুপাদানে তু বেদবাক্যে তাৎপর্য্যাতাৎপর্য্যাভ্যামবগম্যেতে। তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ সত্যসঙ্কল্প-প্রভৃতয়ঃ তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। সত্যসঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষ্ব-প্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনোঽবকল্পতে। পরমাত্মগুণত্বেন চ "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যত্র "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি শ্রুতম্ "আকা-শাত্মা" ইত্যাদিনাকাশবদাত্মাস্যেত্যর্থঃ। সর্ব্বগতত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ সম্ভব-ত্যাকাশেন সাম্যং ব্রহ্মণঃ। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদিনা চৈতদেব দর্শয়তি। যদপ্যাকাশ আত্মাস্য ইতি ব্যাখ্যায়তে তদপি সম্ভবতি সর্ব জগৎকারণস্য সর্ব্বাত্মনো ব্রহ্মণ আকাশাত্মত্বগত এব সর্ব্বকর্ম্মেত্যাদি। এবমিহোপাস্যতয়া বিবক্ষিতা গুণা ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। যদুক্তং "মনো-

---

তথাপি উপাদানরূপে ফলদ্বারাই তাহার উপচার করা যাইতে পারে। লোকে যে শব্দ অভিহিত ও উপাদেয় হয়, তাহাকেই বিবক্ষিত বলা যাইতে পারে, আর যাহা উপাদেয় নহে, তাহাই অবিবক্ষিত। এইরূপে বেদও উপাদেয়ত্বরূপে কথিত আছে; সুতরাং তাহা বিবক্ষিত হয়, তদ্ভিন্নই অবিবক্ষিত। বেদবাক্যের তাৎপর্য্য ও অতাৎপর্য্যদ্বারাই উপাদান ও অনুপাদানের অবগতি হইয়া থাকে। অতএব এইস্থলে যে যে গুণ বিবক্ষিত সেই সেই গুণ উপাসনাতে উপাদেয়ত্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্যসঙ্কল্পাদি যে সকল গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সমুদায়ই পরব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে। পরমাত্মার সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তৃত্বশক্তির অপ্রতি-বদ্ধতাপ্রযুক্ত তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্ব কল্পনা করা যায়। আর, পরমাত্মগুণ-দ্বারাও "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মা সত্যসঙ্কল্প, এইরূপ শ্রুত আছে। আকাশাত্মা ইত্যাদি শব্দদ্বারা আকাশের ন্যায় ইহার আত্মা আছে, এইরূপ অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে। সর্ব্বগত্বাদিশব্দেও আকাশের সহিত পরব্রহ্মের সাম্য সম্ভব হয়। আর "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ"

ময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি জীবলিঙ্গং ন তদ্‌ব্রহ্মণ্যুপপদ্যত ইতি তদপি ব্রহ্মণ্যুপপদ্যত ইতি ব্রূমঃ। সর্ব্বাত্মত্বাদ্ধি ব্রহ্মণো জীবসম্বন্ধীনি মনোময়ত্বাদীনি ব্রহ্মসম্বন্ধীনি ভবন্তি। তথাচ ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতী ভবতঃ "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" ইতি। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" ইতি চ। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ শুদ্ধব্রহ্মবিষয়া। ইয়ন্তু শ্রুতিঃ মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইতি সগুণব্রহ্মবিষয়েতি বিশেষঃ। অতো বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ পরমেব ব্রহ্মেহোপাস্যত্বেনোপদিষ্টমিতি গম্যতে ॥ ২ ॥

ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, আকাশই ইহার আত্মা, এইরূপে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাও সম্ভবপর। সর্ব্বজগতের কারণস্বরূপ সকলের আত্মভূত ব্রহ্মেরই সর্ব্বাত্মত্ব জানা যায়। এইরূপেই এইস্থলে উপাস্যতারূপে বিবক্ষিত গুণ সকলই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে।—আর যে উক্ত হইয়াছে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবলিঙ্গ ব্রহ্মে উপপন্ন হয় না, তাহাও ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে, বলিতে পারি। ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মত্বপ্রযুক্তই জীবসম্বন্ধী মনোময়াদিরাও বুদ্ধিসম্বন্ধী হইতেছে; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি সম্ভবিতে পারে, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি জীর্ণ হইয়াও দণ্ডদ্বারা বঞ্চনা কর, তুমি জাত এবং তোমার মুখ সর্ব্বত্রই আছে। সেই পরব্রহ্মের হস্ত ও পাদ সর্ব্বদিকে আছে, চক্ষু, শির ও মুখ সর্ব্বদিকে রহিয়াছে, তিনি বিশ্বরূপ সর্ব্বত্রই তিনি শুনিতেছেন, তিনি সকলকে আবরণ করিয়া বিদ্যমান আছেন। শ্রুতিতে আরও লিখিত আছে যে, তিনি প্রাণবিহীন, মনোবিহীন ও শুদ্ধ, ইহাই বিশেষ যে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদি শ্রুতি সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক। অতএব বিবক্ষিত গুণের উপপত্তিহেতু পরব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ২ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা অনেন শারীরে তেষামনুপপত্তিরুচ্যতে। তুশব্দোঽবধারণার্থঃ ব্রহ্মৈবোক্তেন ন্যায়েন মনোময়ত্বাদিগুণং ন তু শারীরো জীবো মনোময়ত্বাদিগুণঃ যৎকারণং সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মাবাক্যানাদরো জ্যায়ান্ পৃথিব্যা ইতি চৈবং জাতীয়কা গুণা ন শারীরে আঞ্জস্যেনোপপদ্যন্তে। শারীর ইতি শরীরে ভব ইত্যর্থঃ। নন্বীশ্বরোঽপি শরীরে ভবতি সত্যং শরীরে ভবতি ন তু শরীর এব ভবতি। জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাদাকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য ইতি চ ব্যাপিত্বশ্রবণাৎ। জীবস্তু শরীর এব ভবতি তস্য ভোগাধিষ্ঠানাচ্ছরীরাদন্যত্র বৃত্ত্যভাবাৎ। ৩ ॥

ইতশ্চ ন শারীরো মনোময়ত্বাদিগুণঃ যস্মাৎ কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশো ভবতি "এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" ইতি। এতমিতি প্রকৃতং মনোময-

---

পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মেতে বিবক্ষিত গুণসকলের উপপত্তি উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে জীবেতে সেই সকল বিবক্ষিত গুণের অনুপপত্তি কথিত হইতেছে।— উক্তন্যায়ানুসারে ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণশালী শারীর জীব মনোময়ত্বাদি গুণশালী নহেন। সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, বাক্যবিহীন, সর্ব্বত্র আদরবিবর্জ্জিত এবং পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, এই সকল গুণ শরীরী জীবেতে উপপন্ন হইতেছে না। জীব শরীরে বিদ্যমান থাকে। যদি বল, ঈশ্বরও শরীরে বর্ত্তমান আছেন, ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর শরীরে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু তিনি শরীর নহেন। "তিনি পৃথিবী হইতে অতিরিক্ত অন্তরীক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, আকাশবৎ সর্ব্বগত এবং নিত্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার সর্ব্বব্যাপিত্ব শ্রবণ আছে। পরন্তু জীবই শরীররূপী হয়, যেহেতু জীবই ভোগের অধিষ্ঠান এবং শরীরের অন্যত্র তাহার বৃত্তি নাই ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশহেতু শারীর জীব মনোময়ত্বাদি গুণবান্ নহে, অর্থাৎ যেহেতু জীবেতে কর্ম্মব্যপদেশ ও কর্ত্তৃব্যপদেশ হইতেছে। "এতমিতঃ

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

ত্বাদিগুণমুপাস্যমাত্মানং কর্ম্মত্বেন প্রাপ্যত্বেন ব্যপদিশতি। অভিসম্ভবি-
ম্মীতি শারীরমুপাসকং কর্ত্তৃত্বেন প্রাপকত্বেন। অভিসম্ভবিতাস্মীতি
প্তাস্মীত্যর্থঃ। ন চ সত্যাং গতাবেকস্য কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশো যুক্তঃ
থাপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব তস্মাদপি ন শারীরো
নাময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ ॥ ৪ ॥

ইতশ্চ শারীরাদন্যো মনোময়ত্বাদিগুণঃ যস্মাচ্ছব্দবিশেষো ভবতি
নপ্রকরণে শ্রুত্যন্তরে "যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাক-
লোবৈবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ" ইতি শারীরস্যাত্মনোঽন্যঃ
ব্দাঽভিধায়কঃ সপ্তম্যন্তোঽন্তরাত্মন্নিতি। তস্মাদ্বিশিষ্টোঽন্যঃ প্রথমান্তঃ
ষশব্দো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টস্যাত্মনোঽভিধায়কঃ তস্মাত্তয়োর্ভেদোঽধি-
ম্যতে ॥ ৫ ॥

ভিসম্ভবিতাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত মনোময়ত্বাদিগুণ উপাস্য
য়াকে পাইয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বার্দ্ধে জীবের কর্ম্মত্বব্যপদেশ জানা
য়। আর "অভিসম্ভবিতাস্মি" এই পরার্দ্ধ শ্রুতিতে জীবের কর্ত্তৃব্যপদেশ
কাশিত আছে। এইস্থলে একেরই কর্ত্তৃকর্ম্মব্যপদেশযুক্ত হইতেছে।
তএব শারীর জীব মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট নহে ॥ ৪ ॥

এই কারণেই যিনি শারীর ভিন্ন, তিনিই মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট,
াৎ যেহেতু শারীরের শব্দবিশেষ আছে, এই নিমিত্ত সে মনোময়ত্বাদি
শালী নহে। "যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকতণ্ডুলোবৈবময়মন্ত-
ন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ" ইত্যাদি সমানপ্রকরণ শ্রুত্যন্তরে আত্মভিন্ন
ই শারীরের অভিধায়ক বলিয়া জানা যাইতেছে। অতএব বিশিষ্ট
প্রথমান্তশব্দই মনোময়ত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার অভিধায়ক, এই নিমিত্ত
াদিগের ভেদ জানা যাইতেছে ॥ ৫ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোর্ভেদং দর্শয়তি "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে-ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদ্যা। অত্রাহ কঃ পুনরয়ং শারীরো নাম পরমাত্মনোঽন্যো যঃ প্রতিষিদ্ধ্যতে অনুপপত্তেস্তু ন শারীর ইত্যাদিনা। শ্রুতিস্তু "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা" ইত্যেবঞ্জাতীয়িকা পরমাত্মনোঽন্যমাত্মানং বারয়তি। তথা স্মৃতিরপি "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" ইত্যেবঞ্জাতীয়িকেতি। অত্রোচ্যতে সত্যমেবৈতৎ পর এবাত্মা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানো বালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে। যথা ঘটকরকাদ্যুপাধিবশাদপরিচ্ছিন্নমপি নভঃ পরিচ্ছিন্নবদবভাসতে তদ্বৎ। তদপেক্ষয়া চ কর্ম্মত্বকর্তৃত্বাদিভেদব্যবহারো ন বিরুদ্ধ্যতে প্রাক্

স্মৃতিতেও শারীর ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, তিনিই হৃদয়দেশে অবস্থিতি করেন, ইনিই মায়াদ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় ও ভ্রামিত করিয়া থাকেন, ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেই জীব ও পরমাত্মার ভেদ প্রতীয়মান হয়। এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, পরমাত্মার অন্য এমন শারীর আত্মা কে? যাহাকে "অনুপপাতস্তু ন শারীর" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রতিষেধ করা হইয়াছে। "ন্যান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা ন্যান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা" ইত্যাদি শ্রুতিও পরমাত্মাতিরিক্ত আত্মা বারণ করিতেছে। আর স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, অর্থাৎ ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে ভারত! আমাকেই সর্ব্বশরীরে আত্মা বলিয়া জ্ঞান কর। এইক্ষণ ইহাই বলা যাইতে পারে যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিদ্যমান পরমাত্মাকে বালকেরাই শারীর বলিয়া উপচার করে। যেমন ঘটকলসাদি উপাধিযোগবশত অপরিচ্ছিন্ন আকাশও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিযোগবশত অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মাও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই উপাধি

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

"তত্ত্বমসি" ইত্যাদ্যৈকত্বোপদেশগ্রহণাৎ। গৃহীতে হ্যাত্মৈকত্বে বন্ধমোক্ষাদি সর্ব্বব্যবহারপরিসমাপ্তিরেব স্যাৎ ॥ ৬ ॥

অর্ভকমল্পমোকো নীড় এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়মিতি পরিচ্ছিন্নায়তন-ত্বাৎ। স্বশব্দেন চাণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বেত্যণীয়স্ত্বব্যপদেশাৎ শারীর এবারাগ্রমাত্রো জীব ইহোপদিশ্যতে ন সর্ব্বগতঃ পরমাত্মেতি যদুক্তং তৎ-পরিহর্ত্তব্যং। অত্রোচ্যতে নায়ং দোষঃ ন তাবৎ পরিচ্ছিন্নদেশস্য সর্ব্ব-গতত্বব্যপদেশঃ কথমপ্যুপপদ্যতে সর্ব্বগতস্য তু সর্ব্বদেশেষু বিদ্যমানত্বাৎ পরিচ্ছিন্নদেশত্বব্যপদেশোঽপি কস্মাচিদপেক্ষয়া সম্ভবতি যথা সমস্তবসু-ধাধিপতিরপি হি সন্নযোধ্যাধিপতিরিতি ব্যপদিশ্যতে। কয়া পুনরপেক্ষয়া সর্ব্বগতঃ সন্নীশ্বরোঽর্ভকৌকা অণীয়াংশ্চ ব্যপদিশ্যত ইতি। নিচায্যত্বা-

---

অপেক্ষায় কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব ব্যবহার বিরুদ্ধ হয় না। যেহেতু পূর্ব্বে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে আত্মৈকত্বের উপদেশ আছে। পরন্তু আত্মা এক, এইরূপ জ্ঞান হইলে বন্ধমোক্ষাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের পরিসমাপ্তি হয় ॥ ৬ ॥

আত্মা অল্পস্থানস্থায়ী বিশেষতঃ "এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে তাঁহার আয়তনও পরিচ্ছিন্ন এবং "ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মা অণুতর বলিয়া ব্যপদেশ আছে। অতএব শারীর জীবই এইস্থলে উপদিষ্ট হইতেছে। সর্ব্বগত পরমাত্মা নহেন, ইহা যে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার পরিহারার্থ বলিতেছেন।—উক্ত দোষ হইতে পারে না, কারণ যিনি পরিচ্ছিন্নদেশগত, কোনরূপেও তাঁহার সর্ব্বগতত্ব-ব্যপদেশ উপপন্ন হয় না। যিনি সর্ব্বগত, তিনি সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান আছেন। পরন্তু কোন দেশ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার পরিচ্ছিন্নদেশব্যপ-দেশ হইতে পারে। যেমন অযোধ্যার নৃপতিগণ সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগকে অযোধ্যাপতি বলিত, সেইরূপ সর্ব্ব-গত ঈশ্বর অন্তর্হৃদয়বর্ত্তী এবং অণুতর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন,

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

দেবমিতি ক্রমঃ। স এবমণীয়স্ত্বাদিগুণগণোপেত ঈশ্বরস্তত্র হৃদয়পুণ্ডরীকে নিচায্যো দ্রষ্টব্য উপদিশ্যতে যথা শালগ্রামে হরিস্তত্রাস্য বুদ্ধিবিজ্ঞানং গ্রাহকম্। সর্ব্বগতোঽপীশ্বরস্তত্রোপাস্যমানঃ প্রসীদতি। ব্যোমবচ্চৈতদ্ দ্রষ্টব্যং। যথা সর্ব্বগতমপি সদ্ ব্যোম সূচীপাশাদ্যপেক্ষয়ার্ভকোকোণীয়শ্চ ব্যপদিশ্যতে এবং ব্রহ্মাপি। তদেব নিচায্যত্বাপেক্ষং ব্রহ্মণোঽর্ভকৌকস্ত্বমণীয়স্ত্বঞ্চ ন পারমার্থিকং। তত্র যদা শঙ্কাতে হৃদয়ায়তনত্বাদ্ ব্রহ্মণো হৃদয়ায়তনানাঞ্চ প্রতিশরীরং ভিন্নত্বাদ্ ভিন্নায়তনানাঞ্চ শুকাদীনামনেকত্বসাবয়বত্বানিত্যত্বাদিদোষদর্শনাদ্ ব্রহ্মণোঽপি তদ্বৎ প্রসঙ্গ ইতি তদপি পরিহৃতং ভবতি ॥ ৭ ॥

ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্চিদ্রূপতয়া চ শারী-

---

অর্থাৎ সেই ঈশ্বর অণুতরত্বাদি গুণবান হইয়াও হৃদয়পুণ্ডরীকে বাস করেন, এইরূপ উপদেশ হয়, অর্থাৎ হৃদয়পুণ্ডরীক মধ্যে তাহার ধ্যান করিবে। আর যেমন শালগ্রামে হরি বিদ্যমান আছেন, এইস্থলে বুদ্ধিবিজ্ঞানই গ্রাহক, অর্থাৎ শালগ্রামে হরির বিদ্যমানতাজ্ঞানে অর্চ্চনা করিবে। সেইরূপ সর্ব্বগত ঈশ্বরকে হৃদয়ে উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। বাস্তবিক পরমাত্মাকে আকাশের ন্যায় জানিবে, আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়াও পাশাদি ও সূচী অপেক্ষায় অল্পস্থানস্থায়ী এবং অণুতর, ব্রহ্মও সেইরূপ অল্পস্থানস্থায়ী ও অণুতর বলিয়া ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকেন। বাস্তবিক ব্রহ্ম অল্পস্থানস্থায়ী বা অণুতর নহেন। ব্রহ্মের আয়তন হৃদয়, সেই হৃদয়রূপ আয়তন প্রতিশরীরেই পৃথক্। অতএব বিভিন্নায়তন শুকাদির অনেকত্ব, সাবয়বত্ব এবং অনিত্যত্বাদিদোষ দর্শনহেতু ব্রহ্মেরও উক্তবৎ দোষ প্রসঙ্গ হইতেছে, এইক্ষণ এই আশঙ্কাও পরিহৃত হইল ॥ ৭ ॥

আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্ম সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে সম্বদ্ধ আছেন, তিনি চিন্ময় এবং তাঁহার কোনরূপ শরীরসম্বন্ধ নাই, অতএব ব্রহ্ম সুখদুঃখাদি

রেণাবিশিষ্টত্বাৎ সুখদুঃখাদিসম্ভোগোঽপ্যবিশিষ্টঃ প্রসজ্যেত। একত্বাচ্চ ন হি পরস্মাদাত্মনোঽন্যঃ কশ্চিদাত্মা সংসারী বিদ্যতে "নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তস্মাৎ পরস্যৈব সংসারসম্ভোগপ্রাপ্তি-রিতি চেৎ। ন বৈশেষ্যাৎ ন তাবৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্ছারীরবদ্ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রসঙ্গো বৈশেষ্যাৎ। বিশেষো হি ভবতি শারীরপরমেশ্বরয়োরেকঃ কর্ত্তা ভোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনঃ সুখদুঃখাদিমাংশ্চ একস্তদ্বিপরীতোঽপহত-পাপ্মত্বাদিগুণঃ। এতস্মাদনয়োর্ব্বিশেষাদেকস্য ভোগো নেতরস্য। যদি চ সন্নিধানমাত্রেণ বস্তুশক্তিমনাশ্রিত্য কার্য্যসম্বন্ধোঽভ্যুপগম্যেত আকাশা-দীনামপি দাহাদিপ্রসঙ্গঃ। সর্ব্বগতানেকাত্মবাদিনামপি সমাবেতৌ চোদ্যপরিহারৌ। যদপ্যেকত্বাৎ ব্রহ্মণ আত্মান্তরাভাবাৎ শারীরস্য ভোগেন ব্রহ্মণো ভোগপ্রসঙ্গ ইতি অত্র বদামঃ ইদং তাবদ্দেবানাং প্রিয়ঃ প্রষ্টব্যঃ কথময়ং ত্বয়া আত্মান্তরাভাবোঽধ্যবসিত ইতি। "তত্ত্বমস্যহং

সম্ভোগবিহীন। বিশেষতঃ তিনি এক; সুতরাং সেই পরমাত্মা হইতে অন্য কোন সংসারী আত্মা নাই। "নান্যোতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" ইত্যাদি শ্রুতিতেই উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব এইক্ষণ যদি বলি, পর-মাত্মারই সংসার সম্ভোগপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে, কারণ পরমাত্মার বিশেষ আছে, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়সম্বন্ধহেতু শরীরের ন্যায় ব্রহ্মের সুখদুঃখাদিসম্ভোগ-প্রসঙ্গ নাই। ইহাই বিশেষ যে, শরীরী ও পরমাত্মা ইহাদিগের মধ্যে একই কর্ত্তা, ভোক্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সাধন এবং সুখদুঃখাদিশালী, অপর তাহার বিপরীত, অর্থাৎ পুণ্যপাপাদি গুণবিহীন, এইরূপ বিশেষ কারণে জানা যাইতেছে যে, একেরই সুখদুঃখাদিভোগ হয়, অপরের হয় না। যদিও বস্তুর শক্তি আশ্রয় না করিয়া সন্নিধানমাত্রেই কার্য্যসম্বন্ধ স্বীকার কর, তাহাহইলে আকাশেরও দাহাদিপ্রসঙ্গ হয়, কারণ আকাশের সর্ব্ব-সান্নিধ্য আছে। যদি বল, ব্রহ্ম এক হইলেও আত্মান্তরাভাবহেতু শারী-রের ভোগেই ব্রহ্মেরও ভোগ প্রসঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় বক্তব্য এই যে, ইহা দেবতাদিগেরই প্রিয়তর প্রশ্ন। তুমি কিরূপে আত্মান্তরাভাব জানিতেছ? তথাপি যদি বল, "তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মি নান্যোঽতোঽস্তি

ব্রহ্মাস্মি নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতে" ইত্যাদি শাস্ত্রেভ্য ইতি চেৎ যথাশাস্ত্রং তর্হি শাস্ত্রীয়োঽর্থঃ প্রতিপত্তব্যো ন তত্রার্দ্ধজরতীয়ং লভ্যম্। শাস্ত্রঞ্চ তত্ত্বমসীত্যপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণং ব্রহ্মশারীরস্যাত্মত্বেনোপদিশৎ শারীরস্যৈব তাবদুপভোক্তৃত্বং বারয়তি। কুতঃ তদুপভোগেন ব্রহ্মণ উপভোগপ্রসঙ্গঃ অথাগৃহীতং শারীরস্য ব্রহ্মণৈকত্বং তদা মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ শারীরস্যোপভোগো ন তেন পরমার্থরূপস্য ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ। ন হি বালৈস্তলমলিনতাদিভির্ব্যোম্নি বিকল্প্যমানে তলমলিনতাদিবিশিষ্টমেব পরমার্থতো ব্যোম ভবতি। তদাহ "ন বৈশেষ্যাৎ" ইতি। নৈকত্বেঽপি শারীরস্যোপভোগেন ব্রহ্মণ উপভোগপ্রসঙ্গো বৈশেষ্যাৎ। বিশেষো হি ভবতি মিথ্যাজ্ঞানসম্যগ্‌জ্ঞানয়োঃ। মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত উপভোগঃ সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্টমেকত্বম। ন চ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতেনোপভোগেন সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্টং বস্তু সংস্পৃশ্যতে তস্মান্নোপভোগগন্ধোঽপি শক্য ঈশ্বরস্য কল্পয়িতুং। ৮।

বিজ্ঞাতা' ইত্যাদি শ্রুতিতেই আত্মান্তরাভাব জানা যায়, ইহাতে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি শাস্ত্রই স্বীকার করিলে তাহাহইলে শাস্ত্রের অর্থও জানিতে হয়। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শাস্ত্রে অপহতপাপ্মত্বাদি বিশেষণই ব্রহ্ম শারীরের আত্মা ইহা উপদেশ করিয়া শারীরের উপভোগকর্তৃত্ব বারণ করিতেছে। অতএব কিরূপে শারীরের উপভোগে ব্রহ্মের উপভোগ প্রসঙ্গ হইতে পারে? যদি শারীর ও ব্রহ্মের একত্বগ্রহণ না করা যায়, তাহাহইলে মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত শারীরের উপভোগ কোনরূপেও পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালকেরা যে আকাশের তল ও আকাশ মলিন, এইরূপে নানাপ্রকার কল্পনা করে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে আকাশ তল ও মলিনতাদিবিশিষ্ট হইতে পারে না। এই সকল কারণেই সূত্রকার বলিয়াছেন যে, বিশেষ কারণবশতই শারীর ও ব্রহ্মের ঐক্য নাই। আর একত্ব স্বীকার করিলেও বৈশেষ্যহেতু শারীরের উপভোগে ব্রহ্মের উপভোগ প্রসঙ্গ হইতে পারে না। মিথ্যাজ্ঞান ও প্রকৃতজ্ঞান নিমিত্তই শারীর ও ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান হয়, ব্রহ্মের যে উপভোগকল্পনা, তাহা মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত, আর শারীর ও

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥

কঠবল্লীষু পঠ্যতে "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনঃ মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্যা বেদ যত্র সঃ" ইতি। অত্র কশ্চিদোদনোপসেচনসূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে। তত্র কিমগ্নিরত্তা স্যাদুত জীবোঽথবা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ বিশেষানবধারণাৎ ত্রয়াণাঞ্চাগ্নিজীবপরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে প্রশ্নোপন্যাসোপলব্ধেঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তং অগ্নিরত্তেতি। কুতঃ "অগ্নিরন্নাদঃ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধিভ্যাং। জীবো বাত্তা স্যাৎ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি দর্শনাৎ। ন পরমাত্মা "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি দর্শনাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ অত্তাত্র পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ চরাচরগ্রহণাৎ চরাচরং হি স্থাবরজঙ্গমং মৃত্যুপসেচনমিহাদ্যত্বেন প্রতীয়তে। তাদৃশস্য চাদ্যস্য ন পরমাত্মনোঽন্যঃ কাৎর্স্নেনাত্তা সম্ভবতি পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্ সর্ব্বমত্তীত্যুপপদ্যতে। নন্বিহ চরাচরগ্রহণং

ব্রহ্মের যে একত্ব, তাহা প্রকৃতজ্ঞানদৃষ্ট; সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত উপভোগ সম্যক্‌জ্ঞানদৃষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের উপভোগসম্পর্কও নাই, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। ৮ ॥

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনঃ মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্যাবেদ যত্র সঃ" ইত্যাদি কঠবল্লীয় শ্রুতিতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, কেহ ওদন সংস্কার করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইক্ষণ সন্দেহ হইতেছে যে, এই ভক্ষণকর্ত্তা কি অগ্নি, কিম্বা জীব, অথবা পরমাত্মা? ইহার কোন বিশেষ নির্দ্ধারণ নাই। অতএব অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিনেরই এই গ্রন্থে প্রশ্নোপন্যাসোপলব্ধি হইতেছে, অর্থাৎ অগ্নিই অন্নভক্ষণ করে, যেহেতু "অগ্নিরন্নাদ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে। আর জীবই কি অন্নভক্ষক? যেহেতু "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইত্যাদিশ্রুতিতে জীবই অন্ন ভক্ষণ করে, এইরূপ প্রতীতি হয়, পরন্তু পরমাত্মা অন্নভক্ষণ করেন না। কারণ "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার অন্নভক্ষণ নাই, ইহা দর্শন আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বলা যাইতে পারে যে,

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

নোপলভ্যতে তৎ কথং সিদ্ধবচ্চরাচরগ্রহণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে। নৈষ দোষঃ মৃত্যুপসেচনত্বেন সর্ব্বস্য প্রাণিনিকায়স্য প্রতীয়মানত্বাদ্ ব্রহ্মক্ষত্র-য়োশ্চ প্রাধান্যাৎ প্রদর্শনার্থত্বোপপত্তেঃ। যত্তু পরমাত্মনোঽপি নাত্তৃত্বং সম্ভবতি "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি দর্শনাদিতি অত্রোচ্যতে কর্ম্ম-ফলভোগস্য প্রতিষেধকমেতদ্দর্শনং তস্য সন্নিহিতত্বাৎ ন বিকারসংহারস্য প্রতিষেধকং বেদান্তেষু সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ সর্ব্বং তস্মাৎ পরমাত্মৈবেহাত্তা ভবিতুমর্হতি ॥ ৯ ॥

ইতশ্চ পরমাত্মৈবেহাত্তা ভবিতুমর্হতি যৎকারণং প্রকরণমিদং পর-মাত্মনঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি। প্রকৃতগ্রহণঞ্চ ন্যায্যম্। "ক ইত্থা বেদ যত্র স" ইতি চ দুর্ব্বিজ্ঞানত্বং পরমাত্মলিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥

আত্মাই অন্নভক্ষক হইতেছেন, যেহেতু স্থাবরজঙ্গম সমুদায় ভক্ষ্য বলিয়া প্রতীতি হয়, পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কেহ এইরূপ ভক্ষ্যবস্তুর ভক্ষণ-কর্ত্তা হইতে পারে না, অর্থাৎ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ভক্ষণ করিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন এমন আর কে আছে? বাস্তবিক পরমাত্মাই বিকারজাত সমুদায় সংহরণ করিয়া সর্ব্বভক্ষক হইতেছেন। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এই শ্রুতিতে যে পরমাত্মা অশন করে না, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতে ইহাই বলা যাইতে পারে যে এই দর্শন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলোপ-ভোগের প্রতিষেধক, বিকারসংহারের প্রতিষেধক নহে। যেহেতু বেদা-ন্তেতে সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা বলিয়াই ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি আছে, অতএব পর-মাত্মাই সর্ব্বভোক্তা হইতেছেন। ৯।

বাস্তবিক প্রকরণবশত পরমাত্মাই সর্ব্বভক্ষক হইতেছেন, যে পরমাত্মার জন্ম বা মরণ নাই, তিনিই সর্ব্বকর্ত্তা এবং সর্ব্বসংহর্ত্তা; সুতরাং পরমা-ত্মাকে সর্ব্বভক্ষক বলিয়া জানা যায় ॥ ১০ ।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

কঠবল্লীষেব পঠ্যতে "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ॥" ইতি তত্র সংশয়ঃ কিমিহ বুদ্ধিজীবৌ নির্দ্দিষ্টৌ উত জীবপরমাত্মানাবিতি। যদি বুদ্ধিজীবৌ ততো বুদ্ধিপ্রধানাৎ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাদ্ বিলক্ষণো জীবঃ প্রতিপাদিতো ভবতি তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্। "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" ইতি পৃষ্টত্বাৎ। অথ জীবপরমাত্মানৌ ততো জীবাদ্বিলক্ষণঃ পরমাত্মা প্রতিপাদিতো ভবতি তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্। "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ" ইতি পৃষ্টত্বাৎ। অত্রাহ আক্ষেপ্তা উভাবপ্যেতৌ পক্ষৌ ন সম্ভবতঃ। কস্মাৎ "ঋতপানং কর্ম্মফলোপভোগঃ সুকৃতস্য লোক ইতি লিঙ্গাৎ। তচ্চ চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি নাচেত-

---

কঠবল্লীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, উভয়ই কর্ম্মফল ভোগকরেন এবং হৃদয়রূপ গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ছায়া ও আতপ এই বিরুদ্ধপদার্থের ন্যায় বিদ্যমান আছেন, ব্রহ্মবাদী ও কর্ম্মীপ্রভৃতিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। এইক্ষণ উক্ত শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত উভয় কে? বুদ্ধি ও জীবই কি এই উভয় অথবা জীব ও পরমাত্মা? যদি বল, বুদ্ধি ও জীব এই উভয়ই কর্ম্মফল ভোগকরে, তাহাহইলে বুদ্ধির প্রাধান্যহেতু কার্য্যকারণসংঘাত হইতে অতিরিক্ত জীবই প্রতিপাদিত হয় এবং এইক্ষণ তাহাই প্রতিপাদন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের মরণের পর সংশয় হইয়া থাকে যে, পরলোক আছে কি না? কেহ কেহ বলেন, পরলোক আছে, অর্থাৎ মরণের পরেও মনুষ্যের কর্ম্মফলভোগ হয়, অপর বাদীরা বলেন, পরলোক নাই, অর্থাৎ জীবের মরণের পর সে আর কোন ফলভোগ করে না। নচিকেতা এইরূপ সন্দেহ করিয়া গুরুকে বলিয়াছিলেন,—ভগবন্! আমাকে এই আত্মতত্ত্ব উপদেশপূর্ব্বক আমার এই

নাম্না বুদ্ধেঃ।” পিবন্তাবিতি চ দ্বিবচনেন দ্বয়োঃ পানং দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অতো বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপক্ষস্তাবন্ন সম্ভবতি। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মপক্ষোঽপি ন সম্ভবতি চেতনেঽপি পরমাত্মনি ঋতপানাসম্ভবাৎ “অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি” ইতি মন্ত্রবর্ণাদিতি। অত্রোচ্যতে নৈষ দোষঃ ছত্রিণো গচ্ছন্তীত্যেকেনাপি ছত্রিণা বহূনাং ছত্রিত্বোপচারদর্শনাৎ এবমেকেনাপি পিবতা দ্বৌ পিবন্তাবুচ্যেয়াতাম্। যদ্বা জীবস্তাবৎ পিবতি ঈশ্বরস্তু পায়য়তি পায়য়ন্নপি পিবতীত্যুচ্যতে। পাচয়িতর্য্যপি পক্তৃত্বপ্রসিদ্ধিদর্শনাৎ। বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপরিগ্রহোঽপি সম্ভবতি করণে কর্ত্তৃত্বোপচারাৎ এধাংসি পচন্তীতি প্রয়োগদর্শনাৎ। ন চাধ্যাত্মাধিকারেঽন্যৌ কৌচিদ্বাবৃতং পিবন্তৌ সম্ভবতঃ তস্মাদ্বুদ্ধিজীবৌ স্যাতাং জীবপরমাত্মানৌ বেতি সংশয়ঃ। কিং

সন্দেহ নিরাস করিলে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারি। সন্দেহান্তর এই যে, জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ই কি কর্ম্মফলভোক্তা? তাহাহইলে জীব হইতে অতিরিক্ত পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হয়েন এবং তাহাই প্রতিপাদন করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য, কৃতাকৃতের অন্য এবং ভূতভব্যের অন্য, তাহাকে দর্শন কর এবং তাঁহাকে বল। এই বিষয়ে আক্ষেপকর্ত্তা বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বোক্ত উভয়পক্ষই সম্ভবিতে পারে, যেহেতু "ঋতপানং কর্ম্মফলোপভোগ সুকৃতস্য লোকঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মফলোপভোগ শ্রুত আছে। পরন্তু এই কর্ম্মফলোপভোগ চেতনক্ষেত্রজ্ঞেরই সম্ভব হয়, অচেতনবুদ্ধির তাহা সম্ভবে না। আর শ্রুতিও "পিবন্তৌ" এই দ্বিবচন নির্দ্দেশ করিয়া উভয়েরই পান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব বুদ্ধি ও আত্মা পান করেন, এই পক্ষ সম্ভবিতেছে না; সুতরাং জীব ও পরমাত্মপক্ষও সম্ভবপর হইতেছে না, যেহেতু চেতন পরমাত্মাতে পান সম্ভব আছে। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এই শ্রুতিতেও উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বলিতেছেন, উক্ত দোষ হইতে পারে না, কারণ যেমন ছত্রধারীরা গমন করিতেছে, এই কথা বলিলে এক ছত্রধারী পুরুষেই বহু ছত্রধারীর উপচার হয়, সেইরূপ একে পান করিতেছে, এই স্থলেও দুই ব্যক্তির পান বলা যাইতে পারে। অথবা

তাবৎপ্রাপ্তং বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞাবিতি। কুতঃ গুহাং প্রবিষ্টাবিতি বিশেষণাৎ। যদি শরীরং গুহা যদি বা হৃদয়মুভয়থাপি বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ গুহাং প্রবিষ্টাবুপপদ্যেতে। ন চ সতি সম্ভবে সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণো বিশিষ্টদেশত্বং যুক্তং কল্পয়িতুম। "সুকৃতস্য লোকে" ইতি চ কর্ম্মগোচরানাতিক্রমং দর্শয়তি। পরমাত্মা তু ন সুকৃতস্য দুষ্কৃতস্য বা গোচরে বর্ত্ততে। "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" ইতি শ্রুতেঃ। ছায়াতপাবিতি চ চেতনাচেতনয়োর্নির্দ্দেশ উপপদ্যতে ছায়াতপবৎ পরস্পরস্য বিলক্ষণত্বাৎ। তস্মাদ্বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞাবিহাচোয়াতামিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানাবিহোচ্যেয়াতাম্। কস্মাৎ আত্মানৌ হি তৌ উভাবপি চেতনৌ সমানস্বভাবৌ সংখ্যাশ্রবণে চ সমানস্বভাবেষ্বেব লোকে প্রতীতির্দৃশ্যতে অস্য গোর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্য ইতি হ্যুক্তে গৌরেব দ্বিতীয়োঽন্বিষ্যতে নাশ্বঃ পুরুষো বা

জীবই পান করে, ঈশ্বর জীবকে পান করাইয়া থাকেন; সুতরাং ঈশ্বর পান করাইয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাকে পানকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যেহেতু যে ব্যক্তি পাক করাইয়া থাকে, তাহাতেও পাক কর্ত্তৃত্বদর্শন প্রসিদ্ধ আছে, আর করণেতে কর্ত্তৃত্ব উপচার করিলে বুদ্ধি ও আত্মা পান করেন, এই পক্ষও গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক আধ্যাত্মিকবিষয়ে অন্য কোন উভয় পান করে, ইহা সম্ভবে না। অতএব বুদ্ধি ও জীব, কিম্বা জীব ও পরমাত্মা এই সন্দেহ হইতে পারে। তবে কি বুদ্ধি ও আত্মা এই উভয়ই স্বীকৃত হইল, যেহেতু "গুহাং প্রবিষ্টঃ" এই বিশেষণ আছে। যদি শরীর অথবা হৃদয় উভয়ই গুহা শব্দের প্রতিপাদ্য হয়, তাহাহইলেই বুদ্ধি ও আত্মা উভয়ই গুহা প্রবিষ্ট, ইহারূপ উপপন্ন হইতে পারে। আর সম্ভবসত্বে সর্ব্বগত ব্রহ্মের কোন বিশেষ দেশ কল্পনা করা যুক্ত নহে। "সুকৃতস্য লোকে" এই শ্রুতিতে কর্ম্মগোচরের অনতিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক পরমাত্মা সুকৃত বা দুষ্কৃতকর্ম্মের গোচরীভূত নহেন, যেহেতু শ্রুতিতে লিখিত আছে তিনি কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধি পান না, বা ক্ষীণ হয়েন না। আর ছায়াও আতপ ইহা কেবল চেতন ও অচেতনের নির্দ্দেশ বলিয়া উপপন্ন আছে,

তদিহ ঋতপানেন লিঙ্গেন নিশ্চিতে বিজ্ঞানাত্মনি দ্বিতীয়োম্বেষণায়াং সমান স্বভাবশ্চেতনঃ পরমাত্মৈব প্রতীয়তে। নন্ক্তং গুহাহিতত্বদর্শনাৎ ন পরমাত্মা প্রত্যেতব্য ইতি। অত্র বদামঃ গুহাহিতত্বন্তু শ্রুতিস্মৃতিষসকৃঃ পরমাত্মন এব দৃশ্যতে। "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন" "আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্" ইত্যাদ্যাসু। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থো দেশবিশেষোপদেশো ন বিরুধ্যত ইত্যেতদপ্যুক্তমেব। সুকৃতলোকবর্ত্তিত্বন্তু ছত্রিত্ববদেকস্মিন্নপি বর্ত্তমানমুভয়োরবিরুদ্ধম্। ছায়াতপাবিত্যপ্যবিরুদ্ধম্ ছায়াতপবৎ পরস্পর বিলক্ষণত্বাৎ সংসারিত্বাসংসারিত্বয়োঃ। অবিদ্যাকৃতত্বাৎ সংসারিত্ব পারমার্থিকত্বাচ্চাসংসারিত্বস্ত তস্মাদ্বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গুহাং প্রবিষ্টৌ গৃহ্যেতে। কুতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গৃহ্যেতে ॥ ১১ ॥

অর্থাৎ ছায়া ও আতপ যেমন পরস্পর বিলক্ষণ চেতন ও অচেতন ও সেই রূপ পৃথক্। অতএব বুদ্ধি ও আত্মা এই উভয়ই এইস্থলে ব্যাখ্যার বিষয়। এইরূপ অবস্থায় স্বমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা ইহারাই এইস্থলে কথ্যমান বলিয়া বোধ হইতেছে। যেহেতু উক্ত উভয় আত্মাই চেতন এবং সমানস্বভাব। আর সংখ্যাশ্রবণেও সমান স্বভাব বলিয়া লোকে প্রতীতি হয়। যেমন "এই গোর দ্বিতীয় অন্বেষণ কর" এইরূপ বলিলে দ্বিতীয় গোই লোকে অন্বেষণ করে, কিন্তু অশ্ব বা পুরুষ অন্বেষণ করে না। সেইরূপ এইস্থলে ঋতপান লিঙ্গদ্বারা বিজ্ঞানাত্মা নিশ্চিত হইলে তৎসমানস্বভাব দ্বিতীয় চেতন পরমাত্মাই প্রতীয়মান হইতেছেন। পূর্ব্বে গুহাস্থিতত্বপ্রযুক্ত পরমাত্মা প্রতীত হয়েন না বলিয়া যে উক্ত আছে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং" "যো বেদ গুহায়াং পরমে ব্যোমন" "আত্মান মন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিতে পুনঃ পুনই পরমাত্মার গুহা স্থিতত্ব উক্ত হইয়াছে, অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্মের দেশবিশেষে উপদেশ বিরুদ্ধ নহে, ইহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আর সুকৃতলোকবর্ত্তিত্ব ছত্রীর ন্যায় একদেশে বর্ত্তমান আছে, অতএব উহা উভয়েতে অবিরু

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

বিশেষণঞ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরেব সম্ভবতি "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদিনা পরেণ গ্রন্থেন রথিরথাদিরূপককল্পনয়া বিজ্ঞানাত্মানং রথিনং সংসারমোক্ষয়োর্গন্তারং কল্পয়তি। "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি" "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি পরমাত্মানং গন্তব্যং কল্পয়তি। তথা "তং দুর্দর্শং গূঢমনুপ্রাবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" ইতি পূর্ব্বস্মিন্নপি গ্রন্থে মন্তৃমন্তব্যত্বেনৈতাবেব বিশেষিতৌ। প্রকরণঞ্চেদং পরমাত্মনঃ। ব্রহ্মবিদো বদন্তীতি চ বক্তৃবিশেষোপাদানং পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে তস্মাদিহ জীবপরমাত্মানাবুচ্যেয়াতাম্। এষ এব ন্যায়ো "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যেবমাদিষ্বপি। তত্রাপি হ্যধ্যাত্মাধিকারান্ন

এবং ছায়া ও আতপ দৃষ্টান্তও বিরুদ্ধ নহে, যেহেতু সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব, ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর পৃথক্। কারণ, সংসারিত্ব অবিদ্যাকৃত, পরন্তু অসংসারিত্বই পারমার্থিক, অতএব বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা, ইহারাই গুহাপ্রবিষ্ট; সুতরাং বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা ইহাদিগকেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

বিশেষণহেতু বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকে গ্রহণ করা যায়। ঐ বিশেষণও বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মারই সম্ভব হয়। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদি পরবর্ত্তীগ্রন্থে রথী ও রথাদিরূপ কল্পনাদ্বারা রথিস্বরূপ বিজ্ঞানাত্মাকেই সংসার ও মোক্ষের গন্তা বলিয়া কল্পনা করা যায় এবং "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি" "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মা গন্তব্যরূপে পরিকল্পিত হইতেছেন, আর "সেই দুর্দর্শ গূঢভাবে অনুপ্রবিষ্ট হৃদয়গুহাস্থিত পুরাতন পুরুষ এবং যিনি অধ্যাত্মযোগের অধিগম্য, সেই পরমদেবকে জানিতে পারিলে জ্ঞানিগণ হর্ষশোক পরিত্যাগ করে" ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তীগ্রন্থেও বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা ইহারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিশেষিত হইয়াছেন। বাস্তবিক ইহা পরমাত্ম প্রক-

প্রাকৃতৌ সুপর্ণাবুচ্যেতে "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি অদনলিঙ্গাদ্বিজ্ঞানাত্মা ভবতি। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যনশনচেতনত্বাভ্যাং পরমাত্মা। অনন্তরে চ মন্ত্রে তাবেব দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যভাবেন বিশিনষ্টি "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ" ইতি। অপর আহ দ্বা সুপর্ণেতি নেয়মৃগস্যাধিকরণস্য সিদ্ধান্তং ভজতে পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণেনান্যথাখ্যাতত্বাৎ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি সত্ত্বম্। অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীত্যনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি" সত্ত্বশব্দো জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মেতি যদুচ্যতে তন্ন। সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োরন্তঃকরণশারীরপরতয়া প্রসিদ্ধত্বাৎ তত্রৈব চ ব্যাখ্যাতত্বাৎ "তদেতৎ সত্ত্বং যেন

রণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, বক্তার বিশেষোপাদান পরমাত্মপরিগ্রহেই ঘটিতে পারে। অতএব এইস্থলে জীব ও পরমাত্মাই কথিত হইতেছেন, আর "দুইটী পক্ষী একত্র এক বৃক্ষে সখ্যভাবে বাস করে" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতেও আধ্যাত্মিক বিষয় কথিত হইয়াছে, উহারা প্রকৃত পক্ষী নহে। আর "উক্ত পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে একটী স্বাদুফল ভক্ষণ করে" এই শ্রুতিতে ভক্ষণ দর্শনহেতু বিজ্ঞানাত্মাই প্রতীয়মান হইতেছেন। আর "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এই শ্রুতিতে অনশন ও চেতনলিঙ্গহেতু পরমাত্মাকে জানা যায় এবং অনন্তর মন্ত্রে সেই বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা ইহারাই দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যভাবে বিশেষিত হইতেছেন। আর এক বৃক্ষেই পুরুষ ও পরমাত্মা বাস করিতেছে, সেই পুরুষ পরমাত্মাকে জানিতে না পারিয়া মুগ্ধ হইয়া শোক করে। কিন্তু যখন সেই পুরুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে সংসারশোক পরিত্যাগ করিয়া অতুল মাহাত্ম্য পাইয়া থাকে। অপরবাদীরা বলেন "দ্বাসুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিতে অধিকরণসিদ্ধান্ত প্রকাশ পায় নাই, যেহেতু পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে ইহা অন্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি সত্ত্বম্। অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীত্যনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে

স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ" ইতি। নাপ্যস্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষং ভজতে। ন হ্যত্র শারীরঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মেণোপেতো বিবক্ষ্যতে কথং তর্হি সর্ব্বসংসার-ধর্ম্মাপেতো ব্রহ্মস্বভাবশ্চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ "অনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞঃ" ইতি বচনাৎ। "তত্ত্বমসি" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিভ্যশ্চ। তাবতা চ বিদ্যোপসংহারদর্শনমেবমেবাবকল্পতে "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ" "ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চন রস আধ্বংসতে" ইত্যাদি। কথং পুনরস্মিন্ পক্ষে "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি সত্ত্বম্ ইত্যচেতনে সত্ত্বে ভোক্তৃত্ববচনমিতি। উচ্যতে নেয়ং শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামীতি প্রবৃত্তা। কিং তর্হি চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্যাভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাং বক্ষ্যামীতি। তদর্থং সুখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্বমধ্যারোপয়তি।

সত্ত্বশব্দে জীব এবং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দে পরমাত্মা বুঝাইতেছে তাহা। যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু সত্ত্বশব্দে অন্তঃকরণ এবং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দে শারীর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অন্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে স্বপ্নদর্শন করে, সেই সত্ত্ব, অর্থাৎ জীব, আর যিনি শারীর উপ-দ্রষ্টা, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহাই সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের নির্ণয়, এই শারীর ও ক্ষেত্র কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বিবক্ষিত হয়, তাহা-হইলে কিরূপে সর্ব্বসংসারধর্ম্মহীন চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মস্বভাব হইতে পারে। যেহেতু "অনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি" ইত্যাদি বচনে সংসারধর্ম্ম শ্রবণ আছে। আর "তত্ত্বমসি" এবং "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যেই ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপেই বিদ্যোপ-সংহার দর্শন কল্পিত হয়। এইক্ষণ এই পক্ষে কিরূপে তাহাদিগের অন্য স্বাদুফল ভক্ষণ করে, ইহা উপপন্ন হইতে পারে, তাহাতে অচেতন সত্ত্বেতে ভোক্তৃত্বব্যপদেশ হয়, ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত শ্রুতি অচেতনসত্ত্বের ভোক্তৃত্ব কথনে প্রবৃত্ত নহে, কিন্তু চেতনক্ষেত্রজ্ঞেরই ভোক্তৃত্ব এবং তাহারই ব্রহ্মস্বভাব বলিতেছেন। এই নিমিত্ত সুখাদিবিকারশালী সত্ত্বেতে ভোক্তৃত্ব অধ্যারোপিত হয়। পরন্তু সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই অন্যতরের যে কর্ত্তৃত্ব-

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

ইদং হি কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োবিতরেতরস্বভাবাবিবেককৃতং কল্প্যতে পরমার্থতস্তু নান্যতরস্যাপি সম্ভবতি অচেতনত্বাৎ সত্ত্বস্য অবিক্রিয়ত্বাচ্চ ক্ষেত্রজ্ঞস্য অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতস্বভাবত্বাচ্চ সত্ত্বস্য সুতরাং ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ "যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা স্বপ্নদৃষ্টহস্ত্যাদিব্যবহারবদবিদ্যাবিষয় এব কর্তৃত্বাদিব্যবহারং দর্শয়তি। "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা চ বিবেকিনঃ কর্তৃত্বাদিব্যবহারং বারয়তি। ১২ ॥

'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্ম" ইতি "তদ্‌যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি" ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ কিময়ং প্রতিবিম্বাত্মাক্ষ্যধিকরণো নির্দ্দিশ্যতে অথ বিজ্ঞানাত্মা উত দেবতাত্মেন্দ্রিয়স্যাধিষ্ঠাতাথবেশ্বর ইতি। কিং তাবৎপ্রাপ্তং ছায়াত্মা পুরুষপ্রতিরূপ ইতি। কুতঃ তস্য দৃশ্য-

---

ভোক্তৃত্বকল্পনা, তাহা অবিবেকীর পরিকল্পিত। বাস্তবিক সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদিগের অন্যতরের কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব সম্ভবে না, যেহেতু সত্ত্ব অচেতন এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অবিক্রিয়। বিশেষত সত্ত্ব অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত স্বভাব; সুতরাং তাহার কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না। "যত্রবান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বপ্নদৃষ্ট হস্ত্যাদি ব্যবহারের ন্যায় অবিদ্যাবিষয়েই কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ব্যবহার দর্শিত আছে। আর "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিবেকীর কর্তৃত্বাদি ব্যবহার নিবারিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি এই অক্ষিমধ্যে পুরুষরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই পরমাত্মা, ইনি অমৃত, অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম। এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, প্রতিবিম্বাত্মাই কি অক্ষিস্থ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন? কিম্বা যিনি বিজ্ঞানাত্মা, তিনিই অক্ষিগত পুরুষ? অথবা দেবতাত্মা কি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা কিম্বা ঈশ্বর? অথবা ছায়াত্মাই পুরুষরূপে দৃষ্ট

মানত্বপ্রসিদ্ধেঃ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি চ প্রসিদ্ধবদুপদেশাৎ। বিজ্ঞানাত্মনো বা অয়ং নির্দ্দেশ ইতি যুক্তম্। স হি চক্ষুষা রূপং পশ্যন্ চক্ষুষি সন্নিহিতো ভবতি আত্মশব্দশ্চাস্মিন্ পক্ষেঽনুকূলো ভবতি। আদিত্যপুরুষো বা চক্ষুষোঽনুগ্রাহকঃ প্রতীয়তে "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি শ্রুতেঃ। অমৃতত্বাদীনাঞ্চ দেবতাত্মন্যপি কথঞ্চিৎ সম্ভবাৎ নেশ্বরঃ স্থানবিশেষনির্দ্দেশাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমেশ্বর এবাক্ষণ্যভ্যন্তরঃ পুরুষ ইহোপদিষ্ট ইতি। কস্মাৎ উপপত্তেঃ উপপদ্যতে হি পরমেশ্বরে গুণজাতমিহোপদিশ্যমানম্। আত্মত্বং তাবন্মুখ্যয়া বৃত্ত্যা পরমেশ্বর উপপদ্যতে "স আত্মা" "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ। অমৃতত্বাভয়ত্বে চ তস্মিন্নসকৃৎ শ্রূয়েতে। তথা পরমেশ্বরানুরূপমেতদক্ষিস্থানম্। যথা হি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বদোষৈরলিপ্তোঽপহতপাপ্মাদিশ্রবণাৎ তথাক্ষিস্থানং সর্ব্বলেপরহিতমুপদিষ্টং "তদ্‌যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি" ইতি শ্রুতেঃ। সংযদ্বামাত্বাদিগুণোপদেশশ্চ তস্মিন্নবকল্পত "এতং

হয়? যেহেতু সেই ছায়াত্মাই দৃশ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বিশেষত "এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধির ন্যায় উপদেশ আছে, অথবা বিজ্ঞানাত্মারই এইরূপ নির্দ্দেশযুক্ত। যেহেতু তিনি স্বয়ং চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া চক্ষুতে সন্নিহিত হয়েন, এই পক্ষে আত্মশব্দই অনুকূল হইতেছে। আর "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতীতি হয় যে আদিত্যপুরুষই চক্ষুর অনুগ্রাহক। অপর দেবতাতে অমৃতত্বাদির সম্ভব আছে; সুতরাং ঈশ্বর চক্ষুর অনুগ্রাহক নহে, ইহাই জানা যায়। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, পরমেশ্বরই চক্ষুর অভ্যন্তরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া এইস্থলে উপদিষ্ট হইতেছেন, যেহেতু এইরূপ উপপত্তি আছে। বাস্তবিক উপদিশ্যমান গুণসকল পরমেশ্বরেই উপপন্ন হয়। আর "স আত্মা" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্যবৃত্তিদ্বারা পরমেশ্বরেই আত্মত্ব উপপন্ন হইতেছে এবং অমৃতত্ব ও অভয়ত্বও পুনঃ পুনঃ পরমেশ্বরে শ্রুত হয়, অতএব অক্ষিস্থও পরমেশ্বরের অনুরূপ। যেমন পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রকারে দোষে অলিপ্ত বলিয়াই তাঁহার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ শ্রবণ আছে,

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়ন্তি। এষ উ এষ ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি" ইতি চ। অত উপপত্তেরন্তরঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

কথং পুনরাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণোঽক্ষ্যল্পস্থানমুপপদ্যতে ইতি। অত্রোচ্যতে ভবেদেষানবকৢপ্তিঃ যদ্যেতদেবৈকং স্থানমস্য নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ। সন্তি হি অন্যান্যপি পৃথিব্যাদীনি স্থানান্যস্য নির্দ্দিষ্টানি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনা। তেষু হি চক্ষুরপি নির্দ্দিষ্টং যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নিতি। স্থানাদিব্যপদেশাদিত্যাদিগ্রহণেনৈতদ্দর্শয়তি। ন কেবলং স্থানমেবৈক-মনুচিতং ব্রহ্মণো নির্দ্দিশ্যতে কিং তর্হি নামরূপমিত্যেবং জাতীয়কমপ্য নামরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুচিতং নির্দ্দিশ্যমানং দৃশ্যতে "তস্যোদিতি নাম হির-ণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি। নির্গুণমপি সৎ ব্রহ্ম নামরূপগতৈর্গুণৈঃ সগুণমুপাস

সেইরূপ অক্ষিস্থ-পুরুষও সর্ব্বসংসর্গরহিত। আর "তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পি-র্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতির উপপত্তিতে পরমেশ্বরই প্রতীয়মান হইতেছেন। ১৩॥

আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্মের অক্ষিরূপ অল্পস্থান কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, যদি ব্রহ্মের একটিমাত্র স্থানই নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাহইলে বিষম অনর্থ ঘটন হইয়া উঠে। যেহেতু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের পৃথিব্যাদি অন্যান্য বহুস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আর 'চক্ষুষি তিষ্ঠন" ইত্যাদি শ্রুতিতে চক্ষুও ব্রহ্মের স্থান বলিয়া জানা যায়, ইত্যাদি স্থানব্যপদেশহেতুও ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ আছে। পরন্তু কেবল ব্রহ্মের একস্থাননির্দ্দেশই যে অনুচিত, এমন নহে, কিন্তু নামরূপবিহীন ব্রহ্মের নাম রূপাদিনির্দ্দেশও অনুচিত। বাস্তবিক ব্রহ্ম নির্গুণ, তথাপি উপাসনার্থই নামরূপগত গুণদ্বারা সগুণ বলিয়া স্থানে স্থানে নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। বস্তুত ইহাও অযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বগত হই-লেও তাঁহার উপলব্ধির নিমিত্ত স্থানবিশেষ কল্পনা বিরুদ্ধ নহে। যেমন

সুখবিশিষ্টাভিধানদেব চ ॥ ১৫ ॥

নার্থং তত্র তত্রোপদিশ্যতে ইত্যেতদপ্যুক্তমেব। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপ-
ব্ধ্যর্থং স্থানবিশেষো ন বিরুদ্ধ্যতে শালগ্রাম ইব বিষ্ণোরিত্যেতদপ্যুক্ত-
মেব। ১৪ ॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং কিং ব্রহ্মাস্মিন্ বাক্যেঽভিধীয়তে ন বেতি
সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব ব্রহ্মত্বং সিদ্ধম্। সুখবিশিষ্টং হি ব্রহ্ম যদ্বাক্যোপ-
ক্রমে প্রক্রান্তং "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি তদেবেহাভিহিতং
প্রকৃতপরিগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি চ গতিমা-
ত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানাৎ। কথং পুনর্ব্বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম
বিজ্ঞায়ত ইতি। উচ্যতে "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যেতদগ্নীনাং
বচনং শ্রুত্বোপকোশল উবাচ। "বিজানাম্যহং যৎপ্রাণো ব্রহ্ম কঞ্চ খঞ্চ তু
ন বিজানামি" ইতি। তত্রেদং প্রতিবচনম্ "যদ্বাব কং তদেব খং যদেব

উপাসকের পূজাদির নিমিত্ত শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণুর স্থান কল্পনা
করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মের স্থানবিশেষ নির্দ্দেশ
হইতে কোন বাধা নাই। ১৪ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবিষয়ে কোন বিবাদই নাই, অর্থাৎ
ব্রহ্ম কি এই বাক্যের অভিধেয় নহে? এইরূপ সন্দেহই হইতে পারে না,
সুখবিশিষ্টকথনহেতুই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ আছেন, অর্থাৎ যিনি নিরতিশয় সুখ-
বিশিষ্ট, তিনিই ব্রহ্ম। "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিই
উক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ, কিন্তু প্রকৃতপরিগ্রহই ন্যায্য। আর "আচার্য্যস্তু
তে গতিং বক্তা" ইত্যাদি শ্রুতিতে গতিকথন জানা যায়, তবে কিরূপে
বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম জানা যাইতে পারে। এইক্ষণ ইহাই বলা
যাইতে পারে যে, "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অগ্নিবচন
শুনিয়া উপকোশল কহিয়াছিলেন, আমি প্রাণাদি সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া
জানি, অর্থাৎ আমি কখ ইত্যাদি সকলকেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করি, কখ
বলিয়া জ্ঞান করি না। এইক্ষণ এই প্রত্যুত্তর হইতে পারে যে, যাহা

খং তদেব কং'' ইতি। তত্র খং শব্দো ভূতাকাশে নিরূঢ়ো লোকে। যদি তস্য বিশেষণত্বেন কংশব্দঃ সুখবাচী নোপাদীয়েত তথা সতি কেবলে ভূতাকাশে ব্রহ্মশব্দো নামাদিষ্বিব প্রতীকাভিপ্রায়েণ প্রযুক্ত ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। তথা কশব্দস্য বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কজনিতে সামন্যে সুখে প্রসিদ্ধত্বাৎ যদি তস্য খংশব্দো বিশেষণত্বেন নোপাদীয়েত লৌকিকং সুখং ব্রহ্মেতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ইতরেতরবিশেষিতৌ তু কংখংশব্দৌ সুখাত্মকং ব্রহ্ম গময়তঃ। তত্র দ্বিতীয়ে ব্রহ্মশব্দেঽনুপাদীয়মানে কং খং ব্রহ্মেত্যেবোচ্যমানে কংশব্দস্য বিশেষণত্বেনৈবোপযুক্তত্বাৎ সুখস্য গুণস্যাধ্যেয়ত্বং স্যাৎ তন্মাত্বদিত্যুভয়োঃ ব্রহ্মশব্দশিরস্কং কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। ইষ্টং হি সুখস্যাপি গুণস্য গুণিবদ্ধ্যেয়ত্বম্। তদেবং বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্মোপদিষ্টম্। প্রত্যেকঞ্চ গার্হপত্যাদয়োঽগ্নয়ঃ স্বং স্বং মহিমানমুপদিশ্য "এষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যাত্মবিদ্যা চ'' ইত্যুপসংহরন্তঃ পূর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টমিতি জ্ঞাপয়ন্তি।

ক, তাহাই খ এবং যাহা খ তাহাই ক, এইরূপ জ্ঞান হয়। আর যদি কশব্দ তাহার বিশেষণবাচী বলিয়া উপপন্ন না হয়, তাহাহইলে কেবল ভূতাকাশেই ব্রহ্মশব্দ নামাদির ন্যায়প্রযুক্ত হয়, ইহাই প্রতীতি হইতে পারে। আর কশব্দও বিষয়েন্দ্রিয়জনিত সুখে প্রসিদ্ধ আছে। আর যদি খশব্দ বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ না করা যায়, তাহাহইলে লৌকিক সুখই ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইতে পারে। আর কখ এই শব্দদ্বয় যদি পরস্পরের বিশেষণ হয়, তাহাহইলেও উহারা সুখাত্মকব্রহ্ম প্রতিপাদন করে। উক্ত শ্রুতিতে দ্বিতীয় ব্রহ্মশব্দের উপাদান না করিয়া "কং খং ব্রহ্ম'' এইরূপ বলিলে কশব্দের বিশেষণই উপযুক্ত হয়; অতএব গুণীভূত সুখশব্দই আধেয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না; সুতরাং "কং খং'' এই উভয় শব্দ ব্রহ্মবাচক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অতএব গুণস্বরূপ সুখশব্দকে গুণিবৎ জ্ঞান করিবে, ইহাই ইষ্ট। এই নিমিত্তই বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মশব্দ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ও প্রত্যেকে আপন আপন মহিমা উপদেশ করিয়া "এষা তে সোম্য অস্মদ্বিদ্যাত্মবিদ্যা চ'' ইত্যাদিরূপে উপসংহারকরতঃ পূর্ব্বে ব্রহ্মনির্দ্দেশ জ্ঞাপন করি-

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥

"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি চ গতিমাত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানমর্থান্তর-বিবক্ষাং বারয়তি। "যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবং বিদি পাপকর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" ইতি চাক্ষিস্থানং পুরুষং বিজানতঃ পাপেনানুপঘাতং ব্রুবন্নক্ষিস্থানস্য পুরুষস্য ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি। তস্মাৎ প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মণোঽক্ষি-স্থানতাং সংযদ্বামত্বাদিগুণতাঞ্চ উক্ত্বা অর্চ্চিরাদিকাং তদ্বিদো গতিং বক্ষ্যা-মীতি উপক্রমতে "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ" ইতি। ১৫ ॥

ইতশ্চাক্ষিস্থানঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরো যস্মাৎ শ্রুতোপনিষৎকস্য শ্রুত-রহস্যস্য বিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদো যা গতির্দ্দেবযানাখ্যা প্রসিদ্ধা শ্রুতৌ "অথো-ত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে এতদ্বৈ-প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎপরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে" ইতি

াছি। "আচার্য্যস্তু গতিং তে বক্তা" এই শ্রুতিও গতিমাত্র কথনপ্রতি-জ্ঞারূপ অর্থান্তর বিবক্ষা বারণ করিতেছে। "যেমন পদ্মপত্রে জল সংশক্ত য় না, সেইরূপ পাপকর্ম্ম ব্রহ্মেতে আশক্ত হইতে পারে না" ইত্যাদি শ্রুতিও অক্ষিস্থপুরুষকে জানিয়া তাহাকে পাপে অনাক্রান্তজ্ঞানকরত সেই অক্ষিস্থ-পুরুষের ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব প্রকৃত ব্রহ্মের অক্ষিস্থানত্ব এবং অন্যান্য গুণ নিরূপণকরিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মের অর্চ্চিরাদি গতি বলিব ইরূপে "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ" এই-শ্রুতিতে উপক্রম করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অক্ষিস্থ-পুরুষই পরমেশ্বর, যেহেতু তাহাতেই উপনিষৎ রহস্যবেত্তা ব্রহ্ম-জ্ঞানিদিগের গতি প্রসিদ্ধ আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তপস্যা, ব্রহ্ম-চর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বারা যাহারা আত্মার অন্বেষণ করে, তাহারা আদিত্যে অভিগমন করিয়া থাকে, এই ব্রহ্মই প্রাণসকলের আয়তন, ইনি অমৃত, অভয় এবং ইনি সকলের প্রধান আশ্রয়। যাহারা ইহাকে একবার লাভ করিতে পারে, তাহারা আর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। স্মৃতি-

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রুতৌ। স্মৃতাবপি—"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" ইতি। সৈবেহাক্ষিপুরুষবিদোঽভিধীয়মানা দৃশ্যতে। "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদু চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি" ইত্যুপক্রম্য "আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি। তদিহ ব্রহ্মবিদ্বিষয়য়া প্রসিদ্ধয়া গত্যাক্ষিস্থানস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে। ১৬।

যৎপুনরুক্তং "ছায়াত্মা বিজ্ঞানাত্মা দেবতাত্মা বা স্যাদক্ষিস্থানঃ" ইতি অত্রোচ্যতে ন ছায়াত্মাদিরিতর ইহ গ্রহণমর্হতি কস্মাৎ অনবস্থিতেঃ ন তাবৎ ছায়াত্মনশ্চক্ষুষি নিত্যমবস্থানং সম্ভবতি। যদৈব হি কশ্চিৎ পুরুষ-

---

প্রমাণে জানা যায় যে, অক্ষিস্থ-পুরুষই অগ্নি, জ্যোতি, ষণ্মাস এবং উত্তরায়ণ। যাহারা সেই অক্ষিস্থপুরুষে প্রবেশ করে, তাহারা ব্রহ্মলাভ করিতে পারে, এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানীরা উপদেশ করিয়া থাকেন, আর সেই অক্ষিস্থপুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া নির্ণয় করে, এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিও দেখা যায়। "অথ যদুচৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদু চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদি উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, আদিত্যপুরুষ হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই আদিত্যগত পুরুষ মানব নহে, তিনিই এই সকলকে ব্রহ্মে প্রেরণ করেন, আর এই পুরুষই দেবপথ ও ব্রহ্মপথস্বরূপ। যাহাদিগের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে না, এই সকল ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক প্রসিদ্ধ বিদ্যাদ্বারা অক্ষিস্থ-পুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হইতেছে। ১৬॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যিনি অক্ষিস্থ-পুরুষ, তিনিই ছায়াত্মা, দেবতাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মা। এইক্ষণ বলা যাইতে পারে যে, এইস্থলে ছায়াত্মাদির গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু ছায়াত্মাদির অবস্থান নাই। ছায়াত্মার সর্ব্বদা চক্ষুতে সম্ভব হয় না, যখন কোন পুরুষ চক্ষুর নিকটে

শ্চক্ষুরাসীদিতি তদা চক্ষুষি পুরুষচ্ছায়া দৃশ্যতেঽপগতে তস্মিন্ন দৃশ্যতে "য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ সন্নিধানাৎ স্বে চক্ষুষি দৃশ্যমানং পুরুষমুপাস্যত্বেনোপদিশতি। ন চোপাসনকালে স ছায়াকরং কঞ্চিৎ পুরুষং চক্ষুঃ সমীপে সন্নিধাপ্যোপাস্ত ইতি যুক্তং কল্পয়িতুম্। "অস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি" ইতি শ্রুতিশ্ছায়াত্মনোঽনবস্থিতত্বং দর্শয়তি। অসম্ভবাচ্চ তস্মিন্নমৃতত্বাদীনাং গুণানাং ন ছায়াত্মনি প্রতীতিঃ। তথা বিজ্ঞানাত্মনোঽপি সাধারণে কৃৎস্নশরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধে সতি চক্ষুষ্যেবাবস্থিতত্বং বক্তুং ন শক্যম্। ব্রহ্মণস্তু সর্ব্বব্যাপিনোঽপি দৃষ্ট উপলব্ধ্যর্থো হৃদয়াদিদেশবিশেষসম্বন্ধঃ। সমানশ্চ বিজ্ঞানাত্মন্যপ্যমৃতত্বাদীনাং গুণানামসম্ভবঃ। যদ্যপি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽনন্য এব তথাপ্যবিদ্যাকামকর্ম্মকৃতং তস্মিন্মর্ত্ত্যত্বমধ্যারোপিতং ভয়ঞ্চেত্যমৃতত্বাভয়ত্বেনোপপদ্যেতে। সংযদ্বামত্বা-

---

কে, তখনই চক্ষুতে পুরুষের ছায়া দেখা যায়। আর যখন সেই পুরুষ পগত হয়, তখন আর সেই পুরুষকে চক্ষুতে দেখা যায় না। "য এষোক্ষিণি পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতি চক্ষুর সন্নিহিত দৃশ্যমান পুরুষকে উপাস্য লিয়া উপদেশ করে। আর উপাসনাবলে ছায়াকর কোন পুরুষকে ক্ষুর সমীপে সন্নিধাপিত করিয়া উপাসনা করিবে না, এইরূপ কল্পনাই ক্তিযুক্ত হইতেছে। আর "অস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি" এই ̔তিও ছায়াত্মার অনবস্থিতি প্রদর্শন করিতেছে। বিশেষত অমৃতত্বাদি ̔ণসকল ছায়াত্মাতে প্রতীত হয় না। এইরূপে বিজ্ঞানাত্মার সাধারণত ̔মস্ত শরীর ও দেহ সম্বন্ধ থাকিলেও কেবল চক্ষুতেই তাহার অবস্থিতি ̔লা যায় না। বিশেষত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মেরই হৃদয়াদি বিশেষ দেশসম্বন্ধ ̔ই আছে, অতএব ছায়াত্মার ন্যায় বিজ্ঞানাত্মারও অমৃতত্বাদি গুণসমূহের ̔সম্ভব। যদিও বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার অন্য নহে, তথাপি তাহাতে ̔বিদ্যাকামকর্ম্মজন্য মানবধর্ম্ম আরোপিত হইয়া থাকে। পরন্তু তাহার ̔য় আছে, অতএব তাহাতে অমৃতত্ব ও অভয়ত্বাদিগুণের সম্ভব নাই। ̔ার যদিও "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে দেবতা- ̔ার চক্ষুতে অবস্থান হইতে পারে, তথাপি তাহার পরমাত্মত্ব সম্ভবে না,

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

দয়শ্চৈতস্মিন্নৈশ্বর্য্যাদনুপপন্না এব। দেবতাত্মনস্তু "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি শ্রুতেঃ যদ্যপি চক্ষুষ্যবস্থানং স্যাৎ তথাপ্যাত্মত্বং তাবন্ন সম্ভবতি পরাগ্রূপত্বাৎ। অমৃতত্বাদয়োঽপি ন সম্ভবন্তি উৎপত্তিপ্রলয়শ্রবণাৎ। অমরত্বমপি দেবানাং চিরকালাবস্থানাপেক্ষম্। ঐশ্বর্য্যমপি পরমেশ্বরায়ত্তং ন স্বাভাবিকং "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ তস্মাৎ পরমেশ্বর এবায়মক্ষিস্থানঃ প্রত্যেতব্যঃ। অস্মিংশ্চ পক্ষে দৃশ্যত ইতি প্রসিদ্ধবদুপাদানং শাস্ত্রাপেক্ষং বিদ্বদ্বিষয়ং প্ররোচনার্থমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। ১৭।

"য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতান্যন্তরো যময়তি" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোয়ং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ "ইত্যাদি। অত্র অধিদৈবতমধিলোকমধিবেদমধিযজ্ঞমধিভূতমধ্যাত্মঞ্চ কশ্চিদন্তরব-

---

যেহেতু তাহাতে অমৃতত্ব অভয়ত্বাদিগুণের সম্ভব নাই। আর দেবতাত্মার উৎপত্তিপ্রলয় শ্রবণ আছে। তবে দেবতাদিগের যে অমরত্ব, তাহা চিরকালাপেক্ষ, অর্থাৎ তাহারা অন্যের অপেক্ষা অধিক দিন বর্ত্তমান থাকেন. এই নিমিত্তই দেবতাদিগকে অমর বলে। আর তাহাদিগের ঐশ্বর্য্যও পরমেশ্বরের অধীন; স্বাভাবিক নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ঈশ্বরের ভয়ে বায়ু চলিতেছে. তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত থাকেন, ঈশ্বরের ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু ইহারা স্বস্ব-কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব পরমেশ্বরই অক্ষিস্থ-পুরুষ, ইহা প্রতীতি হয় ॥ ১৭ ॥

"যিনি ইহলোক, পরলোক এবং সর্ব্বভূত এই সকলকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন" ইত্যাদি উপক্রমে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "যিনি পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়াও পৃথিবীর অন্তরায়। পৃথিবী তাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর এবং যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করেন. সেই আত্মাই অন্তর্য্যামী ও অমৃত, এইস্থলে অধিদৈবত, অধিলোক, অধি-

স্থিতো যময়িতান্তর্য্যামী ইতি শ্রূয়তে। স কিমধিদেবাদ্যভিমানো দেবতাত্মা কশ্চিৎ কিংবা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যঃ কশ্চিদ্ যোগী কিংবা পরমাত্মা কিংবার্থান্তরং কিঞ্চিদিত্যপূর্ব্বসংজ্ঞাদর্শনাৎ সংশয়ঃ। কিং তাবন্নঃ প্রতিভাতি সংজ্ঞায়া অপ্রসিদ্ধত্বাৎ সংজ্ঞিনাপ্যপ্রসিদ্ধেনার্থান্তরেণ কেনচিৎ ভবিতব্যমিতি অথ বা নানিরূপিতরূপমর্থান্তরং শক্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তুম্। অন্তর্য্যামিশব্দশ্চান্তর্যমণযোগেন প্রবৃত্তো নাত্যন্তমপ্রসিদ্ধঃ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদ্যভিমানী কশ্চিদ্দেবোঽন্তর্য্যামী স্যাৎ। তথা চ শ্রূয়তে "পৃথিবোব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি। স চ কার্য্যকরণবত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদীনন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তীতি যুক্তং দেবতাত্মনো যময়িতৃত্বম্। যোগিনো বা কস্যচিৎ সিদ্ধস্য সর্ব্বানুপ্রবেশেন যময়িতৃত্বং স্যাৎ। ন তু পরমাত্মা প্রতীয়েত অকার্য্যকরণবত্ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে। যোঽন্তর্য্যাম্যধি-

---

বেদ, অধিযজ্ঞ, অধিভূত এবং অধ্যাত্মবিষয় আশ্রয় করিয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই অন্তর্য্যামী, ইহা শ্রুত আছে। ইনি কি অধিদেবাদির অভিমানী? কিম্বা দেবতাত্মা? কি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত কোন যোগী? কি পরমাত্মা? ইত্যাদি প্রকারে নানাসংজ্ঞাতে সংশয় হইতেছে। এইক্ষণ আমাদিগের এইরূপ প্রতীতি হইতেছে যে, সংজ্ঞার অপ্রসিদ্ধিপ্রযুক্ত সংজ্ঞী অপ্রসিদ্ধ হয়, অতএব কোন অর্থান্তরই হইতে পারে, অথবা অনিরূপিত অর্থান্তর স্বীকার করা যায় না। অন্তর্যমণ, এই শব্দের যোগেই অন্তর্য্যামীশব্দ হইয়াছে, উহা অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ নহে, অতএব পৃথিব্যাদির অভিমানী কোন দেবই অন্তর্য্যামী হইতেছেন। "পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেই উক্তার্থ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই অন্তর্য্যামী কার্য্যকারণবান্, এই নিমিত্ত তিনি পৃথিব্যাদির অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া সংযমিত করিতেছেন, অতএব দেবতাত্মার সংযমকর্ত্তৃত্বযুক্ত হইতেছে। আর কোন প্রসিদ্ধ যোগীর সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশহেতু তিনিও সংযম করাইয়া থাকেন। আর অকার্য্যকরণবত্ত্বাহেতু পরমেশ্বর প্রতীত হইতে পারেন না, এইরূপ অবস্থায় ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তিনি অধিদৈবাদিতে অন্তর্য্যামী বলিয়া শ্রুত হয়েন, তিনিই

দৈবাদিষু শ্রূয়তে স পরমাত্মৈব স্যান্নান্য ইতি। কুতঃ তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ। তস্য হি পরমাত্মনো ধর্ম্মা ইহ নির্দ্দিশ্যমানা দৃশ্যন্তে। পৃথিব্যাদি তাবদধি-দৈবাদিভেদভিন্নং সমস্তং বিকারজাতমন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তীতি পরমাত্মনো যময়িতৃত্বং ধর্ম্ম উপপদ্যতে সর্ব্ববিকারকারণত্বে সতি সর্ব্বশক্ত্যুপপত্তেঃ। "এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি চাত্মত্বামৃতত্বে মুখ্যে পরমাত্মন উপ-পদ্যেতে। "যং পৃথিবী ন বেদ" ইতি চ পৃথিবীদেবতায়া অবিজ্ঞেয়-মন্তর্য্যামিণং ব্রুবন্ দেবতাত্মনোঽন্যান্তর্যামিণং দর্শয়তি পৃথিবীদেবতা হ্যহ-মস্মি পৃথিবীত্যাত্মানং বিজানীয়াৎ। তথা "অদৃষ্টোঽশ্রুতঃ" ইত্যাদি-ব্যপদেশো রূপাদিবিহীনত্বাৎ পরমাত্মন উপপদ্যত ইতি। যত্তু কার্য্য-করণহীনস্য পরমাত্মনো যময়িতৃত্বং নোপপদ্যত ইতি নৈষ দোষঃ যান্নিয়-চ্ছতি তৎকার্য্যকরণৈরেব তস্য কার্য্যকরণবত্ত্বোপপত্তেঃ। তস্যাপ্যন্যো

পরমাত্মা, তদ্ভিন্ন কেহ অন্তর্য্যামী নহে, যেহেতু পরমাত্মাতেই অন্তর্য্যামী ধর্ম্মের উপদেশ হইয়া থাকে। সেই পরমাত্মার ধর্ম্মসকলও নির্দ্দিশ্যমান দৃষ্ট হইতেছে, পৃথিবীপ্রভৃতি অধিদৈবাদিভেদ ভিন্ন সমস্ত বিকারজাত পদার্থের অভ্যন্তরে বিদ্যমান হইয়া পরমাত্মাই সকলকে সংযমিত করি-তেছেন, অতএব সেই পরমাত্মারই সংযময়িতৃত্ব ধর্ম্ম উপপন্ন হইতেছে। আর তিনি সর্ব্ববিকারের কারণ বলিয়াই তাঁহাতে সর্ব্বশক্তির উপপত্তি আছে। "এই আত্মাই অন্তর্য্যামী ও অমৃত" এই শ্রুতিপ্রমাণেও পর-মাত্মারই অন্তর্য্যামিত্ব উপপন্ন হইতেছে। "যাঁহাকে পৃথিবী জানে না" এই শ্রুতি অন্তর্য্যামীকে পৃথিবী দেবতার অবিজ্ঞেয় বলিয়া অন্তর্য্যামী যে দেবতাত্মার অন্য ইহাই প্রদর্শন করিতেছে এবং "আমি পৃথিবী দেবতা এবং আপনাকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে" আর "সেই আত্মা অদৃষ্ট এবং অশ্রুত" রূপাদিবিহীনপ্রযুক্তই পরমাত্মাতে উক্ত ব্যপদেশ উপপন্ন হই-তেছে। আর যদি বল, কার্য্যকারণহীন পরমাত্মার সংযময়িতৃত্ব উপপন্ন হয় না, এই দোষ হইতে পারে না। যেহেতু পরমাত্মা যাহাদিগকে নিয়-মিত করিতেছেন, তাহাদিগের কার্য্যকারণদ্বারাই পরমাত্মার কার্য্যকারণের উপপত্তি আছে। বিশেষত পরমাত্মাকে সর্ব্বনিয়ন্তা স্বীকার করিলে

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

নিয়ন্ত্রেত্যনবস্থাদোষশ্চ ন সম্ভবতি ভেদাভাবাৎ। ভেদে হি সত্যনবস্থা-দোষোপপত্তিঃ। তস্মাৎ পরমাত্মৈবান্তর্য্যামী ॥ ১৮ ॥

স্যাদেতদদৃষ্টত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সাঙ্খ্যস্মৃতিকল্পিতস্য প্রধানস্যাপ্যুপপদ্যন্তে রূপাদিহীনতয়া তস্য তৈরভ্যুপগমাৎ। "অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" ইতি হি স্মরন্তি। তস্যাপি নিয়ন্তৃত্বং সর্ব্ববিকারকারণত্বাদুপপদ্যতে তস্মাৎ প্রধানমন্তর্য্যামিশব্দং স্যাৎ ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যত্র নিরাকৃতমপি সৎ প্রধানমিহাদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশসম্ভবেন পুনরাশঙ্ক্যতে। তত উত্তরমুচ্যতে ন চ স্মার্ত্তং প্রধানমন্তর্য্যামিশব্দং ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ। যদ্যপ্যদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্য সম্ভবতি তথাপি ন দ্রষ্টৃত্বাদি-দেশঃ সম্ভবতি প্রধানস্যাচেতনত্বেন তৈরভ্যুপগমাৎ। "অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা" ইতি হি বাক্যশেষ

তাহার নিয়ন্তা অন্য, এইরূপ অনবস্থাদোষ নিবারিত হইল, যেহেতু ভেদা-ভাব আছে। যদি পরমাত্মার ভেদ থাকে, তাহাহইলেই অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে, অতএব পরমাত্মাই অন্তর্য্যামী ॥ ১৮ ॥

সাংখ্যস্মৃতিতে উক্ত আছে যে, প্রকৃতিরই অদৃষ্টাদি ধর্ম্মসকল উপপন্ন হয়। সাংখ্যেরা রূপাদিবিহীন প্রকৃতির ঐ সকল ধর্ম্ম স্বীকার করেন; সুতরাং সর্ব্ববিকারকারণত্বহেতু প্রকৃতিরই সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে, অতএব প্রকৃতিকেই অন্তর্য্যামী বলা যায়। পূর্ব্বে "ঈক্ষতের্নাশব্দঃ" এই সূত্রে প্রকৃতি নিরাকৃত হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতির অদৃষ্টাদি ধর্ম্মব্যপ-দেশহেতু পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকৃতিই অন্তর্য্যামী। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, প্রকৃতি অন্তর্য্যামী হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিতে অন্তর্য্যামীর ধর্ম্ম নাই। যদিও প্রকৃতির অদৃষ্টত্বাদি ধর্ম্মব্যপদেশ সম্ভব হয় বটে, তথাপি তাহার দর্শনকর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মব্যপদেশ সম্ভবে না। যেহেতু সাংখ্যবাদীরাও প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া স্বীকার করেন। যিনি অন্তর্য্যামী, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, তিনি সকলকে দর্শন করেন,

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥

ইহ ভবতি। আত্মত্বমপি ন প্রধানস্যোপপদ্যতে যদি প্রধানমাত্মত্বদ্রষ্টৃত্বাদ্যসম্ভবান্নান্তর্য্যাম্যভ্যুপগম্যতে শারীরস্তর্হ্যন্তর্য্যামী ভবতু। শারীরো হি চেতনত্বাদ্ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা চ ভবত্যাত্মা চ প্রত্যক্ত্বাৎ অমৃতশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগোপপত্তেঃ। অদৃষ্টত্বাদয়শ্চ ধর্ম্মাঃ শারীরে সুপ্রসিদ্ধাঃ দর্শনাদিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তস্য চ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমন্তর্য্যামিত্বং শীলং ভোক্তৃত্বাৎ। তস্মাচ্ছারীরোঽন্তর্য্যামীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ১৯ ॥

নেতি পূর্ব্বসূত্রাদনুবর্ত্ততে শারীরশ্চ নান্তর্য্যামী স্যাৎ। যদ্যপি দ্রষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাস্তস্য সম্ভবন্তি তথাপি ঘটাকাশবদুপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ন স কাৎস্ন্যেন পৃথিব্যাদিষন্তরবস্থাতুং নিয়ন্তুঞ্চ শক্নোতি। অপি চ উভয়েঽপি

তাঁহাকে কেহ শ্রবণ করিতে পারে না, তিনি সকল শ্রবণ করেন, তাঁহাকে কেহ মনন করিতে পারে না, তিনি সকলকে মনন করেন এবং তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তিনি সকলকে জানেন। এই সকল অচেতন প্রকৃতিতে সম্ভবে না। পরন্তু প্রকৃতির আত্মত্বও উপপন্ন হইতেছে না। যদি দর্শনকর্ত্তৃত্বাদি অসম্ভবহেতু প্রকৃতিকে অন্তর্য্যামী বলিয়া স্বীকার না করিলে তথাপি শারীর জীবকে অন্তর্য্যামী বলিতে পারি, যেহেতু শারীর জীব চেতন, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা এবং বিজ্ঞানকর্ত্তা হইতেছেন। বিশেষত আত্মারই অমৃতত্ব এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিজন্য ফলের উপভোগোপপত্তি হয়। অদৃষ্টত্বাদি ধর্ম্ম শরীরেই প্রসিদ্ধ আছে, যেহেতু দর্শনাদিক্রিয়ার কর্ত্তাতে প্রবৃত্তির বিরোধ দেখা যায়। আর শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, দৃষ্টির দর্শনকর্ত্তা দেখা যায় না। বাস্তবিক শারীর জীবেরও কার্য্যকারণ সংঘাতকে অন্তর্য্যামী করিতে শক্তি আছে, যেহেতু তাহারই ভোক্তৃত্ব প্রসিদ্ধ। অতএব শারীর অন্তর্য্যামী হইতেছে ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে জীবকে অন্তর্য্যামী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, এইক্ষণ সেই জীবের অন্তর্য্যামিত্ব প্রতিষেধ করিয়া বলিতেছেন।—জীব অন্তর্য্যামী

হি শাখিনঃ কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চান্তর্য্যামিণো ভেদেনৈনং শারীরং পৃথিব্যাদিবদধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন চাধীয়তে। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইতি কাণ্বা। "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইতি মাধ্যন্দিনাঃ। য আত্মনি তিষ্ঠন্নিত্যস্মিংস্তাবৎ পাঠে ভবত্যাত্মশব্দঃ শারীরস্য বাচকঃ। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যস্মিন্নপি পাঠে বিজ্ঞানশব্দেন শারীর উচ্যতে বিজ্ঞানময়ো হি শারীর ইতি। তস্মাচ্ছারীরাদন্য ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামীতি সিদ্ধম্। কথং পুনরেকস্মিন্দেহে দ্বৌ দ্রষ্টারাবুপপদ্যেতে। যশ্চায়মীশ্বরোঽন্তর্য্যামী যশ্চায়মিতরঃ শারীরঃ। কা পুনরিহানুপপত্তিঃ "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুতিবচনং বিরুধ্যেত। অত্র হি প্রকৃতাদন্তর্য্যামিণোঽন্যং দ্রষ্টারং শ্রোতারং মন্তারং বিজ্ঞাতারং চাত্মানং প্রতিষেধতি। নিয়ন্ত্রন্তরপ্রতিষেধার্থমেতদ্বচনমিতি চেৎ ন নিয়ন্ত্রন্তরাপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষশ্রবণাচ্চ। অত্রোচ্যতে

নহে। যদিও দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মসকল জীবেতে সম্ভব আছে বটে, তথাপি ঘটাকাশের ন্যায় উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বপ্রযুক্ত জীব পৃথিব্যাদিকে সম্যক্-প্রকারে অবস্থাপন করিতে কিম্বা নিয়মিত করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ কাণ্বশাখা ও মাধ্যন্দিনশাখা এই উভয়েই জীব অন্তর্য্যামী হইতে ভিন্ন এবং পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠানহেতু নিয়ম্য বলিয়া নিশ্চিত আছে। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" এই শ্রুতিতে কাণ্বশাখীরা এবং "য আত্মনি তিষ্ঠন্" এই শ্রুতিতে মাধ্যন্দিনশাখীরা জীবের অন্তর্য্যামিত্ব নিবারণ করিয়াছেন। "য আত্মনি তিষ্ঠন্" এই শ্রুতিতে আত্মশব্দে এবং "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানশব্দে শারীর জীব কথিত হয়, অর্থাৎ শারীর জীব বিজ্ঞানময়। অতএব শারীরের অন্য ঈশ্বরই অন্তর্য্যামী, ইহা সিদ্ধ হইল। যদি বল, এক শরীরে কিরূপে দুই দ্রষ্টা উপপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বরও অন্তর্য্যামী ইহা উপপন্ন হইতে পারে? তাহাহইলে "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" এই শ্রুতিবচন বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। বাস্তবিক এইস্থলে প্রকৃত অন্তর্য্যামী হইতে অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা এইরূপে অন্য আত্মার প্রতিষেধ করিতেছেন। ইহাতে যদি বল, অন্য নিয়ন্তার প্রতিষেধার্থই এই বচন কথিত হইয়াছে, তাহাও নহে, যেহেতু অন্য নিয়ন্তার প্রসঙ্গই নাই। বিশে-

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতকার্য্যকরণোপাধিনিমিত্তোঽয়ং শারীরান্তর্য্যামিণো র্ভেদব্যপদেশো ন পারমার্থিকঃ। একো হি প্রত্যগাত্মা ভবতি ন দ্বৌ প্রত্যগাত্মানৌ সম্ভবতঃ। একস্যৈব তু ভেদব্যবহার উপাধিকৃতঃ যথা ঘটাকাশো মহাকাশ ইতি। ততশ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশ্রুতয়ঃ প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি সংসারানুভবো বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রঞ্চেতি সর্ব্বমেতদুপপদ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যবিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বব্যবহারং দর্শয়তি। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বব্যবহারং বারয়তি ॥ ২০ ॥

"অথা পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমসবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ কিময়মদ্রে

ষত অবিশেষ শ্রবণ আছে। এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত কার্য্যকারণোপাধি নিমিত্তই শারীরে অন্তর্য্যামীর ভেদব্যপদেশ হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে। একই প্রত্যগাত্মা হইতে পারে, দুই প্রত্যগাত্মা হইতে পারে না। একের যে ভেদব্যবহার তাহাও উপাধিকৃত, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন। এইরূপ হইলে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি শ্রুতি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ, সংসারানুভব এবং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্র এই সমুদায়ই উপপন্ন হইতে পারে। "যখন দ্বৈতজ্ঞান থাকে, তখন অন্য অন্যকে দর্শন করে" অবিদ্যাবিষয়েই এইরূপ ব্যবহার প্রদর্শিত হয়। আর "যখন সকলই আত্মস্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করে, এইরূপে বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বব্যবহার বারণ করে ॥ ২০ ॥

মণ্ডুকশ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কর্ম্মবিদ্যারূপ, অপর বিদ্যানন্তর, যে বিদ্যাদ্বারা ধীর ব্যক্তিরা সেই অক্ষর, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অসবর্ণ, অচক্ষু, অকর্ণ, অপাণি, অপাদ, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয়, সর্ব্বভূতযোনিকে জানিতে পারে, তাহাকেই পরমবিদ্যা বলা যায়। এইরূপ

শুত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ প্রধানং স্যাৎ উত শারীরঃ আহোস্বিৎ পরমেশ্বর ইতি। তত্র প্রধানমচেতনং ভূতযোনিরিতি যুক্তম্ অচেতনানামেব তত্র দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানাৎ "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্যতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইতি। নন্বূর্ণনাভিঃ পুরুষশ্চেতনাবিহ দৃষ্টান্তত্বেনোপাত্তৌ নেতি ব্রূমঃ ন হি কেবলস্য চেতনস্য তত্র সূত্রযোনিত্বং কেশলোমযোনিত্বঞ্চাস্তি। চেতনাধিষ্ঠিতং হ্যচেতনমূর্ণনাভিশরীরং সূত্রস্য যোনিঃ পুরুষশরীরঞ্চ কেশলোম্নামিতি প্রসিদ্ধম্। অপি চ পূর্ব্বত্রাদৃষ্টত্বাদ্যভিলাপসম্ভবেঽপি দ্রষ্টৃত্বাদ্যভিলাপসম্ভবান্ন প্রধানমভ্যুপগতম্। ইহ ত্বদৃশ্যত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রধানে সম্ভবন্তি ন চাত্র বিরুদ্ধ্যমানো ধর্ম্মঃ কশ্চিদভিলপ্যতে। নন্বু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যয়ং বাক্যশেষোঽচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতি। কথং প্রধানং ভূতযোনিঃ প্রতিজ্ঞায়ত ইতি।

সংশয় হইতেছে যে, প্রকৃতিই কি অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত সর্ব্বভূতযোনি? অথবা জীবই উক্ত গুণশালী? কিম্বা পরমেশ্বর? এইক্ষণ যদি বলি, অচেতন প্রকৃতিই ভূতযোনি, যেহেতু দৃষ্টান্তদ্বারা অচেতনেরই গ্রহণ আছে। দৃষ্টান্ত এই,—শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যেমন তন্তুকীট (মাঁকড়সা) আপন শরীর হইতে সূত্র সৃষ্টি করে এবং সেই সূত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে লয় পায় এবং জীব হইতে কেশলোমাদি জন্মে, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই বিশ্ব জন্মিয়াছে। এইস্থলে মাকড়সা ও পুরুষ উভয়ই চেতন এবং ইহারা দৃষ্টান্তে উপন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতিকে তাহা বলা যায় না, কেবল চেতনেরই সূত্রযোনিত্ব ও কেশলোমাদি যোনিত্ব আছে। পরন্তু চেতনাধিষ্ঠিত ঊর্ণনাভির শরীর সূত্রযোনি এবং ঐরূপ পুরুষশরীর কেশলোমাদিযোনি ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। আর পূর্ব্বেও অদৃষ্টত্বাদির অভিলাপ সম্ভবে, দর্শনকর্তৃত্বাদির সম্ভব আছে। অতএব প্রকৃতিকে ভূতযোনি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইস্থলে অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্ম প্রকৃতিতে সম্ভব আছে, কিন্তু তাহাতে কোন বিরুদ্ধ্যমান ধর্ম্মের অভিলাভ করা যায় না। যদি

অত্রোচ্যতে "যথা তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যক্ষরশব্দেনাদৃশ্য-ত্বাদিগুণকং ভূতযোনিং শ্রাবয়িত্বা পুনঃ শ্রাবয়িষ্যতি "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি। তত্র যঃ পরোঽক্ষরাৎ শ্রুতঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিচ্চ সম্ভবি-ষ্যতি, প্রধানমেব ত্বক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টং ভূতযোনিঃ। যদা তু যোনিশব্দো নিমিত্তবাচী তদা শারীরোঽপি ভূতযোনিঃ স্যাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভূতজাত-স্যোপসর্জ্জনাদিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে যোঽয়মদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ স পরমেশ্বর এব স্যান্নান্য ইতি। কথমেতদবগম্যতে ধর্ম্মোক্তেঃ পরমেশ্বরস্য হি ধর্ম্ম ইহোচ্যমানো দৃশ্যতে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইতি। ন হি প্রধানস্যাচেতনস্য শারীরস্য বোপাধিপরিচ্ছিন্নদৃষ্টেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-বিত্ত্বং বা সম্ভবতি। "নন্বক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টাদ্ ভূতযোনেঃ পরস্যৈবৈতৎ সর্ব্ব-জ্ঞত্ব সর্ব্ববিত্ত্বঞ্চ ন ভূতযোনিবিষয়মিত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে নৈবং সম্ভবতি যৎকারণমক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইতি প্রকৃতং ভূতযোনিমিহ জায়মান-

---

বল, "যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ" এইরূপ বাক্যশেষ অচেতন-প্রকৃতিতে সম্ভবে না। তবে কিরূপে প্রকৃতিকে ভূতযোনি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। এইক্ষণ ইহাই বলা যাইতে পারে যে, "যথা তদক্ষরমধি-গম্যতে যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে ক্ষরশব্দে ভূতযোনিকে অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্তরূপে শ্রবণ করাইয়া পুনর্ব্বার বলিবেন যে, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" এইস্থলে যিনি অক্ষর হইতে পর বলিয়া শ্রুত আছেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ। এই সকল স্থলে অক্ষরশব্দে প্রকৃতিই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে এবং তাহাই ভূতযোনি। যখন যোনিশব্দ নিমিত্তবাচী, তখন শরীরও ভূতযোনি হইতে পারে, যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা শরীরেই ভূতসকলের উপ সর্জ্জন হয়। এইরূপ অবস্থাতে বলিতেছেন, যিনি অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত ভূতযোনি, তিনিই পরমেশ্বর, অন্য নহে, যেহেতু পরমেশ্বরেরই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের কথন আছে। অচেতন প্রকৃতি ও জীবাদির সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মের সম্ভব নাই। এইক্ষণ যদি বল, অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্ট ভূতযোনি হইতে পর-ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম জানা যায়, উহা ভূতযোনি-বিষয়ক নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপ সম্ভব হয় না, যেহেতু

প্রকৃতিত্বেন নির্দ্দিশ্যানন্তরমপি জায়মানপ্রকৃতিত্বেনৈবং সর্ব্বজ্ঞং নির্দ্দিশতি। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে।" ইতি। তস্মান্নির্দ্দেশসাম্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ প্রকৃতস্যৈবাক্ষরস্য ভূতযোনেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্বঞ্চ ধর্ম্ম উচ্যত ইতি গম্যতে। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যত্রাপি ন প্রকৃতান্ ভূতযোনেরক্ষতাৎ পরঃ কশ্চিদভিধীয়তে। কথমেতদবগম্যতে "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্" ইতি প্রকৃতস্যৈবাক্ষরস্য ভূতযোনেরদৃশ্যত্বাদিগুণকস্য বক্তব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। কথং তর্হ্যক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি ব্যপদিশ্যত ইত্যুত্তরসূত্রে বক্ষ্যামঃ। অপি চাত্র "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে উক্তে পরা চৈবাপরা চ" ইতি। তত্রাপরামৃগ্বেদাদিলক্ষণাং বিদ্যামুক্ত্বা ব্রবীতি "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইত্যাদি। তত্র পরস্যা বিদ্যায়া বিষয়ত্বেনাক্ষরং শ্রুতম্। যদি পুনঃ পরমেশ্বরাদন্যদদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং পরিকল্প্যেত নেয়ং পরা বিদ্যা স্যাৎ। পরাপর

অক্ষর হইতে বিশ্বের সম্ভব হইতেছে, এই নিমিত্ত ভূতযোনিকে জায়মান প্রকৃতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া অনন্তর জায়মান প্রকৃতিরূপে সর্ব্বজ্ঞকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা, সেই সর্ব্বজ্ঞ হইতেই এই নামরূপবিশিষ্ট জগৎ জন্মিতেছে, অর্থাৎ নির্দ্দেশ সাম্যরূপে প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বহেতু প্রকৃত অক্ষর ভূতযোনিরই সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্ম কথিত হয়, ইহাই জানা যাইতেছে। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই শ্রুতিতেও প্রকৃত অক্ষর ভূতযোনি হইতে পরম পদার্থ কেহ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হয়। আর যে জ্ঞানদ্বারা সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাকেই প্রকৃতব্রহ্মবিদ্যা বলা যায়, অতএব প্রকৃত অক্ষর ভূতযোনির অদৃশ্যত্বাদি গুণসকলই বক্তব্য বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ; সুতরাং কিরূপে "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এইরূপ ব্যপদেশ হইতে পারে, ইহা উত্তরসূত্রে বিবৃত হইবে। কিন্তু এইস্থলে পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা জানিতে হইবে, তাহাতে ঋগ্বেদাদিরূপা অপরা বিদ্যা নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন, যে বিদ্যাদ্বারা

ন্মৃতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসংশায়ৈ প্লবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্ত-মবরং যেষু কর্ম্ম এতৎ শ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরাং মৃত্যুং তে পুন-রেবাপি যন্তি" ইত্যেবমাদিনিন্দাবচনাৎ। নিন্দিত্বা চাপরাং বিদ্যাং ততো বিরক্তস্য পরবিদ্যাধিকারং দর্শয়তি "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণোঽপি নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি-গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি। যত্তূক্তমচেতনানাং পৃথিব্যাদীনাং দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানাদ্ দার্ষ্টান্তিকেনাপ্যচেতনেনৈব ভূত-যোনিনা ভবিতব্যমিতি তদযুক্তম্। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরত্যন্ত-সাম্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তি। অপি চ স্থূলাঃ পৃথিব্যাদয়ো দৃষ্টা-ন্তত্বেনোপাত্তা ইতি ন স্থূল এব দার্ষ্টান্তিকো ভূতযোনিরভ্যুপগম্যতে তস্মাদদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মত্ববিষয়ে বাধিত হয়। পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যার প্রসংশার নিমিত্তই ঋগ্বে-দাদি লক্ষণ অপরা কর্ম্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রমে উপন্যস্ত হইয়াছে, কারণ "যে মূঢ়েরা কর্ম্মবিদ্যাকে শ্রেয়ঃ-সাধন জ্ঞান করে, তাহারা পুন-র্ব্বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মবিদ্যার নিন্দা শ্রবণ আছে। অতএব উক্ত অপরাবিদ্যাকে নিন্দা করিয়া সেই কর্ম্মবিদ্যা হইতে বিরক্ত ব্যক্তির পরবিদ্যাধিকার প্রদর্শন করিতেছেন। যথা ;— শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ কর্ম্মোচিত লোকসকল পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তদ্বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট গমন করিবে। আর উক্ত আছে যে, অচেতন পৃথিব্যাদির দৃষ্টান্তোপাদানহেতু দার্ষ্টান্তিকেও অচেতন ভূতযোনি হইতে-ছেন, ইহা যুক্তপক্ষ নহে, যেহেতু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের অত্যন্ত সাম্য হইবে, ইহাই নিয়ম। আর স্থূল পৃথিব্যাদিই দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে, অতএব স্থূল ভূতযোনিই দার্ষ্টান্তিকেও ভূতযোনিই স্বীকৃত হইতেছেন। অতএব জানা যাইতেছে যে, অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত পরমেশ্বরই ভূত-যোনি। ২১।

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব ভূতযোনিঃ নেতরৌ শারীরঃ প্রধানং বা কস্মাৎ বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাম্। বিশিনষ্টি হি প্রকৃতং ভূতযোনিং শারীরাদ্বিলক্ষণত্বেন "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হি অজোঽপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি। ন হ্যেতদ্দিব্যত্বাদিবিশেষণমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপপরিচ্ছেদাভিমানিনঃ তদ্ধর্ম্মাং স্বাত্মনি কল্পয়তঃ শারীরস্যোপপদ্যতে। তস্মাৎ সাক্ষাদৌপনিষদঃ পুরুষ ইহোচ্যতে। তথা প্রধানাদপি প্রকৃতং ভূতযোনিভেদেন ব্যপদিশতি "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি। অক্ষরমব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মমীশ্বরাশ্রয়ং তস্যৈবোপাধিভূতং সর্ব্বস্মাদ্বিকারাৎপরো যোঽবিকারঃ তস্মাৎ পরতঃ পর ইতি

এই সকল কারণে জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরই ভূতযোনি, জীব ও প্রকৃতি ইহারা ভূতযোনি নহে, যেহেতু পরমেশ্বরের বিশেষণ ও ভেদ কথন আছে, অর্থাৎ যিনি প্রকৃত ভূতযোনি, তিনি জীব হইতে বিলক্ষণ, এইরূপ বিশেষণ কথিত আছে। আর "পরমেশ্বর দিব্য অমূর্ত্তপুরুষ, তিনি বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়াও অজ, অপ্রাণ, অমনা এবং শুভ্র" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বরের দিব্যত্বাদি বিশেষণ উক্ত আছে। এই দিব্যত্বাদি বিশেষণ জীবের উপপন্ন হয় না, জীব অবিদ্যাপরিকল্পিত নামরূপাদির অভিমানী এবং দিব্যত্বাদি আত্মধর্ম্ম আপনাতে কল্পনা করিয়া থাকে, অতএব সাক্ষাৎ উপনিষৎ প্রতিপাদিত পুরুষকেই এইস্থলে ভূতযোনি বলা যায়। আর বেদান্তে প্রকৃতি হইতে ভূতযোনি পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। "অক্ষরাদমৃতঃ পরঃ" এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ যিনি অক্ষর, তিনি অব্যাকৃত নামরূপ বীজশক্তিস্বরূপ, সূক্ষ্ম ভূতসকল, তাহারই উপাধি। তিনি সর্ব্ববিকারের পরবর্ত্তী এবং অবিকার; অতএব তিনি পর হইতেও পর; সুতরাং ভেদব্যপদেশবশত পরমাত্মাই বিবক্ষিত, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে; যেহেতু প্রকৃতির তত্ত্ব জানিয়াই তাহা হইতে ভেদকথন নিরূপণ

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানমিহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি। নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং তত্ত্বমভ্যুগম্য তস্মাদ্ভেদব্যপদেশ উচ্যতে। কিং তর্হি যদি প্রধানমপি কল্প্যমানং শ্রুত্যবিরোধেনাব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্প্যেত কল্প্যতাম্। তস্মাদ্ভেদব্যপদেশ ইতি ॥ ২২ ॥

পরমেশ্বরো ভূতযোনিরিত্যেতদিহ প্রতিপাদ্যতে কুতশ্চ পরমেশ্বরো ভূতযোনিঃ অপিচ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যস্যানন্তরম্ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইতি প্রাণপ্রভৃতীনাং পৃথিবীপর্য্যন্তানাং তত্ত্বানাং স্বর্গমুক্ত্বা তস্যৈব ভূতযোনেঃ সর্ব্ববিকারাত্মকং রূপমুপন্যস্যমানং পশ্যামঃ। "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি। তচ্চ পরমেশ্বরস্যৈবোচিতং সর্ব্ববিকারকারণত্বাৎ ন শারীরস্য তনুমহিম্নো নাপি প্রধানস্যায়ং রূপোপন্যাসঃ সম্ভবতি সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ তস্মাৎ

করিয়া থাকেন। তবে যদি কল্প্যমান প্রকৃতিকেই শ্রুতির অবিরোধে অব্যাকৃতাদি শব্দবাচ্য ও সূক্ষ্ম বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহাই কর, কিন্তু তাহা হইতে ভেদব্যপদেশ আছে, এই নিমিত্ত পরমেশ্বরই ভূতযোনি বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন ॥ ২২ ॥

কি কারণে পরমেশ্বর ভূতযোনি হইতেছেন, এই আশঙ্কা হইতেছে? এইক্ষণ উক্ত আশঙ্কার উত্তর পরপর সূত্রে প্রকাশ হইবে। ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই শ্রুতির পর "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদিশ্রুতিতে প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বের সৃষ্টি বলিয়া সেই ভূতযোনির সর্ব্ববিকারাত্মক নামরূপ উপন্যাস আছে। শ্রুতিতে আর লিখিত আছে যে, অগ্নি তাহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহারা চক্ষুর্দ্বয়, দিক্ কর্ণ, বেদসকল বাগ্বিস্তার, বায়ু প্রাণ, এই বিশ্ব তাঁহার হৃদয় এবং পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয় হইতে জন্মিয়াছে, অতএব ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এই সকল গুণ পরমেশ্বরেই সম্ভব হয়, যেহেতু

পরমেশ্বর এব ভূতযোনির্নেতরাবিতি গম্যতে। কথং পুনর্ভূতযোনে-রয়ং রূপোপন্যাস ইতি গম্যতে। প্রকরণাৎ "এষ" ইতি চ প্রকৃ-তানুকর্ষণাদ্ ভূতযোনিং হি প্রকৃত্য "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ এষ সর্ব্বভূতান্ত-রাত্মা" ইত্যাদি বচনং ভূতযোনিবিষয়মেব ভবতি। যথোপাধ্যায়ং প্রকৃত্য "এতস্মাদধীষ এষ বেদবেদাঙ্গপারগঃ" ইতি বচনম্ উপাধ্যায়-বিষয়ং ভবতি তদ্বৎ। কথং পুনরদ্রেশ্যত্বাদিগুণকস্য ভূতযোনের্ব্বিগ্রহব-দ্রূপং সম্ভবতি। সর্ব্বাত্মত্ববিবক্ষয়েদমুচ্যতে ন তু বিগ্রহবত্ত্ববিবক্ষয়েত্য-দোষঃ। "অহমন্নমহমন্নমহমন্নাদঃ" ইত্যাদিবৎ। অন্যে পুনর্ম্মন্যন্তে নায়ং ভূতযোনেরূপোপন্যাসঃ জায়মানত্বেনোপন্যাসাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" ইতি হি পূর্ব্বত্র প্রাণাদিপৃথিব্যন্তং তত্ত্বজাতং জায়মানত্বেন নিবদিষ্টং। উত্তর-

---

তিনি সর্ব্ববিকারাত্মক জগতের কারণ। জীব, শরীর বা প্রকৃতির উক্তরূপ গুণোপন্যাস সম্ভবে না, যেহেতু জীবাদি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নহে, অত-এব পরমেশ্বরই ভূতযোনি, জীব বা প্রকৃতি ইহাদিগের মধ্যে কেহই ভূত-যোনি নহে, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকরণবশতই ভূতযোনির উক্ত-রূপ গুণোপন্যাস হইয়াছে। আর উক্ত শ্রুতিতে ''এষঃ'' এই শব্দের প্রক-রণানুকর্ষণহেতু ভূতযোনি প্রকরণে ''ইহা হইতেই প্রাণ জন্মে এবং ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা'' ইত্যাদি বচন ভূতযোনিবিষয়ক হইতেছে। যেমন উপাধ্যায় প্রকরণে ''ইহা হইতে অধ্যয়ন কর এবং ইনিই বেদবেদাঙ্গ পারগ'' ইত্যাদি বচন উপাধ্যায়বিষয়ক হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বচন ভূত-যোনিবিষয়ক জানিবে। তবে কিরূপে অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত ভূতযোনির শরীরশালী রূপ সম্ভবিতে পারে, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভূতযোনির সর্ব্বাত্মত্ব বিবক্ষাতেই ঐরূপ কথিত হয়। তাঁহার শরীরধারিত্ব বিবক্ষায় ঐরূপ কথিত হয় নাই। যেমন ''আমি অন্ন এবং আমি অন্নাদ'' এইরূপ বিবক্ষা হয়, সেইরূপ ভূতযোনির সর্ব্বাত্মত্ব বিবক্ষা হইতে পারে। অপর বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, উহা ভূতযোনির রূপোপন্যাস নহে, যাহা জায়মান, তাহারই ঐরূপ উপন্যাস হইয়া থাকে। ইহা হইতে প্রাণ

ত্রাপি চ "তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্য" ইত্যেবমাদি অতশ্চ "সর্ব্বা ঔষধয়ো রসাশ্চেত্যেবমন্তং জায়মানত্বেনৈব নির্দ্দিশতি। ইহ চ কথমকস্মাদন্তরালে ভূতযোনেরূপমুপন্যস্যেত। সর্ব্বাত্মত্বমপি সৃষ্টিং পরিসমাপ্যোপদেক্ষ্যতি "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম" ইত্যাদিনা। শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ ত্রৈলোক্যশরীরস্য প্রজাপতের্জন্মনির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ" ইতি সমবর্ত্ততেত্যজায়ত ইত্যর্থঃ। তথা স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" ইতি। বিকারপুরুষস্যাপি সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বং সম্ভবতি প্রাণাত্মনা সর্ব্বভূতানামধ্যাত্মমবস্থানাৎ। অস্মিন্ পক্ষে "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম" ইত্যাদিসর্ব্বরূপোপন্যাসঃ পরমেশ্বরপ্রতিপত্তিহেতুরিতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ২৩॥

মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী জন্মিয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্বেই প্রাণাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত তত্ত্ব সমুদায় জায়মান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পরেও "তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্নিপ্রভৃতি জায়মান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। অতএব সকল ঔষধি ও সকল রস ইত্যাদি সকলই জায়মান বলিয়া নির্দ্দেশ হয়। আর "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সৃষ্টি পরিসমাপন করিয়া সর্ব্বাত্মত্ব উপদেশ করিবেন। আর অন্যান্য শ্রুতি-স্মৃতিতে ত্রিভুবনশরীর প্রজাপতিরও নির্দ্দেশ উপলাভ করা যায়। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধারঃ পৃথিবীং দ্যামুতে মাং কস্মৈ দেবায় হবিষাবিধেমঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিতে "সমবর্ত্তত" ইহার "জন্মিয়াছিলেন" এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। "তিনিই শরীরী, তিনিই প্রথম পুরুষ, তিনি ভূতসকলের আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিকারী পুরুষও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, প্রতিপত্তিহেতুই পরমেশ্বরের সর্ব্বরূপোপন্যাস হইয়াছে। ২৩।

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

"কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি" ইতি চোপক্রম্য দ্যুসূর্য্যবায্বাকাশবারিপৃথিবীনাং সুতেজস্ত্বাদিগুণযোগমেকৈকোপাসননিন্দয়া চ বৈশ্বানরং প্রত্যেষাং মূর্দ্ধাদিভাবমুপদিশ্যাম্নায়তে "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়" ইত্যাদি। অত্র সংশয়ঃ কিং বৈশ্বানরশব্দেন জাঠরোঽগ্নিরুপদিশ্যত উত ভূতাগ্নিরুত তদভিমানিনী দেবতা অথ বা শারীর আহোস্বিৎ পরমেশ্বর ইতি। কিং পুনরত্র সংশয়কারণম্ বৈশ্বানর ইতি জাঠরভূতাগ্নিদেবতানাং সাধারণশব্দপ্রয়োগাদাত্মেতি চ শারীরপরমেশ্বরয়োঃ। তত্র কস্যোপাদানং ন্যায্যং কস্য বা হানমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তং জাঠরোঽগ্নিরিতি.

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে লিখিত আছে যে, প্রাচীনশাল ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদিগের আত্মা কে? এবং ব্রহ্ম কে? এইক্ষণ আত্মাই বৈশ্বানররূপে জ্ঞাত হইতেছে, অতএব আমাদিগের নিকট আত্মতত্ত্ব বলুন। এই উপক্রমে স্বর্গ, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী এই সকলের এক একের উপাসনার নিন্দাশ্রবণহেতু সুতেজস্ত্বাদি গুণযুক্ত বৈশ্বানরই উহাদিগের মূর্দ্ধা, এইরূপে উপদেশানন্তর শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি প্রাদেশমাত্র আত্মরূপী বৈশ্বানরকে উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্ব আত্মাতে অন্ন ভক্ষণ করেন, সেই আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরের মূর্দ্ধা সুতেজা বিশ্বরূপই চক্ষুঃ, ইত্যাদি শ্রুতিতে সন্দেহ হইতেছে যে, বৈশ্বানরশব্দে কি জঠরাগ্নিই কথিত হয়? অথবা ভূতাগ্নি? তদভিমানী দেবতা? জীব কিম্বা পরমেশ্বর? এইস্থলে সংশয়ের কারণ এই যে, বৈশ্বানরশব্দে জঠরাগ্নি ও ভূতাগ্নি এবং আত্মশব্দে জীব ও

কুতঃ তত্র হি বিশেষেণ কচিৎপ্রয়োগো দৃশ্যতে "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে" ইত্যাদৌ। অগ্নিমাত্রং বা স্যাৎ সামান্যেনাপি প্রয়োগদর্শনাৎ "বিশ্বাস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্" ইত্যাদৌ। অগ্নিশরীরা বা দেবতা স্যাৎ তস্যামপি প্রয়োগদর্শনাৎ "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ" ইত্যেবমাদ্যায়াঃ শ্রুতের্দ্দেবতায়ামৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতায়াং সম্ভবাৎ। অথাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাৎ উপক্রমে চ "কো ন আত্মা কিং তদ্ব্রহ্ম" ইতি কেবলাত্মশব্দপ্রয়োগাদাত্মশব্দবশেন বৈশ্বানরশব্দঃ পরিণেয় ইত্যুচ্যতে। তথাপি শারীর আত্মা স্যাৎ তস্য ভোক্তৃত্বেন বৈশ্বানরসন্নিকর্ষাৎ প্রাদেশমাত্রমিতি চ বিশেষণস্য তস্মিন্ উপাধিপরিচ্ছিন্নে সম্ভবাৎ। তস্মান্নেশ্বরো বৈশ্বানর ইত্যেবং প্রাপ্তঃ। তত ইদমুচ্যতে বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ সাধারণশব্দয়ো-

---

পরমেশ্বর উভয়ই জানা যায়; সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে। "অয়মগ্নি বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদ মদ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিশেষরূপে প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে। আর "বিশ্বং মা অগ্নিং ভুবনায়দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্" ইত্যাদি শ্রুতিতে সামান্যরূপে প্রয়োগ দর্শনহেতু অগ্নিমাত্র প্রতীতি হয়। "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ" এই শ্রুতি প্রয়োগদর্শনহেতু দেবতারাই অগ্নিশরীর বলিয়া জানা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহেই দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্যাদির সম্ভব আছে। যদিও আত্মশব্দের সামানাধিকরণ্যবশত উপক্রমেও "কোন আত্মা কিং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে কেবল আত্মশব্দ যোগহেতু আত্মশব্দদ্বারাই বৈশ্বানর শব্দ পরিগৃহীত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে, তথাপি শারীর জীবই আত্মা হইতেছে, যেহেতু জীবের ভোগ কর্তৃত্বপ্রযুক্ত এবং বৈশ্বানর সন্নিকর্ষবশত "প্রাদেশমাত্র" এই বিশেষণ উপাধি পরিচ্ছিন্ন সেই জীবেতেই সম্ভবিতেছে। এইক্ষণ ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ শব্দবিশেষহেতু বৈশ্বানর পরমাত্মা হইতে পারে না। যদিও বৈশ্বানর ও আত্মা এই উভয়ই সাধারণশব্দ হউক,

র্ব্বিশেষঃ সাধারণশব্দবিশেষঃ। যদ্যপ্যেতাবুভাবপ্যাত্মবৈশ্বানরশব্দৌ সাধারণশব্দৌ বৈশ্বানরশব্দস্তু ত্রয়াণাং সাধারণঃ আত্মশব্দশ্চ দ্বয়োঃ তথাপি বিশেষো দৃশ্যতে যেন পরমেশ্বরপরত্বং তয়োরভ্যুপগম্যতে "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদি। অত্র হি পরমেশ্বর এব দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্টোঽবস্থান্তরগতঃ প্রত্যগাত্মত্বেন নোপন্যস্ত আধ্যানায়েতি গম্যতে কারণত্বাৎ। কারণস্য হি সর্ব্বাভিঃ কার্য্যগতাভিরবস্থাভিরবস্থাবত্ত্বাদ্ দ্যুলোকাদ্যবয়বত্বমুপপদ্যতে। "স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি" ইতি চ সর্ব্বলোকাদ্যাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়মাণং পরমকারণপরিগ্রহে সম্ভবতি। "এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি চ তদ্বিদঃ সর্ব্বপাপপ্রদাহশ্রবণম্। "কো ন আত্মা কিং তদ্ব্রহ্ম" ইতি চাত্মব্রহ্মসঙ্গাভ্যামুপক্রমঃ ইত্যেবমন্তানি ব্রহ্মলিঙ্গানি পরমেশ্বরমেব গময়ন্তি। তস্মাৎ পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ॥ ২৪॥

অর্থাৎ বৈশ্বানর অগ্নিত্রয় সাধারণ এবং আত্মশব্দ জীব ও পরমাত্মা এই উভয় সাধারণ, তথাপি বিশেষ দৃষ্ট হয়, যাহাতে উভয়েরই পরমেশ্বর পরত্ব জানা যাইতে পারে। "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্ত বাক্যার্থের প্রমাণ। এইস্থলে এই পরমেশ্বরই স্বর্গমূর্দ্ধাদিবিশিষ্ট অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তিনিই প্রত্যগাত্মা বলিয়া কারণত্বহেতু ধ্যানার্থ উপন্যস্ত হয়েন, ইহাই জানা যায়। তিনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যগতি ও অবস্থাদ্বারা নানাপ্রকারে অবস্থিত হইতেছেন, ইহাই কারণ। অতএব তাহার স্বর্গলোকাদি অবয়ব উপপন্ন হইতেছে। আর "তিনি সর্ব্বলোকে, সর্ব্বভূতে এবং সকল আত্মাতে অন্নভক্ষণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যার্থে যে সর্ব্বলোকাশ্রয় ফল শ্রবণ হয়, তাহাই পরম কারণ পরিগ্রহে সম্ভবিতেছে। "এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের সর্ব্বপাপদাহ শ্রবণ আছে। আর "কোন আত্মা কিং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে আত্মা ও ব্রহ্মসংজ্ঞাদ্বারা উপক্রম হইয়াছে। এইরূপ জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহে পরমেশ্বরই প্রতীয়মান হইতেছেন। ২৪॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ যস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈবাগ্নিরাস্যং দ্যৌ মূর্দ্ধেতীদৃশং ত্রৈলোক্যাত্মকং রূপং স্মর্য্যতে "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দ্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" ইতি তৎ স্মর্য্যমাণং রূপং মূলভূতাং শ্রুতিমনুমাপয়দস্য বৈশ্বানরশব্দস্য পরমেশ্বরপরত্বেনানুমানং লিঙ্গং গমকং স্যাদিত্যর্থঃ। ইতিশব্দো হেত্বর্থো যস্মাদিদং গমকং তস্মাদপি বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈবেত্যর্থঃ। যদ্যপি স্তুতিরিয়ং তস্মৈ লোকাত্মনে নম ইতি স্তুতিত্বমপি নাসতি মূলভূতে বেদবাক্যে সম্যগীদৃশেন রূপেণ সম্ভবতি। "দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা॥" ইত্যেবং জাতীয়কা চ স্মৃতিরিহোদাহর্ত্তব্যা। ২৫।

বক্ষ্যমাণ কারণেও পরমেশ্বরই বৈশ্বানর হইতেছেন, যেহেতু পরমেশ্বরের মুখ অগ্নি এবং মস্তক স্বর্গ, এইরূপ ত্রিভুবনাত্মকরূপ বর্ণিত আছে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, যাহার মুখ অগ্নি, মস্তক স্বর্গ, নাভি আকাশ, চরণ ক্ষিতি, চক্ষু সূর্য্য, দিক্ কর্ণ, সেই সর্ব্বলোকময় পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। পরমেশ্বরের যে এই প্রকার রূপ স্মরণ করা যায়, তাহাতেই মূলভূতা শ্রুতিতে এই অনুমান হইতেছে যে, বৈশ্বানরই পরমেশ্বর। যদি বল, "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা" ইত্যাদি শ্রুতি স্তুতিপর, অর্থাৎ উক্ত বাক্যে নমঃশব্দের প্রয়োগহেতু "অগ্নিমুখ" ইত্যাদি কেবল স্তুতিসূচক, উহা প্রকৃত নহে। তথাপি "দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা।" এইরূপ বহু বহু শ্রুতিতেই উক্তরূপ বর্ণিত আছে। অতএব যস্যাগ্নিরাস্যং ইত্যাদি মন্ত্র নমঃ শব্দের প্রয়োগদ্বারা স্তুতি সূচক হইলেও পরমেশ্বরের উক্তরূপে কোন সংশয় নাই। ২৫ ॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৬ ॥

অত্রাহ ন পরমেশ্বরো বৈশ্বানরো ভবিতুমর্হতি। কুতঃ শব্দাদিভ্যো ঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ। শব্দস্তাবদ্বৈশ্বানরশব্দো ন পরমেশ্বরে সম্ভবতি অর্থান্তরে রূঢ়ত্বাৎ। তথাগ্নিশব্দঃ "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ" ইতি। আদি শব্দাৎ হৃদয়গার্হপত্যাদ্যগ্নিত্রেতাপ্রকল্পনম্। তদ্‌যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ যদ্ধোমীয়মিত্যাদিনা চ প্রাণাহুত্যধিকরণতাসঙ্কীর্ত্তনম্। এতেভ্যো হেতুভ্যো জাঠরো বৈশ্বানরঃ প্রত্যেতব্যঃ। তথান্তঃপ্রতিষ্ঠানমপি শ্রূয়তে "পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি তচ্চ জাঠরে সম্ভবতি। যদপ্যুক্তং "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদের্ব্বিশেষাৎ কারণাৎপরমাত্মা বৈশ্বানর ইত্যত্র ব্রূমঃ। কুতোঽন্বেষনির্ণয়ো যদুভয়থাপি বিশেষপ্রতিভাতে সতি পরমেশ্বরবিষয় এব বিশেষ আশ্রয়ণীয়ো ন জাঠরবিষয় ইতি। অথবা ভূতাগ্নেরন্তর্ব্বহি-

---

পূর্ব্বসূত্রে বৈশ্বানরই পরমেশ্বর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাতে বলিতেছেন যে, বৈশ্বানর কোনরূপেও পরমেশ্বর হইতে পারেন না, কারণ বৈশ্বানরশব্দে কোনরূপেও পরমেশ্বরকে বুঝায় না উহা রূঢ়িবশত অন্যার্থের বোধক বলিয়া জানা যাইতেছে, অর্থাৎ বৈশ্বানর শব্দে অগ্নি প্রতিপাদিত হয় এবং হৃদয়াগ্নি ও গার্হপত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নি পরিকল্পিত হইয়া থাকে। আর "যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ যদ্ধোমীয়ং" ইত্যাদি বাক্যেও অগ্নি প্রাণাহুত্যাদির অধিকরণ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ইত্যাদি নানা কারণে বৈশ্বানরশব্দে জঠরাগ্নি প্রতীতি হয়। আর "পুরুষ অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" এই শ্রুতিবাক্যে অগ্নির অন্তঃপ্রতিষ্ঠা শ্রুত আছে, ইহাও জঠরাগ্নিতেই সম্ভবিতেছে। আর "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অগ্নি মূর্দ্ধা বলিয়া উক্ত আছে, তাহাতেও বিশেষ কারণবশতঃ পরমাত্মাই বৈশ্বানর ইহা বলিতে পারি। তবে আর অন্বেষণনির্ণয় কেন? যেহেতু উভয়থাই বিশেষ জ্ঞান হইলে সেই বিশেষও পরমেশ্বরবিষয়ক, ইহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জঠরাগ্নি বিষয় নহে।

শ্চাবতিষ্ঠমানস্তৈষ নির্দ্দেশো ভবিষ্যতি। তস্যাপি হি দ্যুলোকাদিসম্বন্ধো মন্ত্রবর্ণাদবগম্যতে "যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমা মাততান রোদসী-নন্তরীক্ষম্" ইত্যাদৌ। অথ বা তচ্ছরীরায়া দেবতায়া ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ দ্যুলোকাদ্যবয়বত্বং সম্ভবতি। তস্মান্ন পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি অত্রোচ্যতে ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদিতি। ন শব্দাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ পরমেশ্বরস্য প্রত্যাখ্যানং যুক্তম্। কুতঃ তথা জাঠরাপরিত্যাগেন দৃষ্ট্যুপদেশাৎ পরমেশ্বরদৃষ্টির্হি জাঠরে বৈশ্বানর ইহোপদিশ্যতে "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদিবৎ। অথ বা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিঃ পরমেশ্বর ইহ দ্রষ্টব্যত্বেনোপদিশ্যতে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ" ইত্যাদিবৎ। যদি চেহ পরমেশ্বরো ন বিবক্ষ্যেত কেবল এব জাঠরোঽগ্নির্বিবক্ষ্যেত ততো মূর্দ্ধৈব সুতেজা ইত্যাদের্বিশেষস্যাসম্ভব এব স্যাৎ। যথা তু দেবতা ভূতাগ্নি-ব্যপাশ্রয়েণাপ্যয়ং বিশেষ উপপাদয়িতুং ন শক্যতে তথোত্তরসূত্রে বক্ষ্যামঃ

অথবা যে ভূতাগ্নি অন্তরে ও বাহ্যে বিদ্যমান আছে, তাহারই নির্দ্দেশ হইবে এবং "যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমা মাততান রোদসীনন্তরীক্ষং" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণে তাহারই স্বর্গলোকাদিসম্বন্ধ জানা যায়, অথবা ভূতাগ্নি-শরীররূপা দেবতার ঐশ্বর্য্যযোগহেতু তাহারই স্বর্গাদি অবয়ব সম্ভব হয়। অতএব পরমেশ্বর বৈশ্বানর নহে, এই নিমিত্তই "ন তথা দ্রষ্ট্যুপদেশাৎ" অর্থাৎ বৈশ্বানরশব্দাদি কারণেই পরমেশ্বরের বৈশ্বানরত্ব প্রত্যাখ্যান যুক্ত হইতেছে। যেহেতু জাঠরাগ্নি ভিন্ন বৈশ্বানরশব্দের উপদেশ দৃষ্ট হয় না। "মনো ব্রহ্ম উপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন মনকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ জাঠরাগ্নিতে যে পরমেশ্বর দৃষ্টি তাহাতেও বৈশ্বানর উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা "মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ" ইত্যাদিবৎ জাঠরাগ্নি ও বৈশ্বানরোপাধি পরমেশ্বরই এইস্থলে দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদেশ হইয়াছে। আর যদি এস্থলে বৈশ্বানরশব্দে পরমেশ্বরই বিবক্ষিত না হন এবং কেবল জঠরাগ্নিই বিবক্ষিত হয়, তাহাহইলে "মূর্দ্ধৈব সুতেজা" ইত্যাদি শ্রুতির বিশেষ অসম্ভব হয়। যেরূপে দেবতা ভূতাগ্নির আশ্রয় ব্যতিরেকে ইহাই বিশেষ এইরূপ উপপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তাহা

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥

যদি চ কেবল এব জাঠরো বিবক্ষ্যেত পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং তস্য স্যাৎ ন তু পুরুষত্বং পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। পরমেশ্বরস্য তু সর্ব্বাত্মত্বাৎ পুরুষত্বং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বঞ্চোভয়মুপপদ্যতে। যে তু পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে ইতি সূত্রাবয়বং পঠন্তি তেষামেষোঽর্থঃ। কেবলজাঠরপরিগ্রহে পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং স্যাৎ ন তু পুরুষবিধত্বম্। পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ "পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। পুরুষবিধত্বঞ্চ প্রকরণাৎ যদধিদৈবতং দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিপৃথিবীপ্রতিষ্ঠিতত্বান্তং যচ্চাধ্যাত্মং প্রসিদ্ধং মূর্দ্ধত্বাদিচিবুকপ্রতিষ্ঠিতত্বান্তং তৎ পরিগৃহ্যতে ॥ ২৬ ॥

যৎ পুনরুক্তং ভূতাগ্নেরপি মন্ত্রবর্ণেদ্যুলোকাদিসম্বন্ধদর্শনাৎ মূর্দ্ধৈব

উত্তরসূত্রে কথিত হইবে। আর যদি বৈশ্বানরশব্দে কেবল জঠরাগ্নিই বিবক্ষিত হয়, তাহাহইলে কেবল বৈশ্বানরই পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, পুরুষের অন্তরে পুরুষত্বাদি থাকিতে পারে না। কিন্তু বাজসনেয়ীরা পুরুষ ও বৈশ্বানরকে উপাসনা করে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি এই অগ্নি, তিনিই বৈশ্বানর পুরুষ, আর যিনি পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ঐ বৈশ্বানর পুরুষকে জানেন, তিনি অমৃতত্বলাভ করিতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মস্বরূপ। অতএব তাহাতে পুরুষত্ব ও পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিতত্ব উভয়ই আছে, যাহারা "পুরুষবিধমপি বৈশ্বানরমধীয়তে" এইরূপ সূত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের মতেই এইরূপ অর্থ হয়। বৈশ্বানর শব্দে কেবল জাঠরাগ্নি গ্রহণ করিলে কেবল তাহারই পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব সম্ভবে তাহার পুরুষবিধত্ব হইতে পারে না। বাজসনেয়ীরা "পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বিদুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে পুরুষবিধ বৈশ্বানরকে স্বীকার করে ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মন্ত্রবর্ণে ভূতাগ্নির স্বর্গলোকাদিসম্বন্ধ দর্শন-

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥

সুতেজা ইত্যাদ্যবয়বকল্পনাং তস্যৈব ভবিষ্যতীতি তচ্ছরীরায়া দেবতায়া বা ঐশ্বর্য্যযোগাদিতি তৎপরিহর্ত্তব্যমত্রোচ্যতে। অত এবোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন দেবতা বৈশ্বানরঃ তথা ভূতাগ্নিরপি ন বৈশ্বানরঃ। ন হি ভূতাগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশমাত্রাত্মকস্য দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনোপপদ্যতে বিকারস্য বিকারান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ। তথা দেবতায়াঃ সত্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগে ন দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনা সম্ভবতি অকারণত্বাৎ পরমেশ্বরাধীনৈশ্বর্য্যত্বাচ্চ। আত্মশব্দাসম্ভবশ্চ সর্ব্বেষ্বেষু পক্ষেষু স্থিত এব। ২৭ ॥

পূর্ব্বং জাঠরাগ্নিপ্রতীকো জাঠরাগ্ন্যুপাধিকো বা পরমেশ্বর উপাস্য ইত্যুক্তমন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বাদ্যনুরোধেন ইদানীন্তু বিনৈব প্রতীকোপাধিকল্পনাভ্যাং সাক্ষাদপি পরমেশ্বরোপাসনপরিগ্রহে ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। নন্বু জাঠরাগ্ন্যপরিগ্রহেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং শব্দাদীনি চ কারণানি বিরুদ্ধেরন্নিতি। অত্রোচ্যতে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব-

---

হেতু ভূতযোনির মস্তক অগ্নি ইত্যাদিরূপে তাহার অবয়ব কল্পনা হইবে। অথবা অগ্নি শরীররূপী দেবতার ঐশ্বর্য্যযোগহেতু ভূতযোনির অবয়ব কল্পনা হয়, এইক্ষণ উক্ত কল্পনা পরিহারার্থ বলিতেছেন, উক্ত কারণসমূহেই বৈশ্বানর দেবতা নহে এবং ভূতাগ্নি বৈশ্বানর নহে, যেহেতু উষ্ণতা ও প্রকাশমাত্রাত্মক ভূতাগ্নির স্বর্গমস্তকাদি কল্পনা হইতে পারে না, কারণ বিকারের বিকারান্তরাত্মত্ব অসম্ভব এবং দেবতার ঐশ্বর্য্যযোগসত্ত্বেও স্বর্গ তাহার মস্তক, এইরূপ কল্পনা হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত কল্পনাতে কোন কারণ নাই এবং ঐশ্বর্য্যও পরমেশ্বরের অধীন, বিশেষত সকলপক্ষেই আত্মশব্দের অসম্ভব আছে ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বে ঈশ্বর অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত, এই অনুরোধে জাঠরাগ্নি প্রতীতিতে অথবা জাঠরাগ্নি উপাধিতে ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ প্রতীতি ও উপাধি ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরোপাসনা স্বীকার করিলে কোন বিরোধ নাই, ইহাই আচার্য্যপ্রবর জৈমিনির অভিমত।

বচনং তাবন্ন বিরুদ্ধ্যতে। ন হীহ পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি জাঠরাগ্ন্যভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে তস্যাপ্রকৃতত্বাদসংশব্দিতত্বাচ্চ। কথং তর্হি যৎপ্রকৃতং মূর্দ্ধাদিষু চিবুকান্তেষু পুরুষাবয়বেষু পুরুষবিধত্বং কল্পিতং তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি যথা বৃক্ষে শাখাং প্রতিষ্ঠিতাং পশ্যতীতি তদ্বৎ। অথবা যঃ প্রকৃতঃ পরমাত্মাধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ পুরুষবিধত্বোপাধেঃ তস্য যৎ কেবলং সাক্ষিরূপং তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি। নিশ্চিতে চ পূর্ব্বাপরালোচনবশেন পরমাত্মপরিগ্রহে তদ্বিষয় এব বৈশ্বানরশব্দঃ কেনচিদ্‌যোগেন বর্ত্তিষ্যতে বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি বিশ্বেষাং বায়ং নরঃ বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বিশ্বানরঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ তদ্ধিতোঽনন্যার্থো রাক্ষসবায়সাদিবৎ। অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগা-

---

যদি বল, জঠরাগ্নির পরিগ্রহ না করিলে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব বচন এবং শব্দাদি কারণসকলই বিরুদ্ধ হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব বচন বিরুদ্ধ হয় না। এইস্থলে পুরুষবিধ এবং পুরুষে অন্তঃপ্রবিষ্ট এই বিশেষণদ্বয় জাঠরাগ্নির অভিপ্রায়ে বলা হয় নাই, যেহেতু পুরুষবিধত্ব অপ্রকৃত এবং অসন্দিগ্ধ। তবে কিরূপে মস্তকাদি চিবুকান্ত পুরুষাবয়বে পুরুষবিধত্ব কল্পিত হইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই পুরুষ বিধ এবং পুরুষে অন্তঃপ্রবিষ্ট এই বিশেষণদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যেমন এক বৃক্ষেই শাখা ও প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, সেইরূপ এক পরমেশ্বরে পুরুষ বিধত্ব ও পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব উপপন্ন হইয়াছে; অথবা যিনি প্রকৃত পরমাত্মা, তিনিই পুরুষবিধত্বরূপ উপাধির অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত, এই অভিপ্রায়েই পুরুষবিধ এবং পুরুষে অন্তঃপ্রবিষ্ট, ইহা কথিত হইয়াছে। এইক্ষণ পূর্ব্বাপর অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিলে যোগার্থদ্বারা বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মবিষয়কই হইতেছে, অর্থাৎ যিনি বিশ্বের কর্ত্তা, তিনিই বৈশ্বানর, এইরূপ বৈশ্বানর শব্দের এবং যিনি সকলের অগ্রবর্ত্তী, তিনি অগ্নি, ইহা অগ্নিশব্দের অর্থ; সুতরাং বৈশ্বানর ও অগ্নি এই দুই শব্দে সর্ব্বময় পরমাত্মাই অভিহিত হইতেছেন। আর

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রবণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্বঞ্চ পরমাত্মনোঽপি সর্ব্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে। ২৮ ॥

কথং পুনঃ পরমেশ্বরপরিগ্রহে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরুপপদ্যতে ইতি তাং ব্যাখ্যাতুমারভ্যতে। অতিমাত্রস্যাপি পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বমভিব্যক্তিনিমিত্তং স্যাৎ। অভিব্যজ্যতে কিল প্রাদেশমাত্রপরিমাণঃ পরমেশ্বর উপাসকানাং কৃতে। প্রদেশবিশেষেষু হৃদয়াদিষু উপলব্ধিস্থানেষু বিশেষেণাভিব্যজ্যতে। অতঃ পরমেশ্বরেঽপি প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরভিব্যক্তেরুপপদ্যত ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২৯ ॥

প্রাদেশমাত্র হৃদয়প্রতিষ্ঠিতেন বায়ং মনসানুস্মর্য্যতে ততঃ প্রাদেশমাত্র ইত্যুচ্যতে। যথা প্রস্থমিতা যবাঃ প্রস্থা ইত্যুচ্যন্তে তদ্বৎ। যদ্যপি চ যবেষু স্বগতমেব পরিমাণং প্রস্থসম্বন্ধাদ্ব্যজ্যতে ন চেহ পরমেশ্বরগতং

যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মস্বরূপ, অতএব তাহাতে গার্হপত্যাদিকল্পনা এবং প্রাণাহুত্যাদির অধিকরণ উপপন্ন হইতে পারে, ইহাই প্রতীয়মান হয় ॥ ২৮ ॥

যদি বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দে পরমেশ্বরই পরিগৃহীত হইলেন, তাহাহইলে কিরূপে প্রাদেশমাত্র শ্রুতি উপপন্ন হইতে পারে? এই আশঙ্কায় উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যানার্থ বলিতেছেন।—আশ্মরথ্য-নামক আচার্য্য বলেন, অতিমাত্র পরমেশ্বরের যে প্রাদেশমাত্রত্ব কথন, তাহা কেবল অভিব্যক্তি নিমিত্ত জানিতে হইবে, অর্থাৎ পরমেশ্বর উপাসকদিগের নিমিত্তে প্রাদেশমাত্র পরিমাণ গ্রহণ করিয়া উপলব্ধিস্থান হৃদয়াদিদেশবিশেষে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। অতএব পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। ২৯।

উপাসকগণ আপন হৃদয়মধ্যে প্রাদেশপ্রমাণ পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনে মনে স্মরণ করেন, এই নিমিত্তই পরমাত্মা প্রাদেশপ্রমাণ, এই

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চিৎপরিমাণমস্তি যদ্‌হৃদয়সম্বন্ধাদ্ব্যজ্যেত তথাপি প্রযুক্তায়াঃ প্রাদেশ-মাত্রশ্রুতেঃ সম্ভবতি যথা কথঞ্চিদনুস্মরণমালম্বনমিত্যুচ্যতে। প্রাদেশমাত্রত্বেন বায়ম প্রাদেশমাত্রোঽনুস্মরণীয়ঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুত্যর্থবত্তায়ৈ। এবমনুস্মৃতিনিমিত্তা পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ৩০ ॥

সম্পত্তিনিমিত্তা বা স্যাৎ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ। কুতঃ তথা হি সমান-প্রকরণং বাজসনেয়িব্রাহ্মণং দ্যুপ্রভৃতীন্ পৃথিবীপর্য্যন্তান্ ত্রৈলোক্যাত্মনো বৈশ্বানরস্যাবয়বানধ্যাত্মমূর্দ্ধপ্রভৃতিষু চিবুকপর্য্যন্তেষু দেহাবয়বেষু সম্পাদয়ৎ প্রাদেশমাত্রসম্পত্তিং পরমেশ্বরস্য দর্শয়তি। "প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্নাঃ তথা তু ব এতান্ বক্ষ্যামি যথা প্রাদেশ-

---

রূপ উক্ত হইয়াছে। যেমন প্রস্থপরিমিত যবকে প্রস্থ বলা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র বলিয়া থাকে। যদি বল, যবের আপন পরিমাণ আছে বলিয়াই তাহাতে প্রস্থসম্বন্ধ যুক্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বরের কোন পরিমাণ নাই; সুতরাং হৃদয়সম্বন্ধবশতঃ পরমাত্মার পরিমাণ কিরূপে যুক্ত হইতে পারে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশমাত্র শ্রুতির সম্ভব হইতেছে। যে কোনরূপে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলেই তাঁহার অবলম্বন হয়, প্রাদেশমাত্ররূপেই হউক, কি অপ্রাদেশমাত্ররূপেই হউক, পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবার নিমিত্তই প্রাদেশমাত্র শ্রুতির অর্থ সার্থক হয়, অতএব আচার্য্যপ্রবর বাদরি বলেন, সাধকগণের স্মরণার্থই পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্র শ্রুতি হইয়াছে। ৩০।

জৈমিনি আচার্য্য বলেন, সম্পত্তি নিমিত্তই পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্র শ্রুতি উক্ত হইয়াছে। যেহেতু সমানপ্রকরণ বাজসনেয় শ্রুতিতে স্বর্গপ্রভৃতি পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্রিভুবনাত্মক বৈশ্বানরের অবয়ব সকলকে অধ্যাত্ম মূর্দ্ধাপ্রভৃতি চিবুকান্ত দেহাবয়বেতে সম্পাদনকরত পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্র শ্রুতি প্রদর্শিত আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, দেবগণ পর-

মাত্রমেবাভিসম্পাদয়িষ্যামীতি স হোবাচ মূর্দ্ধানমুপদিশন্নুবাচ এষ বা অতিষ্ঠা বৈশ্বানরঃ ইতি। চক্ষুষী উপদিশন্নুবাচ এষ বৈ সুতেজা বৈশ্বানরঃ ইতি। নাসিকে উপদিশন্নুবাচ এষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরঃ ইতি। মুখ্যমাকাশমুপদিশন্নুবাচ এষ বৈ বহুলো বৈশ্বানরঃ ইতি। মুখ্যা অপ উপদিশন্নুবাচ এষ বৈ রয়িবৈশ্বানরঃ ইতি। চিবুকমুপাদিশন্নুবাচ এষ বৈ প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানরঃ" ইতি। চিবুকমিত্যধরমুখফলকমুচ্যতে। যদ্যপি বাজসনেয়কে দ্যোরতিষ্ঠাত্বগুণা সমাম্নায়তে আদিত্যশ্চ সুতেজস্ত্বগুণঃ ছান্দোগ্যে পুনর্দ্যোঃ সুতেজস্ত্বগুণা সমাম্নায়তে আদিত্যশ্চ বিশ্বরূপত্বগুণঃ তথাপি নৈতাবতা বিশেষেণ কিঞ্চিদ্ধীয়তে প্রাদেশ-

---

শ্বরকে প্রাদেশমাত্ররূপে জানিয়াই অভিসম্পন্ন হইয়াছেন। অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাচীনশাল প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগের নিকট এইরূপে বলিব যে, যাহাতে পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্ররূপে সম্পাদন করিতে পারি এবং রাজা হস্তদ্বারা স্বীয় মস্তক প্রদর্শন করিয়া মস্তক উপদেশকরত বলিয়াছিলেন, এই যে স্বর্গ ও পৃথিব্যাদি অতিক্রম করিয়া উপরি বিদ্যমান আছে, এই স্বর্গই বৈশ্বানর, অর্থাৎ ইহাই মূর্দ্ধা। এইরূপে চক্ষুর উপদেশ করত বলিয়াছিলেন, এই সূর্য্যই বৈশ্বানর, অর্থাৎ ইহাই তাঁহার চক্ষু। নাসিকার উপদেশকরত বলিয়াছিলেন, এই বায়ুই বৈশ্বানর, অর্থাৎ ইহাই তাঁহার নাসিকা। মুখস্থ আকাশ উপদেশকরত বলিয়াছিলেন, এই আকাশই বৈশ্বানর, অর্থাৎ ইহাই তাঁহার মুখস্থ আকাশ। মুখস্থ লালারূপ জল উপদেশকরত বলিয়াছিলেন, এই জলই বৈশ্বানর, অর্থাৎ ইহাই তাঁহার মুখস্থ জল। চিবুক উপদেশকরত বলিয়াছিলেন, এই চিবুকই বৈশ্বানর, অর্থাৎ ইহাই তাঁহার চিবুক। এইস্থলে চিবুকশব্দে অধর বুঝিতে হইবে। যদিও বাজসনেয় শ্রুতিতে স্বর্গের অপ্রতিষ্ঠত্বগুণ এবং আদিত্যের সুতেজস্ত্বাদিগুণ বর্ণিত আছে, কিন্তু ছান্দোগ্য শ্রুতিতে স্বর্গের সুতেজস্ত্বাদিগুণ আদিত্যের বিশ্বরূপত্বগুণ উক্ত হইয়াছে। তথাপি প্রাদেশমাত্র শ্রুতির অবিশেষহেতু কোন বিশেষণ হানি হয় না। বিশেষতঃ সর্ব্বশাখাতেই প্রাদেশমাত্রত্ব প্রতীতি আছে।

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

ইতি প্রথমাঽধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

মাত্রশ্রুতেরবিশেষাৎ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ত্বাচ্চ। সম্পত্তিনিমিত্তাং প্রাদেশ-মাত্রশ্রুতিং যুক্ততরাং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। ৩১ ॥

আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরমস্মিন্ মূর্দ্ধাচিবুকান্তরালে জাবালাঃ। "য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি "বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত" ইতি কতমা বরণা কতমা নাশীতি। তত্র চেমামেব বরণাং নাসিকাঞ্চেতি নিরুচ্য "সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি সা বরণা সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তি চেতি সা নাশীতি বারণা নাশীতি" নিরুচ্য পুনরপ্যা-মনন্তি। "কতমচ্চাস্য স্থানং ভবতীতি ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ। স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতি" ইতি। তস্মাদুপপন্না পরমেশ্বরে

অতএব জৈমিনি আচার্য্য বলেন যে, সম্পত্তিনিমিত্তই পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্র শ্রুতি হইয়াছে। ৩১ ॥

"য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠে" এই শ্রুতি জাবালাচার্য্য পরমেশ্বরকে মূর্দ্ধা ও চিবুকের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অবিমুক্ত পরমেশ্বর কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বারণা ও নাশীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই বারণা ও নাশী কাহাকে বলা যায়? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন এবং বারণাকে নাসিকান্ত নিরূপণ করিয়া কহিয়াছেন, যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়কৃত পাপ সকল বারণ করে, তাহাই বারণা এবং যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়কৃত পাপ-রাশি বিনাশ করে, তাহাই নাশীনামে অভিহিত হয়। এইরূপে নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার অবস্থান কোথায়? ইহার উত্তরে কহি-

প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ অভিবিমানশ্রুতিঃ প্রত্যগাত্মতাভিপ্রায়া। প্রত্যগাত্ম-তয়া সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরভিবিমীয়ত ইত্যভিবিমানঃ। অভিগতো বায়ং প্রত্যগাত্মত্বাৎ। বিমানশ্চ মানবিয়োগাদিত্যভিবিমানোঽভিবিমীমীতে বা সর্ব্বং জগৎকারণত্বাদিত্যভিমানঃ তস্মাৎ পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ
প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

য়াছেন, ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যগত যে সন্ধি, তাহা স্বর্গলোক ও পরম লোকেরও সন্ধি জানিবে। এই নিমিত্তই পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্র শ্রুতি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যগাত্মাই প্রাদেশমাত্র শ্রুতির অভিপ্রেত, যেহেতু প্রত্যগাত্মতারূপেই সকল প্রাণী বিমিত হয়, অতএব তাহাকে বিমান বলা যায়, এই নিমিত্ত পরমেশ্বরই বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৩২ ॥

ইতি প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ ॥ ২ ॥

প্রথমাঽধ্যায়ে

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥

নমঃ পরমাত্মনে—ইদং শ্রূয়তে "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথা-মৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি অত্র যদেতদ্ দ্যুপ্রভৃতীনামোতত্ববচনাদায়তনং কিঞ্চিদবগম্যতে তৎ কিং পরং ব্রহ্ম স্যাদাহোস্বিদর্থান্তরমিতি সন্দিহ্যতে। তত্রার্থান্তরং কিমপ্যায়তনং স্যাদিতি প্রাপ্তম্। কস্মাৎ অমৃতস্যৈষ সেতু-রিতি শ্রবণাৎ। পারবান্ হি লোকে সেতুঃ প্রখ্যাতঃ ন চ পরস্য ব্রহ্মণঃ পারবত্বং শক্যমভ্যুপগন্তুমনন্তমপারমিতি শ্রবণাৎ। অর্থান্তরে চায়তনে পরিগৃহ্যমাণে স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানং পরিগ্রহীতব্যং তস্য হি কারণত্বাদায়-তনত্বোপপত্তেঃ। শ্রুতিপ্রসিদ্ধো বা বায়ুঃ স্যাৎ 'বায়ুর্ব্বাব গৌতম তৎ-সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে পরমাত্মাতে স্বর্গ, পৃথিবী ও মনঃ নিহিত আছে, সেই এক পরমাত্মাকে সর্ব্বপ্রাণের সহিত জান, অন্য বাক্য পরি-ত্যাগ কর, এই পরমাত্মাই মোক্ষলাভের সেতুস্বরূপ। এইস্থলে স্বর্গ প্রভৃতির আয়তন বলিয়া যে উক্ত হইল, ইহাতে কি জানা যাইতে পারে? অর্থাৎ পরমাত্মাই কি স্বর্গপ্রভৃতির আয়তন, কিম্বা অর্থান্তর? এই সন্দেহ হইতেছে। এইক্ষণ অর্থান্তরই স্বর্গাদির আয়তন হউক, যেহেতু মোক্ষের সেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং লোকে পারবানই সেতু বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু পরব্রহ্মের পারবত্তা বলা যায় না, যেহেতু পরমেশ্বর অনন্ত ও অপার, এইরূপ শ্রবণ আছে। অন্য কোন পদার্থকে স্বর্গাদির আয়তন বলিয়া গ্রহণ করিলে স্মৃতি প্রসিদ্ধ প্রকৃতিই পরিগৃহীত হয়, যেহেতু প্রকৃতিই

ভূতানি সন্দিগ্ধানি ভবন্তি" ইতি বায়োরপি বিধরণত্বশ্রবণাৎ। শারীরো বা স্যাৎ তস্যাপি ভোক্তৃত্বাত্তোগ্যং প্রপঞ্চং প্রত্যায়তনত্বোপপত্তেরিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিতি। দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ দ্যুভুবাবাদী যস্য তদিদং দ্যুভ্বাদি। যদেতস্মিন্ বাক্যে দ্যৌঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষং মনঃ প্রাণা ইত্যেবমাত্মকং জগদোতত্বেন নির্দ্দিষ্টং তত্যায়তনং পরং ব্রহ্ম ভবিতু মর্হতি। কুতঃ স্বশব্দাদাত্মশব্দাদিত্যর্থঃ "আত্মশব্দো হীহ ভবতি তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি। আত্মশব্দশ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে সম্যগবকল্পতে নার্থান্তরপরিগ্রহে। কচিচ্চ স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মণ আয়তনত্বং শ্রূয়তে "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ইতি। স্বশব্দেনৈব চেহ পুরস্তাদুপরিষ্টাচ্চ ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্ত্যতে "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্" ইতি "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাদ্ ব্রহ্ম

কারণবিধায় আয়তন বলিয়া উপপন্ন হইয়াছে, অথবা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বায়ুই স্বর্গাদির আয়তন হইতে পারে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বায়ুই জগতের সূত্রস্বরূপ। সেই বায়ুরূপ সূত্রেই ইহলোক, পরলোক এবং সর্ব্বভূত, এই সকলই বিদ্যমান আছে। অতএব বায়ুই সকলকে ধারণ করিয়াছেন, ইহাই জানা যাইতেছে, অথবা জীবই জগতের আয়তন হইতে পারে, যেহেতু জীবের ভোক্তৃত্বপ্রযুক্ত ভোগ্য ও প্রপঞ্চের প্রতি তাহারই আয়তনত্ব সম্ভব হয়। ইত্যাদি নানারূপ সন্দেহে সূত্র আরম্ভ করিতেছেন। স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মনঃ ও প্রাণ, এই সকলের নির্দ্দিষ্ট আয়তনই ব্রহ্ম, যেহেতু ব্রহ্মেতে আত্মশব্দ শ্রবণ আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মেতেই আত্মশব্দ প্রযুক্ত হয়, অতএব সেই এক আত্মাকেই জান। পরমাত্মপরিগ্রহেই আত্মশব্দ সম্যক্ পরিকল্পিত হয়, অর্থান্তর গ্রহণ করিলে তাহা হইতে পারে না। কোন কোন শ্রুতিতে স্বশব্দদ্বারা ব্রহ্মই জগতের আয়তন বলিয়া শ্রুত আছে। শ্রুতিতে আর লিখিত আছে যে, সকল প্রজারই মূল সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই জগতের আয়তন এবং সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই জগৎপ্রতিষ্ঠিত আছে। আর স্বশব্দদ্বারা পূর্ব্বে, পরে, উপরি এবং অধোদেশে এক ব্রহ্মই সঙ্কীর্ত্তিত হইতেছেন। শ্রুতিপ্রমাণে

দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ'' ইতি চ। তত্র স্বায়তনায়তনবদ্ভাবশ্রবণাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্ম'' ইতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ। যথানেকাত্মকো বৃক্ষঃ শাখাস্কন্ধো মূলকেত্যেবং নানারসো বিচিত্র আত্মেত্যাশঙ্কা সম্ভবতি। তাং নিবর্ত্তয়িতুং স্বাবধারণমাহ "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্'' ইতি। এতদুক্তং ভবতি ন কার্য্যপ্রপঞ্চবিশিষ্টো বিচিত্র আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ। কিং তর্হি অবিদ্যাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং 'বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকমায়তনভূতমাত্মানং জানীথৈকরসম্'' ইতি। যথা যস্মিন্নাস্তে দেবদত্তঃ তদানয়েত্যুক্ত আসনমেবানয়তি ন দেবদত্তং তদ্বদায়তনভূতস্যৈবৈকরসস্যাত্মনো বিজ্ঞেয়ত্বমুপদিশ্যতে বিকারানৃতাভিসন্ধস্য চাপবাদঃ শ্রূয়তে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'' ইতি। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি তু সামানাধিকরণ্যং প্রপঞ্চবিলাপনার্থং নানেকরসতাপ্রতিপাদনার্থং "স যথা সৈন্ধব ঘনোঽন-

---

আর জানা যায় যে, ব্রহ্মপুরুষই বিশ্বময়, তিনিই কর্ম্ম, তপস্যা এবং পরমামৃত। আর ব্রহ্মই অমৃত এবং তিনিই পুরোবর্ত্তী পশ্চাদ্বর্ত্তী, তিনিই দক্ষিণ ও তিনিই উত্তর। আর "সর্ব্বং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে সামানাধিকরণ্যবশতঃ ব্রহ্মই আযতন ও আয়তনবান, এইরূপ শ্রবণ আছে। যেমন এক বৃক্ষ নানাপ্রকার শাখা ও নানাবিধ রসের আয়তন, আত্মাও সেইরূপ, এই আশঙ্কা নিবর্ত্তনার্থ বলিতেছেন।—সেই এক আত্মাকেই জান। ইহাও লিখিত আছে যে, আত্মা বৃক্ষের ন্যায় কার্য্যপ্রপঞ্চবিশিষ্ট নহে, তবে অবিদ্যা নিমিত্তই আত্মাতে কার্য্যপ্রপঞ্চের আশঙ্কা হয় "বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকমায়তনভূতমাত্মানং জানীথৈকং রসম্।" ইত্যাদি শ্রুতিতেই আত্মার কার্য্যপ্রপঞ্চ অবিদ্যানিমিত্ত জানা যায়। যেমন যে আসনে দেবদত্ত আছে, সেই আসন আনয়ন কর, এইরূপ বলিলে দেবদত্তের আসনই আনয়ন করিয়া থাকে, দেবদত্তকে আনয়ন করে না। সেইরূপ জগদায়তনস্বরূপ একমাত্র পরমাত্মাকে জানিবে, ইহাই উপদিষ্ট হইতেছে, কিন্তু বিকারাত্মক মিথ্যাভূত জগতের সম্বন্ধ পরিজ্ঞানে কোন ফল নাই। ইহাই শ্রুতিতে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রুতিতে আর লিখিত আছে যে, যিনি ঈশ্বরকে নানা বলিয়া জানেন, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। অতএব

ন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যেকরসতাশ্রবণাৎ। তস্মাদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম। যত্তুক্তং সেতুশ্রুতেঃ সেতোশ্চ পারবত্ত্বোপপত্তেৰ্ব্রহ্মণোঽর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিতি অত্রোচ্যতে। বিধরণত্বমাত্রমত্র সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবত্ত্বাদি। ন হি মৃদ্দারুময়ো লোকে সেতুর্দৃষ্ট ইত্যত্রাপি মৃদ্দারুময় এব সেতুরভ্যুপগম্যতে। সেতুশব্দার্থোঽপি বিধরণত্বমাত্রমেব ন পারবত্ত্বাদি বিঞো বন্ধনকর্ম্মণঃ সেতুশব্দব্যুৎপত্তেঃ। অপর আহ তমেবৈকং জানথ আত্মানমিতি। যদেতৎ সঙ্কীর্ত্তিতমাত্মজ্ঞানং যচ্চৈতদন্যা বাচো বিমুঞ্চথেতি বাগ্বিমোচনং তদত্রামৃতত্বসাধনত্বাদমৃতস্যৈষ সেতুরিতি সেতুশ্রুত্যা সঙ্কীর্ত্ত্যতে ন তু দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তত্র যদুক্তং সেতুশ্রুতের্ব্রহ্মণোঽর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিত্যেতদযুক্তম্। ১।

সকলই ব্রহ্মময় জ্ঞান করিবে। এইরূপে প্রপঞ্চ বিলোপনার্থই সামানাধিকরণ্য কথন উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অনেকরসতা প্রতিপাদনার্থ নহে। যেহেতু "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞান ঘন এব" ইত্যাদি শ্রুতিতে একরসতা শ্রবণ আছে। অতএব পরব্রহ্মই স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আয়তন। আর উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম সেতুস্বরূপ; সুতরাং সেতুর পারবত্ত্বোপপত্তিহেতু ব্রহ্মের অন্যান্তই স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন হইতেছেন। এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সেতুশ্রুতিতে বিধরণমাত্রই বিবক্ষিত, পারবত্ত্বাদি বিবক্ষিত নহে। লোকে যেমন মৃণ্ময়, অথবা দারুময় সেতু দেখা যায়, এইস্থলে মৃণ্ময় ও দারুময় সেতু স্বীকার করা যায় না, সেতুশব্দে বিধরণত্বমাত্রই জানা যায়, পারবত্ত্বাদি অর্থ হয় না। অপর কেহ বলেন, "তমেবৈকং জানথ আত্মানং" এই শ্রুতিতে যে আত্মাই সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছেন, আর "এতদন্যাবাচো বিমুঞ্চথ" এই শ্রুতিতে যে বাক্যবিমোচন উক্ত আছে, তাহাও "তদত্রামৃতত্বসাধনত্বাদমৃতস্যৈষ সেতুঃ" এই সেতু শ্রুতিদ্বারা সঙ্কীর্ত্তিত হয়, কিন্তু স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন সঙ্কীর্ত্তিত হয় নাই।

মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥

ইতশ্চ পরমেব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনং যস্মান্মুক্তোপসৃপ্যতাস্য ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যতে। মুক্তৈরুপসৃপ্যং মুক্তোপসৃপ্যম দেহাদিষনাত্মস্বহমস্মীত্যাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা ততস্তৎপূজনাদৌ রাগস্তৎপরিভবাদৌ চ দ্বেষঃ তদুচ্ছেদদর্শনাদ্ভয়ং মোহশ্চেত্যেবমযমনন্তভেদোঽনর্থব্রাতঃ সন্ততঃ সর্ব্বেষাং ন প্রত্যক্ষঃ তদ্বিপর্য্যয়েণাবিদ্যা রাগদ্বেষাদিদোষমুক্তৈরুপসৃপ্যং গম্যমেতদিতি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য ব্যপদেশো ভবতি। কথম্ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাপরে ॥" ইত্যুক্ত্বা ব্রবীতি "তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপসৃপ্যত্বং প্রসিদ্ধং শাস্ত্রে। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র

অতএব সেতুশ্রুতিহেতু ব্রহ্মের অন্য স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত ॥ ১ ॥

ব্রহ্মই যে স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির কারণ তদ্বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু মুক্তপুরুষেরা সেই পরব্রহ্মকেই পাইয়া থাকে, এইরূপ ব্যপদেশ দৃষ্ট আছে। দেহাদি অনাত্মভূত পদার্থসমূহে যে, "আমি এই" এই প্রকার আত্মবুদ্ধি তাহাই অবিদ্যা, এই অবিদ্যাহেতু পূজাদিতে অনুরাগ ও পরিভবাদিতে দ্বেষ জন্মে এবং উচ্ছেদ দর্শনে ভয় ও মোহ হয়। এই অবিদ্যা রাগদ্বেষাদিদোষমুক্তপুরুষেরা সেই পরব্রহ্মকেই পাইয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মই স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আয়তন এই ব্যপদেশ হইয়াছে। "সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের পরিজ্ঞান হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় পায়" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কহিতেছেন যে, ঐরূপে নামরূপাদিবিহীন পরাৎপর দিব্য পুরুষকে জানিতে পারে, মুক্তপুরুষেরা যে ব্রহ্মকে লাভ করে, তাহা শাস্ত্রান্তরেও প্রসিদ্ধ আছে। যথা—যখন হৃদয়স্থিত কামনা সকল বিমুক্ত হয়, তখন পুরুষ অমৃত হয় এবং ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। আর কখনও মুক্তপুরুষেরা প্রকৃতিকে লাভ করে না, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। আর "সেই

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম সমশ্নুতে” ইত্যেবমাদৌ। অপি চ “তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ” ইতি বাগ্বিমোকপূর্ব্বকং বিজ্ঞেয়ত্বমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্যোচ্যতে। তচ্চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মণো দৃষ্টম্—“তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।” ইতি। তস্মাদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম। ২॥

যথা ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকো বৈশেষিকো হেতুরুক্তো নৈবমর্থান্তরস্য বৈশেষিকো হেতুঃ প্রতিপাদকোঽস্তীত্যাহ। নানুমানং সাঙ্খ্যস্মৃতিপরিকল্পিতং প্রধানমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্যম্। কস্মাৎ অতচ্ছব্দাৎ তস্যাচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ শব্দস্তচ্ছব্দো ন তচ্ছব্দোঽতচ্ছব্দঃ। নহ্যত্রাচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি যেনাচেতনং প্রধানং কারণত্বেনায়তনত্বেন বাঽবগম্যতে। তদ্বিপরীতস্য চেতনস্য প্রতিপাদক-

---

আত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর” ইত্যাদিরূপে বাগ্বিমোচন পূর্ব্বক যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির আয়তন তাঁহাকে জানিবে, এইরূপ উক্ত আছে। অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মই যে স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আয়তন, ইহা দৃষ্ট আছে। যথা—ধীর ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্মকে জানিয়া তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা করিবে, বহু শব্দানুচিন্তন করিবে না, উহা কেবল বাক্যের বিপ্লাবনমাত্র। অতএব জানা যাইতেছে যে, পরব্রহ্মই স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আয়তন ॥ ২ ॥

যেমন ব্রহ্মের প্রতিপাদক বৈশেষিকহেতু উক্ত আছে, সেইরূপ অর্থান্তর প্রতিপাদক বৈশেষিক হেতু নাই। আর সাংখ্যবাদীরা যে অনুমান পরিকল্পনা করে, অর্থাৎ প্রকৃতিই স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আয়তন, তাহাও সম্ভবপর হইতেছে না। যেহেতু অচেতন প্রকৃতির প্রতিপাদক শব্দ অসম্ভব, অর্থাৎ এমন কোন শব্দই নাই যে, যে শব্দে তাহা অচেতন প্রকৃতিকে কারণ কিম্বা স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আয়তন বলিয়া জানা যাইতে পারে। কিন্তু তদ্বিপরীত চেতনের কারণত্ব ও আয়তনত্ব প্রতিপাদক শব্দ আছে। “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞাদিশব্দই কারণত্ব ও আয়-

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥

কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ। প্রকরণঞ্চেদং পরমাত্মনঃ "কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাপেক্ষণাৎ। পরমাত্মনি হি সর্ব্বাত্মকে বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ন কেবলে প্রাণভৃতি। ৬ ॥

কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ। দ্যুভ্বাদ্যায়তনঞ্চ প্রকৃত্য "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ" ইত্যত্র স্থিত্যদনে নির্দ্দিশ্যেতে "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি কর্ম্মফলাশনম্ "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যৌদাসীন্যেনাবস্থানং তাভ্যাঞ্চ স্থিত্যদনাভ্যামীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৌ তত্র

তথাপি আশঙ্কা হইতেছে যে, কি কারণে প্রাণভৃৎ বিজ্ঞানাত্মা স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আয়তনরূপে আশ্রয়িতব্য নহে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রকরণবশতই বিজ্ঞানাত্মা স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আশ্রয় নহে। বাস্তবিক ইহা পরমাত্মপ্রকরণ "কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" এই শ্রুতিতে জানা যায় যে, এক আত্মপরিজ্ঞানেই সকল পরিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ কেবল একমাত্র সর্ব্বাত্মকব্রহ্মের পরিজ্ঞান হইলেই অখিল-ব্রহ্মাণ্ড পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, কেবল প্রাণভৃৎ বিজ্ঞানাত্মার পরিজ্ঞান হইলে সমুদায় জানা যাইতে পারে না। ৬।

তথাপি পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে যে, কি কারণে প্রাণভৃৎ বিজ্ঞানাত্মাকে স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন বলিয়া আশ্রয় করা যায় না? ইহাতে বক্তব্য এই যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তনপ্রস্তাবে "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ" এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার স্থিতি ও ভক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" এই শ্রুতিতে জীবাত্মার কর্ম্মফলাশন কথিত হইয়াছে। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এই শ্রুতিতে পরমাত্মার ঔদাসীন্যাবস্থান উক্ত আছে। ইত্যাদি শ্রুতিতে স্থিতি ও ভক্ষণদ্বারা ঈশ্বর ও ক্ষেত্রজ্ঞপরিগৃহীত হইতেছেন, অর্থাৎ যিনি কেবল

গৃহ্যেতে। যদি চেশ্বরো দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন বিবক্ষিতস্তস্য প্রকৃতত্বেশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞাৎ পৃথগ্বচনমবকল্পতে অন্যথা হ্যপ্রকৃতবচনমাকস্মিকমসম্বদ্ধং স্যাৎ। নন্বু তথাপি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরাৎ পৃথগ্বচনমাকস্মিকমেব প্রসজ্যেত ন তস্যা- বিবক্ষিতত্বাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞো হি কর্ত্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতিশরীরং বুদ্ধ্যু- পাধিকসম্বন্ধো লোকত এব সসিদ্ধো নাসৌ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষ্যতে। ঈশ্বরস্তু লোকতোঽপ্রসিদ্ধত্বাৎ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষিত ইতি ন তস্যা- কস্মিকবচনং যুক্তম্। "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি" ইত্যত্রাপ্যেতদ্দর্শি- তম্। দ্বা সুপর্ণেত্যস্যামৃচীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে ইতি। যদাপি পৈঙ্গ্যুপ- নিষৎকৃতেন ব্যাখ্যানেনাস্যামৃচি সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে তদাপি ন বিরোধঃ কশ্চিৎ। কথং প্রাণভৃদিহ ঘটাদিচ্ছিদ্রবৎ সত্ত্বাদ্যুপাধ্যভিমানিত্বেন প্রতি- শরীরং গৃহ্যমাণো দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে। যস্তু সর্ব্ব-

---

অবস্থান করিতেছেন, তিনিই পরমেশ্বর এবং যিনি ভক্ষণ করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। যদি ঈশ্বরকেই স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন বলিয়া বিবক্ষিত হইল, তবে সেই প্রকৃত ঈশ্বরই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারেন, এই নিমিত্তই পৃথক্ বচন কল্পিত হয়। অন্যথা অপ্রকৃত আকস্মিক বচন অসম্বদ্ধ হইয়া উঠে। যদি বল, তথাপিও ঈশ্বর হইতে ক্ষেত্রজ্ঞের পৃথক্ বচন আক- স্মিক হয়। ইহা হইতে পারে না, কারণ ক্ষেত্রজ্ঞের ঈশ্বরত্ব বিবক্ষিত হয় না, বাস্তবিক ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপে প্রতিশরীরেই সম্বদ্ধ আছেন, ইহা লৌকিকেই প্রসিদ্ধ আছে, পরন্তু শ্রুতিতে তাৎপর্য্যবশত বিবক্ষিত হয় নাই; সুতরাং তাহার আকস্মিকবচন যুক্ত হইতেছে না "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ" এই শ্রুতিতেও ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর "দ্বাসুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বর উভয়ই কথিত হই- তেছেন। যদিও পৈঙ্গ্যুপনিষৎকৃত ব্যাখ্যানে উক্ত শ্রুতিতে সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ কথিত আছে, তথাপি কোন বিরোধ নাই, তবে কিরূপে যিনি প্রাণভৃৎ, তিনি ঘটাদিচ্ছিদ্রের ন্যায় সত্ত্বাদি উপাধির অভিমানীরূপে প্রতি- শরীরেই গৃহ্যমাণ এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন হইতেছেন; সুতরাং প্রতিষেধ করা যাইতেছে। আর যিনি উপাধি ব্যতিরেকে সর্ব্ব শরীরে

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

শরীরেষূপাধিভির্ব্বিনোপলক্ষ্যতে পর এব স ভবতি। যথা ঘটাদিচ্ছিদ্রাণি ঘটাদিভিরুপাধিভির্ব্বিনোপলক্ষ্যমাণানি মহাকাশ এব ভবন্তি তদ্বৎপ্রাণভৃতঃ পরস্মাদন্যত্বানুপপত্তেঃ প্রতিষেধো নোপপদ্যতে তস্মাৎ সত্বাদ্যভিমানিন এব দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বপ্রতিষেধঃ তস্মাৎপরমেব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তদেতৎ "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" ইত্যনেনৈব সিদ্ধং তস্মৈব হি ভূতযোনিবাক্যস্য মধ্য ইদং পঠিতং "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্" ইতি প্রপঞ্চার্থস্তু পুনরুপন্যস্তম্। ৭ ॥

ইদং সমামনন্তি "ভূমা ত্বেব জিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইতি "ভূমানং ভগবো জিজ্ঞাসে" ইতি "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎপশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ কিং প্রাণো ভূমা স্যাদাহোস্বিৎ পরমাত্মেতি কুতঃ সংশয়ঃ। ভূমেতি

উপলক্ষিত হয়েন, তিনিই পরমাত্মা। যেমন ঘটগত ছিদ্রসকল ঘটাদি উপাধিব্যতিরেকেও উপলক্ষ্যমান হইয়া মহাকাশরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ যিনি প্রাণধারী, তিনি পরমাত্মা হইতে অন্য, এইরূপ অনুপপত্তিপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধও উপপন্ন হইতেছেন না। অতএব যিনি সত্বাদির অভিমানী, তাঁহারই স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তনত্ব প্রতিষেধ হয়, এই নিমিত্তই পরব্রহ্ম স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন হইতেছেন। পরন্তু "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" এই সূত্রেও ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ভূতযোনি বাক্যের মধ্যে ইহাই পঠিত আছে যে, যাহার বলে স্বর্গ ও পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনিই পরমাত্মা। ৭ ॥

শ্রুতিতে ইহাই কথিত আছে যে, "যিনি ভূমা, অর্থাৎ মহান্, তাঁহাকেই জানিবে, হে ভগবন্! আমি সেই ভূমাকে জানিতে ইচ্ছা করি।" আর "যাহাতে অন্য দর্শন করে না, অন্য শ্রবণ করে না, অন্য জানে না, তিনিই ভূমা এবং যাহাতে অন্য দর্শন করে, অন্য শ্রবণ করে ও অন্য জানে, তাহাই অল্প।" ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, প্রাণ ও

তাবদ্ বহুত্বমভিধীয়তে। "বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ" ইতি ভূমশব্দস্য ভাবপ্রত্যয়ান্ততাস্মরণাৎ। কিমাত্মকং পুনস্তদ্বহুত্বমিতি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্" ইতি সন্নিধানাৎ প্রাণো ভূমেতি প্রতিভাতি। তথা শ্রুতং "শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি প্রকরণোত্থানাৎপরমাত্মা ভূমা ইত্যপি প্রতিভাতি। তত্র কস্যোপাদানং ন্যায্যং কস্য বা হানমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎপ্রাপ্তং প্রাণো ভূমেতি কস্মাৎ। ভূয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনপরম্পরাদর্শনাৎ যথা হি "অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ" ইতি "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী" ইতি তথা "অস্তি ভগবো বাচো ভূয়ঃ" ইতি "মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" ইতি চ নামাদিভ্যো হ্যাপ্রাণাৎ ভূয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহঃ প্রবৃত্তঃ নৈবং প্রাণাৎপরং ভূয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনং দৃশ্যতে। "অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয়ঃ" ইতি "অদো বাব

পরমাত্মা ইহাদিগের মধ্যে ভূমা কে? ভূমার বহুত্ব কথিত হয়, ইহা পাণিনিসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই বহুত্ব কিরূপ? এই প্রকার বিশেষাকাঙ্ক্ষাতে প্রাণ হইতে বহুতব, এইরূপে সন্নিধানবশত "প্রাণই ভূমা, এইরূপ প্রকাশ পায়। আর যাহারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ তাহাদিগের নিকট শ্রুত আছে যে, যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি সকল শোক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। "ভগবন্! আমি শোকমগ্ন আছি, আমাকে শোক হইতে পরিত্রাণ করুন্" এই প্রকরণে পরমাত্মাই ভূমা, ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। এইক্ষণ কাহারই বা গ্রহণ এবং কাহারই বা পরিত্যাগ? এইরূপ সংশয় হইতেছে। যদি বল, প্রাণই ভূমা, তাহাও নহে, এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন ও অনেক প্রত্যুত্তর দেখা যায়। যেমন "ভগবন্! বাক্য হইতে মহত্তর আছে, সেই বাক্য নাম হইতে মহৎ, সেইরূপ বাক্য হইতে মহত্তর আছে এবং মন হইতে বাক্যই মহত্তর" ইত্যাদি শ্রুতিতে নামাদি হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত মহত্ত্ববিষয়ে অনেক প্রকার প্রশ্ন ও অনেক প্রকার প্রত্যুত্তর প্রবৃত্ত হইয়াছে। পরন্ত প্রাণ হইতে মহত্তর, এইরূপ প্রশ্ন প্রতিবচন দৃষ্ট হয় না। "অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয়ঃ" "অদো

প্রাণাদ্ভূয়ঃ” ইতি “প্রাণমেব তু নামাদিভ্য আশান্তেভ্যো ভূয়াংসং প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্” ইত্যাদিনা সপ্রপঞ্চমুক্ত্বা প্রাণদর্শিনশ্চাতিবাদিত্বং “অতিবাদ্যসি” ইতি “অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত” ইত্যভ্যনুজ্ঞায় “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি” ইতি প্রাণব্রতমতিবাদিত্বমনুকৃষ্যাপরিত্যজ্যৈব প্রাণং সত্যাদিপরম্পরয়া ভূমানং সমবতারয়ন্ “প্রাণমেব ভূমানং মন্যতে” ইতি গম্যতে। কথং পুনঃ প্রাণে ভূমেতি ব্যাখ্যায়মানে যত্র নান্যৎপশ্যতীত্যেতদ্ ভূম্নো লক্ষণপরং বচনং ব্যাখ্যেয়মিতি। উচ্যতে সুষুপ্ত্যবস্থায়াং প্রাণগ্রস্তেষু করণেষু দর্শনাদিব্যবহারনিবৃত্তিদর্শনাৎ সম্ভবতি প্রাণস্যাপি যত্র নান্যৎপশ্যতীত্যেতল্লক্ষণম্। তথা চ শ্রুতিঃ “ন শৃণোতি ন পশ্যতি” ইত্যাদিনা সর্ব্বকরণব্যাপারপ্রত্যস্তময়রূপাং সুষুপ্ত্যবস্থামুক্ত্বা “প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি” ইতি তস্যামেবাবস্থায়াং দর্শয়তি। যচ্চৈতদ্ভূম্নঃ সুখত্বং শ্রুতং

বাব প্রাণাদ্ভূয়ঃ” “প্রাণমেব তু নামাদিভ্য আশান্তেভ্যো ভূয়াংসং প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্” ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া যাহারা প্রাণদর্শী, তাহাদিগের অতিবাদিত্ব উক্ত হইয়াছে। আর “অতিবাদ্যসি” “অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত” ইত্যাদি শ্রুতি অনুজ্ঞান করিয়া “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণবাদীরা অতিবাদিত্ব পরিত্যাগ না করিয়া সত্যাদি পরম্পরায় প্রাণকেই ভূমা বলিয়া অবতারণ করিয়াছেন। অতএব প্রাণই ভূমা, এইরূপ জানা যাইতেছে। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রাণকে ভূমা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে “যত্র নান্যৎ পশ্যতি” এইরূপ ভূমার লক্ষণপরবচন কিরূপে ব্যাখ্যেয় হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, সুষুপ্তি অবস্থাতে ইন্দ্রিয়গণ প্রাণগ্রস্ত হইলে দর্শনাদি ব্যবহারের নিবৃত্তিদর্শনহেতু প্রাণেরই “যত্র নান্যৎ পশ্যতি” ইত্যাদিরূপে সুষুপ্তিকালে সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপার নিবৃত্ত হয়, এইরূপ সুষুপ্তি অবস্থা বলিয়া প্রাণই এই পুরে জাগরিত থাকে, ইত্যাদি শ্রুতিই সেই সুষুপ্তি অবস্থাতে পঞ্চবৃত্তি প্রাণের জাগরণ বলিয়া সুষুপ্তি অবস্থাই প্রাণাধান, ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" ইতি তদপ্যবিরুদ্ধম্ "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ যদেতস্মিংশ্ছরীরে সুখং ভবতি" ইতি সুষুপ্ত্যবস্থায়ামেব সুখশ্রবণাৎ। যচ্চ "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্" ইতি তদপি প্রাণস্যাবিরুদ্ধং "প্রাণো বা অমৃতম্" ইতি শ্রুতেঃ। কথং পুনঃ প্রাণং ভূমানং মন্যমানস্য "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্যোত্থানম্ উপপদ্যতে প্রাণ এবেহাত্মা বিবক্ষিত ইতি ব্রূমঃ। তথা হি "প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রাণমেব সর্ব্বাত্মানং করোতি। "যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্" ইতি চ সর্ব্বাত্মত্বারনাভিনিদর্শনাভ্যাঞ্চ সম্ভবতি বৈপুল্যাত্মিকা ভূমরূপতা প্রাণস্য। তস্মাৎপ্রাণো ভূমেত্যেবং প্রাপ্তম্। তত ইদমুচ্যতে পরমাত্মৈবেহ ভূমা ভবিতুমর্হতি ন প্রাণঃ। কস্মাৎ সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ সম্প্রসাদ ইতি সুষুপ্তং স্থানমুচ্যতে

আর "যো বৈ ভূমা তৎসুখং" এই শ্রুতিতে যে ভূমার সুখত্ব শ্রুত আছে, তাহাও অবিরুদ্ধ, যেহেতু "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ যদেতস্মিন্ শরীরে সুখং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে সুষুপ্তাবস্থাতেও সুখ শ্রবণ আছে। আর "যিনি ভূমা তিনিই অমৃত" এই শ্রুতিও প্রাণেতে অবিরুদ্ধ, যেহেতু "প্রাণই অমৃত" এইরূপ অর্থ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে কিরূপে যাহারা প্রাণকে ভূমা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের "তরতিশোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মপরিজ্ঞানেচ্ছাদ্বারা যে প্রকরণোত্থান হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতে পারে? পরন্তু প্রাণই আত্মা বলিয়া বিবক্ষিত, ইহাই বলি। যেহেতু "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণকেই সর্ব্বাত্মরূপে কীর্ত্তন করেন। আর "যেমন চক্রনাভিতে অর্গল সকল অর্পিত আছে, সেইরূপ প্রাণেই সকল সমর্পিত রহিয়াছে" এই শ্রুতিতে প্রাণের সর্ব্বাত্মত্ব ও চক্রনাভির অর্গল নিদর্শনহেতু প্রাণের ভূমরূপতা সম্ভবিতেছে। অতএব প্রাণই ভূমা, ইহাই প্রাপ্ত হইল; অতএব বলা যাইতেছে যে, পরমাত্মাই ভূমা হইতেছেন,

সম্যক্‌প্রসীদত্যস্মিন্নিতি নির্ব্বচনাৎ। বৃহদারণ্যকে চ স্বপ্নজাগরিত-স্থানাভ্যাং সহ পাঠাৎ তস্যাঞ্চ সম্প্রসাদাবস্থায়াং প্রাণো জাগর্ত্তীতি প্রাণোঽত্র সম্প্রসাদোঽভিপ্রেয়তে প্রাণাদূর্দ্ধং ভূম্ন উপদিশ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। প্রাণ এব চেদ্‌ভূমা স্যাৎ স এব তস্মাদূর্দ্ধমুপদিশ্যেতেত্যশ্লিষ্টমেতৎ স্যাৎ। ন হি নামৈব নাম্নো ভূয় ইতি নাম ঊর্দ্ধ মুপদিষ্টম্। কিং তর্হি নাম্নোঽন্য-দর্থান্তরমুপদিষ্টং বাগাখ্যং বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সীতি তথা বাগাদিভ্যোঽপ্যা-প্রাণাদর্থান্তরমেব তত্র তত্রোর্দ্ধমুপদিষ্টং তদ্বৎ প্রাণাদূর্দ্ধমুপদিশ্যমানো ভূমা প্রাণাদর্থান্তরভূতো ভবিতুমর্হতি। নন্বিহ নাস্তি প্রশ্নঃ অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্‌ভূয় ইতি। নাপি প্রতিবচনমস্তি প্রাণাদদো বাব ভূয়োঽস্তীতি। কথং প্রাণাদধিভূমোপদিশ্যতে ইত্যুচ্যতে প্রাণবিষয়মেব চাতিবাদিত্ব-মুত্তরত্রানুকৃষ্যমাণং পশ্যামঃ। "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতি-

---

প্রাণ ভূমা নহে, যেহেতু সম্প্রসাদ ও উপদেশ আছে। সম্প্রসাদশব্দে সুষুপ্ত অবস্থা কথিত হয়, যাহাতে সম্যক্‌রূপে অবসন্ন হয়, তাহাই সম্প্রসাদ এইরূপ নির্ব্বচন আছে। বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে যে, স্বপ্ন ও জাগ-রণের সহ পাঠহেতু সেই সম্প্রসাদাবস্থা, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে প্রাণ জাগ-রিত থাকে, অতএব এই স্থলে প্রাণই সম্প্রসাদশব্দে অভিপ্রেত, যেহেতু প্রাণের ঊর্দ্ধে ভূমার উপদেশ হইয়াছে। আর যদি প্রাণই ভূমা হয়, তাহাহইলে প্রাণই ভূমার ঊর্দ্ধে উপদিষ্ট হইতে পারে। আর নামও ভূমা নহে, যেহেতু নামের ঊর্দ্ধেই ভূমার উপদেশ হইয়াছে, তবে কি নামের অর্থান্তর উপদিষ্ট আছে, অর্থাৎ যাহা বাক্য, তাহাই নাম, যেহেতু বাক্যই নামহইতে বহুতর এবং বাগাদি হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত অর্থান্তর ঊর্দ্ধে উপদিষ্ট আছে। এইরূপ প্রাণ হইতে ঊর্দ্ধে উপদিশ্যমান ভূমাই প্রাণ হইতে অর্থান্তরভূত হইতেছে। যদি বল, এই স্থলে কোন প্রশ্ন নাই, প্রাণ হইতে মহত্তর আছে, প্রতিবচনও নাই এবং প্রাণ হইতে প্রধান আছে; সুতরাং প্রাণ হইতে ভূমা উপদিষ্ট হয়েন, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে, অতিবাদিত্ব যে উত্তরোত্তর অনুকৃষ্যমাণ, ইহাই দর্শন করিতেছি। এই নিমিত্ত "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি"

বদতি” ইতি তস্মান্নাস্তি প্রাণাদধ্যুপদেশ ইতি। অত্রোচ্যতে ন তাবৎ- প্রাণবিষয়স্যৈবাতিবাদিত্বস্যৈতদনুকর্ষণমিতি শক্যং বক্তুং বিশেষবাদাদ্যঃ সত্যেনাতিবদতীতি। ননু বিশেষবাদোঽপ্যয়ং প্রাণবিষয় এব ভবি- ষ্যতি কথম্। যথৈষোঽগ্নিহোত্রীয়ঃ সত্যং বদতীত্যুক্তে ন সত্যবদনে- নাগ্নিহোত্রিত্বং কেন তর্হি অগ্নিহোত্রেণৈব সত্যবদনস্ত্বগ্নিহোত্রিণো বিশেষ উচ্যতে তথৈষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীত্যুক্তে ন সত্যবদনে- নাতিবাদিত্বং কেন তর্হি প্রকৃতেন প্রাণবিজ্ঞানেনৈব সত্যবদনস্তু প্রাণ- বিদো বিশেষো বিবক্ষ্যত ইতি নেতি ব্রূমঃ শ্রুত্যর্থপরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ শ্রুত্যা হ্যত্র সত্যবদনেনাতিবাদিত্বং প্রতীয়তে যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽতিবদ- তীতি। নাত্র প্রাণবিজ্ঞানস্য সঙ্কীর্ত্তনমস্তি প্রকরণাৎ তু প্রাণবিজ্ঞানং সম্বধ্যেত। তত্র প্রকরণানুরোধেন শ্রুতিঃ পরিত্যক্তা স্যাৎ। প্রকৃতব্যা- বৃত্ত্যর্থশ্চ তুশব্দো ন সঙ্গচ্ছেত। এষ তু বা অতিবদতীতি সত্যত্বেন বিজি-

---

এই শ্রুতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব প্রাণ হইতে অধ্যুপদেশ নাই, এইরূপ ইহাই বলা যাইতে পারে। আর ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, প্রাণবিষয়ক অতি কথনেরই অনুকর্ষণ হইয়াছে। বাস্ত- বিক বিশেষবাক্য হইতেই সত্যের অনুকথন হইয়া থাকে। আর যদি বল, বিশেষবাক্যও প্রাণবিষয়কই হইবে। যেমন “অগ্নিহোত্রীয় সত্য কহে” এইরূপ বলিলে সত্যকথনদ্বারা অগ্নিহোত্রিত্ব হয় না, কিন্তু অগ্নি- হোত্রদ্বারাই অগ্নিহোত্রিত্ব হয়, পরন্তু সত্যকথন অগ্নিহোত্রীর বিশেষ গুণ- মাত্র, সেইরূপ “যিনি সত্যদ্বারা অতিবাদ করেন, ইনিই অতিবাদ করিয়া থাকেন” এইরূপ বলিলে সত্যকথনদ্বারা অতিবাদ হয় না, পরন্তু প্রকৃত প্রাণবিজ্ঞানদ্বারাই অতিবাদ হয়, বাস্তবিক সত্যকথন প্রাণ- বিজ্ঞানীর বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া বিবক্ষিত হয়, কিন্তু আমরা এইরূপ বলি না, তাহাতে শ্রুত্যর্থ পরিত্যাগ প্রসঙ্গ হয়। এই স্থলে শ্রুতিতে সত্য- কথনদ্বারাই অতিবাদ প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ যিনি সত্যরূপে অতিবাদ করেন, তিনি যথার্থ অতিবাদ কর্ত্তা। বস্তুত এই স্থলে প্রাণবিজ্ঞানের কীর্ত্তন নাই, পরন্তু প্রকরণবশতই প্রাণবিজ্ঞান সম্পন্ন হইতেছে; সুতরাং

জ্ঞাসিতব্যমিতি চ প্রযত্নান্তরকরণমর্থান্তরবিবক্ষাং সূচয়তি। তস্মাদ্‌ষথৈকবেদিপ্রশংসায়াং প্রকৃতায়ামেষ তু মহাব্রাহ্মণো যশ্চতুরো বেদানধীত ইত্যেকবেদিভ্যোঽর্থান্তরভূতশ্চতুর্ব্বেদঃ প্রশস্যতে তাদৃগেতদ্‌ দ্রষ্টব্যম্‌। ন চ প্রশ্নপ্রতিবচনরূপয়ৈবার্থান্তরবিবক্ষয়া ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তি প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবকারিতত্বাদর্থান্তরবিবক্ষায়াঃ। তত্র প্রাণান্তমনুশাসনং শ্রুত্বা তুষ্ণীং ভূতং নারদং স্বয়মেব সনৎকুমারো ব্যুৎপাদয়তি। যৎপ্রাণবিজ্ঞানেন বিকারানৃতবিষয়েণাতিবাদিত্বমনতিবাদিত্বমেব তদেষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি। তত্র সত্যমিতি পরং ব্রহ্মোচ্যতে পরমার্থরূপত্বাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা ব্যুৎপাদিতায় নারদায় "সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদামি" ইত্যেবং প্রবৃত্তায় বিজ্ঞানাদিসাধনপরম্পরয়া ভূমানমুপদিশতি। তত্র যৎপ্রাণাদধিসত্যং বক্তব্যং প্রতিজ্ঞাতং তদেবেহ ভূমেত্যুচ্যত ইতি গম্যতে।

"এষতু বা অতিবদতি" এই শ্রুতিতে প্রকৃতব্যাবৃত্ত্যর্থ তুশব্দ সঙ্গত হইতেছে না। "সত্যই জানিতে ইচ্ছা করিবে" এই স্থলে প্রযত্নান্তরপ্রকরণই অর্থান্তর বিবক্ষা প্রকাশ করিতেছে, অতএব যেমন প্রকৃত এক বেদি প্রশংসাতে যিনি বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই মহা ব্রাহ্মণ। এই স্থলে যেরূপে এক বেদী হইতেই অর্থান্তরভূত চতুর্ব্বেদের প্রশংসা হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য। কিন্তু প্রশ্নপ্রত্যুত্তররূপ বৈয়র্থ্যান্তর বিবক্ষা হইবে, এমন নিয়ম নাই, যেহেতু অর্থান্তরবিবক্ষার প্রকৃতসম্বন্ধের অসম্ভবকারিত্ব আছে। নারদ প্রাণান্ত অনুশাসন শ্রবণ করিয়া মৌনীভাব অবলম্বন করিলে সনৎকুমার স্বয়ং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রাণবিজ্ঞানদ্বারাই বিকারের অনৃত বিশেষণে অতিবাদিত্ব ও অনতিবাদিত্ব হয়, ইহাতেই "তদেষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" এই শ্রুতির অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে সত্যশব্দে পরব্রহ্মই অভিপ্রেত, যেহেতু পরব্রহ্মই পরমার্থস্বরূপ এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে সত্যশব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এইরূপে নারদকে প্রবোধিত করিয়া ভগবন্‌! আমি সত্যস্বরূপ বলিতেছি, এইরূপে প্রবৃত্ত নারদকে বিজ্ঞানাদি সাধন-

তস্মাদস্তি প্রাণাদধিভূম্ন উপদেশ ইত্যতঃ প্রাণাদন্যঃ পরমাত্মা ভূমা ভবিতু-মর্হতি। এবঞ্চেহাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্যোত্থানমুপপন্নং ভবিষ্যতি। প্রাণ এবেহাত্মা বিবক্ষিত ইত্যেতদপি নোপপদ্যতে। ন হি প্রাণস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যাত্মত্বমস্তি। ন চান্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাচ্ছোকবিনিবৃত্তিরস্তি "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি চোপক্রম্যোপসংহরতি "তস্মৈ মৃদিত-কষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" ইতি। তম ইতি শোকাদিকারণমবিদ্যোচ্যতে। প্রাণান্তে চানুশাসনেন প্রাণস্যান্যায়ত্ততো-চ্যতে। আত্মতঃ প্রাণ ইতি চ ব্রাহ্মণম্ প্রকরণান্তে চ পরমাত্মবিবক্ষা ভবিষ্যতি ভূমাত্র প্রাণ এবেতি চেন্ন। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" ইত্যাদিনা ভূম্ন এবাপ্রকরণসমাপ্তেরনুকর্ষাৎ। বৈপুল্যা-ত্মিকা চ ভূমরূপতা সর্ব্বকারণত্বাৎ পরমাত্মনঃ সুতরামুপপদ্যতে ॥ ৮ ॥

পরম্পরাদ্বারা ভূমার বিষয় উপদেশ করিলেন। যাহা প্রাণ হইতেও সত্য বলিয়া বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞাত, তাহাকে ভূমা বলা যায়। অতএব প্রাণ হইতে অধিকরূপেই ভূমার উপদেশ হয়; সুতরাং যিনি ভূমা, তিনি প্রাণ হইতে পৃথক্ হইতেছেন। এই স্থলে এইরূপেই আত্মবিজ্ঞানেচ্ছা-দ্বারা প্রকরণোত্থান উপপন্ন হইবে এবং প্রাণই আত্মা বলিয়া বিবক্ষিত হয়, ইহা অনুপপন্ন হইল। যেহেতু মুখ্যবৃত্তিদ্বারা প্রাণের আত্মত্ব নাই এবং পরমাত্মজ্ঞান-ব্যতিরেকে কখনও শোকনিবৃত্তি হয় না। যেহেতু আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য পন্থা নাই, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। আর "ভগবান আমাকে শোকসাগরের পারে ত্রাণ করুন" এই উপক্রমে উপ-সংহার করিয়াছেন যে, ভগবান্ সনৎকুমার সেই সংসারবিরাগীকেই অজ্ঞানের পার প্রদর্শন করিলেন। প্রাণান্ত অনুশাসনদ্বারাই প্রাণের অন্যায়ত্ব কথিত হয়, আত্মা হইতেই প্রাণ হয়, ইহাই শ্রুতিতে উক্ত আছে। যদি বলি, প্রকরণান্তে পরমাত্মবিবক্ষা হইবে, কিন্তু প্রাণই ভূমা, তাহা নহে, "সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহার উত্তরে তিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন" ইত্যাদিরূপে ভূমারই প্রকরণ-সমাপ্তির অনু-

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

অপি চ যে ভূম্নি শ্রূয়ন্তে ধর্ম্মাস্তে পরমাত্মন্যুপপদ্যন্তে। যত্র নান্যৎ-পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেতি দর্শনাদিব্যবহারাভাবং ভূমন্যবগময়তি পরমাত্মনি চায়ং দর্শনাদিব্যবহারাভাবোঽবগতঃ যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যোঽপ্যসৌ সুষুপ্ত্য-বস্থায়াং দর্শনাদিব্যবহারাভাব উক্তঃ সোঽপ্যাত্মন এবাসঙ্গত্ববিবক্ষয়া উক্তো ন প্রাণস্বভাববিবক্ষয়া পরমাত্মপ্রকরণাৎ। যদপি তস্যামবস্থায়াং সুখমুক্তং তদপ্যাত্মন এব সুখরূপত্ববিবক্ষয়োক্তম্। যত আহ এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি। ইহাপি যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখমিতি সাময়সুখনিরাকর-ণেন ব্রহ্মৈব সুখং ভূমানং দর্শয়তি "যো বৈ ভূমা তদমৃতমিতি।" অমৃতত্ব-

---

কর্ষ আছে। বাস্তবিক ভূমতা বিপুলরূপ, যেহেতু এই ভূমাই সর্ব্বকারণ; সুতরাং প্রাণ যে স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন নহে, ইহা উপপন্ন হইল। ৮ ॥

আর দেখ,—ভূমাতে যে সকল ধর্ম্ম শ্রুত হয়, পরমাত্মাতেও সেই সকল ধর্ম্ম উপপন্ন আছে। যাহাতে অন্য দর্শন করে না, অন্য শ্রবণ করে না এবং অন্য জানে না, তিনিই ভূমা, ইত্যাদিরূপে দর্শনাদিব্যবহারাভাব ভূমাতে জানা যাইতেছে, পরমাত্মাতেও এইরূপ দর্শনাদিব্যবহারাভাব অবগত আছে। যেহেতু "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" এই শ্রুতিই উক্তার্থের প্রতিপাদক। আর যে সুষুপ্তি অবস্থাতে দর্শনাদি-ব্যবহারাভাব উক্ত আছে, তাহাও আত্মার অসঙ্গভাবস্থাতেই উক্ত হই-য়াছে, পরমাত্মপ্রকরণহেতু প্রাণ স্বভাব বিবক্ষায় উক্ত হয় নাই। আর সেই অবস্থাতে যে সুখ উক্ত আছে, তাহাও আত্মারই সুখস্বরূপত্ববিব-ক্ষায় কথিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আরও লিখিত আছে যে, পরমাত্মারই আনন্দ এবং এই আনন্দেই অন্যান্য ভূতসকল উপজীবিত আছে, আর এই যে ভূমা, তিনিই সুখস্বরূপ এবং ভূমাতেই সুখ আছে, অল্পেতে সুখ নাই, ইত্যাদিরূপে সাময়িক সুখনিরাকরণে ব্রহ্মই সুখস্বরূপ এবং তিনিই

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

মপীহ শ্রূয়মাণং পরমকারণং গময়তি বিকারাণামমৃতত্বস্য সাপেক্ষিকত্বাৎ অতোঽন্যদার্ত্তমিতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চ সত্যত্ব স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মত্বমিতি চৈতে ধর্ম্মাঃ শ্রূয়মাণাঃ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্তে নান্যত্র তস্মাৎ ভূমা পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ৯ ॥

কস্মিন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ কিমক্ষরশব্দেন বর্ণং উচ্যতে কিং বা পর এবেশ্বর ইতি। তত্রাক্ষরসমাম্নায় ইত্যাদাবক্ষরশব্দস্য বর্ণে প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রসিদ্ধিব্যতিক্রমস্য চাযুক্তত্বাৎ ওঁকার এবেদং সর্ব্বমিত্যাদৌ চ শ্রুত্যন্তরে বর্ণস্যাপ্যুপাস্যত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বাবধারণাৎ বর্ণ এবাক্ষরশব্দ ইতি এবং প্রাপ্তে উচ্যতে। পর এবাত্মাক্ষরশব্দবাচ্যঃ কস্মা-

---

ভূমা, ইহাই জানা যাইতেছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত। এই স্থলে অমৃতত্ব যে শ্রুত হইতেছে, তাহাই পরম কারণ। যেহেতু বিকার সকলের অমৃতত্বই সাপেক্ষিত, অন্য সকলই নশ্বর, ইহাই শ্রুত্যন্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং সত্যত্ব স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব, সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বাত্মত্ব এই সকল ধর্ম্ম যে শ্রুত আছে, তাহাও পরমাত্মাতেই উপপন্ন আছে, অন্যত্র কাহারও উক্ত ধর্ম্মসকল নাই। অতএব যিনি ভূমা, তিনিই পরমাত্মা, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৯।

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, কাহাতে আকাশ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান আছে? ইহার উত্তরে কথিত আছে, সেই অক্ষরেই আকাশ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেই অক্ষর অস্থূল ও অহ্রস্ব। এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, উক্ত অক্ষরশব্দে বর্ণ কিম্বা পরব্রহ্ম কথিত হয়? যেহেতু অক্ষর সমাম্নায়ে অক্ষরশব্দ বর্ণেতে প্রসিদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধিব্যতিরিক্ত শব্দ কখনও প্রযুক্ত হয় না। "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতিতেও বর্ণই উপাস্যরূপে সর্ব্বাত্মক বলিয়া অবধারিত আছে। অতএব অক্ষরশব্দে বর্ণই অভিহিত হইতেছে। এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, পরমাত্মাই

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

ম্বরান্তধৃতেঃ পৃথিব্যাদেরাকাশান্তস্য বিকারজাতস্য ধারণাৎ। তত্র হি পৃথিব্যাদেঃ সমস্তস্য বিকারজাতস্য কালত্রয়বিভক্তস্যাকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেত্যাকাশে প্রতিষ্ঠিতত্বমুক্ত্বা কস্মিন্ খল্বাকাশ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চেত্যনেন প্রশ্নেনেদমক্ষরমবতারিতং তথা চোপসংহৃতমেতস্মিন্ন খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি। ন চেয়মম্বরান্তধৃতির্ব্রহ্মণোঽন্যত্র সম্ভবতি। যদপ্যোঙ্কার এবেদং সর্ব্বমিতি তদপি ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বাৎ স্তুত্যর্থং দ্রষ্টব্যম্। তস্মান্ন ক্ষরত্যশ্নুতে চেতি নিত্যত্বব্যাপিত্বাভ্যামক্ষরং পরমেব ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

স্যাদেতৎ কার্য্যস্য চেৎ কারণাধীনত্বং অম্বরান্তধৃতিরভ্যুপগম্যতে প্রধানকারণবাদিনোঽপীয়মুপপদ্যতে কথং অম্বরান্তধৃতেব্র্রহ্মপ্রতিপত্তি-

---

অক্ষরশব্দবাচ্য, যেহেতু পরমাত্মাই পৃথিব্যাদি আকাশান্ত বিকারজাত সমুদায় ধারণ করিয়াছেন। তাহাতেও কালত্রয়বিভক্ত পৃথিব্যাদি সমস্ত বিকারজাত পদার্থ আকাশেই প্রতিষ্ঠিত আছে, এই পর্য্যন্ত বলিয়া "কস্মিন্ খলু আকাশ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইত্যন্ত প্রশ্নে এই অক্ষরশব্দ অবধারিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত প্রশ্নের উপসংহারেই "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ" এইরূপে অক্ষরশব্দ উক্ত হইয়াছে। পরন্তু পরব্রহ্মব্যতিরেকে কেহ পৃথিবী ও আকাশ এই সকল ধারণ করিতে পারে না; সুতরাং অক্ষরশব্দে পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। "ওঙ্কার এব ইদং সর্ব্বং" এই শ্রুতিতে যে ওঙ্কারই সর্ব্বময় বলিয়া উক্ত আছে, তাহাও ওঙ্কার ব্রহ্মপরিজ্ঞানের সাধন বলিয়া স্তুত্যর্থ জানিবে, অতএব নিত্যত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু পরব্রহ্মই অক্ষরশব্দে অভিহিত হইতেছেন। ১০ ॥

আকাশাদি ধারণপ্রযুক্ত পরমাত্মাই অক্ষরশব্দ প্রতিপাদ্য হইলেও যদি কার্য্য কারণাধীন হয়, তাহাহইলেই আকাশাদি ধারণ স্বীকৃত হইতে পারে এবং প্রধান কারণবাদীর মতেও ইহা উপপন্ন হয়, কিন্তু আকা-

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

রিতি অত উত্তরং পঠতি। সা চাম্বরান্তধৃতিঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম কস্মাৎ প্রশাসনাৎ। প্রশাসনং হীহ শ্রূয়তে এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদি। প্রশাসনঞ্চ পারমেশ্বরং কর্ম্ম নাচেতনস্য প্রশাসনং সম্ভবতি। ন হ্যচেতনানাং ঘটাদিকারণানাং মৃদাদীনাং ঘটাদিবিষয়ং প্রশাসনমস্তি ॥ ১১ ॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ কারণাৎ ব্রহ্মৈবাক্ষরশব্দবাচ্যং তস্যৈবাম্বরান্তধৃতিঃ কর্ম্ম নান্যস্য কস্যচিৎ। কিমিদমন্যভাবব্যাবৃত্তেরিতি অন্যস্য ভাবোঽন্যভাবস্তস্মাদ্ব্যাবৃত্তিরন্যভাবব্যাবৃত্তিরিতি। এতদুক্তং ভবতি যদন্যদ্ব্রহ্মণোঽক্ষরশব্দবাচ্যমিহাশঙ্ক্যতে তদ্ভাবাদিদমম্বরান্তবিধরণমক্ষরং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতিঃ "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃিতি।" তত্রাদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্যাপি সম্ভবতি দ্রষ্টৃ-

---

শাদিধারণ কিরূপে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পৃথিব্যাদি আকাশান্ত পদার্থধারণ পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, যেহেতু তাহারই শাসনে জগৎ চলিতেছে। এই শাসন পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, অচেতনের শাসন সম্ভব নাই, যেহেতু অচেতন ঘটাদির কারণস্বরূপ মৃত্তিকাদি ঘটাদিবিষয়ক প্রশাসন আছে। ১১ ।

অন্য ভাবব্যাবৃত্তিহেতু ব্রহ্মই অক্ষরশব্দবাচ্য এবং তাঁহারই পৃথিব্যাদি আকাশান্ত ধারণ কর্ম্ম, অর্থাৎ পরমেশ্বরই পৃথিব্যাদি ধারণ করেন, অন্য কেহ তাহা ধারণ করিতে পারে না। ব্রহ্মের অন্য যে অক্ষরশব্দবাচ্য আশঙ্কা হয়, তদ্ভাবহেতু আকাশাদিধারীকে ব্যাবৃত্তি করিতেছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে; তাহাকে কেহ দর্শন করিতে পারে না, তিনি সকল দর্শন করেন, তাঁহাকে কেহ শ্রবণ করিতে পারে না, তিনি সকল শ্রবণ করেন, তাঁহাকে কেহ মনন করিতে পারে না, তিনি সকল মনন করেন এবং তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তিনি সকল জানেন। অতএব অদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশ প্রধানের সম্ভব আছে, কিন্তু প্রকৃতির অচেতনত্বপ্রযুক্ত তাহার দর্শনকর্ত্তৃত্বব্যপদেশ সম্ভব নাই। শ্রুতিতে আর লিখিত

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

ত্বাদিব্যপদেশস্তু ন তস্য সম্ভবত্যচেতনত্বাৎ তথা নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রিত্যাত্মভেদপ্রতিষেধাৎ ন শারীরস্যাপ্যুপাধিমতোঽক্ষরশব্দবাচ্যত্বম্ অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমন ইত্যুপাধিমত্তাপ্রতিষেধাৎ। ন হি নিরুপাধিকঃ শারীরো নাম ভবতি। তস্মাৎপরমেব ব্রহ্মাক্ষরমিতি নিশ্চয়ঃ। ১২।

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতীতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে। যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীতেতি। কিমস্মিন্ বাক্যে পরং ব্রহ্মাভিধ্যাতব্যমুপদিশ্যতে আহোস্বিদপরমিত্যেতেনৈবায়তনেন পরমপরঞ্চৈকতরমন্বেতীতি প্রকৃতত্বাৎ সংশয়ঃ। তত্রাপরমিদং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তং কস্মাৎ স তেজসি সূর্য্যে তাবৎ সম্পন্নঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকমিতি চ তদ্বিদো দেশপরিচ্ছিন্নস্য ফলস্যোচ্যমানত্বাৎ। ন হি পর-

---

আছে যে, পরব্রহ্ম হইতে দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মননকর্ত্তা নাই এবং বিজ্ঞাতা নাই, এইরূপে আত্মভেদ প্রতিষেধহেতু উপাধিবিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞানাত্মা অক্ষরশব্দ বাচ্য নহে। পরমাত্মা অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র এবং অবাক্য ও অমনা, ইত্যাদিরূপে তাঁহার উপাধি প্রতিষেধ আছে। যিনি নিরুপাধি, তিনি শারীর নহেন; অতএব পরমাত্মাই অক্ষরশব্দ বাচ্য। ১২।

হে সত্যকাম! এই যে ওঙ্কার, ইহাই পরাৎপর ব্রহ্ম। এই অধিকারে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ত্রিমাত্র ওম্ এই অক্ষরদ্বারা পরমপুরুষকে ধ্যান করিবে। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত শ্রুতিতে কি পরংব্রহ্মই ধ্যাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, অথবা অপর ব্রহ্মই ধ্যেয়রূপে প্রতিপাদিত হইতেছেন? এই সংশয় হইতেছে। যদি বলি, অপর ব্রহ্মই ধ্যাতব্য, যেহেতু সেই অপর ব্রহ্মই তেজোময় সূর্য্যেতে সম্পন্ন আছেন। আর তিনি সামগানদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ইত্যাদি বাক্যে অপর ব্রহ্মবিজ্ঞানীর দেশপরিচ্ছিন্ন ফলের কথন আছে; সুতরাং পরব্রহ্মবিজ্ঞানী

ব্রহ্মবিদ্দেশপরিচ্ছিন্নং ফলমশ্নুবীতেতি যুক্তং সর্ব্বগতত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ। নন্বপরব্রহ্মপরিগ্রহে পরং পুরুষমিতি বিশেষণং নোপপদ্যতে নৈষ দোষঃ পিণ্ডাপেক্ষয়া প্রাণস্য পরত্বোপপত্তেঃ ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্মেহাভিধ্যাতব্যমুপদিশ্যতে কস্মাৎ ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ। ঈক্ষতির্দর্শনং দর্শনব্যাপ্যমীক্ষতিকর্ম্ম ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেনাস্যাভিধ্যাতব্যস্য পুরুষস্য বাক্যশেষে ব্যপদেশো ভবতি স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরুষং পুরিশয়ম্ ঈক্ষত ইতি। অত্রাভিধ্যায়তের্যথাভূতমপি বস্তু কর্ম্ম ভবতি মনোরথকল্পিতস্যাপি অভিধ্যায়তিকর্ম্মত্বাৎ। ঈক্ষতেস্তু তথাভূতমেব বস্তু লোকে কর্ম্ম দৃষ্টমিত্যতঃ পরমাত্মৈবায়ং সম্যগ্দর্শনবিষয়ভূত ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেন ব্যপদিষ্ট গম্যতে। স এব চেহ পরপুরুষশব্দাভ্যামভিধ্যাতব্যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। নন্বভিধ্যানে পরপুরুষ উক্ত ঈক্ষণে তু পরাৎপরঃ কথমিতর ইতরত্র প্রত্যভিজ্ঞায়তে ইতি অত্রোচ্যতে। পরপুরুষশব্দৌ তাবদুভয়ত্র সাধারণৌ ন চাত্র জীবঘনশব্দেন প্রকৃতোঽভিধ্যাতব্যঃ পরপুরুষঃ পরা-

---

দেশপরিচ্ছিন্ন ফলভোগ করে, ইহা যুক্ত নহে ; যেহেতু পরব্রহ্ম সর্ব্বগত, তাঁহার কোন বিশেষ দেশ-সম্পর্ক নাই। যদি বল, অপর ব্রহ্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার "পরমপুরুষ" এই বিশেষণ উপপন্ন হয় না, তাহা নহে; যেহেতু দেহ অপেক্ষা প্রাণের পরত্বোপপত্তি আছে। এইরূপ অবস্থাতে বক্তব্য এই যে, এই স্থলে পরব্রহ্মই ধ্যাতব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন, যেহেতু পরব্রহ্মেই দর্শনকর্ম্মব্যপদেশ আছে। "স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরুষং পুরিশয়ং ঈক্ষত" এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মের দর্শন উক্ত আছে। মনোরথকল্পিত পদার্থই অভিধ্যানের কর্ম্ম, লোকে ঐরূপ বস্তুই দর্শনক্রিয়ার কর্ম্ম, ইহা দৃষ্ট আছে। অতএব পরমাত্মাই সম্যক্দর্শনের বিষয়ীভূত এবং তিনিই দর্শনক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট হয়, পরন্তু সেই পরমপুরুষেরই ধ্যান করিবে, ইহাই জানা যায়। যদি বল, ধ্যানবিষয়ে পরমপুরুষ উক্ত আছে এবং দর্শনবিষয়ে পরাৎপর উভয়ই উক্ত আছে। তবে কিরূপে অন্য বিষয়ে অন্যের প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে ? ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরশব্দ ও পুরুষশব্দ উভয়ই উভয় সাধারণ, এইস্থলে জীবঘন-

মৃশুতে যেন তস্মাৎ পরাৎপরোঽয়মীক্ষিতব্যঃ পুরুষোঽন্যঃ স্যাৎ। কস্তর্হি জীবঘন ইত্যুচ্যতে ঘনা মূর্ত্তির্জীবলক্ষণো ঘনো জীবঘনঃ সৈন্ধবখিল্যবৎ যঃ পরমাত্মনো জীবরূপঃ খিল্যভাব উপাধিকৃতঃ পরশ্চ বিষয়েন্দ্রিয়েভ্যঃ সোঽত্র জীবঘন ইতি। অপর আহ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকমিতি অতীতানন্তরবাক্যনির্দ্দিষ্টো যো ব্রহ্মলোকঃ পরশ্চ লোকান্তরেভ্যঃ সোঽত্র জীবঘন ইত্যুচ্যতে। জীবানাং হি সর্ব্বেষাং করণপরিবৃতানাং সর্ব্বকরণাত্মনি হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মলোকনিবাসিনি সঙ্ঘাতোপপত্তের্ভবতি ব্রহ্মলোকো জীবঘনঃ তস্মাৎ পরো যঃ পরমাত্মেক্ষণকর্ম্মভূতঃ স এবাভিধ্যানেঽপি কর্ম্মভূত ইতি গম্যতে। পরং পুরুষমিতি চ বিশেষণং পরমাত্মপরিগ্রহ এবাবকল্পতে। পরো হি পুরুষঃ পরমাত্মৈব ভবতি যস্মাৎপরং কিঞ্চিদন্যন্নাস্তি পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার ইতি চ বিভজ্যানন্তরমোঙ্কারেণ পরং পুরুষমভিধ্যাতব্যং ব্রুবন্ পরমেব ব্রহ্ম পরং পুরুষং গময়তি। যথা পাদোদরস্ত্বচা

শব্দে ধ্যাতব্য পরপুরুষের পরামর্শ হয় না, যাহাতে পরাৎপর দ্রষ্টব্য পুরুষ অন্য হইতে পারে। এইরূপ হইলে জীবঘন কাহাকে বলা যায়? ঘনশব্দে মূর্ত্তি এবং জীব বুঝায়, যাহা পরমাত্মার জীবরূপ উপাধিকৃত এবং বিষয়েন্দ্রিয় হইতে পর, তাহাই জীবঘন। অপর কেহ বলেন, "স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং" এই শ্রুতিতে অতীত ও অনন্তর বাক্য নির্দ্দিষ্ট যে ব্রহ্মলোক এবং লোকান্তরের পরবর্ত্তী, তাহাকে জীবঘন বলা যায়। আর করণপরিবৃত সকল জীবের সর্ব্বকারণাত্মা ব্রহ্মলোকনিবাসী হিরণ্যগর্ভে সঙ্ঘাতোপপত্তিহেতু ব্রহ্মলোকই জীবঘন। অতএব যিনি পরমাত্মা, তিনিই দর্শনের কর্ম্ম এবং ধ্যানেও তাঁহাকেই কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। "পরং পুরুষং" এই বিশেষণও পরমাত্মপরিগ্রহেই কল্পিত হইয়া থাকে। যিনি পরমপুরুষ, তিনিই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। যাহা হইতে পরম বস্তু আর কিছুই নাই এবং তাহা হইতে পরমপুরুষও আর কেহ নাই। শ্রুত্যন্তরেও ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব জানা যাইতেছে যে, পরাৎপর ব্রহ্মই ওঙ্কার, এই ওঙ্কারদ্বারাই পরমপুরুষের ধ্যান

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

বিনির্ম্মুচ্যতে এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুচ্যত ইতি পাপ্মবিনির্ম্মোক-ফলবচনং পরমাত্মানমিহাভিধ্যাতব্যং সূচয়তি। অথ যদুক্তং পরমাত্মাভি-ধ্যায়িনো ন দেশপরিচ্ছিন্নং ফলং যুজ্যত ইতি অত্রোচ্যতে। ত্রিমাত্রে-ণোঙ্কারেণালম্বনেন পরমাত্মানমভিধ্যায়তঃ ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ক্রমেণ চ সম্যগ্‌দর্শনোৎপত্তিরিতি ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়মেতদ্ভবিষ্যতীত্যদোষঃ ॥ ১৩॥

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরা-কাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যাদি বাক্যং সমাম্নায়তে। তত্র যোঽয়ং দহরে হৃদয়পুণ্ডরীকে দহর আকাশঃ শ্রুতঃ স কিম্ভূতাকাশোঽথ বিজ্ঞানাত্মাথবা পরমাত্মেতি সংশয্যতে। কুতঃ সংশয়ঃ আকাশব্রহ্মপুরশব্দাভ্যাম্। আকাশশব্দো হ্যয়ং ভূতাকাশে পরস্মিংশ্চ ব্রহ্মণি প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। তত্র কিম্ভূতাকাশ এব দহরঃ স্যাৎ কিং বা পর ইতি সংশয়ঃ। তথা ব্রহ্মপুরমিতি কিং জীবোঽত্র ব্রহ্মনামা তস্যেদং

করিবে, এইরূপ বলিয়া পরমপুরুষকে জানিতে হয়। যেমন পাদোদর চর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত, সেইরূপ এই ধ্যানদ্বারা পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে। অতএব পাপবিমোচনের নিমিত্তই পরমাত্মার ধ্যান করিবে। আর যে উক্ত হইয়াছে, পরমাত্মধ্যায়ীদিগের দেশপরিচ্ছিন্ন ফলভোগ হয় না, ইহাতে বক্তব্য এই যে, ত্রিমাত্র ওঙ্কার অবলম্বন করিয়া যাহারা পরমাত্মাকে ধ্যান করে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই তাহাদিগের ফল। ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিক্রমেই সম্যক্ দর্শনোৎপত্তি হয় ॥ ১৩ ॥

এই ব্রহ্মপুরে যে হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ বেশ্ম আছে, তাহাতেই ব্রহ্মানু-সন্ধান করিবে, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে। এই স্থলে হৃদয়মধ্যে যে আকাশ শ্রুত আছে, তাহা কিরূপ? উহা কি বিজ্ঞানাত্মা? অথবা পর-মাত্মা? এইরূপ সংশয় হইতেছে।—আকাশ ও ব্রহ্মপুরশব্দই সংশয়ের কারণ। যেহেতু আকাশ শব্দকে ভূতাকাশ ও ব্রহ্মেতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়; অতএব দহরশব্দে কি ভূতাকাশ কিম্বা পরমাত্মা, এই প্রকার

পুরং শরীরং ব্রহ্মপুরমথ বা পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ পুরং ব্রহ্মপুরমিতি। তত্র জীবস্য পরস্য বান্যতরস্য পুরস্বামিনো দহরাকাশত্বে সংশয়ঃ। তত্রাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাদ্ভূতাকাশ এব দহর ইতি প্রাপ্তং তস্য চ দহরায়তনাপেক্ষয়া দহরত্বং যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইতি চ বাহ্যাভ্যন্তরভাবকৃতভেদস্যোপমানোপমেয়ভাবো দ্যাবাপৃথিব্যাদি চ তস্মিন্নন্তঃসমাহিতমবকাশাত্মনাকাশস্যৈকত্বাৎ। অথ বা জীবো দহর ইতি প্রাপ্তং ব্রহ্মপুরশব্দাৎ জীবস্য হীদং পুরং সচ্ছরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে। তস্য স্বকর্ম্মণোপার্জ্জিতত্বাৎ। ভক্ত্যা চ তস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বম্ ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরেণ স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধোঽস্তি। তত্র পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশেঽবস্থানং দৃষ্টং যথা রাজ্ঞঃ মন উপাধিকশ্চ জীবো মনশ্চ প্রায়েণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতমিত্যতো জীবস্যৈবেদং হৃদয়ান্তরবস্থানং স্যাৎ। দহরত্ব

সংশয় হয়, এইরূপ ব্রহ্মপুর শব্দে কি জীবাখ্য ব্রহ্মপুর, অর্থাৎ শরীর অথবা যাহা পরব্রহ্মের পুর, তাহাই ব্রহ্মপুরশব্দের অর্থ? এই স্থলে জীব ও পরব্রহ্ম অথবা জীব ও ব্রহ্ম, ইহাদিগের অন্যতর পুরস্বামীর হৃদয়াকাশত্বে সংশয় হইতেছে। এইক্ষণ যদি বলি, আকাশশব্দ ভূতাকাশেই রূঢ়; অতএব উক্ত স্থলেও আকাশশব্দে ভূতাকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হৃদয়ায়তনাপেক্ষায় ভূতাকাশের হৃদয়াকাশত্ব আছে। পরন্তু এই ভূতাকাশ যেরূপ, অন্তর্হৃদয়াকাশও সেইরূপ, ইত্যাদি প্রকারে বাহ্য ও অভ্যন্তরকৃত ভেদে উপমানোপমেয়ভাব এবং স্বর্গ পৃথিব্যাদিও সেই আকাশের অন্তর্নিবিষ্ট আছে; অতএব উভয়ের ঐক্য দেখা যায়। অথবা "ব্রহ্মপুর" এই শব্দে জীব হইতে পারে, যেহেতু জীবের এই শরীরপুরকেই ব্রহ্মপুর বলা যায়। এই শরীর জীবের স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত, অর্থাৎ জীব স্বকর্ম্মভোগের নিমিত্ত শরীর পাইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বকই জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করে, বাস্তবিক শরীরের সহিত ব্রহ্মের স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ নাই। যেমন রাজা রাজ্যের এক দেশে বাস করে, সেইরূপ জীবও ব্রহ্মপুরের এক দেশে বাস করে। জীব মন উপাধিক এবং সেই মনও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব মনেরই হৃদয়ান্তরাবস্থান হয়। জীবে চক্রের অর্গলোপমা আছে;

মপি তস্যৈবারাগ্রোপমিতত্বাদবকল্পতে। আকাশোপমিতত্বাদি চ ব্রহ্মা-ভেদবিবক্ষয়া ভবিষ্যতি। ন চাত্র দহরস্যান্বেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রূয়তে তস্মিন্ যদন্তরিতি পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিতি অত উত্তরং ব্রূমঃ। পরমেশ্বর এব দহরাকাশো ভবিতুমর্হতি ন ভূতাকাশো জীবো বা। কস্মাদুত্তরেভ্যো বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্যঃ। তথা হি দ্রষ্টব্যতয়া বিহিতস্য দহরাকাশস্য তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরিত্যুপক্রম্য কিং তদত্র বিদ্যতে। যদ-ন্বেষ্টব্যং যদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যেবমাক্ষেপপূর্ব্বকং প্রতিসমাধানবচনং ভবতি স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইত্যাদি। তত্র পুণ্ডরীকদহর-ত্বেন প্রাপ্তদহরত্বস্যাকাশস্য প্রসিদ্ধাকাশোপম্যেন দহরত্বং নিবর্ত্তয়ন্ ভূতা-কাশত্বং দহরস্যাকাশস্য নিবর্ত্তয়তীতি গম্যতে। যদ্যপ্যাকাশশব্দো ভূতা-কাশে রূঢ়স্তথাপি তেনৈব তস্যোপমা নোপপদ্যত ইতি ভূতাকাশশঙ্কা নিবর্ত্তিতা ভবতি। নম্বেকস্যাপ্যাকাশস্য বাহ্যাভ্যন্তরত্বকল্পিতেন ভেদে-

---

অতএব তাহার হৃদয়াকাশত্ব কল্পিত হয় এবং ব্রহ্মভেদবিবক্ষায় তাহার আকাশোপমিতত্ব হইতেছে। হৃদয়ের অন্বেষণ ও জ্ঞানেচ্ছা শ্রুত হয় না, তাহার যে অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব, তাহাও পরবিশেষণস্বরূপে গ্রহণ করা যায়। এই-রূপ অবস্থায় উত্তর কহিতেছেন।—বাস্তবিক উক্ত শ্রুতিতে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, ভূতাকাশ বা জীব উক্ত শ্রুতির আকাশ শব্দবাচ্য নহে। বাক্য শেষগতহেতুতে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ শব্দের প্রতিপাদ্য। "হৃদয়াকাশ যদি দ্রষ্টব্যরূপে বিহিত হয়" এই উপক্রমে তবে কি অবশিষ্ট রহিল? কিম্বা কাহার অন্বেষণ করা যায়? এইরূপ আক্ষেপপূর্ব্বক সমাধান বচন এই যে, এই আকাশ যেরূপ, হৃদয়াকাশও সেইরূপ, ভূতাকাশ ও হৃদয়াকাশ উভয়ই পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। পুণ্ডরীকাকাশরূপে প্রাপ্ত হৃদয়াকাশেতে প্রসিদ্ধ আকাশের উপমা আছে; অতএব হৃদয়াকাশের ভূতাকাশত্ব নিবৃত্ত হইতেছে, ইহাই জানা যায়। আর যদিও আকাশশব্দে ভূতাকাশ প্রসিদ্ধ হউক, তথাপি ভূতাকাশরূপে তাহার উপমা উপপন্ন হয় না, এই নিমিত্তই হৃদয়াকাশের

নোপমানোপমেয়ভাবঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্ নৈবং সম্ভবতি। অগতিকা হীয়ং গতির্যৎ কাল্পনিকভেদাশ্রয়ণম্। অপি চ কল্পয়িত্বা ভেদমুপমানোপমেয়ভাবং বর্ণয়তঃ পরিচ্ছিন্নত্বাদভ্যন্তরাকাশস্য ন বাহ্যাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে। নন্বু পরমেশ্বরস্যাপি জ্যায়ানাকাশাদিতি শ্রুত্যন্তরান্নৈবাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে নৈষ দোষঃ পুণ্ডরীকবেষ্টনপ্রাপ্তদহরত্বনিবৃত্তিপরত্বাদ্বাক্যস্য ন তাবত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বম্। উভয়প্রতিপাদনেঽপি বাক্যং ভিদ্যতে। ন চ কল্পিতভেদে পুণ্ডরীকবেষ্টিতে আকাশৈকদেশে দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাধানমুপপদ্যতে। এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি চাত্মাপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ গুণা ন ভূতাকাশে সম্ভবন্তি। যদ্যপ্যাত্মশব্দো জীবে সম্ভবতি তথাপীতরেভ্যঃ কারণেভ্যো জীবাশঙ্কাপি নিবর্ত্তিতা ভবতি। ন হ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নস্যারাগ্রোপমিতস্য পুণ্ডরীকবেষ্টনকৃতং দহরত্বং শক্যং

ভূতাকাশত্ব শঙ্কা নিবৃত্ত হইল। কিন্তু এক আকাশের বাহ্য ও অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব কল্পনা করিলে ভেদবশতঃ উপমানোপমেয়ভাব সম্ভবে না। ইহা উক্ত আছে, বাস্তবিক অসম্ভবই বটে, এই যে কাল্পনিক ভেদাশ্রয়ণ, তাহার কোন কারণ নাই, আর কল্পনা করিয়া বিভিন্নরূপে উপমানোপমেয়ভাব বর্ণনকরত পরিচ্ছিন্নত্বহেতু অভ্যন্তরাকাশে বাহ্যাকাশপরিমাণত্ব উপপন্ন হইতেছে না। তথাপি "পরমেশ্বর আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ" এই শ্রুতিপ্রমাণবশত পরমেশ্বরের আকাশপরিমাণ উপপন্ন হইতেছে না। এই দোষ হইতে পারে না, যেহেতু বাহ্যাকাশের পুণ্ডরীকবেষ্টনদ্বারা আকাশত্ব নিবৃত্তির পর উহার তাবৎপরিমাণ প্রতিপাদন হয় না। বিশেষতঃ উভয় প্রতিপাদনেও বাক্যভেদ হয়, আর কল্পনাভেদ হইলে পুণ্ডরীকবেষ্টিত আকাশের একদেশে পৃথিবী ও স্বর্গের অন্তঃসমাধান উপপন্ন হয় না। "এই আত্মা পাপবিহীন, অজর, অমৃত্যু, শোকবিহীন, ভক্ষণেচ্ছারহিত, পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ভূতাকাশের পাপ পরিহারত্বাদি গুণ নাই। যদিও আত্মশব্দ জীবেতে সম্ভব হয়, তথাপি ইতরকারণে জীবাশঙ্কা নিবৃত্তি হয়। যদি বল, উপাধিপরিচ্ছিন্ন এবং চক্রের

নিবর্ত্তয়িতুং ব্রহ্মাভেদবিবক্ষয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ যদাত্মতয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতে তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতামিতি যুক্তম্। যদপ্যুক্তং ব্রহ্মপুরমিতি জীবেন পরস্যোপলক্ষিতত্বাদ্রাজ্ঞ ইব জীবস্যৈবেদং পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশবর্ত্তিত্বমস্তীত্যত্র ব্রূমঃ। পরস্যৈবেদং ব্রহ্মণঃ পুরং সচ্ছরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে ব্রহ্মশব্দস্য তস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ। তস্যাপ্যস্তি পুরেণানেন সম্বন্ধ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষ্যতে স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয় ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথবা জীবপুরে এবাস্মিন্ ব্রহ্ম সন্নিহিতমুপলভ্যতে। যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সন্নিহিত ইতি তদ্বৎ তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি চ কর্ম্মণামন্তবৎফলত্বমুক্ত্বাথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্

অর্গলোপমিত হৃদয়াকাশের পুণ্ডরীকবেষ্টন নিবৃত্তি করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মাভেদবিবক্ষা করিলেও জীবের সর্ব্বগতত্ববিবক্ষিত আছে, তথাপি আত্মস্বরূপে জীবের সর্ব্বগতত্ব বিবক্ষা হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সর্ব্বগতত্ব বিবক্ষা করাই যুক্ত। আর যে শরীর ব্রহ্মপুর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও জীবেতে পরমাত্মার উপলক্ষণহেতু হইতেছে। যেমন রাজা রাজ্যের একাদেশে বাস করিলেও তাহাকে রাজ্যাধিপতি বলা যায়, সেইরূপ পুরস্বামী জীবের শরীররূপ পুরের একদেশবৃত্তিত্ব সত্ত্বেও তাহাকে পুরাধিপতি বলিয়া থাকে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্মেরই এই শরীররূপ পুর; অতএব শরীরকে ব্রহ্মপুর বলিয়া থাকে। যেহেতু পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ এবং এই শরীরের সহিত সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে, যেহেতু এই শরীরে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হয়। "স বা এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষ মীক্ষতে" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থের প্রমাণ। অথবা জীবরূপ পুরেতে সন্নিহিত হইলেই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। যেমন শালগ্রামচক্রে বিষ্ণু সন্নিহিত হয়েন, সেইরূপ ব্রহ্ম জীবেতে সন্নিহিত হইয়া থাকেন। আর "যেমন যাহারা কর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহারা ক্ষয় পায়, এইরূপ যাহারা পুণ্যসঞ্চয় করে, তাহারও ক্ষয়

তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি প্রকৃতদহরাকাশবিজ্ঞানস্যা-নন্তফলত্বং বদন্ পরাত্মত্বমস্য সূচয়তি। যদপ্যেতদুক্তং ন দহরস্যাকাশস্যা-ন্বেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রুতং পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিত্যত্র ব্রূমঃ। যদ্যাকাশো নান্বেষ্টব্যত্বেনোক্তঃ স্যাৎ যাবান্ বা অয়মাকাশ-স্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুজ্যেত। নন্বেতদপ্যন্তর্বর্ত্তিবস্তুসদ্ভাবদর্শনায়ৈব প্রদর্শ্যতে তঞ্চেদং ব্রূয়ুঃ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষিপ্য পরিহারাবসরে আকাশৌ-পম্যোপক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাহিতত্বদর্শনাৎ নৈতদেবম্। এবং হি সতি যদন্তঃসমাহিতং দ্যাব্যাপৃথিব্যাদি তদন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসি-তব্যঞ্চোক্তং স্যাৎ। তত্র বাক্যশেষো নোপপদ্যেত অস্মিন্ কামাঃ সমা-হিতাঃ এষ আত্মাপহতপাপ্মা ইতি হি প্রকৃতং তৎ দ্যাবাপৃথিব্যাদিসমা-ধানাধারমাকাশমাকৃষ্যাথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামানিতি সমুচ্চয়ার্থেন চশব্দেনাত্মানঞ্চ কামাধারমাশ্রিতাংশ্চ কামান্

পাইয়া থাকে” এইরূপে কর্ম্মফলের বিনশ্বরত্ব নিরূপণ করিয়া “যাহারা আত্মাকে জানে, তাহারা সত্যকামপ্রাপ্ত হয় ও সর্ব্বলোকেতে কামচারী হইতে পারে” এইরূপে প্রকৃত হৃদয়াকাশবিজ্ঞানের অনন্ত ফল কীর্ত্তন-করত হৃদয়াকাশের পরমাত্মত্ব সূচনা করেন। আর যে উক্ত হইয়াছে, হৃদয়াকাশের অন্বেষণ ও বিজ্ঞানেচ্ছা নাই, যেহেতু তাহার পরবিশেষণো-পাদান আছে। এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, যদি আকাশ অন্বেষ্টব্য না হয়, তাহাহইলে “যেমন এই আকাশ, সেইরূপ অন্তর্হৃদয়াকাশ” এইরূপে আকাশস্বরূপ প্রদর্শন উপযুক্ত হয় না। যদি ইহাও অন্তর্ব্বর্ত্তীবস্ত সদ্ভাব-প্রদর্শনার্থ হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই ব্রহ্মপুরে যে হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ বেশ্ম আছে, সেই অন্তরাকাশে কি আছে? যাহা অন্বেষণ করা যায়, কিম্বা যাহা জানিতে ইচ্ছা হয়? এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তাহার পরিহারা-বসরে আকাশোপমাক্রমে পৃথিবী ও স্বর্গের অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব দর্শন আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ এইরূপ হইলে যাহা পৃথিবী ও স্বর্গাদির অন্তঃ-

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষো দর্শয়তি। যস্মাদ্বাক্যোপক্রমেঽপি দহর এবাকাশো হৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহান্তঃস্থৈঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সত্যৈঃ কামৈঃ বিজ্ঞেয় উক্ত ইতি গম্যতে। স চোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর ইতি ॥ ১৪ ॥

দহরঃ পরমেশ্বর উত্তরেভ্যো হেতুভ্য ইত্যুক্তম্। ত এবোত্তরে হেতব ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে। ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরো যস্মাৎ দহরবাক্যশেষে পরমেশ্বরস্যৈব প্রতিপাদকৌ গতিশব্দৌ ভবতঃ। ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তীতি তত্র প্রকৃতং দহরং ব্রহ্মলোক-শব্দেনাভিধায় তদ্বিষয়া গতিঃ প্রজাশব্দবাচ্যানাং জীবানাম্ অভিধীয়মানা দহরস্য ব্রহ্মতাং গময়তি তথা হ্যহরহর্জ্জীবানাং সুষুপ্ত্যবস্থায়াং ব্রহ্মবিষয়ং গমনং দৃষ্টং শ্রুত্যন্তরে সতা সোম্য সদা সম্পন্নো ভবতীত্যেবমাদৌ। লোকেঽপি কিল গাঢ়ং সুষুপ্তমাচক্ষতে ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গত ইতি।

সমাহিত, তাহাই অন্বেষণ করিবে এবং জানিতে ইচ্ছা করিবে। ইহা উক্ত হইতে পারে, যাহাতে সকল কামনা সমাহিত আছে, তিনিই আত্মা এবং সর্ব্বপাপবিহীন, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বক্ষ্যমাণ কারণসমূহে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ, এইক্ষণ সেই সকল কারণ প্রপঞ্চিত হইতেছে। এই সকল কারণেই পরমেশ্বর হৃদয়াকাশস্বরূপ, যেহেতু বাক্যশেষে গতি ও শব্দ, ইহারা পরমেশ্বরেরই প্রতিপাদক হইতেছে। এই সকল প্রজা অহরহ গমন করিয়াও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইস্থলে ব্রহ্মলোকশব্দে প্রকৃত হৃদয়াকাশ কহিয়া তদ্বিষয়ক গতি প্রজাশব্দবাচ্য জীবকথনপূর্ব্বক হৃদয়াকাশের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং সর্ব্বদাই জীববর্গের সুষুপ্তি অবস্থাতে ব্রহ্মবিষয় গমন দৃষ্ট আছে, অর্থাৎ "সতা সোম্য সদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক গমন দৃষ্ট হয়। আর লোকেও

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

তথা ব্রহ্মলোকশব্দোঽপি প্রকৃতে দহরে প্রযুজ্যমানো জীবভূতাকাশাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মতামস্য গময়তি। নন্বু কমলাসনলোকমপি ব্রহ্মলোকশব্দো গময়েৎ গময়েদ্যদীদং ব্রহ্মণো লোক ইতি ষষ্ঠীসমাসবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যতে। সামানাধিকরণ্যবৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানো ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি পরমেব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি। এতদেব চাহরহর্ব্রহ্মলোকগমনং দৃষ্টং ব্রহ্ম-লোকশব্দস্য সামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে লিঙ্গম্। ন হ্যহরহরিমাঃ প্রজাঃ কার্য্যব্রহ্মলোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তীতি শক্যং কল্পয়িতুম্। ১৫।

ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ কথং দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি হি প্রকৃত্যাকাশৌপম্যপূর্ব্বকং তস্মিন্ সর্ব্বসমাধানমুক্ত্বা তস্মিন্নেব চাত্মশব্দং প্রযুজ্যাপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগঞ্চোপদিশ্য তমেবানতিবৃত্তপ্রক-রণং নির্দ্দিশত্যথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি।

"ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গতঃ" ইত্যাদিরূপে গাঢ় সুষুপ্তি কথিত আছে। আর প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মলোকশব্দ হৃদয়াকাশে প্রযুজ্যমান হইয়া জীবভূত আকাশ শঙ্কা নিবৃত্তিকরত তাহারই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। যদি বল, কমলাসনের লোকও ব্রহ্মলোক শব্দবাচ্য হয়, পরন্তু যদি ব্রহ্মার লোক এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করা যায়, তাহাহইলেই উক্তরূপ অর্থ হইতে পারে। বাস্তবিক সামানাধিকরণ্যবৃত্তিদ্বারা ব্যুৎপাদন করিলে ব্রহ্মই লোক, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোকশব্দের প্রতিপাদ্য হইতেছেন, ইহাই সর্ব্বদা ব্রহ্মলোক গমন বলিয়া দৃষ্ট হয়। পরন্তু উহাই ব্রহ্মলোকশব্দের সামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে কারণ। আর সর্ব্বদাই যে এই সকল প্রজা কার্য্যভূত ব্রহ্মলোকে গমন করে, ইহা কল্পনা করা যায় না। ১৫।

পরমেশ্বর সর্ব্বজগৎ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনিই দহর, অর্থাৎ হৃদয়াকাশ। এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, কিরূপে পরমেশ্বর হৃদয়াকাশ হইতে পারেন? এই অন্তরাকাশেই প্রকৃত আকাশের উপমা

তত্র বিধৃতিরিত্যাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাদ্বিধারয়িতোচ্যতে ক্তিচঃ কর্ত্তরি স্মরণাৎ। যথোদকসন্তানস্য বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদাম-সম্ভেদায়ৈবময়মাত্মা এষামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমা-দীনাঞ্চ বিধারয়িতা সেতুরসম্ভেদায়াসঙ্করায়েতি। এবমিহ প্রকৃতে দহরে বিধরণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি অয়ঞ্চ মহিমা পরমেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরা-দুপলভ্যতে এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদেঃ। তথাত্যত্রাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রূয়তে এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতাপাল এষ সেতুর্ব্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভে-দায়েতি এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ॥ ১৬।

প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে সর্ব্ব সমাধান নিরূপণ করিয়া এবং তাহাতেই আত্মশব্দপ্রয়োগকরত নিষ্পাপত্বাদি গুণযোগ উপদেশ করিয়া তাঁহাকেই অনতিবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অনন্তর যিনি আত্মা, তিনিই জগতের সেতু এবং ধারণকর্ত্তা, এইরূপে সর্ব্বলোকেব অভেদ প্রতিপাদন হইয়াছে। এই সূত্রে বিধৃতিশব্দে আত্মশব্দের সামানাধিকরণ্যবশতঃ বিধারণকর্ত্তা অর্থ হইয়াছে। যেমন জলপ্রবাহ ধারণ করে বলিয়া লোকে সেই ধারণকর্ত্তাকে সেতু বলে এবং সেই সেতু ক্ষেত্রসমূহের ভেদ প্রদর্শন করে, সেইরূপ অধ্যাত্মাদিভেদভিন্ন এই সকল জীবের এবং বর্ণাশ্রমাদিব ধারয়িতা সেতুস্বরূপ পরমাত্মা তাহাদিগের অভেদ করিয়া থাকে। বাস্তবিক প্রকৃত হৃদয়াকাশে পরমাত্মা বিধারণ লক্ষণ মহিমাপ্রদর্শন করি-তেছেন। শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে পরমেশ্বরেতেই উক্ত মহিমা উপলাভ করা যায়। "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থের প্রমাণ। এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতসকলকে পালন করেন, ইনিই ধারয়িতা সেতুস্বরূপ। ইত্যাদিরূপে জগতের ধারণহেতু পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ বলিয়া জানা যায়॥ ১৬॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যুচ্যতে। যৎকারণমাকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাৎ। জীবে তু ন ক্বচিদাকাশশব্দঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। ভূতাকাশস্ত সত্যামপ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবান্ন গৃহীতব্য ইত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্যেতাস্তীতরস্যাপি জীবস্য বাক্যশেষে পরামর্শঃ। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচেতি। অত্র হি সম্প্রসাদশব্দঃ শ্রুত্যন্তরে সুষুপ্তাবস্থায়াং দৃষ্টত্বাদবস্থাবন্তং জীবং শক্নোত্যুপস্থাপয়িতুং নার্থান্তরম্। তথা শরীরব্যপাশ্রয়স্যৈব জীবস্য শরীরাৎ সমুত্থানং সম্ভবতি। যথাকাশব্যপাশ্রয়াণাং বায়্বা-

---

এইক্ষণ কারণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু আকাশশব্দ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব পরমেশ্বরকেই অন্তরাকাশ বলা যায়। আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, এই পরিদৃশ্যমান ভূতসকল আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয়, ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনহেতু পরমাত্মাই হৃদয়াকাশ বলিয়া প্রতীতি হয়। কদাচ জীবেতে আকাশশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। আকাশশব্দের প্রসিদ্ধিসত্ত্বে উপমানোপমেয়াভাবাদির অসম্ভবহেতু ভূতাকাশকে গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলে পরমেশ্বরই দহরশব্দে পরিগৃহীত হইলেন, তবে জীবেরও বাক্যশেষে পরামর্শ আছে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, ইহাই সম্প্রসাদ যে, এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া যে পরজ্যোতিপ্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বীয় রূপে নিষ্পন্ন হয়, সেই আত্মা। শ্রুত্যন্তরে এই সম্প্রসাদশব্দ সুষুপ্তিরূপ অবস্থাতে দৃষ্ট হয়; অতএব অবস্থাবিশিষ্ট জীবকে উপস্থাপিত করা

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

জীনামাকাশাৎ সমুত্থানং তদ্বৎ যথা চাদৃষ্টোঽপি লোকে পরমেশ্বরবিষয় আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরধর্ম্মসমভিব্যাহারাকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নি-র্ব্বহিতেত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়োঽভ্যুপগতঃ এবং জীববিষয়োঽপি ভবিষ্যতি। তস্মাদিতরপরামর্শাৎ দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যত্র স এব জীব উচ্যতে ইতি চেৎ। নৈতদেবং স্যাৎ কস্মাদসম্ভবাৎ ন হি জীবো বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি-পরিচ্ছিন্নাভিমানী সন্নাকাশে নোপমীয়তে ন চোপাধিধর্ম্মা-নভিমন্যমানস্যাপহতপাপ্মত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ প্রথমে সূত্রে অতিরেকাশঙ্কাপরিহারায় তু পুনরুপন্যস্তম্। পঠিষ্যতি চোপরিষ্টাদন্যার্থশ্চ পরামর্শ ইতি ॥ ১৮ ॥

ইতরপরামর্শাদ্যা জীবাশঙ্কা জাতা সা অসম্ভবাৎ নিরাকৃতা। অথে-দানীং মৃতস্যেবামৃতসেকাৎ পুনঃ সমুত্থানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে উত্তর-স্মাৎ প্রাজাপত্যাদ্বাক্যাৎ। তত্র হি য আত্মাপহতপাপ্মেত্যপহতপাপ্ম

যায়, অর্থান্তর করা যায় না। আর শরীরের আশ্রীভূত জীবেরই শরীর হইতে উত্থান সম্ভব হয়। যেমন আকাশের আশ্রিত বায়ুপ্রভৃতির আকাশ হইতে সমুত্থান হয়, সেইরূপ শরীর হইতে জীবের উত্থান হইয়া থাকে। আর যেমন আকাশশব্দ পরমেশ্বরবিষয়ক, সেইরূপ জীববিষয়কও হইতেছে, অতএব ইতর পরামর্শহেতু "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" এই স্থলেও আকাশশব্দে জীব কথিত হইতে পারে। ইহা হইতে পারে না, যেহেতু অসম্ভব হইয়া উঠে, জীব বুদ্ধ্যাদি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ও অভিমানী হইয়া আকাশের সহিত উপমিত হয় না এবং যে জীব উপাধি ধর্ম্মস্বীকার করে, তাহার নিষ্পাপত্বাদিধর্ম্মের সম্ভব নাই। ইহা প্রথম সূত্রেই সবি-শেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি অতিরেকাশঙ্কা পরিহারার্থ পুনর্ব্বার উপ-ন্যস্ত হইতে এবং পরেও সূত্রান্তরে বিবৃত হইবে। ১৮।

ইতর পরামর্শহেতু জীবেতে অন্তরাকাশশব্দের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা [illegible]ম্ভবহেতু নিরাকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ অমৃতসেকে মৃতেরও সমুত্থান

হাদি গুণকম্ আত্মানমন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ প্রতিজ্ঞায় য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি ব্রুবন্নক্ষিস্থ দ্রষ্টারং জীবমাত্মানং নির্দ্দিশতি এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি চ তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি। তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি চ জীবমেবাবস্থান্তরগতং ব্যাচষ্টে। তস্যৈব চাপহতপাপ্মত্বাদি দর্শয়ত্যেতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি। নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি চ সুষুপ্তা-বস্থায়াং দোষমুপলভ্য এতন্ত্বেবং তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি ইতি নো এবা-ন্যত্রৈতদস্মাদিতি চোপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিন্দাপূর্ব্বকমেব সম্প্রসাদোঽস্মা-চ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি জীবমেব শরীরাৎ সমুত্থিতম্ উত্তমং পুরুষং দর্শয়তি।

য়, এইহেতু বক্ষ্যমাণ প্রজাপতিবাক্যে পুনর্ব্বার জীবেতে আশঙ্কা হইতেছে। যিনি অপহতপাপ্মা, অর্থাৎ নিষ্পাপী, তিনিই আত্মা ইত্যাদি-রূপে নিষ্পাপিত্বগুণশালী আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া "য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা" এই শ্রুতিতে অক্ষিস্থ দ্রষ্টাপুরুষ বলিয়া জীবাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ইহাকেই পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া পুনর্ব্বার সেই জীবাত্মার পরামর্শপূর্ব্বক "য এষ স্বপ্নে মহীয়ানশ্চরতি এষ আত্মা" এবং "তদ্‌যত্রৈতৎসুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে জীবকেই অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ইনিই অমৃত অভয় ব্রহ্ম, এইরূপে সেই জীবেরই নিষ্পাপত্বাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু ইনি সম্প্রতি আত্মাকে জানেন না এবং ভূত সকলও জানিতে পারে না, এইরূপে সুষুপ্তাবস্থায় দোষ উপলাভ করিয়া ইহাকেই পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া "নো এবান্যত্রৈতদস্মাৎ" এই উপক্রমে শরীরসম্বন্ধ নিন্দাপূর্ব্বক "সম্প্রসাদো-ঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" এই শ্রুতিতে জীবকেই শরীর হইতে উত্থিত উত্তম

তস্মাদস্তি সম্ভবতি জীবে পারমেশ্বরাণাং ধর্ম্মাণাম্ অতো দহরোঽস্মিন্নন্ত-রাকাশ ইতি জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কশ্চিদ্ব্রূয়াৎ তং প্রতিব্রূয়াদাবি-র্ভূতস্বরূপস্থিতি। তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ কস্মাদ্যতস্তত্রাপি আবির্ভূত-স্বরূপো জীবো বিবক্ষ্যতে। আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ ভূতপূর্ব্বগত্যা জীববচনম্ এতদুক্তং ভবতি। য এষোঽক্ষিণীত্যক্ষিলক্ষিতং দ্রষ্টারং নির্দ্দিশ্যোদশরাবব্রাহ্মণেনৈনং শরীরাত্মতায়া বুত্থাপ্যৈতং ত্বেব ত ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেনাকৃষ্য স্বপ্নসুষুপ্তোপন্যাসক্রমেণ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি যদস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম তদ্রূপতয়ৈনং জীবং ব্যাচষ্টে ন জৈবেন রূপেণ যত্তৎপরং জ্যোতিরুপসম্পত্তব্যং শ্রুতং তৎপরং ব্রহ্ম তচ্চাপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মকং তদেব চ জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপং তত্ত্বমসীত্যাদিশাস্ত্রেভ্যো নেতরদুপা-ধিকল্পিতম্। যাবদেবহি স্থাণাবিবপুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণামবিদ্যাং ন

পুরুষ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব জীবেতে পরমেশ্বরের ধর্ম্ম আছে, ইহা জানা যাইতেছে। "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" এই স্থলেও জীবকেই গ্রহণ করা যায়, কেহ এইরূপ বলিলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, উত্তর বাক্যে জীবের আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু সেই স্থলেও আবির্ভূত ব্রহ্মস্বরূপে জীব বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবেই উক্তরূপ শ্রুত্যর্থ বিবৃত হইয়াছে, বাস্তবিক পূর্ব্বে জীবা-বস্থাই ছিল। "য এষোঽক্ষিণি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষিলক্ষিত দ্রষ্টা পুরুষকে শারীর আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ জীবকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্তোপন্যাসক্রমে সেই জীব পরমজ্যোতিঃস্বরূ-পকে পাইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়, ইহাই উক্ত আছে। আর ইহার যে পারমার্থিকস্বরূপ পরং ব্রহ্ম তদ্রূপেই জীবকে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু জীব-স্বরূপে তাহার ব্যাখ্যা হয় নাই। আর যে পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ শ্রুত আছে, তাহাও পরং ব্রহ্মই জানিবে, সেই পরব্রহ্মও নিষ্পাপ-ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই জীবের পারমার্থিকস্বরূপ, পরন্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যে কোন ইতর উপাধি কল্পিত হয় নাই। যেমন স্থাণুতে

নিবর্ত্তয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপমাত্মানমহং ব্রহ্মাস্মীতি ন প্রতিপদ্যতে তাবজ্জীবস্য জীবত্বম্। যদা তু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতদ্ব্যুত্থাপ্য শ্রুত্যা প্রতিবোধ্যতে। নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতো নাসি ত্বং সংসারী কিং তর্হি যদ্‌যত্তৎ সত্যং স আত্মা চৈতন্যমাত্রস্বরূপস্তত্ত্বমসীতি। তদা কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপমাত্মানং প্রতিবুধ্যাস্মাচ্ছরীরাদ্যভিমানাৎ সমুত্তিষ্ঠন্ স এব কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মা ভবতি স যো হ বৈ তৎপরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদেব চাস্য পারমার্থিকং স্বরূপং যেন শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। কথং পুনঃ স্বঞ্চ রূপং স্বেনৈব চ নিষ্পদ্যত ইতি সম্ভবতি কূটস্থনিত্যস্য। সুবর্ণাদীনান্তু দ্রব্যান্তরসম্পর্কাদভিভূতস্বরূপাণামভিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারপ্রক্ষেপাদিভিঃ শোধ্যমানানাং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাত্তথা নক্ষত্রাদীনামহন্যভিভূতপ্রকাশানামভিভাবকবিয়োগে রাত্রৌ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ।

পুরুষ বুদ্ধি হয়, যাবৎ সেইরূপ দ্বৈতলক্ষণা বুদ্ধি নিবৃত্তিকরিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে কূটস্থ আত্মাকে লাভ করিতে না পারে, তাবৎই জীবের জীবত্ব থাকে। যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসঙ্ঘাতরূপ শরীরকে অতিক্রম করিয়া শ্রুতি অনুসারে প্রতিবোধিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে এবং তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসঙ্ঘাতরূপ না, তুমি সংসারী না, তবে তুমি সৎস্বরূপ চৈতন্যময় আত্মা, এইরূপ হয়, তখনই কূটস্থ নিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মার প্রতি উত্থিত হইয়া এই শরীরাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি কূটস্থ নিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মা হয়েন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পরাৎপর ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন। যিনি শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন; সেই স্বীয়রূপই তাঁহার পারমার্থিকরূপ। যিনি কূটস্থ নিত্য, কি প্রকার তাহার স্বীয় রূপ স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইতে পারে? বরং সুবর্ণাদি পদার্থ দ্রব্যান্তর সম্পর্কে তাহাদিগের স্বরূপ অভিভূত হইলে ক্ষারপ্রক্ষেপাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয়রূপ পাইয়া থাকে, এইরূপ দিবাতে সূর্য্যপ্রকাশে নক্ষত্রগণের স্বরূপ অভিভূত থাকে এবং রজনীযোগে সেই অভিভাবকারক

ন তু তথা চৈতন্যজ্যোতিষো নিত্যস্য কেনচিদভিভবঃ সম্ভবত্যসংসর্গিত্বাৎ ব্যোম্ন ইব দৃষ্টবিরোধাচ্চ। দৃষ্টিশ্রুতিমতিবিজ্ঞাতয়ো হি জীবস্য স্বরূপং তচ্চ শরীরাদসমুত্থিতস্যাপি জীবস্য সদা নিষ্পন্নমেব দৃশ্যতে। সর্ব্বো হি জীবঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ ব্যবহারান্নুপপত্তিঃ। তচ্চেচ্ছরীরাৎ সমুত্থিতস্য নিষ্পদ্যেত প্রাক্সমুত্থানাৎ দৃষ্টো ব্যবহারো বিরুধ্যেত। অতঃ কিমাত্মকমিদং শরীরাৎ সমুত্থানং কিমাত্মিকা চ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিরিতি অত্রোচ্যতে প্রাক্ বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়-বেদনোপাধিভিরবিবিক্তমিব জীবস্য দৃষ্ট্যাদি জ্যোতিঃস্বরূপং ভবতি। যথা শুদ্ধস্য স্ফটিকস্য স্বাচ্ছ্যং শৌক্ল্যঞ্চ স্বরূপং প্রাক্ বিবেকগ্রহণাদ্রক্ত-নীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকগ্রহণাত্তু উত্তর-কালবর্ত্তী পরাচীনস্ফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্ল্যেন চ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুচ্যতে প্রাগপি তথৈব স্যাত্তথা দেহাদ্যুপাধ্যবিবিক্তস্যৈব সতো জীবস্য

সূর্য্যের বিয়োগে তাহা স্বীয়রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু চৈতন্যময় নিত্য জ্যোতিঃস্বরূপের কোনরূপেও অভিভবের সম্ভব নাই, যেহেতু তিনি অসংসর্গী এবং আকাশের ন্যায় দৃষ্টি বিরোধ আছে। আর দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান এই সকলই জীবের স্বরূপ শরীর হইতে অসমুত্থিত জীবে-রই সর্ব্বদা ঐ সকল নিষ্পন্ন দেখা যায়, সকল জীবই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করে, অন্যথা জীবের ব্যবহারেরই অনুপপত্তি হয়। যদি শরীর হইতে সমুত্থিত জীবেরও দর্শনাদি নিষ্পন্ন হয় বল, তাহাহইলে শরীর হইতে সমুত্থানের পূর্ব্বে দৃষ্ট ব্যবহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, শরীর হইতে সমুত্থানই বা কিরূপ এবং স্বীয়রূপে অভিনিষ্পত্তিই বা কি প্রকার? ইহাতে বক্তব্য এই যে, বিবেক জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে শরীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয় জ্ঞানোপাধিদ্বারা অবিবিক্ত দর্শনাদিই জীবের স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। যেমন স্বচ্ছতা ও শুক্লতা বিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বভাব, কিন্তু বিবেকগ্রহণের পূর্ব্বে উহা রক্ত-নীলাদি উপাধিদ্বারা অবিবিক্তের ন্যায় হয়। প্রমাণজনিত বিবেকগ্রহ হইলে উত্তরকালবর্ত্তী প্রাচীনস্ফটিক স্বচ্ছতা ও শুক্লতারূপ স্বীয়রূপে

শ্রুতিকৃতং বিবেকজ্ঞানং শরীরাৎ সমুত্থানং বিবেকবিজ্ঞানফলং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ কেবলাত্মস্বরূপাবগতিঃ। তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণৈবাত্মনোঽশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মন্ত্রবর্ণাৎ অশরীরং শরীরেষ্বিতি শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যত ইতি চ সশরীরত্বাশরীরত্ববিশেষাভাবস্মরণাৎ। তস্মাদ্বিবেকবিজ্ঞানাভাবাদনাবির্ভূতস্বরূপঃ সন্ বিবেকজ্ঞানাদাবির্ভূতস্বরূপ ইত্যুচ্যতে ন ত্বন্যাদৃশাবাবির্ভাবানাবির্ভাবৌ স্বরূপস্য সম্ভবতঃ স্বরূপত্বাদেব। এবং মিথ্যাজ্ঞানকৃত এব জীবপরমেশ্বরয়োর্ভেদো ন বস্তুকৃতঃ ব্যোমবদসঙ্গত্বাবিশেষাৎ। কুতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্যম্। যতো য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ইত্যুপদিশ্যৈতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেত্যুপদিশতি। যোঽক্ষিণি প্রসিদ্ধো দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বেন বিভা-

---

অভিনিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিবিবিক্ত নিত্য জীবের শ্রুতিবিহিত বিবেকজ্ঞানই শরীর হইতে সমুত্থান, অর্থাৎ যখন জীবের বিবেকজ্ঞান হয়, তখনই সে শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে এবং স্বীয়রূপে অভিনিষ্পত্তি, অর্থাৎ কেবল আত্মস্বরূপাবগতিও জীবের বিবেকজ্ঞানের ফল। এইরূপ বিবেক ও অবিবেকদ্বারাই জীবের অশরীরত্ব ও সশরীরত্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাবৎ জীব অবিবেকী থাকে, তাবৎই শরীরী এবং যখন তাহার বিবেক জন্মে, তখনই অশরীরী হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, শরীরস্থ জীবও অশরীরী হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শরীরস্থ জীব কোন কর্ম্ম করে না বা কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না। এইরূপে কারণবিশেষে জীবের সশরীরত্ব ও অশরীরত্ব স্মরণ আছে; অতএব বিবেকবিজ্ঞানের অভাবে তাহার স্বরূপ আবির্ভূত হইতে পারে না এবং বিবেকজ্ঞান হইলেই স্বরূপ আবির্ভূত হইয়া থাকে। পরন্তু স্বরূপের অন্যরূপে আবির্ভাব ও অনাবির্ভাব সম্ভব নাই, এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞানজন্যই জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ প্রতীতি হয়, বাস্তবিক জীব ও পরমাত্মার ভেদ নাই, যেহেতু উভয়েরই আকাশের ন্যায় অসঙ্গত্ব আছে। ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—যেহেতু "এই যে অক্ষিস্থপুরুষ দৃষ্ট হয়" এইরূপ উপদেশ করিয়া ইহাই

ব্যতে সোঽমৃতাভয়লক্ষণাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যশ্চেৎ স্যাৎ ততোঽমৃতাভয়ব্রহ্মসামানাধিকরণ্যং ন স্যাৎ। নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মায়মক্ষিলক্ষিতো নির্দ্দিশ্যতে প্রজাপতের্মৃষাবাদিত্বপ্রসঙ্গাৎ। তথা দ্বিতীয়েঽপি পর্য্যায়ে য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতীতি ন প্রথমপর্য্যায়নির্দ্দিষ্টানক্ষিপুরুষাৎ দ্রষ্টুরন্যো নির্দ্দিষ্টঃ এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যুপক্রমাৎ। কিঞ্চাহমদ্য স্বপ্নে হস্তিনমদ্রাক্ষং নেদানীং তং পশ্যামীতি দৃষ্টমেব প্রতিবুদ্ধঃ প্রত্যাচষ্টে দ্রষ্টারন্তু তমেব প্রত্যভিজানাতি য এবাহং স্বপ্নমদ্রাক্ষং স এবাহং জাগরিতং পশ্যামীতি। তথা তৃতীয়েঽপি পর্য্যায়ে নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি সুষুপ্তাবস্থায়াং বিশেষবিজ্ঞানাভাবমেব দর্শয়তি ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি। যত্তু তত্র বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেব ন বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায়ম্। নহি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবি-

---

অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম, এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল, যিনি অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি অমৃত ও অভয়লক্ষণ ব্রহ্ম হইতে অন্য, তাহাহইলে তাহাতে অমৃত ও অভয়লক্ষণ ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না এবং এই অক্ষিলক্ষিত আত্মা প্রতিচ্ছায়া, এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। আর প্রজাপতির মিথ্যাবাদিত্ব আশঙ্কা হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পর্য্যায়ে "য এষ মহীয়মানশ্চরতি" ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, পরন্তু পর্য্যায়নির্দ্দিষ্ট অক্ষিগত দ্রষ্টাপুরুষ হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। আর দেখ,—নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বলিয়া থাকে যে, আমি অদ্য স্বপ্নে যে হস্তী দেখিয়াছি, তাহা এখন দেখিতেছি না, এই স্থলে যে বলিতেছে, আমি স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছি এবং এখন তাহা দেখিতেছি না, তাহাকেই দ্রষ্টা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। আর তৃতীয় পর্য্যায়ে উক্ত আছে যে, "আমিই সেই আত্মা" এইরূপে সম্প্রতি আত্মাকে জানিতেছি না এবং এই সকল ভূতও আত্মা নহে। ইহাতে সুষুপ্তাবস্থাতে বিজ্ঞানাভাবই প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাতাকে প্রতিষেধ করিতেছেন না। আর যে জীব বিনাশ পায়, ইহাও বিশেষ বিজ্ঞানাভিপ্রায়,

নাশিত্বাদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চতুর্থেঽপি পর্য্যায়ে এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদিত্যুপক্রম্য মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমিত্যাদিনা প্রপঞ্চেন শরীরাদ্যুপাধিসম্বন্ধপ্রত্যাখ্যানেন সম্প্রসাদশব্দোদিতং জীবং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি ব্রহ্ম স্বরূপাপন্নং দর্শয়ন্ন পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽমৃতাভয়স্বরূপাদন্যং জীবং দর্শয়তি। কেচিত্তু পরমাত্মবিবক্ষায়াম্ এতন্ত্বেব তে ইতি জীবাকর্ষণমন্যায্যং মন্যমানা এতমেব বাক্যোপক্রমসূচিতমপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানং তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি কল্পয়ন্তি তেষামেতমিতি সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্ব্বনামশ্রুতির্ব্বিপ্রকৃষ্যেত ভূয়ঃ শ্রুতিশ্চোপরুধ্যেত পর্য্যায়ান্তরাভিহিতস্য পর্য্যায়ান্তরেণানভিধীয়মানত্বাৎ এতন্ত্বেব তে ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্ চতুর্থাৎ পর্য্যায়াদন্যমন্যং ব্যাচক্ষাণস্য প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসজ্যেত তস্মাদ্যদবিদ্যা-

---

কিন্তু বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায় নহে। পরন্তু বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিপরিলোপ হয় না, যেহেতু তাহার বিনাশ নাই, এইরূপ শ্রুত্যন্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ পর্য্যায়ে "সেই আত্মাকেই তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, ইহার অন্য কিছুই বলিব না" এই উপক্রমে এই শরীর মরণধর্ম্মী ইত্যাদিরূপে সবিস্তর বর্ণিত আছে যে, শরীরাদি উপাধিসম্বন্ধের বিনাশ সম্প্রসাদোদ্দিত জীবকে স্বীয়রূপে অভিনিষ্পাদিত করে। এইরূপে জীবই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া অমৃত ও অভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্ন নহে, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ পরমাত্মবিবক্ষাতে "এতন্ত্বেব তে ভূয়ো অভিব্যাখ্যাস্যামি" অর্থাৎ এই জীবকেই পুনর্ব্বার তোমার নিকট ব্যাখ্যা কবিব, এইস্থলে জীবাকর্ষণ অন্যায্য, এইরূপ স্বীকারকরতঃ "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽভিব্যাখ্যামি" এই শ্রুতিতে অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণ পরমাত্মার কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের মতে "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽভিব্যাখ্যাস্যামি" এই শ্রুতিতে "এতং" শব্দদ্বারা সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্ব্বনাম শ্রুতি বিপ্রকৃষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক শ্রুতির অনুরোধেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু এক পর্য্যায়ে অভিহিত বিষয় পর্য্যায়ান্তরে বাধ হয় না। "এতন্ত্বেব তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিজ্ঞা

প্রত্যুপস্থাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্ত্তৃভোক্তৃরাগদ্বেষাদিদোষকলুষিতমনেকানর্থযোগি তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতমপহতপাপ্মত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরস্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপাদ্যতে। সর্পাদিবিলয়নেনেব রজ্জ্বাদীন্। অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্যন্তে। অস্মদীয়াশ্চ কেচিৎ তেষাং সর্ব্বেষামাত্মৈকত্বসম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানাং প্রতিষেধায়েদং শারীরকমারব্ধমেক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিভাব্যতে নান্যো বিজ্ঞানধাতুরস্তীতি। যত্বিদং পরমেশ্বরবাক্যে জীবমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি সূত্রকারঃ নাসম্ভবাদিত্যাদিনা তত্রায়মভিপ্রায়ঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-সত্যস্বভাবে কূটস্থনিত্য একস্মিন্নসঙ্গেহরূপে পরমাত্মনি তদ্বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোম্নীব তলমলাদিপরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরবাক্যৈর্ন্যায়োপেতৈর্দ্বৈত

করিয়া চতুর্থপর্য্যায়ের পূর্ব্বেই অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী প্রজাপতির প্রতারকত্ব প্রসঙ্গ হয়। অতএব জানা যায় যে, জীবের রূপ মায়াপরিকল্পিত অপারমার্থিক এবং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদিদ্বারা দূষিত। ইহাই অনেক অনর্থের উপযোগী, ইহার বিলয় হইলেই তদ্বিপরীত অপহতপাপ্মত্বাদি-লক্ষণই পারমেশ্বররূপ, বিদ্যাদ্বারাই সেইরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে যখন সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, তখনই রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রান্তির নিবৃত্তিতে পারমেশ্বররূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর বাদীরা বলেন যে, জীবের স্বরূপই পারমার্থিক। আমাদিগের পক্ষীয় কোন কোন বাদীরা বলেন, সকলই একাত্মৈকত্ব সম্যক্‌দর্শন প্রতিপক্ষভূত, ইহাদিগের প্রতিষেধার্থই উক্তরূপ শরীরারম্ভ হইয়াছে। পরমেশ্বর কূটস্থ নিত্য ও বিজ্ঞানময়, কেবল মায়াদ্বারাই অনেক প্রকার হন, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই বিজ্ঞানময় নহে। আর যে সূত্রকার "নো সম্ভবাৎ" এই সূত্রে পরমেশ্বরবাক্যে যে জীব আশঙ্কা করিয়া প্রতিষেধ করিতেছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, কূটস্থ এক অসঙ্গ পরমাত্মাতে সেই জীবরূপের বৈপরীত্য আছে। যেমন আকাশে তলমলাদি কল্পিত

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

বাদপ্রতিষেধৈশ্চাপনেষ্যামীতি পরমাত্মনো জীবাদন্যত্বং দ্রঢ়য়তি জীবস্য তু ন পরস্মাদন্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতি কিন্ত্বনুবদত্যেবাবিদ্যাকল্পিতং লোকপ্রসিদ্ধং জীবভেদম্। এবং হি স্বাভাবিককর্তৃত্বভোক্তৃত্বানুবাদেন প্রবৃত্তাঃ কর্ম্মবিধয়ো ন বিরুধ্যন্ত ইতি মন্যতে প্রতিপাদ্যন্ত শাস্ত্রার্থমাত্মৈকত্বমেব দর্শয়তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববদিত্যাদিনা বর্ণিতশ্চাস্মাভির্ব্বিদ্বদবিদ্বদ্ভেদেন কর্ম্মবিধিবিরোধপরিহারঃ। ১৯।

অথ যো দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শো দর্শিতঃ অথ য এষ সম্প্রসাদ ইত্যাদিঃ স দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন জীবোপাসনোপদেশো ন প্রকৃতবিশেষোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং প্রাপ্নোতীত্যত আহ অন্যার্থঃ। অয়ং জীবপরামর্শো ন জীবস্বরূপপর্য্যবসায়ী কিন্তু হি পরমেশ্বরস্বরূপপর্য্যবসায়ী কথং সম্প্রসাদশব্দোদিতো জীবো জাগরিতে ব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরা-

---

হয়, সেইরূপ আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপর ন্যায়োপেত দ্বৈতবাদ প্রতিষেধ বাক্যে অপনয়ন করিব, এইরূপে জীবের পরমাত্মভিন্নত্ব দৃঢ়ীভূত হইতেছে, পরন্তু জীবের পরমাত্মভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু জীবভেদ অবিদ্যাকল্পিত লোকপ্রসিদ্ধ অনুবাদমাত্র। এইরূপ স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অনুবাদে প্রবৃত্ত কর্ম্মবিধির বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই স্বীকার করা যায়; অতএব কর্ম্মবিধির পরিহার হইল ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতিবাক্যে জীবানুবাদদ্বারা ব্রহ্মেতেই অপহতপাপ্মত্বাদি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু জীবেতে উহার সম্ভব নাই; সুতরাং জীব হৃদয়াকাশ নহে, তবে জীবপরামর্শের সার্থকতা কোথায় থাকে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, উক্ত পরামর্শ অন্যার্থক। "অথ স এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে পূর্ব্বে যে জীবপরামর্শ দর্শিত আছে, তাহা পরমেশ্বরে ব্যাখ্যা করিলে জীবোপাপাসনার উপদেশ এবং প্রকৃত বিশেষোপদেশ হয় না, এইরূপ অনর্থ ঘটে, অতএব উক্ত পরামর্শ অন্যার্থ, অর্থাৎ উক্ত জীবপরামর্শ জীবস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী, তবে

অল্পশ্রুতিরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥

ধ্যক্ষো ভূত্বা তদ্বাসনানির্ম্মিতাংশ্চ স্বপ্নান্নাড়ীচরোঽনুভূয় স্বন্তঃশরণং প্রেপ্সুরুভয়রূপাদপি শরীরাভিমানাৎ সমুত্থায় সুষুপ্তাবস্থায়াং পরং জ্যোতিরাকাশশব্দিতং পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য বিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বং পরিত্যজ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে যদস্যোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ যেন স্বেন রূপেণায়মভিনিষ্পদ্যতে স এষ আত্মাপহতপাপ্মত্বাদিগুণ উপাস্য ইত্যেবমর্থোঽয়ং জীবপরামর্শং পরমেশ্বরবাদিনোঽপ্যুপপদ্যতে। ২০ ॥

যদপ্যুক্তং দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যাকাশস্যাল্পত্বং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যতে জীবস্য ত্বারাগ্রোপমিতস্যাল্পত্বমবকল্পত ইতি তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। উক্তো হ্যস্য পরিহারঃ পরমেশ্বরস্যাপেক্ষিকমল্পত্বমবকল্পত ইত্যর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চেত্যত্র স এব পরিহারোঽনুসন্ধাতব্য ইতি সূচয়তি। শ্রুত্যৈব চেদমল্পত্বং প্রত্যুক্তং

কিরূপে সম্প্রসাদশব্দোক্ত জীব জাগরিত ব্যবহারে দেহ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্জরাদির অধ্যক্ষ হইয়া তদ্বাসনানির্ম্মিত স্বপ্ন সকল অনুভবকরত অন্তঃকরণ প্রেপ্সু হইয়া উভয়রূপ শরীরাভিমান হইতে উত্থানপূর্ব্বক সুষুপ্তাবস্থাতে আকাশ শব্দবাচ্য পরং জ্যোতিঃস্বরূপ পরং ব্রহ্মলাভ করিয়া বিশেষ বিজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। জীব যেরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ যে পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হয়, তাহাই পাপরাহিত্যাদি গুণসম্পন্ন এবং তিনিই উপাস্য, এইরূপ অর্থেই জীব পরামর্শ হয়, ইহাই পরমেশ্বরবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। ২০ ॥

আর যে উক্ত হইয়াছে, "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" ইত্যাদিরূপে আকাশের অল্পত্ব শ্রূয়মাণ আছে, তাহা পরমেশ্বরে উপপন্ন হয় না। চক্রের অর্গলোপমিত জীবেরও অল্পত্ব অবকল্পিত হয়, ইহার পরিহারে বলিতেছেন, বাস্তবিক ঐ পরিহার উক্ত আছে, পরমেশ্বরের আপেক্ষিক অল্পত্ব অবকল্পিত হয়, ইত্যাদিরূপে ব্যপদেশ আছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" এই সূত্রে সেই পরিহারানুসন্ধান

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥

প্রসিদ্ধেনাকাশেনোপমিমানয়া যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইতি ॥ ২১ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি সমামনন্তি। তত্র যং ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্য চ ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি স কিং তেজোধাতুঃ কশ্চিদুত প্রাজ্ঞ আত্মেতি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতুরিতি তাবৎপ্রাপ্তং কুতঃ তেজোধাতূনামেব সূর্য্যাদীনাং ভানপ্রতিষেধাৎ। তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতারকাদি তেজঃস্বভাবকে এব সূর্য্যে ভাসমানেঽহনি ন ভাসত ইতি প্রসিদ্ধং তথা সহ সূর্য্যেণ সর্ব্বমিদং চন্দ্রতারকাদি যস্মিন্ন ভাসতে সোঽপি তেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে। অনু-

---

কর্ত্তব্য, ইহাই সূত্রে প্রকাশ করিতেছেন, শ্রুতিতেই এই অল্পত্ব পরিহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ আকাশোপমানদ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, আকাশ যাবৎপরিমাণক, অন্তর্হৃদয়াকাশও তাবৎ পরিমাণক, এইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২১ ॥

শ্রুতিতে কথিত আছে যে, সেই পরমেশ্বরের নিকট সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা ইহারা প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হয় না, অগ্নি তাঁহার নিকটে কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে? তাঁহারই প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহারই আভাতে এই জগৎ আভাবিশিষ্ট হইতেছে। এই স্থলে যাঁহার আভাতে বিশ্ব আভাষিত হয় এবং যাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কি তেজোধাতুস্বরূপ, অথবা প্রজ্ঞাত্মা? এই সংশয়ে যদি বলি, তিনি তেজোধাতুস্বরূপেই প্রাপ্ত হইতেছেন, যেহেতু তেজোধাতুরূপ সূর্য্যাদির প্রকাশ প্রতিষেধ হয়। চন্দ্রতারকাদি সকলই তেজঃস্বভাব এবং তেজঃস্বভাব সূর্য্য প্রকাশমান হইলেই সকল বস্তু প্রকাশ পায়, কেবল দেবতাতে কোন বস্তুই প্রকাশ পায় না, ইহাই প্র সিদ্ধ অ াছে এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাদি তাঁহার নিকট

ভানমপি তেজঃস্বভাবক এবোপপদ্যতে সমানস্বভাবকেষ্বনুকারদর্শনাৎ গচ্ছন্তমনুগচ্ছতীতি বৎ তস্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রাজ্ঞ এবায়মাত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ অনুকৃতেঃ অনুকরণমনুকৃতিঃ যদেতত্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বমিত্যনুমানং তৎ প্রাজ্ঞপরিগ্রহেঽবকল্পতে। ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি ন তু তেজোধাতুং কঞ্চিৎ সূর্য্যাদয়োঽনুভান্তীতি প্রসিদ্ধম্। সমত্বাচ্চ তেজোধাতূনাং সূর্য্যাদীনাং ন তেজোধাতুমন্যং প্রত্যপেক্ষাস্তি যং ভান্তমনুভায়ুঃ। ন হি প্রদীপঃ প্রদীপান্তরমনুভাতি। যদপ্যুক্তং সমানস্বভাবকেষ্বনুকারো দৃশ্যত ইতি নায়মেকান্তো নিয়মোঽস্তি ভিন্নস্বভাবকেষ্বপি হ্যনুকারো দৃশ্যতে যথা সুতপ্তোঽয়ঃপিণ্ডোঽগ্ন্যনুকৃতিরগ্নিং দহন্তমনুদহতি ভৌমং বা রজো বায়ুং বহন্তমনু-

---

প্রকাশ পায় না, তিনিও তেজঃস্বভাব, ইহাই জানা যায়, আর অনুপ্রকাশও তেজঃস্বভাবক বলিয়া উপপন্ন হয়, যেহেতু সমানস্বভাবেই অনুকরণ দর্শন হইয়া থাকে। যেমন "গমনকারীর অনুগমন করে" এইস্থলে গন্তা ও অনুগন্তা উভয়ই সমানস্বভাব, সেইরূপ প্রকাশক ও অনুপ্রকাশক এই উভয়ই তুল্যস্বভাব, অতএব যাঁহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কোন তেজোধাতুস্বরূপ, এইরূপ হইলে ইহাই বলা যায় যে, যাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়, ইনি প্রাজ্ঞ আত্মা। যেহেতু তাঁহারই অনুকরণে এই জগৎ হইয়াছে, এইস্থলে প্রাজ্ঞ আত্মার পরিগ্রহেই "তাঁহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়" এইরূপ কল্পনা হইতে পারে। "যিনি তেজঃস্বরূপ, তিনি সত্যসঙ্কল্প" এইরূপে প্রাজ্ঞ আত্মাকেই বর্ণন করা যায় "কোন তেজোধাতুরূপ সূর্য্যাদির প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়" এইরূপ প্রসিদ্ধি নাই। যেহেতু সূর্য্যাদি সকল তেজোধাতুই সমান, পরন্তু অন্য এমন কোন তেজোধাতু নাই যে, তাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হইতে পারে, কখনও এক প্রদীপ প্রদীপান্তরের প্রকাশে প্রকাশ হয় না। আর উক্ত আছে যে, সমানস্বভাব পদার্থে অনুকরণ দৃষ্ট হয়, ইহা নিশ্চিত নিয়ম নহে, যেহেতু ভিন্নস্বভাব পদার্থেরও অনুকরণ দৃষ্ট আছে। প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডও দহনকারী অগ্নির অনুকরণ করে, অর্থাৎ দহন করিয়া থাকে

বহতীতি। অনুকৃতেরিত্যনুভানমনুসূচৎ তস্য চেতি চতুর্থপাদমস্য শ্লোকস্য সূচয়তি। তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি চ তদ্ধেতুকং ভানং সূর্য্যাদে-রুচ্যমানং প্রাজ্ঞমাত্মানং গময়তি। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ু-র্হোপাসতেঽমৃতমিতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি। তেজোঽন্তরেণ তু সূর্য্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ তেজোঽন্তরেণ তেজোঽন্তরস্য প্রতিঘাতাৎ। অথ বা ন সূর্য্যাদীনামেব শ্লোকপরিপঠিতানামিদং তদ্ধে-তুকং বিভানমুচ্যতে কিং তর্হি সর্ব্বমিদমিত্যবিশেষশ্রুতেঃ সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাভিব্যক্তিঃ সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা। যথা সূর্য্যজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্যাভিব্যক্তিস্তদ্বৎ। ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি চ তত্র শব্দমাহরন্ প্রকৃতগ্রহণং দর্শয়তি প্রকৃতঞ্চ ব্রহ্ম যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতমিত্যাদিনা। অনন্তরঞ্চ হিরণ্ময়ে পরে

এবং পার্থিব রেণুসমূহও বহনকারী বায়ুর অনুকরণ করে, ইত্যাদি স্থলে বিভিন্ন স্বভাবপদার্থেরও অনুকরণ দেখা যায়। বাস্তবিক অনুকরণশব্দে অনুপ্রকাশই সূচিত হইয়া থাকে। "তাঁহার আভাতে সকল আভাষিত হয়" এই স্থলে সূর্য্যাদির আভাও পরমাত্মজ্যোতিজন্য; সুতরাং প্রাজ্ঞ আত্মা-কেই জানা যাইতেছে। "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে-ঽমৃতমিতি" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রাজ্ঞ আত্মাকে নিরূপণ করিতেছে। আর অন্য কোন তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যাদির তেজঃপ্রকাশ পায়, ইহা অপ্রসিদ্ধ এবং বিরুদ্ধ, যেহেতু অন্য তেজে অপর তেজকে প্রতিঘাত করে, অথবা সূর্য্যাদির তেজঃ যে, পরমাত্মতেজোজন্য ইহা বলা যায় না, কিন্তু শ্রুতিতে এই সকলই অবিশেষ বলিয়া কথিত আছে। পরন্তু নাম, রূপ, ক্রিয়া, কারকপ্রভৃতির যে প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মজ্যোতিঃ, উহা সত্তানিমিত্তক। যেমন সূর্য্যের জ্যোতিঃ সত্তানিমিত্তক, সেইরূপ এই সকলের জ্যোতিও সত্তানিমিত্তক বলিয়া জানিবে। "তাহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায় না" এই শ্রুতি তৎশব্দ আহরণকরত প্রকৃতগ্রহণ প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ সেই স্থলে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। "যাহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি বিদ্য-মান আছে" এই শ্রুতিই উহার প্রমাণস্বরূপ জানিবে। অনন্তর উক্ত

কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্ম-বিদো বিদুরিতি। কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুত্থিতং ন যত্র সূর্য্যো ভাতীতি। যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধস্তেজো-ধাতাবেবাস্মিন্নবকল্পতে সূর্য্য ইবেতরেষাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রাহভানং স এব তেজোধাতুরন্যো ন সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্। ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং ভানপ্রতিষেধোঽবকল্পতে যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতি-ষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ-ত্বাৎ যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ॥ ২২॥

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিষ্কল ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃস্বরূপ। যদি তিনি জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাত্মতেজ সূর্য্যাদিতেজের প্রকা-শক নহে, ইহাতে এই কল্পনা করা যায় যে, সূর্য্য যেমন ইতর জ্যোতিষ্ক-গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে; অতএব ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অন্য তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে। আর ব্রহ্মেতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিষেধ কল্পনা করা যায়, যেহেতু যে সকল উপলাভ করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অন্য জ্যোতিদ্বারা উপলাভ করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি যাবতীয় তেজস্বপদার্থই ব্রহ্মতেজদ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। আর ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব্ব-প্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন॥ ২২॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু। "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" ইতি। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" ইতি চ॥ ২৩॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রূয়তে তথা অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ ইতি চ। তত্র যোঽয়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে স কিং বিজ্ঞানাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাদ্বিজ্ঞানাত্মেতি তাবৎপ্রাপ্তম্। ন হ্যনন্তায়ামবিস্তারস্য পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

---

এই জগৎ প্রাজ্ঞ আত্মারই স্বরূপ, ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি, ইহারা কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছ, ইহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রাজ্ঞ আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না॥ ২৩।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। আর উক্ত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ নির্ধূমজ্যোতির্ম্ময়, তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের ঈশ্বর এবং তিনি সকলের আদ্য। এই যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা? কিম্বা পরমাত্মা? এইরূপ সংশয় হইতেছে। এই স্থলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার দৈর্ঘ ও বিস্তার অনন্ত; সুতরাং তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে

কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুরিতি। কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুত্থিতং ন যত্র সূর্য্যো ভাতীতি। যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধস্তেজোধাত্বাবেবাস্মিন্নবকল্পতে সূর্য্য ইবেতরেষাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রানুভানং স এব তেজোধাতুরন্যো ন সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্। ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং ভানপ্রতিষেধোঽবকল্পতে যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতিষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপত্বাৎ যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ২২ ॥

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিষ্কল ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃস্বরূপ। যদি তিনি জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাত্মতেজ সূর্য্যাদিতেজের প্রকাশক নহে, ইহাতে এই কল্পনা করা যায় যে, সূর্য্য যেমন ইতর জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে; অতএব ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অন্য তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে। আর ব্রহ্মেতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিষেধ কল্পনা করা যায়, যেহেতু যে সকল উপলব্ধ করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অন্য জ্যোতিদ্বারা উপলাভ করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি যাবতীয় তেজস্পদার্থই ব্রহ্মতেজদ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। আর ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন ॥ ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু। "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" ইতি। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রূয়তে তথা অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ ইতি চ। তত্র যোঽয়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে স কিং বিজ্ঞানাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাদ্বিজ্ঞানাত্মেতি তাবৎপ্রাপ্তম্। ন হ্যনন্তায়ামবিস্তারস্য পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

---

এই জগৎ প্রাজ্ঞ আত্মারই স্বরূপ, ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি, ইহারা কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছ, ইহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রাজ্ঞ আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না ॥ ২৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। আর উক্ত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ নির্ধূমজ্যোতির্ম্ময়, তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের ঈশ্বর এবং তিনি সকলের আদ্য। এই যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা? কিম্বা পরমাত্মা? এইরূপ সংশয় হইতেছে। এই স্থলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার দৈর্ঘ ও বিস্তার অনন্ত; সুতরাং তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

দিশ্যতে। বিজ্ঞানাত্মনস্তূপাধিমত্ত্বাৎ সম্ভবতি কয়াচিৎ কল্পনয়াঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং স্মৃতেশ্চ—"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশঙ্গতম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥" ইতি। নহি পরমেশ্বরো বলাদ্যমেন নিষ্ক্রষ্টুং শক্যঃ তেন তত্র সংসার্য্যঙ্গুষ্ঠমাত্রো নিশ্চিতঃ স এবেহাপীত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ শব্দাৎ ঈশানো ভূতভব্যস্যেতি। ন হ্যন্যঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতভব্যস্য নিরঙ্কুশমীশিতা এতদ্বৈতদিতি চ। প্রকৃতং পৃষ্টমিহানুসন্দধাতি এতদ্বৈতৎ যৎপৃষ্টং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। পৃষ্টঞ্চেহ ব্রহ্ম "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ" ইতি। শব্দাদেবেতি অভিধানশ্রুতেরেবেশান ইতি পরমেশ্বরোঽবগম্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৪॥

কথং পুনঃ সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র ব্রূমঃ।

না। বিজ্ঞানাত্মা উপাধিমান; অতএব কোন কল্পনাদ্বারা তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ সম্ভব হয়। স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শরীরে পাশবদ্ধ হইয়া বশীভূত আছেন, যম বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ করে।" যম কখনও বলপ্রয়োগদ্বারা পরমেশ্বরকে আকর্ষণ করিতে পারে না, অতএব সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সংসারী, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট পুরুষ হইতেছেন। যেহেতু তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশ্বর, এইরূপ শব্দশ্রুতি আছে। পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই ভূতভব্য পদার্থের নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে পারে না। আর "এতদ্বৈতৎ" অর্থাৎ উক্ত ঈশ্বরই তোমার পৃষ্ট, ইত্যাদিশ্রুতিও পরমাত্মবিষয়ক। বাস্তবিক "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাচ্চ যত্তপশ্যসি তদ্বদ" ইত্যাদি শব্দপ্রমাণে পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়া জানা যাইতেছে॥ ২৪।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এইরূপ

সর্ব্বগতস্যাপি পরমাত্মনো হৃদয়েঽবস্থানমপেক্ষ্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমিদমুচ্যতে আকাশস্যেব বংশপর্ব্বাপেক্ষমরত্নিমাত্রত্বম্। ন হ্যঞ্জসাতিমাত্রস্যৈব পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। ন চান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমর্হতি ঈশানশব্দাদিভ্য ইত্যুক্তম্। নমু প্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানামনবস্থিতত্বাত্ত-দপেক্ষমপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ্যতে মনুষ্যাধিকারত্বা-দিতি। শাস্ত্রং হ্যবিশেষপ্রবৃত্তমপি মনুষ্যানেবাধিকরোতি শক্তত্বাদর্থিত্বা-দপর্য্যদস্তত্বাদুপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্চেতি। বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে মনুষ্যা ণাঞ্চ নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ ঔচিত্যেন নিয়তপরিমাণমেব চৈষামঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ম্। অতো মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য মনুষ্যহৃদয়াবস্থানাপেক্ষমঙ্গুষ্ঠ-

---

আশঙ্কা হইতেছে যে, যিনি সর্ব্বগত পরমাত্মা, তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সর্ব্বগত পরমাত্মার হৃদয়ে অবস্থানাপেক্ষায় তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা যায়। যেমন অনন্ত আকাশকে ঘটাবস্থানহেতু ঘটাকাশ বলা যায়, সেইরূপ হৃদয়া-বস্থানাপেক্ষায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে। যেমন একখণ্ড বংশ লইয়া এক অরত্নি (এক হস্তের কিঞ্চিৎ ন্যূন) পরিমাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ হয়। বাস্তবিক অতি-মাত্র পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন হয় না এবং পরমাত্মার অন্য কাহাকেও এইস্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু ঈশান শব্দাদি দ্বারা পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, পর-মাত্মা প্রতিব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থিতি করেন না, তবে "হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় তাঁহার আঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ" ইহা উপপন্ন হইতে পারে না, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র সকল অবিশেষে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে মনুষ্যগণে-রই অধিকার হয়, যেহেতু শাস্ত্রার্থ প্রতিপালনে মনুষ্যেরই শক্তি আছে, মনুষ্যই তাহার অর্থী, ও মনুষ্যই শাস্ত্রার্থে অপর্য্যদস্ত। অধিকারলক্ষণে ইহা বিশেষ বিবৃত হইয়াছে, মনুষ্যের নিয়ত পরিমাণই শরীর, ইহাদিগের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠমাত্র, ইহাই উচিত পরিমাণ, অতএব শাস্ত্রে মনুষ্যাধিকারিত্ব প্রযুক্ত মনুষ্য হৃদয়াবস্থানাপেক্ষ পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

মাত্রত্বমুপপন্নং পরমাত্মনঃ। যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ সংসার্য্যেবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ প্রত্যেতব্য ইতি তৎ প্রত্যুচ্যতে স আত্মা তত্ত্বমসীত্যাদিবৎ সংসারিণ এব সতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য ব্রহ্মত্বমিদমুপদিশ্যত ইতি। দ্বিরূপা হি বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃত্তিঃ ক্বচিৎ পরমাত্মস্বরূপনিরূপণপরা ক্বচিদ্বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকত্বোপদেশপরা। তদত্র বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনৈকত্বমুপদিশ্যতে নাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং কস্যচিৎ। এতমেবার্থং পরেণ স্পষ্টীকরিষ্যতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ২৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতির্ম্মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষামনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্যেত্যুক্তং তৎপ্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে। বাঢ়ং মনুষ্যানধিকরোতি শাস্ত্রং ন তু মনুষ্যানেবেতীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোঽস্তি তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদ্যে দেবাদয়স্তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্রমিতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে কস্মাৎ সম্ভবাৎ।

হইল। আর যে উক্ত হইয়াছে, পরিমাণোপদেশবশত এবং স্মৃতিপ্রমাণ হেতু সংসারী আত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়া জানা যাইতেছে, ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে, সেই আত্মার "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হয়। বাস্তবিক বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, অর্থাৎ বেদান্তের কোন অংশে পরমাত্মস্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে, কোন অংশে বিজ্ঞানাত্মার পরমাত্মৈকত্ব উপদেশ আছে, অতএব এ স্থলে বিজ্ঞানাত্মারই পরমাত্মরূপে একত্ব উপদিষ্ট হয়, কাহারও অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব উপদিষ্ট হয় নাই, এই বিষয় পরে বিশেষ রূপে স্পষ্ট করিবেন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ে নিবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রের মনুষ্যাধিকারপ্রযুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র শ্রুতি হৃদয়াবস্থান অপেক্ষা করে, তাহার প্রসঙ্গে ইহা বলা যায় যে, শাস্ত্র যে মনুষ্যদিগকে অধিকার করে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান

সম্ভবতি হি তেষামপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্। তত্রার্থিত্বং তাবন্মোক্ষবিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি বিকারবিষয়বিভূত্যনিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্। তথা সামর্থ্যমপি তেষাং সম্ভবতি মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ। ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিষেধোঽস্তি ন চোপনয়নাদিশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবর্ত্তিতঃ। উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ তেষাঞ্চ স্বয়ং প্রতিভাতবেদত্বাৎ অপি চৈষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্য্যাদি দর্শয়তি একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেত্যাদি। যদপি কর্ম্মস্বনধিকারকারণমুক্তং ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ ন ঋষীণামার্ষেয়ান্তরাভাবাদিতি ন তদ্বিদ্যাস্বস্তি। ন হীন্দ্রাদীনাং বিদ্যাস্বধিক্রিয়মাণানামিন্দ্রাদ্যুদ্দেশেন কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি ন চ ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদি-

---

হইলে উক্ত নিয়ম থাকে না, বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, সেই মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ যে দেবাদি তাহাদিগকেও শাস্ত্র অধিকার করে। যেহেতু দেবাদিরও অর্থিত্বাদি অধিকারকারণ আছে। এই স্থলে মোক্ষই প্রার্থনীয়, তাহা দেবাদিরও সম্ভব আছে। বিকারবিষয় ঐশ্বর্য্যের অনিত্যত্ব পর্য্যালোচনাদ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে। আর মন্ত্রার্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ ও লোক প্রসিদ্ধিহেতু দেবগণের শরীরবত্তাবগমপ্রযুক্ত দেবগণেরও সামর্থ্য আছে এবং তাহাদিগের কোন প্রতিষেধ নাই। আর উপনয়নশাস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের অধিকারনিবৃত্ত হয় নাই। যেহেতু বেদাধ্যয়নই উপনয়নের প্রয়োজন, কিন্তু দেবগণের বেদজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ জানা যায়, পরন্ত বিদ্যাগ্রহণার্থেই দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য দর্শন আছে, অর্থাৎ ইন্দ্র একশত বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন এবং বরুণতনয় ভৃগু আপন পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন, ইত্যাদি শ্রুতিতে দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য উক্ত আছে। আর যে অনধিকারকারণ উক্ত আছে, তাহাও দেবতাদিগের কারণ, দেবতার অন্যদেবতা নাই এবং ঋষিগণের অন্য ঋষি নাই, আর বিদ্যাতেও তাহা কিছুই নাই, বিদ্যাতে অধিকারী ইন্দ্রাদির উদ্দেশে

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

সগোত্রতয়া তস্মাদ্দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকারঃ কেন বার্য্যতে। দেবাদ্যধিকারেঽপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ স্বাঙ্গুষ্ঠাপেক্ষয়া ন বিরুধ্যতে ॥ ২৬ ॥

স্যাদেতৎ যদি বিগ্রহবত্ত্বাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাস্বধিকারো বর্ণ্যেত বিগ্রহবত্ত্বাৎ ঋত্বিগাদিবৎ ইন্দ্রাদীনামপি স্বরূপসন্নিধানেন কর্ম্মাঙ্গভাবোঽভ্যুপগম্যেত তদা চ বিরোধঃ কর্ম্মণি স্যাৎ ন হীন্দ্রাদীনাং স্বরূপসন্নিধানেন যাগেঽঙ্গভাবো দৃশ্যতে ন চ সম্ভবতি। বহুষু যোগেষু যুগপদেকস্যেন্দ্রস্য স্বরূপসন্নিধানানুপপত্তেরিতি চেৎ নায়মস্তিবিরোধঃ কস্মাদনেকপ্রতিপত্তেঃ। একস্যাপি দেবতাত্মনো যুগপদনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি। কথমেতদবগম্যতে দর্শনাৎ। তথা হি কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি নিরুচ্য কতমে তে ইত্যস্যাং পৃচ্ছায়াং মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি ব্রুবতী শ্রুতি-

---

কোন কার্য্যই নাই এবং ভৃগুপ্রভৃতির ভৃগুপ্রভৃতি সগোত্রতাহেতু কোন কার্য্য হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রাদির বিদ্যাধিকারকে কে বারণ করিতে পারে; সুতরাং দেবাদির অধিকারে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শ্রুতি আঙ্গুষ্ঠাপেক্ষায় বিরুদ্ধ হয় না॥ ২৬॥

যদি শরীরবত্তাদি স্বীকার করিয়া দেবাদির শরীরবত্তাহেতু বিদ্যাতে অধিকার বর্ণিত হইল এবং ঋত্বিগাদির ন্যায় ইন্দ্রাদিরও স্বরূপসন্নিধানহেতু কর্ম্মাঙ্গভাব স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে কর্ম্মেতে বিরোধ ঘটিয়া উঠে, ইন্দ্রাদির স্বরূপ সন্নিধানহেতু যাগের অঙ্গ বলিয়া দৃষ্ট হয়, ইহা সম্ভব হয় না, বহুযাগেতে একদা এক ইন্দ্রের স্বরূপ সন্নিধান অসম্ভব হইতেছে; সুতরাং বিরোধ হয়, ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে বিরোধ হয় না। যেহেতু অনেক প্রতিপত্তি আছে, অর্থাৎ এক দেবতারও একদা অনেক স্বরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব দেখা যায়। দেবতার সংখ্যা কত? এই উপক্রমে শ্রুতিতে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা বলিয়া এক দেবতার একদা অনেকস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্য শ্রুতিও দেবতার অনেক রূপতা

রেকৈকস্য দেবতাত্মনো যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথা ত্রয়স্ত্রিংশ-তোঽপি ষড়াদ্যন্তর্ভাবক্রমেণ কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি প্রাণৈক-রূপতাং দেবানাং দর্শয়ন্তী তস্যৈবৈকস্য প্রাণস্য যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথা স্মৃতিরপি—"আত্মনো বৈ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ। কুর্য্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীঞ্চরেৎ॥ প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রন্তপশ্চরেৎ। সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণা-নিব॥" ইত্যেবং জাতীয়িকা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনামপি যুগ-পদনেকশরীরযোগং দর্শয়তিকিমু বক্তব্যমাজানসিদ্ধানাং দেবানাম্। অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাচ্চৈকৈকা দেবতা বহুভী রূপৈরাত্মানং প্রবি-ভজ্য বহুষু যোগেষু যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি পরৈশ্চ ন দৃশ্যতেঽন্তর্ধানাদি-শক্তিযোগাদিত্যুপপদ্যতে। অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ইত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা। বিগ্রহবতামপি কর্ম্মাঙ্গভাবচোদনাস্বনেকা প্রতিপত্তির্দৃশ্যতে। কচি-

---

প্রদর্শন করিয়া একদা এক প্রাণের অনেক রূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যোগীরা আত্মাকে বহু সহস্ররূপ করিতে পারেন এবং তাঁহারা যথোচিত বল পাইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বিষয়ী হয়, কেহ বা উগ্রতপস্যা করে, পুনর্ব্বার সেই সকল সংক্ষেপ করিয়া থাকে। সূর্য্য যেমন রশ্মিসকল বিস্তৃত করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, সেইরূপ যোগীরা আত্মাকে বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইত্যাদিরূপে যোগীরা যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইয়া একদা অনেক শরীরযোগ করেন, তাহা দর্শিত আছে। যোগী-রাও যখন এইরূপে একদা বহু শরীরযোগ করিতে পারেন, তখন সিদ্ধ দেবগণের উক্ত বিষয়ে সংশয় কি? অতএব দেবতাদিগের অনেক রূপ প্রতিপত্তি সম্ভবহেতু এক এক দেবতাও বহুরূপে আত্মাকে বিভাগ করিয়া একদা বহু যাগের অঙ্গীভূত হইতে পারেন। তাহাদিগের অন্তর্ধানশক্তি-যোগ আছে বলিয়া অপরে ইহা দেখিতে পায় না, অথবা শরীরধারী দেবতাদিগের কর্ম্মাঙ্গভাববিষয়ে অনেক প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। কোন এক শরীরবান্ একদা অনেক যাগের অঙ্গ হইতে পারে না। যেমন একদা

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

দেকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি যথা বহুভির্ভোজয়ন্তিভির্নৈকো ব্রাহ্মণো যুগপদ্ভোজ্যতে। ক্বচিচ্চৈকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি। যথা বহুভির্নমস্কুর্ব্বাণৈরেকো ব্রাহ্মণোযুগপন্নমস্ক্রিয়তে তদ্বদিহোদ্দেশপরিত্যাগাত্মকত্বাদ্‌যাগস্য বিগ্রহবতীমপ্যেকাং দেবতামুদ্দিশ্য বহবঃ স্বং স্বং দ্রব্যং যুগপৎপরিত্যক্ষ্যন্তীতি বিগ্রহবত্ত্বেঽপি দেবানাং ন কিঞ্চিৎকর্ম্মণি বিরুধ্যতে ॥ ২৭ ॥

মা নাম বিগ্রহবত্ত্বে দেবাদীনামভ্যুপগম্যমানে কর্ম্মণি কচিদ্বিরোধঃ প্রাসঞ্জি শব্দে তু বিরোধঃ প্রসজ্যেত কথং ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্যানপেক্ষত্বাদিতি বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্। ইদানীন্তু বিগ্রহবতী দেবতাভ্যুপগম্যমানা যদ্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্‌যুগপদনেককর্ম্মসম্বন্ধীনি হবীংষি ভুঞ্জীত তথাপি বিগ্রহযোগাদস্মদাদিবজ্জননমরণবতী সেতি

অনেকে ভোজন করাইলে এক ব্যক্তি তাহা একদা ভোজন করিতে পারে না, সেইরূপ এক শরীরবান্ ব্যক্তি কথনও একদা অনেক যাগের অঙ্গ হইতে পারে না। বাস্তবিক যেমন একদাই একজনকে অনেকে নমস্কার করিলে সেই এক ব্যক্তি একদা অনেকের নমস্য হইতে পারে, সেইরূপ এইস্থলেও অবিরোধ হয়, অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া দ্রব্য পরিত্যাগ করিলেই যাগ হয়; সুতরাং শরীরবান্ এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া অনেকেই আপন আপন অভিলষিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পারে, অতএব দেবগণের শরীরসত্ত্বেও কর্ম্মেতে কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ ॥

দেবতাদিগের শরীরবত্তা স্বীকার করিলেও কর্ম্মেতে কোন বিরোধ হয় না বরং শব্দেতেই বিরোধপ্রসঙ্গ হয়, তবে কিরূপে অর্থের সহিত শব্দের ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া অনপেক্ষত্বহেতু বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইল, এইক্ষণ দেবতারা শরীরবান্ ইহাই স্বীকার করা যায় এবং তাঁহারা যদি ঐশ্বর্য্যযোগহেতু একদা অনেক কর্ম্মসম্বন্ধী দেবতা যজ্ঞীয়হবিঃ ভোজন করেন বটে, তথাপি শরীরযোগহেতু অস্মদাদির ন্যায় তাঁহারাও

নিত্যস্য শব্দস্যানিত্যেনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রতীয়মানে যদ্বৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যং স্থিতং তস্য বিরোধঃ স্যাদিতি চেন্নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ কস্মাৎ অতঃ প্রভবাৎ। অতএব হি বৈদিকাচ্ছব্দাদ্দেবাদিকজ্জগৎ প্রভবতি। নন্বু জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতোঽবধারিতং কথমিহ শব্দ-প্রভবত্বমুচ্যতে। অপি চ যদি নাম বৈদিকাচ্ছব্দাদস্য প্রভবোঽভ্যুপগতঃ কথমেতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ যাবতা বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বে দেবা মরুত ইত্যেতেঽর্থা অনিত্যা এবোৎপত্তিমত্ত্বাৎ তদনিত্যত্বে চ তদ্বা-চিনাং বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানামনিত্যত্বং কেন নিবার্য্যতে। প্রসিদ্ধং হি লোকে দেবদত্তস্য পুত্রে উৎপন্নে যজ্ঞদত্ত ইতি তস্য নাম ক্রিয়তে ইতি। তস্মাদ্বিরোধ এব শব্দ ইতি চেন্ন গবাদিশব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বদর্শনাৎ। নহি গবাদিব্যক্তীনামুৎপত্তিমত্ত্বে তদাকৃতীনামপ্যুৎপত্তিমত্ত্বং স্যাৎ দ্রব্যগুণ-কর্ম্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যন্তে নাকৃতয়ঃ। আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং

জননমরণশালী। অতএব অনিত্য অর্থের সহিত নিত্যশব্দের নিত্যসম্বন্ধ প্রতীয়মান হইলেও বৈদিকশব্দের যে প্রামাণ্যস্থিত আছে, তাহার বিরোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক বিরোধ হয় না, যেহেতু এই বৈদিকশব্দ হইতেই দেবাদি জগতের সম্ভব হয়। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি অবধারিত আছে, তবে কিরূপে জগতের শব্দপ্রভবত্ব বলা যাইতে পারে? আর যদিও বৈদিক-শব্দ হইতে জগতের প্রভব স্বীকার হইয়াছে, তবে আর কিরূপে এই বিরোধ শব্দে পরিহৃত হইতে পারে, যেহেতু বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বগণ ও মরুদ্গণ ইহারা সকলই উৎপত্তিশালিত্বপ্রযুক্ত অনিত্য এবং যদি ইহারা অনিত্য হইল, তবে তাহাদিগের বাচক বৈদিক বসুপ্রভৃতি শব্দের অনিত্যতা কে বারণ করিতে পারে? লোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, দেবদত্তের পুত্র উৎপন্ন হইলেই যজ্ঞদত্ত বলিয়া তাহার নামকরণ করা যায়, অতএব শব্দেই বিরোধ হয়, তাহা নহে, যেহেতু গবাদিশব্দের অর্থসম্বন্ধের নিত্যত্বদর্শন আছে, গবাদি ব্যক্তির উৎপত্তিশালী হইলেও তদাকৃতীর উৎপত্তিমত্তা স্বীকার করা যায় না। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম

সম্বন্ধো ন ব্যক্তিভিঃ। ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সম্বন্ধগ্রহণানুপপত্তেঃ ব্যক্তিষূৎপদ্যমানাস্বপ্যাকৃতীনাং নিত্যত্বান্ন গবাদিশব্দেষু কশ্চিদ্বিরোধো দৃশ্যতে। তথা দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেঽপি আকৃতিনিত্যত্বান্ন কশ্চিদ্বস্বাদিশব্দেষু বিরোধ ইতি দ্রষ্টব্যম্। আকৃতিবিশেষস্তু দেবাদীনাং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদবগন্তব্যঃ। স্থানবিশেষসম্বন্ধনিমিত্তাশ্চেন্দ্রাদিশব্দাঃ সেনাপত্যাদিশব্দবৎ। ততশ্চ যো যস্তত্তৎস্থানমধিতিষ্ঠতি স স ইন্দ্রাদিশব্দৈরভিধীয়তে ইতি ন দোষো ভবতি। ন চেদং শব্দপ্রভবত্বং ব্রহ্মপ্রভবত্ববদুপাদানকারণত্বাভিপ্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি স্থিতিবাচকাত্মনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি শব্দব্যবহারযোগ্যার্থব্যক্তিনিষ্পত্তিরতঃ প্রভব ইত্যুচ্যতে। কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। প্রত্যক্ষং হি শ্রুতিঃ প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিঃ প্রামাণ্যং প্রতিসাপেক্ষত্বাৎ। তে হি শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিং দর্শ-

---

ইহাদিগের ব্যক্তিই উৎপত্তিশালী আকৃতির উৎপত্তি নাই। আকৃতির সহিতই শব্দের সম্বন্ধ হয়, ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ হয় না, যেহেতু ব্যক্তি অনন্ত, অতএব তাহার সম্বন্ধগ্রহণের উৎপত্তি নাই, ব্যক্তি সকলের উৎপত্তি হইলেও আকৃতি সকলের নিত্যতাহেতু গবাদিশব্দে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না এবং দেবাদি ব্যক্তির প্রভব স্বীকার করিলে আকৃতির নিত্যতাহেতু বসুপ্রভৃতি শব্দে কোন বিরোধ নাই, ইহাই দেখা যায়, দেবাদির যে আকৃতি শেষে উক্ত আছে, তাহাও মন্ত্রার্থবাদাদিহেতু শরীরবত্তাদির অবগমে জানা যায়, সেনাপত্যাদিশব্দের ন্যায় ইন্দ্রাদিশব্দও স্থান এবং সম্বন্ধবিশেষ নিমিত্ত জানিবে। যে যে সেই স্থানে, অর্থাৎ অমরাবতীতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকেই ইন্দ্র বলা যায়, অতএব কোন দোষ হইতে পারে না, যেমন উপাদানকারণাভিপ্রায়ে ব্রহ্মপ্রভবত্ব বলা যায়, শব্দপ্রভবত্ব সেইরূপ নহে, তবে কিরূপে স্থিতিবাচকরূপে নিত্যশব্দে এবং শব্দব্যবহারযোগ্য অর্থনিষ্পত্তি হয়, অতএবই "প্রভব" এই কথা বলা যায়, শব্দ হইতে জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষও অনুমানদ্বারা উক্তার্থ প্রতীয়মান হয়। প্রামাণ্যানপেক্ষপ্রযুক্ত শ্রুতিই প্রত্যক্ষ

য়তঃ। এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃং স্তিরঃপবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভি-সৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ। তথান্যত্রাপি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদিত্যাদিনা তত্র তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে। স্মৃতিরপি—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" ইতি। উৎসর্গোঽপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনা-ত্মকো দ্রষ্টব্যঃ অনাদিনিধনায়া অন্যাদৃশস্যোৎসর্গস্যাসম্ভবাৎ। তথা—"নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥" ইতি। "সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥" ইতি চ। অপি চ চিকী-র্ষিতমর্থমনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং পূর্ব্বং স্মৃত্বা পশ্চাত্তমর্থমনুতিষ্ঠতীতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমেতৎ। তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্ব্বভূবুঃ পশ্চাত্তদনুগতানর্থান্ সসর্জ্জেতি

এবং প্রামাণ্যাপেক্ষপ্রবৃক্ত স্মৃতিই অনুমান। উক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই উভয়ই শব্দপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রদর্শন করিতেছেন। "এত ইতি বৈ প্রজা-পতি দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃং স্থিরঃ পবিত্রমি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভি সৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ" এবং "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে শব্দপূর্ব্বক সৃষ্টি শ্রুত আছে। স্মৃতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, ব্রহ্মা আদিতে অনাদি, অনন্ত, নিত্য, দিব্য, বেদময়ী বাক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বাক্য হইতেই সকল জগৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সৃষ্টি বাকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মক জানিবে। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, নাম, রূপ ও ভূত এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তন এই সকলই মহেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদবাক্য হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আর সকলেরই নাম, রূপ ও কর্ম্ম এই সমুদায় তিনি বেদবাক্য হইতে সৃষ্টির প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মাণ করেন। আর দেখ,—চিকীর্ষিত অর্থ অনুষ্ঠানকরত পূর্ব্বে তদ্বাচকশব্দ স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ সেই অর্থানুষ্ঠান করে, ইহা আমাদিগের সকলেরই প্রত্যক্ষ আছে

গম্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ স ভূরিতি ব্যাহরন্ স ভূমিমসৃজতেত্যেবমাদিকা ভূরাদিশব্দেভ্য এব মনসি প্রাদুর্ভূতেভ্যো ভূরাদীন্ লোকান্ প্রাদুর্ভূতান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি। কিমাত্মকং পুনঃ শব্দমভিপ্রেত্যেদং শব্দপ্রভবত্বমুচ্যতে স্ফোটমিত্যাহ। বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বান্নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যনুপপন্নং স্যাৎ। উৎপন্নপ্রধ্বংসিনশ্চ বর্ণাঃ প্রত্যুচ্চারণমন্যথা চান্যথা চ প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হ্যদৃশ্যমানোঽপি পুরুষবিশেষোঽধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব বিশেষতো নির্ধার্য্যতে দেবদত্তোঽয়মধীতে যজ্ঞদত্তোঽয়মধীতে ইতি। নচায়ং বর্ণবিষয়োঽন্যথাত্বপ্রত্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানং বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ। ন চ বর্ণেভ্যোঽর্থাবগতির্যুক্তা ন হ্যেকৈকো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ব্যভিচারাৎ। ন চ বর্ণসমুদায়প্রত্যয়োঽস্তি ক্রমবত্ত্বাদ্বর্ণানাম্। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কার-

---

এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিরও মনেতে বৈদিকশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, পরে প্রজাপতি সেই শব্দানুযায়ী সকল পদার্থ সৃষ্টি করেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে, প্রজাপতি "ভূঃ" এই শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইরূপে প্রজাপতির মনে ভূরাদিশব্দ প্রাদুর্ভূত হইলে ভূরাদি সকল লোকের সৃষ্টি প্রদর্শিত আছে। কিরূপ শব্দ অভিপ্রায় করিয়া এই শব্দপ্রভবত্ব কথিত হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, স্ফোটশব্দই এই স্থলে অভিপ্রেত, বর্ণপক্ষে বর্ণের উৎপন্ন প্রধ্বংসিত্বপ্রযুক্ত নিত্যশব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, ইহা অনুপপন্ন হয়, বর্ণ সকলই উৎপন্ন ও ধ্বংসশালী, যেহেতু তাহাদিগের প্রতি উচ্চারণেই পৃথক্ পৃথক্ আকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কোন পুরুষ অধ্যয়ন করিতেছে, এমন সময় সে অদৃশ্যমান হইলেও তাহার অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণে প্রতীয়মান হয় যে, দেবদত্ত অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু বাধকাভাবপ্রযুক্ত এই বর্ণবিষয়ক অন্যথাত্ব প্রত্যয় মিথ্যাজ্ঞান নহে এবং বর্ণ হইতে অর্থাবগতি হয় না, ব্যভিচারহেতু এক এক বর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মাইতে পারে না বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত নহে, কারণ সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষী শব্দ স্বয়ং প্রতীয়মান হইয়া ধূমাদির ন্যায় অর্থপ্রতীতি করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব

সহিতোঽন্ত্যো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি যদ্যুচ্যেত তন্ন সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ধূমাদিবৎ ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতস্যান্ত্যবর্ণস্য প্রতীতিরস্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কারাণাম্। কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোঽন্ত্যবর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি চেন্ন সংস্কারকার্য্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ তস্মাৎ স্ফোট এব শব্দঃ স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজেঽন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িন্যেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেকপ্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বান্নিত্যত্বং ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ। তস্মান্নিত্যাচ্ছব্দাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফললক্ষণং জগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি। বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ননূৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং তন্ন তএবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষ্বিবেতি চেন্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্ত-

---

পূর্ব্ব বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণের প্রতীতি হয় না, যেহেতু সংস্কারের প্রত্যক্ষ নাই। আর যদি বল, কার্য্যদ্বারা অনুমিত সংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মায়, ইহা নহে, যেহেতু সংস্কারের কার্য্য স্মরণের ক্রমবর্ত্তিত্ব আছে, অতএব স্ফোট শব্দই সকলের কারণ, সেই শব্দও এক এক বর্ণের প্রত্যয়জন্য সংস্কারের বীজভূত অন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিত পরিপাক প্রতীতির জনক হইলে একপ্রতীতিবিষয়তাপ্রযুক্ত ঝটিতি প্রকাশ পায়। আর একত্বপ্রত্যয় বর্ণকে বিষয় করে না, কারণ বর্ণ অনেক; সুতরাং তাহাতে একত্ব প্রতীতির বিষয় নাই, তাহার উচ্চারণের প্রতি প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া তাহার নিত্যত্ব হইয়া থাকে, যেহেতু ভেদপ্রতীতি বর্ণবিষয়ক; অতএব জগতের অভিধায়ক ও নিত্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ হইতেই অভিধেয়ভূত ক্রিয়াকারকলক্ষণ এই জগৎ উৎপন্ন হয়। আর বর্ণের যে উৎপত্তি ও ধ্বংস উক্ত হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত নহে, কারণ "সেই এই বর্ণ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয়, ইহাতে যদি বল, সেই "এই কেশ" ইত্যাদি স্থলে যেমন তৎসজাতীয় কেশ, এইরূপ প্রত্য-

রেণ বাধানুপপত্তেঃ। প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ ন ব্যক্তি-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্যা অন্যা বর্ণ-ব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরং তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানং স্যাৎ। নত্বেতদস্তি বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। দ্বির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিঃ ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি। ননু বর্ণা অপ্যুচ্চারণ-ভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদ-প্রতীতেরিত্যুক্তম্। অত্রাভিধীয়তে সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভি-জ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যঙ্গ্যত্বাদ্বর্ণানামভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যনিমিত্তোঽয়ং বর্ণ-বিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ। অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদ-বাদিনাপি প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ। তাসু চ পরো-পাধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগন্তব্য তদ্বরং বর্ণব্যক্তিষেব পরোপাধিকো

ভিজ্ঞান হয়, সেইরূপ "সেই এই বর্ণ" এই স্থলেও সাজাত্য অবলম্বন করিয়া তৎসজাতীয় বর্ণ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু প্রমাণান্তরে প্রত্যভিজ্ঞানের বাধা নাই। তথাপি যদি বলি, আকৃতি নিমিত্তই প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহাও নহে, যেহেতু ব্যক্তিরও প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। যদি উচ্চারণের প্রতি গবাদি ব্যক্তির ন্যায় অন্য বর্ণ ব্যক্তির প্রতীতি হয়, তবেই আকৃতিনিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাই, উচ্চারণের প্রতি বর্ণ ব্যক্তিরই প্রত্যভি-জ্ঞান হইয়া থাকে, "গো গো" এইরূপ দুইবার উচ্চারণ করিলে গোশব্দ দুইবার উচ্চারিত হইল, ইহাই জানা যায়, কিন্তু ইহাতে দুইটি গোশব্দ হয় না। আর বর্ণ সকলই উচ্চারণভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণেই ভেদপ্রতীতি উক্ত আছে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, বর্ণবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান নিশ্চয় হইলে সংযোগ-বিভাগের ব্যঙ্গতাবশতই বর্ণ সকলের অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র্যনিমিত্ত বর্ণবিষ-য়ক বৈচিত্র হয়, উহা স্বরূপনিমিত্তক নহে। আর বর্ণব্যক্তিভেদবাদীরা প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত বর্ণের আকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই সকল কল্পনাতেও পরোপাধিক ভেদপ্রতীতি হয়, ইহাও স্বীকার্য্য, বাস্তবিক

ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি কল্পনা লাঘবম্। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্য বাধকঃ প্রত্যয়ো যৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদনেকরূপঃ স্যাৎ উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ নিরনুনাসিকশ্চ ইতি। অথবা ধ্বনিকৃতোঽয়ং প্রত্যয়ভেদো ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ। কঃ পুনরিদং ধ্বনির্নাম যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি তন্নিবন্ধনাশ্চোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সালম্বনা উদাত্তাদিপ্রত্যয়া ভবিষ্যন্তি ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃতা উদাত্তাদিভেদাঃ কল্প্যেরন্। সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষাৎ ন তদাশ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষ্বধ্যবসিতুং শক্যন্ত ইত্যতো নিরালম্বনা এবৈতে

ইহাতে গৌরব হয়, কিন্তু বর্ণ ব্যক্তিতে পরোপাধিক ভেদপ্রতীতি এবং প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ কল্পনাতে লাঘব আছে। পরন্তু এই যে প্রত্যভিজ্ঞান, তাহাই বর্ণবিষয়ক ভেদপ্রতীতির বাধক, তবে কিরূপে এককালে অনেকে উচ্চারণ করিলে একই গকার একদা অনেকরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, সানুনাসিক ও নিরনুনাসিকভেদে অনেক প্রকার উচ্চারণ হয়, অথবা এইরূপ প্রতীতিভেদ ব্যক্তিকৃত, বর্ণকৃত নহে, অতএব কোন দোষ নাই। এইক্ষণ ধ্বনি কি? এই আশঙ্কায় ধ্বনিস্বরূপ বলিতেছেন।—যখন দূর হইতে শ্রবণ করে, তখন বর্ণবিবেক হয় না, কিন্তু যাহা কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, তাহাই ধ্বনি। নিকটস্থ হইয়া শুনিলে মন্দত্ব পটুত্বাদিভেদ কর্ণে আসক্ত হয় এবং তন্নিবন্ধনই উদাত্তাদি বিশেষ গুণ, উহা বর্ণস্বরূপনিবন্ধন নহে। যেহেতু বর্ণের প্রতি উচ্চারণেরই প্রত্যভিজ্ঞান হয়। এইরূপ হইলে উদাত্তাদি প্রতীতি সালম্বন হয়, অন্যথা প্রত্যভিজ্ঞায়মান বর্ণের নির্ভেদহেতু সংযোগ বিভাগকৃত উদাত্তাদিভেদ কল্পনা করিতে হয়। সংযোগবিভাগের অপ্রত্যক্ষতাপ্রযুক্ত তদাশ্রয় কোন বিশেষ বর্ণেতে কল্পনা করা যায় না, এই

৩২

উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্যুঃ। অপিচ নৈবৈতদভিনিবেষ্টব্যমুদাত্তাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং ভেদো ভবেদিতি। ন হ্যন্যস্য ভেদেনান্য-স্যাভিদ্যমানস্য ভেদো ভবিতুমর্হতি। নহি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে। বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনানর্থিকা। ন কল্প-য়াম্যহং স্ফোটং প্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি। একৈকবর্ণগ্রহণাহিত-সংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাদিতি চেৎ ন অস্যা অপি বুদ্ধে-র্বর্ণবিষয়ত্বাৎ একৈকবর্ণগ্রহণোত্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধির্গৌরিতি সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থান্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে যতোঽস্যামপি বুদ্ধৌ গকারাদয়ো বর্ণা অনুবর্ত্তন্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হ্যস্যা বুদ্ধের্গকারাদি-ভ্যোঽর্থান্তরং স্ফোটো বিষয়ঃ স্যাৎ ততো দকারাদয় ইব গকারাদয়ো-ঽপ্যস্যা বুদ্ধের্ব্যাবর্ত্তেরন্ নতু তথাস্তি তস্মাদিয়মেকবুদ্ধির্বর্ণবিষয়ৈব স্মৃতিঃ। নন্বনেকত্বাদ্বর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তং তাং প্রতি ব্রূমঃ।

নিমিত্তই উদাত্তাদিপ্রত্যয় নিরালম্বন হয়। আর ইহাও অভিনিবেশ করা যায় না যে, উদাত্তাদিভেদে প্রত্যভিজ্ঞায়মান বর্ণের ভেদ হইতে পারে, পরন্তু অন্যের ভেদে অভিদ্যমান অপরের ভেদ হইতে পারে না এবং ব্যক্তিভেদে জাতিভেদও স্বীকার করা যায় না, বাস্তবিক বর্ণ হইতে অর্থপ্রতীতির সম্ভব আছে, এই নিমিত্ত স্ফোটকল্পনা অনর্থক। যদি বল, এক এক বর্ণগ্রহণেই বুদ্ধিতে সংস্কার জন্মে, এই নিমিত্তই ঝটিতি শব্দ প্রকাশ পায়, তাহা নহে, যেহেতু উক্তরূপ বুদ্ধিও বর্ণবিষয়ক। আর এক এক বর্ণের উত্তরকালে যে "গো" এইরূপ এক বুদ্ধি হয়, তাহাও সমস্ত বর্ণকে বিষয় করে, উহা অর্থান্তরবিষয়ক নহে। যেহেতু উক্ত বুদ্ধিও গকারাদি বর্ণের অনুবর্ত্তন করে, কিন্তু দকারাদি বর্ণের অনুবর্ত্তন করে না। যদি উক্ত বুদ্ধির গকারাদি হইতেই অর্থান্তর স্পষ্টবিষয় হয়, তবে দকারাদির ন্যায় গকারাদিও এই বুদ্ধির ব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, বাস্ত-বিক তাহা হয় না; অতএব উক্ত স্মৃতি যেমন এক বর্ণবিষয়িণী, তেমন দ্বিবর্ণবিষয়িণীও হইতেছে। বর্ণের অনেকত্বপ্রযুক্ত একবর্ণবিষয়তা উপ-পন্ন হয় না, স্মৃতিতে [illegible] ইহাতে বক্তব্য এই যে,

সম্ভবত্যনেকস্থাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্। পংক্তির্ব্বনং সেনা দশশতং সহস্র-মিত্যাদিদর্শনাৎ। যা তু গৌরিত্যেকোঽয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুম্বেব বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধনৌপচারিকো বনসেনানি বুদ্ধিবদেব। অত্রাহ যদি বর্ণা এব সামস্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্যুঃ ততো জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতিপত্তি র্ন স্যাৎ ত এব হি বর্ণা ইতরত্র চেতর এব প্রত্যবভাসন্ত ইতি। অত্র বদামঃ সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পংক্তিবুদ্ধি-মারোহন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি তত্র বর্ণানাম-বিশেষেঽপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন বিরুধ্যতে। বৃদ্ধ-ব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যব-হারেঽপ্যেকৈকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো লঘীয়সী কল্পনা। স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ। বর্ণাশ্চেমে

অনেকেতে একত্বের ন্যায় দ্বিত্বাদিবিষয়ত্ব সম্ভব হয়, যেহেতু দশশত সেনা সহস্র সেনা ইত্যাদি দর্শন আছে। আর "গো এই একটি শব্দ" এইরূপ যে বুদ্ধি হয়, তাহাও বহু বর্ণেতে একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধন উপচার জানিবে, ইহাতে বলিতেছেন।—যদি বর্ণসমুদায় সমস্ততারূপে একত্ববুদ্ধির বিষয়তা প্রাপ্ত হইয়া পদ হয়, তবে জারা, রাজা, কপি, পিক, ইত্যাদি স্থলে পদবিশেষ প্রতীতি হইতে পারে না, সেই সকল বর্ণ অন্যান্য স্থানে অন্যান্যরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে আমরা বলি যে, সমস্ত বর্ণের প্রত্য-বমর্শ হইলে যেমন পিপীলিকাগণ ক্রমানুরোধে পংক্তিবুদ্ধি আরোহণ করে, সেইরূপ ক্রমানুরোধেই বর্ণসকল পদবুদ্ধি আশ্রয় করে। ইহাতে বর্ণসকলের কোন বিশেষ না থাকিলেও ক্রমবিশেষকৃত পদবিশেষ-প্রতীতি বিরুদ্ধ হয় না। বৃদ্ধব্যবহারেও এই সকল বর্ণ ক্রমানুসারে অনু-গৃহীত ও গৃহীতার্থের সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় ব্যবহারকালে এক এক বর্ণ গ্রহণানন্তর সমস্ত বর্ণবিষয়িণী বুদ্ধিতে ভাসমান হইয়া অব্যভিচাররূপে তদর্থ প্রতীতি জন্মায়, বর্ণবাদীরা এইরূপ লঘুতর কল্পনা করেন। স্ফোট,

অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ। অথাপি নাম প্রত্যুচ্চারণমন্যেঽন্যে চ বর্ণাঃ স্যুস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞালম্বনভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাভ্যুপগমাত্বাৎ যা বর্ণেষ্বর্থপ্রতিপাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্যেষু সঞ্চারয়িতব্যা ততশ্চ নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্। ২৮।

স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুঃ স্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য অতঃ প্রভবাদিতি পরিহৃত্যেদানীং তদেব বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং দ্রঢ়য়তি অত এব চ নিত্যত্বমিতি। অত এব চ নিয়তাকৃতের্দ্দেবাদের্জ্জগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদ্বেদশব্দনিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যম্। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টামিতি স্থিতামেব বাচমনুবিন্নাং দর্শয়তি। বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি—"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা।" ইতি ॥ ২৯।

অর্থাৎ ধ্বন্যাত্মকশব্দবাদীদিগের দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্টকল্পনা হয়, পরন্তু বর্ণসকলই ক্রমত গৃহ্যমাণ হইয়া ধ্বনির প্রকাশ করিয়া পরে সেই ধ্বনি অর্থ প্রকাশ করে, ইহাতে গৌরবকল্পনা হয়। আর যদিও উচ্চারণের প্রতি অন্যান্য বর্ণ থাকুক, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞানালম্বনভাবে বর্ণ সামান্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, বর্ণেতে যে অর্থপ্রতিপাদনক্রিয়া রচিত আছে, তাহা সামান্য বর্ণেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব নিত্য বর্ণ হইতেই দেবাদির প্রভব, ইহা অবিরুদ্ধ হইল। ২৮ ॥

স্বতন্ত্র কর্ত্তার স্মরণহেতু বেদের নিত্যত্ব স্থিত হইলে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব স্বীকার করিলে তাহার বিরোধ হয়, এই আশঙ্কা করিয়া প্রভব পরিহারপূর্ব্বক এইক্ষণ বেদের নিত্যত্ব দ্রঢ়ীভূত করিতেছেন।—দেবাদি জগতের বেদশব্দ প্রভবত্বপ্রযুক্ত বেদশব্দের নিত্যত্ব জানা যায়। মন্ত্রবর্ণ প্রমাণে জানা যায় যে, পূর্ব্বকৃত সুকৃতদ্বারা বেদলাভযোগ্যতা পাইয়া

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥

অথাপি স্যাৎ যদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োঽপি সন্তত্যোবোৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংশ্চ ততোঽভিধানাভিধেয়াভিধাতৃব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শব্দে পরিহ্রিয়তে। যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্তনামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে প্রভবতি চাভিনবমিতি শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি তদা কথমবিরোধ ইতি। তত্রেদমভিধীয়তে সমাননামরূপত্বাদিতি। তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং তাবদভ্যুপগন্তব্যম্। প্রতিপাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্যানাদিত্বমুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চেতি। অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেঽপি পূর্ব্বপ্রবোধবদুত্তরপ্রবোধেঽপি ব্যবহারান্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরপীতি দ্রষ্টব্যং। স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রূয়তে।

যাজ্ঞিকগণ ঋষিস্থিত বাক্যলাভ করেন।. বেদব্যাসও বলিয়াছেন যে, যুগান্তে বেদ ও ইতিহাস অন্তর্হিত হয়, মহর্ষিগণ পূর্ব্বকৃত তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মাকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাহা লাভ করেন। ২৯।

যদি পশ্বাদি ব্যক্তির ন্যায় দেবাদি ব্যক্তিও সন্ততিদ্বারা উৎপন্ন হয় ও নিরুদ্ধ হয়, তাহাহইলে অভিধান, অভিধেয় ও অভিধাতৃব্যবহারের অবিচ্ছেদহেতু সম্বন্ধের নিত্যতাপ্রযুক্ত শব্দে বিরোধ পরিহৃত হয়। যখন ত্রৈলোক্য নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্লেপরূপে প্রলীন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করে, এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিবাক্য আছে, তখন কিরূপে অবিরোধ হইতে পারে। ইহাতে এই বলা যায় যে, সমান নামরূপত্বাদিহেতু ঐরূপ হয়, তাহাতেও সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু সংসারের যে অনাদিত্ব উপপন্ন হয়, ইহা আচার্য্য প্রতিপাদন করিবেন। অনাদি সংসারে যেমন নিদ্রা ও প্রবোধই প্রলয় ও উৎপত্তি বলিয়া শ্রবণ আছে, ইহাতে পূর্ব্ব প্রবোধের ন্যায় উত্তর প্রবোধেও ব্যবহারহেতু কোন বিরোধ নাই, সেইরূপ কল্পান্তরেও প্রভব ও প্রলয় দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক নিদ্রা আর প্রবোধই প্রলয় ও উৎ-

"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈত স্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ইতি। স্যাদেতৎ স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ঞ্চ সুষুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারানুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্। মহাপ্রলয়ে তু সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্পান্তরব্যবহারস্যানুসন্ধাতুমশক্যত্বাৎ বৈষম্যং ইতি। নৈষ দোষঃ সত্যপি সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ। যদ্যপি প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহারমনুসন্দধানা দৃশ্যন্তে ইতি ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরাণাং ভবিতব্যম্। যথা

পত্তি বলিয়া শ্রুত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যখন সুপ্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, অনন্তর প্রাণেতে একীভূত হয়, তখন বাক্য সকল নামের সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, চক্ষু সকল রূপের সহিত ইহাকে পায়, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত ইহাকে পায়, মন সকল চিন্তার সহিত ইহাকে পায়। আর যখন প্রতিবোধিত হয়, তখন যেমন প্রজ্বলিত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকলদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে প্রাণ সকল স্ব স্ব আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রাণ হইতে দেবগণ ও দেব হইতে লোক প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ হইলেও স্বপ্নেতে পুরুষান্তর ব্যবহারের অবিচ্ছেদহেতু স্বয়ং সুষুপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলে পূর্ব্বে প্রবোধ ব্যবহারানুসন্ধানপ্রযুক্ত অবিরোধ হয়। মহাপ্রলয়সময়ে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের উচ্ছেদহেতু জন্মান্তরীণ ব্যবহারের ন্যায় কল্পান্তরব্যবহার। কল্পনার অনুসন্ধান করা অশক্য; অতএব মহা বৈষম্য হইয়া উঠে। এই দোষ হইতে পারে না, মহাপ্রলয়ে সর্ব্বব্যবহারের উচ্ছেদ হইলেও পরমেশ্বরানুগ্রহহেতু হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বর সকলের কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধান উপপন্ন হইতেছে না। যদিও প্রাকৃত প্রাণিসকলই জন্মান্তরানুসন্ধান

ই প্রাণিত্বাবিশেষেঽপি মনুষ্যাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপ্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে তথা মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ শ্রুতিস্মৃতি-বাদেষ্বসকৃদেবানুকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পারমৈশ্বর্য্যং শ্রূয়মাণং ন শক্যং নাস্তীতি বদিতুং ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্য-গর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেব-মাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি। স্মরন্তি চ শৌন-কাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্ঋষিভির্দ্দাশতয্যো দৃষ্টা ইতি। প্রতিবেদঞ্চৈব-মেব কাণ্ডর্য্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে। শ্রুতিরপ্যৃষিজ্ঞানপূর্ব্বকমেব মন্ত্রেণানুষ্ঠানং দর্শয়তি "যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি

করে দেখা যায়, কিন্তু প্রাকৃতের ন্যায় ঈশ্বরের ঐ রূপ হইতে পারে না। যেমন প্রাণিত্বের কোন বিশেষ না থাকিলেও মনুষ্যাদি স্তম্বপর্য্যন্তের জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি প্রতিবন্ধ পর পর কারণে মহান্ দেখা যায়, সেইরূপ মনু-ষ্যাদি স্তম্বপর্য্যন্তে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তিও পর পর কারণে মহান্ হইয়া উঠে, এইরূপে শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে একবার প্রাদুর্ভূত পদার্থেরই পারমৈশ্বর্য্য শ্রুত হয়, ইহাও বলিতে শক্তি হয় না, তাহাহইলে অতীত কল্পানুষ্ঠিত প্রকৃত জ্ঞানকর্ম্মশালী পরমেশ্বরানুগ্রহে প্রাদুর্ভূত হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বরগণের নিদ্রা ও প্রতিবোধের ন্যায় কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানের উপ-পত্তি আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বেদ প্রদান করিয়াছেন, আমি মুক্তিকামনায় সেই পর-মাত্মার শরণাপন্ন হইলাম, শৌনকাদিরাও এইরূপ বলিয়া থাকে এবং মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতি ঋষিগণও ঋক্‌সকলে ঐ রূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রতি বেদেই উহা প্রদর্শিত আছে, আর শ্রুতিও ঋষিজ্ঞানপূর্ব্বক মন্ত্রানু-ষ্ঠান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যিনি ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ না জানিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যাজন করেন, কি অধ্যয়ন করেন, তিনি বৃক্ষ-

বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং চর্চ্ছতি মর্ত্তং বা প্রপদ্যত ইত্যুপক্রম্য তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি। প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো বিধীয়তে দুঃখ-পরিহারায় চাধর্ম্মঃ প্রতিষিধ্যতে। দৃষ্টানুশ্রবিকসুখদুঃখবিষয়ৌ চ রাগ-দ্বেষৌ ভবতো ন বিলক্ষণবিষয়াবিত্যতো ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরোত্তরা সৃষ্টি নিষ্পদ্যমানা পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশ্যেব নিষ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি—"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে। তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ। হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রুরে ধর্ম্মাধর্ম্মবৃতানৃতে। তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে।" ইতি। প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। ততশ্চ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্যাপ্যুদ্ভবতাং ভূরাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যলক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলব্যবস্থানাঞ্চানাদৌ

যোনি প্রাপ্ত হন ও নরকে গমন করেন, এই উপক্রমে বলিয়াছেন, অত-এব মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা জানিবে। আর প্রাণিগণের সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত ধর্ম্মবিধান হয় এবং দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত অধর্ম্মের নিষেধ হই-য়াছে। দৃষ্ট ও শ্রুত রাগদ্বেষ সুখদুঃখবিষয় উহা অন্য কোন বিলক্ষণ প্রতীতি বিষয় নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়, উহা পূর্ব্বসৃষ্টির সদৃশ হইয়া নিষ্পন্ন হয় না। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির প্রথমে যাহারা যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি হইলেও তাহারা সেই সেই কর্ম্ম পাইয়া থাকে। আর হিংস্র ও অহিংস্র, মৃদু ও ক্রূর, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সত্য ও মিথ্যা এই সকলের মধ্যে যে যাহাতে নিষ্পন্ন হয়, তাহার তাহাতে রুচি হইয়া থাকে। আর যখন এই জগৎ লীন হয়, তখনও শক্তির অবশেষ হইলেই লয় পাইয়া থাকে এবং তাহার প্রভবও শক্তি-মূলক জানিবে। অন্যথা জগতের আকস্মিকত্ব প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু অনেক প্রকার শক্তিকল্পনা করা যায় না। তাহা পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। ভূঃপ্রভৃতি লোকসকল দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যপ্রভৃতি প্রাণিগণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলক ব্যবস্থাসকল এই সমুদায়ই অনাদিসংসারে

সংসারে নিয়তত্বমিন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধনিয়তত্ববৎ প্রত্যেতব্যং। ন হীন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদের্ব্যবহারস্য প্রতিসর্গমন্যথাত্বং ষষ্ঠেন্দ্রিয়বিষয়কল্পং শক্যমুৎপ্রেক্ষিতুং। অতশ্চ সর্ব্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষমত্বাচ্চেশ্বরাণাং সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষণায়াং জগতোঽভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্দপ্রামাণ্যাদিবিরোধঃ। সমাননামরূপতাঞ্চ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ইতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যাচন্দ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ কৢপ্তং তথাস্মিন্নপি কল্পে পরমেশ্বরোঽকল্পয়দিত্যর্থঃ। তথা অগ্নির্ব্বা অকাময়ত অন্নাদো দেবানাং স্যামিতি স এবমগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপদিতি নক্ষত্রেষ্টিবিধৌ যোঽগ্নির্নিরবপৎ যস্মৈ বায়বে নিরবপৎ তয়োঃ সমাননামরূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়কা শ্রুতিরিহোদাহর্ত্তব্যা। স্মৃতিরপি ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ। শর্ব্বর্য্যন্তে

নিয়ত আছে, উহাতে ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদি ব্যবহারের অন্যথা হয় না, অতএব সর্ব্বকল্পের তুল্য ব্যবহারপ্রযুক্ত এবং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষমত্ব হেতু ঈশ্বরগণের সমাননামরূপ বিষয়ই সৃষ্টির প্রতি বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; সমাননামরূপত্বহেতু জগতের মহাসৃষ্টি ও মহাপ্রলয়রূপ বৃত্তি স্বীকার করিলেও কোন শব্দপ্রামাণ্যাদি বিরোধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রুতি স্মৃতিতে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে। ধাতা প্রথমে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অনন্তর স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বকল্পে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি জগৎ কল্পিত হইয়াছে, এই কল্পেও পরমেশ্বর সেইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে "অগ্নি কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি দেবগণের অন্নাদ হই" এবং "তিনি এইরূপে অগ্নিকে এবং কৃত্তিকাদিনক্ষত্রগণকে অষ্টাকপাল নামক পুরোডাশ, অর্থাৎ সংস্কৃত চরুপ্রদান করিয়াছিলেন।" এইরূপে নক্ষত্রযাগবিধিতে অগ্নিকে আহুতি প্রদান করা হয়, এইরূপে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে। এই প্রকার বহু বহু শ্রুতি

মধ্বাদিম্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১

প্রহৃতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ ॥ যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ যথাভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ। দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ ॥ ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্যা ॥ ৩০ ॥

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামস্ত্যধিকার ইতি যৎপ্রতিজ্ঞাতং তৎপর্য্যাবর্ত্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কস্মাৎ মধ্বাদিম্বসম্ভবাৎ। ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্বাবিশেষান্মধ্বাদিবিদ্যাস্বপ্যধিকারোঽভ্যুপগম্যেত। ন চৈবংসম্ভবতি কথমসৌ বা আদিত্যো

এই বিষয়ে উদাহরণ করা যায়। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ঋষিদিগের যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে এবং বেদেও যে যে সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ দেখা যায়, প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সেই সকল নামাদি প্রদান করেন, আর যেমন বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন সকলও চিরকালই একরূপ থাকে, অর্থাৎ বসন্তকালে বৃক্ষের নূতন শাখা পল্লব উদ্গত হয়, বর্ষাকালে মেঘের আবির্ভাব হয়, যুগ যুগান্তরেও এইরূপ হইয়া থাকে, প্রতি বসন্ত ঋতুতেই নূতন শাখা পল্লবাদি ও প্রতিবর্ষাতেই মেঘের আবির্ভাব হয়। আর যেমন দেবগণ পূর্ব্বকালেও যেরূপ মাননীয় ছিলেন, অধুনাও তাঁহারা সেইরূপ স্তুতিযোগ্য আছেন, তেমন সর্ব্বদাই সমাননামরূপত্ব জানিবে। এইরূপ বহু বহু স্মৃতিতেই প্রমাণ পাওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, দেবাদিরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, এইক্ষণ তাহাই বিবৃত করিতেছেন।—আচার্য্যপ্রবর জৈমিনি দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার স্বীকার করেন না, কারণ যদি ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবাদির অধিকার স্বীকার কর, তাহাহইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত মধ্বাদি বিদ্যাতেও তাহাদিগের অধিকার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা সম্ভব হয় না। আদিত্য দ্যুলোকরূপ বংশদণ্ডে এবং অন্তরীক্ষরূপে অবস্থিত আছেন, ইনি দেবগণের আমোদ সাধন করেন বলিয়া

দেব মধ্বিত্যত্র মনুষ্যা আদিত্য মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্ দেবাদিষু হ্যুপাসকেষ্বভ্যুপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কথমন্যমাদিত্যমুপাসীত। পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতান্যনুপক্রম্য বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীত্যুপদিশ্য স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতীত্যাদিনা বস্বাদ্যুপজীব্যান্যমৃতানি বিজানতাং বস্বাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। বস্বাদয়স্তু কানন্যান্ বস্বাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীয়ুঃ কং চান্যং বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেয়ুঃ। তথাগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু

ইহাকে মধু বলা যায়। আদিত্যকে এই প্রকার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করাই মধ্বাদিবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত আছে। মনুষ্যগণ এইরূপে আদিত্যকে উপাসনা করে, যদি দেবতাদির ব্রহ্মবিদ্যাধিকার থাকে, তাহাহইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত এই মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে; সুতরাং আদিত্যদেব অন্য আদিত্যের উপাসনা করেন, এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। যদি আদিত্যের বিদ্যাধিকার না হইল, তবে বসু প্রভৃতির বিদ্যাধিকারে বাধা কি? এই আশঙ্কায় বস্বাদিরও বিদ্যাধিকারের প্রতিষেধ দেখাইতেছেন। বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্য এই পঞ্চ দেবগণ সেই অমৃতভোগ করেন, এইরূপ উপদেশ করিয়া যিনি সেই অমৃত জানেন, তিনি বসু প্রভৃতির অন্যতমরূপী হইয়া অগ্নিরূপ মুখদ্বারা সেই অমৃত ভোগ করতঃ পরিতৃপ্ত হয়েন, এই প্রকারে যাহারা বসুদিগের উপজীব্য অমৃত জানিতে পারে, তাহারা বস্বাদির মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শিত আছে; সুতরাং বসু প্রভৃতিরা ধ্যেয়, তাঁহারা ধ্যাতা নহেন। যদি বসুপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার থাকে, তাহাহইলে তাহারাও ধ্যাতা হইলেন, তবে বসুপ্রভৃতিরা অপর কোন অমৃতোপজীবী বসুদিগকে জানেন এবং অপর কোন বসুদিগের মহিমা ইচ্ছা করেন? আর অগ্নিপাদ, বায়ুপাদ, আদিত্যপাদ ও দিকসকলও পাদ, ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মোপদেশে, দেবতারূপে ব্রহ্মোপাসনা উক্ত হইয়াছে, অতএব

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

দেবতাদ্যোপাসনেষু ন তেষামেব দেবতাত্মনামধিকারঃ সম্ভবতি। তথেমামেব গোতমভরদ্বাজা বয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিষু ঋষিসম্বন্ধেষু উপাসনেষু ন তেষামেবর্ষীণামধিকারঃ সম্ভবতি। কুতশ্চ ন দেবাদীনামনধিকারঃ। ৩১ ॥

যদিদং জ্যোতির্মণ্ডলং দ্যুস্থানমহোরাত্রাভ্যাং বংভ্রমজ্জগদবভাসয়তি তস্মিন্নাদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে লোকপ্রসিদ্ধের্বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেশ্চ। ন চ জ্যোতির্মণ্ডলস্য হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়াঽর্থিত্বাদিনা বা যোগোঽবগন্তুং শক্যতে মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ। এতেনাগ্ন্যাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। স্যাদেতং মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো

দেবতাদিগেরই ব্রহ্মবিদ্যাতে অনধিকার সম্ভব হয়। আর গোতম ভরদ্বাজাদি ঋষি সম্বন্ধী উপাসনাতেই সেই সকল ঋষিদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং কোনরূপেও দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

ঋষিগণ ধ্যেয়, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই এবং বিগ্রহাভাব প্রযুক্ত দেবগণও অধিকারী নহেন. জ্যোতিষ্কগণাদিরা রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে করিতে জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল ইত্যাদিগ্রহগণই জ্যোতির্মণ্ডল, এই সূর্য্যাদি শব্দও দেবতার্থে প্রযুক্ত হয়। যেহেতু আদিত্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইতেছেন, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে। তবে জ্যোতিষ্কগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হইতে পারে, তাহা নহে, কারণ জ্যোতির্মণ্ডলের হৃদয়াদি বিগ্রহ এবং চেতনতাপ্রযুক্ত অর্থিত্বাদির সহিত যোগ স্বীকার করা যায় না, তাহারা মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন, ইহাই স্বীকৃত আছে; সুতরাং জ্যোতিষ্কগণের বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে। ইহাতে অগ্ন্যাদিরও বিদ্যাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি ইত্যাদির অচেতনত্বপ্রযুক্ত ইহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই। এইক্ষণ যদি বলি, "ইন্দ্র বজ্রহস্ত এবং যম দণ্ডধারী" ইত্যাদি মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ ইতিহাস

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদয়মদোষঃ ইতি চেৎ নেত্যুচ্যতে ন তাব-ল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণমস্তি প্রত্যক্ষাদিভ্য এব হ্যবিচারিত-বিশেষেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে ন চাত্র প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তি। ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতি। অর্থবাদা অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থাঃ সন্তো ন পার্থগর্থেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কারণভাবং প্রতি-পদ্যন্তে। মন্ত্রা অপি শ্রুত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোঽভিধানার্থা ন কস্যচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে। তস্মাদভাবো দেবাদীনামধিকারস্য ॥৩২॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যো ভাবমধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে। যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাসু দেবতাদিব্যামিশ্রাস্ব-সম্ভবোঽধিকারস্য তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবোঽর্থিত্বসাম-

ও লৌকিক প্রমাণে দেবতাদিগের শরীরবত্তাহেতু তাহাদিগের অনধি-কার দোষ নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ লোকে এমন কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নাই যে, সেই প্রমাণে উক্তদোষ পরিহৃত হইতে পারে। লোকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারাই অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এস্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই, এই ইতিহাস পুরাণাদিও লৌকিক প্রযুক্ত তাহা প্রমাণান্তরমূলক, আর অর্থবাদও বিধির সহিত একবাক্যতা-প্রযুক্ত প্রশংসাপর, উহা দেবাদির শরীরসদ্ভাবসাধনে পৃথকরূপে কারণ নহে। মন্ত্রসকলও শ্রুত্যাদি বিনিযুক্ত এবং প্রয়োগসমবায়ী হইয়া কোন অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না; সুতরাং উহা কোন অর্থের প্রমাণ হয় না, অতএব দেবাদির বিদ্যাধিকারের অভাব জানা যায় ॥৩২॥

এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তি করিতেছেন।—বাদরায়ণ নামা আচার্য্য দেবাদির বিদ্যাধিকার স্বীকার করেন, কারণ যদিও দেবতাদি মিশ্রিত মধ্বাদিবিদ্যাতে দেবগণের অধিকার অসম্ভব হয় বটে, তথাপি শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যাতে অর্থিত্ব সামর্থ্যের অপ্রতিষেধাদি অপেক্ষায় দেবগণের বিদ্যাধিকার সম্ভব আছে। দর্শবাগাদি কোন কোন স্থলে অসম্ভব নাই।

র্থ্যা প্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধিকারস্ত। ন চ ক্বচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র সম্ভবস্তত্রাপ্যধিকারোঽপোদ্যেত মনুষ্যাণামপি ন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষু রাজসূয়াদিষ্বধিকারঃ সম্ভবতি তত্র যোঽন্যায়ঃ সোঽত্রাপি ভবিষ্যতি। ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গদর্শনং শ্রৌতং দেবাদ্যধিকারস্য সূচকং তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণামিতি তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি ইন্দ্রো হ বৈ দেবানামভি প্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণামিত্যাদি চ। স্মার্ত্তমপি চ গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদি। যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি অত্র ব্রূমঃ জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবন্তমৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতং তং তং দেবাত্মানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ। অস্তি হ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাভিশ্চাবস্থাতুং যথেষ্টঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যং।

এতাবতা জানা যায় যে, যাহাতে অধিকার সম্ভব হয়, তাহাতেই অনধিকার হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের মধ্যেও সকল ব্রাহ্মণাদির সকল রাজসূয়াদিতে অধিকার সম্ভবে না। ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তাবে যে শ্রুত্যুক্ত লিঙ্গদর্শন আছে, তাহাও দেবাদির অধিকারসূচক। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তিনিই মহর্ষিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ যাহাকে জানিতে পারিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধি হইয়া সর্ব্বলোক প্রাপ্তি হয়। এইরূপে ইন্দ্র দেবতাদিগের এবং বিরোচন অসুরদিগের নিকট গমন করিয়া ছিলেন। আর ব্রহ্মামৃত কি? এই গন্ধর্ব্বপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছিলেন, মোক্ষধর্ম্মে দেবাদির অধিকার শ্রুত আছে; পরন্তু "জ্যোতিষি ভাবাচ্চ" এই যে সূত্র উক্ত আছে, তাহাতে এই বলা যায় যে, জ্যোতিরাদি বিষয়ক আদিত্যাদিশব্দ দেবতাবাচী হইয়াও চেতনাযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যাদি সমন্বিত আত্মস্বরূপার্থ সমর্থন করে, যেহেতু মন্ত্র ও অর্থবাদে এইরূপ ব্যবহার আছে। পরন্তু দেবতাদিগের এমন ঐশ্বর্য্য আছে যে, সেই ঐশ্বর্য্যবলে তাঁহারা জ্যোতিরাদি স্বরূপে অবস্থান করি-

তথা হি শ্রূয়তে। সুব্রহ্মণ্যার্থবাদে মেধাতিথের্মেষেতি মেধাতিথিং হ কাণ্বায়নং ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহারেতি। স্মর্য্যতে চ আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগামেতি। মৃদাদিষ্বপি চেতনাধিষ্ঠাতারোঽভ্যুপগম্যন্তে মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিত্যাদিদর্শনাৎ। জ্যোতিরাদেস্তু ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্বপ্যচেতনত্বমভ্যুপগম্যতে চেতনাস্ত্বধিষ্ঠাতারো দেবতাত্মানো মন্ত্রার্থবাদাদিষু ব্যবহারাদিত্যুক্তং। যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্বান্ন দেবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশনসামর্থ্যমিতি অত্র ব্রূমঃ। প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্থত্বমনন্যার্থত্বং বা। তথা হ্যন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি অস্তীত্যেবং প্রতিপাদ্যতে। অত্রাহ বিষমউপন্যাসঃ তত্রাহি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্ত মস্তি যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে। অত্র পুনর্বিধ্যুদ্দেশৈক বাক্যভাবেন স্তুত্যর্থেঽর্থবাদেন পার্থগর্থ্যেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যাধ্যবসায়য়িতুং। নহিমহাবাক্যে প্রত্যায়কেঽবান্তরবাক্যস্য পৃথক্ প্রত্যায়-

---

বেন ও যথেষ্ট শরীর ধারণ করিতে পারেন। সুব্রহ্মণ্য অর্থবাদে শ্রুত আছে যে, ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথিকে সংহার করিয়াছিলেন। স্মৃতি প্রমাণে জানা যায় যে, আদিত্য মানবদেহ ধারণ করিয়া কুন্তীকে উপভোগ করিয়াছিলেন, আর মৃত্তিকাদিতেও চেতনাধিষ্ঠান স্বীকৃত আছে, যেহেতু "মৃত্তিকা বলিয়াছিল এবং জল কহিয়াছিল" ইত্যাদি দর্শন আছে। আর যে উক্ত আছে মন্ত্র ও অর্থবাদের অন্যার্থতা প্রযুক্ত দেবগণের শরীর প্রকাশন সামর্থ্য নাই, ইহাতে বলা যায় যে, প্রতীতি ও অপ্রতীতি ইহারাই সদ্ভাব ও অসদ্ভাবের কারণ, অন্যার্থতা ও অনন্যার্থতা কারণ নহে। আর তাৎপর্য্য শূন্য বিষয়েও প্রতীতিমাত্রে অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ অন্যার্থে প্রস্থিত ব্যক্তি ও পথিমধ্যে তৃণপর্ণাদি আছে, এইরূপ প্রতীতি করে। যদি বল তৃণপত্রাদিতে ঐরূপ প্রতীতি হইতে পারে বটে, কিন্তু বিগ্রহাদিতে তাহা নাই, ইহাতে বক্তব্য এই যে, তৃণ পত্রাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত হয়, ইহাতেই তাহার অস্তিত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থানে বিধি ও উদ্দেশের একবাক্যতাপ্রযুক্ত স্তুতি ও অর্থবাদের পার্থক্যরূপে প্রতীতি হয়। মহাবাক্য প্রতীতির প্রযোজক হইলে অবান্তর

কত্বমস্তি যথা ন সুরাংপিবেদিতি নঞ্‌বতি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপান প্রতিষেধ এবৈকোঽর্থোগম্যতে ন পুনঃ সুরাং পিবেদিতি পদদ্বয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপীতি। অত্রোচ্যতে। বিষমউপন্যাসঃ যুক্তং যৎ সুরাপান প্রতিষেধে পদাদ্বয়স্যৈকত্বাদবান্তরবাক্যার্থস্যাগ্রহণং বিধ্যুদ্দেশার্থবাদয়ো স্ত্বর্থবাদস্থানিপদানি পৃথগন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপাদ্যানন্তরং কৈমর্থক্য-বশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপাদ্যন্তে। যথা হি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ ইত্যত্র বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ নৈবং বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি সএবৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যেষামর্থবাদগতানাং পদানাং নহি ভবতি বায়ুর্বা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেতেত্যাদি বায়ুস্বভাব সঙ্কীর্ত্তনেন স্ববান্তমন্বয়ং প্রতিপদ্য এবং বিশিষ্টদৈবত্যমিদং কর্ম্মেতি বিধিং স্তবন্তি। তদ্যত্র যোঽবান্তরবাক্যার্থঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি তত্র তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন। যত্রতু তদুভয়ং নাস্তি তত্র কিংপ্রমাণান্তরাভাবাদ্‌গুণবাদঃ স্যাদাহোস্বিৎ

বাক্যের পৃথক্ প্রীতিতির প্রয়োজকতা নাই। যেমন "সুরাপান করিবে না" এই নিষেধযুক্ত বাক্যে পদত্রয় সম্বন্ধবশতঃ সুরাপান নিষেধ, এই এক মাত্র অর্থ বোধ হয়, "সুরাপান করিবে" এই পদদ্বয় সম্বন্ধবশতঃ এই-রূপ বিধি প্রতীতি হয় না; সুতরাং বিষমোপন্যাসই বলা যায়। সুরাপান প্রতিষেধে পদদ্বয়ের ঐক্যপ্রযুক্ত অবান্তর বাক্যার্থের যে অগ্রহণ, তাহাই যুক্ত। বিধ্যুদ্দেশ ও অর্থবাদ ইহাদিগের মধ্যে অর্থবাদস্থ পদসকলই বৃত্তান্তবিষয়ে পৃথগন্বয় প্রতিপাদন করে। যেমন "ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বায়ব্য শ্বেত ছাগল গ্রহণ করিবে" এই স্থানে বিধি ও উদ্দেশবর্ত্তী বায়ব্যাদি পদের বিধির সহিত সম্বন্ধ হয়, বায়ু দেবতাকে প্রেরণ করে না, পরন্ত বায়ুকেই স্বীয় ভাগ্য উপধাবিত করে, তাহাতেই ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই সকল অর্থবাদগত পদের তাহা হয় না। "বায়ুর্বা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেত" ইত্যাদিশ্রুতিতে বায়ুস্বভাব সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা অবান্তর অন্বয় প্রতিপাদন করা যায়, ইহাই বিশিষ্ট দৈব এবং ইহাই কর্ম্ম, এইরূপ

প্রমাণান্তরাবিরোধাদ্বিদ্যমানার্থবাদ ইতি প্রতীতিশরণৈর্বিদ্যমানার্থবাদ আশ্রয়ণীয়ো ন গুণানুবাদঃ। এতেন মন্ত্রোব্যাখ্যাতঃ। অপিচ বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়দ্ভিরপেক্ষিত মিন্দ্রাদীনাং স্বরূপং নহি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতস্যারোপয়িতুং শক্যন্তে। ন চ চেতস্যনারূঢ়ায়ৈ তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে। শ্রাবয়তি চ যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্নিতি। নচ শব্দমাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ তত্র যাদৃশং মন্ত্রার্থবাদয়োরিন্দ্রাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্দপ্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তং। ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্ মন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চায়িতুং। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হ্যস্মাকম-

---

বিধি নির্ণয় করিয়াছেন। বাস্তবিক যেখানে যে অবান্তর অর্থ প্রমাণগোচর হয়, সেই স্থানে সেই অনুবাদ দ্বারা অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয়। আর যেখানে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ অর্থবাদ, সেখানে গুণবাদদ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যেখানে উক্ত উভয়ই নাই, সেইখানে প্রমাণান্তরাভাবহেতু গুণাবাদ কিম্বা প্রমাণান্তরের অবিরোধ হেতু অর্থবাদই বিদ্যমান থাকে? এইরূপ প্রতীতিবলে বিদ্যমান অর্থবাদই আশ্রয়ণীয়, গুণানুবাদ আশ্রয়ণীয় নহে। এইরূপেই মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর দেখ, বিধিদ্বারা ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশে হবিঃপ্রদান জানা যায় এবং তাহাতে ইন্দ্রাদির স্বরূপ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু যে যে দেবতা আরূঢ় হয় না, তাহাদিগকে হবিঃপ্রদান করা যায় না। শ্রুতিতে উক্ত আছে য, যে দেবতাকে হবিঃপ্রদান করা যায়, বষট্কারপূর্ব্বক তাহাকেই ধ্যান করিবে। পরন্তু শব্দমাত্র অর্থস্বরূপ নহে, যেহেতু শব্দ ও অর্থ ইহাদিগের ভেদ আছে। তাহাতে মন্ত্র ও অর্থবাদে যেরূপ ইন্দ্রাদির স্বরূপ, অবগত হওয়া যায়, শব্দ প্রমাণদ্বারা তাহা খণ্ডন করা যায় না। ইতিহাস পুরাণাদি ও উক্ত ব্যাখ্যাত মার্গানুসারে মন্ত্রার্থবাদমূলহেতু দেবতাদির বিগ্রহ প্রপঞ্চিত করিয়াছে এবং দেবাদিবিগ্রহ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহাও সম্ভব আছে। দেবশরীর আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও পূর্ব্বতন আর্য্য-

প্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং। তথাচ ব্যাসাদয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে। যস্তু ব্রূয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবতাভিঃ ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিবচ নান্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ ততশ্চ রাজসূয়াদি চোদনা উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানী মিবচ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়ি শাস্ত্রমনর্থকং কুর্য্যাৎ। তস্মা দ্ধর্ম্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুরিতি শ্লিষ্যতে। অপিচ স্মরন্তি স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগ ইত্যাদি। যোগোঽপ্যণি মাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যা- খ্যাতুং। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ

গণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ছিল। ব্যাসাদিরা দেবতাদির সহিত প্রত্যক্ষ ব্যব- হার করিতেন, ইহা স্মৃতি প্রমাণে উক্ত আছে। যাঁহারা বলেন, যেমন আধুনিক লোকদিগের দেবপ্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বতন ঋষিদিগেরও দেবতাদিগের সাক্ষাৎ ব্যবহারের শক্তি ছিল না, তাঁহারা জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না; সুতরাং তাহাদিগের মতে এইক্ষণ যেমন ক্ষত্রিয় সার্ব্বভৌম রাজা নাই, সেইরূপ অন্য কোন কালেও ক্ষত্রিয় সার্ব্বভৌম রাজা ছিল না, ইহাও বলিতে পারা যায়। অতএব পূর্ব্বে যে রাজসূয়াদি যাগ হইয়াছে, তাহাও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর ইদানীন্তনের ন্যায় কালান্তরেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অব্যবস্থা জানা যায়, তাহাহইলে ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্র অনর্থক হইয়া উঠে; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মোৎকর্ষবশতঃ প্রাচীনগণ দেবগণের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিয়াছিলেন। স্মৃতি প্রমাণেও জানা যায় যে, স্বাধ্যায় দ্বারাই ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, যোগসাধন করিলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য- প্রাপ্তি হয়; সুতরাং কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। শ্রুতিতেও যোগমাহাত্ম্য প্রপঞ্চিত আছে, যিনি যোগ দ্বারা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের গুণ জানিতে পারেন,

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতেহি ॥ ৩৪ ॥

প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং ইতি। ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তং তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণং। লোক-প্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রা-দিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমঃ। ততশ্চার্থিত্বাদিসম্ভবাদুপপন্নো দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়া মধিকারঃ। ক্রমমুক্তিদর্শনান্যপ্যেবমেবো-পপদ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকারউক্ত স্তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিত্যেতামা-শঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং ইদমধিকরণমারভ্যতে। তত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিতি তাবৎপ্রাপ্তং অর্থিত্বসামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তইতি-বৎ শূদ্রোবিদ্যায়ামনবক্লৃপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ। যচ্চ কর্ম্মস্বনধিকার-কারণং শূদ্রস্যানগ্নিত্বং ন তদ্বিদ্যাস্বধিকারস্যাপবাদকং। ন হ্যাহবনীয়াদি-

---

তাঁহার রোগ, জরা বা মৃত্যু হয় না, পরন্তু যোগাগ্নিময় শরীর লাভ হয়। অতএব মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শী ঋষিদিগের সামর্থ্য, আমাদিগের সামর্থ্যের সহিত তুলনা করা যুক্ত হয় না; সুতরাং সম্ভবসত্ত্বে লোকপ্রসিদ্ধিকে নিরা-লম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব মন্ত্রাদি হইতেই দেবাদির যে শরীর আছে, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে এবং দেবাদির প্রার্থনা আছে বলিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এইরূপেই ক্রমত মুক্তি-লাভ হয়, ইহা উপপন্ন হইল। ৩৩ ॥

যেমন মনুষ্যের বিদ্যাধিকারে নিয়ম প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবাদিরও বিদ্যা-ধিকার উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মণের বিদ্যাধিকারনিয়ম দ্বারা শূদ্রেরও অধিকার হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বক্ষ্যমাণ আধ্যা-য়িকার আরম্ভ করিতেছেন।—এইক্ষণ শূদ্রেরও বিদ্যাধ্যয়নে সামর্থ্য ও প্রার্থনা সম্ভব হেতু বিদ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, বাস্তবিক শূদ্র যেমন যজ্ঞেতে অনধিকারী, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকারী, এইরূপ

রহিতেন বিদ্যা বেদিতুং নশক্যতে। ভবতিচ লিঙ্গং শূদ্রাধিকারস্যোপো-দ্বলকং সংসর্গ বিদ্যায়াংহি জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং শুশ্রূষুং শূদ্রশব্দেন পরামৃশতি 'অহ হারে ত্বা শূদ্রং তবৈব সহ গোভিরস্তু' ইতি। বিদুরপ্রভৃ-তয়শ্চ শূদ্রযোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ স্মর্য্যন্তে তস্মাদধি-ক্রিয়তে শূদ্রোবিদ্যাস্বিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়না-ভাবাৎ। অধীতবেদোহি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে নচ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি উপনয়নপূর্ব্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয় বিষয়ত্বাৎ। যত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যেঽধিকারকারণং ভবতি। সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি। শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্যাসামর্থ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং শূদ্রোযজ্ঞেঽনবক্লৃপ্ত ইতি তৎ ন্যায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যা-

---

নিষেধ শ্রবণ নাই। আর শূদ্রের যে বৈদিক কার্য্যে ও অগ্নিকার্য্যে অধি-কার নাই, ইহাও বিদ্যাধিকারের অপবাদক নহে, পরন্তু যাহারা আহব-নীয়াদিতে অনধিকারী, তাহারাই ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে পারে না। কিন্তু "অহ হারে ত্বা শূদ্রং তবৈব সহ গোভিরস্তু" এই শ্রুতিই শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যা-ধিকারের পোষক। জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ নামে কোন ব্যক্তি গুরুশুশ্রূষা করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানেও শূদ্রের অধিকার দেখা যায় এবং বিদুরপ্রভৃতিরা শূদ্রযোনিপ্রভব হইয়াও বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহা স্মৃতিতে লিখিত আছে; সুতরাং শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার জানা যাইতেছে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু শূদ্রের বেদাধ্যয়নে নিষেধ আছে, অতএব তাঁহার বিদ্যাধিকার নাই, বাস্তবিক যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ পরিগ্রহ করিতে পারিয়া-ছেন, তাঁহাদেরই বেদপ্রতিপাদ্য বিদ্যাতে অধিকার জানা যায়, শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, যেহেতু উপনয়নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম এবং সেই উপনয়নও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্র-য়ের পক্ষেই বিহিত। শূদ্রের যে প্রার্থনা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেনলিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥

ন্নামপ্যনবক্লৃপ্তত্বং দ্যোতয়তি। ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ। যৎ পুনঃ সংসর্গ বিদ্যায়ামেবৈকস্যাঃ শূদ্রমধিকুর্য্যাৎ তদ্বিষয়ত্বাৎ ন সর্ব্বাসু বিদ্যাসু অর্থ-বাদস্থত্বাৎ নতু ক্বচিদপ্যয়ং শূদ্রমধিকর্ত্তুমুৎসহতে। শক্যতেচায়ং শূদ্রশব্দো-ঽধিকৃতবিষয়ে যোজয়িতুং। কথমিত্যুচ্যতে কংবরএনমেতৎ সন্তং সযুগ্বা-নমিব রৈক্কমাত্থেত্যস্মাদ্ধংসবাক্যাদাত্মনোঽনাদরং শ্রুতবতো জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য শুগুৎপেদে তামৃষীরৈক্কঃ শূদ্রশব্দেনানেন সূচয়াম্বভূবাত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞানস্য খ্যাপনায়েতি গণ্যতে। জাতিশূদ্রস্যানধিকারাৎ। কথং পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যতে ইতি। উচ্যতে তদা দ্রবণাচ্ছুচমভিদুদ্রাব শুচাবাভিদুদ্রুবে শুচাবা রৈক্কমভিদুদ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য-চাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে চায়মর্থোঽস্যামাখ্যায়িকায়াং ॥ ৩৪ ॥

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ যৎকারণং প্রকরণনিরূপণেন

কারণ হয় না, সামর্থ্য না থাকিলে কেবল প্রার্থনায় কোন ফল হইতে পারে না। পরন্তু কেবল লৌকিক সামর্থ্যও বিদ্যাধিকারের কারণ নহে, শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্যই কারণ হয়। কিন্তু বেদাধ্যয়ন নিষেধ দ্বারাই শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিরাকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ শূদ্রের যে যজ্ঞেতে অনধিকার, তাহা ন্যায়পূর্ব্বকহেতু বিদ্যাবিষয়ে অনধিকার জানাইতেছে। যেহেতু ন্যায়কে সাধারণেই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর যে সংসর্গ বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার শ্রবণ আছে, তাহাও বেদবিদ্যাধিকারের কারণ নহে, যেহেতু তাহাতে ন্যায় নাই, ন্যায়কথন থাকিলেই লিঙ্গদর্শন দ্যোতক হয়। অতএব জানা যায় যে, শূদ্রের কেবল এক সংসর্গ বিদ্যাতেই অধিকার আছে, সর্ব্ববিদ্যাতে অধিকার নাই। পরন্তু অর্থবাদপ্রযুক্ত কোনরূপেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার হইতে পারে না। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, যাহারা জাতিশূদ্র, তাহাদিগেরই বেদ বিদ্যাবিষয়ে অনধিকার, এই হেতুই জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের সংসর্গ বিদ্যা-ধিকার হইয়াছিল। ৩৪।

পূর্ব্বে যে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির বিদ্যাধিকার উক্ত হইয়াছে, তাহার

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বমস্যোত্তরত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাৎ লিঙ্গাদ্গম্যতে। উত্তরত্র হি সংসর্গবিদ্যাবাক্যশেষে চৈত্ররথিরভিপ্রতারো ক্ষত্রিয়ঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে। অথহ শৌনকঞ্চ কাপেয় মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিশুমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ ইতি। চৈত্ররথিত্বং চাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যং। কাপেয় যোগোহি চৈত্ররথস্যাবগতঃ। এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্নিতি। সমানান্বয়যাজিনাঞ্চ প্রায়েণ সমানান্বয়া যাজকা ভবন্তি। তস্মাচ্চৈত্ররথির্নামৈকঃ ক্ষত্র পতি রজায়ত ইতিচ ক্ষত্রজাতিত্বাবগমাৎ ক্ষত্রিয়ত্বমস্যাবগন্তব্যং। তেন ক্ষত্রিয়েণাভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীর্ত্তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সূচয়তি। সমানামেবহি প্রায়েণ সমভিব্যাহারাভবন্তি। ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতিঃ। অতোন শূদ্রস্যাধিকারঃ। ৩৫ ॥

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদ্বিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরা-

---

বিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন।—জানশ্রুতি শূদ্রজাতি ছিলেন না, তিনি যে, ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে, চৈত্ররথনামক ক্ষত্রিয়ের সমভিব্যাহার হেতু জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব জানা যায়। পরন্তু সংসর্গবিদ্যার বাক্যশেষে চৈত্ররথ ক্ষত্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। বিশেষত "অথহ শৌনকঞ্চ কাপেয় মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিশুমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ" ইত্যাদি শ্রুতিতেই চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অতএব চৈত্ররথের সমানান্বয়জাতিপ্রযুক্ত জানশ্রুতি যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়োচিত ঐশ্বর্য্যযোগহেতুই তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানা যাইতেছে; সুতরাং শূদ্রের যে বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৩৫ ॥

শূদ্রের যে বেদবিদ্যাধিকার নাই, তাহাতে বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

মৃশুস্থে। তং হোপনিন্যে অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরংব্রহ্মান্বেষমাণা এষহ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তেহ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্না ইতিচ তান হানুপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তির্ভবতি। শূদ্রস্ত চ সংস্কারাভাবোঽভিলপ্যতে শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্মরণেন ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার মর্হতীত্যাদিভিশ্চ ॥ ৩৬ ॥

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে জাবালং গৌতম উপনেতু মনুশাসিতুঞ্চ প্রববৃতে। নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তু-মর্হতি সমিধং সোম্যাহ রোপস্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতিশ্রুতিলিঙ্গাৎ ॥৩৭॥

করিতেছেন।—বিদ্যাধিকারবিষয়ে উপনয়নাদি সংস্কারের অবশ্যকর্ত্তব্যতা আছে। শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিগণ উপনয়ন করাইয়া বেদাধ্যয়ন করাইতেন, অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারিগণ সমিধ-গ্রহণপূর্ব্বক গুরুসমীপে উপস্থিত হইলে গুরুগণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদান করিতেন; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা জানা যায়, শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ আছে, অতএব তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই ॥ ৩৬ ।

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই, এই বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সত্যবচন দ্বারা জাবালের শূদ্রত্বাভাব নির্দ্ধারিত হইলেই গৌতম তাহাকে উপনীত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহারা অব্রাহ্মণ তাহারা কখনও বলিতে পারে না যে "আমরা সমিধাদান করিয়াছি, আমাদিগকে বেদবিদ্যাপ্রদান কর।" ব্রাহ্মণাদিরাই উক্তরূপ বাক্য বলিয়া বেদধ্যয়ন করিয়াছেন; সুতরাং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই। ৩৭।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধোভবতি বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধস্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। শ্রবণপ্রতিষেধ স্তাবদথাস্য বেদমুপশৃণ্বত স্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রে প্রতিপূরণমিতি। পদ্যুহ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যমিতি চ। অতএবাধ্যয়নপ্রতিষেধো যস্য হি সমীপেঽপিনাধ্যে-তব্যং ভবতি স কথং শ্রুতিমধীয়ীত। ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বচ্ছেদো-ধারণে শরীরভেদ ইতি। অতএব চার্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো-ভবতি। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যাদানমিতি চ। যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎ-পত্তি স্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবদ্ধুং জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ।

শূদ্রের যে ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই, তাহার কারণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।—যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থপরিজ্ঞান ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিষেধ আছে, অতএব শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা-হইলে সীস ও লাক্ষাদ্বারা তাহার কর্ণ পূর্ণ করিয়া রাখিবে। আর শূদ্র-সমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে না, এইরূপ নিষেধ আছে, এইক্ষণ জানা-যাইতেছে যে, যাহার নিকটে অপরে বেদাধ্যয়ন করিতেও নিষেধ হইল, সে কোন রূপেও বেদাধ্যয়ন করিতে পারে না। শ্রুতিতে ইহাও লিখিত আছে যে, শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে এবং যে শূদ্র বেদধ্যয়ন করে, তাহার শরীর ছেদন করিবে। যখন এইরূপে শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইল, তখন যে অর্থ পরিজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? শ্রুতি প্রমাণ আর জানা যায় যে, শূদ্রকে বেদাধ্যয়নের অনুমতিও দিবে না। বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির যে মোক্ষলাভ হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ব জন্মকৃত জ্ঞানই কারণ, যদি একবার জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাহইলে সেই জ্ঞান অবশ্যই ফলোৎপাদন করিবে,

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতং ॥ ৩৮ ॥

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোঽধিকারবিচারঃ প্রকৃতামেব ইদানীং বাক্যার্থবিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তীতি। এতদ্বাক্যং এজৃ কম্পন ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ লক্ষিতং। অস্মিন্ বাক্যে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং স্পন্দতে। মহচ্চ কিঞ্চিদ্ভয়কারণং বজ্রশব্দিতং উদ্যতং তদ্বিজ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিরিতি শ্রূয়তে। তত্র কোঽসৌ প্রাণঃ কিঞ্চ তদ্ভয়ানকং বজ্রমিত্যপ্রতিপত্তের্ব্বিচারে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তির্ব্বায়ুঃ প্রাণ ইতি প্রসিদ্ধেরেব চাশনির্ব্বজ্রং স্যাদ্বায়োশ্চেদং মাহাত্ম্যং সঙ্কীর্ত্ত্যতে। কথং সর্ব্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতে প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বায়ুনিমিত্ত-

---

এই নিমিত্তই বিদুরাদির মোক্ষ হইয়াছিল। "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান" এই বচন প্রমাণে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতিহাস ও পুরাণই চারি বর্ণকে শ্রবণ করাইতে পারে। কেবল ইতিহাসাদিতেই চতুর্ব্বর্ণের অধিকার আছে। কিন্তু বেদপাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিবে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে ॥ ৩৮ ॥

প্রসঙ্গত যে অধিকারবিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পর্য্যবসিত হইল,এইক্ষণ পুনর্ব্বার প্রকৃত বিচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে।—কাঠক শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সকল জগৎই প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, চিদাত্মা প্রাণেই চেষ্টা করে, অর্থাৎ প্রাণই জগৎকে প্রেরণ করিতেছে। সেই প্রাণাখ্য ব্রহ্মই বজ্রের ন্যায় ভয় হেতু। যাহারা এই প্রাণাখ্য মহাব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রাণ কে এবং কেনই বা তাহা বজ্রের ন্যায় ভয়ের কারণ, এই বিচারে জানা যাইতেছে যে, পঞ্চবৃত্তি বায়ুই প্রাণ, বজ্র যে ভয়হেতু তাহাতেও বায়ুই কারণ, অতএব প্রাণই ভয়হেতু। আর কেনই এই সকল জগৎ প্রাণশব্দাত্মক পঞ্চবৃত্তি বায়ুতে

মেব চ মহদ্ভয়ানকং বজ্রমুৎপদ্যতে। বায়ৌ হি পর্য্যন্যভাবেন বিবর্ত্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনয়ো নিবর্ত্তন্ত ইত্যাচক্ষতে। বায়ুবিজ্ঞানাদেব চেদমমৃতত্বম্। তথা হি শ্রুত্যন্তরম্ বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিরপ্ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদেতি তস্মাদ্বায়ুরয়মিহ প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ। ব্রহ্মৈবেদমিহ প্রতিপত্তব্যং কুতঃ পূর্ব্বোত্তরালোচনাৎ। পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে ইহেব কথমকস্মাদন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহি। পূর্ব্বত্র তাবৎ। "তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন"॥ ইতি। ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টঃ তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতীতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। প্রাণশব্দোঽপ্যয়ং পরমাত্মন্যেব প্রযুক্তঃ প্রাণস্য প্রাণমিতি দর্শনাৎ। এজয়িতৃত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে ন বায়ুমাত্রস্য তথাচোক্তম্। "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি

প্রতিষ্ঠিত হইয়া চেষ্টা করে। বায়ু নিমিত্তই মহাভয়ঙ্কর বজ্র উৎপন্ন হয় এবং বায়ুই পর্জ্জন্যরূপে পরিণত হইলে বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্র এই সকল হইয়া থাকে, ঐ বায়ুবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভ হয়। অন্য শ্রুতিতের লিখিত আছে যে, বায়ুই ব্যষ্টি, অর্থাৎ পৃথক্‌ভূত এবং বায়ুই সমষ্টি, অর্থাৎ একত্রীভূত। যিনি এইরূপ জানেন, তিনিই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, অতএব বায়ুকেই জানিতে হইবে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মকেই জানিবে। যেহেতু পূর্ব্বাপর ব্রহ্মপরিজ্ঞানই আলোচিত আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপর গ্রন্থেই ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্যমান বলিয়া জানা যায়, তবে এই স্থানে কেন অকস্মাৎ বায়ু নির্দ্দেশ হইতেছে। পূর্ব্বেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম এবং তাহাকেই অমৃত বলা যায়। এই ব্রহ্মেতেই লোক আশ্রিত আছে, এই জগতের অন্য আশ্রয় নাই; সুতরাং ব্রহ্ম নির্দ্দেশই উদ্দেশ্য। ব্রহ্মের সান্নিধ্যবশতই সকল জগৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং সেই প্রাণ লোকের আশ্রয়ীভূত, এই নিমিত্তই প্রাণের নির্দ্দেশ হয়। বাস্তবিক প্রাণশব্দ পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হয়, এই হেতু "ব্রহ্মই প্রাণের প্রাণ" এইরূপ দর্শন আছে। আর প্রাণ যে চেষ্টা করে, তাহাও পরমাত্মার

কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ" ॥ ইতি। উত্তরত্রাপি "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ॥ ইতি। ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যতে বায়ুঃ সবায়ুকস্য জগতো ভয়হেতুত্বা-ভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি চ ভয়হেতুত্ব-প্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। বজ্রশব্দোঽপ্যয়ন্তয়হেতুত্বসামান্যাৎ প্রযুক্তঃ যথা হি বজ্রমুদ্যতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদ্যহমস্য শাসনং ন কুর্য্যামিত্যনেন ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ত্ততে। এবমিদ-মগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভ্যন্নিয়মেন স্বব্যাপারে প্রবর্ত্ততে ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্ ভীষা-স্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

কার্য্য, উহা বায়ু মাত্রের কার্য্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মানবাদিরা প্রাণ বা অপানদ্বারা জীবিত থাকিতে পারে না এবং অন্য কেহই অন্য কোন কারণে জীবিত হয় না, কেবল পরমাত্মদ্বারাই সকল জীবিত আছে এবং সেই ব্রহ্মেই প্রাণাপান ইহারা আশ্রিত রহিত রহিয়াছে। আর উক্ত আছে যে, পরমাত্মার ভয়েই অগ্নি পাকক্রিয়া সাধন করেন, সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, ইন্দ্র ও বায়ু ইহারাও তাঁহারই ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন এবং মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে সংহার করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মনির্দ্দেশই উদ্দেশ্য, বায়ুনির্দ্দেশ উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু বায়ুর সহিত ব্রহ্মই জগতের ভয় কারণ ইহা কথিত আছে। এই নিমিত্তই উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা-ভয়হেতুত্বকথনপ্রযুক্ত বায়ুনির্দ্দেশ উক্ত হইয়াছে এবং ভয়হেতু বিধায় প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি আমি তাহার শাসনে নিযুক্ত না থাকি, তবে এই উদ্যত বজ্র আমার মস্তকে পতিত হইবে, এই ভয়েই লোক সকল সেই রাজার শাসনপালনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি জগৎও এই ব্রহ্মের ভয়ে ভীত হইয়া নিয়মপূর্ব্বক স্ব স্ব ব্যাপার সাধনে প্রবৃত্ত আছে। এই হেতু ব্রহ্ম বজ্রের ন্যায় ভয়ানক বলিয়া জানিবে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুত্যন্তর প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু গমন করিতেছেন, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, অগ্নি ও ইন্দ্র ইহারাও তাঁহার ভয়ে

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

ইত্যমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ কচিদমৃতত্বমভিহিতম্ তদাপেক্ষিকম্ তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন পরমাত্মানমভিধায় অতোঽন্যদার্ত্তমিতি বায্বাদেশার্ত্তত্বাভিধানাৎ। প্রকরণাদপ্যত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ ॥ ইতি পরমাত্মনঃ পৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রূয়তে তত্র সংশয্যতে কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্ব্বিষয়ং তমোঽপহং তেজঃ কিং বা পরং ব্রহ্মেতি কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি কুতঃ তত্র জ্যোতিঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ।

স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে যথাকালে ধাবিত হয়। এইরূপে অমৃতত্বফলশ্রবণহেতু ব্রহ্মই জানিবে এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। মন্ত্রবর্ণে জানা যায় যে, তাহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে মৃত্যু অতিক্রমের আর পন্থা নাই। বায়ুবিজ্ঞানে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি উক্ত আছে, তাহাও ব্রহ্মাপেক্ষিত। প্রকরণান্তরকরণেও ব্রহ্মই কারণ বলিয়া উক্ত আছে, বায়ু প্রভৃতি অন্য সকলই আর্ত্ত, অর্থাৎ ঋতুসম্বন্ধী। যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতিরিক্ত, যাহা এই কৃতাকৃত হইতে অতীত, যাহা ভূত ও ভবিষ্যতের পরবর্ত্তী, তাহাকে দর্শনকর ও তাহাকে কীর্ত্তন কর। এইরূপে পরমাত্মজ্ঞানই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ৩৯ ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্তিপূর্ব্বক আত্মস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ কি চক্ষুর বিষয়ীভূত তমোপহারী তেজঃপর, অথবা পরঃব্রহ্মবাচক ? বাস্তবিক জ্যোতিঃ শব্দের তেজার্থই প্রসিদ্ধ

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে। তথা চ নাড়ীখণ্ডে অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমত ইতি মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্ কস্মাদ্দর্শনাৎ। তস্য হীহ প্রকরণে বক্তব্যত্বেনানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। য আত্মাপহতপাপ্মেত্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্যাত্মনঃ প্রকরণাদাবন্বেষ্টব্যত্বেন বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি চানুসন্ধানাৎ অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীরতায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরস্যাভিধানাৎ ব্রহ্মভাবাচ্চান্যত্রাশরীরতানুপপত্তেঃ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্তূক্তং মুমুক্ষো-

---

যেহেতু উক্তার্থেই জ্যোতিঃ শব্দের রূঢ় আছে। এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে, "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" এই সূত্রে প্রকরণ বশতঃ জ্যোতিঃশব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদক হয়। কিন্তু এইরূপ স্বার্থ পরিত্যাগে কোন কারণ দেখা যায় না। নাড়ীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যখন প্রাণ এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখনই রশ্মিদ্বারা উর্দ্ধে আক্রমণকরে, এইরূপে মুমুক্ষুদিগের আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে; সুতরাং প্রসিদ্ধার্থেই জ্যোতিঃশব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত, কিরূপে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচক হইতে পারে? এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে, জ্যোঃতিশব্দে পরংব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, যেহেতু এই প্রকরণে ব্রহ্মেরই অনুবৃত্তি দেখা যায়। "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকরণ বশতঃ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অন্বেষণ ও ব্রহ্মেরই জ্ঞানেচ্ছা জানা যাইতেছে, আর "অশরীরং বাব প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃসতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অশরীরতা প্রতিপাদনার্থই জ্যোতিঃস্বরূপের কথনহইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মভাবহেতুই ব্রহ্মাতিরিক্তে অশরীরতার অনুপপত্তি আছে। আর "পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষঃ" এইরূপে ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষণ উক্ত হইয়াছে। মুমুক্ষুদিগের যে আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে, তাহাতেও ঐকান্তিক

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

রাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি ন চাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষো গত্যুৎক্রান্তিসম্বন্ধাৎ। ন হি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যুৎক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি শ্রূয়তে। তৎ কিমাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশমিতি বিচারে ভূতপরিগ্রহো যুক্তঃ আকাশশব্দস্ত তস্মিন্ রূঢ়ত্বাৎ নামরূপনির্ব্বহণস্ত চাবকাশদানদ্বারেণ তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্যত্বাৎ। স্রষ্টৃত্বাদেশ্চ স্পষ্টস্ত ব্রহ্মলিঙ্গস্তাশ্রবণাৎ ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্মেহাকাশব্দং ভবিতুমর্হতি কস্মাৎ অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্মেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপদিশতি। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি সর্ব্বস্ত বিকারজাতস্ত নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ। নামরূপয়োরপি নির্ব্বহণং নিরঙ্কুশং

মোক্ষ নহে, কারণ উহাতে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আত্যন্তিক মোক্ষে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ নাই ॥ ৪০ ॥

"আকাশো বৈ নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে আকাশশব্দ উক্ত আছে, তাহা কি পরংব্রহ্মবাচক, অথবা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ প্রতিপাদক? এই বিচারে প্রথমত ভূতাকাশইযুক্ত হইতেছে, যেহেতু রূঢ়িবশতঃ আকাশব্দ ভূতাকাশেই প্রসিদ্ধ আছে। ইহাতে আকাশ যে নাম রূপের নির্ব্বাহক, তাহাও অসম্ভব হয় না, কারণ অবকাস দ্বারাই ভূতাকাশ নামরূপের নির্ব্বাহক হইতে পারে। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" এই সূত্রেই ভূতাকাশের সৃষ্টিকর্তৃত্ব নিষেধ হইয়াছে; সুতরাং আকাশশব্দে ভূতাকাশই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আকাশশব্দে পরংব্রহ্মই জানিতে হইবে, যেহেতু অর্থান্তরত্বাদির কথন আছে, অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অর্থান্তরভূত আকাশই কথিত হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন নামরূপদ্বারা অর্থান্তর সম্ভব নাই, সকল বিকারী ভূত পদার্থই নামরূপদ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মের অন্তত্র

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

ন ব্রহ্মণোঽন্যস্য সম্ভবতি। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ব্রহ্মকর্তৃত্বশ্রবণাৎ। নমু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং নির্ব্বোঢ়ৃত্বমস্তি। বাঢ়মস্তি অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ। নামরূপনির্ব্বহণাভিধানাদেব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি। তৎব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি। আকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যত্রায়ং প্রপঞ্চঃ। ৪১।

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ ইত্যুপক্রম্য ভূয়ানাত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ। তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্রান্বাখ্যানপরং বাক্যমুতাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমিতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং সংসারিস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেতি। কুতঃ উপক্রমোপসংহারাভ্যাং। উপক্রমে যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি শারীরলিঙ্গাৎ উপসংহারে চ স বা এষ

নামরূপের নির্ব্বাহকতা সম্ভব হইতে পারে না। "আমি এই জীবাত্মাদ্বারা প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব" এইরূপে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণ আছে। যদি বল, জীবের যে নামরূপ নির্ব্বাহকর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে অভেদ বিবক্ষা হইয়াছে, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিবক্ষা করিয়াই জীবের নামরূপনির্ব্বাহকর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত আছে। বস্তুতঃ নামরূপনির্ব্বাহকথনই সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "সেই ব্রহ্ম সেই অমৃত, এবং সেই আত্মা" এই সকলই ব্রহ্মলিঙ্গ জানিবে। পরন্তু "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" এই সূত্রেই উক্ত বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে॥ ৪১।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে লিখিত আছে যে, জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পদার্থ আমাদিগের বুদ্ধির গোচরীভূত হয়, ইহাদিগের মধ্যে আত্মা কে? জনকের এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি প্রাণ ও বুদ্ধির অতিরিক্ত, হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ পুরুষ, তিনিই আত্মা, এই উপক্রমে আত্মবিষয় সবিশেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, উক্তবাক্য কি সংসারি-

মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি তদপরিত্যাগাম্মধ্যেঽপি বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসেন তস্যৈব প্রপঞ্চনাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমেশ্বরোপদেশপরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্রান্বাখ্যানপরং কস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্তৌ চ শারীরাৎ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবদয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি শারীরাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাত্তস্য বেদিতৃত্বাৎ বাহ্যাভ্যান্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ। প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যমবিয়োগাৎ তথোৎক্রান্তাবপ্যয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতীতি জীবাদ্ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি তত্রাপি শারীরো জীবঃ স্যাৎ শরীরস্বামিত্বাৎ। প্রাজ্ঞস্তু স এব পরমেশ্বরঃ তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো-

---

স্বরূপমাত্রকথনপর, কিম্বা অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদক? আপাততঃ উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা সংসারিস্বরূপকথনপর বলিয়াই বোধ হইতেছে, অর্থাৎ উপক্রমকালে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্যে শারীরলিঙ্গহেতু এবং উপসংহার কালেও "সবা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মের সংসারিস্বরূপত্ব প্রপঞ্চীকৃত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্তবাক্য পরমেশ্বরেরই উপদেশকপর, উহা শারীরমাত্রকথনপর নহে। যেহেতু সুষুপ্তি ও উত্থান এই উভয় অবস্থাতেই শরীরসম্বন্ধভিন্ন পরমেশ্বরেরই কথন হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত পরিষক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় কিছুই জানে না; সুতরাং শরীরসম্বন্ধভিন্ন পরমেশ্বরের কথন হয়। ইহাতে যদি পুরুষ শরীরসম্বন্ধী হয়, তাহাহইলেই তাহার জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব থাকে; সুতরাং বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের জ্ঞান প্রসঙ্গ হইলেই তৎপ্রতিষেধ সম্ভব হয়। পরমেশ্বর প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ লক্ষণ, প্রাজ্ঞযোগ তাহার নিত্যই আছে, আর উত্থানকালে এই শরীরবান আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিসর্জ্জন করতঃ গমন করে, এইরূপে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বাস্তবিক জীবই শরীরবান,

র্ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যদুক্তমা-দ্যন্তমধ্যেষু শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি অত্র ব্রূমঃ। উপক্রমে তাবৎ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্ কিং তর্হ্যনূদ্য সংসারিস্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাঽস্যৈকতাং বিবক্ষতি যতো ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্ম্মনিরাকরণপরা লক্ষ্যতে। তথোপসংহারেঽপি যথোপক্রমমেবোসংহরতি। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে স বা এষ মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ। যস্তু মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাৎ সংসারিস্বরূপবিবক্ষাং মন্যতে স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত যতো ন বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসে-নাবস্থাবত্ত্বম্ সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতং কিং তর্হ্যবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ বিবক্ষতি। কথমেতদবগম্যতে। যদত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি পদে

যেহেতু শরীরে জীবেরই স্বামিত্ব আছে। পরন্তু পরমেশ্বরই প্রাজ্ঞ, এই নিমিত্তই সুষুপ্তি ও উৎক্রমণের ভেদকথনহেতু উক্তবাক্যে পরমেশ্বরই বিব-ক্ষিত, ইহা জানা যাইতেছে। আর যে উক্ত আছে, বাক্যের আদি, মধ্য ও অন্তে শরীরলিঙ্গহেতু উক্ত বাক্যও পরমেশ্বরপর, ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, উপক্রমকালে "যোঽয়ং পুরুষঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্যে সংসারিস্বরূপ বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য বিবক্ষিত হইয়াছে। যেহেতু "ধ্যায়তীব" ইত্যাদি উত্তর গ্রন্থে সংসারি-স্বরূপ নিরাকরণ হইয়াছে এবং উপসংহারকালেও সেই রূপেই উপ-সংহার করা হইয়াছে "সবা এষ মহানজ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতেও যিনি বিজ্ঞানময়, তিনিই সংসারী এবং যিনি মহান, অজন্মা পরমাত্মা, তিনিই পরমেশ্বর, এইরূপে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি। মধ্যে যে বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবস্থোপন্যাসহেতু সংসারিস্বরূপবিবক্ষা জ্ঞানকরে, সে পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিয়া পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেহেতু বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবস্থোপন্যাস দ্বারা অবস্থাবত্ত্ব ও সংসারিত্ব বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু অবস্থা রহি-তত্ব ও অসংসারিত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে। আর ইহা কিরূপে জানা যায়

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

পদে পৃচ্ছতি যচ্চানন্বাগতস্তেন ভবতি অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে প্রতিবক্তি। অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতীতি চ তস্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমে- বৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্ । ৪২ ॥

ইতশ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যং। যদ- স্মিন্ বাক্যে পত্যাদিশব্দা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতি- ষেধনাশ্চ ভবন্তি। স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশান সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যেবংজাতী- য়কা অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ। সন্ সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবা- সাধুনা কনীয়ানিত্যেবংজাতীয়কাঃ সংসারিস্বভাবপ্রতিষেধনপরাস্তস্মাদ- সংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি গম্যতে । ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

যে, অতঃপর বিমোক্ষের নিমিত্তই বলিবে, অতএব পদে পদেই প্রশ্ন হয়। বাস্তবিক পরমাত্মপুরুষ যে অসংগত, তাহা পদে পদেই কথিত আছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যে অসংসারিস্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৪২।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য যে সংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর নহে, তাহার কারণান্তর দর্শাইতেছেন।—উক্ত বাক্যে যে পত্যাদি শব্দ উক্ত আছে, তাহাই অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর এবং তাহাকেই সংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনের নিষেধ জানা যাইতেছে। ঐ শ্রুতিতেই পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ স্বাধীন, সকলের ঈশ্বর, অর্থাৎ নিয়ম কর্ত্তা এবং সকলের অধিপতি, এইরূপ উক্ত আছে। ইহাতেই তিনি যে অসংসারী, তাহা জানা গেল। আর তিনিই সৎকর্ম্ম দ্বারা মহান এবং তিনি অসৎকর্ম্ম দ্বারা কনীয়ান্ ইত্যাদি শব্দেই তাহার সংসারিত্বের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং পর- মেশ্বর যে অসংসারী ইহাই প্রতিপাদিত হইল। ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ। ৩।

প্রথমাধ্যায়ে

চতুর্থঃ পাদঃ।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি তল্লক্ষণং প্রধানস্যাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশব্দত্বেন নিরাকৃতমীক্ষতের্নাশব্দমিতি গতিসামান্যঞ্চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে ন প্রধান-কারণবাদং প্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রন্থেন। ইদমিদানীমবশিষ্টমাশ-ঙ্ক্যতে। যদুক্তং প্রধানস্যাশব্দত্বং তদসিদ্ধম্ কাসুচিচ্ছাখাসু প্রধানসমর্পণা-ভাসানাং শব্দানাং শ্রূয়মাণত্বাৎ। অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে। তদ্যা-বত্তেষাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে তাবৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ

ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞা করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, আর উক্ত লক্ষণে ব্রহ্ম প্রকৃতির সমান হইতেছেন, এই আশঙ্কায় "ঈক্ষতের্ণাশব্দঃ এই সূত্রের অবতারণ করিয়া শঙ্কার নিরাস করিয়াছেন। আর "গতি সামান্যাৎ" এই সূত্রে বেদান্ত বাক্য ব্রহ্মকারণবাদের প্রতি বিদ্যমান আছে, উহা প্রকৃতি কারণ বাদের অনুকূল নহে, ইহাই পূর্ব্বগ্রন্থে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এইক্ষণ ইহাই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকৃতির যে অশব্দত্ব উক্ত আছে, তাহাও অসিদ্ধ, কারণ কোন কোন শাখাতে প্রকৃতির সমর্পণাভাস শব্দের শ্রবণ আছে। অতএব প্রকৃতির কারণত্ব যে বেদসিদ্ধ, তাহা কপিলাদি মহা মহা পরমর্ষিগণ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। যাবৎ সেই সকল শব্দের অন্য-পরত্ব প্রতিপাদিত না হয়, তাবৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহাতে

কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ অতস্তেষামন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ত্ততে। আনুমানিকমপি অনুমাননিরূপিতমপি প্রধানমেকেষাং শাখিনাং শব্দবদুপলভ্যতে। কাঠকে হি পঠ্যতে মহতঃ পরমব্যক্তম-ব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি। তত্র য এব যন্নামানো যৎক্রমকাশ্চ মহদব্যক্ত-পুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাস্ত এবেহ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতি-প্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানমভিধীয়তেঽতস্তস্য শব্দবত্বাদশব্দত্বমনুপপন্নং তদেব চ জগতঃ কারণং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্য ইতি চেৎ নৈতদেবং। ন হ্যত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে শব্দমাত্রং হ্যত্রা-ব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যৌগিকত্বাদন্য-স্মিন্নপি সূক্ষ্মে দুর্লক্ষ্যে চ প্রযুজ্যতে ন চায়ং কস্মিংশ্চিদ্রূঢ়ঃ। যা তু প্রধান-বাদিনাং রূঢ়িঃ সা তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চ ক্রমমাত্রসামান্যাৎ সমানার্থপ্রতিপত্তি-

---

প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অতএব সেই সকল শব্দের অন্যপরত্ব প্রদর্শনার্থ উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে। প্রকৃতির কারণত্ব অনুমানে নিরূপিত হইলেও তাহা কোন কোন শাখিদিগের মতে শব্দবৎ উপলব্ধ হইতেছে। কাঠক শ্রুতিতে পঠিত আছে যে, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহারা যে যে নামে স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা সেই সেই নামে প্রকৃত্যাদি জ্ঞাত হয়। পরন্তু "প্রকৃতি অব্যক্ত" এইরূপেই স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে এবং তাহার শব্দাদি হীনত্বপ্রযুক্তই ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্ত, এইরূপ ব্যুৎপত্তি সম্ভব হয় না; সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতিই কথিত হয়। অতএব তাহার শব্দহেতু অশব্দত্ব অনুপপন্ন এবং তাহাই জগতের কারণ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ে প্রসিদ্ধ হইল। তাহা নহে, কারণ ব্রহ্ম যেরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধস্বতন্ত্র কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সেইরূপ কারণ বলিয়া বোধ হয় না, শব্দ-মাত্রেই অব্যক্ত, ইহাই জানা যায়। সেই শব্দও "যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই অব্যক্ত" এইরূপ যোগার্থবশত অন্য সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য বিষয়ে নিযুক্ত হয়,

ৰ্ভবত্যসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে। ন হ্যশ্বস্থানে গাং পশ্যন্নশ্বোঽয়মিত্যমূঢ়োঽধ্যবস্যতি। প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ। শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে। কুতঃ প্রকরণাৎ পরিশেষাচ্চ। তথা হ্যনন্তরাতীতো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপককৢপ্তিং দর্শয়তি। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ। ইতি। তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি। সংযতৈস্ত্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা কিং তদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াং তেভ্য এব প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মানমধ্বনঃ পারং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং দর্শয়তি। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং

ইহাতে কোন রূঢ়ার্থ দৃষ্ট হয় না, প্রকৃতিকারণবাদীরা যে রূঢ় স্বীকার করে, তাহা প্রকৃত রূঢ় নহে, উহা পারিভাষিক রূঢ়; সুতরাং ঐ রূঢ় বেদার্থ নিরূপণে কারণ হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথার্থার্থের প্রত্যাভিজ্ঞান না হইলে সামান্য ক্রমবশতঃ সমানার্থজ্ঞান হয় না। কোন মূঢ়ব্যক্তিও অশ্বস্থানে গো-দর্শন করিলে "ইহাই অশ্ব" এইরূপ জ্ঞান করে না। বাস্তবিক এই প্রকরণ নিরূপণে কোনরূপ কল্পিত প্রকৃতির প্রতীতি হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিকে শরীররূপে গ্রহণকরা হইয়াছে, অর্থাৎ এই প্রকরণনিরূপণে প্রকৃতি শব্দে শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর গ্রন্থেই শরীরকে রথ এবং আত্মাকে রথীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ. অর্থাৎ অশ্বরজ্জু এবং ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে, আত্মা এইরূপে বিষয়ে ভ্রমণ করেন, পণ্ডিতগণ এইরূপে ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে যে ভোক্তা বলিয়া থাকেন। ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন অসংযত থাকে, তখনই আত্মা সংসারে গমন করেন

কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ। ইতি। তত্র য এবেন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্ব্বস্মাং রথরূপককল্পনায়ামশ্বাদিভাবেন প্রকৃতাস্তে এবেহ পরিগৃহ্যন্তে প্রকৃতহানা-প্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারায়। তত্রেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্ব্বত্রেহ চ সমান-শব্দা এব অর্থাস্তু যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়হয়গোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টাস্তেষাং চেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বং ইন্দ্রিয়াণাং চ গ্রহত্ব বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধেঃ বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং মনোমূলত্বাদ্বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য মন-সস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধিং হ্যারুহ্য ভোগ্যজাতং ভোক্তারমুপসর্পতি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি রথিত্বেনোপক্ষিপ্তঃ কুতঃ আত্মশব্দাৎ ভোক্তুশ্চ ভোগোপকরণাৎ পরত্বোপপত্তেঃ। মহত্বং চাস্য স্বামি-ত্বাদুপপন্নম্। অথ বা মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ। প্রজ্ঞা সংবিচ্চিত্তিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে॥ ইতি স্মৃতেঃ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। ইতি চ শ্রুতেঃ। যা প্রথমজস্য

এবং উহাদিগকে সংযত করিতে পারিলেই পন্থার পরবর্ত্তী বিষ্ণুর পদপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রদর্শন করিয়া পন্থার পরবর্ত্তী বিষ্ণুপদ কি? এই আশঙ্কায় ইন্দ্রিয়াদির পরবর্ত্তী পরমাত্মাই পন্থার পরবর্ত্তী বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরবর্ত্তী মন, মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধির পর আত্মা, আত্মার পর মহত্তত্ব, মহত্তত্ত্বের পর প্রকৃতি, প্রকৃ-তির পর পুরুষ। এই পুরুষের পর কিছুই নাই, উহাই পরমাগতি, ইহাতে ইন্দ্রিয়াদিগকে যে পূর্ব্বে রথরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অশ্বাদিরূপেই পরিগৃহীত হয়, এই স্থানেও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সকল শব্দই সমান, কিন্তু ইহাদিগের অর্থে বিশেষ আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ ঘোটকের বিষয় শব্দাদিই নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব সেই সকলই ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত শব্দাদি ইন্দ্রিয়গণের পরবর্ত্তী, ইহা "ইন্দ্রিয়াণাংগ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বং" এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। বিষয় হইতে যে মনের পরত্ব, তাহাতেও মনই কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে, বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারেই বুদ্ধি যে মনের পরবর্ত্তিনী তাহা প্রতীতি হয়, ভোগ্যবস্তু সকল বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই ভোক্তাকে অনুসরণ করে। আর বুদ্ধি

হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্মেত্যুচ্যতে। সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধিগ্রহণেনৈব গৃহীতা সতী হি রুক্ ইহোপদিশ্যতে তস্যা অপি অস্মদীয়াভ্যো বুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তেঃ। এতস্মিংস্তু পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্ পরমার্থতস্তু পরমাত্মবিজ্ঞানাত্মনোর্ভেদাভাবাৎ। তদেবং শরীরমেবৈকং পরিশিষ্যতে তেষু ইতরাণীন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতান্যেব পরমপদদিদর্শয়িষয়া সমনুক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্যমাণং প্রকৃতং শরীরং দর্শয়তীতি গম্যতে। শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যাবতো ভোক্তুঃ শরীরাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা। তথা চ এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ইতি। বৈষ্ণবস্য পরমপদস্য দুরবগমত্বমুক্ত্বা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি। যচ্ছে-

---

হইতে আত্মা পরবর্ত্তী, এই নিমিত্তই আত্মাকে রথী বলিয়া জানা যায়। এইরূপে আত্মার রথিত্ব কল্পিত হইয়াছে এবং আত্মাই ভোগ করেন, এই নিমিত্তই তাহাকে সকলের পরবর্ত্তী বলিয়া জানা যায়, আর এই আত্মাই সকলের স্বামী, অতএব তাঁহারই মহত্ত্ব আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি, এই স্থানে প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভের যে বুদ্ধি, তাহাই সর্ব্ববুদ্ধির প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তাহাকেই মহান আত্মা বলা যায়। সেই বুদ্ধিও পূর্ব্ব বুদ্ধি গ্রহণে গৃহীত হইয়া উপদিষ্ট হইতেছে, সেই বুদ্ধিই আমাদিগের বুদ্ধি হইতে পরবর্ত্তী এইরূপে উপপত্তি হইতেছে। এই পক্ষেও পরমাত্মবিষয় পরপুরুষগ্রহণে রথী আত্মার গ্রহণ জানিবে, বাস্তবিক, পরমাত্মার জ্ঞান ও আত্মার ভেদ নাই। তাহাহইলে একমাত্র শরীরই পরিশিষ্ট থাকে এবং ইতর ইন্দ্রিয়াদিকে পরমপদপ্রদর্শনেচ্ছায় অবশিষ্ট শরীরমাত্রই প্রদর্শন করান হয়। পরন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং বিষয়বিজ্ঞানযুক্ত মায়াবান্ ভোক্তার শরীরাদির রথাদি কল্পনাতে সংসার মোক্ষগতি নিরূপণ দ্বারা প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মাবগতিই এই-

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

ত্বাত্মনসী প্রজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ইতি। এতদুক্তং ভবতি বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ। বাগাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেৎ। মনোঽপি বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াং বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ। তামপি বুদ্ধিং মহত্যাত্মনি ভোক্তর্যগ্র্যায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিয়চ্ছেৎ মহান্তং ত্বাত্মানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে পরস্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি। তদেবং পূর্ব্বাপরালোচনায়াং নাস্ত্যত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানস্যাবকাশঃ। ১ ॥

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতি ইদমিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দার্হত্বং শরীরস্য যাবতা স্থূলত্বাৎ স্পষ্টতরমিদং শরীরং ব্যক্তশব্দার্হং অস্পষ্টবচনস্ত্বব্যক্তশব্দ ইতি অত উত্তরমুচ্যতে। সূক্ষ্মন্ত্বিহ কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ। যদ্যপি স্থূল-

---

স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা সর্ব্বভূতেই গূঢ়ভাবে আছেন, ইনি সহজে প্রকাশ পান না, কেবল সূক্ষ্মদর্শীরাই সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে দেখিতে পায়, অতএব বৈষ্ণবপদের দুরবগম্যত্ব বলিয়া সেই বৈষ্ণবপদ পরিজ্ঞানার্থ যোগ প্রদর্শন করিতেছেন। বাক্যকে মনেতে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাগাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবে, আর সেই বিষয়বিকল্পনাভিমুখ মনকে দোষ দর্শন দ্বারা নিবারিত করিয়া অধ্যবসায় স্বভাবা বুদ্ধিতে ধারণ করিবে এবং সেই বুদ্ধিকে মহাত্মাতে সংযত রাখিবে॥ ১।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকরণ ও পরিশেষহেতু অব্যক্তশব্দে শরীরই কথিত হয়, প্রকৃতি নহে। এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, কি কারণে শরীরেই অব্যক্তশব্দার্থতা হয়, স্থূলত্বহেতু স্পষ্টতর শরীরই ব্যক্তশব্দবাচ্য হইতেছে। যাহা অস্পষ্ট, তাহাকেই অব্যক্ত শব্দে বুঝাইতে পারে, শরীরত অস্পষ্ট নহে, তাহা কিরূপে অব্যক্তশব্দবাচ্য হয়? ইহাতে উত্তর করিতে

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

মিদং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমর্হতি তথাপি তস্য আরম্ভকং ভূতসূক্ষ্মমব্যক্তশব্দমর্হতি প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ যথা গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং ইতি। তথা শ্রুতিশ্চ তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি। ইদমেব ব্যাকৃতং নামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং বীজশক্ত্যবস্থমব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি। ২।

অত্রাহ যদি জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্মকং প্রাগবস্থমব্যক্তশব্দার্হমভ্যুপগম্যেত তদাত্মনা চ শরীরস্যাপ্যব্যক্তশব্দার্হত্বং প্রতিজ্ঞায়েত। স এব তর্হি প্রধানকারণবাদ এবং সত্যাপদ্যেত অস্যৈব জগতঃ প্রাগবস্থায়াঃ প্রধানত্বেনাভ্যুপগমাদিতি। অত্রোচ্যতে যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদং পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা

হেন যে, কারণশরীর সূক্ষ্ম এবং যাহা সূক্ষ্ম, তাহাই অব্যক্তশব্দযোগ্য হয়। যদিও এই স্থূল শরীর অব্যক্তশব্দবাচ্য না হউক, তথাপি এই স্থূল শরীরের আরম্ভক হইতে পারে, পরন্তু প্রকৃতি শব্দ বিকারে দৃষ্ট আছে। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, এই শরীর অব্যাকৃত ছিল ; সুতরাং নামরূপমিশ্রিত এই ব্যক্ত জগৎ পূর্ব্বাবস্থাতে ব্যক্তনামরূপ পরিত্যাগ করিয়া বীজশক্তির অবস্থাপন্ন হইলেই অব্যক্তশব্দবাচ্য হইতে পারে॥ ২।

এইক্ষণ বলিতেছেন, যদি এই জগৎ অনভিব্যক্ত নামরূপবীজাত্মক পূর্ব্বাবস্থাপন্ন অব্যক্ত শব্দার্থক হইল, তাহাহইলে শরীরও অব্যক্ত শব্দার্হ হইতে পারে, ইহাও প্রকৃতিকারণবাদ হইল, যেহেতু এই জগতের যে পূর্ব্বাবস্থা, তাহাকেই প্রকৃতিস্বরূপে স্বীকার আছে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যদি আমরা জগতের স্বতন্ত্র কোন পূর্ব্বাবস্থাকে কারণস্বরূপে স্বীকার করিতাম, তাহাহইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রধানকারণবাদ হইত, কিন্তু এই জগতের পূর্ব্বাবস্থাকে আমরা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া

পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাৎ। অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তির্যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ। তদেতদব্যক্তং কচিদাকাশশব্দনির্দ্দিষ্টং এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ। কচিদক্ষরশব্দোদিতং অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ। কচিন্মায়েতি সূচিতং মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। তদিদং মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তং অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ যদা হৈরণ্যগর্ভো বুদ্ধির্মহান্ যদা তু জীবো মহাংস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্।

স্বীকার করি, উহা স্বতন্ত্র নহে, আর জগতের সেই পূর্ব্বাবস্থাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় এবং উহাও নিরর্থক নহে, যেহেতু সেই অবস্থা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি হয় না এবং শক্তিরহিত পরমেশ্বরের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া উঠে। তবে মুক্ত পুরুষদিগের পুনরুৎপত্তি নাই, যেহেতু বিদ্যাদ্বারা তাহাদিগের সেই বীজশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সেই বীজশক্তিই অবিদ্যাস্বরূপ এবং উহারই অব্যক্ত শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। আর মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিও পরমেশ্বরের আশ্রিত, এই মহা সুষুপ্তিতেই সংসারী জীবগণ স্বরূপপ্রতিবোধরহিত হইয়া শয়ন করে। এই অব্যক্তও কখন কখন আকাশশব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ" এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ জানিবে। কদাচিৎ উহা অক্ষরশব্দে কথিত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, উহা পরমাক্ষর হইতেও পারে। কখন ইহাকে মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রবর্ণপ্রমাণে জানা যায় যে, মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং যিনি মহেশ্বর, তিনিই মায়ী। বাস্তবিক সেই অব্যক্তই মায়া, যেহেতু তাহার তত্ত্বনিরূপণ অশক্য, আর সেই অব্যক্তও মহত্তত্ত্বের পর, কারণ সেই মহত্তত্ত্বও অব্যক্ত প্রভব। আর ইহাও উক্ত আছে যে, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি মহান এবং জীবও মহান, তখন জীবই

অবিদ্যা হ্যব্যক্তং অবিদ্যাবত্ত্বে চ জীবস্য সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ সন্ততো বর্ত্ততে। তচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে। সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরিশিষ্টত্বাচ্চ শরীরস্য। অন্যে তু বর্ণয়ন্তি দ্বিবিধং হি শরীরং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ যদিদমুপলভ্যতে। সূক্ষ্মং যদুত্তরত্র বক্ষ্যতে তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূর্ব্বং রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতং ইহ তু সূক্ষ্মমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য জীবাত্তস্য পরত্বং যথা অর্থাধীনত্বাদিন্দ্রিয়ব্যাপারস্যেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বমর্থানামিতি। তৈস্ত্বেতদবক্তব্যমবিশেষেণ শরীরদ্বয়স্য পূর্ব্বত্র রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথং সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি। আম্নাতস্যার্থং প্রতিপত্তুং প্রভবামো নাম্নাতং পর্য্যনুযোক্তুং আম্নাতঞ্চাব্যক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং

অব্যক্তাধীন, ইহা জানা যাইতেছে; সুতরাং অব্যক্তই মহত্তত্ত্বের পর, ইহা প্রতিপন্ন হইল। আর অবিদ্যাই অব্যক্ত, অবিদ্যাহেতুই জীবের সকল সংসার সর্ব্বত্র প্রবৃত্ত আছে, মহত্তত্ত্বের পরত্বও অব্যক্তগত, আর উহা অব্যক্তের বিকারীভূত শরীরে পরিকল্পিত হয়। অন্যে বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শরীর দ্বিবিধ, সূক্ষ্ম শরীর পরে কথিত হইবে। আর যাহা সম্প্রতি উপলব্ধ হইতেছে, তাহাই স্থূলশরীর, এই উভয় শরীরের অবিশেষ হেতু ঐ উভয়ই পূর্ব্বে রথরূপে কল্পিত হইয়াছে, এই সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্তশব্দে পরিগৃহীত হয়, যেহেতু সূক্ষ্মই অব্যক্তশব্দের প্রতিপাদ্য, আর বন্ধমোক্ষ ব্যবহারও তাহার অধীন, অতএব জীব হইতে তাহার পরত্ব জানা যায়, যেমন অর্থাধীনত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাপারের পরত্ব। এইক্ষণ ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে অবিশেষে শরীরদ্বয়ই রথরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তবে কিরূপে কেবল সূক্ষ্ম শরীর এই স্থলে পরিগৃহীত হইতে পারে, স্থূল শরীর পরিগৃহীত হয় না? বাস্তবিক আমরা আম্নাতার্থ পরিজ্ঞানের নিমিত্তই যত্ন করিতেছি এবং সেই অব্যক্তপদই আম্নাত, তাহা সূক্ষ্মার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে, স্থূলার্থ

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

শক্নোতি নেতরদ্ব্যক্তত্বাৎ তাস্তিবেৎ ন একবাক্যতামনাপদ্য কশ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ। ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈক বাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি তত্রাবিশিষ্টায়াং শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াং যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধেঽনভ্যুপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি কুত আম্নাতস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ। ন চৈবং মন্তব্যং দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎসতয়া সুশোধত্বাদগ্রহণমিতি। যতো নৈবেহ শোধনং কস্যচিদ্বিবক্ষ্যতে ন হ্যত্র শোধনবিধায়ি কিঞ্চিদাখ্যাতমস্তি অনন্তর-নির্দ্দিষ্টত্বাত্তু কিং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি ইদমিহ বিবিক্ষ্যতে। তথা হি ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্ত্বা পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিত্যাহ। সর্ব্বথাপি ত্বানুমানিকনিরাকরণোপপত্তেস্তথা নামাস্তু ন নঃ কিঞ্চিচ্ছিদ্যতে॥৩॥

জ্ঞেয়ত্বেন চ সাঙ্খ্যৈঃ প্রধানং স্মর্য্যতে গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাৎ কৈবল্য-

---

প্রতিপাদন করে না, যেহেতু উহা ব্যক্ত। আর ইহাও বলা যায় না, কারণের একবাক্যতা না হইলে কোন অর্থই প্রতিপাদন করিতে পারে না, ইহাতে প্রকৃতের হানি এবং অপ্রকৃতের প্রসঙ্গ হয়। আর আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে একবাক্যতা প্রতিপত্তি হয় না, তাহাতে অবিশিষ্ট শরীরদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষাতে অর্থাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একবাক্যতা বাধিত হয়; সুতরাং কিরূপে আম্নাতার্থের প্রতিপত্তি হইতে পারে। আর ইহাও স্বীকার করা যায় না যে, দুঃসাধ্যহেতু কেবল সূক্ষ্ম শরীরেরই এই স্থানে গ্রহণ হয়, স্থূল শরীরের বীভৎসতা দৃষ্ট আছে, অতএব তাহার সুশোধ্যতাপ্রযুক্ত সেই স্থূল শরীরের গ্রহণ হইতে পারে, যেহেতু এই স্থলে কাহারও শোধন বিবক্ষা নাই। আর এই স্থলে শোধন বিধায়ী কোন কথাই নাই এবং অনন্তর নির্দ্দিষ্ট হেতু বিষ্ণুর পরমপদ কি? ইহাই এই স্থানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ ইহাই ইহার পর এবং অন্য পদার্থ তাহার পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছুই নাই, ইহাই বলা যায়॥৩॥

অব্যক্ত যে প্রধান নহে, তাহাতে হেত্বন্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

মিতি বদন্তিঃ ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ পুরুষস্যান্তরং শক্যং জ্ঞাতুমিতি। কচিৎ চ বিভূতিবিশেষপ্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি। ন চেদমিহাব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দো নেহাব্যক্তং জ্ঞাতব্যমুপাসিতব্যং চেতি বাক্যমস্তি। ন চানুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থমিতি শক্যং প্রতিপত্তুং তস্মাদপি নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে। অস্মাকন্তু রথরূপককৢপ্তশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মুপন্যাস ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪ ॥

অত্রাহ সাঙ্খ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্। কথং শ্রূয়তে হ্যুত্তরত্রাব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যু-

সাংখ্যেরা প্রধানকে জ্ঞেয়স্বরূপে স্মরণ করে, যেহেতু সত্বাদিগুণরূপ প্রধান হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান আছে। যাঁহারা বলেন, প্রধানই জ্ঞেয়, তাঁহারাও গুণসম্বন্ধ না জানিয়া গুণ হইতে পুরুষের ভেদ জানিতে পারেন না, আর কেবল পুরুষের বিভিন্নতারূপে প্রধানকে জানিবে, ইহাই তাহাদিগের ইষ্ট, তাহা নহে, তাহার উপাসনাতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, অতএব প্রধানকেই জানিবে। এইস্থানে অবক্ত্যই জ্ঞেয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, অব্যক্তশব্দ পদমাত্র এবং সেই অব্যক্ত জ্ঞাতব্য নহে ও উপাসিতব্য নহে, এইরূপ বাক্য আছে, বিশেষতঃ অনুপদিষ্ট পদার্থজ্ঞানই যে পুরুষার্থ, তাহাও জানা যাইতেছে না, অতএব অব্যক্তশব্দে প্রধান কথিত হয় না। আমাদিগের মতে রথরূপে পরিকল্পিত শরীরাদির অনুসরণ দ্বারা বিষ্ণুরই পরমপদ প্রদর্শনার্থ এই উপন্যাস, অতএব উহাই অনিন্দনীয়কল্প ॥ ৪ ॥

সাংখ্যবচনে প্রধানের জ্ঞেয়ত্ববচনাভাবহেতু ইহা অসিদ্ধ, কারণ পরেই অব্যশব্দোদিত প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব কথন আছে। আর লিখিত আছে যে, যিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপশূন্য, অব্যয়, রসবিহীন, নিত্য, অগন্ধ, আদি ও অন্তরহিত এবং মহতের পর, তাঁহাকে জানিতে

মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ইতি অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃতৌ নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্ তস্মাৎ প্রধানমেবেদং তদেবাব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টমিতি অত্র ব্রূমঃ। নেহ প্রধানং নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্ প্রাজ্ঞো হীহ পরমাত্মা নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। কুতঃ প্রকরণাৎ। প্রাজ্ঞস্য হি প্রকরণং বিততম্ বর্ত্ততে। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। ইতি চ দুর্জ্ঞানত্ববচনেন তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ। যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞঃ ইতি চ তজ্জ্ঞানায়ৈব বাগাদিসংযমস্য বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষণফলত্বাচ্চ। ন হি প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাঙ্খ্যৈরিষ্যত। চেতনাত্মবিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি তেষামভ্যুপগমঃ। সর্ব্বেষু চ বেদান্তেষু প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনোঽশব্দাদিধর্ম্মত্বমভিলপ্যতে তস্মান্ন প্রধানস্যাত্র জ্ঞেয়ত্বমব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টত্বং বা। ৫।

পারিলে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্তি পায়, এই স্থলে যেরূপে শব্দাদিবিহীন মহতের পরবর্ত্তী প্রধান স্মৃতিতে নিরূপিত আছে, সেই রূপেই তাহাকে জানিবে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত স্থানে প্রধানই জ্ঞেয়স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই জানা যায়, যেহেতু এই প্রকরণে প্রাজ্ঞ আত্মাই বিবৃত হইয়াছেন। কারণ পুরুষের পর কিছুই নাই, তাহাই সকলের প্রধান এবং পরমাগতি। আর লিখিত আছে যে, এই পুরুষই সর্ব্বভূতের আত্মা, ইনি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, সচরাচর প্রকাশিত হয়েন না। এই পুরুষের পরিজ্ঞানার্থই বাগাদিসংযম বিহিত, আর ঐ পুরুষের বিজ্ঞান হইলেই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। কেবল প্রধানকে জানিয়া কেহ মৃত্যুর মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, ইহাই সাংখ্যেরা স্বীকার করেন। তাঁহারা আর বলেন যে, চেতন আত্মার পরিজ্ঞানই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারে, বাস্তবিক সকল বেদান্তেই প্রাজ্ঞ আত্মার অশব্দাদি ধর্ম্ম কথিত আছে, অতএব জানা যায় যে প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি জ্ঞেয় নহে এবং উক্ত অব্যক্তশব্দ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা যস্মাৎ ত্রয়াণামেব পদার্থানামগ্নিজীবপরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে কঠবল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাদ্বক্তব্যতয়োপন্যাসো দৃশ্যতে তদ্বিষয় এব চ প্রশ্নঃ নাতোঽন্যস্য প্রশ্নঃ উপন্যাসো বাস্তি। তত্র তাবৎ স ত্বমগ্নিং স্বর্গমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ ইতি জীববিষয়ঃ। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ। ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ। প্রতিবচনমপি লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা ইত্যগ্নিবিষ-

---

প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি যে অব্যক্তশব্দবাচ্য এবং জ্ঞেয় নহে, তাহার কারণান্তর দর্শাইতেছেন।—যেহেতু এই গ্রন্থে বরপ্রদান সামর্থ্যহেতু ব্যক্ততারূপে উপন্যাস দেখা যায় এবং এই বিষয়েই প্রশ্ন আছে, এতদ্ভিন্ন প্রশ্ন বা উপন্যাস নাই। কঠবল্লীতে উক্ত আছে যে, যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তিনটি বর গ্রহণ কর, অনন্তর নচিকেতা তিন প্রশ্ন করিয়াছিল, হে মৃত্যো! তুমি আমাকে বরপ্রদান করিবে, ইহা স্বীকার করিয়াছে এবং অগ্নি যে স্বর্গের কারণ, তাহাও তুমি জান, এইক্ষণ আমাকে বল দেখি, মরণের পর দেহ ভিন্ন আর কিছু থাকে কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে, অতএব উক্ত সংশয় নিরাকরণ করিয়া আমাকে বল, ইহাই অগ্নিবিষয় প্রশ্ন। আর কেহ বলেন, মনুষ্যের মরণের পর বিচিকিৎসা থাকে, কেহ বলেন, থাকে না, এইক্ষণ আমার উক্ত সংশয় নিবারণ করিয়া বিদ্যানুশাসন কর। ইহা আমার দ্বিতীয় বর। ইহাই জীববিষয় প্রশ্ন। আর ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য, কৃতাকৃতের অন্য এবং ভূতভব্যের অন্য যাহা দেখিতেছ, তাহা বল, ইহাই পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন। অনন্তর যম নচিকেতার প্রশ্নত্রয় শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরত্রয় বলিতেছেন, অর্থাৎ যাবৎস্বরূপ, যাবৎসংখ্যক এবং যেরূপক্রমে অগ্নিচয়ন

য়ম্। হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্মসনাতনং। যথা চ মরণং প্রাপ্যাত্মা ভবতি গৌতম॥ যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যে-ঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্। ইতি। ব্যবহিতং জীববিষয়ম্। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম্। নৈবং প্রধান বিষয়ঃ প্রশ্নোঽস্তি অপৃষ্টত্বাদনুপন্যসনীয়ত্বং তস্যেতি। অত্রাহ যোঽয়মাত্ম-বিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য ইতি কিং স এবায় মন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি পুনরনুকৃষ্যতে কিং বা ততোঽন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যতে ইতি। কিঞ্চাতঃ স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃষ্যতে ইতি যদ্যুচ্যেত তদা দ্বয়োরাত্মবিষয়য়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্নিবিষয় আত্মবিষয়শ্চ দ্বাবেব প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপন্যাসাবিতি। অথান্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যত ইতি যদ্যুচেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্ন-

---

করিতে হয়, সমুদায় নচিকেতাকে বলিলেন। ইহাই অগ্নি বিষয়ক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। হে গৌতম! যেরূপে জীব মরণ প্রাপ্ত হইয়া অতিগুহ্য সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি। জীব শরীরপ্রাপ্তির নিমিত্ত যোনি মধ্যে প্রবেশ করে এবং কর্ম্মানুসারে গতিলাভ করে, ইহাই জীববিষয় প্রশ্নোত্তর, আর যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইত্যাদিরূপে পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন বাহুল্যরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রকারে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন ও উপন্যাস আছে, কিন্তু প্রধানবিষয় প্রশ্ন নাই, তদ্বিষয়ক উপন্যাসও নাই। এইক্ষণ সূত্রার্থে দোষারোপ করিতেছেন, পূর্ব্বে যে জীববিষয়ক প্রশ্ন উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই কি যিনি "ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য" ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে? কিম্বা উহা অন্য? এই মহান প্রশ্ন উপস্থিত হইল। ইহাতে যদি বল, জীববিষয় প্রশ্নে "যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য" ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে, তাহাহইলে জীববিষয় ও পরমাত্মাবিষয় এই দুই প্রশ্নের ঐক্যযুক্ত অগ্নিবিষয় ও আত্ম-বিষয় এই দুই প্রশ্ন, এইরূপেই বলা উচিত, কিন্তু অগ্নিবিষয়, জীববিষয় ও পরমাত্মবিষয় এই তিন প্রশ্ন, এইরূপ বলা উচিত হয় না, আর যদি বল, অন্য অপূর্ব্ব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহাহইলে যেমন বরপ্রদান ব্যতিরেকে

কল্পনায়াং নদোষঃ এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রধানোপন্যাসকল্পনায়াম-দোষঃ স্যাদিতি অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কঞ্চিৎ কল্পয়ামঃ বাক্যোপক্রমসামর্থ্যাৎ। বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুন-চিকেতঃসম্বাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে পিত্রা প্রহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ নচিকেতাঃ কিল তেষাং প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং তৃতীয়ে-নাত্মবিদ্যাং। যেয়ং প্রেত ইতি বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি লিঙ্গাৎ। তত্র যদ্যন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যতি-রেকেণাপি প্রশ্নকল্পনাদ্বাক্যং বাধ্যেত। নম্ন প্রষ্টব্যভেদাদপূর্ব্বোঽয়ং প্রশ্নো ভবিতুমর্হতি পূর্ব্বো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসাভিধানাৎ জীবশ্চ ধর্ম্মাদিগোচরত্বান্নান্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতি প্রাজ্ঞস্তু ধর্ম্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতীতি।

প্রশ্ন কল্পনায় দোষ নাই সেইরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকেও প্রধানোপন্যাস কল্প-নাতে দোষ হয় না। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, আমরা বর-প্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন কল্পনা করি না, যেহেতু বাক্যেতে উপ-ক্রমই প্রধান, বাস্তবিক কঠবল্লীতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত নচিকেত-মৃত্যু সংবাদ-রূপ বাক্যপ্রবৃত্তিতে বরপ্রদানই উপক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ নচিকেতাকে তাঁহার পিতা যমালয়ে প্রেরণ করিলে নচিকেতা যমের নিকট প্রথমত এই বর প্রার্থনা করেন যে, আমার পিতার পূর্ব্ববৎ মন প্রশান্ত হউক এবং দ্বিতীয়বরে অগ্নি বিদ্যা ও তৃতীয়বরে আত্মবিদ্যা প্রার্থনা করেন, ইহাতে যদি "ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য" এই বলিয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহাহইলে বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্ন কল্পনাহেতু বাক্য বাধিত হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিভিন্নতাহেতু অপূর্ব্ব প্রশ্নই হই-তেছে। পূর্ব্ব প্রশ্নই জীববিষয়ক, অর্থাৎ মনুষ্য মরণের পর কি কার্য্য করে, ইহাই জীববিষয়ক প্রশ্ন, আর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে; সুতরাং তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অতীত নহে, অতএব জীব পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নে লক্ষ্য হই-তেছে না। পরন্তু উভয়প্রশ্নাভাসও সমান দেখা যায় না, যেহেতু প্রথম

প্রশ্নচ্ছায়া চ ন সমানা লক্ষ্যতে পূর্ব্বস্যাস্তিত্বনাস্তিত্ববিষয়ত্বাদুত্তরস্য ধর্ম্মাদ্যতীতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ তস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ ন পূর্ব্বস্যৈবোত্তরত্রানুকর্ষণমিতি চেৎ ন জীবপ্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ। ভবেৎ প্রষ্টব্যভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্যো জীবঃ প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ ন ত্বন্যত্বমস্তি তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ। ইহ চান্যত্র ধর্ম্মাদিত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়োরভেদং দর্শয়তি। সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধভাগী ভবতি। প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভবতি ন পরমেশ্বরস্য। তথা স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চ উভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশো জীবস্যৈব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্য মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাদন্যো জীব

প্রশ্ন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিষয়ক এবং উত্তর প্রশ্ন ধর্ম্মাদির অতীত বস্তুবিষয়ক, অতএব প্রত্যভিজ্ঞানাভাব হেতুই প্রশ্নভেদ জানা যাইতেছে। যদি বলি, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নের বিষয়ীভূত জীবের পরবর্ত্তী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নে অনুকর্ষণ হইতে পারে না। তাহাও বলিতে পার না, কারণ জীব ও পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার আছে। যদি প্রাজ্ঞপুরুষ হইতে জীব অন্য হয়, তাহা হইলেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ভেদে প্রশ্নভেদ হইতে পারে। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ জানা যায় না। বাস্তবিক যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, ইত্যাদি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে জানা যায় যে, যাঁহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তিনিই পরমাত্মা। পরন্তু জন্মজরাপ্রতিষেধদ্বারা জীব ও পরমাত্মার, যে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংস্পর্শহেতু জীবেরই জন্মমরণপ্রসঙ্গ আছে, উহা পরমেশ্বরের নাই। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, যাহার স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় অবস্থা নাই, তিনি মহান্ বিভু আত্মা, যে ধীর ব্যক্তি উক্ত আত্মাকে জানেন, তিনি শোকে মগ্ন হয়েন না। অতএব স্বপ্ন ও জাগরণদর্শী জীবের মহত্ত্ববিভুত্ব বিশেষণের স্মরণদ্বারা শোকবিচ্ছেদ প্রদর্শন করত জীব প্রাজ্ঞভিন্ন নহেন, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। বেদান্ত-

ইতি দর্শয়তি। প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্ধি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ। তথা যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ইতি জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্বনাস্তিত্ব-প্রশ্নস্যানন্তরং অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্বেত্যারভ্য মৃত্যুনা তৈস্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা যদা ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়-সবিভাগপ্রদর্শনেন বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীপ্সিনং নচি-কেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্তেতি প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্ তদুবাচ 'তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি'। ইতি। তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবেহ বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যৎপ্রশ্ন-

---

সিদ্ধান্তে জানা যায় যে, প্রাজ্ঞের বিজ্ঞানেই শোকবিচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ এই দেহে যে চৈতন্য, সূর্য্যাদিতেও সেই চৈতন্য এবং সূর্য্যাদিতে যে চৈতন্য,এই দেহেও সেই চৈতন্য, এইরূপে অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মেও যিনি মিথ্যা ভেদ দর্শন করেন, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি মরণের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন, কখনও তিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। এইরূপে জীব ও প্রাজ্ঞের ভেদপ্রতিষেধ করিতেছেন, আর জীবপ্রাজ্ঞবিষয়ক অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রশ্নান্তে "নচিকেতা তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর" এই বলিয়া যম নচিকেতাকে নানা প্রলোভন দর্শাইলেও নচিকেতা যখন তাহাতে প্রলোভিত হইল না, তখন যম অভ্যুদয় ও মুক্তির ভেদপ্রদর্শনদ্বারা এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ প্রদর্শনদ্বারা বিদ্যাভিলাষী নচিকেতাকে "তোমাকে কোন কামনাই লোলুপ করিতে পারিল না" ইত্যাদি বাক্যে প্রশংসা করিয়া এবং তদীয় প্রশ্নের প্রতিও ভূয়সী প্রশংসা করত বলিয়া-ছিলেন, সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র অতি গূঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনি সকলের হৃদয় গুহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তিনিই পুরাণপুরুষ, অর্থাৎ সকলের আদি। যে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ জানিয়া সেই দেবকে জানিতে পারে, সে কদাচ হর্ষিত বা শোকমগ্ন হয় না। ইহাতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদই বিবক্ষিত বলিয়া জানা যাইতেছে। যে প্রশ্ন নিমিত্ত

নিমিত্তাচ্চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্যপদ্যত নচিকেতা যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরমন্যমেব প্রশ্নমুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা সর্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ তস্মাদেয়ং প্রেতে ইত্যস্যৈব প্রশ্নস্যৈতদনুকর্ষণমন্যত্র ধর্ম্মাদিতি। যত্তু প্রশ্নচ্ছায়াবৈলক্ষণ্যমুক্তং তদদূষণং তদীয়স্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ। পূর্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বং পৃষ্টং উত্তরত্র তু তস্যৈবাসংসারিত্বং পৃচ্ছ্যত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে তাবদ্ধর্ম্মাদিগোচরত্বং জীবস্য জীবত্বং চ ন নিবর্ত্ততে। তন্নিবর্ত্তনেন তু প্রাজ্ঞ এব তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে। ন চাবিদ্যাবত্বে তদপগমেচ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি। যথা কশ্চিৎ সন্তমসে পতিতাং কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং মন্যমানো ভীতো বেপমানঃ পলায়তে তঞ্চাপরো ব্রূয়াৎ মা ভৈষীঃ নায়মহী-রজ্জুরেবেতি স চ তদুপশ্রুত্যাহিকৃতং ভয়মুৎসৃজেদ্বেপথুং পলায়নঞ্চ ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তুতঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ স্যাৎ তথৈবৈতদপি

নচিকেতা যমের নিকট মহতী প্রশংসা পাইয়াছিলেন। নচিকেতা যদি সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রশ্ন করিতেন, তাহাহইলে সেই প্রশংসা অস্থানে পতিত হইত; সুতরাং জীববিষয় প্রশ্নেই "যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত" ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে। আর প্রশ্নাভাসের যে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ নহে, কারণ পূর্ব্বে যে বিষয়ের প্রশ্ন হইয়াছিল, পরেও তাহারই বিশেষ প্রশ্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, পরেও সেই আত্মার অসংসারিত্ব প্রশ্ন করিতেছেন। বস্তুতঃ যাবৎ অবিদ্যার নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে এবং জীবত্ব নিবৃত্ত হয় না, পরে যখন জীবত্ব নিবৃত্ত হয়, তখনই "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিদ্বারা প্রাজ্ঞ আত্মার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে এবং অবিদ্যাসত্বে ও অবিদ্যার অপগমে বস্তুর কোন বিশেষ থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধকার মধ্যে পতিত কোন রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে, তাহাকে ভীত দেখিয়া অপর ব্যক্তি বলে, তোমার ভয় নাই, তুমি যাহাকে সর্প জ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ, উহা সর্প নহে, উহা রজ্জু। তখন সে ঐ

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥

দ্রষ্টব্যং। ততশ্চ ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যেবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্ব-প্রশ্নস্য প্রতিবচনং সূত্রস্ত্ববিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাজ্ঞভেদাপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্। একত্বেঽপি হ্যাত্মবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রাণাবস্থায়াং ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচি-কিৎসনাৎ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানপোহনাচ্চ পূর্ব্বস্য পর্য্যায়স্য জীববিষ-য়ত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে উত্তরস্যতু ধর্ম্মাদ্যত্যয়সঙ্কীর্ত্তনাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বমিতি ততশ্চ যুক্তাঽগ্নিজীবপরমাত্মকল্পনা। প্রধানকল্পনায়াং তু ন বরপ্রদানং ন প্রশ্নো ন প্রতিবচন মিতিবৈষম্যং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

যথা মহচ্ছব্দঃ সাঙ্খ্যৈঃ সত্তামাত্রেঽপি প্রথমজে প্রযুক্তো ন তমেব বৈদিকেঽপি প্রয়োগেঽভিধত্তে বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ মহান্তং বিভুমাত্মানং

ব্যক্তির বাক্য শুনিয়া সর্পভয় পরিত্যাগ করে, তাহার আর কম্প থাকে না এবং পলায়ন করে না, এই স্থলে যখন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইয়াছিল এবং যখন সেই সর্প বুদ্ধির নিবৃত্তি হইল, তখন সেই রজ্জু একরূপই ছিল, তাহার কোন বিশেষ হয় নাই। সেইরূপ অবিদ্যা কালে ও অবিদ্যার অপগমে বস্তুগত কোন বৈশিষ্ট হয় না, বস্তু একরূপই থাকে। অতএব যাহার "জন্ম মরণ নাই" ইত্যাদি বাক্যই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রশ্নের প্রতি-বচন। বাস্তবিক এই সূত্র অবিদ্যাকল্পিত জীব ও আত্মভেদাপেক্ষায় যোজিত করা কর্ত্তব্য। জীব ও প্রাজ্ঞের একত্ব হইলেই আত্মবিষয় প্রশ্নের প্রাণাবস্থা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব মাত্র জ্ঞানে কর্ত্তৃত্বাদি সংসার ভাবের অনপগমহেতু পূর্ব্বপর্য্যায়ের জীববিষয়ত্ব উৎপ্রেক্ষিত হয়, আর পর পর্য্যায়ের ধর্ম্মাদির অভাব সঙ্কীর্ত্তন হেতু প্রাজ্ঞ বিষয়ত্ব জানা যায়। অতএব অগ্নি, জীব ও পরমাত্ম কল্পনাতে বরপ্রদান, প্রশ্ন বা প্রতিবচন নাই; সুতরাং মহাবৈষম্য হইয়া উঠে ॥ ৬ ॥

শ্রুত্যুক্ত অব্যক্তশব্দ সাংখ্যসাধরণ তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, যেহেতু উহা মহচ্ছব্দের ন্যায় বৈদিক শব্দ, অর্থাৎ যেমন সাংখ্যেরা সত্তামাত্রে মহচ্ছব্দের প্রয়োগ করে, তাহারা বৈদিক প্রয়োগে অভিধান করে না, যেহেতু

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

বেদাহ মেতংপুরুষং মহান্তং ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যো হেতুভ্যঃ তথাব্যক্তশব্দোঽপি ন বৈদিকেপ্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি। অতশ্চ নাস্ত্যানুমানিকস্য স্মার্ত্তস্য শব্দবত্বং ॥ ৭ ॥

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধমিত্যাহ কস্মাৎ মন্ত্রবর্ণাৎ অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ। ইতি। অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুক্লকৃষ্ণশব্দৈরজঃসত্ত্বতমাংস্যভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্জনাত্মকত্বাৎ শুক্লং সত্ত্বং প্রকাশাত্মকত্বাৎ কৃষ্ণং তমঃ আবরণাত্মকত্বাৎ। তেষাং সাম্যাবস্থাবয়বধর্ম্মৈর্ব্যপদিশ্যতে লোহিতশুক্লকৃষ্ণেতি। ন জায়ত ইতি চাজা স্যাৎ মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাৎ। নম্বজাশব্দঃ ছাগায়াং রূঢ়ঃ। বাঢ়ং সা তু রূঢ়িরিহ নাশ্রয়িতুং শক্যা বিদ্যাপ্রকর-

---

"বুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ" "মহান্তং বিভুমাত্মানং" "বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং" ইত্যাদি অনেকানেক শ্রুতিতে আত্মশব্দ প্রয়োগ আছে, তথাপি বৈদিক প্রয়োগে অব্যক্তশব্দ প্রকৃতিকে অভিধান করিতে পারে না। অতএব আনুমাণিক স্মার্ত্তের শব্দত্ব নাই ॥ ৭ ।

পুনর্ব্বার প্রকৃতি-কারণ-বাদীরা প্রকৃতির যে অশব্দত্ব অসিদ্ধ তাহা বলিতেছেন। কোন মন্ত্রে লিখিত আছে যে, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা অজা বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, কেবল এক আত্মাই সেই প্রকৃতির সেবা করিতেছেন এবং ইহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই স্থানে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণশব্দে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের সম্বন্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ রঞ্জনাত্মক বিধায় লোহিতশব্দে রজঃ, সত্ত্বপ্রকাশাত্মক প্রযুক্ত শুক্লশব্দে সত্ত্ব এবং আবরণাত্মক হেতু কৃষ্ণশব্দে রজোগুণ জানা যায়; সুতরাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণা এই বিশেষণে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা জানা যায়। যাহার জন্ম নাই, তিনি অজা, ইহাতে অজাশব্দে মূল প্রকৃতি স্বীকার করা যায়। এইক্ষণ যদি বল

ণাং সা ১ বহ্বীঃ প্রজাস্ত্রৈগুণ্যান্বিতা জনয়তি তাং প্রকৃতিং অজো হ্যেকঃ পুরুষঃ জুষমাণঃ প্রীয়মাণঃ সেবমানো বাঽনুশেতে তামেবাবিদ্যায়া আত্মত্বেনোপগম্য সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। নানেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমূলত্বং সাঙ্খ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িতুম্। ন হ্যয়ং মন্ত্রঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কশ্চিদপি বাদং সমর্থয়িতুমুৎসহতে। সর্ব্বত্রাপি যয়া কয়াচিৎ কল্পনয়াঽজাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাংখ্যবাদ এবেহাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ। যথা হি অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইত্যস্মিন্মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যেণায়ং নামাসৌ চমসোঽভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তুং সর্ব্বত্রাপি যথাকথঞ্চিদর্ব্বাগ্বিলত্বাদিকল্পনোপপত্তেঃ। এবমিহাপ্যবিশেষোঽজামেকামি-

---

অজাশব্দ ছাগীতেই রূঢ়, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বিদ্যাপ্রকরণ হেতু এইস্থানে সেই রূঢ়ার্থ আশ্রয় করা যায় না। সেই প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিত বহুপ্রজা উৎপাদন করেন এবং পুরুষ ঐ প্রকৃতিকে সেবা করতঃ অনুশায়িত আছেন। আর পুরুষ সেই প্রকৃতিকে অবিদ্যাস্বরূপে উপগমন করিলেই আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ় এইরূপ অবিবেক বশত সংসারে ভ্রমণ করে, অন্য পুরুষ বিবেক জ্ঞানসম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ কপিল শিষ্যেরা যে প্রকৃতি কল্পনা করে, তাহাও শ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রার্থদ্বারা সাংখ্যবাদের শ্রুতিমূলত্ব আশ্রয় করাযায় না, যেহেতু উক্ত মন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে কোন অর্থবাদ সমর্থন করিতে শক্ত হয় না, সর্ব্বত্রই কোন না কোন কল্পনাদ্বারা সম্পাদনের উপপত্তি আছে, ইহাই সাংখ্যবাদীর অভিপ্রেত, যেহেতু চমসবৎ ইহার বিশেষ অবধারণের কারণ নাই। চমস একপ্রকার যজ্ঞপাত্র, যাহার অধোদেশে গর্ত্ত এবং ঊর্দ্ধেবুধ্ন, অর্থাৎ শির, তাহাই চমস। এইস্থানে যেমন এই নামে চমস অভিপ্রেত, ইহা স্বাতন্ত্র্যরূপে নিয়ম করা যায় না, যেহেতু সর্ব্বত্রই যে

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

ত্যস্য মন্ত্রস্য নাস্মিন্মন্ত্রে প্রধানমেবাজাভিপ্রেতেতি শক্যতে নিয়ন্তুং। তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্বিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ্ন ইতি বাক্যশেষাচ্চমসবিশেষ-প্রতিপত্তির্ভবতি ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপত্তব্যেতি অত্র ক্রমঃ ॥ ৮ ।

পরমেশ্বরাদুৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোবন্নলক্ষণা চতুর্ব্বিধভূত-গ্রামস্য প্রকৃতিভূতেয়মজা। তুশব্দোঽবধারণার্থঃ। ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মজা বিজ্ঞেয়া ন গুণত্রয়লক্ষণা। কস্মাৎ। তথা হ্যেকে শাখিনস্তেজোঽবন্নানাং পরমেশ্বরাদুৎপত্তিমাম্নায় তেষামেব রোহিতাদিরূপতামামনন্তি যদগ্নে-রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য ইতি। তান্যেবেহ তেজোঽবন্নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে রোহিতাদিশব্দসামান্যাৎ রোহিতাদীনাঞ্চ শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ ভাক্তত্বাচ্চ গুণবিষয়ত্বস্য অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে তথেহাপি ব্রহ্মবাদিনো

কোনরূপে অধোদেশে গর্ত্ত কল্পনা হইতে পারে। সেইরূপ এই স্থলে "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ম করা যাইতে পারে না। চমস স্থানে বরং "ইহা মুখ, ইহা শির" ইত্যাদি প্রকারে চমসের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে কেবল অজার এইরূপ প্রতিপত্তি হয়। বিশেষ পরসূত্রে বিবৃত হইবে। ৮।

অজাশব্দের বিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন।—যাহা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং জ্যোতিঃপ্রভৃতিরূপে চতুর্ব্বিধ ভূতের প্রকৃতিভূতা, তাহাই অজা বলিয়া জানিবে। এই অজা ভূতত্রয়স্বরূপা, গুণত্রয়স্বরূপা নহে। কোন কোন শাখাবাদীরা তেজ, জল ও অন্ন, এই সকলকে পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন জ্ঞান করিয়া তাহাদিগেরই লোহিত কৃষ্ণাদিরূপ স্বীকার করে, অর্থাৎ তেজের লোহিতরূপ, জলের শুক্লরূপ এবং অন্নের কৃষ্ণরূপ। আর লোহিতাদি শব্দ সামান্য হেতু তেজ, জল ও অন্ন, ইহারাই প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। বাস্তবিক লোহিতাদি শব্দে রূপবিশেষেই মুখ্য, গুণবিষয়ে ভাক্ত,

বদন্তি কিং কারণং ব্রহ্মেত্যুপক্রম্য তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি পারমেশ্বর্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা বাক্যোপক্রমেঽবগমাৎ বাক্যশেষেঽপি মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। ইতি। যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তস্যা এবাবগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণাম্নায়ত ইতি শক্যতে বক্তুং। প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রেণাম্নায়ত ইত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তং। কথং পুনস্তেজোঽবন্নানাং ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপাঽজা প্রতিপত্তুং শক্যতে। যাবতা ন তাবত্তেজোঽবন্নেষজাকৃতিরস্তি ন চ তেজোঽবন্নানাং জাতিশ্রবণাদজাতিনিমিত্তোঽপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীতি অত্র উত্তরং পঠতি। ৯।

অর্থাৎ ঐ সকল শব্দের অর্থে বিশেষ বিশেষ রূপই জানা যায়, গুণবোধ হয় না। আর অসন্দিগ্ধপদার্থ দ্বারাই সন্দিগ্ধপদার্থ নিরূপণ ন্যায্য, এই স্থলে ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ কি? এই উপক্রমে তাঁহারা ধ্যানগত হইয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, অতএব দেবশক্তি ও আত্মশক্তি স্বীয়গুণে নিগূঢ় আছে, ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন। "ইহা জগদ্বিধায়িনী পরমেশ্বরীর শক্তির বাক্যোপক্রমে অবগত হওয়া যায়, বাক্যশেষেও জানা যায় যে, মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। পরন্তু "যো যোনি মধিতিষ্ঠত্যেকঃ" এই প্রমাণেও সেই প্রকৃতিরই অবগম হয়, বাস্তবিক প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকৃতিকেই নির্দ্দেশ করা যায়। আর প্রকরণ বশতঃ সেই দৈবীশক্তিরই নামরূপ ব্যক্ত নাই এবং উক্ত মন্ত্রে পূর্ব্বাবস্থান রূপেই প্রকৃতি কথিত হয়, তাহার স্বীয় বিকার হেতুই ত্রিরূপ উক্ত আছে, তবে কিরূপে তেজ, জল ও অন্নের ত্রিরূপবিধায় অজা বলিয়া জানা যাইতে পারে, যেহেতু তেজ, জল ও অন্নেতে অজাকৃতি নাই এবং ঐ তেজ, জল ও অন্নের জাতিশ্রবণহেতু, অজাশব্দের সম্ভব হয় না, অতএব পরসূত্রে উত্তর পাঠ করিতেছেন। ৯।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

নায়মজাকৃতিনিমিত্তোঽজাশব্দো নাপি যৌগিকঃ কিং তর্হি কল্পনোপদেশোঽয়ং অজারূপককৢপ্তিস্তেজোঽবন্নলক্ষণায়াশ্চরাচরযোনেরুপদিশ্যতে। যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা স্যাৎ বহুবর্করা স্বরূপবর্করা চ তাঞ্চ কশ্চিদজো জুষমাণোঽনুশয়ীত কশ্চিচ্চৈনাং ভুক্তভোগাং জহাদেবমিয়মপি তেজোঽবন্নলক্ষণা ভূতপ্রকৃতিস্ত্রিবর্ণা বহু সরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি অবিদুষা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভুজ্যতে বিদুষা চ পরিত্যজ্যতে ইতি। ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽনুশেতেঽন্যো জহাতীতি অত্র ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিষ্টঃ প্রাপ্নোতীতি। ন হীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপিপাদয়িষা কিন্তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রতিপিপাদয়িষৈবৈষা। প্রসিদ্ধস্তু ভেদঃ অনূদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা

এই অজাশব্দ অজাপ্রকৃতিনিমিত্ত বা যৌগিক নহে, উহা কল্পনার উপদেশ মাত্র, অর্থাৎ এইস্থলে অজারূপে কল্পনা করিয়া প্রকৃতি যে তেজ, জল ও অন্নরূপ চরাচর জগতের যোনি, তাহারই উপদেশ করিয়াছেন, যেমন লোকে যদৃচ্ছাক্রমেই কোন কোন পশু লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কোন বাল পশুকে অপর পশু সেবা করিয়া তাহার অনুশয়ন করে এবং কোন পশু বা তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেই রূপ তেজ, জল ও অন্নরূপা ত্রিবর্ণা ভূতপ্রকৃতি বহু চরাচর বিকারজাত উৎপাদন করিয়া থাকে। আর অজ্ঞ আত্মা সেই প্রকৃতিকে ভোগ করে এবং জ্ঞানী আত্মা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই স্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না যে, আত্মা প্রকৃতির অনুসরণ করে এবং অন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, অতএব পারমার্থিক আত্মভেদ পরের ইষ্ট, ইহা জানা গেল। বাস্তবিক উহা আত্মভেদ প্রতিপাদনের ইচ্ছায় হয় নাই, কিন্তু বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থার প্রতিপাদনের ইচ্ছায় ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপ প্রসিদ্ধ ভেদ বলিয়া বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই ভেদও উপাধি নিমিত্ত মিথ্যাজ্ঞান কল্পিত, উহা পার-

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

প্রতিপাদ্যতে ভেদস্ত উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। মধ্বাদিবৎ যথাদিত্যস্যামধুনো মধুত্বং বাচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং দ্যুলোকাদীনাং চানগ্নীনামগ্নিত্বং ইত্যেবং জাতীয়কং কল্প্যতে এবমিদমনজায়া অজাত্বং কল্পতে ইত্যর্থঃ তস্মাদবিরোধস্তেজোঽবন্নেষজাশব্দপ্রয়োগস্য ॥ ১০ ॥

এবং পরিহৃতেঽপ্যজামন্ত্রে পুনরপ্যন্যস্মান্মন্ত্রাৎ সাঙ্খ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতমিতি" অস্মিন্মন্ত্রে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়াঽপরা পঞ্চসংখ্যা শ্রূয়তে পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে। তথা চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবন্তঃ সংখ্যেয়া আকাঙ্ক্ষ্যন্তে তাবন্ত্যেব চ তত্ত্বানি সাঙ্খ্যৈঃ সঙ্খ্যায়ন্তে "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ

মার্থিক ভেদ নহে। যেহেতু শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, এক দেব সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে আছেন, ইনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। যেমন মধ্বাদি বিদ্যাতে, অর্থাৎ আদিত্যরূপ অমধুর মধুত্ব এবং বাক্যরূপ অধেনুর ধেনুত্ব, আর অনগ্নি দ্যুলোকাদির অগ্নিত্ব কল্পনা হয়, সেইরূপ যে অজা নহে, তাহার অজাত্ব কল্পনা হইয়া থাকে। অতএব তেজ, জল ও অন্নাদিতে যে অজাশব্দ প্রয়োগ তাহা অবিরুদ্ধ জানিবে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্র পরিহৃত হইলেও সাংখ্যগণ অন্য মন্ত্র সহায়ে পুনরুত্থান করিতেছেন। যাহাতে পঞ্চ পঞ্চ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই লোকে ব্রহ্মামৃত লাভ করিয়া অমৃতত্ব পাইতে পারে। যেহেতু উক্ত মন্ত্রে দুইটি পঞ্চশব্দ দেখা যায়। অতএব পঞ্চ পঞ্চ জনা, এই পঞ্চশব্দে পঞ্চ সংখ্যাবিষয় অপর পঞ্চ সংখ্যা জানা যায়; সুতরাং এই স্থলে পঞ্চ সংখ্যার পঞ্চবিংশতি সংখ্যা হইল, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা যত সংখ্যা হইতে পারে, সাঙ্খ্যবাদীরা তত সংখ্যক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে

প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ"। ইতি। তথা শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসঙ্খ্যয়া তেষাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতিমত্ত্বমেব প্রধানাদীনাং ততো ক্রমঃ। ন সঙ্খ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্ত্ব প্রত্যাশা কর্ত্তব্যা কস্মাৎ নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিস্তত্ত্বানি নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্ম্মোঽস্তি যেন পঞ্চবিংশতেরন্তরালেঽপরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সঙ্খ্যা নিবিশেরন্ ন হ্যেকনিবন্ধনমন্তরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সঙ্খ্যা নিবিশন্তে। অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যৈবেয়মবয়বদ্বারেণোপলক্ষ্যতে। যথা "পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ"। ইতি। দ্বাদশবার্ষিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি তদ্বদিতি তদপি নোপপদ্যতে। অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষো যল্লক্ষণা আশ্রয়ণীয়া স্যাৎ। পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজনা ইতি ভাষিকেন স্বরেণৈকপদত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়ো-

---

যে, মূল প্রকৃতির বিকার নাই, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতিরূপ এবং ষোড়শ পদার্থ বিকারী, কিন্তু পুরুষ বিকারী বা প্রকৃতি কিছুই নহে। এইরূপ সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা স্মৃতি প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংগ্রহহেতু প্রধানাদির শ্রুতিমত্তা জানা যায়। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যার উপসংগ্রহ হেতু প্রধানাদির শ্রুতিমত্তা আশা করা যায় না, কারণ প্রধানাদির নানাত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ এই সকল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাপ্রকার দেখা যায়, ইহাদিগের এখন পাঁচ পাঁচ করিয়া প্রধান ধর্ম্ম নাই যে, যাহাতে পঞ্চবিংশতির অন্তরালে তাহার অপর পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যার নিরাস করিতে পারে। বাস্তবিক একনিবন্ধন ব্যতিরেকে নানা ভূতে নানা সংখ্যা নিবিষ্ট হয় না, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অবয়ব দ্বারাই পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উপলাভ হয়। যেমন "পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ" এই স্থলে পাঁচ ও সাতে যুক্ত হওয়াতে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি কথিত হয়, সেইরূপ অবয়বগত সংখ্যার গ্রহণ হইতে পারে, ইহাও উপপন্ন হইতেছে না, ইহাই এই পক্ষে দোষ দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের সমাস হইয়াছে,

গান্তরে চ পঞ্চানাং স্বাপঞ্চজনানামিত্যেকপদৈকস্বর্যৈকবিভক্তিকত্বাবগমাৎ সমস্তত্বাচ্চ ন বীপ্সা পঞ্চ পঞ্চেতি তেন ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চেতি। ন চ পঞ্চসংখ্যায়া একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যয়াঽপরয়া বিশেষণং পঞ্চপঞ্চকা ইতি উপসর্জ্জনস্য বিশেষণেনাসংযোগাৎ। নন্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব পুনঃ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যমাণা পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেষ্যন্তে। যথা পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পূলা প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ নেতি ক্রমঃ যুক্তং যৎ পঞ্চপূলীশব্দস্য সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি বিশেষণং ইহ তু পঞ্চজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদানাৎ কতীতি অসত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বিশেষণং ভবেৎ তবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসংখ্যায়া এব ভবেৎ তত্র চোক্তো দোষঃ তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চ জনা ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ং অতিরেকাচ্চ ন

যেহেতু ভাষিক স্বরের সহিত একপদত্ব নিয়ম আছে, প্রয়োগান্তরে, অর্থাৎ "আপঞ্চজনানাং" এই এক পদে এক স্বর এবং একবিভক্তির অবগম আছে। আর পঞ্চ পঞ্চ ইহাকে বীপ্সাও বলা যায় না, যেহেতু পঞ্চ শব্দের সহিত জনশব্দের সমাস হইয়াছে। অতএব পঞ্চ পঞ্চ এই শব্দে দুই পাঁচ, কিম্বা এক পঞ্চশব্দ অপর পঞ্চের বিশেষণ ইহাও বলা যায় না, কারণ বিশেষণের সহিত উপসর্জ্জন সংযোগ হইতে পারে না। এইরূপ যদি বলি পঞ্চ সংখ্যাপ্রাপ্ত জন সকলই পুনর্ব্বার পঞ্চ সংখ্যা দ্বারা বিশেষ্যমাণ হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যা প্রতিপাদন করে, যেমন "পঞ্চ পঞ্চ পূলী" এই স্থলে পঞ্চবিংশতি পূলীর জ্ঞান হয়, সেইরূপ পঞ্চ পঞ্চ জন, এই শব্দে পঞ্চবিংশতি জন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। ইহাতে বলা যায় যে, পঞ্চ পূলীশব্দের সমাহারাভিপ্রায়হেতু ভেদাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বে "পঞ্চ পঞ্চ পূলী" এই স্থলে পঞ্চশব্দের বিশেষণত্বই যুক্ত, পরন্তু "পঞ্চজনাঃ" এইরূপ শব্দেই ভেদোপাদানহেতু ভেদাকাঙ্ক্ষার অভাবে "পঞ্চ পঞ্চজনা" এইরূপ বিশেষণ হইতে পারে না। আর যদিও পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ হইতে পারে, তাহাতেও উক্ত দোষ হইয়া উঠে। অতএব জানা যায় যে, "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই স্থলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অভিপ্রেত নহে। বাস্তবিক তত্ত্ব

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ং অতিরেকো হি ভবত্যাত্মাকাশাভ্যাং পঞ্চবিংশতিসঙ্খ্যায়াঃ। আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ যস্মিন্নিতি সপ্তমীসূচিতস্য তমেবমন্যে আত্মানং ইত্যাত্মত্বেনানুকর্ষণাৎ। আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ স চ পঞ্চবিংশত্যবন্তর্গত এবেতি ন তস্যৈবাধারত্বমাধেয়ত্বং চ যুজ্যেত অর্থান্তরপরিগ্রহে বা তত্ত্বসঙ্খ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত। তথা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ ইত্যাকাশস্যাপি পঞ্চবিংশত্যবন্তর্গতস্য ন পৃথগুপাদানং ন্যায্যং অর্থান্তরপরিগ্রহে চোক্তং দূষণং। কথঞ্চ সঙ্খ্যামাত্রশ্রবণে সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়েত জনশব্দস্য তত্ত্বেষ্বরূঢ়ত্বাৎ অর্থান্তরোপসংগ্রহেঽপি সঙ্খ্যোপপত্তেঃ। কথং তর্হি পঞ্চজনা ইতি উচ্যতে দিক্সঙ্খ্যে সংজ্ঞায়ামিতি বিশেষস্মরণাৎ সংজ্ঞায়ামেব পঞ্চশব্দস্য জনশব্দেন সমাসঃ ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণৈব কেচিৎ পঞ্চজনা নাম বিবক্ষ্যন্তে ন সাঙ্খ্যতত্ত্বাভিপ্রায়েণ তে কতীত্যস্যামাকা-

---

সংখ্যা পঞ্চবিংশতির অধিক বিধায়, উক্ত পঞ্চ পঞ্চ শব্দে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অভিপ্রেত হইতে পারে না, অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা দ্বারাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আধিক্য জানা যায়। পরন্তু আত্মাই প্রতিষ্ঠার প্রতি আধার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, যেহেতু আত্মাকেই আধার বলিয়া স্বীকার করি, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে, প্রকৃত পক্ষে আত্মা চেতন পুরুষ, ইহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত নহে এবং তাহারই আধারত্ব ও আধেয়ত্ব যুক্ত হয়, আর অর্থান্তর গ্রহণে তত্ত্বসংখ্যা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। "আর আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিত" এইরূপে পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত আকাশের পৃথক্ উপাদান ন্যায্য হয় না, অর্থান্তর পরিগ্রহেও উক্ত দোষ হয়, তবে কিরূপে সংখ্যামাত্র শ্রবণে শ্রুত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপসংগ্রহ প্রতীতি হইতে পারে, যেহেতু জন শব্দের তত্ত্বে রূঢ় নাই, আর অর্থান্তর গ্রহণেও সংখ্যার উপপত্তি আছে। তবে কিরূপে "পঞ্চ পঞ্চ জন" এইরূপ বলাযায়? যেহেতু দিক্ ও সংখ্যা ইহারা সংজ্ঞাতে বর্ত্তমান থাকে, এইরূপ বিশেষ স্মরণ আছে। সংজ্ঞাতেই পঞ্চশব্দের সহিত জনশব্দের সমাস হয়, অতএব রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েই কেহ কেহ পঞ্চজন এইরূপ নাম বিবক্ষা করেন, উহা

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

ঙ্ক্ষায়াং পুনঃ পঞ্চেতি প্রযুজ্যতে পঞ্চজনা নাম কেচিৎ তে চ পঞ্চেত্যর্থঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি যথা। কে পুনস্তে পঞ্চজনা নামেতি তদুচ্যতে। ১১।

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত উত্তরস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি তেঽত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাৎ পঞ্চজনা বিবক্ষ্যন্তে। কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ তত্ত্বেষু বা কথং জনশব্দপ্রয়োগঃ সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবন্তি জনসম্বন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো জনশব্দভাজো ভবন্তি। জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ" ইতি অত্র 'প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা" ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণং। সমাসবলাচ্চ সমুদায়স্য রূঢ়ত্বমবিরুদ্ধং। কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে রূঢ়িঃ শক্যা-

---

সংখ্যোক্ত তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। বাস্তবিক তত্ত্বসংখ্যা কত? এই আকাঙ্ক্ষাতেই পঞ্চজনা" এইটি নাম মাত্র জানা যায়। যেমন সপ্তর্ষি বলিলে সপ্তজন বুঝায়, সেইরূপ পঞ্চজন শব্দে পঞ্চসংখ্যামাত্র জানিবে। সেই পঞ্চজন নামে কাহাকে বুঝাইবে, তাহা বলা যাইতেছে॥ ১১ ॥

"যস্মিন পঞ্চজনা" এই উত্তর মন্ত্রে ব্রহ্ম নিরূপণার্থ প্রাণাদিপঞ্চ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, অন্নের অন্ন এবং মনের মন ইত্যাদিরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই স্থলে সান্নিধ্য বশতঃ বাক্যশেষগত পঞ্চজন বিবক্ষিত হয়, তবে কিরূপে জনশব্দ প্রয়োগ হয়। কিন্তু সমান বিষয়ে প্রসিদ্ধি অতিক্রম করিয়া বাক্যশেষ বশতঃ প্রাণাদিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, জনসম্বন্ধবশতই প্রাণাদি জনশব্দভাগী হইয়া থাকে। এই প্রকারে জনশব্দের ন্যায় পুরুষ শব্দ প্রাণে প্রযুক্ত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সেই প্রাণাদিরাই পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষ এবং প্রাণই পিতা ও প্রাণই মাতা ইত্যাদি রূপেও নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্ভিদাদিবদিত্যাহ। প্রসিদ্ধার্থসন্নিধানেন হ্যপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ো নিয়ম্যতে যথোদ্ভিদা যজেত যূপং ছিনত্তি বেদিং করোতীতি তথাঽয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসান্বাখ্যানাদবগতসংজ্ঞাভাবঃ সংজ্ঞাকাঙ্ক্ষী বাক্যশেষসমভিব্যাহৃতেষু প্রাণাদিষু বর্ত্তিষ্যতে। কৈশ্চিত্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বা অসুরা রক্ষাংসি চ পঞ্চ জনা ব্যাখ্যাতাঃ। অন্যৈশ্চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। কচিচ্চ যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্য দৃশ্যতে তৎপরিগ্রহেঽপীহ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। আচার্য্যস্তু ন পঞ্চবিংশতেস্তত্ত্বানামিহ প্রতীতিরস্তীত্যেবংপরতয়া প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাদিতি জগাদ। ভবেযুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্যন্দিনানাং যেঽন্নং প্রাণাদিষ্বামনন্তি কাণ্বানান্তু কথং প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা ভবেযুঃ যেঽন্নং প্রাণাদিষু নামনন্তীতি অত উত্তরং পঠতি। ১২ ॥

বাস্তবিক সমাসবলেই সমুদায়ের রূঢ় অবিরুদ্ধ। তবে কিরূপে প্রথম প্রয়োগ না থাকিলে উদ্ভিদাদির ন্যায় রূঢ় আশ্রয় করা যায়, পরন্তু প্রসিদ্ধার্থ সন্নিধান দ্বারা অসিদ্ধার্থ শব্দ প্রযুজ্যমান হয়। সমভিব্যাহার বশতঃ তদ্বিষয়ের নিয়ম আছে। উদ্ভিদ দ্বারা যাগ করে, যূপ ছেদন করে এবং বেদি প্রস্তুত করে, ইত্যাদি শব্দের ন্যায় এই পঞ্চজন শব্দেও সমাসের কথন হেতু সংজ্ঞাভাব জানা যায়। সংখ্যাকাঙ্ক্ষীব্যক্তি বাক্যাশেষ সমভিব্যাহৃত হইলেই প্রাণাদিতে বর্ত্তমান থাকিবে। কেহ কেহ দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য বাদীরা চারি বর্ণ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, কোন স্থানে বিংশতি প্রজাপর বলিয়া প্রয়োগ করেন, তাহা গ্রহণ করিলেও কোন বিরোধ দেখা যায় না আচার্য্য এই স্থলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি আছে, এইরূপ বলিয়াছেন; সুতরাং প্রাণাদিরাই পঞ্চজন শব্দবাচ্য হইতেছে। মাধ্যন্দিশাখীরা "প্রাণাদি অন্ন" এইরূপ পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে কাণ্বিয়েরা কিরূপে প্রাণাদিরাই পঞ্চজন, ইহা বলিতে পারে, এই আশঙ্কা পর সূত্রে উত্তর পাঠ করিতেছেন। ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

অসত্যপি কাণ্বানামন্নে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসঙ্খ্যা পূর্যতে। তেঽপি হি যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূর্ব্বস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায়ৈব জ্যোতিরধীয়তে "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি। কথং পুনরুভয়েষাম্ তুল্যবদিদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসঙ্খ্যয়া কেষাঞ্চিদ্গৃহ্যতে কেষাঞ্চিন্নেতি অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ। মাধ্যন্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ নাস্মিন্মন্ত্রান্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি তদলাভাত্তু কাণ্বানাং ভবত্যপেক্ষা অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেঽপি মন্ত্রে জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে যথা সমানেঽপ্যতিরাত্রে বচনভেদাৎ ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণে তদ্বত্। তদেবং ন তাবৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধী তু পরিহৃতে॥ ১৩ ॥

কাণ্বমতে অন্নের অসিদ্ধি হইলেও যে তাহাদিগের মতে জ্যোতিঃ দ্বারা পঞ্চসংখ্যার পূরণ আছে। তাঁহারা "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা" ইত্যাদি পূর্ব্বমন্ত্রে ব্রহ্মনিরূপণার্থ জ্যোতিই কহিয়াছেন, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই জ্যোতিষ্ক পদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ, এই প্রকারে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন। তবে কিরূপে উভয় মতের তুল্যতা হইতে পারে, কারণ অপেক্ষার বিভিন্নতা প্রযুক্ত সমানমন্ত্রগত পঞ্চসংখ্যাদ্বারা কোন কোন মতে ব্রহ্মই পরিগৃহীত হন এবং কোন কোন মতে তাহা হয় না। অতএব বলিতেছেন, মাধ্যন্দিন শাখিদিগের মতে সমান মন্ত্রে পঠিত প্রাণাদি পঞ্চজনলাভ হেতু মন্ত্রান্তরপঠিত হইলেও জ্যোতিতে অপেক্ষা নাই, কাণ্বদিগের তাহা লাভ হয় না বলিয়া তাহাদিগের মতে অপেক্ষার বিভিন্নতা দেখা যায়; সুতরাং সমান মন্ত্রেও জ্যোতির গ্রহণ ও অগ্রহণ হইতেছে, যেমন সমান অতিরাত্র যাগে বচনভেদহেতু ষোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণ আছে, এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে। অতএব জানা যাইতেছে, প্রধানবিষয়া কোন শ্রুতিপ্রসিদ্ধি নাই এবং স্মৃতি ও ন্যায়প্রসিদ্ধিও পরিহৃত হইবে ॥১৩॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং গতিসামান্যং বাক্যানাং প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানস্যাশব্দত্বম্। তত্রেদমপরমাশঙ্ক্যতে। ন জন্মাদিকারণত্বং ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতিপাদয়িতুং শক্যং কস্মাৎ বিগানদর্শনাৎ প্রতিবেদান্তং হ্যন্যান্যা সৃষ্টি-রুপলভ্যতে ক্রমাদিবৈচিত্র্যাৎ তথা হি কচিদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যা-কাশাদিকা সৃষ্টিরাম্নায়তে কচিত্তেজআদিকা তত্তেজোঽসৃজতেতি কচিৎ-প্রাণাদিকা স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধামিতি কচিৎ অক্রমেণৈব লোকানা-মুৎপত্তিরাম্নায়তে "স ইমাঁল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচির্ম্মরমাপঃ" ইতি তথা কচিদসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদ-জায়তেতি" "অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসমভবদিতি" চ

পূর্ব্বে ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মবিষয়ে গতিসামান্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর প্রধানের যে অশব্দত্ব, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ অপর আশঙ্কা হইতেছে যে, জন্মাদি কারণতা ব্রহ্মের ব্রহ্মবিষয় নহে এবং বেদান্ত বাক্যের গতিসামান্যও প্রতিপাদন করা যায় না, কারণ প্রতিবেদান্তেই নানাপ্রকার সৃষ্টির উপলাভ হয় এবং তাহাতে ক্রমবৈচিত্র্য আছে, কখন ও আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়, এইরূপে আকাশাদি সৃষ্টি, কচিৎ "তেজোঽসৃজৎ" এই শ্রুতিতে তেজ আদি এবং কচিৎ প্রাণাদি সৃষ্টি উক্ত আছে। তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং প্রাণের পর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় এইরূপে কোন কোন স্থলে অক্রমেই লোক সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। "স ইমাঁল্লোকান সৃজতাম্ভো মরীচিমর মাপঃ" এই শ্রুতিতে ক্রমবিপর্য্যয় দেখা যায়, আর কোন কোন শ্রুতিতে অসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কীর্ত্তিত আছে, অর্থাৎ অগ্রে এই জগৎ অসৎ ছিল এবং সেই অসৎ হইতেই সত্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে, আর কোন কোন স্থানে অসদ্বাদ নিরাকরণ

ক্বচিদসদ্বাদনিরাকরণেন সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে "তদ্ধৈক আহু-রসদেবেদমগ্র আসী" দিত্যুপক্রম্য "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিতি" ক্বচিৎ স্বয়ং কর্ত্তৃকৈব ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নাম-রূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি। এবমনেকধা বিপ্রতিপত্তেঃ বস্তুনি চ বিকল্পস্যানুপপত্তের্ন বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণাবধারণপরতা ন্যায্যা স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যাং তু কারণান্তরপরিগ্রহো ন্যায্য ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। সত্যপি প্রতিবেদান্তং সৃজ্যমানেষ্বাকাশাদিষু ক্রমাদিদ্বারকে বিগানে ন স্রষ্টরি কিঞ্চিদ্বিগানমস্তি কুতঃ যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। যথাভূতো হ্যেকস্মিন্ বেদান্তে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মকোঽদ্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্টঃ তথাভূত এব বেদান্তান্তরেষ্বপি ব্যপদিশ্যতে তদ্যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" অত্র তাবজ্জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্বিষয়েণ কাময়িতৃ-

---

করিয়া সৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টির প্রমাণ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে কেবল অসৎই ছিল, এই উপক্রমে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল যে, কিরূপে অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে, সৎমাত্রই পূর্ব্বে ছিল, ইত্যাদি বেদ প্রমাণে জানা যায়। কোন কোন স্থলে এই জগৎ স্বয়ংই ব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ কথিত আছে। অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, এই জগৎ পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে ছিল, পরে নাম রূপদ্বারা ব্যক্তীভূত হয়। এইরূপে অনেক প্রকার মত আছে এবং বস্তুমাত্রে বিকল্পের অনুপপত্তি হেতু বেদান্ত বাক্য যে, জগতের কারণাবধারণ করিয়াছে, তাহা বলা উচিত হয় না, আর স্মৃতি ও ন্যায় প্রসিদ্ধ জগতের কারণান্তর পরিগ্রহের ন্যায় বোধ হয় না। এইরূপ বিপ্রতিপত্তিতে বলিতেছেন, শ্রুতি বেদান্তে আকাশাদি সৃষ্টি-ক্রমদ্বারা নিন্দা শ্রবণ থাকিলেও সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষে কোন দোষ হইতে পারে না, যেহেতু ব্যপদেশানুসারেই উক্তি আছে, যেমন এক বেদান্তে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মক পরংব্রহ্মই অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য বেদান্তেও সেই ব্রহ্মেরই জগৎকারণতার উপদেশ আছে, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে জ্ঞানশব্দ দ্বারা

ভূম্ববচনেন চেতনং ব্রহ্মণ্যরূপয়দপরপ্রযোজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমব্রবীৎ। তদ্বিষয়েণৈব পরেণাত্মশব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চান্তরনুপ্রবেশনেন সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ বহুভবনাশংসনেন সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুরভেদমভাষত তথে "দং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চনেতি" সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দ্দেশেন প্রাক্ সৃষ্টেরদ্বিতীয়ং স্রষ্টারমাচষ্টে তদত্র যল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণত্বেন বিজ্ঞাতং তল্লক্ষণমেবান্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" "তত্তেজোঽসৃজতেতি" তথা "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি চ এবং জাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণপরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থত্বাৎ। কার্যবিষয়ন্তু বিগানং দৃশ্যতে কচিদাকাশাদিকা সৃষ্টিঃ কচিত্তেজ আদিকেত্যেবংজাতীয়কম্। ন চ কার্য্যবিষয়েণ

এবং অপর বিষয় দ্বারা কামনা বচনে ব্রহ্মেতে চেতন নিরূপণ করত অপর প্রযোজ্যস্বরূপে ঈশ্বরকে জগৎ কারণ বলিয়াছেন। আর তদ্বিষয়ী ভূত পরমাত্মশব্দদ্বারা শরীরাদি পরম্পরায় অন্তরানুপ্রবেশ দ্বারা তিনিই যে আমাদিগের সকলের প্রত্যগাত্মা তাহা নিশ্চয় হইয়াছে। "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই শ্রুতিতে আত্মবিষয়ে অনেকের উৎপত্তিকথন দ্বারা সৃজ্যমান বিকারী পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তার অভেদ কথিত হইয়াছে, এই প্রকার "অথেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চন" এই শ্রুতিতে সমস্ত জগৎসৃষ্টির নির্দ্দেশ দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কহিয়াছেন, তবে এইক্ষণ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মকে কারণরূপে জানা যাইতেছে, অন্যত্রও সেইরূপ লক্ষণান্বিত জানা যায়। যেহেতু "পূর্ব্বে সৎস্বরূপ পরমাত্মাই ছিলেন, তিনিই অদ্বিতীয় জগৎকর্ত্তা, তাহাকেই দর্শন করিবে" আর সেই তেজই "সৃষ্টি করিয়াছে" এবং কেবল আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, তিনিই লোক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন" এইরূপ বহু বহু শ্রুতিতেই ব্রহ্ম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরন্তু কার্য্যবিষয়ে নিন্দা দেখা যায়, কখন আকাশাদি সৃষ্টি, কখন বা তেজ

বিগানেন কারণমপি ব্রহ্ম সর্ব্ববেদান্তেষ্ববিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতীতি শক্যতে বক্তুং অতিপ্রসঙ্গাৎ। সমাধাস্যতি চাচার্য্যঃ কার্য্য-বিষয়ং বিগানং ন বিয়দশ্রুতে রিত্যারভ্য। ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতত্বাং অপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ ন হ্যয়ং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। ন হি তৎপ্রতিবদ্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা ন চ কল্পয়িতুং শক্যতে। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ৈর্বাক্যৈঃ সাকমেক-বাক্যতায়া গম্যমানত্বাৎ। দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্য-র্থতাং "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূল-মন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছেতি। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যস্য কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যত ইতি গম্যতে। তথা চ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা। উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥ ইতি। ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বন্ধং তু ফলং

আদি সৃষ্টি, এইরূপে নানা প্রকার মত ভেদ হেতু নিন্দার বিষয় বটে। কিন্তু কার্য্যবিষয়ে নিন্দা থাকিলেও ব্রহ্মই কারণ, ইহা সর্ব্ববেদান্তেই প্রতি-পাদিত হইয়াছে; সুতরাং তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তাহাহইলে অতিপ্রসঙ্গ হইয়া উঠে। স্বয়ং আচার্য্যই কার্য্যবিষয়ক নিন্দার সমাধান করিতেছেন। কার্য্যের যে নিন্দা প্রতিপাদ্যমান হয় না এবং সৃষ্টি প্রভৃতির ও বিস্তার প্রতিপাদিত হয় নাই, আর কোন পুরুষা-র্থকে সৃষ্টির প্রতিবন্ধক, তাহাও শ্রুত বা দৃষ্ট হইতেছে না এবং কল্পনাও করা যায় না। বাস্তবিক উপক্রম ও উপসংহার দ্বারাই সেই সেই স্থলে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য দ্বারা একবাক্যতার সহিত জানা যায়, আর ইহাও প্রদর্শন করিতেছেন যে, সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চই ব্রহ্মবিজ্ঞানের কারণ। "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্ট্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাই কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ কথনার্থই সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চ আরব্ধ হইতেছে, ইহাই জানা যায়। সম্প্রদায়বাদীরা বলেন যে, মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দ্বারা যে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানের

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রূয়তে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি চ প্রত্যক্ষাবগমং চেদং ফলং "তত্ত্বমসি" ইত্যসংসার্য্যাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যাং সংসার্য্যাত্মত্বব্যাবৃত্তেঃ। যৎ পুনঃ কারণবিষয় বিগানং দর্শিতং "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্ অত্রোচ্যতে। ১৪ ॥

অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি নাত্রাসন্নিরাত্মকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে। যতোঽসন্নেব স ভবত্যসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেদস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিত্যসদ্বাদাপবাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্মান্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগাত্মানং নির্দ্ধার্য্য "সোঽকাময়তেতি" তমেব প্রকৃতং সমাকৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা "তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত" ইতি চোপসংহৃত্য

নিমিত্ত জানিবে। অতএব কোনরূপ ভেদ নাই। আর ব্রহ্মজ্ঞান নিবন্ধন ফলশ্রুতিও আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি পরব্রহ্মকে লাভ করে, যাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, সে শোক হইতে পরিত্রাণ পায় এবং সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল উক্ত আছে। আর উক্ত ফলও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার অসংসারিত্ব পরিজ্ঞান হইলে সংসারিত্বের ব্যাবৃত্তি হয়, আর "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণ বিষয়ক নিন্দা শ্রবণ আছে, এখন তাহার পরিহার হইল ॥ ১৪ ॥

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে অসৎ আত্মভিন্ন কারণ বলিয়া শ্রুত হয় না, কারণ যাহা অসৎ, তাহার বিদ্যমানতা সম্ভবেনা। যদি ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তাহা হইলে সৎস্বরূপেই তাহার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপে অসদ্বাদের অপবাদ দ্বারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মের অন্নময়াদি কোন পরম্পরায় প্রত্যগাত্মার নির্দ্ধারন করিয়া "সোঽকাময়ত" এই শ্রুতিতে সেই প্রকৃত সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে সমাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাহইতেই প্রপঞ্চ জগৎসৃষ্টি

"তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" ইতি তস্মিন্নেব প্রকৃতেঽর্থে শ্লোকমিমমুদাহৃতবান্ "সদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি।" যদি ত্বসন্নিরাত্মকমস্মিন্ শ্লোকেঽভিপ্রেয়েত ততোঽন্যসমাকর্ষণেঽন্যস্যোদাহরণাদসম্বদ্ধং বাক্যমাপদ্যেত। তস্মান্নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্মাসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে। এষৈবাসদেবেদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজনা "তৎ সদাসীদিতি" সমাকর্ষণাৎ। অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ সদাসীদিতি কিং সমাকৃষ্যেত। "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসী" দিত্যত্রাপি ন শ্রুত্যন্তরাভিপ্রায়েণায়মেকীয়মতোপন্যাসঃ ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনি বিকল্পস্যাসম্ভবাৎ। তস্মাৎশ্রুতিপরিগৃহীতসৎপক্ষদার্ঢ্যায়ৈবায়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্যাসৎপক্ষস্যোপন্যস্য নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসী" দিত্যত্রাপি ন নির-

---

শ্রবণ করাইয়া "তাহাই সৎ" এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পরে উক্তরূপে উপসংহার করিয়া "তদপ্যেষ শ্লোকা ভবতি" এই শ্রুতিতে উক্তরূপ প্রকৃতার্থে শ্লোক উদাহরণ করিয়াছেন যে, অসৎই পূর্ব্বে ছিল, যদি এই শ্লোকে অসৎ নিরাকরণই অভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে অন্য সমাকর্ষণে অন্যের উদাহরণ হেতু অসম্বদ্ধ বাক্যাপত্তি হয়, অতএব জানা যায় যে, সৎশব্দ প্রায়ই নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত বস্তুতেই প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে ব্যক্তীকরণাভাবাপেক্ষয়াই "উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ" ব্রহ্মই অসৎস্বরূপে ছিলেন, ইত্যাদি উপচার হয়। এই স্থলে অসৎই পূর্ব্বে ছিল, এইরূপ যোজনা হয়, যেহেতু "সেই সৎ ছিল" এইরূপে সমাকর্ষণ হইয়াছে। অসৎ শব্দে অত্যন্তাভব স্বীকার করিলে "সেই সৎ ছিল" এই রূপে কি সমাকর্ষণ কর্ষণ করা যায়। ইহাতে কেহ কেঁহ বলেন, "অসৎই পূর্ব্বে ছিল" এই স্থলে শ্রুত্যন্তরের অভিপ্রায়ে এই এক মতোপন্যাস হইয়াছে। কারণ ক্রিয়ারন্যায় বস্তুতে বিকল্পের অসম্ভব আছে। অতএব শ্রুতি পরিগৃহীত অসৎপক্ষ দৃঢ়তা সম্পাদনার্থই মন্দবুদ্ধি পরিকল্পিত অসৎপক্ষোপন্যাসের নিবৃত্তি হইয়াছে। "এই জগৎ অব্যক্ত ছিল" এই স্থলে নিকর্ত্তৃক জগতের ব্যক্তীকরণ কথিত হয় না। কারণ তিনিই এই

ধ্যক্ষস্য জগতো ব্যাকরণং কথ্যতে। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্য" ইত্যধ্যক্ষস্য ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ নিরধ্যক্ষে ব্যাকরণা-ভ্যুপগমে হ্যনন্তরেণ প্রকৃতাবলম্বিনা স ইত্যনেন সর্ব্বনাম্না কঃ কার্য্যানু-প্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যতে। চেতনস্য চায়মাত্মনঃ শরীরেঽনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে অনুপ্রবিষ্টস্য চেতনত্বশ্রবণাৎ "পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ" ইতি। অপি চ যাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে এবমাদিসর্গেঽপীতি গম্যতে দৃষ্টবিপরীতকল্পনানুপ-পত্তেঃ। শ্রুত্যন্তরমপ্য "নেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবা-ণীতি" সাধ্যক্ষামেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি। ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কর্ম্ম-কর্ত্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কর্ত্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথা

স্থলে জগৎকর্ত্তার ব্যক্তীভূত কার্য্যে অনুপ্রবেশ দ্বারা সমাকর্ষ আছে। পরন্তু কর্ত্তা ব্যতিরেকেই জগতের ব্যক্তীকরণ হয়, ইহা স্বীকার করিলে প্রকৃতারলম্বীরা "সঃ" এই সর্ব্বনাম পদদ্বারা কার্য্যে অনুপ্রবেশিরূপে কহাকে সমাকর্ষণ করা যায়। বাস্তবিক চেতন আত্মারই অনুপ্রবেশ শ্রুত হয়, যেহেতু অনুপ্রবিষ্টেরই চেতনত্ব শ্রবণ আছে, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যে দর্শন করে, তাহাই চক্ষু, যে শ্রবণ করে, তাহাই কর্ণ এবং যে মনন করে তাহাই মন, আর যেরূপে এই জগৎ নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাতেও সকর্ত্তৃক জগতের ব্যক্তীকরণ জানা যায়, আদি সৃষ্টিতেও এইরূপ জানা যায়, যেহেতু দৃষ্ট বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করা উচিত হয় না। আর "এই জীবই অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ ব্যক্ত করে" এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও কোন কর্ত্তাই যে জগৎকে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাই জানা যায়। বিশেষতঃ পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি-লেই "ব্যাক্রিয়তে" এই পদে কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্যে প্রত্যয় হইতে পারে। যেমন "কেদার স্বয়ংই ছিন্ন হয়, এই স্থলে পূর্ণ কেদার যদি ছেদ কর্ত্তা বলিয়া বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলেই উক্তরূপ বাক্য হইতে পারে, সেইরূপ পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সত্ত্বেই "ব্যাক্রিয়তে" এই পদে কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্যতা হয়। অথবা "ব্যাক্রিয়তে এই পদে কর্ম্মবাচ্যই প্রত্যয় হইয়াছে, কিন্তু অর্থানু

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি। যদ্বা কর্ম্মণ্যেবৈষ লকারঃ অর্থাক্ষিপ্তং কর্ত্রন্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যং যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥১৫॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে শ্রূয়তে "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্ম সবৈ বেদিতব্যঃ" ইতি। তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদিশ্যতে উত মুখ্যঃ প্রাণ উত পরমাত্মেতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং প্রাণ ইতি কুতঃ 'যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি' শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ বাক্য-শেষে 'চাথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি' প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণ-শব্দস্য চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ যে চৈতে পুরস্তাদ্বালাকিনাদিত্যে পুরুষশ্চন্দ্রমসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দ্দিষ্টাঃ তেষামপি ভবতি

বোধে অন্য কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। যেমন "গ্রামোগম্যতে" এইস্থলে সাক্ষাৎ কর্ত্তৃপদের উল্লেখ না থাকিলেও কোন কর্ত্তা অনুভূত হয়, সেইরূপ "ব্যাক্রিয়তে" এই স্থলেও কর্ত্তার অনুমান হইয়া থাকে। ১৫।

কৌষীতকি-ব্রহ্মণোপনিষদে বালাকি ও অজাতশত্রুসম্বাদে শ্রুত আছে যে, অজাতশত্রু বালাকিকে বলিয়াছিলেন, হে বালাকে! যিনি এই পুরুষ সকলের কর্ত্তা এবং এই সকলই যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জানিবে। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, এই স্থলে কি জীবই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ হইতেছে, অথবাপ্রাণই এই উপদেশের বিষয়, কিম্বা পরমাত্মাকে জানিবে, এইরূপ উপদেশ কৌষীতকি ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্রার্থ? এইক্ষণ প্রাণই উক্ত উপদেশের বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ শ্রুতিতে যাহার 'এই কর্ম্ম, এইরূপ শ্রুত আছে, আর পরিস্পন্দনরূপ কর্ম্ম প্রাণের আশ্রয়, অর্থাৎ প্রাণের পরি-স্পন্দনেই কর্ম্ম হয়। আর পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষে উক্ত আছে যে, এই প্রাণেই সকল একীভূত হয়; সুতরাং এই স্থলে প্রাণশব্দ শ্রবণহেতু, প্রাণ-শব্দও মুখ্যপ্রাণে প্রসিদ্ধ, আর পূর্ব্বে যে বালাকি "আদিত্যে পুরুষ এবং চন্দ্রেতে পুরুষ" এইরূপে পুরুষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগেরও প্রাণই

প্রাণঃ কর্ত্তা প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিদেবতাত্মনাং কতম একো দেব ইতি। প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে তস্যাপি ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং কর্ম্ম শক্যতে শ্রাবয়িতুং যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি সোঽপি ভোক্তৃত্বাদ্ভোগোপকরণভূতানামে-তেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তোপপদ্যতে বাক্যশেষে চ জীবলিঙ্গমবগম্যতে। যৎ-কারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য পুরুষাণাং কর্ত্তুর্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতিবুবোধয়িষুরজাতশক্রঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদী-নামভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গমবগম্যতে। তদ্যথা 'শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথাবা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্ম-ভির্ভুঙ্‌ক্তে এবমেবৈতে আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি' ইতি প্রাণভৃত্বাচ্চ

কর্ত্তা হইতেছেন। প্রাণের অবিশেষত্ব প্রযুক্ত আদিত্যাদি দেবতাদিগের মধ্যে প্রাণ কোন দেবতা? এই প্রশ্নে 'ব্রহ্মই সেই দেবতা" এইরূপ কথিত আছে, এইরূপ শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব প্রাণই জানিবে, ইহাই পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় বলিয়া জানা যাইতেছে। আর জীবকেই জানিবে, ইহাও পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় হইতে পারে, যেহেতু জীবেরও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম আছে, ইহাও বলা যায়। পরন্তু যাহার কর্ম্ম আছে, ভোক্তৃত্ব প্রযুক্ত তাহাই ভোগোপকরণ ভূত পুরুষের কর্ত্তা বলিয়া উপপন্ন হইতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষেও জীবই কর্ত্তা ইহা জানা যায়, অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতব্যরূপে উপন্যস্ত এবং পুরুষের কর্ত্তা, তাঁহারই পরি-জ্ঞান বিধেয়, ইহাই বালাকিকে পরিজ্ঞাপিত করিবেন, এই অভিপ্রায়ে অজাতশত্রু কোন সুপ্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলেন, যখন সেই সুপ্তব্যক্তি সেই সম্বোধন বাক্য শুনিতে পাইল না, তখনই প্রাণাদির যে ভোগকর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা বুঝাইয়া এবং যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলেও সে ভীত হইল না, ইহা দর্শাইয়া প্রাণাদির অতিরিক্ত যে ভোগকর্ত্তা আছে, তাহা জানাইলেন। এইরূপ পরেও জীবই কর্ত্তা, ইহা প্রতিপাদিত আছে, অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠি স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষা প্রজ্ঞাত্মৈতৈ

জীবত্বোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্। তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রহণীয়ো-ন পরমেশ্বরঃ তল্লিঙ্গানবগমাদিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমেশ্বর এবাস্য-মেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা স্যাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ ইহ হি বালাকিরজাত-শত্রুণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি সম্বদিতুমুপচক্রমে স চ কতিচিদা-দিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরুষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব তমজাত শত্রুর্ম্‌ষা বৈ খলু মা সম্বদিষ্ঠা ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীত্যমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়াপোদ্য তৎকর্ত্তারমন্যং বেদিতব্যতয়োপচিক্ষেপ। যদি সোঽপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্ স্যাদুপক্রমো বাধ্যেত তস্মাৎ পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুমর্হতি। কর্তৃত্বঞ্চ-তেষাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণাবকল্পতে। যস্য বৈতৎ

ভুঙ্‌ক্তে এবমেবাস্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি" ইত্যাদি কৌষীতকি ব্রাহ্মণীয় শ্রুতিতে জীবই প্রাণের ভরণকর্ত্তা বলিয়া জানা যায়, অতএব প্রাণ-শব্দ জীবেতেই উপপন্ন হইতেছে; সুতরাং প্রাণ ও জীব, এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটিই পূর্ব্বোক্ত উপাদেশের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, পরমেশ্বরকে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু পরমেশ্বরলিঙ্গক কোন অবগম নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরকে হেতু করিয়া কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তে বলিতেছেন, পরমেশ্বরই এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, যেহেতু তাঁহারই উপক্রম সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ বালাকি অজাত শত্রুর সহিত ব্রহ্মনিরূপণ আরম্ভ করিলেন, বালাকি অজাত শত্রুকে বলিয়া-ছিলেন, আমি তোমাকে ব্রহ্ম বলিতেছি, এই বলিয়া বালাকি কতিপয় আদিত্যাধিষ্ঠিত পুরুষকে ব্রহ্মভাগীরূপে কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করি-লেন। অনন্তর অজাতশত্রু বালাকিকে বলিলেন, তুমি মিথ্যা কথা আমাকে বলিও না, তুমি "ব্রহ্ম বলিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অমুখ্য ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়া অন্যকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিতেছ এবং তাহাকেই জানিতে হইবে, এইরূপ উপদেশ করিতেছ। এইক্ষণ যদি অমুখ্য প্রাণই ব্রহ্মশব্দভাগী হইল, তাহাহইলে উপক্রমও বাধিত হয়, অতএব পর-মেশ্বরই কর্ত্তা হইতেছেন। বাস্তবিক ঐ সকল আদিত্যগত পুরুষের কর্তৃত্ব সম্ভবেনা, যেহেতু পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও সাতন্ত্র্য কল্পনা করা

কর্ম্মেত্যপিনায়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষস্য বা কর্ম্মণো নির্দ্দেশঃ তয়োরন্যতরস্থাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশব্দিতত্বাচ্চ। নাপি পুরুষাণাং অয়ং নির্দ্দেশঃ এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেত্যেব তেষাং নির্দ্দিষ্ট-ত্বাৎ লিঙ্গবচন বিগানাচ্চ। নাপি পুরুষবিষয়স্থ করোত্যর্থস্থ ক্রিয়াফলস্থ বায়ং নির্দ্দেশঃ কর্ত্তৃশব্দেনৈব তয়োরুপাত্তাৎ পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসন্নিহিতং জগৎ সর্ব্ব-নাম্নৈতচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্যতে ক্রিয়ত ইতি চ তদেব জগৎকর্ম্ম। নমু জগদপ্যপ্রকৃতমসংশব্দিতঞ্চ সত্যমেতৎ তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধা-রণেনার্থেন সন্নিধানেন সন্নিহিতবস্তুমাত্রস্থায়ং নির্দ্দেশ ইতি গম্যতে ন বিশিষ্টস্থ কস্থচিৎ বিশেষসন্নিধানাভাবাৎ। পূর্ব্বত্র চ জগদেকদেশভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবেহোপাদীয়ত ইতি গম্যতে। এতদুক্তং ভবতি য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তা কিম-নেন বিশেষেণ যস্থ বা কৃৎস্নমেব জগদবিশেষিতম্ কর্ম্মেতি। বাশব্দ এক-

---

যায় না। আর "অস্যৈবৈতৎ কর্ম্ম" এই স্থলে পরিস্পন্দন লক্ষণ বা ধর্ম্মা ধর্ম্ম লক্ষণ কর্ম্মের নির্দ্দেশ হয়, যেহেতু জীব ও প্রাণ ইহাদিগের অন্যতর অপ্রকৃত এবং ইহা পুরুষের নির্দ্দেশ নহে, পরন্তু আদিত্যগত পুরুষই এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথবা করোত্যর্থের বিষয়ীভূত ক্রিয়া ফলের নির্দ্দেশ হয় নাই। যেহেতু কর্ত্তৃশব্দে সেই জীব ও প্রাণই পাওয়া যাইতেছে এবং পরিশেষবশত প্রত্যক্ষ সন্নিহিত তৎ-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম; সুতরাং জগৎই কর্ম্মশব্দে জানা যাইতেছে। যদিও অপ্রকৃত জগৎই অসংশর্ষিতরূপে সত্য হয়, তথাপি কোন বিশেষোপাদান না থাকিলে সাধারণ অর্থদ্বারা সন্নি-ধানবশত সন্নিহিত বস্তু মাত্রেরই এই নির্দ্দেশ হইতেছে। বিশেষ সন্নিধান-বশত কোন বিশিষ্ট পদার্থের নির্দ্দেশ হয় না। পূর্ব্বেও জগতের একদেশভূত পুরুষের বিশেষ গ্রহণহেতু অবিশেষিত জগৎই পাওয়া যাইতেছে, ইহাই প্রতীয়মান হয়, আর ইহাও উক্ত আছে যে, যিনি এই জগতের একদেশ-ভূত পুরুষের কর্ত্তা, তাহার এই বিশেষণ দ্বারা কি হইতে পারে? আর এই অবিশেষিত জগৎ যাহার কর্ম্ম, তিনিই পরমেশ্বর। বাস্তবিক বাশ-

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥

দেশাবচ্ছিন্নকর্তৃত্বব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্ত্তিতাস্তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানং এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েনমাসাঙ্কবিশেষাভ্যাং জগতঃ কর্ত্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষ্ববধারিতঃ। ১৬ ॥

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাৎ জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ন্যায্যং ন পরমেশ্বরস্যেতি তৎপরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে পরিহৃতং তন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাদিত্যত্র। ত্রিবিধং হ্যত্রোপাসনমেবং সতি প্রসজ্যেত জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং চেতি। ন চৈতৎ ন্যায্যং উপক্রমোপসংহারাভ্যাং হি ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্য বাক্যস্যাবগম্যতে। তত্রোপক্রমস্য তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতং। উপসংহারস্যাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্যতে"সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য

কির যে সকল পুরুষ ব্রহ্মরূপে অভিমত হয়, তাহাদিগের অব্রহ্মত্ব কথনার্থই বিশেষোপাদান করা যায়। অতএব জগৎকর্ত্তাকেই জানিবে, ইহাই উপদেশ হইতেছে এবং সর্ব্ব বেদান্তেই পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে ॥ ১৬ ।

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, বাক্যশেষবশত জীবলিঙ্গহেতু ও মুখপ্রাণলিঙ্গপ্রযুক্ত জীব ও প্রাণ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটির গ্রহণই ন্যায্য, পরমেশ্বরের পরিগ্রহণ উচিত নহে, এইক্ষণ ইহার পরিহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বলিতেছেন। উপসানার ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিলে উহা পরিহৃত হয় না, যেহেতু যদি মুখ্যপ্রাণোপাসনা, জীবোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা, এইরূপ ত্রিবিধ উপাসনা থাকে, তাহাহইলেই ত্রিবিধোপাসনা স্বীকার করা যায়। ইহা ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উপক্রম ও উপসংহার দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ব্রহ্মবিষয়ত্ব জানা যায়। উপক্রমের ব্রহ্মবিষয়ত্ব পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। আর উপসংহারেও নিরতিশয় ফলশ্রবণহেতু ব্রহ্মবিষয়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, যিনি সেই পরংব্রহ্মকে

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১৮॥

সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ" ইতি। নন্বেবং সতি প্রতর্দ্দনবাক্যনির্ণয়েনৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত ন নির্ণীয়তে"যস্যৈতৎ কর্ম্মে"ত্যস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্রানির্দ্ধারিতত্বাৎ তস্মাদত্র জীবমুখ্যপ্রাণশঙ্কা পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ত্ততে। প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টঃ "প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ" ইত্যত্র জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংসারয়োর্ব্বিষয়ত্বাদভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্যাৎ ব্রহ্মপ্রধানং বেতি যতোঽন্যার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থং অস্মিন্ বাক্যে জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে কস্মাৎ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নস্তাবৎ সুষুপ্তপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জ্জীবব্যতিরিক্তবিষয়ো দৃশ্যতে "ক্বৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক বা এতদ-

---

জানিতে পারেন, তিনি সকল পাপ বিনাশ করিয়া সর্ব্বভূতের একীভাব পরিজ্ঞানপূর্ব্বক স্বর্গাধিপত্য লাভ করেন। এইরূপ হইলে প্রতর্দ্দন বাক্য নির্ণয় দ্বারা উহা নির্ণীত হয়, কিন্তু তাহা হয় নাই। বাস্তবিক "যাহার এই কর্ম্ম" এই স্থলেও ব্রহ্মবিষয়ত্ব রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই, অতএব জীব ও মুখ্য প্রাণাশঙ্কা পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে। পরন্তু প্রাণশব্দের ব্রহ্মবিষয়ত্ব দৃষ্ট হইয়াছে, যেহেতু "প্রাণবন্ধনই মন" এই স্থলে জীবলিঙ্গক জ্ঞান উপক্রম ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তার অভেদাভিপ্রায়েই যুক্ত হয় ॥ ১৭।

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, উক্ত বাক্য জীবপ্রধানই হউক, কিম্বা ব্রহ্মপ্রধানই হউক, কোন পক্ষেই বিবাদ দেখা যায় না। যেহেতু জৈমিনি আচার্য্য ব্রহ্মপরিজ্ঞানার্থই উক্ত বাক্যের অন্যার্থকল্পনা করেন, কারণ প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাদ্বারাই উহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই প্রশ্ন এই সুষুপ্ত ব্যক্তির প্রবোধন দ্বারা প্রাণাদিব্যতিরিক্ত জীব প্রবোধিত হয়, তবে কিরূপে জীব ব্যতিরিক্ত বিষয় দৃষ্ট হইতে পারে? কৌষীতকি ব্রাহ্মণে উক্ত আ

ভূৎ কুত এতদাগাদিতি। প্রতিবচনমপি "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্য-ত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদি এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি চ সুষুপ্তি-কালে চ পরেণ জীব একতাং গচ্ছতি পরস্মাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগ-জ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্য্যাদা। তস্মাদ্যত্রাস্য জীবস্য নিঃসম্বোধ স্বচ্ছতারূপঃ স্বাপঃ উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং যতস্তদ্ভ্রংশরূপমাগমনং সোঽত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিত ইতি গম্যতে! অপি চৈবমেকে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞান-ময়শব্দেন জীবমাম্নায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্ব বৈ তদভূৎ কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেঽপি "য এষো-ঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত" ইতি আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তো

যে, হে বালাকি এই পুরুষ কোন স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, কোথায় বা তিনি ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা সেই পুরুষ আগমন করিয়া ছেন? ইহার প্রতিবাক্যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, যখন সুপ্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না এবং এই প্রাণেই একীভূত হয়। ঐ কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আর উক্ত আছে যে, এই আত্মা হইতেই প্রাণ সকল যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই প্রাণ হইতে দেব এবং দেব হইতে লোক যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরন্তু সুষুপ্তিকালে পরব্রহ্মের সহিত জীব ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর পরব্রহ্ম হইতেই প্রাণাদি জগৎ জন্মে, ইহাই বেদান্তমত। অতএব যাহাতে এই জীবের নিঃসন্দিগ্ধ স্বচ্ছতারূপ স্বপ্ন হয়, আর ঐ স্বপ্ন উপাধিজনিত বিশেষ বিজ্ঞান রহিতস্বরূপ এবং তদ্ভ্রংশরূপ যে আগমন, তাহাতেই সেই পরমাত্মাকে জানিবে, ইহা জানা যায়। আর কোন কোন শাখীরা বলেন, এই অজাতশত্রু ও বালাকি সম্বাদে স্পষ্টরূপে বিজ্ঞানময় শব্দে জীব উল্লেখ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকার করেন এবং "যিনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, তিনি কোথায় আছেন ও কোথা হইতে আগমন করেন" এই প্রশ্নে এবং প্রতিবাক্যেই "যিনি এই হৃদয়াকাশে শয়ান আছেন" এইরূপে আকাশশব্দ পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, আর

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি অত্র সর্ব্ব এত আত্মানো ব্যুচ্চরন্তীতি চোপাধি-মতামাত্মনামন্যতো ব্যুচ্চরণমামনন্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনন্তীতি গম্যতে। প্রাণনিরাকরণস্যাপি সুষুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতি-রিক্তোপদেশোঽভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ব্রাহ্মণেঽভিধীয়তে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় ইত্যুপক্রম্য "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-সিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং" ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎস্যতে কিং বিজ্ঞানাত্মৈবায়ং দৃষ্টব্য ত্বাদিরূপেণোপদিশ্যতে আহোস্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ পুনরেষা বিচি-কিৎসা প্রিয়সংসূচিতেনাত্মনা ভোক্তোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতিপ্রতি ভাতি তথাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি।

এই স্থলে সকল আত্মাই উৎক্রমণ করেন, এইরূপে উপাধিমান্ আত্মা-দিগের অন্যত্র উৎক্রমণ স্বীকার করিয়া পরমাত্মাকেই কারণ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা জানা যায়। প্রাণনিরাকরণেই সুষুপ্তপুরু-ষের উত্থাপনদ্বারা প্রাণাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার উপদেশ হয় ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণোপনিষদে কথিত আছে যে "নবা অরে পত্যুঃ কামায়' এই উপক্রমে "সকলের কামনার্থ সকলই প্রিয় হয় এবং আত্মার কামনা পূরণার্থ সকলই প্রিয় হয়" আর আত্মদর্শন করিবে, আত্মশ্রবণ করিবে, আত্মমনন করিবে. এবং নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে আত্মার দর্শন' শ্রবণ, মনন্ ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সকল বিদিত হয়"। এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, এই স্থলে কি বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্যরূপে উপাদিষ্ট হইতেছে, কিম্বা পরমাত্মাই উক্ত শ্রুতিতে বিষয়ীভূত হইতেছে? অর্থাৎ প্রিয় সংসূচিত আত্মা দ্বারা ভোক্তার উপক্রমহেতু বিজ্ঞানাত্মার উপদেশ জানা যাইতেছে। আর আত্মবিজ্ঞানদ্বারাও সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশ হেতু

কিং তাবৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি। কস্মাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ। পতিজায়াপুত্রবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সর্ব্বং জগদাত্মার্থতয়া প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপক্রম্যানন্তরমিদমাত্মনো দর্শনাদ্যুপদিশ্যমানং কস্যান্যস্যাত্মনঃ স্যাৎ। মধ্যেঽপীদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবে ব্রুবন্ বিজ্ঞাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি। তথা "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানমেবেহোপদিষ্টং দর্শয়তি তস্মাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্ত্রর্থাৎ ভোগ্যজাতস্যৌপচারিকং দ্রষ্টব্যমিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমাত্মোপদেশ এবায়ং কস্মাৎ বাক্যান্বয়াৎ। বাক্যং হীদং পৌর্ব্বাপর্য্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমা-

পরমাত্মার উপদেশ হয়। ইহাতে যদি বলি, বিজ্ঞানাত্মারই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু বিজ্ঞানাত্মার উপদেশেই উপক্রমসামর্থ্য আছে। পতি, জায়া, পুত্র ও বিত্তাদি ভোগ্য বস্তু, এই সকলই আপন প্রয়োজন সাধনকরে বলিয়াই প্রিয় হইতেছে, এই নিমিত্তই আত্মাকে প্রিয়সংসূচিত বলা যায় এবং সেই ভোক্তা আত্মাকে উপক্রম করিয়া কোন্ অন্য আত্মার দর্শনাদি দ্বারা উপদেশ হইতে পারে? আর এই অপার অনন্ত মহাভূতসকল এই বিজ্ঞানাত্মা হইতে সমুত্থিত হইয়া তাহাতেই বিনাশ পায় এবং পরকালেও সংজ্ঞান্তর নাই। অতএব প্রকৃত মহাভূতই দ্রষ্টব্য এবং তাহাই বিজ্ঞানাত্মভাবে ভূত হইতে সমুত্থিত হয়, ইহা বলিয়া বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। আর "বিজ্ঞানাত্মাকে কোন কারণে জানা যায়" এই কর্ত্তৃবচনশব্দদ্বারা উপসংহার করত বিজ্ঞানাত্মাই এইস্থলে উপদিষ্ট, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব আত্মবিজ্ঞানদ্বারাই সর্ব্ববিজ্ঞানবচন জানা যায়, যেহেতু ভোক্তার নিমিত্ত ভোগ্যবস্তু সকলের ঔপচারিক দ্রষ্টব্যত্ব হইতেছে, ইহাতে বলা যায় যে, পূর্ব্বশ্রুতিতে পরমাত্মারই উপদেশ হইয়াছে, যেহেতু এইরূপেই বাক্যান্বয় হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বাপর ভাবে দৃশ্যমান পরমাত্মাই এই স্থলে অন্বিত, ইহা লক্ষিত

জ্ঞানং প্রত্যন্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে কথমিতি তদুপপাদ্যতে ‘অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন’ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাদুপশ্রুত্য ‘‘যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি” ইতি অমৃতত্বমাশংসন্ত্যৈ মৈত্রেয্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিজ্ঞানমুপদিশতি ন চান্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্তীতি শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি। তথা চাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুচ্যমানং নান্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানান্মুখ্যমবকল্পতে ন চৈতদৌপচারিকমাশ্রয়িতুং শক্যং যৎকারণমাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রন্থেন তদেবোপপাদয়তি “ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ” ইত্যাদিনা যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি ইতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্যেদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি সমস্তস্য বস্তুজাতস্যাত্মাব্যতিরেকমব-

---

হইতেছে, তবে কিরূপে উহা উপপন্ন হইতে পারে? আর বিত্তদ্বারা মোক্ষের আশা নাই” যাজ্ঞবল্কের নিকট এইরূপ শুনিয়া “আমি কোন রূপেই মোক্ষ পাইতেছি না; অতএব সেই বিত্তদ্বারা কি করিব? ভগবন! আপনি এবিষয়ে যাহা জানেন, তাহাই উপদেশ করুন” মৈত্রেয়ী এইরূপ বলিলে যাজ্ঞবল্ক্য মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণী মৈত্রেয়ীকে আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করেন। বাস্তবিক আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, ইহাই শ্রুতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, আর আত্মবিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, কখনও পরমকারণ ব্যতিরেকে মুখ্য কল্পনা করা যায় না এবং ইহা যে ঔপচারিক, তাহাও বলা যায় না, যে কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, তাহা প্রতিজ্ঞার অনন্তর গ্রন্থে উপপাদন করিবেন, আর ‘‘ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যা অন্যত্রাত্মনা ব্রহ্ম বেদ” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জগৎব্রহ্ম ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আছে, এইরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহারা মিথ্যাদর্শী এবং সেই মিথ্যাদর্শীকেও মিথ্যাদৃষ্ট ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণাদি জগৎ নিবারণ করিতেছেন, এইরূপে ভেদদৃষ্টি নিবারণ করিয়া এই জগৎই ব্রহ্মময়, এইরূপে সকল বস্তুরই আত্মব্যতিরেকতা বারণ করিয়াছেন। যেমন এক

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥

তারয়তি। দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ তমেবাব্যতিরেকং দ্রঢ়য়তি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা চ প্রকৃতস্যাত্মনো নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তথৈবৈকায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য সান্তঃকরণস্য প্রপঞ্চস্যৈকায়নমনন্তরমবাহ্যং কৃৎস্নং প্রজ্ঞানঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানংমেবৈনং গময়তি তস্মাৎ পরমাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইতি গম্যতে। যৎপুনরুক্তং প্রিয়সংসূচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যৎপ্রিয়সংসূচিতস্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদিসঙ্কীর্ত্তনম্। যদি হি বি জ্ঞানাত্মা

সময়ে দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণা প্রভৃতির শব্দ হইলে সেই সকল শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অনুভব হয়,সেইরূপ আত্মব্যতিরিক্ত সকল জানা যায়। "এই মহাভূতের নিঃশ্বাসই এই ঋগ্বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত আত্মাই যে নাম রূপাত্মক প্রপঞ্চ জগতের কারণ, তাহা দর্শাইয়া পরমাত্মাই যে পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় তাহা জানাইয়াছেন এবং একের বিজ্ঞানেই সকলের জ্ঞান হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াতেও সবিষয়, ইন্দ্রিয়যুক্ত ও অন্তঃকরণবিশিষ্ট প্রপঞ্চ জগতের একমাত্র পরমাত্মাই কারণ, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে; সুতরাং পরমাত্মাই পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল। আর যে প্রিয় সূচনার উপক্রম দ্বারা বিজ্ঞানাত্মাই উপদেশের বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার সমাধান উত্তর সূত্রে বিবৃত হইবে ॥ ১৯ ॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আত্মবিজ্ঞান হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয় এবং এই সমুদায়ই আত্মা। এই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি এইরূপেই হইতে পারে, অর্থাৎ যদি প্রিয়সংসূচিত আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলেই উক্ত প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয়। বাস্তবিক যদি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার

উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞাতং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়েত তস্মাৎ প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২০ ।

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষী-ভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহাদিসঙ্ঘাতাদুৎক্র-মিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণমিত্যৌড়ুলোমিরা-চার্য্যো মন্যতে। শ্রুতিশ্চৈবং ভবতি "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমু-ত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি। কচিচ্চ জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞায়তে "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ-

---

অন্য হয়, তাহা হইলে পরমাত্মার বিজ্ঞান হইলেও জ্ঞানাত্মার বিজ্ঞান হয় না; সুতরাং এক বিজ্ঞানে যে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, ইহা পরিহৃত হইতেছে। অতএব প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্তই বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার অভেদাংশের উপক্রম হইয়াছে, ইহা আশ্মরথ্য আচার্য্য স্বীকার করেন না। ২০।

ঔড়ুলোমিনামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানাত্মাই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকৃত উপাধিসম্পর্কবশতঃ কলুষিত হয় এবং জ্ঞানধ্যানাদি সাধনানুষ্ঠানে সম্পন্ন ও সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে উৎক্রমণ করে এবং তাহাতেই পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, ইহাতেই অভেদোপক্রম হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও ইহাই লিখিত আছে যে, ইহাই আত্মার প্রসন্নতা যে আত্মা এই শরীর হইতে সমু-ত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। আর কোন স্থলে নদীদৃষ্টান্তে জীবাশ্রয় নামরূপ জানা যায়, অর্থাৎ

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ॥ ইতি ॥ যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নাম-রূপং বিহায় সমুদ্রমুপয়ন্তি এবং জীবোঽপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পরমং পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োস্তুল্য-তায়ৈ ॥ ২১ ॥

অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদম-ভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। তথা চ ব্রাহ্মণং "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবংজাতীয়কম্ পরস্যেবাত্মনো জীবভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মন্ত্রবর্ণশ্চ "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইত্যেবংজাতীয়কঃ। ন চ তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্য পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতা যেন পরস্মাদাত্মনো ঽন্যস্তদ্বিকারো জীবঃ স্যাৎ। কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্। আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বমভি-

---

যেমন নদী প্রচলিত হইয়া নামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সেইরূপ জীব নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করে। এইরূপেই জীব ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২১ ॥

কাসকৃৎস্ন নামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা একী-ভাবে অবস্থান করে, তাহাতেই পরমাত্মার অভেদ প্রতীতি হয়। মন্ত্র-ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, এই জীবই পরমাত্মাতে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপ ব্যক্ত করে, এইরূপে পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করে। মন্ত্র-বর্ণে উক্ত আছে যে, সর্ব্বপ্রকার রূপ সৃষ্টি করিয়া এবং নাম সকল প্রকাশ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ আত্মা বিদ্যমান আছেন। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে যে, তেজঃপ্রভৃতির সৃষ্টিবিষয়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি শ্রুত নাই, যাহাতে জীব পরমাত্মার অন্য অথচ পরমাত্মার বিকারীভূত বলিয়া জানা

প্রেতং তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিতি স্বাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণভাবঃ কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে। ঔড়ুলোমিপক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যেতে॥ তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ এবঞ্চ সতি তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে বিকারাত্মকত্বেহি জীবস্যাভ্যুপগম্যমানে বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গান্ন তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পেত অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্যাসম্ভবাৎ উপাধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে অত এবোৎপত্তিরপি জীবস্য কচিদগ্নিবিস্ফুলিঙ্গোদাহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যাশ্রয়ৈব বেদিতব্যা। যদপ্যুক্তং প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তীতি তত্রাপীয়মেব ত্রিসূত্রী যোজয়িতব্যা। "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গ-

---

যাইতে পারে। কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মতে জীবই অবিকৃত, পরমেশ্বর তদ্ভিন্ন নহেন, আশ্মরথ্য আচার্য্যের মতে যদিও জীব পরমাত্মার অন্য না হউক, তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির সাপেক্ষত্ব কথনহেতু কিরূপ কার্য্যকারণভাব অভিপ্রেত, তাহা বলা যায় না। ঔড়ুলোমির মতে স্পষ্টত অন্তরাপেক্ষ ভেদাভেদ জানা যাইতেছে। ইহাতে কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মতই যে শ্রুতির অনুযায়ী, তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতির উহা প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত। এইরূপ হইলেই পরমাত্মজ্ঞানে যে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। জীবের বিকারাত্মকত্ব স্বীকার করিলে বিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গহেতু পরমাত্মজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি কল্পনা করা যায় না। অতএব স্বাশ্রয়ীভূত নামরূপের অসম্ভবহেতু উপাধির আশ্রয়স্বরূপ নামরূপ জীবে উপচার করা যায়। এই নিমিত্তই অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদাহরণ দর্শনে জীবের উৎপত্তিও উপাধির আশ্রয় বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, জীবের উৎপত্তিও সেইরূপ জানিবে। আর উক্ত আছে যে, ভূত হইতেই প্রকৃত মহাভূতের সমুত্থান হয়, ইহা বিজ্ঞানাত্মভাবে দর্শন করাইয়া বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। তাহাতেও এইরূপ সূত্রত্রয়

মাশ্মরথ্যঃ"। ইদমত্র প্রতিজ্ঞাতম্ "আত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ উপপাদিতঞ্চ সর্ব্বস্য নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চস্যৈকপ্রসবত্বাদেকপ্রলয়ত্বাচ্চ দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যকারণয়োরব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ তস্যা এবং প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যন্মহতো ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে। অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমবকল্পত ইতি। "উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ"। উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞানাত্মনো জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্রসন্নস্য পরেণাত্মনৈক্যসম্ভবাদিদমভেদাভিধানমিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ"। অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদাভিধানমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। ননূচ্ছেদাভিধানমেতৎ "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি

যোজনা করা যায়। আর আশ্মরথ্য আচার্য্য যে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, "আত্মবিজ্ঞান হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু সকলই আত্মস্বরূপ। আর ইহাও উপপাদিত হইয়াছে যে, এই সকল নামরূপপ্রপঞ্চই এক পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে, অতএব দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যকারণের অব্যতিরেকতা প্রতিপাদনবশত সেই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি সূচিত হয়, এই নিমিত্তই ভূত হইতে বিজ্ঞানাত্ম স্বরূপে মহাভূতের সমুত্থান কথিত আছে, ইহাই আশ্মরথ্য আচার্য্য স্বীকার করেন, বাস্তবিক অভেদ স্বীকার করিলেই একের বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞাত হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা কল্পনা করা যায়। ঔড়ুলোমি আচার্য্যও 'বিজ্ঞানাত্মার উৎক্রমণেই এইরূপ হয়, ইহা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ আত্মা উৎক্রমণ করিবেন, এইরূপ হইলেই জ্ঞানধ্যানাদি সামর্থ্যবশত আত্মা সম্যক প্রকারে প্রসন্ন হয় এবং পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে, অতএবই ঔড়ুলোমি আচার্য্য অভেদ কথন স্বীকার করেন। কাশ কৃৎস্ন আচার্য্য বলেন, পরমাত্মাই বিজ্ঞানাত্মভাবে অবস্থান করে, অতএব অভেদ কথন উপপন্ন

কথমেতদভেদাভিধানং। নৈষ দোষঃ বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মে-তদ্বিনাশাভিধানং নাত্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ং অত্রৈব মা ভগবান্ মুমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যাঽর্থান্তরস্য দর্শিতত্বাৎ "ন বা অরে-ঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি কুটস্থনিত্য এবায়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গোঽস্তি মাত্রাভিস্ত্বস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাভির-সংসর্গো বিদ্যয়া ভবতি সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভা-বান্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যুক্তমিতি। যদপ্যুক্তং "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজা-নীয়াৎ" ইতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহারাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্ব-মিতি তদপি কাশকৃৎস্নীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্। অপি চ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব

হইয়াছে। এইক্ষণ উক্ত মীমাংসার উচ্ছেদ কথন হইতেছে, কারণ শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, আছে যে, আত্মা এই সকল ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই প্রবেশ করে এবং পরকালেও কোন সংজ্ঞা নাই, তবে কিরূপে অভেদ কথন হইতে পারে? এই দোষ হইতে পারে না, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়েই এই বিনাশাভিধান হই-য়াছে, আত্মার উচ্ছেদাভিপ্রায়ে কথন হয় নাই। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রুতিদ্বারা অর্থান্তর দর্শাইয়া মরণান্তে যে সংজ্ঞা নাই, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, অহে আমি মোহকর বাক্য বলি নাই, বাস্তবিক আত্মা অবিনাশী কথনও ইহার উচ্ছেদ নাই, কেবল মাত্রা সংসর্গমাত্র হইয়া থাকে। আর উক্ত আছে যে, আত্মা কূটস্থ, নিত্য ও বিজ্ঞানময়, ইহার উচ্ছেদ প্রসঙ্গ নাই, কেবল ভূত ও ইন্দ্রিয়লক্ষণ অবিদ্যা-কৃত মাত্রার সহিত বিদ্যার সংসর্গ হয়। সংসর্গাভাব স্বীকার করিলেও পরমাত্মকৃত বিশেষ জ্ঞানের অভাব হেতুই পরকালে সংজ্ঞা নাই, ইহা উক্ত হইয়াছে। আর "বিজ্ঞাতাকে জানিবে" এইরূপে কর্ত্তৃ বচন শব্দ-দ্বারা উপসংহার হেতু বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া যে উক্ত আছে, তাহাও কাশকৃৎস্নাভিপ্রেত দর্শন দ্বারা পরিহৃত হইতেছে। আর যখন দ্বৈত জ্ঞান

দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রপঞ্চ্য "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনাবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবমভিদধাতি। পুনশ্চ বিষয়াভাবেঽপ্যাত্মানং বিজানীয়াদিত্যাশঙ্ক্য "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাহ। ততশ্চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্বাক্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূতপূর্ব্বগত্যা কর্ত্তৃবচনেন তৃচা নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। দর্শিতন্তু পুরস্তাৎ কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতিমত্ত্বং অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যেষোঽর্থঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগন্তব্যঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "ইদম্ সর্ব্বং যদয়মাত্মা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যেবং রূপাভ্যঃ স্মৃতিভ্যশ্চ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্" ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। সমং সর্ব্বেষু

হয়, তখন অন্য অন্যকে দর্শন করে, এইরূপে আরম্ভ করিয়া অবিদ্যাবিষয়ে আত্মারই দর্শনাদি লক্ষণ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রপঞ্চিত করিয়া যখন সকলই আত্মময় জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শম করে, ইত্যাদি রূপে বিদ্যাবিষয়ে সেই পরমাত্মারই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞানাভাব নির্ণয় করিয়াছেন, পুনর্ব্বার বিষয়াভাবেও আত্মাকে জানিবে, এই আশঙ্কা করিয়া সেই বিজ্ঞানাত্মাকেই জানিবে, ইহা বলিয়াছেন। অতএব বাক্যের বিশেষ বিজ্ঞানাভাবোপাদানপরত্বহেতু কেবল বিজ্ঞানাত্মাই সৎস্বরূপ. ইহাই কর্ত্তৃবচন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বেই কাশকৃৎস্নাচার্য্যের মত যে শ্রুতিসিদ্ধ তাহা দর্শিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানাত্মার যে, ভেদ হয়, তাহা অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপরচিত ও দেহাদিনিমিত্ত জানিবে, ঐ ভেদ প্রকৃত নহে, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববেদান্ত বাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে "একমাত্র সৎস্বরূপই অগ্রে ছিলেন" "পরমাত্মাই অদ্বিতীয়" "এই সকলই ব্রহ্ম" 'এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পরমাত্ম' ইহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিই কারণ। স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে ভারত! আমাকেই সর্ব্বভূতের

ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। ইত্যেবংরূপাভ্যঃ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ 'অন্যো-ঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' ইত্যেবংজাতীয়কাৎ। "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতো-ঽভয়ো ব্রহ্মেতি" চাত্মনি সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ অন্যথা চ মুমুক্ষূণাং নিরপবাদবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ সুনিশ্চিতার্থানুপপত্তেশ্চ। নিরপবাদং হি বিজ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকমাত্মবিষয়ং ইষ্যতে "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা' ইতি চ শ্রুতেঃ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্মৃতেশ্চ। স্থিতে চ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ পরমাত্মায়ং ক্ষেত্রজ্ঞাদ্ভিন্ন ইত্যেবংজাতীয়ক আত্মভেদবিষয়োঽয়ং নির্ব্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হ্যয়মাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি ন হি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়া'' মিতি কাঞ্চিদেবৈকাং

আত্মা এবং সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে। আর ভেদ দর্শ-নের অপবাদহেতু পরমাত্মাই অভেদরূপে জ্ঞাতব্য। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি আমি অন্য ও অপর ব্যক্তি অন্য, এইরূপে নানা জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর বশীভূত হয়। আর সেই আত্মাই মহান্, অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম, এইরূপে আত্মাতে সর্ব্ববিকার প্রতিষেধ আছে। অন্যথা মুমুক্ষুদিগের নিরপবাদ বিজ্ঞানের অনুপপত্তি হয় এবং সুনিশ্চিতার্থে বস্তুর অনুপপত্তি হইয়া উঠে। বাস্তবিক আত্মবিষয় জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট আছে ও তাহাতে সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, ইহা মুনিগণ ইচ্ছা করেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয়। স্মৃতিতে স্থিত প্রজ্ঞের যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির এক জ্ঞান হইয়াছে, তাহার শোক বা মোহ থাকে না। জীব ও পরমাত্মার একত্ববিষয়ক জ্ঞান সম্যকরূপে স্থিরীভূত হইলে জীব ও পরমাত্মা, এই নাম ভেদমাত্র জানা যায়। এই জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং এই পর-মাত্মা জীব হইতে ভিন্ন, এইরূপে যে আত্মার ভেদ জ্ঞান হয়, তাহা নিরর্থক। বস্তুতঃ এক পরমাত্মাই নামমাত্রভেদে বহুধা হইয়াছেন এবং "যিনি সত্য,

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

গুহামধিকৃত্যৈতদুক্তং ন চ ব্রহ্মণোঽন্যো গুহায়াং নিহিতোঽস্তি 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি স্রষ্টুরেব প্রবেশশ্রবণাৎ যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে কৃতকম-নিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশ্রেয়সহেতুত্বাদ্ ব্রহ্মাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তং ব্রহ্ম চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি লক্ষিতম্। তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে কুলালসুবর্ণকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানং ইত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাদিতি। তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদিতি প্রতিভাতি কস্মাৎ ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বমবগম্যতে "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" 'স প্রাণমসৃজত' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ঈক্ষাপূর্ব্বকঞ্চ

জ্ঞানময়, অনন্ত ও গুহাতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই পরমপদ লাভ করেন," ইহাও কোন এক গুহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হয় নাই. আর ব্রহ্ম-ভিন্ন অন্য কেহই গুহাতে নিহিত নহে। পরন্তু "সেই ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্তা" এবং "তিনিই সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন" এইরূপে সৃষ্টি কর্তারই প্রবেশশ্রবণ আছে। আর যাহারা উক্ত বিষয় স্বীকার করে না, তাহারা বেদান্তার্থ বাধ করিয়া পরমপদ প্রাপ্তির প্রশস্তদ্বার অবরুদ্ধকরত কৃত্রিম মোক্ষ কল্পনা করে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে ॥ ২২ ॥

যেমন ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের কারণবিধায় সেই ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিবে, সেইরূপ ব্রহ্ম মোক্ষের কারণ বলিয়া তাঁহাকে জানিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডে উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপে ব্রহ্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে ঘট ও কুণ্ডলাদির পক্ষে যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি প্রকৃতি এবং যেমন কুম্ভকার ও স্বর্ণকার নিমিত্ত, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদিবিষয়েও সেইরূপ জানিবে, এইক্ষণ ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ? এই আশঙ্কা হইতেছে। ইহাতে পরংব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত

কর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টং অনেককারকপূর্ব্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোকে দৃষ্টা। স চ ন্যায় আদিকর্ত্তর্য্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্। ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ ঈশ্বরাণাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে তদ্বং পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্। কার্য্যঞ্চেদং জগৎসাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যম্। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ ব্রহ্ম চ নৈবং লক্ষণমবগম্যতে। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যদুপাদানকারণমশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যং ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতের্নিমিত্তত্বমাত্রে পর্য্যবসানাদিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব কস্মাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ এবং হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রৌতৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ "উত

কারণ বলিয়াই জানা যাইতেছে, যেহেতু ইচ্ছাপূর্ব্বকই কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ আছে; সুতরাং ইচ্ছা হইলেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন, ইহা জানা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তিনি প্রথমত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অনন্তর প্রাণ সৃষ্টি করেন। কুম্ভকারাদিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিমিত্ত কারণতা দেখা যায়। লৌকিকে সকলকার্য্যেরই পূর্ব্বে অনেক কারণ দৃষ্ট আছে, এই নিয়ম আদি কর্ত্তাতেই যুক্ত হয়। এইরূপ হইলেই ঈশ্বরত্বসিদ্ধি হয়। যেমন রাজবৈবস্বতাদি ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণত্ব প্রতীতি হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও নিমিত্তকারণতাই যুক্ত হইতেছে। পরন্তু কার্য্যভূত এই জগৎকে সাবয়ব অচেতন ও প্রাণবান্ দেখা যায়, অতএব ইহার কারণও সেইরূপ, অর্থাৎ সাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ হওয়া উচিত, যেহেতু কার্য্য ও কারণ, এই উভয়ের সমানরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মসাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ নহে। যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দনীয় ও নিরঞ্জন বলিয়া উক্ত আছে; সুতরাং ব্রহ্মের অন্য যে উপাদান কারণ, তাহা অশুদ্ধিগুণযুক্ত, কিন্তু উহা স্মৃতিপ্রসিদ্ধ বিধায়ই স্বীকার করিতে হয়। আর ব্রহ্মই জগতের কারণ, এইরূপ যে শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহাও নিমিত্ত কারণ

তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং” ইতি তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে তচ্চোপাদানকারণবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি লোকে তক্ষ্ণঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি ‘যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং সত্যং’ ইত্যুপাদানকারণগোচর এবাম্নায়তে তথৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদেকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি চ। তথান্যত্রাপি “কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি প্রতিজ্ঞা যথা “পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তীতি” দৃষ্টান্তঃ তথা ‘আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্’ ইতি প্রতিজ্ঞা “স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শকুয়াৎ

বলিয়া জানিবে। এইরূপ অবস্থাতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত-কারণ নহে, আত্মাকে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিবে, যেহেতু প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ নাই, এইরূপ হইলেই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষা হয়। ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, সেই আদেশে অশ্রুত শ্রুত এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, ইহাতে একের বিজ্ঞানেই অবিজ্ঞাত সকলের বিজ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাতেও উপাদান কারণের বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়, উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের সম্ভব হয় না এবং নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্য হইতে পারে না, লোকেও প্রাসাদ ব্যতিরেকে স্থপতি দর্শন আছে। দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন এক মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সর্ব্ব মৃত্তিকার পরিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘটাদি সকলই মৃত্তিকা, উহার ঘটাদি নাম কেবল বাক্য মাত্র, উহারা বিকার, বাস্তবিক সকলই মৃত্তিকা, ইহাই সত্য, এইস্থলে মৃত্তিকাকে উপাদান কারণ বলিয়া জানা যায়, আর এক লোহমণির বিজ্ঞান হইলেই সকল লৌহের বিজ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ অন্য স্থলেও জানিবে। কাহাকে জানিলে সর্ব্ব পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, ইহাই প্রতিজ্ঞা, আর যেমন পৃথিবীতে

গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত'' ইতি দৃষ্টান্তঃ। এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ। 'যতঃ' ইতীয়মপি পঞ্চমী "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যত্র জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্যা নিমিত্তত্বধিষ্ঠত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালসুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৄনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য স্বতোঽন্যোঽধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোঽস্তি প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোঽপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্যস্মিন্নভ্যুপগম্যমানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যাসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ

ঔষধি প্রভৃতি জন্মে, ইহাই দৃষ্টান্ত। আর আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও বিজ্ঞান হইলেই সকল জানা যায়, ইহাও প্রতিজ্ঞা। যেমন দুন্দুভিতে আঘাত করিলে প্রবল শব্দ হয়, তখন আর বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না, কেবল সেই দুন্দুভিশব্দই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতি বেদান্তেই যথাসম্ভব প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে, ইহা প্রকৃতিত্বসাধন বলিয়া জানা যায়। আর যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে, এই স্থলে জনধাতুর যে কর্ত্তা, তাহাই প্রকৃতি, এইরূপ বিশেষ স্মরণ আছে, আর ব্রহ্ম যে নিমিত্ত কারণ বলিয়া উক্ত আছে, তাহাও ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠাতা বিধায় উপপন্ন হইতেছে। যেমন লোকে ঘট ও কুণ্ডাদির প্রতি মৃত্তিকা ও সুবর্ণের উপাদান কারণত্ব ও কুম্ভকার এবং স্বর্ণকার অধিষ্ঠাতা বিধায় তাহাদিগের নিমিত্ত কারণত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া নিমিত্ত কারণ হইতেছেন। বাস্তবিক উপাদান কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠাতা নাই, আর উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন, এইরূপ অবধারণ আছে, অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ হয় না, ইহা জানা যায়। উপাদান কারণ ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠাতা স্বীকার করিলে, একের বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান হয়, ইহা সম্ভব হয় না; সুতরাং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ হয়, অতএব অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবেই আত্মার কর্তৃত্ব

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

এব স্যাৎ তস্মাদধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমুপাদানান্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্। কুতশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয' ইতি চ। তত্রাভিধ্যানপূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যাবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি গম্যতে। বহু স্যামিতি প্রত্যয়াত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং সাক্ষাদ্ব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভবাবাম্নায়েতে 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি' ইতি। যদ্ধি যস্মাৎ

এবং উপাদান কারণান্তর্ভাবে প্রকৃতিত্ব হয়, তবে কিরূপে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্ব হইতে পারে। ২৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে আত্মার সৃষ্টি সঙ্কল্পের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই কর্ত্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্ব জানা যায়, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তিনি এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত বহুধা হইব, ইহাতেই তিনি যে সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য বৃত্তির কর্ত্তা, তাহা জানা যাইতেছে। আর "আমি বহুধা হইব" ইহাদ্বারা প্রত্যগাত্মারই বহুরূপধারণের সঙ্কল্প হইয়াছিল; সুতরাং উক্ত সঙ্কল্পের প্রকৃতিও পরমাত্মা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। ২৪ ॥

পরমাত্মার যে প্রকৃতিত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ দর্শাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্মকেই সাক্ষাৎ কারণরূপে গ্রহণ করিয়া জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে। অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সকল ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই লয় পাইয়া থাকে। আর যাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয়

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

প্রভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং যথা ব্রীহিয়বাদীনাং পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়ত্যাকাশাদেবেতি। প্রত্যস্তময়শ্চ নোপাদানাদন্যত্র কার্য্যস্য দৃষ্টঃ। ২৫।

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি আত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্তৃত্বং চ দর্শয়তি "আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং পরিণামাদিতি ব্রূমঃ পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধঃ স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে। পরিণামাদিতি বা পৃথক্‌সূত্রং তস্যৈষোঽর্থঃ।

এবং যাহাতে যে বস্তু লয় পায়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। যেমন ধান্যাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতেই লয় পায়, সুতরাং পৃথিবীই ধান্যাদির উপাদান, সেইরূপ এইজগৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরমাত্মাতেই লীন হয়, অতএব সেই ব্রহ্মই জগতের উপাদান। বিশেষত উপাদান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেই কার্য্যের অস্ত হয় না; সুতরাং ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, ইহা উপপন্ন হইল ॥ ২৫।

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি তদ্বিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্ম প্রক্রিয়াতে, অর্থাৎ "তিনিই স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মকার্য্যে ব্রহ্মই কর্ত্তা ও কর্ম্ম ইহা প্রতীয়মাণ হয়। "আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই বাক্যের "আত্মাকে" এই পদে কর্ম্মত্ব এবং "সৃষ্টি করিয়াছেন" এই পদে কর্তৃত্ব জানা যায়। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, যিনি পূর্ব্বসিদ্ধ, সৎস্বরূপ এবং কর্ত্তা বলিয়া ব্যবস্থিত আছেন, তাহার কর্ম্মত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ সৎস্বরূপ হইলেও বিশেষ প্রকার আপনাকে বিকারীরূপে পরিণামিত করেন, এই বিকারাত্মক পরিণাম মৃত্তিকাদিতে

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনায়ং পরিণামঃ সামানাধিকরণ্যেনাম্নায়তে 'সচ্চ ত্যচ্চাভবন্নিরুক্তঞ্চানিরুক্তং চ' ইত্যাদিনেতি ॥ ২৬ ॥

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎরণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তে "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" ইতি "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিতি। স্ত্রীযোনেরপ্যস্ত্যেবাবয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রত্যুপাদানকারণত্বম্। ক্বচিৎ স্থানবচনোঽপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ "যোনিস্তে ইন্দ্র নিষদে অকারি" ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্রকৃতিবচনতা পবিগৃহ্যতে "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্যতে চ" ইত্যেবংজাতীয়কাৎ। তদেবং প্রকৃ-

---

উপলব্ধ হয়, পরন্তু তিনি কোন নিমিত্তান্তর অপেক্ষা করেন না, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। মতান্তরে "পরিণামাৎ" এই একটী পৃথক্ সূত্র, তাহার অর্থ এই যে, যেহেতু ব্রহ্মেরই বিকারাত্মক পরিণাম হয়, অতএব ব্রহ্মই প্রকৃতি বলিয়া কথিত আছে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি, তদ্বিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্মই যোনি, এইরূপ পঠিত আছে, অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। বেদান্ত প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষ এবং যোনি, আর লিখিত আছে যে, পণ্ডিতগণ ভূতযোনিকে দর্শন করেন। এই সকল স্থলে যোনিশব্দে প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন লোকে পৃথিবীই ওষধিবনস্পতিদিগের যোনি, সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের যোনি। আর অবয়ব দ্বারাই গর্ভের প্রতি স্ত্রীযোনির উপাদান কারণত্ব আছে। কোন কোন স্থলে স্থানবাচী যোনিশব্দ দৃষ্ট আছে। "যোনিস্তে ইন্দ্র নিষদে অকারি" এই স্থলে যোনিশব্দে স্থানার্থ দেখা যায়, অর্থাৎ হে ইন্দ্র নিষদদেশে তোমার স্থান করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এইক্ষণ পবিশেষবশত পূর্ব্বোক্ত যোনিশব্দের স্থানার্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

তিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্। যৎপুনরিদমুক্তং ঈক্ষাপূর্ব্বক কর্তৃত্বং নিমিত্ত-কারণেষ্বেব কুলালাদিষু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষ্বিত্যাদি তৎপ্রত্যুচ্যতে ন লোকবদিহ ভবিতব্যং ন হ্যয়মনুমানগম্যোঽর্থঃ শব্দগম্যত্বাত্ত্বস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যং শব্দশ্চেক্ষিতুরীশ্বরস্য প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবো-চাম পুনশ্চৈতৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ প্রতিবক্ষ্যামঃ ॥ ২৭ ॥

ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যারভ্য প্রধানকারণবাদঃ সূত্রৈরেব পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ তস্য হি পক্ষস্যোপোদ্বলকানি কানিচিল্লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেষ্বা-পাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভান্তীতি। স চ কার্য্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্নো বেদান্তবাদস্য দেবলপ্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্বগ্রন্থে-

---

ঊর্ণনাভি সূত্র সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্ট করেন ও সংহার করেন। পরন্তু ব্রহ্মই যে প্রকৃতি ইহা প্রসিদ্ধ আছে। আর যে উক্ত হইয়াছে, ইচ্ছাপূর্ব্বকই কর্তৃত্ব, এই লোকে যেমন কুম্ভকারাদিরা ঘটাদির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের নিমিত্তকারণ, উপাদান কারণ নহে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায় না এবং উহা অনুমানগম্য নহে, শব্দগম্য অর্থের যে রূপ শ্রুত আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হয়, বাস্তবিক শব্দে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, ঈশ্বরই প্রকৃতি। এই বিষয় পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে ॥ ২৭ ॥

"ঈক্ষতেণাশব্দঃ" এই সূত্র হইতে প্রতিসূত্রেই প্রকৃতির কারণত্বে পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করা হইয়াছে। মন্দবুদ্ধিরা এই পক্ষ সমর্থনের পোষক কতিপয় হেতু প্রদর্শন করে, কিন্তু কার্য্য কারণের অনন্যত্ব স্বীকারহেতু দেবলপ্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মসূত্রকার আপন

ষ্বাশ্রিতঃ তেন তৎপ্রতিষেধে এব যত্নোঽতীব কৃতো নাণ্বাদিকারণবাদ-প্রতিষেধে। তেঽপি তু ব্রহ্মকারণবাদপক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাঃ তেষামপ্যুপোদ্বলকং বৈদিকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়াদিতি অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি এতেন প্রধানকারণবাদ-প্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বেঽণ্বাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ। তেষামপি প্রধানবদশব্দত্বাচ্ছব্দবিরোধিত্বাচ্চেতি। ব্যাখ্যাতা ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমদ্গোবিন্দপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎপাদকৃতৌ প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

আপন গ্রন্থে উক্তমত সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব উক্ত মতের প্রতিষেধেই যত্ন করা উচিত, সূক্ষ্ম কারণবাদের প্রতিষেধে যত্ন করা উচিত নহে. এই সকলই ব্রহ্মকারণবাদের প্রতিপক্ষ; সুতরাং উহাদিগেরই প্রতিষেধ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু পূর্ব্বোক্তমতের পোষক যে বেদোক্তহেতু মন্দমতিরা স্বীকার করে, তাহাতেই প্রধানকারণবাদ নিরস্ত হইয়াছে। আর এই প্রধানকারণবাদের প্রতিষেধেই সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্মকারণবাদ প্রতিষিদ্ধ, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেহেতু তাহাদিগেরও প্রধানের ন্যায় অশব্দবিরোধিত্ব আছে। অধ্যায়সমাপ্তির শেষবাক্যের দ্বিরুক্তির নিয়ম আছে, অতএব ভগবান্ প্রথমাধ্যায়ের শেষসূত্রের শেষবাক্য, অর্থাৎ "ব্যাখ্যাতা" এই পদ বারদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

—oo—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাং উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীঃ প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণমবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য স এব চ সর্ব্বেষাং ন আত্মেত্যেতদ্বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতং প্রধানাদিবাদাশ্চাশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাঞ্চ ন্যায়াভাসোপবৃংহি-

---

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের উৎপত্তির কারণ। যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণ ইহারা ঘট ও কুণ্ডলাদির কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই উৎপন্ন জগতের কারণ, অর্থাৎ তিনিই জগতের নিয়ন্তা বিধায় তাঁহাকেই জগতের স্থিতিকারণ বলিয়া জানা যায়। যেমন মায়াবীরা নানা প্রকার মায়া প্রদর্শনপূর্ব্বক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শাইয়া সেই সকল পুনর্ব্বার আপনিই সংহার করে, সেইরূপ পরমাত্মা একবার এই জগৎ প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার আপনাতেই সংহার করিয়া থাকেন, অতএব তিনিই জগৎকারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। যেমন এই পৃথিবী চতুর্ব্বিধ ভূতের আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাও জগতের আশ্রয়। তিনি আমাদিগের সকলের আত্মা, ইহাই বেদান্ত বাক্যসমন্বয়ের প্রতিপাদন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর অশব্দত্ব হেতু প্রধানাদিবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ স্বীয়পক্ষে স্মৃতি ন্যায়বিরোধ পরিহার, প্রধান

তত্ত্বং প্রতি বেদান্তঞ্চ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বমিত্যস্যার্থজাতস্য প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমংতাবৎ স্মৃতিবিরোধ মুপন্যস্য পরিহরতি যদুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিতি তদযুক্তম্। কুতঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ। স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ এবং সত্যনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্ তাসু হ্যচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে মন্বাদিস্মৃতয়স্তাবচ্চোদনালক্ষণেনাগ্নিহোত্রাদিনা ধর্ম্মজাতেনাপেক্ষিতমর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশা ভবন্তি অস্য বর্ণস্যাস্মিন্ কালেঽনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশশ্চাচার ইত্থং বেদাধ্যয়নমিত্থং সমাবর্ত্তনমিত্থং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগ ইতি তথা পুরুষার্থাংশ্চতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ নানাবিধান্ বিদধতি নৈবং কাপিলাদিস্মৃতীনামনুষ্ঠেয়ে বিষয়েঽবকাশোঽস্তি মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগ্দর্শনমধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ যদি তত্রাপ্যনবকাশাঃ স্যুঃ আনর্থক্যমেবাসাং প্রসজ্যেত

কারণবাদের ন্যায়াভাসমূলকত্ব এবং প্রতি বেদান্তেই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার অনিন্দনীয়ত্ব আছে, এই সকল অর্থের প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে। প্রথমত স্মৃতিবিরোধ উল্লেখ করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ যে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত নহে, যেহেতু স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ হয়, তন্ত্রাখ্য স্মৃতিই পরমঋষি প্রণীত এবং তাহাই শিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যান্য স্মৃতি সেই তন্ত্রাখ্য স্মৃতির অনুযায়ী, সুতরাং স্মৃতিরই অনবকাশপ্রসঙ্গ হইতেছে, ঐ সকল স্মৃতিতে অচেতন প্রকৃতিই জগতের কারণ, তাহা নিবদ্ধ আছে। মন্বাদি স্মৃতিতে অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম কথিত আছে; সুতরাং তাহার অবকাশও আছে, পরন্তু এই বর্ণের এই কালে যথাবিধি উপনয়ন, এইরূপ আচার, এইরূপ বেদাধ্যয়ন, এইরূপ সমাবর্ত্তন, এইরূপ ধর্ম্মপত্নীর সহবাস, আর চতুর্ব্বর্ণ বিহিত আশ্রমধর্ম্ম ও নানাবিধ পুরুষার্থ, এই সকলই স্মৃতিতে বর্ণিত আছে, অতএব ঐ মন্বাদিস্মৃতির অবকাশ দেখা যায়, কিন্তু কাপিলাদিস্মৃতির অনুষ্ঠের বিষয়ে অবকাশ নাই। সম্যক দর্শন দ্বারা মোক্ষ সাধন অধিকার করি-

তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ। কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যো হেতুভ্যো ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিত্যবধারিতঃ শ্রুত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনরাক্ষিপ্যতে। ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাং পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিম্ববলম্বেরন্ তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্। অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্ব্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। কপিলপ্রভৃতীনাঞ্চার্ষং জ্ঞানমপ্রতিহতং স্মর্য্যতে শ্রুতিশ্চ ভবতি "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" ইতি। তস্মান্নৈষাং মতমযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুং তর্কাবষ্টম্ভেন চ তেঽর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনরাক্ষেপঃ তস্য সমাধির্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি। যদি স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেনেশ্বরকারণবাদ আক্ষি-

---

স্যাই ঐ সকল কাপিলাদি স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, যদি উহাদিগেরও অনবকাশ হয়, তাহা হইলে এই সকল স্মৃতির অসার্থকতা হইয়া উঠে, অতএব অবিরোধেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, তবে কিরূপে দর্শনাদি হেতুতে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা অবধারিত হইতে পারে? বাস্তবিক স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গে শ্রুত্যর্থেও দোষারোপ হয়। ইহাই অনবকাশ যে, জন সকল প্রায়ই পরতন্ত্র, তাহারা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞদিগের নিকট স্বাতন্ত্র্যরূপে শ্রুত্যর্থ অবধারণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা ব্যাখ্যাতার্থের প্রণেতৃ স্মৃতিবচন অবলম্বন করিয়া থাকে এবং সেই বলেই শ্রুত্যর্থ প্রতিপাদন করে। আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাহাই বহুজ্ঞান করিয়া স্মৃতিপ্রণেতাদিগের প্রতি বিশ্বাস করেন না এবং কপিল প্রভৃতির যে আর্ষজ্ঞান তাহাও প্রতিহত বলিয়া জানা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কপিল ঋষিকে প্রসব করিবেন এবং তিনিই পরে জ্ঞানদ্বারা সকল পূর্ণ করিবেন, আর সেই জায়মান ঋষিকে দর্শন করিবেন। অতএব ইহাদিগের মত অযথার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না এবং তর্কবলেই তাহারা সেই অর্থ স্থাপন করিতে পারে; সুতরাং স্মৃতিবলেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, ইহাই পুনর্ব্বার আক্ষেপ

প্যেতৈবমপ্যন্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়োঽনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্ তা উদাহরিষ্যামঃ। 'যৎ তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়ং' ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যত ইতি চোক্তা "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" ইত্যাহ। তথান্যত্রাপি "অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সম্প্রলীয়তে" ইত্যাহ। "অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ। স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ"। ইতি পুরাণে ভগবদ্গীতাসু চ "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইতি পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্যাপস্তম্বঃ পঠতি "তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ সনিত্যঃ" ইতি। এবমনেকশঃ স্মৃতিষ্বপীশ্বরঃ কারণত্বেনোপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে। স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলেনৈবোত্তরং প্রবক্ষ্যামি ইত্যতোঽয়মন্যস্মৃত্যনবকাশদোষোপন্যাসঃ।

দেখা যায়, আর মায়াতে সূক্ষ্মাত্মক জগৎ লীন হয়, এইরূপ বলা যায় না, তাহা হইলে অন্যান্য স্মৃতির অনবকাশদোষ প্রসঙ্গ হয়। যদিও স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ঈশ্বরকারণবাদে আক্ষিপ্ত হয় এবং ঈশ্বরকারণপ্রতিপাদিকা অন্যান্য স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ "যাহা সূক্ষ্ম তাহাই জানিবে" এইরূপে পরংব্রহ্মোপলক্ষে "যিনি ভূত সকলের অন্তরাত্মা তাঁহাকেই জানিবে," এইরূপে আত্মাই কথিত হয়, ইহা উক্ত আছে এবং "ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" ইহা বলিয়াছেন, আর অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, নির্গুণ পুরুষেই প্রকৃতি লয় পায়। পুরাণে লিখিত আছে যে, অতঃপর সংক্ষেপে শ্রবণ কর, যিনি পুরাণপুরুষ নারায়ণ, তিনিই সৃষ্টিকালে এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং বিনাশকালেও তিনিই জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতাতে লিখিত আছে যে, অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমা হইতেই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে। আর পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, তাহা হইতেই শরীর সকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং তিনিই সকলের মূলকারণ ও নিত্য। এইরূপে অনেক স্মৃতিতেই পরমেশ্বর জগতের কারণ ও উপাদান বলিয়া প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক স্মৃতিবলে

দর্শিতন্তু শ্রুতীনামীশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যং বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনামবশ্যকর্ত্তব্যেঽন্যতরপরিগ্রহেঽন্যতরস্থাপরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমনপেক্ষ্যা ইতরাঃ। তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং" ইতি। ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ শ্রুতিমন্তরেণ কশ্চিদুপলভত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং নিমিত্তাভাবাৎ শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানামপ্রতিহতজ্ঞানত্বাদিতি চেৎ ন সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ স চ ধর্ম্মশ্চোদনালক্ষণঃ ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধায়াশ্চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেনাতিশঙ্কিতুং শক্যতে সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যৎ নির্ণয়কারণমস্তি। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্থাপি নাকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ কস্যচিৎ কচিত্তু পক্ষপাতে সতি

যাহার স্থিতি হইতেছে, অর্থাৎ স্মৃতিদ্বারা যে বিরোধ হয়, স্মৃতি দ্বারাই তাহা সমাধান করা যায়, অতএবই অন্য স্মৃতির অনবকাশ উপন্যস্ত হইয়াছে। পরন্তু শ্রুতিতেও ঈশ্বরকারণবাদের প্রতি তাৎপর্য্য দর্শিত আছে, আর বিপ্রতিপত্তি বিষয়েও অন্যতর পরিগ্রহে স্মৃতির অবশ্যকর্ত্তব্যতাতে এবং অন্যতর পরিত্যাগেও শ্রুতির অনুযায়ী স্মৃতি সকলই প্রমাণরূপে অপেক্ষণীয় নহে। প্রমাণ লক্ষণে উক্ত আছে যে, বিরোধ না থাকিলে অনুমানের অপেক্ষা নাই; আর শ্রুতি ব্যতিরেকে কোন অতীন্দ্রিয়বিষয় লাভ করা যায়, ইহাও সমর্থন করা যায় না, যেহেতু তাহাতে কোন নিমিত্ত নাই। আর যদি বল কপিলাদির যে বিজ্ঞান তাহাও অপ্রতিহত বিধায় সমর্থন করা যায়, তাহাও নহে, যেহেতু উহাতে সিদ্ধির সাপেক্ষত্ব আছে, এই স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষাই সিদ্ধি এবং এই ধর্ম্মও চোদনালক্ষণ জানিবে, অতএব পূর্ব্বসিদ্ধ চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের যে অর্থ, তাহাতে পরসিদ্ধ পুরুষবচনবশে শঙ্কা করা যায় না, যেহেতু সিদ্ধাভাব কল্পনাতেও বহুত্ব আছে, সিদ্ধদিগের প্রদর্শিত প্রকারে স্মৃতিবিরোধ হইলেও শ্রুত্যাশ্রয় ভিন্ন অন্য নির্ণয়কারণ নাই, আর যাহারা পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ তাহাদিগের অকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষ বিষয়ে পক্ষপাত যুক্ত হয় না, কাহারও কোন বিষয়ে

পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ তস্মাত্তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যু-পন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানমনুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া। যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা ন তথা শ্রুতি-বিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্র-ত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তিরহিতস্যাসাধকত্বাৎ। ভবতি চান্যা মনোর্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজং" ইতি। মনুনা চ "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য-মধিগচ্ছতি"। ইতিসর্ব্বাত্মত্বদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি গম্যতে। কপিলো হি ন সর্ব্বাত্মত্বদর্শনমনুমন্যতে আত্মভেদাভ্যুপগমাৎ। মহাভারতেঽপি চ "বহবঃপুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু" ইতি বিচার্য্য "বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাঙ্খ্যযোগবিচারিণাং" ইতি পরপক্ষমুপন্যস্য তদ্ব্যু-দাসেন "বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে। তথা তং পুরুষং

পক্ষপাত হইলে পুরুষমতির বৈরূপ্যদ্বারা যাথার্থ্যের অব্যবস্থা প্রসঙ্গ হয়। অতএব তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে স্মৃতি বিপ্রতিপত্তির উপন্যাস দ্বারা শ্রুত্যনুসারে বিবেচনা করিয়া সন্মার্গে প্রজ্ঞা করা কর্ত্তব্য। যে শ্রুতি কপিলের বিজ্ঞানাতিশয় প্রদর্শন করে বলিয়া প্রদর্শিত আছে, সেই শ্রুতিতেই শ্রুতিবিরুদ্ধ কপিলমতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। বাস্তবিক কপিলমত সামান্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, অন্য যে কপিল সগরপুত্র-দিগকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসুদেব নামের স্মরণ আছে। মনুর মাহাত্ম্য প্রকাশিকা অন্য শ্রুতি আছে, যথা—মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঔষধ স্বরূপ। মনু বলিয়াছেন যে, সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতকে সমান দর্শনকরত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে পারে। এইরূপে সকলেই আত্মজ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া কপিলমতের নিন্দা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কপিল সর্ব্বপ্রকার আত্মতত্ত্বদর্শন স্বীকার করেন না, যেহেতু তাঁহারমতে আত্মভেদ স্বীকার আছে। "পুরুষ বহু কি এক?" এইরূপে বিচার করিয়া "যাহারা সাংখ্যযোগের বিচার করে,

বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্'' ॥ ইত্যুপক্রম্য "মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংস্থিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥ বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্'' ॥ ইতি সর্ব্বাত্মতৈব নির্দ্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়াং ভবতি "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'' ॥ ইতি এবম্বিধা। অতশ্চাত্মভেদকল্পনয়াপি কাপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধত্বং বেদানুসারিমনুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ। ন কেবলং স্বতন্ত্র-প্রকৃতিপরিকল্পনয়ৈবেতি সিদ্ধং বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচসাস্তু মূলান্তরাপেক্ষম্। স্বার্থে প্রামাণ্যবক্তৃ-স্মৃতিব্যবহিতশ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশ-প্রসঙ্গো ন দোষঃ। কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ॥ ১॥

তাহারাই বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া থাকে," এইরূপ পরপক্ষের উত্থাপন-পূর্ব্বক তাহার নিরাস করিয়া "যেমন বহুপুরুষের একই যোনি কথিত আছে, সেইরূপ এক পুরুষই বিশ্বময় ও গুণাধিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিব, এই উপক্রমে "যাহাকে দেহী, অর্থাৎ আত্মা বলা যায়, যিনি তোমার ও আমার অন্তরাত্মা তিনিই সকলের সাক্ষীস্বরূপ তাহাকে কেহ কখন গ্রহণ করিতে পারে না, আর এই বিশ্বই তাঁহার মস্তক, বিশ্বই তাঁহার মুখ, বিশ্বই তাঁহার পাদ, বিশ্বই তাঁহার চক্ষু এবং বিশ্বই তাঁহার নাসিকা। তিনি এক হইয়াও সর্ব্বভূতে আপন ইচ্ছানুসারে যথাসুখে বিচরণ করেন," এই সকলই আত্মা, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর আত্মাই সর্ব্বময়, এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, যাহাতে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছে, সেই আত্মাকে যে জানিতে পারে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাত্মতা দর্শন করে, তাহার শোক মোহ থাকে না। অতএব কপিল আত্মভেদ কল্পনা করেন বলিয়াই তাহার মত বেদবিরুদ্ধ ও বেদানুসারী মনুবচনবিরুদ্ধ, কেবল স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনাদ্বারা ঐ মত সিদ্ধ হইতে পারে না। বাস্তবিক বেদ নিরপেক্ষ, স্বার্থসাধন বিষয়ে তাহারই প্রামাণ্য আছে। পরন্তু যেমন রবির তেজ রূপবিশেষে নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পুরুষবাক্যও মূলান্তরাপেক্ষ,

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহদা-
দীনি ন তানি বেদে লোকে চোপলভ্যন্তে ভূতেন্দ্রিয়াণি তাবৎ লোক-
বেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্ত্তুম্। অলীকবেদপ্রসিদ্ধত্বাত্তু মহদাদীনাং
ষষ্ঠস্যেবেন্দ্রিয়ার্থস্য ন স্মৃতিরবকল্পতে। যদপি কচিৎ তৎপরমিব শ্রবণমব-
ভাসতে তদপ্যতৎপরং ব্যাখ্যাতং আনুমানিকমপ্যেকেষাং ইত্যত্র। কার্য্য-
স্মৃতেরপ্রামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেরপ্যপ্রামাণ্যং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ তস্মাদপি ন
স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্কাবষ্টম্ভন্তু ন বিলক্ষণত্বাদিত্যারভ্যো-
ন্মথিষ্যতি ॥ ২ ॥

এতেন সাঙ্খ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্ট-

---

অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গও দোষ বলিয়া গণ্য হয়
না; সুতরাং কোনরূপেও এই স্থলেও স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গদোষ
হইতে পারে না। ১ ॥

প্রকৃতির ইতর মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া স্মৃতিতে
কল্পিত আছে, তাহা বেদে কিম্বা লোকে উপলাভ করা যায় না. পরন্তু
ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলই লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে, ইহা বলা যাইতে
পারে। বাস্তবিক মহত্তত্ত্বাদির কারণতা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ নাই
বলিয়াই স্মৃতিতেও তাহা কল্পনা করা যায় না। আর কোন স্থলে যে
প্রকৃতি পর বলিয়া ভাসমান হয়, তাহাতেও প্রকৃতি পর নহে, ইহাই
ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যস্মৃতির অপ্রামাণ্যহেতু কারণ স্মৃতিরও
অপ্রামাণ্য যুক্ত হয়। ইহাই অভিপ্রায়, অতএব স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গ-
দোষ হইতে পারে না। আর তর্কদ্বারা যে দোষোদ্ভাবন করা তাহাও
নিবারিত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাংখ্যস্মৃতির খণ্ডন দ্বারা যোগ স্মৃতিও খণ্ডিত

ব্যেতদতিদিশতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহ-
দাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে। নন্বেবং সতি সমান-
ন্যায়ত্বাৎ পূর্ব্বেণৈবৈতদ্গতং কিমর্থং পুনরতিদিশ্যতে অস্তি হ্যত্রাভ্যধিকা
শঙ্কা সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ "শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" ইত্যাদিনা চাস-
নাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে
লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশ উপলভ্যন্তে "তাং যোগমিতি
মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং" ইতি "বিদ্যামেতাং যোগবিধিশ্চ কৃৎস্ন" ইতি
চৈবমাদীনি। যোগশাস্ত্রেঽপি "অথ তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ" ইতি
সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ ইতি সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগো-
ঽঙ্গীক্রিয়তে অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাদষ্টকাদিস্মৃতিবদ্যোগস্মৃতিরপ্য-

---

হইয়াছে। সাংখ্যেরা শ্রুতিবিরোধ স্বীকার করিয়া প্রকৃতিই কারণ ও
মহত্তত্ত্বাদি তাহার কার্য্য এইরূপে লৌকিকে অপ্রসিদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ কল্পনা
করিয়া থাকেন। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে. সমান অন্বয়বশত পূর্ব্বেই উক্ত-
মত নিরস্ত হইয়াছে, তবে পুনর্ব্বার তাহার অতিদেশ কেন? পরন্তু
ইহাতে আর অধিক আশঙ্কা এই যে, যে উপায়ে সম্যক দর্শন হয়, তাহাই
যোগ বলিয়া বেদে কথিত আছে, আর "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও
নিদিধ্যাসন করিবে" ইত্যাদিরূপে আসনাদি কল্পনাপুরসরঃ বাহুল্যরূপে
শ্বেতাশ্বরোপনিষদে যোগবিধান দৃষ্ট আছে এবং যোগবিষয়ে সহস্র সহস্র
বৈদিকযোগহেতু উপলাভকরা যায়। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে.
স্থিররূপে যে ইন্দ্রিয়ধারণ তাহাকে যোগ বলিয়া জানা যায়, এবং যোগ
বিধিকেই কৃৎস্ন বিদ্যা বলাযায়। আর তত্ত্বদর্শনের যে উপায় তাহাই
যোগ, এইরূপে সম্যক্ দর্শনের কারণকে যোগ বলা যায়, অতএব সম্যক
দর্শনের উপায়রূপেই যোগ স্বীকৃত হয়, সুতরাং প্রাতিপন্ন অর্থের এক-
দেশত্বহেতু অষ্টকাদি স্মৃতিরন্যায় যোগস্মৃতিও অনিন্দনীয় হইতেছে. অত
এব পূর্ব্বোক্ত অধিক শঙ্কা অতিদেশেই নিবৃত্ত হইল, যেহেতু অর্থের এক
দেশজ্ঞান হইলে যে অন্য অর্থৈকদেশের বিপ্রতিপত্তি হয়, তাহাই পূর্ব্বোক্ত

নপবদনীয়া ভবিষ্যতীতি। ইয়মপ্যধিকা শঙ্কাতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপ্যর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়া দর্শনাৎ। সতীষ্বপ্যধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু সাঙ্খ্যযোগস্মৃতেরেব নিরাকরণায় যত্নঃ কৃতঃ সাঙ্খ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ লিঙ্গেন চ শ্রৌতেনোপবৃংহিতৌ তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাভিপন্নং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরিতি। নিরাকরণন্তু ন সাঙ্খ্যস্মৃতিজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি। শ্রুতির্হি বৈদিকাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদন্যন্নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি। দ্বৈতিনো হি তে সাঙ্খ্যা যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ। যত্তু দর্শনমুক্তং তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাভিপন্নমিতি বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাঙ্খ্যযোগশব্দাভ্যা-

---

রীতিতে দেখা যায়। অধ্যাত্মবিষয়ক বহু বহু স্মৃতি বিদ্যমানে সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতির নিরাকরণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতি এই উভয়ই পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ কারণেই শিষ্টগণ উক্ত উভয় স্মৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উক্তরূপ শ্রৌতলিঙ্গেই উক্ত স্মৃতিদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়াছে, অতএবই লিখিত হইয়াছে যে, সাংখ্যযোগাভিপন্ন দেবকে জানিয়া সর্ব্ব পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তবে যে উক্ত মতের নিরাস হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, বেদনিরপেক্ষ সাংখ্যজ্ঞান অথবা সাংখ্যযোগ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। বৈদিক আত্মবিজ্ঞানভিন্ন অন্য যে মোক্ষসাধন আছে, তাহা শ্রুতিই নিবারণ করিয়াছে, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কেবল সেই পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ঐ জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য পন্থা নাই। সেই সাংখ্যেরা দ্বৈতবাদী, তাহাদিগের যোগেও আত্মদর্শন হয় না। তবে যে সাংখ্যমত দর্শন বলিয়া উক্ত আছে, তাহার কারণ এই যে, সাংখ্যযোগদ্বারা বৈদিক জ্ঞানই হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাংখ্যযোগশব্দে বৈদিক জ্ঞান ও ধ্যান কথিত হয়। বাস্তবিক সাংখ্য-

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

মভিলপ্যতে প্রত্যাসত্তেরিত্যবগন্তব্যং যেন যংশেন ন নিরুধ্যতে তেনেষ্ট-মেব সাঙ্খ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বং। তদ্যথাঽসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেব-মাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণপুরুষনিরূপণেন সাঙ্খ্যৈ-রভ্যুপগম্যতে। তথা চ যোগৈরপি "অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডো-ঽপরিগ্রহঃ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশে-নানুগম্যতে। এতেন সর্ব্বাণি তর্কস্মরনাণি প্রতিবক্তব্যানি তান্যপি তর্কোপ-পত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায়োপকুর্ব্বন্তীতি চেৎ উপকুর্ব্বন্তু নাম তত্ত্বজ্ঞানন্তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাস্য জগতো নিমিত্তং কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্য পক্ষস্যাক্ষেপঃ স্মৃতি-নিমিত্তঃ পরিহৃতঃ তর্কনিমিত্ত ইদানীমাক্ষেপঃ পরিহ্রীয়তে। কুতঃ পুন-রস্মিন্নবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্যাক্ষেপস্যাবকাশঃ। ননু ধর্ম্ম ইব

মতের যে অংশ বিরুদ্ধ নহে, সেই অংশ গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতকে দর্শন বলা যায়। "এই পুরুষ অসঙ্গ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পুরুষের বিশুদ্ধত্বই বিজ্ঞানপুরুষনিরূপণে সাংখ্যেরা স্বীকার করেন। যোগেও উক্ত আছে যে, জ্ঞাননিপুণ ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী, বিবর্ণবাসা, মুণ্ডিতমুণ্ড ও অপরিগ্রহ হইয়া থাকিবে। ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রব্রজ্যাদির উপদেশেই সর্ব্বনিবৃত্তি জানা যায়, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার তর্কের উত্তর হইল, আর যদি বল, তর্কই উপপত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উপকারক হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, তর্ক উপপত্তির উপকার করুক, কিন্তু বেদান্তবাক্যেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বেদ জানে না, সে কখনও সেই উপপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে পারে না। ৩ ॥

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতি, এই বিষয়ে যে দোষাশঙ্কা হইয়াছিল, স্মৃতিদ্বারা সেই দোষ পরিহৃত হইয়াছে, এইক্ষণ তর্কদ্বারা উক্ত দোষাশঙ্কার পরিহার করিতেছেন,। পূর্ব্বে যেরূপ আগমার্থ অবধারিত

ব্রহ্মণ্যপ্যনপেক্ষ আগমো ভবিতু মর্হতি ভবেদয়মবষ্টম্ভো যদি প্রমাণান্তরা-নবগাহ্য আগমমাত্রপ্রমেয়োঽয়মর্থঃ স্যাদনুষ্ঠেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ পরিনিষ্পন্ন-রূপস্তু ব্রহ্মাবগম্যতে। পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণামস্ত্যবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু। যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা নীয়ন্তে এবং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তদ্বশেনৈব শ্রুতির্নীয়তে। দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চাদৃষ্টমর্থং সমর্পয়ন্তী যুক্তিরনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিরৈতি-হ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ। অনুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনঞ্চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে। শ্রুতিরপি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রাদর্ত্তব্যং দর্শয়তি অতস্তর্ক-নিমিত্তঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে ন বিলক্ষণত্বাদস্যেতি। যদুক্তং চেতনং

হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপেও তর্কনিমিত্ত দোষাশঙ্কার উত্থাপনই হইতে পারে না। তথাপি যদি বল, ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মেতে আগম অনপেক্ষ হইতেছে, এইক্ষণ ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যদি প্রমাণান্তরের অবগম না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত আগমমাত্রেরই প্রাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, বাস্তবিক যেমন ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়রূপ, সেই প্রকার ব্রহ্ম পরিনিষ্পন্নরূপ বলিয়া জানা যায় এবং পরিনিষ্পন্ন বস্তুতে পৃথিব্যাদির ন্যায় প্রমাণান্তরের অবকাশ আছে, যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে কান কারণবশতঃ কোন কোনটি গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ প্রমাণান্তর বিবোধ হইলেও সেই প্রমাণবলেই শ্রুতি পরিগৃহীত হয়। যে যুক্তি দৃষ্ট সাধর্ম্ম্যদ্বারা অদৃষ্টার্থ সাধন করে, তাহাও অনুভবের অনুগত আছে এবং শ্রুতির বহির্ভূত হয়, যেহেতু অনুভবমাত্রেই স্বার্থের কথন হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেই অনুভবের অবসান ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং দৃষ্টফল বিধায় ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞানকেই মুক্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "ব্রহ্ম শ্রবণ করিবে, ও ব্রহ্ম মনন করিবে" এই শ্রুতিও শ্রবণ ব্যতিরেকে মনন বিধান করিয়া তর্কই যে আদরণীয় ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, অত-এব তর্কনিমিত্ত দোষারোপ হইতে পারে, উহা বিলক্ষণ বিধায় দোষা-

ব্রহ্ম জগতঃ প্রকৃতিরিতি তন্নোপপদ্যতে। কস্মাদ্বিলক্ষণত্বাদস্য বিকারস্য প্রকৃত্যা। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাভিপ্রেয়মাণং জগদ্ব্রহ্মবিলক্ষণং অচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রূয়তে। ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ ন হি রুচকাদয়ো বিকারা মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ মৃদৈব তু মৃদন্বিতাঃ বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে সুবর্ণেন সুবর্ণান্বিতাঃ তথেদমপি জগদচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সদচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বঞ্চাস্যজগতোঽশুদ্ধচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যম্। অশুদ্ধং হীদং জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতিপরিতাপবিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ। অচেতনং চেদং জগৎ চেতনং প্রতি কার্য্যকারণভাবেনোপকরণভাবোপগমাৎ ন হি সাম্যে সত্যুপকার্য্যোপকারক-

---

রোপ হয় নাই। আর যে উক্ত আছে, চেতন ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, ইহা উপপন্ন হইতেছে না, যেহেতু উক্ত বিকার প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত, তাহাদের প্রকৃতি বিকার দেখা যায় না, পরন্তু কুণ্ডলাদি মৃত্তিকা প্রকৃতির বিকার, সরাবাদি সুবর্ণ প্রকৃতির বিকার নহে। বাস্তবিক মৃত্তিকা প্রকৃতির যাহা বিকার তাহাও মৃত্তিকা এবং সুবর্ণ প্রকৃতির যে বিকার তাহাও সুবর্ণ ভিন্ন নহে। এইরূপ সুখদুঃখমোহান্বিত অচেতন জগৎও সুখদুঃখমোহান্বিত অচেতন কারণের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহা জগতে অতিরিক্ত ব্রহ্মের কার্য্য হইতে পারে না। জগৎ যে ব্রহ্মের অতিরিক্ত তাহাও তাহার অশুদ্ধত্ব ও অচেতনত্ব দ্বারাই জানা যায়, আর সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব, প্রীতি, পরিতাপ ও বিষাদাদি সমন্বিতত্ব ও স্বর্গ নরকাদিভাগিত্ব প্রযুক্তই জগৎ অশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মাণ হইতেছে। আর সচেতনের প্রতি জগতের কার্য্যকারণভাবে উপকরণীভাব স্বীকার আছে বলিয়াই জগৎ যে অচেতন তাহা জানা যায়। যদি জগৎ ব্রহ্মের সমান হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মেতে জগতের উপকরণীভাব কল্পনা করা যাইতে পারে না, কদাচ দুইটী প্রদীপ পরস্পরের উপকার সাধন করে না, যদি বল যেমন স্বামী ও ভৃত্য ইহারা একজাতীয় হইলেও পরস্পরের উপকার

ভাবো ভবতি ন হি প্রদীপৌ পরস্পরস্যোপকুরুতঃ। নম্বু চেতনমপি কার্য্যকরণং স্বামিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তু রুপকরিষ্যতি ন স্বামিভৃত্যয়োরপ্যচেতনাংশস্যৈব চেতনং প্রত্যুপকারকত্বাৎ। যো হ্যেকস্য চেতনস্য পরিগ্রহে বুদ্ধ্যাদিরচেতনভাগঃ স এবান্যস্য চেতনস্যোপকরোতি ন তু স্বয়মেব চেতনশ্চেতনান্তরস্য উপকরোত্যপকরোতি বা নিরতিশয়া হ্যকর্ত্তারশ্চেতনা ইতি সাঙ্খ্যা মন্যন্তে তস্মাদচেতনং কার্য্যকরণম্। ন চ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎপ্রমাণমস্তি প্রসিদ্ধশ্চায়ং চেতনাচেতনবিভাগো লোকে তস্মাদ্‌ব্রহ্মবিলক্ষণত্বান্নেদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্। যোঽপি কশ্চিদাচক্ষীত শ্রুত্যা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চেতনমবগমিষ্যামি প্রকৃতিরূপস্য বিকারেঽন্বয়দর্শনাৎ অবিভাবনন্তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ভবিষ্যতি যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপ্যাত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।

করে, সেইরূপ সচেতনও অচেতন জগতের উৎপত্তিতে উপকার করিতে পারে, তাহা নহে, যেহেতু স্বামী ও ভৃত্য ইহাদিগের অচেতনাংশই চেতনের প্রতি উপকারক হয়, অর্থাৎ এক চেতনের পরিগ্রহে বুদ্ধ্যাদি যে অচেতন ভাগ, তাহাই অন্য চেতনের উপকার করিয়া থাকে, কিন্তু যে স্বয়ং চেতন, তাহা চেতনান্তরের উপকার বা অপকার করিতে পারে না। সাংখ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, চেতন নিরতিশয় অকর্ত্তা, অতএব অচেতনই কার্য্যের প্রতি কারণ হয়, কিন্তু কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চেতনতাবিষয়ে কোন প্রমাণই নাই, এইরূপ চেতনাচেতনভাবই লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত, এই জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকার করা যায় না। অপর কেহ শ্রুতিদ্বারাই জগতের চেতনপ্রকৃতিকত্ব বলিয়া থাকেন এবং তদ্বলেই সমস্ত জগৎ সচেতন বলিয়া জানিতে পারা যায়, যেহেতু বিকারে প্রকৃতিরূপের অন্বয় দর্শন আছে, কিন্তু চৈতন্যের পরিণামবিশেষহেতু চেতন বলিয়া বোধ হয় না, যেমন স্পষ্টত সচেতন আত্মার নিদ্রা ও মোহাবস্থাতে চৈতন্য প্রতীয়মান হয় না, সেইরূপ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চৈতন্য অনুমিত হইতেছে না। এইরূপ বিভাবিত ও অবিভাবিতরূপ বিশেষহেতু রূপাদি

এতস্মাদেব চ বিভাবিতত্বাবিভাবিতত্বকৃতাৎ বিশেষাদ্রূপাদিভাবাভাবাভ্যাঞ্চ কার্য্যকরণানামাত্মনাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষেঽপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎস্যতে। যথা চ পার্থিবত্বাবিশেষেঽপি মাংসসূপোদনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্ত্তিনো বিশেষাৎ পরস্পরোপকারিত্বং ভবত্যেব মিহাপি ভবিষ্যতি প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপ্যত এব ন বিরোৎস্যত ইতি। তেনাপি কথঞ্চিচ্চেতনত্বাচেতনত্বলক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রীয়েত। শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণন্তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রীয়তে ন বেতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ। তথাত্বঞ্চ শব্দাদিতি। অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্য বস্তুনঃ চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাচ্ছব্দশরণতয়া কেবলয়োৎপ্রেক্ষতে তচ্চ শব্দেনৈব বিরুধ্যতে যতঃ শব্দাদপি তথাত্বমবগম্যতে। তথাত্বমিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি। শব্দএব বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং চেতি কস্যচিদ্বিভাগস্যাচেতনতাং শ্রাবয়ন্ চেতনাদ্ব্রহ্মণো বিলক্ষণমচেতনং জগচ্ছ্রাবয়তি। নন্থ চেতনত্বমপি ক্বচিদ-

---

ভাবাভাবদ্বারা কার্য্যের কারণস্বরূপ আত্মার চেতনত্বের অবিশেষ থাকিলেও গুণপ্রধানভাব বিরুদ্ধ হয় না। যেমন মাংসসূপাদিতে পার্থিবত্বের কোন বিশেষ না থাকিলেও আত্মাতে বিশেষ বোধহেতু পরস্পর উপকারিত্ব হয়, সেইরূপ জগতেও ব্রহ্মের পরস্পর উপকারিত্ব জানা যায়। এই কারণেই প্রবিভাগ সিদ্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এইরূপেই জগৎ অচেতন ও ব্রহ্ম চেতন বিধায় যে ব্রহ্মের অতিরিক্ততা উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। পরন্তু ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং জগৎ অশুদ্ধ, এইরূপে যে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহৃত হয় নাই, আর অন্যান্য বৈলক্ষণ্যেরও পরিহার করা যায় না, বাস্তবিক লোকে সকল বস্তুর চেতনত্ব জানা যায় না, বস্তু মাত্রই চেতনপ্রকৃতিক। অতএব তাহাদিগেরই চেতনত্ব উৎপ্রেক্ষিত হয়, ইহাও শব্দদ্বারা বিরুদ্ধ হয়, যেহেতু শব্দেও জগতের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর শব্দই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এইরূপে কোন ভাগের অচেতনতা শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপাদন করে, আর কোন স্থলে অচেতনত্বরূপে অভিপ্রেত ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের চেতনত্ব শ্রুত হয়, যথা,—"মৃত্তিকা বলিয়াছিল ও জল

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

চেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে যথা "মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্" ইতি "তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্ত" ইতি চৈবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াপি "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবিদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইতি "তে হ বাচমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়" ইতি চৈবমাদ্যেন্দ্রিয়বিষয়েতি। অত উত্তরং পঠতি ॥ ৪ ॥

তুশব্দ আশঙ্কামপনুদতি। ন খলু মৃদব্রবীদিত্যেবং জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ং যতোঽভিমানিব্যপদেশ এষঃ। মৃদাদ্যভিমানিন্যো বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনাদেবতা বদনসংবদনাদিষু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যবদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্। কস্মাদ্বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো হি ভোক্তৄণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চ চেতনাচেতন প্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ সর্ব্বচেতনতায়াং চাসৌ নোপপদ্যেত। অপি চ

বলিয়াছিল" "সেই তেজ দেখিয়াছিল ও সেই জল দেখিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভূতের চেতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, "আর তে হে মে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবিদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" "এবং তেহ বাচ মূচুস্তব উদ্বায়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব জানা যায়, ইহার উত্তর পরে বিবৃত হইবে। ৪ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে যে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—পূর্ব্বে "মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে অভিমানীর ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে মৃত্তিকা বলিয়া ছিল ও জল বলিয়া ছিল, এইরূপে ভূতের চেতনতা উক্ত আছে, তাহা ভূতের চেতনতা নহে, উহা ভূতবর্ত্তিনী ভূতাভিমানিনী দেবতার চেতনা বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ঐ চেতনা ভূত অথবা ইন্দ্রিয়ের চেতনা নহে, ইহা বিশেষ ও অনুগমদ্বারাই প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ইন্দ্রিয়গণের যে চেতনাচেতনবিভাগ, তাহাই বিশেষ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, পরন্তু সর্ব্বচেতনতাতে উহা উপপন্ন হয় না,

কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে অধিষ্ঠাতৃচেতন-পরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি "এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" ইতি "তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" ইতি চ। অনুগতাশ্চ সর্ব্বত্রাভিমানিন্যশ্চেতনাদেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-পুরাণাদিভ্যোঽবগম্যন্তে "অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যেবমাদিকা চ শ্রুতিঃ করণেষনুগ্রাহিকাং দেবতামনুগতাং দর্শয়তি প্রাণসংবাদবাক্য-শেষে চ "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ" ইতি শ্রেষ্ঠত্বনির্দ্ধারণায় প্রজাপতিগমনং তদ্বচনাচ্চৈকৈকোৎক্রমণেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ "তস্মৈ বলিহরণং" ইতি চৈবংজাতীয়কোঽস্মদাদিষিব ব্যবহারোঽনুগম্যমানোঽভিমানিব্যপদেশং দ্রঢ়য়তি। "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যপি পরস্যা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষনুগতায়া ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্যত ইতি দ্রষ্টব্যং তস্মাদ্বিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগদ্বিলক্ষণত্বাচ্চ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥ ৫ ॥

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, করণমাত্রাশঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত্ত দেবতাশব্দে অধিষ্ঠাতৃদেবতার পরিগ্রহ হয়, "এতা হবৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ" "তা এতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতি, মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে সর্ব্বত্রই যে অভিমানী দেবতা অনুগত আছে, তাহা জানা যায়। শ্রুতিতে আর লিখিত আছে যে, অগ্নি বাক্যরূপী হইয়া মুখে প্রবেশ করে, এইরূপে ইন্দ্রিয়াদির অনু-কারিণী দেবতা যে তাহাতে অনুগত আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর প্রাণসংবাদের বাক্যশেষেও লিখিত আছে যে, সেই প্রাণেরা প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিয়াছিল, এই স্থলে প্রজাপতির নিকট গম-নই প্রাণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারণ করে, আর তাহার বাক্যে এক এক প্রাণের উৎক্রমণে অন্বয়ব্যতিরেকরূপে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতীয়মান হয়, ইত্যাদি প্রকারে অভিমানী দেবতা দৃঢ়ীভূত হইতেছেন, আর "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতে অধিষ্ঠাত্রী পরদেবতার স্বীয় বিকারীভূত ইন্দ্রিয়াদিতে ব্যপদেশ দৃষ্ট হয়। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত এবং ঐ অতি-

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি যদুক্তং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃকমিতি নায়মেকান্তো দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনামুৎপত্তিরচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাম্। নন্বচেতনান্যেব পুরুষাদিশরীরাণ্যচেতনানাং কেশনখাদীনাং কারণানি অচেতনান্যেব বৃশ্চিকাদিশরীরাণ্যচেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণীত্যুচ্যতে এবমপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনস্যায়তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চিন্নেত্যেব বৈলক্ষণ্যম্। মহাংশ্চায়ং পারিণামিকঃ স্বভাববিপ্রকর্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাঞ্চ রূপাদিভেদাৎ তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাঞ্চ অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলীয়েত। অথোচ্যেত অস্তি কশ্চিৎপার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষ্বনুবর্ত্তমানো গোময়াদীনাং চ বৃশ্চিকাদিষ্বিতি ব্রহ্মণোঽপি তর্হি

রিক্ততা প্রযুক্তই জগৎ ব্রহ্মপ্রাকৃতিক নহে, এই আক্ষেপে সমাধান করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, জগৎব্রহ্মাতিরিক্ত প্রযুক্ত তাহা ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, কিন্তু এইরূপ নিয়ম লোকে দৃষ্ট হয় না; পরন্তু চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরুষাদি হইতে তদতিরিক্ত অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি এবং অচেতনরূপে প্রসিদ্ধ গোময়াদি হইতে তদতিরিক্ত চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি দেখা যায়। এইক্ষণ যদি অচেতন পুরুষশরীরই অচেতন কেশ নখাদির কারণ এবং অচেতন গোময়াদি শরীর বৃশ্চিকাদি শরীরের কারণ হইল, তাহা হইলে কোন্ অচেতন পদার্থ চেতনের আয়তন হইতে পারে? ইহাতে কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। ইহা স্বভাবের পারিমাণিক মহাবিপ্রকর্ষ, যেহেতু পুরুষাদি ও কেশনখাদির রূপভেদ আছে, এইরূপ গোময়াদি ও বৃশ্চিকাদিরও রূপভেদ দেখা যায়। বাস্তবিক যেখানে অত্যন্ত সাম্য আছে, সেই স্থলেই প্রকৃতিবিকৃতিভাব প্রলীন হয়, আর ইহাও বলা যায় যে, পুরুষাদির কোন পার্থিবত্বাদি স্বভাব গোময়াদিতে অনুবর্ত্তমান আছে এবং বৃশ্চিকাদিতেও গোময়াদির স্বভাব বিদ্যমান আছে। তবে

সত্তালক্ষণং স্বভাব আকাশাদিষ্বনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দূষয়তা কিমশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্যাননুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে উত যস্য কস্যচিৎ অথ চৈতন্যস্যেতি বক্তব্যম্। প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। নহ্যসত্যতিশয়ে প্রকৃতিবিকারভাব ইতি ভবতি। দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বং দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিষ্বনুবর্ত্তমান ইত্যুক্তং। তৃতীয়ে চ দৃষ্টান্তাভাবঃ। কিং হি যচ্চৈতন্যেনানন্বিতং তদ্ব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনং প্রত্যুদাহ্রীয়েত সমস্তস্যাস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ। আগমবিরোধস্তু প্রসিদ্ধ এব চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যাগমতাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ। যত্তূক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুরিতি তদপি মনোরথমাত্রং রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামাগমমাত্রংসমধিগম্য এব ত্বয়মর্থো

কি আকাশাদিতে ব্রহ্মের সত্ত্বাদিলক্ষণ স্বভাব বর্ত্তমান হয় দেখা যায়। আর বিলক্ষণত্বরূপ কারণদ্বারা জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব দূষিত করিয়াই কি অশেষ ব্রহ্মস্বভাবে বর্ত্তমান নাই, ইহাই অভিপ্রেত, অথবা ব্রহ্মের যে কোন স্বভাব বর্ত্তমান নাই, ইহাই কি স্থিরীকৃত? এইক্ষণ যদি বলি, ব্রহ্মের চৈতন্য বর্ত্তমান নাই, ইহাই বক্তব্য, তাহা হইলে প্রথমপক্ষে সমস্ত বিকারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, কারণ সমস্ত স্বভাবের অবর্ত্তমানে প্রকৃতিবিকারভাব সম্ভবেনা, দ্বিতীয় পক্ষে অপ্রসিদ্ধি হয়, বাস্তবিক সত্তালক্ষণ ব্রহ্মস্বভাবই আকাশাদিতে অনুবর্ত্তমান দেখা যায়, ইহা উক্ত হইয়াছে, আর তৃতীয়পক্ষে দৃষ্টান্তাভাব হয়, তবে কি যাহা চৈতন্যান্বিত, তাহাই ব্রহ্মপ্রকৃতিক দৃষ্ট আছে, এইরূপে ব্রহ্মকারণবাদী প্রত্যুদাহৃত হয়, যেহেতু সমস্ত বস্তুরই ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকৃত আছে, বাস্তবিক আগমবিরোধ প্রসিদ্ধই আছে, যেহেতু চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ও প্রকৃতি, এইরূপ আগমতাৎপর্য্য সাধিত আছে। আর উক্ত হইয়াছে যে, পরিনিষ্পন্ন হেতু ব্রহ্মেতে প্রমাণান্তর সম্ভব হয়, তাহাও মনোরথ মাত্র, কারণ রূপাদির অভাবহেতু উক্তার্থ প্রত্যক্ষগোচর হয় না, আর হেতুদর্শ-

ধর্ম্মবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি। "কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আবভূব" ইতি চৈতৌ মন্ত্রৌ সিদ্ধানামপীশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ স্মৃতিরপি ভবতি "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং"। ইতি "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে"। ইতি চ "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ" ॥ ইতি চৈবংজাতীয়কা। যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধচ্ছব্দ এব তর্কমপ্যাদর্ত্তব্যং দর্শয়তীত্যুক্তং নানেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্যাত্রাত্মলাভঃ সম্ভবতি শ্রুত্যনুগৃহীত এব হ্যত্র তর্কোঽনুভবাঙ্গত্বেনাশ্রীয়তে স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োরিতরেতরব্যভিচারাদাত্মনোঽনন্বাগতত্বং সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাত্মনা

নাভাবপ্রযুক্ত উক্তার্থে অনুমানও হইতে পারে না। তবে কেবল আগমমাত্র অবলম্বনে উক্তার্থ স্বীকার করা যায় না, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা মতিপরিশুদ্ধ হয় না, আর যাহা হইতে এই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে কে জানিতে পারে? এই দুই মন্ত্রে জগৎ কারণ যে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরদিগেরও দুর্ব্বোধ, তাহা প্রদর্শিত আছে। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যে সকল বিষয় অচিন্ত্য, তাহাতে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে, যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, যিনি জগৎকারণ তিনি অচিন্তনীয়, অব্যক্ত ও অবিকারী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে, সুরগণ ও মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি জানিতে পারে নাই, যেহেতু আমি সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি। আর যে উক্ত আছে শ্রবণ ব্যতিরেকেও মনন বিধান করিয়া শব্দই তর্কের আদরণীয়তা প্রদর্শন করে, কিন্তু এই কপট বাক্যে এই স্থলে শুষ্ক তর্কের বলে আত্মলাভ হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে শ্রুতির অনুগামী তর্কই গ্রহণ করা যায়। বাস্তবিক স্বপ্নাবসান ও প্রবুদ্ধ্যবসান এই উভয়ের পরস্পর ব্যভিচার হেতু অন্য কোনরূপে আত্মার গতি হয় না, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যখন আত্মপ্রসাদ হয়, তখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সম্পত্তের্নিষ্প্রপঞ্চ সদাত্মত্বং প্রপঞ্চস্য চ ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্যত্ব-ন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেক ইত্যেবংজাতীয়কঃ। তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিতি চ কেব-লস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি। যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলে-নৈব সমস্তস্য জগতশ্চেতনতামুৎপ্রেক্ষেত তস্যাপি বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞান-ঞ্চেতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনবিভাবনাভ্যাং চৈতন্যস্য শক্যত এব যোজয়িতুম্। পরস্যৈব ত্বিদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে, কথং পরম-কারণস্য হ্যত্র সমস্তজগদাত্মনা সমবস্থানং শ্রাব্যতে বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞান-ঞ্চাভবদিতি। তত্র যথা চেতনস্যাচেতনভাবো নোপপদ্যতে বিলক্ষণত্বাং এবমচেতনস্যাপি চেতনভাবো নোপপদ্যতে প্রত্যুক্তত্বাৎ বিলক্ষণত্বস্য যথা শ্রুত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি। ৬।

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্যাচেতনস্যাশুদ্ধস্য

করিয়া সংস্বরূপের অবগতি হইলে সদাত্মা যে নিষ্প্রপঞ্চ, তাহাই বোধ হয়। যেহেতু এই প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই জানা যায়। পরন্তু কার্য্যকারণের অনন্যত্বন্যায়ে প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অব্যতিরিক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রে কেবল তর্কের বিপ্রলম্ভকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি জগতের কারণ তিনিই চেতন, ইহা শ্রবণ করিয়াই সমস্ত জগতের চেতনতার উৎপ্রেক্ষা করেন, তাঁহার মতে বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এইরূপে চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণও চৈতন্যের বিভাবনা-বিভাবন দ্বারা যোজনা করা যায়, এইরূপ বিভাগশ্রবণ পরমাত্মার যুক্ত হয় না। তবে কিরূপে পরমকারণের সমস্ত জগৎস্বরূপে অবস্থান কল্পিত হইতে পারে? যেমন বিলক্ষণতাপ্রযুক্ত চেতনের অচেতনভাব উপপন্ন হয় না, সেইরূপ অচেতনেরও চেতনভাব উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব জগৎ অতিরিক্ত হইলেও চেতনই তাহার কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। ৬॥

যদি চেতন, শুদ্ধ ও শব্দাদি হীন ব্রহ্মই তদ্বিপরীত, অর্থাৎ অচেতন, অশুদ্ধ, শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য্যভূত জগতের কারণ হইলেন, তাহা হইলে

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

শব্দাদিমতশ্চ কার্য্যস্য কারণমিষ্যতে অসৎ তর্হি কার্য্যং প্রাগুৎপত্তেরিতি প্রসজ্যেত অনিষ্টঞ্চৈতৎ সৎকার্য্যবাদিনস্তবেতি চেৎ নৈষ দোষঃ প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ প্রতিষেধমাত্রং হীদং নাস্য প্রতিষেধ্যমস্তি ন হ্যয়ং প্রতিষেধঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি কথং যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। ন হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি "সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কারণাত্মনা তু সর্ব্বং কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তের-বিশিষ্টম্। নন্নু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং বাঢ়ং ন তু শব্দাদিমৎ-কার্য্যং কারণাত্মনা হীনং প্রাগুৎপত্তেরিদানীঞ্চাস্তীতি তেন ন শক্যতে বক্তুং প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যমিতি। বিস্তরেণ চৈতৎকার্য্যকারণানন্যত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

অত্রাহ যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মকং কার্য্যং

উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল, এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে; এইরূপ হইলে সৎকার্য্যবাদীর অনিষ্ট হইল, এই দোষ হইতে পারে না, কারণ উহা প্রতিষেধ মাত্র, প্রতিষেধ্য নহে, অর্থাৎ জগৎ অসৎ ছিল, ইহাতে জানা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কিছুই ছিল না, ইহাতে কার্য্যের সত্তারই প্রতিষেধ হইয়া থাকে। তবে কিরূপে যেমন এইক্ষণ এই কার্য্যভূত জগৎ কারণরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অসত্বাও সেইরূপ, ইহা সম্ভবিতে পারে? এইক্ষণ এই কার্য্যস্বরূপ জগৎ কারণাত্মা ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র নাই। "সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থেই উক্তার্থ প্রতীয়মান হইতেছে। বাস্তবিক উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ স্বরূপে কার্য্যের সত্তা জানা যায়। শব্দাদিহীন ব্রহ্মই জগতের কারণ হইল, কিন্তু শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য্যভূত জগৎ যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণাত্মহীন ছিল, তাহা এইক্ষণ নাই, অতএব ইহা বলিতে পারে না যে, কার্য্যভূত জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল। ইহার বিশেষ কার্য্য কারণের অনন্যত্ব কথনকালে সবিস্তর বর্ণিত হইবে। ৭ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মকারণকমভ্যুপগম্যেত তদাপীতৌ প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণেঽবিভাগমাপদ্যমানং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিত্যপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্যেবাশুদ্ধ্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিত্যসমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্। অপি চ সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেনোৎপত্তির্ন প্রাপ্নোতীত্যসমঞ্জসম্। অপি চ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণাঽবিভাগং গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েঽপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্। অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতৈবমপ্যপীতিরেব ন সম্ভবতি কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ কার্য্যং ন সম্ভবতীত্যসমঞ্জসমেবেতি অত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

নৈবাস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমস্তি যত্তাবদভিহিতং কারণমপি-

---

যদি ব্রহ্মকেই স্থূলত্ব, সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব ও অশুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে প্রলয় কালেও সৃজ্যমান জগৎ কারণে অবিভক্তরূপে আপদ্যমান কারণ স্বীয় ধর্ম্মে দূষিত হয়, অর্থাৎ প্রলয়কালে কার্য্যভূত জগতের ন্যায় কারণস্বরূপ ব্রহ্মেরও অশুদ্ধ্যাদিরূপতা প্রসঙ্গ হইয়া উঠে; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, এইমত অসমঞ্জস হয়, ইহাই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য দর্শন, আর সমস্ত বিভাগেরই অবিভাগপ্রাপ্তিহেতু পুনরুৎপত্তিতে কারণাভাবপ্রযুক্ত ভোক্তা ও ভোগ্যাদি বিভাগের উৎপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ অসামঞ্জস্য হয় এবং পরব্রহ্মের সহিত অবিভাগপ্রাপ্ত ভোক্তাদিগের কর্ম্মাদি নিমিত্ত স্বীকৃত হইলে মুক্তদিগেরও পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গ হয়, এইরূপ অসমঞ্জস হইয়া উঠে, বাস্তবিক প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রহ্মের সহিত অবিভক্তরূপেই বর্ত্তমান থাকে, এইরূপ অন্যান্য স্থলেও কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং অনেক প্রকার অসামঞ্জস্য হইল। ৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে সকল অসামঞ্জস্যদোষ উক্ত হইয়াছে, তাহার পরিহারার্থ

গচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিতি তদদূষণং কস্মাৎ দৃষ্টান্তভাবাৎ। সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়তি তদ্যথা শরাবাদয়ো মৃৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়ামুচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপিগচ্ছন্তো ন তামাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। পৃথিবীবিকারশ্চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। তৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তোঽস্তি অপীতিরেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং স্বধর্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং আরম্ভণশব্দাদিভ্য ইতি বক্ষ্যামঃ। অত্যল্পঞ্চেদমুচ্যতে কার্য্যমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজেদিতি স্থিতাবপি হি সমানোঽয়ং প্রসঙ্গঃ কার্য্য-

---

বলিতেছেন, আমাদিগের দর্শনে কোন অসামঞ্জস্যদোষ নাই। পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কারণ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় ধর্ম্ম কারণকে দূষিত করে, এই দোষ হইতে পারে না। কারণ উক্ত বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই, ইহাতে যদি বল, উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত সকল বিদ্যমান আছে, যাহাতে কারণ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম কারণকে দূষিত করিতে পারে, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, অর্থাৎ শরাবাদি মৃত্তিকার বিকার এবং মৃত্তিকাই তাহার প্রকৃতি, ইহাদিগের বিভাগাবস্থাতে উত্তম মধ্যম অনেক প্রকার প্রভেদ আছে, কিন্তু ঐ শরাবাদি প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মে সেই মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং কুণ্ডলাদি সুবর্ণের বিকার, এই সুবর্ণই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ঐ কুণ্ডল স্বীয় ধর্ম্মে সুবর্ণ সৃষ্টি করিতে পারে না। এইরূপ চতুর্ব্বিধ ভূতই পৃথিবীর বিকার, পৃথিবীর বিনাশকালে ঐ সকল ভূত স্বীয় ধর্ম্মে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। এই পক্ষে কোন দৃষ্টান্তই নাই। বাস্তবিক বিনাশই অসম্ভব, যদি কার্য্যও কারণে স্বধর্ম্মরূপে অবস্থিত হয় এবং কার্য্যকারণের অভেদে কার্য্যেরই কারণাত্মতা হয়, কিন্তু কারণের কার্য্যাত্মত্ব হয় না, ইহার বিশেষ "আরম্ভণ শব্দাদিতঃ" এই সূত্রে বিবৃত হইবে। ইহাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলা যায়, অভাবকালেও

কারণয়োরনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈ-বেদমমৃতং পুরস্তাৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যেবমাদ্যাভির্হি শ্রুতিভিরবিশেষেণ ত্রিষপি কালেষু কার্যস্য কারণাদনন্যত্বং শ্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ কার্য্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাবিদ্যাধ্যারোপিতত্বান্ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যত ইতি অপীতাবপি স সমানঃ। অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষপিকালেষু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তুত্বাৎ এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যত ইতি। যথা চ স্বপ্নদর্শকঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে প্রবোধসম্প্রসাদয়োরনন্বাগতত্বাৎ এবমবস্থাত্রয়সাক্ষ্যেকোঽব্য-ভিচার্য্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণাং ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পর-মাত্মনোঽবস্থাত্রয়াত্মনাবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেনেতি। অত্রোক্তং বেদান্তার্থসংপ্রদায়বিদ্ভিরাচার্য্যৈঃ। "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা"। ইতি তত্র যদুক্তম-

---

কার্য্য স্বীয় ধর্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে, স্থিতি কালেও উক্ত প্রসঙ্গ সমান দেখা যায়, যেহেতু কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার আছে। "এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই আত্মা এবং আত্মাই এই সমুদায় জগৎ" আর "পূর্ব্বে সকলই ব্রহ্মস্বরূপে ছিল ও এখনও ব্রহ্মই সমুদায় বস্তু স্বরূপে আছেন" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেই কালত্রয়ে অবিশেষরূপে কার্য্যকারণের অভি-ন্নত্ব শ্রবণ আছে। ইহাতে যেরূপ পরিহার করিতে হয়, তাহাও কার্য্য ও তদ্ধর্ম্মে অবিদ্যাধ্যারোপহেতু স্বীয় ধর্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে না, এই-রূপে বিনাশাবস্থাতেও সমান হইতেছে। ইহাই অপর দৃষ্টান্ত যে, যেমন মায়া স্বয়ং প্রসারিত হইয়া কালত্রয়েও মায়াবীকে স্পর্শ করিতে পারে না, যেহেতু প্রবোধ ও সম্প্রসাদ ইহারা অননুগত থাকে, সেইরূপ অবস্থাত্রয় সাক্ষী এবং অব্যভিচারীকে অবস্থাত্রয়ের ব্যভিচরী স্পর্শ করে না। আর যেমন রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদিভাব, সেইরূপ পরমাত্মার এই অবস্থাত্রয় মায়ামাত্র। বেদান্তার্থ সম্পাদনকারী আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, অনাদি মায়ায় প্রসুপ্ত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখনই অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈত আত্মাকে জানিতে পারে। তাহাতে আরও উক্ত আছে যে, বিনাশকালেও

পীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্যেব স্থৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গ ইত্যেতদযুক্তং সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্বিভাগেনোৎপত্তৌ নিয়মকারণং নোপপদ্যত ইত্যয়মপ্যদোষঃ দৃষ্টান্তভাবাদেব যথা হি সুষুপ্তিসমাধ্যাদাবপি সত্যাং স্বাভাবিক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্যানপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইতি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদযদ্ভবন্তি তত্তদা ভবন্তীতি। যথা হি অসংবিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতো দৃশ্যতে এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধৈব বিভাগশক্তিরনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্যাপোদিতত্বাৎ। যঃ পুনরয়মন্তেঽপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতো-

---

কার্য্যের ন্যায় কারণের স্থূলত্বাদি দোষ প্রসঙ্গ হয়,ইহা অযুক্ত। আর যে উক্ত আছে, সকল বিভাগের অবিভাগ প্রাপ্তিহেতু পুনর্ব্বার বিভাগরূপে উৎপত্তিতে নিমিত্ত কারণ উপপন্ন হয় না, এই নিমিত্তই দৃষ্টান্তাভাবহেতু দোষাভাব হয়। যেমন সুষুপ্তি ও সমাধান প্রভৃতি হইলে স্বাভাবিকী অবিভাগ প্রাপ্তিতে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয় না এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রবোধ হইলে বিভাগ হয়, এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, এই সকল প্রজাই সেই সৎস্বরূপে সম্পন্ন হইয়াও তাহাকে জানিতে পারে না, তবে কিরূপে আমরা সৎস্বরূপে সম্পন্ন হইতেছি। ঐ সকল প্রজা ব্যাঘ্রই হউক, সিংহই হউক, বৃকই হউক, বরাহই হউক, কীটই হউক, পতঙ্গই হউক, দংশকই হউক বা মশকই হউক, স্বৎরূপ পরমাত্মাতে সম্পন্ন হয়। যেমন অবিভাগকালেও পরমাত্মাতে মিথ্যাজ্ঞানজন্য বিভাগব্যবহার স্বপ্নের ন্যায় অব্যাহত রূপে স্থিত দেখা যায়, সেইরূপ বিনাশকালেও মিথ্যাজ্ঞানজন্য বিভাগশক্তির অনুমান হয়। ইহাতে মুক্তদিগের পুনর্ব্বার উৎপত্তিপ্রসঙ্গ নিবারিত হইল, যেহেতু সম্যক্‌জ্ঞান দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়। আর যে, শেষে অপর পক্ষ

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

হথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতেতি সোঽপ্য-
ভ্যুপগমাদেব প্রতিবিদ্ধঃ তস্মাৎ সমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনং ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষে চৈতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষা প্রাদুঃস্যুঃ কথমিত্যুচ্যতে
যত্তাবদভিহিতং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগদ্ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি সমানমেতচ্ছব্দা-
দিহীনাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ অতএব চ বিল-
ক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাদসমানঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ তথাঽ-
পীতৌ কার্য্যস্য কারণাবিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎ প্রসঙ্গোঽপি সমানঃ তথা
মৃদিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষ্বপীতাববিভাগাত্মতাং গতেষ্বিদমস্য পুরুষ-
স্যোপাদানমিদমস্যেতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতি পুরুষং যে নয়িতা ভেদা ন
তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তুং শক্যন্তে কারণাভাবাৎ বিনৈব চ কার-
ণেন নিয়মেঽভ্যুপগম্যমানে কারণাভাবসামান্যাৎ মুক্তানামপি পুনর্ব্বন্ধ-

উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনাশকালে এই জগৎ বিভক্ত হইয়াও
পরব্রহ্মেতে অবস্থিত হয়, ইহারও স্বীকার মাত্রে প্রতিষেধ করা যায়,
অতএব এই উপনিষদ দর্শনের সর্ব্বসামঞ্জস্য হইল ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত দোষসকল স্বপক্ষে সাধারণ দোষ বলিয়া প্রতিভাত হই-
তেছে, তবে কিরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৈলক্ষণ্যহেতু এই জগৎ
ব্রহ্ম প্রকৃতিক নহে, বরং শব্দাদি হীনতাপ্রযুক্ত প্রধান প্রকৃতিক হইতে
পারে, যেহেতু প্রধান হইতে শব্দাদিমান্ জগতের উৎপত্তি স্বীকার আছে,
অতএব বিলক্ষণ কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ কার্য্যবাদ-
প্রসঙ্গ সমান হইতেছে, এইরূপ প্রলয়কালেও কার্য্যকারণের অবিভাগ
স্বীকারহেতু পূর্ব্ববৎ অসৎকার্য্যবাদ প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। আর সর্ব্ববিশেষাপ-
গমরূপ বিকারে এবং প্রলয়ে কোন বিভাগ না থাকিলেও ইহা এই পুরু-
ষের উপাদান এবং এই ভোগ্যবস্তু ইহার কার্য্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে এইরূপ
যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, কারণাভাববশতঃ উৎপত্তি হইলে তাহাও নিয়ম
করা যায় না। কারণব্যতিরেকে নিয়ম স্বীকার করিলে কারণাভাবহেতু

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ॥ ১১॥

প্রসঙ্গঃ। অথ কেচিত্তেদা অপীতাববিভাগমাপদ্যন্তে কেচিন্নেতি চেৎ যে নাপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতীত্যেবমেতে দোষাঃ সাধারণত্বান্নান্যতরস্মিন্ চোদয়িতব্যা ভবন্তীত্যদোষতা মেবৈষাং দ্রঢ়য়তি অবশ্যাশ্রয়িতব্যত্বাৎ॥ ১০॥

ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ তথা হি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ। অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্যান্যস্য বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়েত এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিল-

---

ক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার বন্ধপ্রসঙ্গ হয়। আর যদি বল, নাশকালে কোন কোন প্রকার ভেদ থাকে ও কোন কোন ভেদ থাকে না, তাহা হইলে যাহা বিনাশ পায় নাই, তাহা প্রধানের কার্য্য নহে, এইরূপ সাধারণ ভাব অন্য পক্ষে বলা যায় না, এইরূপে নির্দ্দোষতাই দৃঢ়ীভূত হইয়াছে॥ ১০॥

কেবল তর্কদ্বারা আগমগম্য অর্থ খণ্ডন করা যায় না, বিশেষত যে আগমার্থ বিরুদ্ধ এবং কেবল পুরুষোৎপ্রেক্ষা মাত্রই যাহার মূল, সেই আদরণীয় নহে, যেহেতু উৎপ্রেক্ষার কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ পুরুষের বৈরূপ্য প্রযুক্ত এক ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক যে তর্ক স্থাপন করে, অন্য নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করে, পুনর্ব্বার যদি ঐ তর্কের স্থাপনে যুক্তি দেখাইতে পারে, তাহা হইলেও অপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন বুদ্ধিকৌশলে যুক্তিদ্বারা সেই তর্কের অযৌক্তিকতা সম্পাদন করিতে পারে, এইরূপে তর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। আর

কণভুক্‌প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ। অথোচ্যেতান্যথা বয়মনু-
মাস্যামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি
শক্যতে বক্তুং এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠা-
প্যতে। কেষাঞ্চিৎ তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনান্যেষামপি তজ্জাতীয়কানাং
তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্ব্বলোকব্যবহারো-
চ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হ্যনাগতেঽপ্যধ্বনি সুখদুঃখ-
প্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে। শ্রুত্যর্থেবিপ্রতিপত্তৌ
চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ
ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবমেব মন্যতে"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ॥ ইতি "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ
বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি চ

যদি কোন প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য ব্যক্তির, কপিলের অথবা অন্য কোন প্রখ্যাত
নামা ব্যক্তির সম্মত তর্ক গ্রহণ করা যায় বল, তাহা হইলেও তর্কের অপ্র
তিষ্ঠাই জানা যায়, কারণ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য বলিয়া অভিমত কপিল কণা
প্রভৃতিরও পরস্পর মতের অনৈক্য দেখা যায়, আর যদি বলি, আম
ইহাই অনুমান করিতেছি যে, তর্কের অপ্রতিষ্ঠাদোষ হইতে পারে ন
কারণ প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই, ইহাও বলা যায় না, ইহাতেও তর্কদ্বারাই ত
প্রতিষ্ঠা হইতেছে। কারণ কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দর্শনে তজ্জ
তীয় অন্যান্য তর্কেরও অপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করা যায়, বাস্তবিক সর্ব্ব তর্কে
অপ্রতিষ্ঠাতে সর্ব্বলোকব্যবহারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু লোক সকল
সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারার্থ অতীত ও বর্ত্তমান পন্থাক্রমেই অনা
পন্থাতে বর্ত্তমান দেখা যায়। আর শ্রুত্যর্থের বিরোধেও অনর্থ নি
করণ দ্বারা যে সম্যগর্থের নির্দ্ধারণ হয়, তাহাও বাক্যবৃত্তি নিরূপণ
তর্কদ্বারাই সম্পন্ন করা যায়। মনুও ইহাই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম বুদ্ধির ত
লাষী ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র প্রণয়ন ক
ছেন, মনু আর বলিয়াছেন যে, যিনি বেদের অবিরোধী তর্কদ্বারা
প্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জা

চ ব্রুবন্। অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কারো যদপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম এবং হি সাবদ্য-তর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যস্তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি। ন হি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যং ইতি কিঞ্চিদস্তি প্রমাণং তস্মান্ন তর্কা-প্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। যদ্যপি কচিদ্বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বমুপলক্ষ্যতে তথাপি প্রকৃতে তাবদ্বিষয়ে প্রসজ্যত এবা-প্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনির্মোক্ষস্তর্কস্য ন হীদমতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তি-নিবন্ধনমাগমমন্তরেণোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যং রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরো লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিত্যবোচাম। অপি চ সম্যগ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ তচ্চ সম্যক্ জ্ঞানমেকরূপং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাঽগ্নিরুষ্ণ ইতি তত্রৈবং সতি সম্যগ্জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিরনুপপন্না তর্কজ্ঞানানান্তু অন্যোন্য-

---

পারেন, তদ্ভিন্ন কেহ ধর্ম্ম জানেন না। বাস্তবিক তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠা, তাহাই তর্কের অলঙ্কার বলিয়া জানিবে, আর নিন্দিত তর্কের পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিন্দিত তর্কই গ্রাহ্য হইয়া থাকে, আর পূর্ব্বজাত ব্যক্তি মূঢ় ছিল বলিয়াই যে, স্বয়ং মূঢ় হইবে, এমন কোন প্রমাণ নাই। অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষাবহ নহে, ইহা বলিলে অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, আর যদি কোন বিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষিত হয়, তথাপি প্রকৃত বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠাদোষহেতু তর্কের অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, ইহার ভাবযাথাত্ম্য অতি গম্ভীর, তাহা মুক্তিনিবন্ধন আগম ব্যতিরেকে উৎপ্রেক্ষা করা যায় না। বস্তুত এই বিষয় প্রত্যক্ষগোচর নহে, বা লিঙ্গদর্শনাদির অভাব হেতু অনুমানসিদ্ধও নহে, পরন্তু সম্যক্জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়, ইহাই সর্ব্ব মোক্ষবাদীরা স্বীকার করেন। আর বস্তুর তন্ত্রতাপ্রযুক্ত সেই সম্যক্ জ্ঞানও একরূপ, অর্থাৎ একরূপে অবস্থিত যে অর্থ, তাহাই পরমার্থ বলিয়া জানা যায়, সেই পরমার্থবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই সম্যক্জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, যেমন "অগ্নি উষ্ণ" ইহাই সম্যক্জ্ঞান। এইরূপ যদি পুরু-ষের সম্যক্জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আর কোন বিরোধ থাকে না, কিন্তু

বিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদ্ধি কেনচিত্তার্কিকেণেদমেব সম্যক্‌-জ্ঞানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোঽপরেণ ব্যুত্থাপ্যত ইতি চ প্রসিদ্ধং লোকে কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্‌জ্ঞানং ভবেৎ। ন চ প্রধানবাদো তর্কবিদামুত্তম ইতি সর্ব্বৈস্তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতি-পদ্যেমহি। ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপ-পত্তেঃ তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্‌ত্বং অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈঃ অপহ্নোতুমশক্যং অতঃ সিদ্ধমস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্‌-জ্ঞানত্বং অতোঽন্যত্র সম্যগ্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষ এব প্রস-

---

পরস্পর বিরোধহেতু তর্কজ্ঞানের বিপ্রতিপত্তি প্রসিদ্ধই আছে, আর কোন তার্কিক, ইহাই সম্যক জ্ঞান, এই বলিয়া যাহা স্থাপন করেন, অন্য তার্কিক তাহা খণ্ডন করিয়া দেয় এবং পরবর্ত্তী তার্কিক যাহা স্থাপন করেন, অপর তার্কিক তাহার অন্যথা করিয়া উঠায়, ইহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে; সুতরাং একপ্রকার তর্কলভ্যার্থ অনবস্থিত হইলে তাহাকে কিরূপে সম্যক্‌-জ্ঞান বলা যাইতে পারে ? আর যাহারা প্রধানবাদী, তাহারাও যে তার্কিক-দিগের মধ্যে উত্তম, ইহা সর্ব্ব তার্কিকেরা গ্রহণ করে না, যাহাতে তদীয় মতকে সম্যক্‌জ্ঞান বলিয়া জানা যাইতে পারে এবং অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান তার্কিকেরা একদেশে ও এককালে সকল সমাহরণ করিতে পারে না, যাহাতে একরূপ ও একবিষয়ক উক্ত জ্ঞানকে সম্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কারণ বেদের নিত্যতা বিষয়ও বিজ্ঞানোৎপত্তির-হেতুতা সিদ্ধ হইলেই ব্যবস্থিতার্থ বিষয়ের উপপত্তি হয়। আর বেদজনিত জ্ঞানই সম্যক্‌জ্ঞান, তাহা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সর্ব্ব তার্কিকেই স্বীকার না করিয়া পারেন না। অতএব ঔপনিষদ জ্ঞানই যে সম্যকজ্ঞান, তাহা সিদ্ধ হইল; সুতরাং তদ্ভিন্ন জ্ঞানকে সম্যক্‌জ্ঞান বলা যায় না, তাহা হইলে সংসারমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়। অতএব আগম ও আগমানু

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

স্মাত অত আগমবশেনাগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥

বৈদিকস্য দর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিচ্ছিষ্টৈঃ কেনচিদংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্ব্যপাশ্রিত্য যস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেষূদ্ভাবিতঃ ইদানীমণ্বাদিবাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিন্মন্দমতিভির্ব্বেদান্তবাক্যেষু পুনস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ আশঙ্ক্যতে ইত্যতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি পরিগৃহ্যন্ত ইতি পরিগ্রহাঃ ন পরিগ্রহা অপরিগ্রহাঃ শিষ্টানামপরিগ্রহাঃ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ এতেন প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টৈর্ম্মনুব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিদপ্যংশেনাপরিগৃহীতা যেঽণ্বাদিকারণবাদাস্তেঽপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যাঃ তুল্যত্বাৎ নিরাকরণকারণস্য নাত্র পুনরাশঙ্কিতব্যং কিঞ্চিদস্তি। তুল্যমত্রাপি পরম-

---

সারী তর্কবলে চেতন ব্রহ্মই যে জগতের কারণ ও প্রকৃতি, ইহা সিদ্ধ হইল। ১১ ॥

বৈদিকদর্শনের প্রত্যাসন্নতাবশতঃ ও গুরুতর তর্কবলে কোন কোন বেদান্তানুসারী শিষ্টতার্কিকেরা কোন অংশে পরিগৃহীত প্রধান কারণবাদ আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এইক্ষণ মনুপ্রভৃতির বাক্য আশ্রয় করিয়া কোন কোন মন্দমতিরা পুনর্ব্বার বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের আশঙ্কা করেন, তাহার নিরাসার্থ বলিতেছেন। ইহাতে যাহা শিষ্টগণ গ্রহণ করেন না, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ প্রধান কারণবাদের নিরাসদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, মনুবেদব্যাস প্রভৃতি শিষ্টগণ কোন অংশেও যে সূক্ষ্মকারণবাদ স্বীকার করেন নাই, তাহা নিরাকৃত হইল, এই নিরাকরণের যে কারণ, তাহাতে আশঙ্কামাত্র নাই, অর্থাৎ পরম গম্ভীর, জগৎ কারণের তর্কানবগ্রাহ্যত্ব, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা, অন্যথানুমানে অবি-

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

গম্ভীরস্য জগৎকারণস্য তর্কানবগাহ্যত্বং তর্কস্যচাপ্রতিষ্ঠিতত্বমন্যথানুমানেঽপ্যবিমোক্ষ আগমবিরোধশ্চেত্যেবং জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥ ১২।

অন্যথা পুনর্ব্রহ্মকারণবাদস্তর্কবলেনেবাক্ষিপ্যতে। য অপি শ্রুতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারেঽন্যপরা ভবিতুমর্হতি যথা মন্ত্রার্থবাদৌ তর্কোঽপি হি স্ববিষয়াদন্যত্রাপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ যথা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ। কিমতো যদ্যেবং অত ইদময়ুক্তং যৎপ্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধার্থবাধনং শ্রুতেঃ কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধোঽর্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যত ইতি অত্রোচ্যতে প্রসিদ্ধোঽহ্যয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ লোকে ভোক্তা চ চেতনঃ শারীরঃ ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি। যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ ভোগ্য ওদন ইতি তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবমাপদ্যেত ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবং আপদ্যেত তয়োশ্চেতরেতরভাবা-

---

মোক্ষ এবং আগমবিরোধ ইত্যাদি কারণেই সূক্ষ্মকারণবাদাদি নিরাকৃত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

যদিও শ্রুতি স্ববিষয়েই প্রমাণ হউক, তথাপি প্রমাণান্তরদ্বারা বিষয় পরিগ্রহে সেই শ্রুতি অন্যপর হইতে পারে, যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ স্ববিষয়ের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ তর্কও স্ববিষয়ভিন্নে অপ্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতুপ্রদর্শন অযুক্ত হইতেছে, প্রামাণান্তরদ্বারা যে শ্রুতির প্রসিদ্ধার্থবাধ, তাহা উচিত হইতেছে না। তবে কিরূপে প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থ শ্রুতিদ্বারা বাধিত হইতে পারে? ইহাতে বলা যায় যে, এইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে, লোকে চেতন শারীরজীবই ভোক্তা এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ্য, এইরূপ বিভাগ দেখা যায়। যেমন দেবদত্ত ভোক্তা ও অন্নাদিভোগ্য, সেইরূপ শারীরজীব ভোক্তা ও শব্দাদিভোগ্য। এইক্ষণ সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগাভাবপ্রসঙ্গ হইল। যদি ভোক্তা ভোগ্যভাব এবং ভোগ্য ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরম কারণ ব্রহ্মের অন্যান্যতা

পত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্। যথাত্বদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্ব্বিভাগো দৃষ্টঃ তথাতীতানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্চোদয়েৎ তং প্রতি ব্রূয়াৎ স্যাল্লোকবদিতি উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথা হি সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণবীচীতরঙ্গবুদ্বুদাদীনাং ইতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনাং ইতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি ন চৈষামিতরেতরভাবানুপপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোঽনন্যত্বং ভবতি এবমিহাপি ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োরিতরেতরভাবাপত্তিঃ ন চ পরস্মাদ্ব্রহ্মণোঽন্যত্বমিতি ভবিষ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

হেতু অন্যোন্যভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, অতএব প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা যুক্ত হয় না; সুতরাং যেমন বর্ত্তমানে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ দেখা যায়, সেইরূপ অতীত ও অনাগতেও ঐরূপ বিভাগ কল্পনা করা কর্ত্তব্য, অতএব প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গহেতু ব্রহ্মের কারণভাবাবধারণ অযুক্ত হইতেছে, যদি এইরূপ কেহ বলেন, তাহা হইলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, লোকদৃষ্টত্বহেতু আমাদিগের পক্ষেও উক্ত বিভাগ উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে যে জল আছে, তাহার ভেদ না থাকিলে সেই জলের স্ববিকারীভূত ফেণ, তরঙ্গ ও বুদ্বুদের পরস্পর বিভাগ আছে এবং তাহাদিগের পরস্পর আলিঙ্গন স্বরূপ ব্যবহার উপলব্ধ হয়। পরন্তু উদকময় সমুদ্রের ভেদ না থাকিলে তদ্বিকারীভূত ফেণ, বুদ্বুদ ও তরঙ্গের পরস্পরভাবাপত্তি হইতে পারে না, আর ইহাদিগের পরস্পর ভাবের অনুপপত্তি হইলেও তাহা সমুদ্রভিন্ন নহে, এই স্থলেও এইরূপ জানিবে। আর ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর অভাবাপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ এই জগৎও পরব্রহ্মের অন্য নহে। যদিও ব্রহ্মের বিকার নহে, যেহেতু "ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ তথাপি কার্য্যমনুপ্রবিষ্টস্যাস্তি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ আকাশস্যেব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি যস্মাৎ তয়োঃকার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ কারণং পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যস্যাবগম্যতে কুতঃ আরম্ভাশব্দাদিভ্যঃ। আরম্ভণশব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে "যথা সোম্যৈকেন মৃৎ-

---

করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিকৃত স্রষ্টা ব্রহ্মেরই কার্য্যেতে অনুপ্রবেশপ্রযুক্ত ভোক্তৃত্বশ্রবণ আছে, তথাপি কার্য্যানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের কার্য্যোপাধিনিমিত্ত বিভাগ আছে, যেমন ঘটাদি উপাধি ভেদে আকাশের বিভাগ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও কার্য্যনিমিত্ত বিভাগ জানিবে, এতএব পরমব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ না থাকিলেও সমুদ্রতরঙ্গাদি ন্যায়ে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত সমাধান করিতেছেন, পূর্ব্ববৎ ব্যাবহারিক ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণ বিভাগ স্বীকারপূর্ব্বক একরূপ পরিহার কথিত হইয়াছে, উহা প্রকৃত বিভাগ নহে, যেহেতু কার্য্যকারণরূপ ভোগ্য ও ভোক্তার অভেদ স্বীকার আছে, এই বহু প্রপঞ্চ জগৎ কার্য্য এবং পরংব্রহ্ম কারণ, সেই কারণ হইতে কার্য্যেতে প্রকৃত অভেদই আছে, পরন্তু ব্যতিরেকরূপে অভেদ জানা যায়, যেহেতু উক্ত কার্য্যেতে আরম্ভাদি শব্দ প্রয়োগ আছে, অর্থাৎ এক বিজ্ঞান হইলে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দৃষ্টান্তাপেক্ষায় আরম্ভণশব্দ কথিত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে হে সৌম্য! একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড জানিতে পারিলেই সর্ব্ব মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞা

পিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং” ইতি। এতদুক্তং ভবতি একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এবং ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে। পুনশ্চ তেজোঽবন্নানাং ব্রহ্মকার্য্যতামুক্ত্বা তেজোঽবন্নকার্য্যাণাং তেজোঽবন্নব্যতিরেকেণাভাবং ব্রবীতি “অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং ইত্যাদিনা। আরম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যাদিশব্দাৎ “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং” “তৎসত্যং স আত্মা” “তত্ত্বমসি” “ইদং সর্ব্বং যদয়-

---

গতি হইতে পারে। ঘটাদি সমুদায়ই বিকার, উহাদিগের নাম বাক্য মাত্রেই থাকে, এ সমুদায়ই মৃত্তিকা। এইক্ষণ ইহাই উক্ত হইল যে, একটি মৃত্তিকা পিণ্ডকে যথার্থ রূপে মৃত্তিকা বলিয়া জানিতে পারিলেই ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃণ্ময়বস্তুই মৃৎস্বরূপের অবিশেষহেতু বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু উহাদিগের নাম কেবল বাক্য মাত্রে আরম্ভ হয়, অর্থাৎ ঘট, শরাবাদি ঐ মৃত্তিকার বিকার, ইহা মৃত্তিকা ভিন্ন নহে, পরন্তু বস্তুর বিকারও নহে, কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম মাত্র, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য। এইরূপ ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত আছে, তাহাতে শ্রুত বাচারম্ভণ শব্দের দার্ষ্টান্তিকেও ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যসমূহের অভাব জানা যায়। পুনর্ব্বার তেজ, জল ও অন্নের ব্রহ্মকার্য্যতা বলিয়া সেই কার্য্যভূত তেজ, জল ও অন্নের তেজ, জল ও অন্ন ব্যতিরেকে অভাব বলিয়াছেন, অর্থাৎ অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হয়, অগ্নি এই নামটী কেবল বাক্য মাত্র জানিবে, তিনটী রূপ মাত্র সত্য, ইত্যাদি রূপে উক্ত আছে, আর “আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ” এই আদি শব্দ প্রযুক্ত আছে। “এই সমুদায়ই আত্মস্বরূপ” “যিনি আত্মা তিনিই সত্য” “তুমিই সেই ব্রহ্ম’’ “এই যে আত্মা, তাহাই সর্ব্বময়” “সর্ব্ব জগৎই ব্রহ্ম-

মাত্মা" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যেবমাদ্যপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্ত্তব্যম্। ন চান্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে তস্মাদ্যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বং যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্। নন্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখঃ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং শাখা ইতি চ নানাত্বং যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং ফেণতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বংযথা চ মৃদাত্মনা একত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যত ইতি এবং চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তীতি। নৈবং স্যান্মৃত্তিকেত্যেব

স্বরূপ" "আত্মাই সর্ব্বময়" "আত্মা ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপর বচনের উদাহরণ দেখা যায়, অন্যথা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় না। অতএব যেমন ঘটাকাশাদি মহাকাশ হইতে অন্য এবং যেমন মরীচিকাতে যে জল দর্শন হয়, তাহা সেই ঊষরভূমি হইতে অন্য, যেহেতু উহাদিগের স্বরূপ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ভোগ্য ও ভোক্ত্রাদি লক্ষণ প্রপঞ্চ জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অভাব হয়, ইহা দেখা যায়। আর ব্রহ্ম অনেকাত্মক, অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ অনেক শাখাবিশিষ্ট, সেইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তি ও অনেক প্রবৃত্তিযুক্ত। অতএব ব্রহ্মের একত্ব ও অনেকত্ব উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষ এক ও শাখা অনেক এবং যেমন সমুদ্র এক ও ফেণ তরঙ্গাদি অনেক, আর মৃত্তিকা এক ও ঘটশরাবাদি অনেক। ইহাতে ব্রহ্মের একত্বাংশে মোক্ষ ব্যবহার সিদ্ধ আছে ও নানাত্বাংশে কর্ম্ম কাণ্ডাশ্রয় লৌকিক ব্যবহার হয়, এইরূপ মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতেছে, কেবল মৃত্তিকাই সত্য, ইহা সম্ভব হইতেছে না, কারণ প্রকৃতি মাত্রের দৃষ্টান্তসত্যতায় অবধারণ এবং বাচারম্ভণ শব্দদ্বারা বিকার সমূহের মিথ্যাত্ব কথন আছে। আর দার্ষ্টান্তিকেও "ঐতদাত্ম্য-

সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ। বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকেঽপি, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যমিতি চ পরমকারণস্যৈবৈকস্য সত্যত্বাবধারণাৎ। স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হ্যেতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে ন যত্নান্তরপ্রসাধ্যম্। অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎ প্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশোঽপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্। ন চায়ং ব্যবহারাভাবোঽবস্থাবিশেষনিবদ্ধোঽভিধীয়ত ইতি যুক্তং বক্তুম্। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্যানবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষং দর্শয়ন্নেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্।

মিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমিত্যাদি শ্রুতি একমাত্র পরম কারণ অদ্বয় ব্রহ্মেরই সত্যত্বাবধারণ করিতেছে। "স আত্মা তত্ত্বমসি" শ্বেতকেতো ইত্যাদি শ্রুতি ও শরীরস্থিত জীবেরই ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে। শরীরস্থ জীবের ব্রহ্মভাব স্বতঃসিদ্ধই প্রসিদ্ধ আছে, ইহা জন্য নহে। (অর্থাৎ ইহা যত্নান্তর সাধ্য নহে) অতএব এই শাস্ত্র স্বীকৃত ব্রহ্মভাব স্বভাবসিদ্ধ শরীরাত্মবাদের বাধা জন্মাইতেছে। যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুবুদ্ধির বাধক হয়। সুতরাং শরীরাত্ম তত্ত্ব বাধিত হইলে তদাশ্রয় সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার বাধিত হইল। যাহার উপপত্তির নিমিত্ত নানাত্বাংশে অপর ব্রহ্মভাব কল্পনা করিতে হইত। শ্রুতিও ইহাই দেখাইতেছেন যে, যখন এসমস্ত পদার্থই আত্মস্বরূপ প্রতিপন্ন হইবে, তখন কোন্‌ব্যক্তি কিপ্রকারে কাহাকে দেখিবে। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্মদর্শিব্যক্তির ক্রিয়াকারক লক্ষণ লৌকিক যাবতীয় ব্যবহারাভাবই দৃষ্টহয়। এক্ষেত্রে এপ্রকারও বলা যায় না যে এই প্রকার ব্যবহারাভাব অবস্থা বিশেষের দ্বারাই হইয়া থাকে। যেহেতু—"তত্ত্বযথার্থ" এই শ্রুতিতে ঈদৃশ ব্যবহারাভাবই যথার্থ। ইহা কোনও অবস্থা বিশেষ জন্য নহে। তস্কর দৃষ্টান্ত উপন্যাস দ্বারা

উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুরনৃতাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্নেতদেব দর্শয়তি। ন চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যুপপদ্যতে। সম্যগ্‌জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিন্মিথ্যা-জ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেনানভ্যুপগমাৎ। উভয়স্য সত্যতায়াং হি কথমেকত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানমপনুদ্যত ইত্যুচ্যতে। নন্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্ব্বিষয়ত্বাৎ স্থাণ্বাদিষ্বিব পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাঽপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহ-ন্যেত, মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্বমুপপদ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে। নৈষ দোষঃ। সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ

শ্রুতি মিথ্যাবাদীর বন্ধন ও সত্যবাদীর মুক্তি বলায় স্পষ্টতই বুঝা যায় যে নানাত্বই মিথ্যাবিজৃম্ভিত এবং একত্বই সত্য। যদি নানাত্ব এবং একত্ব এই উভয়ই সত্য হইবে তাহা হইলে ভেদদর্শীকে শ্রুতি মিথ্যাভিসন্ধ বলেন কেন? "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এই শ্রুতি বাক্যেও ভেদদর্শনের নিন্দাই প্রকাশ পায়। এবং একেরই সত্যতা বুঝা যায়। জ্ঞানের প্রতিমুক্তির কারণতা ভেদাভেদমতেই উপপত্তি হয়। যেহেতু যথার্থজ্ঞাননাশ্য কোনও অপরমার্থিক জ্ঞানই সংসার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। ইহা তাহারা স্বীকার করেন না। একত্ব জ্ঞানই বহুত্ব জ্ঞানের বিনাশী, উভয় সত্যবাদী এইরূপও বলিতে পারেন না। কারণ, তাহাদের মতে নানাত্ব জ্ঞানও সত্য স্বরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, আত্যন্তিক একত্ব স্বীকৃত হইলে নানাত্ব জ্ঞান বিনাশ পায়। নানাত্ব বোধ অপহৃত হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও মিথ্যাভিব্যঞ্জক বলিয়া মিথ্যা হইয়া পড়ে। যেমন স্থাণুতে মনুষ্যজ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান তদ্বৎ অসত্যে সত্যজ্ঞান ভ্রমাত্মক। এবং বিধিও (প্রবর্ত্তকবাক্য) নিষেধ (নিবর্ত্তক বাক্য) পরস্পর ভেদসাপেক্ষ। সুতরাং ভেদ বুদ্ধি না থাকিলে এতদুভয়েই অনুপপত্তি হয়। মোক্ষশাস্ত্রও ভেদ সাপেক্ষ। গুরু শিষ্য প্রভৃতি শব্দ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বাচক। ভেদজ্ঞান অসিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষ শাস্ত্রের ও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায়। যদি বল মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা

সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যবহারস্যেব-প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্ব-প্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে। বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ। ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি তদ্বৎ। কথং ত্বসত্যেন বেদান্ত-বাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিরুপপদ্যেত, ন হি রজ্জুসর্পেণ দষ্টো ম্রিয়তে,

---

তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্র প্রতিপাদিত একাত্মবাদ ও মিথ্যা এই কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি একত্বের সত্যতার প্রমাণ দেওয়া যায় তাহা হইলে আদৌ এই সমস্ত আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে না। কেন না ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই যাবতীয় ব্যবহারিক সত্য-তার উপপত্তি হইয়া থাকে। যেমন প্রজাগরের পূর্ব্বে স্বাপ্নিক ব্যবহার সত্য-বলিয়া অনুমিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করা যায়। যাবৎ সময় একাত্মবাদের উপপত্তি না হয় এতাবৎ কাল কোনও প্রাণীর প্রমান, প্রমেয়, ফল ইত্যাদি বিষয়ে এবং অন্যং ব্যবহারিক বিষয়েও মিথ্যাজ্ঞান হইয়া থাকে। জাগতিক সমস্ত প্রাণীই ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বস্ব ব্রহ্মভাব বিস্মৃত হইয়া অবিদ্যা কল্পিত বিকার সমূহকে আমি বা আমার এই প্রকার জল্পনা করিয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের প্রাক্‌কালেই বৈদিক বা লৌকিক ব্যবহার উপপত্তি হইতে পারে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থা হইতে মনুষ্য যতক্ষণ না চেতন পায় তাবৎ কালই স্বপ্নদৃশ্যমান পদার্থগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা প্রমাজ্ঞান নহে। সেইরূপ আত্মজ্ঞানোদয়ের প্রাক্কালীনই লৌকিক ব্যবহারগুলি সত্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীতিহয়। এস্থলে এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে যে মিথ্যা বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে। জীব রজ্জুসর্পের দংশনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় না বটে, এবং মৃগমরীচি কায় পান বা অবগাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না সত্য। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে

ন্যাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। শঙ্কাবিষাদিনিমিত্তমরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ। স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদক-স্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ। তৎকার্য্যমপ্যনৃতমেবেতি চেৎ ব্রূয়াৎ তত্র ব্রূমঃ। যদ্যপি-স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যমনৃতং তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলং প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ। ন হি স্বপ্নাদুত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদক-স্নানাদিকার্য্যং মিথ্যেতি মন্যমানস্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্যতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্নদৃশোঽবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদো দূষিতো বেদিতব্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"যদাকর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" ইতি

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমৃদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি। তথা প্রত্যক্ষ-দর্শনেষু কেষুচিদরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্যতীতি বিদ্যাদিত্যুক্ত্বা অথ যঃ

বেদান্তবাক্য আপ্তবাক্য না হইলেও উল্লিখিত দোষাবলীর আরোপ করা যাইতে পারে না। যেহেতু রজ্জুসর্পদংশনেও ত্রাস শঙ্কা বিষাদাদিমারাত্মক ক্রিয়া হইয়া থাকে। সুষুপ্ত্যবস্থায় পুরুষও স্বপ্নদৃষ্ট জলে বা মরীচিকায় স্নানাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বস্তুগত্যা ঐ সমস্ত ক্রিয়াই ভ্রমাত্মক; এই সমস্ত কিছুই প্রমাণ নহে এই প্রকার উত্তর দিলে, তদুত্তরে এই বক্তব্য যে, যদ্যপি স্বপ্নদর্শন কালীন সর্পদংশন অথবা জলাবগাহন প্রভৃতি তাবৎ ক্রিয়াই মিথ্যা, তথাপি তত্তৎ ক্রিয়াবগাহী জ্ঞান কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। কেননা ঐ সমস্ত জ্ঞান মিথ্যা হইলে জাগ্রদবস্থায় তাহা থাকিতে পারে না। স্বপ্নদ্রষ্টাপুমান্ সুপ্তোত্থিতের পরক্ষণে স্বপ্নকালীন ক্রিয়াকলাপ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলেও তৎসংসর্গাবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা বলে না। স্বপ্নদর্শকের স্বাপ্নিক জ্ঞান তিরোহিত হয় একথা বলা যায় না কেননা চৈতন্যাবস্থায় তাদৃশজ্ঞানের অনুবর্ত্তন হইয়া থাকে। এতদ্বারা দেহাত্মবাদীরমতও প্রত্যুক্ত হইল ইহা জানিতে হইবে।

এতদ্বিষয় শ্রুতিও দেখা যায়। যথা কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষ যদি তৎকালে স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করিয়া থাকেন তাহাহইলে তদীয় কাম্যকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। অশুভ দর্শন সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন যে যদি স্বপ্নে কোনও অনিষ্ট দেখা যায় তাহা হইলে এই স্বপ্নদ্রষ্টার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে। এই প্রকার বলিয়া,

স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তীত্যাদিনা তেনাসত্যেনৈব স্বপ্ন-দর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যত ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকেঽন্বয়ব্যতিরেক-কুশলানাং ঈদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যত ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি। তথাঽকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ। অপি চান্ত্যমিদং প্রমাণমাত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি। যথা হি লোকে যজেতেত্যুক্তে কিং কেন কথং ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতে ন চৈবং তত্ত্বমসীত্যুক্তে কিঞ্চিদন্যদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাদবগতেঃ। সতি হ্যন্যস্মিন্নবশিষ্য-মাণেঽর্থ আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ ন ত্বাত্মৈকত্বব্যতিরেকেনাবশিষ্যমাণোঽন্যোঽর্থোঽস্তি য আকাঙ্ক্ষ্যেত। ন চেয়মবগতির্নোৎপদ্যত ইতি শক্যং বক্তুং, তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ

শেষে বলিয়াছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট বিকটাকার পুরুষকে দর্শন করেন তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণবর্ণপুরুষ অচিরেই তাহাকে বিনাশ করিবে। এই প্রকার বুঝিতে হইবে। এবম্বিধ উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে অসত্য স্বপ্নও অবশ্যম্ভাবীমরণের সূচক হইয়া থাকে। এই প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এতাদৃশ ফল হয়, অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এইরূপ ফল হয়, এসকল তত্ত্ব অন্বয়ব্যতিরেক (তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা তৎ অসত্ত্বে তদসত্ত্বা অন্বয়-ব্যতিরেকসম্বন্ধ বিশেষ) নিপুণ পুরুষেরা অবগত আছেন। এবং মিথ্যা বা কাল্পনিক জ্ঞান দ্বারা অকল্পনীয় অকারাদিজ্ঞানোৎপত্তি হয় এইরূপ দেখা যায়। এতাবতা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদান্তশাস্ত্র কল্পিত হইলে ও অকল্পিত সত্যব্রহ্ম বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার ক্ষমতা আছে। এতদ্বিষয়ে আরও একটী প্রমাণ উপন্যাস করা যাইতেছে যথা একাত্মপ্রতিপাদক তত্ত্বমসিরূপ মহাবাক্যই ইহার চরমপ্রমাণ, অতঃপর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না ; অতএব কোনও প্রকার আশঙ্কার ও কথা নাই। যেমন "যজেত" প্রভৃতি বিধিবাক্যে কি নামক যজ্ঞ, কোন্ যজ্ঞ, কোন্‌দ্রব্য দ্বারা কি প্রকারে নিষ্পন্ন করিবে ইত্যাদি, যজ্ঞের নাম, যজ্ঞ সম্পাদকদ্রব্য এবং যজ্ঞনির্ব্বাহিকা প্রণালী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তদ্বৎ "তত্ত্বমসি" সেই অদ্বয়ব্রহ্ম তুমি এই বাক্যে তাদৃশী কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকেনা। অভীপ্সিত কোনও পদার্থ নাই বলিয়াই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না। অনাকাঙ্ক্ষার বিষয় এই যে সর্ব্বত্র ভাবই এতাদৃশ জ্ঞানের বিষয়। যদি আত্মা

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মান-ত্বাৎ। ন চেয়মবগতিরনর্থিকা ভ্রান্তির্ব্বেতি শক্যং বক্তুং, অবিদ্যানিবৃত্তিফল-দর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ। প্রাক্ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্ব্বঃ সত্যানৃত-ব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম। তস্মাদন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিত আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাব-কাশোঽস্তি। ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্যাভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়োঽর্থা লোকে সমধিগতা ইতি। নেত্যুচ্যতে। স বা এষ মহানজঃ, আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম, স এষ নেতি নেত্যাত্মা অস্থূলমনণু ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্ব-

ভিন্ন অন্য কোনও একটা কিছু থাকিত তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষারও উদয় হইত। যখন আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই তখন সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং সেই জ্ঞান কাহারও অপেক্ষা করেনা, সেইজ্ঞানের কোনও আকাঙ্ক্ষা ও থাকেনা সেইজ্ঞান কেবলাদ্বয়ী। অদ্বয়াত্মজ্ঞান হয় না এই রূপ বলা যাইতে পারেনা যেহেতু পিতৃরূপ দেশে শ্বেতকেতুর তাদৃশ জ্ঞান হইয়াছিল। এবং অদ্বৈত জ্ঞানোৎ-পত্তির উপায়ীভূত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বেদানুবচন প্রভৃতির বিধান পরিদৃষ্ট হয়। অদ্বৈতজ্ঞান নিরর্থক, তাহার কোনও ফলনাই অথবা তাহা ভ্রমজ্ঞান ইত্যাদিরূপে কল্পনাও করিতে পারে না। যেহেতু এইজ্ঞান জীবের অবিদ্যা বিনাশ করিয়া থাকে, এইজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিতে পারে এতাদৃশ কোনও জ্ঞানা-ন্তরও নাই। যৎ পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞানোৎপত্তি না হয় তাবৎ কালই সত্য মিথ্যা প্রভৃতি লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহার হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বপরিশেষে সমুৎপন্ন তত্ত্বমস্যাদি প্রমাণগম্য সর্ব্বাত্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর পূর্ব্বের সমস্ত ভেদবুদ্ধির বিনাশ হয়। সুতরাং তৎকালে ব্রহ্ম অনে-কাত্মক এইরূপ কল্পনাও মনে স্থান পায়না। যদি বল মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা পরিনামবাদই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রেত। যেহেতু দেখা যায় দৃষ্টান্তোপন্যস্ত সমস্ত পদার্থই পরিনামী। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে একথা সত্যনহে, যেহেতু "এই সেই আত্মা জন্মবিকারবর্জ্জিত" "আত্মা অজর, আত্মা অমর, আত্মা নিত্যমুক্ত, আত্মা ভয়রহিত, এবং আত্মাইব্রহ্ম" তিনি ইহাও নহেন তাহাওনহেন।

বর্ণনাৎ। ন হেকস্ত ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্ স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্তেতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্ত ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্যবোচাম। ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনং এবং জগদাকার-পরিণামিত্বদর্শনমপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ ফলায়াভিপ্রেয়েত প্রমাণাভাবাৎ। কূটস্থব্রহ্মাত্মত্ববিজ্ঞানাদেব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রং, স এষ নেতি নেত্যাত্মা ইত্যুপক্রম্য অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি, ইত্যেবঞ্জাতীয়কম্। তত্রৈতৎ সিদ্ধং ভবতি। ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যত্তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে। ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ। ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যত ইতি। ন হি পরিণামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবত্ত্বমাত্মনঃ ফলং স্যাদিতি বক্তুং যুক্তম্। কূটস্থ-

---

"আত্মা স্থূলনহেন সূক্ষ্ম নহেন হ্রস্বও নহেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। একই ব্রহ্মের পরিনামিত্ব ও অপরিনামিত্ব এতদুভয় প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। যদি বল স্থিতিগতি দৃষ্টান্ত দ্বারা একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-দ্বয়ের উপপত্তি করা যাইতে পরে, বস্তুত তাহাও সম্ভব হয় না কেননা ব্রহ্ম কূটস্থ, ব্রহ্মকূটস্থ হেতু তাহাতে অনেক ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারেনা। ইহাপূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রমানাভাব প্রযুক্ত একথাও বলা যায়না যে একত্ব বিজ্ঞান যেমন মুক্তির কারণ জগদাকার পরিনতি জ্ঞানও তদ্বৎ অন্যফলের হেতু। কূটস্থ ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানই শাস্ত্র প্রদর্শন করাইয়াছেন। সেই আত্মা এরূপ ও নহেন তদ্রূপ ও নহেন এই প্রকারে উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে "হে জনক! তুমি মোক্ষপদ পাইয়াছ" এই শাস্ত্রে কূটস্থাত্মবিজ্ঞান মোক্ষ হওয়া কথিত হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান শাস্ত্র দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রহ্মনিরূপণ শাস্ত্রে সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষফল সুতরাং এতৎশাস্ত্রে ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিনতির বর্ণনা বিফল। পরিনাম জ্ঞানের পৃথক ফল নাই। তাদৃশ জ্ঞান কেবল ব্রহ্মদর্শনের অঙ্গ বা উপায় স্বরূপ হইবে। ফলবৎসন্নিধানে পঠিতফলামুক্তকর্ম্ম ফলবৎকর্ম্মেরই অঙ্গীভূত ইহা বুঝিতে হইবে। জৈমিনীর এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম দর্শনে ও পরিগৃহীত হইবে।

নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নন্থ কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্তাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাবঃ ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিবাক্যেভ্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, নাচেতনাৎ প্রধানাদন্যস্মাদ্বেত্যেষোঽর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মাদ্যস্য যত ইতি। সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থৈব ন তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচ্যেত অত্যন্তমাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ব্রুবতা। শৃণু যথা নোচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। নামরূপে ব্যাকরবাণি, সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে, একং বীজং বহুধা যঃ করোতি ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। এবমবিদ্যা-

---

যখন মোক্ষ কূটস্থ নিত্য তখন আর এই রূপও বলিতে পারাযায় না যে পরিনামিত্ববিজ্ঞানদৃষ্টে আত্মার পরিনামিত্বসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মেরই পরিনতি অবস্থা এই জগৎ, এতাদৃশ সিদ্ধান্তে আত্মাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত ভিন্ন কিছু নহে। যদি বল কূটস্থ ব্রহ্মবাদীদিগের মতে একত্বই শেষ সীমা, তাহাদের মতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ একভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। সুতরাং নিযোজ্য ও নিয়োগকর্ত্তা এতদুভয়ের কিছুই নাই। এতদুভয় না থাকায় ঈশ্বরই জগৎ কারণ এতাদৃশপ্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয় তদুত্তরে বক্তব্য যে এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষই হইতে পারে না। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম অবিদ্যক নামরূপাত্মক বীজের বিকাশ সাপেক্ষ অর্থাৎ কল্পিত দ্বৈতঘটিত। "সেই আত্মা হইতেই আকাশের বিকাশ হইয়াছে" ইত্যাদি সৃষ্টিবিষয়িনী শ্রুতিদ্বারা জানা যায়, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইয়া থাকে। অচেতনপ্রধান পরিমাণুপুঞ্জ হইতে এই সমস্তের সম্ভব হয় না। এবম্বিধ তত্ত্ব "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এইসূত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে প্রতিজ্ঞা ঐ ঈশ্বর কারণ প্রতিজ্ঞাসূত্রে কৃত হইয়াছে সেইপ্রতিজ্ঞা এখানেও ঠিক আছে, কিছুমাত্র ব্যতি-

কৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধিঃ স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসজ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। তথা চোক্তম্—যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা ইতি যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদি চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ, তথেশ্বরগীতাস্বপি—

ক্রম ঘটে নাই। একটী বাক্য ও তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয় নাই। যখন আত্যন্তিক একত্ব বলা হইয়াছে তখন কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ যাহা সত্য বা মিথ্যা কর্তৃক নিরূপিত হয় নাই। যাহাকে অস্তি নাস্তি কোনও রূপেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত। সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বরাশ্রিত অনির্ব্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া শক্তি ও প্রকৃতি নামে কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বর সেই উভয় পদার্থ হইতেই ভিন্ন। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা, আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক, যিনি নামরূপভিন্ন এবং নামরূপের নির্ব্বাহক তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য। "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন আমি নামরূপে বিকার প্রাপ্ত হইব সেই ব্রহ্মই সমুদয় রূপের কল্পনা ও সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক সকলের নামধারণ করত বিদ্যমান আছেন। যে ব্রহ্ম একমাত্র বীজকেই বহুপ্রকার করিয়াছেন" ইত্যাদি। সেই অবিদ্যোপাধ্যুপহিত ঈশ্বরই ব্রহ্ম। একমাত্র আকাশই যেমন ঘটপটাদি উপাধি-উপহিত তদ্বৎ। ঈশ্বর আপনার আত্মভূত ঘটাকাশাদি স্থানীয় অবিদ্যা কর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপদ্বারা নির্ম্মিত কার্য্যকারণসমষ্টিস্বরূপ উপাধিতে অনুরক্ত জীবনামক বিজ্ঞানাত্মবাদিগণকে নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালিত করিতেছেন। উক্ত প্রকার অবিদ্যকোপাধির পরিচ্ছেদ অনুসারে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব কিন্তু পরমার্থদর্শনে এক বা অদ্বিতীয়। তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি হইলে নিরুপাধি হয় সুতরাং পরমার্থদর্শনে পরমাত্মার নিয়ম্য নিয়ামকতা

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"॥ ইতি

পরমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াস্তূক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় ইতি। তথেশ্বরগীতাস্বপি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"॥ ইতি

ও সার্ব্বভৌমিকতা প্রভৃতি কোনও রূপ ভেদব্যবহার থাকিতেই পারে না। তাহার উপপত্তি ও হয় না। এ বিষয়ে এতাদৃশী শ্রুতিও দেখা যায় যে জীব যখন অন্য কিছুই দেখেনা, শুনিতে পায়না, এমন কি অন্য কিছুই জানেনা, তখনই জীব ব্রহ্ম হয়। যখন এসমুদায় তাহার আত্মা হয়, আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই দেখেনা অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম বিনিবৃত্তিন্যায় আত্মাতে জগৎ-ভ্রম বিদূরিত হয়; তখন কে কাহারদ্বারা কোন পদার্থ দেখিবে? এই রূপে পারমার্থিক পরিণতাবস্থায় ব্যাহ্যিক ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাই বেদান্তশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরগীতাতে ও পরমার্থাবস্থায় নিযোজ্যনিযোজকভাবনাই এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা প্রভু লোকের নিমিত্ত কর্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। কর্ম্মজন্যফলভোগাদি তিনি সৃষ্টি করেন নাই। এক মাত্র প্রকৃতিই এই সমস্ত করিয়া থাকে। পরমাত্মা কখনও কাহারও সুকৃতি (পুণ্য) বা দুষ্কৃতি (পাপ) গ্রহণকরেন না। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আবৃত থাকাতেই জন্তুগণমোহিত হইতেছে। যতক্ষণ জীব ব্যবহারাবস্থায়ই থাকে, পারমার্থিক অবস্থায় পরিণত না হয়, তত দিনই জীবের ব্যবহারোপপত্তি হয়। ব্যবহারকালেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—ইনিই সমস্তের ঈশ্বর, ইনিই ভূতসমূহের অধিপতি, ইনিই ভূতসমষ্টির পালক, এবং ইনিই লোকের সেতুর ন্যায় বিধারক, নিয়মপরিপাটীর মর্য্যাদাস্বরূপ। ভগবদ্গীতায় ও উক্ত হইয়াছে যে "হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সমুদায় প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিত আছেন। এবং মায়া দ্বারা

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু স্যাল্লোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য-প্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সগুণোপাসনেষূপযুজ্যত ইতি ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

ইতশ্চ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎ কারণং ভাব এব কারণস্য কার্য্যমুপ-লভ্যতে। তদ্‌যথা সত্যাং মৃদি ঘট উপলভ্যতে সংসু চ তন্তুষু পটঃ। ন চ নিয়মেনাঽন্যভাবেঽন্যস্যোপলব্ধির্দৃষ্টা। ন হ্যশ্বো গোরন্যঃ সন্ গোর্ভাব এবোপ-

---

মন্ত্রৰূপ প্রাণীবর্গকে মোহিত করিতেছেন। ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস দেবও পরমার্থাভিপ্রায়েই অভেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যবহারব্যপদেশে তিনি অভিন্নতা বলেন নাই। ব্যবহারাভিপ্রায়েই লৌকিক দৃষ্টান্তোপন্যাস করতঃ পরমব্রহ্মের মহাসাগরের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াছেন। এবং সগুণ উপাসনার উপযোগী বলিয়াই কর্ম্মের প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার পরিণাম উল্লেখ করিয়াছেন। (এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত প্রাত্যহিক কর্ম্মের দ্বারা মানসশুদ্ধি করিতে হইবে। তাহাতেই উপাত্তদুরিত ক্ষয় হইবে। তদনন্তর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবে। প্রমান যথা—

"আদৌ স্ববর্ণাশ্রমকীর্ত্তিতা ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাধিত শুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্যতৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনং
সমাশ্রয়ে সদ্‌গুরুমিষ্ট সাধনে"॥

রামগীতা।

সত্বশুদ্ধিঃ জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমেনেতি শেষঃ॥

ইতি কল্পতরুঃ॥ ১৪॥

কার্য্যকারণের ঐক্যের প্রতি হেত্বন্তর প্রদর্শন করা যাইতেছে। কারণসত্বে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, কারণব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। ঘটপটাদিও তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের অথবা তন্তুসত্বেই পটের উৎপত্তি হয়। মৃত্তিকা না থাকিলে বা তন্তু না থাকিলে ঘট বা পট কিছুই হয় না।

লভ্যতে। ন চ কুলালভাব এব ঘট উপলভ্যতে সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে-হন্যত্বাৎ। নন্বন্যভাবেহপ্যন্যস্যোপলব্ধির্নিয়তা দৃশ্যতে, যথাহগ্নিভাব এব ধূমস্যেতি। নেত্যুচ্যতে। উদ্বাপিতেহপ্যগ্নৌ গোপালঘটিকাদিধারিতস্য ধূমস্য দৃশ্যমানত্বাৎ। অথ ধূমং কয়াচিদবস্থয়া বিশিংষ্যাৎ ঈদৃশো ধূমো নাসত্যগ্নৌ ভবতীতি, নৈবমপি কশ্চিদ্দোষঃ। তদ্ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ। ন চাসাবগ্নিধূময়োর্বিদ্যতে। ভাবাচ্চোপলব্ধেরিতি বা সূত্রম্। ন কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং, প্রত্যক্ষোপলব্ধের্ভাবাচ্চ তয়োরনন্যত্ব-মিত্যর্থঃ। ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বে। তদ্যথা তন্তু-সংস্থানে তন্তুব্যতিরেকেণ পটো নাম কার্য্যং নৈবোপলভ্যতে, কেবলাস্তু তন্তব আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে। তথা তন্তুষংশবোহংশুষু তদবয়বাঃ। অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লকৃষ্ণানি ত্রীণি রূপাণি ততো বায়ুমাত্রমাকাশ-

---

(ঘটোৎপত্তির প্রতি মৃত্তিকা সমবায়ি কারণ, পটোৎপত্তির প্রতি তন্তু সমবায়ি কারণ)। একপদার্থের অস্তিতাবস্থায় পদার্থান্তরের অনুপলব্ধি স্বতঃপ্রসিদ্ধ। অশ্বসন্দর্শনে যেমন গরুর উপলব্ধি হয়না, তদ্বৎ অন্যপদার্থদর্শনে অন্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। ঘটোৎপত্তির প্রতিকুলাল (কুম্ভকার) নিমিত্তকারণ হইলেও কুলালের বিদ্যমানাবস্থায় ঘটের উপলব্ধি নিয়মিতরূপ হইতে পারেনা। এক পদা-র্থের সদ্ভাবে অপর পদার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন অগ্নিলিঙ্গ সন্দর্শনে ধূমসত্ত্বা অনু-মিত হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়না, কেননা ইহা নিয়ত নহে। স্থল বিশেষে (গোপালঘটিকাদিতে) নির্ব্বানাগ্নিতেও ধূমসন্দর্শন হয়। যদি বল, ধূমস্থলবিশেষে বিশেষণবিশিষ্ট স্বীকার করিলেই উপপত্তি হয়। অগ্না-ভাবে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম থাকেনা, অগ্নি থাকিলে অবিচ্ছিন্নমূলধূমই থাকে। এক্ষেত্রে আমরাও তাহা স্বীকার্য্য বলিয়া মনে করি। কেননা ইহাতে কোনও দোষ শঙ্কা নাই। তদ্ভাবানুরক্তা বুদ্ধিকে কার্য্যকারণের অনন্যত্বে হেতু বলিয়া আমরাও বলি। কিন্তু তাদৃশী বুদ্ধি অগ্নিধূমে বিদ্যমানা থাকে না। অথবা "ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ" এইপ্রকারই সূত্র। সূত্রার্থ এই যে, কার্য্যকারণের অনন্যত্ব কেবল শাস্ত্রেকগম্য নহে। তাহা প্রত্যক্ষও উপলব্ধি হয়। তন্তুসমষ্টির যথা-যথভাবে বিন্যাস ব্যতীত বস্ত্র নামে পৃথক্ কোন কার্য্য নাই, আতানবিতান ভাবে

মাত্রঞ্চেত্যনুমেয়ম্। ততঃ পরং ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্। তত্র সর্ব্বপ্রমাণানাং নিষ্ঠামবোচাম ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং যৎকারণং প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বমবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে, সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনন্যত্বদুৎপন্নমপ্যনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যমিত্যবগম্যতে। যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্বং, অতোঽপ্যনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য ॥ ১৬ ॥

কতকগুলি সূত্রই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। তদ্বৎ সূত্রে অংশু এবং অংশুতে তদবয়বই প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কিছুই দেখা যায় না। এবম্ভূত প্রত্যক্ষোপলব্ধি দ্বারা লোহিতশুক্লকৃষ্ণাত্মকরূপত্রয়ের এবং তাহাতেই বায়ুমাত্রার ও আকাশ তন্মাত্রার অনুমান করিবে। তদন্তর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই অনুমিত হইবে। সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সর্ব্ব প্রপঞ্চের সমাপ্তিস্থানীয় ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

বক্ষ্যমাণ শ্রুতি হইতেও কার্য্যকারণের অনন্যত্ব বুঝাযায়। উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ কার্য্যের কারণে কারণাকারে থাকার উল্লেখ শ্রুতিতে আছে, এই হেতুতেও কার্য্য কারণ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়না। শ্রুতি যথা,"হে সৌম্য! এ সকল অগ্রেই বিদ্যমান ছিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত একমাত্র আত্মাই ছিল"। উল্লিখিত শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্‌শব্দবাচ্য জগতের একাধিকরণ্যের উল্লেখ থাকায় কার্য্যকারণের একতাই প্রতীতি হয়। যে পদার্থ যদাধিকরণে যদ্রূপে নাই সেই পদার্থ হইতে তাহা তদ্রূপে জন্মে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বালুকা হইতে তৈলোৎপত্তি অসম্ভব ইহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব কার্য্য যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত অভিন্ন, তদ্রূপ উৎপত্তির পরেও অভিন্নই। যেমন সর্ব্বদাই কারনীভূত ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই, সেই-

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

নন্থ কচিদসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইতি, অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ইতি চ। তস্মাদসদ্ব্যপদেশান্ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমিতি চেৎ, নেতি ব্রূমঃ। ন হ্যয়মত্যন্তাসত্ত্বাভিপ্রায়েণ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসদ্ব্যপদেশঃ। কিং তর্হি। ব্যাকৃতনামরূপত্বাদ্ধর্ম্মাদব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরম্। তেন ধর্ম্মান্তরেণায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত এব কার্য্যস্য কারণরূপেণানন্যস্য। কথমেতদবগম্যতে। বাক্যশেষাৎ। যদুপক্রমে সন্দিগ্ধার্থং বাক্যং তচ্ছেষাদেব নিশ্চীয়তে। ইহ চ তাবৎ অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইত্যসচ্ছব্দেনোপক্রমে নির্দ্দিষ্টং যৎ তদেব পুনস্তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য সদিতি বিশিনষ্টি তৎ

রূপ কার্য্যভূত জগতের ও ত্রৈকালিক সত্তার অব্যভিচার অক্ষুন্ন। যেহেতু সত্তা এক, এই হেতু কার্য্যকারণও এক ॥ ১৬ ॥

স্থলবিশেষে শ্রুতি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অবিদ্যমানতা বলিয়াছেন। যথা শ্রুতি,—"এসমুদায় পূর্ব্বে অসৎ ছিল" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকিতে পারে না, যদি এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ উপস্থিত হন এতদুত্তরে বক্তব্য, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। যেহেতু ঐ শ্রুতিতে যে অভাবপদ আছে উহা অত্যন্তাভাবপর নহে। ব্যক্ততা প্রাপ্ত নামরূপাপেক্ষা অব্যক্ত নামরূপের ব্যবহারিক বিভিন্নতার প্রতিপাদকমাত্রই ইহার অর্থ। তদনুযায়ী এবম্বিধ উল্লেখ। বস্তুত শ্রুতির অর্থ এই যে ক্রিয়াকূট উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে থাকায় কারণ হইতে পৃথক্ নহে। উৎপন্ন হইলে তাহাতে ব্যক্ততা ধর্ম্মের আগমন হয় সুতরাং তাহার ব্যবহারও ভিন্ন প্রকার হয়। জগৎ অব্যক্তছিল এই অভিপ্রায়েই "অসৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপেই এই প্রস্তাবের শেষ বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। আরম্ভবাক্য সন্দিগ্ধ হইলে বাক্যশেষদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয়। (সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ)। (অক্তাশর্করা উপদধাতি ইত্যত্র সন্দেহে তেজোবৈঘৃতামিতি দর্শনাৎ ঘৃতেনৈবাক্ত্যঞ্জনীয়া ইতি মাধবাচার্য্যঃ)। অতএব অগ্রে এসকল অসৎই ছিল এই আরম্ভক শ্রুতিতে যাহাকে "অসৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, বাক্যশেষে তাহাকেই সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। যথা "সদেবাসীৎ" যাহা অত্যন্ত অসৎ অথবা শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক তাহাতে পূর্ব্বাপর কাল সম্বন্ধ

সদাসীৎ ইতি। অসতশ্চ পূর্ব্বাপরকালাসম্বন্ধাদাসীচ্ছব্দানুপপত্তেশ্চ। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ইত্যত্রাপি তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি বাক্যশেষে বিশেষণান্নাত্যন্তাসত্ত্বম্। তস্মাৎ ধর্ম্মান্তরেণৈবায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য। নামরূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছব্দার্হং লোকে প্রসিদ্ধং, অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাদসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

যুক্তেশ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে। শব্দান্তরাচ্চ। যুক্তিস্তাবদ্বর্ণ্যতে। দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীন্যুপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভির্মৃত্তিকোপাদীয়তে, ন ঘটার্থিভিঃ ক্ষীরম্। তদসৎকার্য্যবাদেনোপপদ্যতে। অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎ-

---

কিপ্রকারে হইতে পারে? "অসদ্বা আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ পদ যে অত্যন্তাভাবপর নহে তাহা "আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন" এই বাক্যশেষ দ্বারাই নির্ণয় করা যায়। এতাবতাপ্রবন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, এই অসদ্বাদ ধর্ম্মান্তর ঘটিত। লোকপ্রসিদ্ধনামরূপী বস্তুকেই "সৎ" বলা যায়। ইতঃপূর্ব্বে ইহার স্পষ্ট কোনও নাম ছিল না সেই জন্যই শ্রুতি লৌকিক বাক্য অনুবাদ করিয়া এই সকল সৎ ছিল ইত্যাদিরূপমোপধবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। "অসদেব" এই শ্রুতিতে ইব শব্দার্থে এব শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে॥ ১৭ ॥

যুক্তি দ্বারাও কার্য্যকারণের অভিন্নতা এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের বিদ্যমানতা জানা যায়। শব্দান্তর দ্বারাও তাহা অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ যুক্তিদ্বারা কিপ্রকারে অভিন্নতা প্রমাণ করা যাইতে পারা যায় তাহাই বুঝান যাইতেছে। যাহারা দধি, ঘট কিম্বা রুচকাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে তাহারা দুগ্ধ, মৃত্তিকা এবং সুবর্ণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট উপাদানই প্রথমতঃ গ্রহণ করিয়া থাকে। যৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধিলিপ্সু মৃত্তিকা বা ঘটলিপ্সু দুগ্ধাদি গ্রহণ করে না। এবম্বিধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অসদ্বাদে সম্ভবে না। যদি কোনও রূপ বৈলক্ষণ্যই না থাকিবে তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন না হইয়া বস্তন্তরের উৎপত্তি হয় না কেন? মৃত্তিকা হইতেই বা দ্রব্যান্তরোৎপত্তি না হইয়া

পত্তেঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বস্তাসত্ত্বে কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধ্যুৎপদ্যতে ন মৃত্তিকায়াঃ, মৃত্তিকায়া এব চ ঘট উৎপদ্যতে ন ক্ষীরাৎ। অথাবিশিষ্টেঽপি প্রাগসত্ত্বে ক্ষীর এব দধ্নঃ কশ্চিদতিশয়ো ন মৃত্তিকায়াং, মৃত্তিকায়ামেব চ ঘটস্য কশ্চিদতিশয়ো ন ক্ষীর ইত্যুচ্যেত, তর্হি, অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়া অসৎকার্য্যবাদহানিঃ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিশ্চ। শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্। অপি চ কার্য্যকারণয়োর্দ্রব্যগুণাদীনাঞ্চাশ্বমহিষবদ্ভেদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যমভ্যুপগন্তব্যম্। সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধেঽভ্যু-

---

ঘটোৎপত্তি হয় কেন? দুগ্ধ হইতে ঘটোৎপত্তি না হইবার কারণ কি? যদি এই প্রকার বল যে, কার্য্য থাকা বা না থাকা নিয়মিত নহে। কারণ সম্বন্ধে সেইরূপ বিশেষ কোনও নিয়ম নাই। কেবল দধি সম্বন্ধীয় কোনও অপূর্ব্ব (যে শক্তি দ্বারা দধিই জন্মিতে পারে) দুগ্ধে থাকে ইহা মৃত্তিকায় নাই। সেইরূপ ঘটসম্বন্ধীয় অতিশয় (ঘটজনক শক্তি বিশেষ) মৃত্তিকাতেই থাকে, তাহা দুগ্ধে থাকে না। সেই নিবন্ধনই ব্যুৎক্রমে কার্য্য হইতে পারে না। এপ্রকার বলিলে নিশ্চয়ই অসৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সৎকার্য্যবাদই সংসাধিত হইবে যেহেতু প্রথমাবস্থায় কোনও এক বৈজাত্য স্বীকার করা যাইতেছে। অতিশয় শব্দের অর্থ শক্তিবিশেষ তাহা কারণকূটে অবস্থিতি পূর্ব্বক কার্য্যের নিচমন করে। যাহাতে তাদৃশী শক্তি নাই তাহা কার সামগ্রীতেও নাই। সুতরাং কার্য্যও জন্মাইতে পারে না। যদি শক্তি কার্য্য কারণ হইতে পৃথক হইত তাহাহইলে কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারিত না। অসত্ত্বের ও অনন্যত্বের কোনও বৈলক্ষণ্য না থাকা প্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য্য হইত ইহার কোনও একটা নিরূপিত নিয়ম থাকিত না। সুতরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য্য শক্তিরই স্বরূপ এই কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অশ্ব ও মহিষে যেমন অত্যন্ত পার্থক্য আছে, তদ্বৎ পার্থক্য কার্য্যে বা কারণে, তত্তৎ দ্রব্যে বা তত্তৎগুণে প্রতীতি হইতে পারে না, যেহেতু ইহাতে ভেদ বুদ্ধি জন্মে না। সেই হেতুই কার্য্য কারণের অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহারা অভেদপ্রত্যায়ক সমবায়সম্বন্ধের (অবয়বাবয়বিনোঃ ক্রিয়া ক্রিয়াবতোঃ গুণ গুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ) কল্পনা করেন তাহাদের সমবায়ি-

পগম্যমানে তস্য তস্যাঽন্যোঽন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থাপ্রসঙ্গঃ। অনভ্যু-পগম্যমানে বা বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যৈবাপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে, সংযোগোঽপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যৈব সমবায়ং সম্ব-ধ্যেত। তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং সমবায়কল্পনানর্থক্যম্। কথঞ্চ কার্য্য-মবয়বি দ্রব্যং কারণেষ্ববয়বদ্রব্যেষু বর্ত্তমানং বর্ত্তেত কিং সমস্তেষ্ববয়বেষু বর্ত্তেতোত প্রত্যবয়বম্। যদি তাবৎ সমস্তেষু বর্ত্তেত ততোঽবয়ব্যনুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসন্নিকর্ষস্যাশক্যত্বাৎ। ন হি বহুত্বং সমস্তেষাশ্রয়েষু বর্ত্তমানং ব্যস্তাশ্রয়-গ্রহণেন গৃহ্যতে। অথাবয়বশঃ সমস্তেষু বর্ত্তেত, তদাপ্যারম্ভকাবয়বব্যতিরেকেণাব-য়বিনোঽবয়বাঃ কল্প্যেরন্ যৈরবয়বৈরারম্ভকেষ্ববয়বেষ্ববয়বশোঽবয়বী বর্ত্তেত।

দ্রব্যের সহ তৎ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সম্বন্ধান্তর থাকা এবং সেই সম্বন্ধ সিদ্ধির জন্য অন্য সম্বন্ধের স্বীকার করিতে হয়। এবম্বিধ সম্বন্ধ স্বীকারে অনবস্থা দোষ দাঁড়াইয়া পড়ে। এবং তাদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে আদৌ বিশিষ্ট বুদ্ধিই হইতে পারে না।

সমবায় সম্বন্ধ বিশেষ,—

(ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ভাষা পরিচ্ছেদ।)

তৎকারণে সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকেনা এইপ্রকার বলিলে, আমরাও বলিতে পারি যে, সংযোগও একটা সম্বন্ধ স্বরূপ, সুতরাং সে সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। বাস্তবিক দ্রব্য, গুণাদিতে এবং উপাদান-উপাদেয়ে তাদাত্ম্য (অভেদ) প্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থান্তরের প্রতীতি হয়না। তাদাত্ম্য প্রতীতিদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে সমবায় কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা-করা অসঙ্গত হইবেনা যে, কারণরূপ অবয়বদ্রব্যে যে কার্য্যরূপী অবয়বী বিদ্য-মান থাকে, তাহাকি স্বরূপসম্বন্ধে তাদৎ অবয়বে অথবা অংশক্রমে প্রত্যয়বে? প্রথম পক্ষে দোষ এই যে স্বরূপতঃ যাবদবয়বে থাকিলে অবয়বীর একটা অনুভব হইতে পারেনা। কেননা সমস্ত অবয়বের সন্নিকর্ষ হয়না। (চাক্ষুষ সংযোগ-বিশেষেরনাম সন্নিকর্ষ) অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিতেহইবে যে, বহুত্ব যেমন

কোশাবয়বব্যতিরিক্তৈর্হ্যবয়বৈরসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি, অনবস্থা চৈবং প্রসজ্যেত, তেষু তেষবয়বেষু বর্ত্তয়িতুমন্যোষামবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ। অথ প্রত্যবয়বং বর্ত্তেত তদৈকত্র ব্যাপারেঽন্যত্রাব্যাপারঃ স্যাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শ্রুঘ্নে সন্নিধীয়মান-স্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে, যুগপদনেকত্র বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাদ্দেবদত্তযজ্ঞ-দত্তয়োরিব শ্রুঘ্নপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ। গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেরদোষ ইতি চেৎ, ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ। যদি গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তোঽ-বয়বী স্যাৎ। যথা গোত্বং প্রতি ব্যক্তিপ্রত্যক্ষং গৃহ্যতে এবমবয়ব্যপি প্রত্যবয়বং প্রত্যক্ষং গৃহ্যেত, ন চৈবং নিয়তং গৃহ্যতে। প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ চাবয়বিনঃ কার্য্যেণাধিকারাৎ তস্য চৈকত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্য্যাৎ উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্।

বহু আশ্রয়ে পর্য্যাপ্ত বলিয়াই একটী আশ্রয়ের জ্ঞানে বহু আশ্রয়ের জ্ঞান হয়না, সেইরূপ একাবয়ব দর্শনে সমস্তাবয়ববৃত্তি অবয়বীর জ্ঞান হইতে পারেনা। স্বরূ-পতঃ না থাকুক অংশে অংশে সমস্তাবয়বে বৃত্তিমান হয় বলিলেও আরম্ভক অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বের কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু সেইকল্পনাতেও অনবস্থা দোষ পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই যায়। যে হেতু তত্তদবয়বে বৃত্তিমান হইবার জন্য তদ্ভিন্ন তদ্ভিন্ন অবয়বের কল্পনা করিতে হয়। যেমন অস্ত্রের অবস্থিতির জন্য হস্তা বয়-বের। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আবশ্যক নাই। সেইরূপ কার্য্য নামক অবয়বী ও অংশ ক্রমে কারণ নামক অবয়ব সমূহে থাকে এইরূপবলিলে একাবয়বের ব্যাপার কালীন অন্যাবয়বের ক্রিয়া হয়না কেন তাহা বলিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা বুঝান যাইতেছে। যেমন একই দেবদত্ত শ্রুঘ্নদেশে উপস্থিত থাকিয়া সেই দিবসেই পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে বা থাকিতে পারেনা তদ্বৎ। (হস্তক্রিয়া সমকালীন পাদক্রিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারেনা)। একসময়ে উভয়-দেশে উপস্থিত থাকা দুই ব্যক্তি ভিন্ন একব্যক্তির সম্ভবপর নহে। গোত্বজাতি যেমন প্রত্যেক গো ব্যক্তিতে থাকে অথচ বহুত্বের ব্যাঘাত হয়না।

(গবাদি চোদনা নোম্রা জাতিব্যক্ত্যোরনির্ণয়াৎ
আনন্ত্যব্যভিচারাভ্যাং নব্যক্তিরিতি নির্ণয়ঃ)

ন্যায়মালা।

এইস্থলে ও তদ্বৎ হইবেক, বহুত্ব দোষ হইবেনা এইরূপও বলাযায়না। কেননা

ন চৈবং দৃশ্যতে। প্রাগুৎপত্তেশ্চ কার্য্যস্যাসত্ত্ব উৎপত্তিরকর্ত্তৃকা নিরাত্মিকা চ স্যাৎ। উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া সা সকর্ত্তৃকৈব ভবিতুমর্হতি গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ অকর্ত্তৃকা চেতি বিপ্রতিষিধ্যেত। ঘটস্য চোৎপত্তিরুচ্যমানা ন ঘটকর্ত্তৃকা কিং তর্হি অন্যকর্ত্তৃকেতি কল্প্যা স্যাৎ। তথা কপালাদীনামপ্যুৎপত্তি-রুচ্যমানাঽন্যকর্ত্তৃকৈব কল্প্যেত। তথা চ সতি ঘট উৎপদ্যত ইত্যুক্তে কুলালাদীনি কারণান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যুক্তং স্যাৎ। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনা-মপ্যুৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে, উৎপন্নতাপ্রতীতেশ্চ। অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এবোৎপত্তিরাত্মলাভশ্চ কার্য্যস্যেতি চেৎ, কথমলব্ধাত্মকং সম্বধ্যেতেতি বক্তব্যম্। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্ব্বা, অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ।

প্রদর্শিত স্থলে সেইরূপ প্রতীতি হয়না (গোত্ব যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ হয়, অবয়বী কিন্তু প্রত্যেক অবয়বে সেইরূপ প্রত্যক্ষ গোচর হয়না। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অবয়বী গোত্ব জাতির ন্যায় প্রত্যবয়বে বিশ্রান্ত নহে। একই অবয়বী যদি গোত্বাদির ন্যায় সমস্তাবয়বে স্থিত থাকিত তাহা হইলে তাহার সর্ব্বত্র সমভাবে কার্য্যক্ষেত্র থাকিত। শৃঙ্গের দ্বারা স্তনের কার্য্য এবং বক্ষের দ্বারা পৃষ্ঠ দেশের কাজ চলিত। কিন্তু অদ্যপর্য্যন্তও লোকে এই রূপ ক্রিয়া দেখা যায় নাই।

কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকেনা, কোনও রূপে থাকেনা, এরূপ হইলে উৎপত্তির কর্ত্তাও থাকেনা এবং উৎপত্তিপদার্থটাও নিরাকার হইয়া পড়ে। বিচার করিয়া দেখ উৎপত্তিপদার্থটা কি। উৎপত্তি কিনা এক প্রকার ক্রিয়া-বিশেষ। যখন ক্রিয়া বলিলে অবশ্যই তাহার একটা কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবে, কেননা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া হইতে পারেনা। ঘটের উৎপত্তি বলিলে ঘটকর্ত্তৃক উৎ-পত্তি এইরূপ অর্থ হয়না, কিন্তু অন্য কর্ত্তৃক ঘটোৎপত্তি এইরূপই বুঝাযায়। কপা-লের উৎপত্তি বলিলে বুঝিতে হইবে যে অন্যকর্ত্তৃক কপালের উৎপত্তি হইতেছে, ঘট জন্মিতেছে এইরূপ প্রয়োগ করিলে কুম্ভকার হইতেছে এই প্রকার বুঝায় না। যেহেতু ঘটোৎপত্তি শব্দে কুলালাদির উৎপত্তি প্রতীতি হইতে পারেনা। কেবল মাত্র উৎপন্নতারই প্রতীতি হয়। কারনীভূত দ্রব্যে কার্য্যের সত্তা সম্বন্ধ হইলেই কার্য্যের উৎপত্তি ও স্বরূপনিষ্পত্তি হয়। এই প্রকার মীমাংসায় উপনীত হইলে

প্রাগুৎপত্তেরিতি মর্য্যাদাকরণমনুপপন্নম্। সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা নাভাবস্য। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণোঽভিষেক দিত্যেবঞ্জাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরূপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যতে। যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধমভবিষ্যৎ তত ইদমপি উপাপৎস্যত কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়ন্তু পশ্যামো বন্ধ্যাপুত্রস্য কার্য্যাভাবস্য চাভাবত্বাবিশেষাৎ। যথা বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতীতি। নম্বেবং সতি কারকব্যাপারোঽনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্-সিদ্ধত্বাৎ কারণস্য স্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়তে এবং প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ

জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যাহার কোনও স্বরূপ নাই কিরূপে তাহার সম্বন্ধ ঘটনা হইতে পারে? বিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, বিদ্যমান পদার্থের সহিত অবিদ্যমান পদার্থের অথবা উভয় অবিদ্যমান পদার্থে আদৌ একটা সম্বন্ধই হইতে পারেনা। অভাব পদার্থ মিথ্যা সুতরাং তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে এইরূপ সীমাস্থানবর্ত্তী হইতে পারেনা। যেহেতু যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান আছে তাহাকেই সীমাস্থানীয় করা যাইতে পারে। গৃহাদি বস্তু সৎ, সেইজন্যই গৃহাদি সীমা স্থানীয় হয়। অসৎ বা অভাবের কখনও একটা সীমা হইতে পারেনা। রাজা পূর্ণবর্ম্মের অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজ্য শাসন করিয়াছিল এইবাক্য যেমন সর্ব্বৈবমিথ্যা উল্লিখিতবাক্যও তদ্বৎ সর্ব্বাংশে অলীক। কারকব্যাপারের পরে যদি বন্ধ্যাপুত্রহয় বা থাকে তাহা হইলে কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পরে হইতে পারে বা থাকিতে পারে। কিন্তু কারক ব্যাপারের উর্দ্ধে বন্ধ্যাপুত্র ও অসৎ, কার্য্যাভাবও অসৎ। যদি এপ্রকার বল যে সৎকার্য্য পক্ষে কারক ব্যাপারের আনর্থক্য হয় অর্থাৎ যাহা আছে কর্ত্তা তাহার আর কি করিবে? যেমন পূর্ব্ব সিদ্ধ কারণের স্বরূপ নিষ্পত্তির জন্য কোনও ব্যক্তি প্রযত্ন করেনা। সেইরূপ কার্য্যের জন্য ও যত্নবান্ না হওয়াই উচিত। কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর কাহার জন্য যত্ন করিবে। চক্রদন্ড প্রভৃতি কারকের আয়োজনেরই বা প্রয়োজন কি? তদ্বিষয়ে চেষ্টারই বা আর আবশ্যক কি? সুতরাং স্বীকার করিতে বাধ্য যে কারক ব্যাপার কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে থাকেনা। ইহা পরেই

র্য্যস্বরূপপ্রসিদ্ধয়েঽপি ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়েত ব্যাপ্রিয়তে চ। অতঃ কারকব্যাপা-
র্থবত্তায় মন্যামহে প্রাগুৎপত্তেরভাবঃ কার্য্যস্যেতি। নৈষ দোষঃ। যতঃ
র্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্যার্থবত্ত্বমুপপদ্যতে। কার্য্যা-
রোঽপি কারণস্যাত্মভূত এব, অনাত্মভূতস্যানারভ্যত্বাদিত্যভাণি। ন চ বিশেষ-
র্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ শঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্ত-
াদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।
থা প্রতিদিনমনেকসংস্থানানামপি পিত্রাদীনাং ন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, মম পিতা
ম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। জন্মোচ্ছেদানন্তরিতত্বাৎ তত্র তত্র
ক্তং নান্যত্রেতি চেৎ, ন, ক্ষীরাদীনামপি দধ্যাদ্যাকারসংস্থানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ।

য়। এতদুত্তরে বক্তব্য এইযে কার্য্যদ্রব্য থাকিলেও কারকের আয়োজন এবং
সেই সমুদায়ে ক্রিয়াযোগ দোষনীয় বা নিরর্থক নহে। কার্য্য অবশ্য থাকে এই
কথা স্বীকার করি কিন্তু কার্য্য কার্য্যাকারে থাকেনা। যেহেতু কার্য্যাকারে
থাকে না সেইহেতুই কার্য্যকারিতা সম্পাদনার্থ কারক ব্যাপারের আবশ্যকত্ব,
ইহা স্বীকার্য্য। কারক ব্যাপার কার্য্যাকার প্রাপ্ত করায়। সুতরাং তাহা
নিরর্থক নহে। সেইকার্য্যাকারও কারণের স্বরূপসন্নিবিষ্ট। যে দ্রব্য যাহার
স্বরূপনির্ব্বাহক নহে, তাহা তাহার আরভ্য ও নহে। এই কথা পূর্ব্বেইবলা হই-
য়াছে। আকৃতিগত বিভিন্নতা দ্বারা বস্তুর বিভিন্নতা হইতে পারেনা। যদি
আকৃতি গত বৈলক্ষণ্যানুসারেই বস্তুবৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইত তাহা হইলে একই
মনুষ্য সময়ে হস্তপদসংকুচিত করিয়া অন্য সময়ে হস্তপদাদি প্রসারণ পূর্ব্বক পরি-
দৃশ্যমান হওয়ায় তাহার বিভিন্নতা প্রতীতি হইত কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া
মনুষ্য এক ইহাই প্রতীতি হয়। পূর্ব্বসঙ্কুচিত হস্তপাদবিশিষ্ট মানুষই অধুনা
হস্তপদাদি প্রসারিত করিয়াছে ইহা প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণসিদ্ধ। প্রত্যহই পিতা-
মাতা প্রভৃতি স্বতন্ত্রাকারে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন কিন্তু সেই পিত্রাদি যে নিত্য
নূতন এমন নহে। বিভিন্নাকার দর্শন কালেও আমার পিতা আমার মাতা
আমার ভ্রাতা এবম্বিধ প্রকারেই জ্ঞান হয়। প্রতিদিন পিত্রাদি দেহের পরিবর্ত্তন
হইতেছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যহ তাহার জন্মও উচ্ছেদ হয়না। যে হেতু
পিত্রাদি শরীর অভিন্ন সেইহেতু তাহা জন্মও উচ্ছেদশূন্য ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অদৃশ্যমানানামপি বটধানাদীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানামঙ্কুরাদিভাবেন দর্শনগোচরত্বাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা তেষামেবাবয়বানাং অপচয়বশাদদর্শনতাপত্ত্যা-বুচ্ছেদসংজ্ঞা। তত্ৰেদৃক্‌জন্মোচ্ছেদান্তরিতত্বেন চেদসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতশ্চাসত্ত্বা-পত্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ। তথা বাল্যযৌবন-স্থাবিরেষপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ। এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ। যস্য পুনঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং তস্য নির্ব্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ, অভাবস্য বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। আকাশস্য হননপ্রয়োজনখড়্গাদ্যনেকায়ুধ-প্রসক্তিবৎ। সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ, ন, অন্য-

---

দুগ্ধের উচ্ছেদ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং দুগ্ধ ও দধি ভিন্ন পদার্থ। এইরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু দুগ্ধই দধ্যাকারে এবং মৃত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখাযায়। অতএব তাহাতে উচ্ছেদ বা জন্ম এতদুভয়ই অসিদ্ধ। বটবৃক্ষাদি তত্তৎবীজে অদৃশ্য থাকে, অদৃশ্য থাকিবার কারণ সূক্ষ্মতা। অনন্তর সজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের প্রবেশ দ্বারা ক্রমশ বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি হইলেই অঙ্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই রূপ দৃশ্য হইলেই তাহার জন্ম হইল এবং অবয়বের উপচয় বশতঃ যখন তাহা একেবারেই দেখা যায়না তখনই তাহার বিনাশ হইল এই প্রকার বলা যায়। যদি তদ্রূপ জন্মও বিনাশ দেখিয়া বস্তুর বিভিন্নতা স্বীকার কর বা অনুমান কর এবং তজ্জন্যই অসতের উৎপত্তি এবং সতের বিনাশ হয় এই কথা মানিয়া লও তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে গর্ভস্থ শিশু এবং উত্থানশায়ী পরাপর বিভিন্ন। অধিকন্তু বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থায়ও একই ব্যক্তির বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়। যদি আপত্তি-মুখে তাহা স্বীকার করিতে চাও তবে পিত্রাদি ব্যবহার পূর্ব্বেই বিদূরিত করিতে হইবে।

এই বিচার দ্বারা অসদ্বাদ নিরসনপূর্ব্বক যুক্তিদ্বারা ক্ষণিকবাদের ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকেনা, তাহার কোনও আকার থাকেনা এই প্রকার বলিলে কারকব্যাপারের উচ্ছেদ সাধিত হয়। কারণ অভাব পদার্থ কাহারও বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য

বিষয়েণ কারকব্যাপারেণান্যনিষ্পত্তেরতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়িকারণস্যৈবাত্মাতিশয়ঃ কার্য্যমিতি চেৎ, ন, অতস্তর্হি সৎকার্য্যতাপত্তিঃ। তস্মাৎ ক্ষীরাদীন্যেব দ্রব্যাণি দধ্যাদিভাবেনাবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লভন্ত ইতি ন কারণাদন্যৎ কার্য্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুম্। তথা চ মূলকারণমেবান্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে, শব্দান্তরাচ্চৈতদবগম্যতে। পূর্ব্বসূত্রে-ঽসদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্যোদাহৃতত্বাৎ, ততোঽন্যঃ সদ্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরম্। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি "তদ্ধৈক আহুঃ" "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি চাসৎপক্ষমুপক্ষিপ্য কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাক্ষিপ্য

হইতে পারেন না। শত সহস্র খড়্গের প্রহারেও আকাশ কখনও ভিন্ন হয় না, কারক সকল সমবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই ব্যাপৃত হয় এ কথাও বলা যায় না। যেহেতু একের ব্যাপারে অন্যের উৎপত্তি একান্তই অসম্ভব। যদি সম্ভব বল তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। দণ্ডচক্রাদিকারক মৃত্তিকায় ব্যাপৃত হইলে তাহা হইতে কি কখনও সুবর্ণোৎপত্তি হইয়া থাকে? অবশ্যই তাহা হয় না। কাষ্ঠকে সমবায়ী কারণের আতিশয্য বিশেষও বলা যায়না। কেননা তাহা বলিলে তোমাকে সৎকার্য্যবাদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হইবে যে দুগ্ধাদি দ্রব্য দধ্যাদি ভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কার্য্য নাম প্রাপ্ত হয় এবং শতবর্ষ ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও কার্য্যের কারণাতিরিক্ততা প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হইবে না। প্রদর্শিত বিচার ফল ইহাই বুঝিতে হইবে যে একমাত্র মূল কারণই চরমকার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের আকারে নটের ন্যায় সমুদায় ব্যবহারের বিষয় হইতেছে।

উল্লিখিত যুক্তিতে উৎপত্তির পূর্ব্বকার্য্যের অস্তিত্ব ও কারণাভিন্নত্ব সিদ্ধ হইল। যেমন যুক্তি দ্বারা ইহা জানিতে পারা গেল সেইরূপ শব্দান্তরের দ্বারায় তাহা জানা যায়। পূর্ব্ব সূত্রে যে অসৎ উল্লেখপূর্ব্বক উদাহরণ পরিগৃহীত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সচ্ছব্দই শব্দান্তর। শ্রুতিতে সৎ শব্দের উল্লেখ হেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব এবং কারণের অভিন্নত্ব স্পষ্ট বুঝা

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যবধারয়তি। তত্রেদংশব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণ্যস্য শ্রূয়মানত্বাৎ সত্ত্বানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ। যদি তু প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং স্যাৎ পশ্চাচ্চোৎপদ্যমানং কারণে সমবেয়াৎ তদাঽন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ। তত্র 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত। সত্ত্বানন্যত্বাবগতেস্ত্বিয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহ্যতে কিময়ং পটঃ কিঞ্চান্যৎ দ্রব্যমিতি, স এব প্রসারিতো যৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং স পট এবেতি প্রসারণেনাভিব্যক্তো গৃহ্যতে, যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহ্যমাণোঽপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো

যায়। শ্রুতি বলিতেছেন "হে সৌম্য! এ সকল পূর্ব্বেই ছিল, তাহা একই ইহার আর দ্বিতীয় নাই।" কেহ কেহ বলেন যে এই সকল পূর্ব্বে অসৎ ছিল এই প্রকারে অসদ্বাদ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া অনন্তর "কেমন করিয়া অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব হইতে পারে" ইত্যাদিরূপে প্রতিবাদ করতঃ পরে এই সমস্ত সৎই ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিতে ইদং শব্দ বোধ্য জগৎ কার্য্যের সহিত সৎ শব্দ বোধ্য ব্রহ্মকারণের সামানাধিকরণ্য কথিত হওয়ায় কার্য্যের সত্তা এবং কারণের অভিন্নতা প্রতীতি হইতেছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকেনা, কারকব্যাপারই নূতন উৎপন্ন হয়, কারণে সমবেত হয় এই প্রকার বলিলে কার্য্যকারণের ভেদ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে কারণজ্ঞানাধীন কার্য্যজ্ঞান সিদ্ধি, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক কার্য্য কারণাকারে থাকে। সুতরাং সে কারণাতিরিক্ত নহে। এইপ্রকার বলিলে প্রতিজ্ঞা সংরক্ষিত হয়। কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

সংবেষ্টিত বস্ত্র স্পষ্টরূপে জ্ঞান গোচর হয়না, বস্ত্র কি অন্য কোনও দ্রব্য তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা বিস্তৃত হইলে স্পষ্টই বস্ত্র বলিয়া বুঝা যায়। যদি বা সম্বেষ্টিত বস্ত্রকে বস্ত্র বলিয়া জানা যায় তবুও তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি জানিতে পারা যায় না কিন্তু উহাকে বিস্তার করিলে সমুদায়ই জানিতে পারা যায়।

[গৃ]হ্যতে স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাদয়ং [অ]ভিন্নঃ পট ইতি, এবং তন্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদিকার্য্যমস্পষ্টং সৎ তুরীবেম-[ক]ুবিন্দাদিকারকব্যাপারাভিব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে। অতঃ সংবেষ্টিতপটপ্রসারিত-[প]টন্যায়েনৈবানন্যৎ কারণাৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

যথা চ প্রাণাদি॥ ২০॥

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্ররূ-[পে]ণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং, [ত]েষ্বেব প্রাণভেদেষু পুনঃ প্রবৃত্তেষু জীবনাদধিকমাকুঞ্চনপ্রসরণাদিকমপি কার্য্যা-[ন্ত]রং নির্ব্বর্ত্ত্যতে। ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাদন্যত্বং সমীরণস্বভাবা-[বি]শেষাৎ। এবং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্য-[ত্বা]ৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম-[বি]জ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি॥ ২০॥

[এ]স্থলে সঙ্কোচিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন নহে, একই। সেইরূপ সূত্রাবস্থ বা [কা]রণাবস্থ বস্ত্রাদিও বিস্পষ্ট প্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন তাহা তুরী-বেমাও [তন্তু]বায় প্রভৃতির ব্যাপারে স্পষ্ট হয় তখন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দৃষ্টান্ত [দ্বা]রাও নিশ্চয় করা যায় যে কার্য্য, কারণ হইতে পৃথক নহে॥ ১৯॥

লোকমধ্যেও দেখা যায় প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণ [প্র]াণায়াম কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে তাহা মাত্র কারণ রূপে অবস্থান করে, এ [অব]স্থায় কেবল জীবনকার্য্যই নির্ব্বাহিত হয়। শরীরের আকুঞ্চন বা প্রসারণ [কিছ]ুই হয় না, সময়ান্তরে আবার ঐ সকল প্রাণ বৃত্তিমান্ হয়। বৃত্তিমান্ [হই]য়া জীবনাতিরিক্ত আকুঞ্চনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। উক্তপ্রাণপঞ্চক প্রাণের প্রভেদ সেই মূলপ্রাণ হইতে উক্তপ্রাণপঞ্চকের প্রভেদ নাই। সক- বায়ুস্বভাব, সুতরাং সকলগুলিই বস্তুত এক, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। [কার্য]্য কারণ যে বাস্তবিক অভিন্ন তাহা এই প্রাণাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাও নিশ্চয় [কর]া গেল। যেহেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য ও ব্রহ্মাভিন্ন, সেইহেতু শ্রুত্যুক্ত [এক]বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞাও সুসিদ্ধ হইল॥ ২০॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

অন্যথা পুনশ্চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে। চেতনাদ্ধি জগৎপ্রক্রিয়ায়ামাশ্রীয়মাণায়াং হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। কুতঃ, ইতরব্যপদেশাৎ। ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি প্রতিবোধনাৎ। যদ্বা ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্বদর্শনাৎ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি চ পরা দেবতা জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নং শারীর ইতি দর্শয়তি। তস্মাৎ যদ্ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং তচ্ছারীরস্যৈবেতি। অতশ্চ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ

চেতনব্রহ্মই জগৎ কারণ এই মতের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। চেতনব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়ার প্রণালীতে হিতাকরনাদি দোষ আশ্রয় করে। যেহেতু শ্রুতি ইতরের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন। যথা শ্রুতি "হে শ্বেতকেতো! তাহাই আত্মা এবং তুমিই তাহা।" অথবা ইতর-শব্দে জীবভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম। শ্রুতি তাহার জীব হওয়া বলিয়াছেন যথা, ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন। এই শ্রুতিতে দেখাযায় সৃষ্টিকর্ত্তা অবিকৃত ব্রহ্মই সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন সুতরাং ব্রহ্মই জীব। সেই দেবতা আলোচনা করিলেন আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব। এতৎ শ্রুত্যুক্ত পরা দেবতা জীবকে আত্মশব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব এবং জীবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব একই কথা। যদি ব্রহ্মা ও জীবসৃষ্টি এক হয় তবে ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয় সে অবশ্যই আপনার মঙ্গলজনক কার্য্য করে। যে কার্য্যে আপনার অনিষ্ট হয় কদাচ এরূপ কার্য্য করেনা। ব্রহ্মই যদি জীব হইয়া থাকেন ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে যাহাতে জন্ম মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট আছে তাহা করিবেন কেন যিনি পরাধীন নহেন, স্বাধীন, তিনি কি কখনও স্বয়ং কারাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করেন! সুনির্ম্মল স্ফটিকপ্রভ ব্রহ্ম কি জন্য মলি

সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্। ন হি কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বানুপ্রবিশতি। ন চ স্বয়মত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্নত্যন্তমলিনং দেহমাত্মত্বেনোপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিদ্‌যৎ দুঃখকরং তদিচ্ছয়া জহ্যাৎ সুখকরঞ্চোপাদদীত। স্মরেচ্চ, ময়েদং জগদ্বিবিধং বিচিত্রং বিরচিতমিতি, সর্ব্বো হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি ময়েদং কৃতমিতি। যথা চ মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়ামিচ্ছয়াঽনায়াসেনৈবোপসংহরতি, এবং শারীরোঽপি ইমাং সৃষ্টিং উপসংহরেৎ, স্বকীয়মপি তাবৎ শরীরং ন শক্নোত্যনায়াসেনোপসংহর্তুম্। এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাদন্যাব্যা চেতনাৎ জগৎপ্রক্রিয়েতি মন্যতে॥ ২১॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ॥ ২২॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন তস্মিন্ হিতকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্ত্যহিতং বা পরিহর্ত্তব্যং

দেহকে আত্মভাবে গ্রহণ করিবেন! যদিও তাদৃশ দেহকেই আশ্রয় করিয়াছেন তথাপি যাহা দুঃখময় তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে এবং যাহা সুখকর তাহা গ্রহণ করিতে না পারিবার কারণ কি? যে ব্যক্তি যখন যাহা করে সে ব্যক্তি তাহা স্মরণ ও করিতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্যই কার্য্যকরিবার পর নিজকৃত কার্য্যকে আমি এই কাজ করিয়াছি এইরূপ স্মরণ করিতে দেখা যায়। অতএব জীব ব্রহ্মের ও একথা মনে থাকা উচিৎ যে আমিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। যেমন বাজিকর স্বোদ্ভাবিত মায়াকে স্বেচ্ছাক্রমে অক্লেশে উপসংহার করে। জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মও তদ্রূপ অবলীলাক্রমে স্বকৃত বিষমসৃষ্টি ও শরীরকে স্বেচ্ছায় অক্লেশে উপসংহার করিতে না পারিবার কারণ কি! অতএব অমঙ্গল কার্য্য দেখা যায় বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে, চেতন ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন॥ ২১॥

তু শব্দ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ায় আপত্তি নিরাস করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, তিনি জীব হইতে অধিক, সুতরাং ভিন্ন। তাঁহাকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলাযায়, জীব

নিত্যমুক্তত্বাৎ। ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপ্যস্তি, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ। শারীরস্ত্বনেবম্বিধঃ। তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতকরণাদয়ো দোষাঃ। ন তু তং বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ। ভেদনির্দ্দেশাৎ। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি, শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ, ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কর্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নন্বভেদনির্দ্দেশোহপি দর্শিতঃ, তত্ত্বমসি ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ, কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্। নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েনোভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবঞ্জাতীয়কেনাভেদনির্দ্দেশেনাভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবত্যপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃ-

---

স্রষ্টা নহেন। ব্রহ্মে হিতাকরনাদি দোষের প্রসক্তি নাই। ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত। সুতরাং ব্রহ্মের হিতাহিত কোনপ্রকার কর্ত্তব্যই নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, সেকারণে তাঁহার জ্ঞানের বা শক্তিবিশেষের আবশ্যক করেনা। জীব কিন্তু সেইরূপ নহে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা কিছুই নাই। জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্বপক্ষে এই সকল দোষ আছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া জীবকে স্রষ্টা বলা যায়না। কেননা শ্রুতিতে তাহার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি যথা, "হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা আত্মারই সাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য"; "আত্মাই অন্বেষণীয় এবং আত্মাই বিচারনীয়। হে সোম্য! সেই কালে আত্মা সৎসম্পন্ন হন। জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মায় অধিরূঢ়" ইত্যাদি বিবিধ শ্রুতিতে যে কর্তৃকর্ম্মের প্রভেদ উল্লেখ আছে, সেই উল্লেখের দ্বারাই ব্রহ্মের জীবাধিকতা দর্শিত হইয়াছে। অবশ্য একথাও বলিতে পার যে, ভেদ উপদেশের ন্যায় অভেদ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। অভেদ উপদেশ বিষয়ক শ্রুতি যথা, "তিনিইতুমি" অতএব ভেদাভেদ উভয় কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া যায় যে, ভেদাভেদ উভয়বিধ নির্দ্দেশ থাকিলেও কোনও দোষ হয়না। মহাকাশও ঘটাকাশদৃষ্টান্তে উক্ত উভয় প্রকারই সম্ভবপর হয়। ইহা পূর্ব্বে অনেক বার প্রদর্শন করা হইয়াছে। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, যখন "তিনিইতুমি" এইরূপ উপদেশ দ্বারা

ত্বম্। সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যক্‌জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ, হিতাহিতকরণাদিলক্ষণঃ সংসারো ন তু পরমার্থতোঽস্তীত্যসকৃদবোচাম জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ। অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ইত্যেবঞ্জাতীয়কেনভেদনির্দ্দেশেনাবগম্যমানং ব্রহ্মণোঽধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরুণদ্ধি॥ ২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ॥ ২৩॥

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যান্বিতানামপ্যশ্মনাং কেচিন্মহার্হা মণয়ো

অভেদ বা একত্ব জ্ঞানগোচর হয় তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব উভয়ই পরিত্যক্ত হয়। কারণ যে কিছু ভেদজ্ঞান তাহা সমস্তই মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিত। সেই জন্যই সম্যক্‌ জ্ঞান তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয়। অতএব পরমার্থদর্শনে সৃষ্টিই বা কোথায়, অহিতকরণাদি দোষই বা কোথায়? যে হেতু পারমার্থিক সৃষ্টিও নাই পারমার্থিক দোষও নাই। অবিদ্যাজনিত অব্যক্ত নামরূপ, তজ্জনিত কার্য্যকরণ সঙ্ঘাত, সেই সঙ্ঘাতই উপাধি, এই উপাধি থাকাতেই হিত, অহিত করা, নাকরা, এতদ্রূপ সংসার ভ্রম জন্মিতেছে বা জন্মিয়াছে, সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা অনেক বার বলিয়াছি ও বুঝাইয়া দিয়াছি। জন্ম, মরণ, ছেদন, ভেদন এসকল অভিমান যদ্রূপ সংসার তদ্রূপ অর্থাৎ পরমার্থ সৎ নহে। জ্ঞানোদয় হইলে স্রষ্টৃত্বাভিমান নাশ হয় সত্য কিন্তু তাহা জ্ঞানের পূর্ব্বে অবাধিত থাকে। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে যে ভেদব্যবহার নাশ পায় না শ্রুতি তাহাই অনুবাদ পূর্ব্বক "তিনিই জীবে অন্বেষণীয়, তিনিই বিচারনীয়" ইত্যাদি প্রকার ভেদকরিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই উপদেশ দ্বারাই ব্রহ্মের অধিকত্ব অনুভূত হয় এবং অহিতাচরণাদি দোষপ্রশক্তির অবরোধকরে॥২২॥

প্রস্তর পৃথিবীর বিকার। সমস্ত প্রস্তরেই পৃথিবীত্ব থাকিলেও কোনও প্রস্তর মহামূল্য ও মহাগুণ, কোনও প্রস্তরমধ্যে গুণ, কোনও প্রস্তর কেবল লোষ্ট্রকার্য্য-

বজ্রবৈদূর্য্যাদয়োঽন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যকান্তাদয়োঽন্যে প্রহীণাঃ শ্ববায়সপ্রক্ষেপণার্হা পাষাণা ইত্যনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে। যথা চৈকপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণামপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যঞ্চন্দনকিম্পাকাদিষূপলভ্যতে। যথা চৈকস্যাপ্যন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবমেকস্যাপি ব্রহ্মণো জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যঞ্চোপপদ্যত ইত্যতস্তদনুপপত্তিঃ। পরপরিকল্পিতদোষাঽনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। শ্রুতেশ্চ প্রমাণ্যাদ্বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাববৈচিত্র্যবচ্চেত্যভ্যুচ্চয়ঃ॥ ২৩॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি॥ ২৪॥

চেতনং ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্তং তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। উপসংহারদর্শনাৎ। ইহ হি লোকে কুলালাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্ত্তারো মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যং কুর্ব্বাণা দৃশ্যন্তে। ব্রহ্মচাসহায়ং তবাভিপ্রেতম্। তস্য সাধনান্তরানুপমং গ্রহে সতি কথং

কারী, একই বীজ পৃথিবীতে বপন করাহয়, কিন্তু তাহার পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও রসাদি নানাপ্রকার হইতে দেখাযায়। একমাত্রেই অন্ন, রস, রক্ত ও লোমরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞভেদ ও অন্য ২ বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। অতএব তাহাতে পরকল্পিত দোষের অনুপপত্তি থাকিয়াই যায়। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ, ("নিরপেক্ষরবাশ্রুতিঃ") তাহাতে কথিত আছে বিকার সকল কথামাত্র, সুতরাং সে সকলের স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিচিত্রতা সুসম্ভব॥২৩॥

আপত্তি সূত্র। এক অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা এই কথার উপপত্তি হয়না যেহেতু ইহা দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। লোকসমাজে কারণকূট সংগ্রহ পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখাযায়। কুলাল ঘটকার্য্যের কর্ত্তা। কুম্ভকার মৃত্তিকা, দণ্ডচক্র, সূত্র প্রভৃতি অনেক উপাদান সংগ্রহ করতঃ ঘট নির্ম্মাণ করে। এই সকল উপকরণ ব্যতীত কিছুই করিতে সক্ষম হয়না। তোমার মতে ব্রহ্ম এক, অসহায়। ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যদি অন্য কিছুনা থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উপকরণাদির একটীও থাকিলনা, সুতরাং একক ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব মিথ্যা ইহা

স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যেত। তস্মান্ন ব্রহ্মজগৎকারণমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে। যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতেঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। ননু ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং, কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি। নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবতীঞ্চ পরিণামমাত্রামনুভবত্যেব ত্বার্য্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ নৈবৌষ্ণ্যাদিনাঽপি বলাদ্ দধিভাবমাপদ্যেত। ন হি বায়ুরাকাশো বৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে বাধ্য যে ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা নহেন। এপ্রকার আপত্তিতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম এক হইলেও তাহাতে দত্ত দোষ সম্ভব হয় না। যেহেতু দুগ্ধাদির উদাহরণে একের বহুভাবিত্ব উপপন্ন হয়।

দুগ্ধ ও জল ক্রমে দধিও হিমানীরূপে পরিণত হয়। তাহাতে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের অপেক্ষা করেনা। এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ব্রহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হইতে পারে, অথ চ তাহাতে অন্য কোনও কারণান্তরের অপেক্ষা করেনা। যদি এই প্রকার আপত্তি কর যে, দুগ্ধ যে দধিরূপে পরিণত হয় তাহা বাহ্যসাধনের সাহায্যেই হয়। তাহাতে উষ্ণতার সাহায্য আছে। সুতরাং দুগ্ধের দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষে সাধক হইলনা। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইযে, দধি ভাবের প্রতি উষ্মাদির সাহায্য দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষাবহ নহে। দুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উষ্মাদি তাহার শীঘ্রতা মাত্র জন্মায়। যদি দুগ্ধ নিজে দধিভাবপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে উষ্মাদি কি বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে দধি করিতে পারে? যদিবল, জোর করিয়াই করে, তবে একথা জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত হইবেনা যে উষ্মা বায়ুকে এবং আকাশকে কেন দধি করিতে পারে না? সাধন সহায়ীর পূর্ণতাসম্পাদন ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারেনা। ব্রহ্ম স্বয়ংই

পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি।

তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

স্যাদেতৎ। উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যাপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবো দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যৈব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে। কথং ব্রহ্ম চেতনং সদসহায়ং প্রবর্ত্তেতি দেবাদিবদিতি ব্রূমঃ। যথা হি লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোঽনপেক্ষ্যৈব কিঞ্চিদ্বাহ্যং সাধনমৈশ্বর্য্যবিশেষযোগা-

---

পূর্ণশক্তি। সেকারণ তাহার শক্তিপূরণের জন্য অন্য কিছুর কল্পনা করিতে হয়না। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন। শ্রুতি যথা, "তাঁহার কার্য্যনাই, কারণও নাই, তাঁহার সমানও অধিক দেখাযায় না"। শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি এবং স্বাভাবিকজ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উল্লেখ আছে। যে হেতু ব্রহ্ম পূর্ণ-শক্তি, সেইহেতু ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে বিচিত্রশক্তি থাকা উপপন্ন হইয়া থাকে ॥২৪॥

আপত্তি সূত্র। দুগ্ধও ব্রহ্ম সমস্বভাব নহেন। দুগ্ধ অচেতন সুতরাং দুগ্ধ বিনা বাহ্যসাধনে দধি হইতে দেখিয়াছ। কুম্ভকার চেতন, তাহাকে বিনা সাধনে কার্য্য-করিতে দেখা যায় না। প্রত্যুত তাহাকে উপকরণ লইয়াই ঘটাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তবে তুমি কি দেখিয়া বা কিপ্রকারে বল যে, চেতন ব্রহ্ম একাকী জগৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন! কোনও একক চেতনকে ত বিনা উপাদানে কার্য্য করিতে অদ্যাপি দেখ নাই। এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রকারে দেওয়া যায় যে দেবতাদির দৃষ্টান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

দেবতা, পিতৃ, ঋষি, ইহাঁরা যেমন মহাপ্রভাবও চেতন, অথচ বিনা উপকরণে কেবল মাত্র স্বমহিমাবলে অভিধ্যানমাত্রে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা, ও রথাদি নির্ম্মাণ করেন, এই কথা মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্যে

দভিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ, তন্তনাভশ্চ স্বত এব তন্তূন্ সৃজতি, বলাকা চান্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্মানপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতি। স যদি ক্রয়াদ্ য এতে দেবাদয়ো ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা উপাত্তাস্তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা সমানস্বভাবা ন ভবন্তি। শরীরমেব হ্যচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদিবিভূত্যুৎপাদেনোপাদানং ন তু চেতন আত্মা। তন্তনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাল্লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি। বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাদ্গর্ভং ধত্তে। পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সত্যচেতনেনৈব শরীরেণ সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরমুপসর্পতি বল্লীব বৃক্ষং ন তু স্বয়মেবাচেতনা সরোঽন্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে। তস্মান্নৈতে ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা ইতি। তং প্রতি-

---

নিশ্চয় করাযায়। সেইরূপ ব্রহ্মও বিনা সাধনে কেবল স্বমহিমাবলে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মাকড়শা একাকীই সূত্র সৃষ্টি করে। বক পক্ষী বিনা মৈথুনে গর্ভ ধারণ করে। পদ্মিনী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করে অথচ গমনের উপকরণ গ্রহণ করে না। ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত হইবেনা যে, চেতন ব্রহ্ম বিনা বহিঃ সাধনে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। বাদী যদি এখনও একথা বলেন যে প্রদর্শিত দেবাদি দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সামঞ্জস্য হয়না। যেহেতু দেবাদির শরীর আছে, তাঁহারা অচেতন। অচেতনদেহই তাহাদের ঐশ্বর্য্যোৎপাদনের সহায়। তন্তনাভ সকল ক্ষুদ্রজীব ভক্ষণকরে, তাহাতে তাহাদের লালাস্রাব হয়, সেই লালা কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া সূত্রাকার ধারণকরে। মেঘগর্জ্জন শ্রবণে বকীর গর্ভ হয়। পদ্মিনীও বৃক্ষে লতারন্যায় চেতন জীবকর্তৃক সরোবর হইতে সরোবরে প্রাপিত হয়। চেতন সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অচেতন পদ্মিনী সরোবর হইতে সরোবরে প্রস্থান করিতে অসমর্থা। অতএব এই সকল ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা। বাদীএই প্রকার আপত্তি করিলে উত্তরপক্ষে বক্তব্যএই যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত হইবেনা। যেহেতু কেবল মাত্র কুলালের সহিত দেবতার বৈলক্ষণ্য দেখানই

ক্রয়ান্নায়ং দোষঃ। কুলালাদিদৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাদিতি। যথা হি কুলালাদীনাং দেবাদীনাঞ্চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং সাধনমপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্যত ইত্যেতাবৎ বয়ং দেবাদ্যুদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ। তস্মাৎ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথা সর্ব্বেষামেব ভবিতুমর্হতীতি নাস্ত্যেকান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপোবা ॥ ২৬ ॥

চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবদ্দেবাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণমমাণং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনরাক্ষিপতি—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্নস্যাস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাৎ। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভবিষ্যত্ততোঽস্যৈকদেশঃ পর্য্যণংস্যত একদেশশ্চা-বাস্থাস্যত। নিরবয়বত্বন্তু ব্রহ্মশ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে—

উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত, কুলালও চেতন, দেবতাও চেতন। সেই অংশে সমান হইলেও কুলাল বাহ্যসাধনসংগ্রহ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারেনা। কিন্তু দেবতা বাহ্য সাধন ব্যতীতই কার্য্য করিতে পারেন। ইহাই আংশিক দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মচেতন হইলেও তাহার কার্য্যে বাহ্যসাধনের অপেক্ষা নাই, এই মাত্র দেবতাদি দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত। ফলিতার্থ এই যে একের যে সামর্থ্য হইবে, অপরেরও যে তদ্বৎ সামর্থ্যাদি হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই ॥ ২৫ ॥

চেতনও অদ্বিতীয় এক ব্রহ্মই দুগ্ধাদিরও দেবতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বাহ্য সাধন ব্যতীত জগদ্রূপে পরিণত হন। এই সিদ্ধান্ত অকাট্য হইলেও পুনরায় শাস্ত্রার্থ পরিশুদ্ধির জন্য পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করা হইতেছে। যেহেতু ব্রহ্ম নিরাকার সেই হেতু সমুদায় ব্রহ্মই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্ম যদি পৃথ্বীবৎ সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত ব্রহ্মের একাংশে জগৎ হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ অবিকৃতই আছে। ব্রহ্ম যে নিরবয়ব, সাবয়ব নহেন, তাহা শ্রুতিই বলিতেছেন। তদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা, "ব্রহ্ম নিরবয়ব, ক্রিয়া শূন্য, শান্ত, অনিন্দনীয়, নিরঞ্জন। সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ত্ত, জন্মাদি বর্জ্জিত এবং তিনিই বাহিরেও অন্তরে পূর্ণাবস্থায় বিরাজমান। এই মহদ্ভূত, অনন্ত অপার, কেবল বিজ্ঞান।

'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ'॥

ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং, বিজ্ঞানঘন এব, স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽস্থূলমনণু, ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধয়িত্রীভ্যঃ। ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যাং মূলচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। দ্রষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যঞ্চা-পন্নমযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য। তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ। অজত্বাদিশব্দব্যা-কোপশ্চ। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মাভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাস্তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্ব-প্রসঙ্গ ইতি সর্ব্বথাঽয়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি॥ ২৬॥

শ্রুতেস্তু, শব্দমূলত্বাৎ॥ ২৭॥

তু-শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। ন খল্বস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষোঽস্তি। ন তাবৎ

সেই ইনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, তিনি কেবল মাত্র অস্তি এতদ্রূপে জ্ঞেয়। আত্মা স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন" ইত্যাদি। যেহেতু ব্রহ্মের অংশ নাই, সেই হেতু ব্রহ্মের আংশিক বিপরিণামও অসম্ভব। সুতরাং মানিতে বাধ্য যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইতেছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে তাঁহার ভিত্তি থাকে না। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে ইহাই পাওয়া যায়। যদি মূল ভিত্তিই না থাকে তবে "তাঁহাকে দেখিবেক, তাঁহাকে জানিবেক" ইত্যাদি উপদেশ ব্যর্থ হইল। কেননা কার্য্যমাত্রেই অযত্ন দৃশ্য। আবার ইহাও প্রতীতি হয় যে তদতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্মের এইরূপ পারি-ণামিক জন্মবিনাশ পদে পদে স্বীকার করিলে "ব্রহ্ম অজর, ব্রহ্ম অমর" ইত্যাদি শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি ঐসকল দোষ পরিহার মানসে ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিতে চাও, তাহাহইলে নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হইবেক। সাবয়ব পক্ষে ব্রহ্মের নশ্বরত্বাপত্তি উপস্থিত হয়। কোনও রূপেই সাবয়বপক্ষ সমর্থন করা যায় না॥ ২৬॥

পূর্ব্বপক্ষ নিরসনাভিপ্রায়ে সূত্রে তু শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে বেদান্তবাদীর পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দোষ সম্ভব

কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি। কুতঃ। শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে। প্রকৃতিবিকারয়োর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি, ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাৎ। তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ। সৎসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্যভাবেনোপযুক্তং স্যাৎ 'সতা সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি সুষুপ্তিগতং বিশেষণমনুপপন্নং স্যাৎ। বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ, তথেন্দ্রিয় গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণো বিকারস্য চেন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদস্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম। নচ নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপোঽস্তি শ্রূয়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপ্যভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদি-

---

হয় না। সমুদায় দোষের ত আদৌ সম্ভবনাই নাই। যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি এবং জগৎ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থিতি উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা, "সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, এই ত্রিদেবাত্মক আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব। যাহা বলা হইল সমস্তই ব্রহ্ম পুরুষের মহিমা, পরন্তু ব্রহ্ম পুরুষ এই সমুদায় হইতে অধিক। এই সমুদায়ভূত তাঁহার একপাদ, অপর ত্রিপাদ মুক্তে ও স্বর্গে অবস্থিত। তাঁহার অবস্থিতি হৃদয়ে এবং তিনি সৎসম্পন্ন"। এই শ্রুতিতেও অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধি হয়। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে সুপ্তিকালের "হে সৌম্য! জীব যখন সৎসম্পন্ন হয়, এই বিশেষণের কোনও সার্থকতা থাকে না। কারণ, বিকৃত ব্রহ্মের প্রাপ্তি নিত্য, তাহা আগন্তুক অথবা নৈমিত্তিক নহে। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকাতেই উহা স্বীকার্য্য। আরও দেখ বিকার ইন্দ্রিয়গম্য, কিন্তু শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই সকল কারণে স্বীকার করিতে হইবেক, অবিকৃত ব্রহ্ম একজন আছেন। শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব স্বীকার করায় নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শব্দের অর্থের কোনও অনুপপত্তি নাই। ব্রহ্ম শব্দমূলক শব্দপ্রমাণক। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষ প্রমাণক নহেন। সেই জন্য ব্রহ্মের স্বরূপ যথা শব্দ অর্থাৎ শব্দানুরূপ। শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগতের

প্রমাণকং তদ্‌যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্। শব্দশ্চোভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়ত্যকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি,* কিমুতাঽচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ ইতি।

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ। নন্নু শব্দেনাপি ন শক্যতে

অবস্থান প্রতিপাদন করিয়াছেন। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মনি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদি নিমিত্তবশতঃ বিচিত্র ও বহুবিরুদ্ধ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কে জানা যায় না। অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন, এই সমুদয় যখন বিনা উপদেশে কেবল মাত্র তর্কে জানা যায় না, তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শব্দপ্রমাণ ব্যতিরেকে জানা যাইবে না ইহা বলাই বাহুল্য।

এই কথা পৌরাণিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যেবস্তু অচিন্তনীয়, তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে না। যাহা প্রকৃতির পর তাহাই অচিন্ত্য। এই জন্যই বলি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দমূলক। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক নহে। যদি বল যে, শাস্ত্রও লোকপ্রসিদ্ধার্থের বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতে পারে না।

ব্রহ্ম নিরবয়ব অথচ তাহার একাংশ পরিণাম হয়, এইপ্রকার অর্থ বিপরীতার্থ। যদি ব্রহ্মকে নিরবয়ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার পরিণাম হয় না। যদি বল হয়, ত সমস্তই হয়। এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে স্বরূপাবস্থান করেন। এইরূপ বলিলে স্বরূপের ভেদ ও সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি বিকল্পাশ্রয় কর, তাহা হইলে ক্রিয়া-বিষয়ক বিরোধ পরিহার করিতে পার।

বিরুদ্ধোঽর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং, নিরবয়বঞ্চ ব্রহ্ম পরিণমতে ন চ কৃৎস্নমিতি, যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যান্নৈব পরিণমেত, কৃৎস্নমেব বা পরিণমেত। অথ কেনচিৎ রূপেণ পরিণমেত কেনচিৎ রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়ে হি 'অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি, ইত্যেবঞ্জাতীয়কায়াং বিরোধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি পুরুষতন্ত্রত্বাদনুষ্ঠানস্য। ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি, অপুরুষতন্ত্রত্বাদ্বস্তুনঃ। তস্মাদ্দুর্ঘটমেতদিতি। নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ। ন হ্যবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোঽনেক এব ভবতি। অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, পারমা-

---

বটে কিন্তু বস্তু-বিরোধের সমাধান করিতে পারিবে না। অতিরাত্রাখ্যযাগে সসোমক পাত্র গ্রহণ করিবেক, অতিরাত্র নামক যাগ ভিন্ন অন্য যাগে সোমপাত্র লইবে এই বিরুদ্ধবাক্যদ্বয়ের পরিহারার্থ বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেননা এতাদৃশ স্থলে বিকল্পাশ্রয় ভিন্ন বিরোধসমাধানের আর পথ নাই। গ্রহণ করা না করা উভয়ই কর্ত্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যজমান ষোড়শী গ্রহণ করিতেও পারেন, না ও করিতে পারেন। অতএব তদনুযায়ী বিকল্পও হইতে পারে। কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানস্থলে বিকল্প ব্যবস্থা হইতে পারেনা। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিরুদ্ধ প্রতীতিস্থলে শব্দের প্রামাণ্য সুকঠিন। এই বিষয়ে আমরা বলি কাঠিন্য দোষ হয় না। যে হেতু আমরা কল্পিতভেদের স্বীকার করিয়া থাকি। বাস্তবিক ভেদ স্বীকার করি না। অনেক লোকই চক্ষু দোষে দ্বিচন্দ্র ত্রিচন্দ্র দেখিয়া থাকে তাই বলিয়া চন্দ্র কি কখনও দুইটী বা তিনটী হয়? নামরূপমূলক, রূপভেদ মিথ্যা জ্ঞানমূলক। তাহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়াত্মক। সত্য মিথ্যা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট রূপে নিরূপণীয় নহে। তদ্রূপ তুচ্ছও অনির্ব্বাচ্য কল্পিতভেদের দ্বারায় ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ ইহা সত্য; কিন্তু পারমার্থিকরূপে তিনি সর্ব্বব্যবহারের অতীত এবং অপরিণতই আছেন।

র্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে। বাচারম্ভণমাত্রত্বাচ্চাবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। ন চেয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরিনামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ। সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা ত্বেষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ। 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' ইত্যুপক্রম্যাহ 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি' ইতি। তস্মাদস্মৎপক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গোঽস্তি ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং কথমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ স্যাদিতি, যতঃ আত্মন্যপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদিনা। লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূ-

---

কল্পিত নামরূপাদি যখন মিথ্যা, কেবলমাত্র কথার কথা, তখন কি জন্য তাহার নিরবয়বত্ব বোধক শব্দের ব্যাকোপ হইবে। যে হেতু পরিণাম জ্ঞান নিষ্ফল, পরিণাম জ্ঞানের কোনও ফল নাই, সেই হেতু পরিণামশ্রুতি পরিণামতাৎপর্য্যে অভিহিত নহে। সর্ব্বব্যবহারপরিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সেই সমস্ত শ্রুতির অর্থ। যে হেতু তাদৃশ ব্রহ্মাত্মতা জ্ঞানের ফল মোক্ষ কথিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা,—"আত্মা ইহা নহে, আত্মা তাহা নহে" ইত্যাদিরূপে নিষেধ করিয়া "হে জনক! তুমি অভয়পদ পাইয়াছ।" অতএব আমাদের পক্ষে কোনও দোষাভাস নাই ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম এক অসহায় তাঁহাতে অনেক প্রকার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয়না। ইহা কেন হয়? কি প্রকারে হয়? ইহা লইয়া বিবাদ করা উচিত নয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে, স্বপ্নদর্শী আত্মা এক. স্বপ্নকালে তাহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয় অথচ তাঁহার স্বরূপ ঠিকই থাকে। স্বপ্ন বিষয়ক বিচিত্র সৃষ্টি শ্রুতি পাঠেও জানা যায়। "তথায় রথ নাই, রথবাহী অশ্বও নাই, পথও নাই, স্বপ্ন দ্রষ্টা কিন্তু স্বপ্নে রথ, অশ্ব ও পথ দেখেন"। লোকমধ্যেও দেবতা ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রভৃতিতে দেখা যায় তাঁহাদের

পানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

পরেষামপ্যেষ সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ। প্রধানবাদিনোঽপি হি নিরবয়বমপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্য পরিচ্ছিন্নস্য শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য কারণমিতি স্বপক্ষস্তত্রাপি কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্য প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপো বা। নন্বু নৈব তৈর্নিরবয়বং প্রধানমভ্যুপগম্যতে, সত্ত্বরজস্তমাংসি হি ত্রয়ো গুণাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং তৈরেবাবয়বৈস্তৎসাবয়বমিতি, নৈবঞ্জাতীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতো দোষঃ পরিহর্ত্তুং পার্য্যতে, যতঃ সত্ত্বরজস্তমসামপ্যেকৈকস্য সমানং নিরবয়বত্বং একৈকমেব চেতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চস্যোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্য। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবয়বত্ব-

---

স্বরূপ বিনাশ পায়না অথচ হস্তী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অদ্বৈত ব্রহ্মেও বিবিধাকার সৃষ্টি হইতে পারে এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার স্বরূপও বিনষ্ট হইবে না। ॥ ২৮ ॥

উক্ত স্বপক্ষ দোষ সাংখ্যবাদীর পক্ষে সমান। প্রধানবাদীরাও নিরবয়ব অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদি বিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিযুক্ত জগৎ কার্য্যের কারণ বলেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষ। এতৎ পক্ষেও নিরবয়বত্ব নিবন্ধন কৃৎস্ন প্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাবয়বত্ব এবং নিরবয়বত্ব প্রতিবোধক বাক্যের আনর্থক্যাপত্তি থাকিয়াই যায়। যদি বল সাংখ্যাচার্য্য প্রধানকে নিরবয়ব বলেন না, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে কপিলমুনি প্রধান বলেন। এই গুণত্রয়ই অবয়ব, অতএব প্রধান নিরবয়ব নহেন অর্থাৎ তিনি সাবয়ব। এই বিষয়ে বলা যায় যে, ঐরূপ সাবয়বত্ব দ্বারা প্রস্ত দোষের উদ্ধার হয় না, যে হেতু তাঁহাদের মতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় প্রত্যেকে সমান নিরবয়ব এবং অন্য গুণদ্বয়ের সাহিত্যে সজাতীয় প্রপঞ্চের উপাদান হয়। তর্ক প্রতিষ্ঠিত নহে। তর্কের দ্বারা যথার্থ তত্ত্ব

মেবেতি চেৎ, এবমপ্যনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। অথ শক্তয় এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচিতা অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্তু ব্রহ্মবাদিনোঽপ্যবিশিষ্টাঃ। তথা, অণুবাদিনোঽপ্যণুরণ্বন্তরেণ সংযুজ্যমানো নিরবয়বত্বাদ্‌যদি কার্ৎস্নেন সংযুজ্যেত ততঃ প্রথিমানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। অথৈকদেশেন সংযুজ্যেত তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপ ইতি স্বপক্ষেঽপি সমান এষ দোষঃ সমানত্বাচ্চ নান্যতরস্মিন্নেব পক্ষ উপক্ষেপ্তব্যো ভবতি। পরিহৃতস্তু ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষদোষঃ ॥২৯॥

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥৩০॥

একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ ইত্যুক্তং, তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদুচ্যতে, সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতেত্যবগন্তব্যং, কুতঃ, তদ্দ-

---

নির্ণয় করা যাইতে পারেনা। অতএব তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সাবয়বত্ব গ্রহণ করিলেও অনিত্য দোষাদি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যদি কার্য্যের বিচিত্রতা দেখিয়া সত্বাদিনিষ্ঠ শক্তিপুঞ্জের অনুমান কর এবং তদনুরূপ সাবয়বত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে সেইরূপ সাবয়বত্ব বেদান্তবাদীর পক্ষে ইষ্ট ও সঙ্গত। ব্রহ্মবাদীও মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, অধিকন্তু পরমাণুবাদে স্বপক্ষ দোষও আছে। পরমাণুর কোনও অবয়ব নাই। সুতরাং এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে নিরবয়বত্ব নিবন্ধন কৃৎস্ন সংযোগই হইবে। সমুদায় সংযোগ হইলে তাহা স্থূল হইবে না। যদি বল এক দেশ সংযোগ হয়, তাহা হইলে পরমাণু নিরবয়ব এই কথা বলিওনা, সুতরাং অণুবাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমানই হইল। যে হেতু সমান দোষ সেই হেতু কেহ কাহার পক্ষে উক্ত দোষ উপক্ষেপ করিতে পারেন না। ব্রহ্মবাদী স্বপক্ষ দোষ ক্ষালন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হওয়া অযুক্ত নহে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্রশক্তিমান তাহা জানা যায় নাই, তজ্জন্য উত্তর করা হইতেছে যে "সর্ব্বোপেতাচতদ্দর্শনাৎ", সেই পরমদেবতা সর্ব্বশক্তিযুক্ত ইহা অবগত হইবে। যে হেতু প্রমাণভূত শ্রুতি

র্শনাৎ। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, ইত্যেবং জাতীয়কা ॥ ৩০ ॥

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

স্যাদেতৎ, বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং 'অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনাঃ ইত্যেবং জাতীয়কং, কথং সা সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ, দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্না এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তো বিজ্ঞায়ন্তে, কথঞ্চ 'নেতি' 'নেতি' ইতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষায়া দেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবেদিতি চেৎ যদত্র বক্তব্যং তৎপুরস্তাদেবোক্তম্। শ্রুত্যবগাহ্যমেবেদমতিগম্ভীরং পরং ব্রহ্ম ন তর্কাবগাহ্যম্। ন চ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথান্যস্যাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তীতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষ-

---

তাহাই দেখাইয়াছেন। পরদেবতা সর্ব্বশক্তি সম্পন্না, "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম, সত্যসঙ্কল্প, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসন হেতু চন্দ্রসূর্য্য বিধৃত আছে।" ইত্যাদি শ্রুতিই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ করিতেছে ॥৩০॥

শাস্ত্রকার বলিতেছেন, পরদেবতা নিরিন্দ্রিয়, যথা শ্রুতি, "তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, বাক্য রহিত ও মনরহিত। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও তিনি কি প্রকারে সৃষ্টি করিতে পারেন? দেবতা সকল চেতন, তাঁহারা অধ্যাত্মিক কার্য্যকারণসম্পন্ন, তৎকারণে তাঁহারা সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইয়া সেই সেই কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু পরদেবতা ব্রহ্মের দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই। এমন কি তাঁহার কোনও ধর্ম্ম নাই প্রত্যুত সর্ব্ব প্রকার বিশেষ তাঁহাতে প্রতিষিদ্ধ আছে। তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকিতে পারে! এই প্রশ্নের উত্তর করিতে যাহা বলা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবল মাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কের দ্বারা জানা যায় না। এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দৃষ্ট হয় অন্য ব্যক্তিতে সেই শক্তি তদনুরূপই থাকিবেক

স্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতীত্যেতদপ্যবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসেনোক্তমেব। তথা চ শাস্ত্রং—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

ইত্যকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

অন্যথা পুনশ্চেতনকর্ত্তৃকত্বং জগত আক্ষিপতি। ন খলু চেতনঃ পরমাত্মেদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুমর্হতি। কুতঃ। প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্। চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানো ন মন্দোপক্রামামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্মপ্রয়োজনানুপযোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্। ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধানুবাদিনী শ্রুতিঃ 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' ইতি। গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চা-

---

এমন কোনও নিয়ম নাই। অতএব কোনও প্রকার বিশেষ না থাকিলেও পরব্রহ্মে সর্ব্বশক্তিযোগ অসম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বেই অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদস্বীকারপ্রসঙ্গে বলা হইল। এই বিষয়ে শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণও আছে, যথা— "তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি গমন ও গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণও নাই, অথচ তিনি দেখেন ও শুনেন। ইত্যাদি শ্রুতি ইন্দ্রিয়শূন্য পরব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন ॥ ৩১॥

চৈতন্য ব্রহ্ম জগন্নির্ম্মাণকারী, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি উদ্ভাবন করা হইতেছে। চেতনপরমাত্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, প্রবৃত্তিমাত্রেই সপ্রয়োজন। লোক মধ্যে দেখা যায় বুদ্ধি পূর্ব্বকারী চেতন পুরুষই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে। যে চেষ্টা নিতান্ত অল্প প্রয়োজনের উপযোগী বোধ না করিলে সে চেষ্টাতেও প্রবৃত্তি হয় না। গুরুতর কার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। এতদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ শ্রুতিও দেখা যায়। "হে মৈত্রেয়ি! সকলের কামনায় এই সকল প্রিয় নহে। আত্মকামনাতেই এই সমুদায় প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। উচ্চাবচও নানাপ্রকার জগৎ

বচপ্রপঞ্চং জগদিদং বিরচয়িতব্যম্। যদীয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ। অথ চেতনোঽপি সন্ উন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানো দৃষ্টস্তথা পরমাত্মাপি প্রবর্ত্তিষ্যত ইত্যুচ্যেত, তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। তস্মাদশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিরিতি॥ ৩২॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্॥ ৩৩॥

তুশব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি। যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ

প্রপঞ্চের রচনা করা অল্প প্রবৃত্তির বা অল্পচেষ্টার কার্য্য নহে। যদি এই সৃষ্টি বিষয়ে চেতন পরমাত্মার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে কর, তাহাহইলে শ্রুতিশ্রাব্য পরমাত্মার নিত্যতৃপ্তির কি উপায় হইবে! এই দিকে আবার বলিতেছ প্রয়োজনব্যতীত কোনও কার্য্য কেহ করে না। যদি চ উন্মত্তাবস্থ ব্যক্তিকে বুদ্ধিদোষ বশতঃ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। এবং এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মার প্রবৃত্তিকে তাহার সহিত সমান করিতে চাও তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতির কি উপায় করিবে? এই সকল কারণেই বলিতে বাধ্য যে চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ হওয়া কোনও রূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না॥ ৩২॥

"লোকবত্," এই তু শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তি পরিহারের সূচনা করা হইয়াছে। যেমন লোক সমাজে রাজার অথবা মন্ত্রীর বিনা প্রয়োজনে কেবল মাত্র লীলাখেলার নিমিত্তই প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি বিনাপ্রয়োজনে কিম্বা বিনা উদ্দেশে স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় তদ্বৎ ঐশ্বরিক প্রবৃত্তিও উদ্দেশ্য ব্যতীত বা প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্বভাববশেই সম্পন্ন হইতে পারে। লীলাতেও যৎকিঞ্চিৎ উল্লাসি হয় বটে কিন্তু

প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন হীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিম্ববিরচনা গুরুতরসংরম্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্ব্বা। সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ। ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনাম-

---

শ্বাস প্রশ্বাসাদিতে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি থাকে না। কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই অমুকটা হইবে বা অমুক হউক এই প্রকার ভাবিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিক্ষেপ করেন না। তাহা স্বভাববশে আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের যে কালকর্ম্মসচিব মায়া শক্তি আছে সেই মায়া শক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবমূলেই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া হয়। কোনও ব্যক্তিই তাহা বারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ নহেন। জগৎ সৃষ্টিতে পরমাত্মার কোনও উদ্দেশ্য অথবা অভিসন্ধান কিম্বা কিছু মাত্র প্রয়োজনও নাই। শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা ইহার একতরও প্রতিপাদন করা যায় না। তাহা হইলে পরমেশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি চুপ করিয়া কেন থাকেন না, ইত্যাদিরূপে প্রশ্নও হইতে পারে না। কেননা কারণ থাকিলে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, স্বভাবরূপ কারণ আছে বলিয়াই এইরূপ কার্য্য হইতেছে। আমরা মনে ভাবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করা বড়ই গুরুতর কাজ, কিন্তু ভগবানের নিকট ইহা গুরুতর দূরের কথা লঘুতর, লঘুতর কেন, একটা কাজ বলিয়াই পরিগণিত নহে। তিনি অনন্তশক্তি, তাঁহার নিকট ইহা একমাত্র লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বা লৌকিক লীলায় বিন্দুমাত্র প্রয়োজনের উপলব্ধি করিতে পার কিন্তু ঈশ্বরের জগন্নির্ম্মাণ রূপ লীলায় অণুমাত্রও আবশ্যক সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। যেহেতু তিনি আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই অথবা তাঁহার এই প্রবৃত্তি উন্মাদের প্রবৃত্তির ন্যায়, ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সমস্তই জ্ঞানপূর্ব্বক করেন। তিনি পাগল নহেন। কিন্তু ইহাও মনে করিও

রূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেত্যেতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্ ॥৩৩॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমীশ্বরস্যাক্ষিপ্যতে স্থূণানিখননন্যায়েন প্রতিজ্ঞাতস্যাৰ্থস্য দ্রঢ়ীকরণায়। নেশ্বরো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে, কুতঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কাংশ্চিদত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ করোতি পশ্বাদীন্, কাংশ্চিন্মধ্যমভাজো মনুষ্যাদীনিত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্যেশ্বরস্য পৃথগ্‌জনস্যেব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাদীশ্বরস্বভাববিলোপঃ প্রসজ্যেত। তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বমতিক্রূরত্বং দুঃখযোগবিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত। তস্মাদ্বৈ-

---

না যে সৃষ্টিটা পারমার্থিক অর্থাৎ শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিয়াছেন তাহা পারমার্থিক সৃষ্টি। অবিদ্যার দ্বারাই নামরূপ ব্যবহারযোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হওয়াকে সৃষ্টি বলে। সুতরাং তাহা বাস্তবিক নহে। ব্রহ্মাত্ম ভাব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিবাক্যসমুদায়ের অভিসন্ধি। ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না। ॥ ৩৩ ॥

ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু এই বিষয়ে অন্য প্রশ্ন উপস্থিত করা হইতেছে। নৌবাহিকেরা যেমন খুঁটা একবার উঠাইয়া পুনর্ব্বার তাহা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করে, এইরূপ বারম্বার করাতে খোটা অত্যন্ত শক্ত হয়, সেইরূপ শাস্ত্র কারেরাও বারম্বার আপত্তি এবং পুনঃ পুনঃ তাহার খণ্ডন দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়কে সুদৃঢ় করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি, বা প্রলয়ের কারণ বলিলে তাহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ এবং নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়। কেননা তিনি দেবতাদিগকে যথেষ্ট সুখী এবং পশুদিগকে অত্যন্ত দুঃখী ও মানবমণ্ডলীকে মধ্যাবস্থ করায় অবশ্য অবশ্যই বিষমকার্য্য করিয়াছেন। এই প্রকার সৃষ্টিবৈষম্য সন্দর্শনে তাঁহার সাধারণ পামর মানবের ন্যায় রাগদ্বেষাদি আছে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিষমসৃষ্টি স্বীকার করিলে আরও গুরুতর দোষ হয়। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্ম নির্ম্মলস্বভাব কথিত আছে। বিষম সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে

ষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে-নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে, কস্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণি-ধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জ্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জী-বগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি। এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি। কথং পুনরবগম্যতে সাপেক্ষ ঈশ্বরো নীচমধ্য-

---

পারে! অধিকন্তু দুঃখ বিধান এবং প্রজা সংহার করাতে ব্রহ্মকে খলপ্রকৃতি নির্দ্দয় মানুষের সহিত তুলনা করিতেও কোনও আপত্তি নাই। সুতরাং উক্ত বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য এই দোষদ্বয়ের পরীহারের নিমিত্তই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছি। ঈশ্বরে এই দুই দোষের কোনও দোষই হয় না। কেননা তিনি সাপেক্ষ। এবম্বিধ বিষম সৃষ্টি নিমিত্তবশতই হইয়া থাকে। অতএব ইহা না জানিয়া না শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। যদি কেবল ঈশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে বিষম সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার উপর প্রদত্ত বৈষম্যাদি দোষ আরোপ করা যাইত। কেবল ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। সৃষ্টিপ্রসঙ্গে নিমিত্তান্তরেরও কারণতা আছে। ঈশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এইরূপ বিষমসৃষ্টি করেন। যদি নিমিত্তটা কি প্রশ্ন কর, তবে তদুত্তরে বলিব, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই এইনিমিত্ত। সৃজিষ্যমান জীবের যে ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ। সুতরাং ঈশ্বরকে এই জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না। ঈশ্বর মেঘের ন্যায় সাধারণ কারণ মাত্র। মেঘ যেমন যবাদিশস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ যেমন সেই সকলের ন্যূনাধিক্যাদি বৈষম্যের অসাধারণ কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরও দৈবিক বা মানবীয় সৃষ্টির সাধারণ কারণ।

মোত্তমং সংসারং নির্ম্মিমীত ইতি। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ, এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে, ইতি। পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি চ। স্মৃতিরপি প্রাণিকর্ম্মবিশেষাপেক্ষমেবেশ্বরস্যানুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃত্বঞ্চ দর্শয়তি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্, ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম্ম যদপেক্ষ্য বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত।

এবং জীবের শুভাশুভ কর্ম্মই এতাদৃশ বিষমসৃষ্টির অসাধারণ কারণ। সুতরাং সাপেক্ষতা আছে বলিয়াই ঈশ্বরকে বৈষম্যাদি দোষে দূষিত করিতে পার না। ঈশ্বর যে কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন ইহা শ্রুতিই বলিতেছেন। শ্রুতি যথা, "ঈশ্বর যাহাকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা সৎকর্ম্ম করান। যাহাকে এই লোক হইতে অধঃপাতিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা অসৎকর্ম্ম করান। পুণ্য কর্ম্মের দ্বারাই উত্তমতা লাভ হয় এবং পাপকর্ম্মের দ্বারাই অধঃপাত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন ও কর্ম্মানুসারে নিগ্রহের পাত্র হয়। যথা আমাকে যেরূপে যে ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপে প্রাপ্ত হই ॥ ৩৪ ॥

হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সজাতীয়-বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য এক সৎ ছিল, ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ভেদরাহিত্য নিশ্চয় থাকায়, সেই সময়ে বিষমসৃষ্টির প্রযোজক কোনও কর্ম্মই ছিল না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সৃষ্টির পরে শরীরাদি বিভাগ হইলে কর্ম্ম হয় এবং কর্ম্ম হইতে শরীরাদি বিভাগ হয়, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় (ইতরেতরাশ্রয় তদঘটিতত্বে সতি তদ্‌ঘটিতত্বং ইতরেতরাশ্রয়ত্বং) দোষও হয়। অতএব ঈশ্বর বিভাগের পরে ফল দেন তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকায় অবশ্যই সমান সৃষ্টি হইবেক। তাহা না হওয়ায় বৈষম্যাদি দোষ তাদবস্থ্যই থাকে। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে

অতো বিভাগাদূৰ্দ্ধং কৰ্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্য-নিমিত্তস্য কৰ্ম্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষো যদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুহেতুমদ্ভাবেন কৰ্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুদ্ধ্যতে। কথং পুনরবগম্যতে অনাদিরেষ সংসার ইতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

উপপদ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বম্। আদিমত্ত্বে হি সংসারস্যাঽকস্মাদুদ্ভূতের্মুক্তানামপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। সুখদুঃখাদি-বৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ। ন চেশ্বরো বৈষম্যহেতুরিত্যুক্তম্। ন চাবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্য কারণং, একরূপত্বাৎ। রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকৰ্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ। ন চ কৰ্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি ন চ শরীরমন্তরেণ কৰ্ম্ম

সংসার প্রবাহের অনাদিত্ব বিধায় এই দোষ বা এই প্রকার আপত্তি দেওয়া যাইতে পারে না। সংসারের যদি আদি থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত দোষে দুষ্ট হইত। যেহেতু সংসারের আদি নাই, বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি, সেই হেতু বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু হেতুমদ্ভাব আছে। সৃষ্টিবৈষম্য কর্ম্ম নিমিত্ত ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করেন সংসার যে অনাদি তাহা কিসে বুঝা গেল? এই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত পুনর্ব্বার সূত্রান্তর করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ। সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার না করিলে আকস্মিক উৎপত্তিমুক্ত জীবের পুনঃ সংসার প্রত্যাসত্তি, অকৃতাভ্যাগম ও কৃতনাশ এই সকল অম্লান বদনে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ব্যতিরেকে দুঃখ সুখ ইত্যাদি বৈষম্য ও স্বীকার্য্য হইবে। ঈশ্বর বৈষম্যের কারণ নহেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং প্রতিপন্ন করিয়াছি। একরূপতা নিবন্ধন কেবল অবিদ্যাও বৈষম্যের হেতু নহে। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশের বাসনা নামক সংস্কার হইতে যে কর্ম্ম জন্মে সেই কর্ম্মই অবিদ্যার সচিবতা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি বৈষম্য জন্মাইয়া থাকে। সংসারের

সম্ভবতীতীতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তের্ন কশ্চিদ্দোষো ভবতি। উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ—অনেন জীবেনাত্মনা ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরমাত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেনাভিলপন্ননাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমত্ত্বে তু ততঃ প্রাগণবধারিতঃ প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখেঽভিলপ্যেত। ন চ ধারয়িষ্যতীত্যতোঽভিলপ্যেত। অনাগতাদ্ধি সম্বন্ধাদতীতঃ সম্বন্ধো বলীয়ান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নত্বাৎ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি। স্মৃতাবপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে।—ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ইতি। পুরাণে চাতীতানামনাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমস্তীতি স্থাপিতম্॥ ৩৬॥

আদি স্বীকার পক্ষে বিনা কর্ম্মে শরীর হয় না এবং বিনা শরীরে কর্ম্ম হয় না ইত্যাদি রূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়।

কিন্তু অনাদিপক্ষে বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে উক্ত ঘটনা দোষনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সংসার যে অনাদি ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতি এই উভয়ই প্রমাণ করিতেছে। শ্রুতি যথা,—"আমি এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া, এই শ্রুতিসৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় শরীরস্থিত আত্মাকে প্রাণধারণার্থক জীবশব্দে অভিহিত করিয়া" ইহাই দেখাইয়াছেন যে, সংসারের প্রথম একটা নাই। সংসার অনাদি, ইহার আদি থাকিলে কি রূপে সৃষ্টির প্রথমে প্রাণধারণবাচক জীবশব্দের উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে! প্রাণধারণ করিবেন, এইপ্রকার ভবিষ্যমাণ প্রাণধারণ লক্ষ্য করিয়া জীবশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। যেহেতু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধাপেক্ষা অতীত সম্বন্ধের বলবত্তা দেখা যায়। বিধাতা পূর্ব্বকল্পানুরূপ চন্দ্রসূর্য্যের সৃষ্টি করিলেন।

এই মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে পূর্ব্বকল্প একটা ছিল। স্মৃতি-প্রমাণ যথা,—

এই সৃষ্টিতে ইহাঁর রূপ, অন্ত, আদি এবং অবিস্থা উপলব্ধি হয় না, পৌরানিকেরাও কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ বা ইয়ত্তা হইতে পারে না। ॥ ৩৬॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্মিন্নবধারিতে বেদার্থে পরৈরুপক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণত্বাদীন্ দোষান্ পর্য্যহার্ষীদাচার্য্যঃ। ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধপ্রধানং প্রকরণমারিপ্সমাণঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি।—যস্মাদস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা উপপদ্যন্তে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম ইতি তস্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমৌপনিষদং দর্শনমিতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ
দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদনকারণ, এই নিশ্চিত বেদার্থের প্রতি ঐরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইলেও বাদিগণ যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস পরিহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পরপক্ষনিষেধ প্রধানপ্রকরণ আরম্ভ করিতে প্রয়াসী হইয়া সপক্ষ সংশোধন প্রধান প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। যেকারণ চেতন ব্রহ্মকে জগৎ কারণরূপে স্বীকার করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিত সমুদায় কারণধর্ম্ম উপপন্ন হয়, সেইজন্য এই বেদন্তদর্শন সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কার অতীত। এ বিষয়ে অনুমাত্রও আশঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্য্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং ন তর্কশাস্ত্রবং কেবলাভির্যুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দূষয়িতুং বা প্রবৃত্তং, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানীতি তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ সম্যগ্দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং তদ্ধ্যভ্যর্হিতং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাদিতি।

যদ্যপি এই উত্তরমীমাংসা বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তর্কশাস্ত্রাদির ন্যায় কেবল যুক্তিমূলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে অথবা অন্য কোনও শাস্ত্রের দোষ দেখাইতে ইচ্ছুক নহে, তথাপি বেদান্তবাক্যাবলীর যথার্থ ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে তৎপ্রতিপাদ্য সম্যক্ জ্ঞানের শত্রুস্বরূপ সাংখ্যাদিশাস্ত্রের মত নিরাস করা প্রসঙ্গত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বক্ষ্যমাণ সূত্র আরম্ভ করা হইতেছে।

তত্ত্ব-জ্ঞানই একমাত্র বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন। তাহা ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তার্থ নিরূপণপূর্ব্বক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পরমতখণ্ডন দ্বারা তাহার পরিপুষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অভিপ্রায়েই পরমতনিরসনাত্মক দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, অতএব তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ এবং তন্নিরূপণের জন্য স্বপক্ষস্থাপন মাত্র এই দুই কার্য্য করাই সঙ্গত। তাহা না করিয়া পরবিদ্বেষাত্মক পরমত খণ্ডন করার প্রয়োজন কি?

একটুকু বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি

নমু মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তং কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরবিদ্বেষকারণেন। বাঢ়মেবং তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাঙ্খ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তান্যুপলভ্য ভবেৎ কেষাঞ্চিন্মন্দমতীনামেতান্যপি সম্যগ্দর্শনায়োপাদেয়ানীত্যপেক্ষা। তথা যুক্তিগাঢ়ত্বসম্ভবেন সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেম্বিত্যতস্তদসারতোপপাদনায় প্রযত্যতে। নমু, ঈক্ষতের্নাশব্দং [অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ৫] কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা [অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ১৮] এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ [অ০ ১। পা০ ৪। সূ০ ২৮] ইতি চ পূর্ব্বত্রাপি সাঙ্খ্যাদিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ কিং পুনঃ কৃতকরণেনেতি। তদুচ্যতে। সাঙ্খ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্ত-

---

হইবে। সেই সকল মতের অসারতা দেখানই প্রয়োজন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের ও গুরুত্ব আছে। দেখিবামাত্র আপাত জ্ঞানে বোধ হয়, সাংখ্যাদি শা। ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত। এবং সেই সকল শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত। অল্পজ্ঞানী লোকের মনে সহসা এইরূপ হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাংখ্যাদিশাস্ত্রই অধ্যেতব্য।

বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ কপিলের কথিত এবং যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধা হইতে পারে। কাজেই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের হিতের জন্য সেই সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান ও তৎপক্ষে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বলিতে পার যে, সাংখ্যাদিমতের খণ্ডন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। পুনরায় তাহা খণ্ডনের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যাদি শাস্ত্র নিজ পক্ষস্থাপনার্থ বেদবাক্য উল্লেখপূর্ব্বক সে সকলকে যে স্বমতের অনুকূল করিয়া লইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কাজ করেন নাই। পূর্ব্বে এতাবন্মাত্র বলা হইয়াছে এবং দেখান গিয়াছে। বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয়পাদে তাঁহাদের যে বেদবাক্য নিরপেক্ষস্বতন্ত্রযুক্তি আছে, সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করা হইবে। পূর্ব্বে তাঁহাদের যুক্তি প্রাধান্যরূপে খণ্ডিত হয় নাই। এই পাদে তাহাই প্রদর্শিত হইবে। এতন্মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যেরা এইরূপ মনে করেন যে, যেমন ঘটাদি মৃণ্ময় পদার্থে মৃত্তিকারূপের অন্বয় থাকায় মৃত্তিকা জাতি

বাক্যান্যুপাদায় স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচক্ষতে, তেষাং যদ্ব্যাখ্যানং তদ্ব্যাখ্যানাভাসং ন সম্যগ্ব্যাখ্যানমিত্যেতাবৎ পূর্ব্বত্র কৃতম্, ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়ত ইত্যেষ বিশেষঃ। তত্র সাঙ্খ্যা মন্যন্তে যথা ঘটশরাবাদয়ো ভেদা মৃদাত্মতয়াঽন্বীয়মানা মৃদাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব্ব এব বাহ্যাধ্যাত্মিকা ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাত্মতয়াঽন্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা ভবিতুমর্হন্তি। যত্তৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বদচেতনং চেতনস্য পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রবৃত্তং স্বভাবভেদেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা প্রবর্ত্তত ইতি। তথা পরিমাণাদিভিরপি লিঙ্গৈস্তদেব প্রধানমনুমিমতে। তত্র বদামঃ, যদি দৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে

সেই সকলের কারণ, তেমনি যাহা কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎ সমস্তই সুখ দুঃখ মোহাবেশে অন্বিত থাকায় সুখদুঃখমোহাত্মক কোনও একজাতি তৎ সমস্তের কারণ। সেই সুখদুঃখমোহাত্মক সামান্য পদার্থটীই ত্রিগুণ এবং মৃত্তিকাবৎ অচেতন। চেতন এবং চেতনপুরুষের আবশ্যক-সম্পাদনার্থ তাহা স্বনিষ্ঠ বিচিত্র স্বভাব প্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরিনমিত হইয়া থাকে। পরিমাণ প্রভৃতি বোধক হেতুর দ্বারাও তাহার অনুমান করা যাইতে পারে।

এই মতের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, সাংখ্যাচার্য্য কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-বল অবলম্বন করিয়া এই প্রকারে জগৎকারণ নিরূপণে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও অচেতনকে বিশিষ্ট পুরুষার্থ-নির্ব্বাহক বিকার রচনা করিতে দেখেন নাই। গৃহ, অট্টালিকা শয্যা, আসন, এবং ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি যাহা কিছু সুখদুঃখপ্রাপ্তি পরিহারযোগ্য বস্তুভেদ, তৎ অবশ্যই কোনও বুদ্ধিমান্ শিল্পী দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়, কেবল পাষাণাদি অচেতন কর্ত্তৃক সেই সকল রচিত হইতে দেখা যায় না। লোষ্ট্রপাষাণাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণাব্যতীত অল্প মাত্রও বিশিষ্ট রচনা করিতে পারে না, তখন অচেতনপ্রধান কি প্রকারে এই পৃথিব্যাদি লোক, এতন্মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মফলভোগ্য নানাস্থান, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি, মানুষাদি জাতি অসাধারণ রূপে বিন্যস্ত ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত নানা কর্ম্মফল অনুভব

নাচেতনং লোকে চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্ব্বর্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভির্যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যা রচিতা দৃশ্যন্তে, তথেদং জগদখিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্ম্মফলভোগযোগ্যং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদিনানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসমনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভির্ম্মনসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং প্রধানং রচয়েৎ লোষ্ট্রপাষাণাদিষ্বদৃষ্টত্বাৎ। মৃদাদিষ্বপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং ন বাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিৎ নিয়ামকমস্তি। ন চৈবং সতি কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতে চেতনকারণত্বসমর্পণাৎ। অতোরচনানুপপত্তেশ্চ হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি। অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চেতি চ-শব্দেন

করিবার উপযুক্ত আশ্রয় বুদ্ধিমান্ শিল্পীরও দুর্ব্বোধ্য-কল্পনাতীত এই অদ্ভুৎ জগৎ রচনা করিবে?

এই বিষয়ে এইমাত্র দেখা যায় যে, মৃত্তিকাদি দ্রব্য কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধাকারে বিরচিত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানেরও কোনও এক চেতন অধিষ্ঠাতা আছে এইরূপ অনুমান হইতে পারে। এমন কোনও নিয়ম নাই যে, যেই নিয়মমূলে, মূল কারণে মৃত্তিকাদি উপাদানস্বরূপের অতিরিক্ত ধর্ম্ম একটা স্বীকার করিতে হইবে। এবং কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠাতাকে পরিহার করা যাইতে পারে। অচেতনমাত্রেই চেতনাধিষ্ঠিত এইরূপ হইলে কিছুমাত্র দোষ হয়না, প্রত্যুত চেতন-কারণ সমর্পন করায় শ্রুতির আনুকুল্যেই প্রমাণ হয়। অতএব, অচেতনজনক পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন না হওয়ায় অচেতনপ্রধানই জগৎ কারণ, এইরূপ অনুমাণ করা যাইতে পারেনা। "রচনানুপপত্তেশ্চ" এই, চ, শব্দ দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অন্বয়াদি হেতুর অসিদ্ধতা প্রমানিত হইয়াছে। বাহ্যাভ্যন্তরীন যেকিছু বিকার সমস্তই সুখদুঃখমোহাত্মক, সমস্ত বিকারে সুখ দুঃখাদির অন্বয় আছে, এই প্রতিজ্ঞা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যে হেতু সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অন্তরস্থ বলিয়াই অনুভূত

হেতোরসিদ্ধিঃ সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখ-মোহাত্মকতয়াঽন্বয় উপপদ্যতে, সুখাদীনামন্তরত্বপ্রতীতেঃ শব্দাদীনাঞ্চাহন্ত-রূপত্বপ্রতীতেস্তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেশ্চ। শব্দাদ্যবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদিবিশেষোপলব্ধেঃ। তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলাঙ্কুরাদীনাং সংসর্গ-পূর্ব্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ব্বকত্বমনু-মিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্ব্বকত্বপ্রসঙ্গঃ পরিমিতত্বাবিশেষাৎ। কার্য্য-কারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বনির্ম্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট ইতি ন কার্য্যকারণভাবাৎ বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্ব্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

আস্তাং তাবদিয়ং রচনা, তৎসিদ্ধার্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাৎ প্রচ্যুতিঃ সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তির্বিশিষ্টকার্য্যাস্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাপি নাচেতনস্য

হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহ্যিক বলিয়াই প্রতীতি হয়। একই শব্দ, একই স্পর্শ, একইরূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্যানুসারে কাহারও কোন বিষয়ে দুঃখ, কাহারওবা কোনও বিষয়ে সুখ হইয়া থাকে। যাহাঁরা পরিমিত অর্থাৎ পরি-চ্ছিন্ন পরিমান অঙ্কুরাদিবিকারের সংসর্গপূর্ব্বক উৎপত্তি দেখিয়া পরিমিতত্ব হেতুর দ্বারা বাহিক ও অধ্যাত্মিকবিকারের সংসর্গপূর্ব্বকত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণের ও সংসর্গপূর্ব্বকত্ব প্রসক্তি হইবে। কারণ উক্তগুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত যান, আসন, শয্যা, প্রভৃতিতে কার্য্যকারণভাব দেখা যায়। এই জন্য কার্য্যকারণভাব গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের অচেতনপূর্ব্বকত্ব অনুমান করা যাইতে পারেনা ॥ ১ ॥

রচনা করার কথাত সুদূরপরাহত, রচনাসিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহা পর্য্যন্ত ও নিরপেক্ষভাবে অচেতনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশিষ্ট বিন্যাসের নাম রচনা এবং তৎসাধক ক্রিয়াবিশেষের নাম প্রবৃত্তি। সৃষ্টির উদ্দেশে প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সাম্যাবস্থার বিনাশ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণ-ত্রয়ে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাব আছে। কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া চেতনা-

প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্যোপপদ্যতে মৃদাদিষ্বদর্শনাৎ রথাদিষু চ। ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তশ্চেতনৈঃ কুলালাদিভিরশ্বাদিভির্ব্বাঽনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপি হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি। সত্যমেতৎ, ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি, তথাপি, চেতনসংযুক্তস্য রথাদেরচেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা। ন ত্বচেতনসংযুক্তস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা। কিং পুনরত্র যুক্তম্। যস্মিন্ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা তস্য সেতি, উত যৎসংযুক্তস্য দৃষ্টা তস্যৈব সেতি। ননু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিস্তস্যৈব সেতি যুক্তম্। উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ। প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তস্যৈব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণ্যং জীবদ্দেহস্য দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি চৈতন্যস্য দর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, দেহস্যৈব

ধিষ্ঠিত অচেতনপ্রধানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কেননা, মৃত্তিকা ও রথাদি অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। মৃত্তিকাই বল, আর রথাদিই বল, কুম্ভকারের বা রথবাহকের আশ্রয় ব্যতীত আপনা আপনি কেহ কখন মৃত্তিকা বা রথকে বিশিষ্টকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে দেখেন নাই। দৃষ্টান্তোপবিন্যাস দ্বারা অদৃষ্টের অবগতি হয় সত্য, কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়না। যেহেতু অনুমান-উৎপাদক দৃষ্টান্তাভাব, সেইহেতু অচেতনের প্রবৃত্তি অনুমেয়। যেহেতু অচেতনের বিশিষ্ট কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতু অচেতন। জগৎ কারণের অনুমানও দুর্ঘট। যদিও কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়না; তথাপি, চেতনসংযুক্ত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু অচেতন সংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি আদৌ দেখা যায় না।

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, যেই আধারে (পাত্রে) প্রবৃত্তি দেখা যায় সেই আধারেরই প্রবৃত্তি, না, যাহার সংযোগসম্বন্ধাধীন আধারবিশেষ প্রবৃত্ত হয় তাঁহার প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি বলিবে? এবং কাহার প্রবৃত্তি বলাই বা যুক্তিযুক্ত? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যেই আধারে প্রবৃত্তির দর্শন হয়, তাহারই প্রবৃত্তি এবং এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত।

যেহেতু এইরূপ বলিলে উভয়েরই প্রত্যক্ষতা সংরক্ষিত হয়। শুদ্ধ চেতন

চৈতন্যমপীতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তস্মাদচেতনস্যৈব প্রবৃত্তিরিতি। তদভিধীয়তে। ন ব্রূমো যস্মিন্নচেতনে প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে ন তস্য সেতি, ভবতি তু তস্যৈব সা। সাপি চেতনাদ্ভবতীতি ব্রূমঃ। তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশাদিলক্ষণা বিক্রিয়াঽনুপলভ্যমানাপি চ কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি তৎসংযোগে দর্শনাৎ তদ্বিয়োগে চাদর্শনাৎ তদ্বৎ। লোকায়তিকানামপি চেতন এব দেহোঽচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্ত্তকো দৃষ্ট ইত্যবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্য প্রবর্ত্তকত্বম্। ননু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ, ন, অয়স্কান্তবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ। যথাঽয়স্কান্তো মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোঽপ্যয়সঃ প্রবর্ত্তকো ভবতি, যথা চ রূপাদয়ো বিষয়াঃ

প্রবৃত্তির আশ্রয় হইলেও তাহা রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। আরও ভাবিয়া দেখা উচিত, প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। মৃতশরীরে কথনও চৈতন্যের সঞ্চার হইতে দেখা যায় না। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, কেবল অচেতন রথাদি জীবদ্দেহ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সেই জন্যই প্রবৃত্তিযুক্ত দেহের জ্ঞানে চৈতন্যসদ্ভাবের জ্ঞান হয়। তদ্ব্যতিরেকে চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয়না। দুঃখের বিষয়, এইপ্রকার মোহবিজৃম্ভিত ভ্রান্তিজ্ঞানে প্রনষ্টবুদ্ধি নাস্তিকেরা দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে। এই সকল যুক্তিতে ইহাই স্থির হয় এবং এই প্রকারই বুঝা যায় যে, অচেতনই প্রবৃত্ত হয়, এবং নিরবচ্ছিন্ন চেতনের প্রবৃত্তি হয়না। সাংখ্যাচার্য্যদের এই প্রকার মত খণ্ডনার্থ সূত্র করা হইল যে, "অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখাযায়, সে প্রবৃত্তি অচেতনের নহে এমন কথা আমরা বলিনা, সেপ্রবৃত্তি তাহারই, কিন্তু এই প্রবৃত্তি চেতন হইতে হয়। চেতনকে প্রবৃত্তির কারণ বলিবার হেতু এই যে, চৈতন্য থাকিলেই প্রবৃত্তি হয় এবং চৈতন্য না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকার অনুভূত হয়না। তবে, ইহাও স্বীকার্য্য যে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকারও দেখা যায় না। অগ্নি সংযোগেই কাষ্ঠে দাহাদি বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবর্ত্তকত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক, স্বপক্ষসাধ

স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্ত্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোঽপীশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সন্ সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়েদিত্যুপপন্নম্। একত্বাৎ প্রবর্ত্ত্যা ভাবে প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপমায়াবেশবশেনাসকৃৎ প্রত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞকারণত্বে ন ত্বচেতনকারণত্বে ॥ ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

স্যাদেতৎ। যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধয়ে প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানমপ্যচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি। নৈতৎ সাধূচ্যতে।

নার্থ রথাদির প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতেও চেতন দেহের কারণতা আছে। সুতরাং চেতনের কারণতা সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। যদি বল আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত সত্য, কিন্তু তাহার নিজের কোনও প্রবৃত্তি নাই। এবং সেই জন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তকতাও নাই। এই প্রশ্নের উত্তর এইযে, অয়স্কান্ত মনির ও রূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবর্ত্তকতা সিদ্ধি করা যায় অয়স্কান্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত অথচ সে প্রবর্ত্তক। রূপাদিবিষয়ের প্রবৃত্তি না থাকিলেও তাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সমুদায় জগতের প্রবর্ত্তক তাহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দ্বারা সুচারুরূপে উপপন্ন করা হইল। একমাত্র আত্মাই আছেন, অন্য কোনও কিছু নাই, সুতরাং প্রবর্ত্ত্য না থাকায় প্রবর্ত্তকতার উপপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার কল্পনা করাও অনুচিত। কেননা, অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাত্মিকা মায়ার আবেশ থাকাতে প্রবর্ত্ত্যের অভাব হইতে পারে না। সেই জন্যই বলি সর্ব্বজ্ঞকে কারণ বলিলেই প্রবৃত্তির সম্ভব হয়। অচেতন কারণ বলিলে তাহা অসম্ভব হয় ॥ ২ ॥

দুগ্ধ অচেতন হইলেও স্বভাববশতঃই বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, জল অচেতন হইলেও স্বভাববশতঃ লোকহিতার্থই পতিত হয়; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক অচেতনপ্রধানও স্বভাববশতঃ পুরুষার্থসাধনের জন্য মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়। সাংখ্যাচার্য্যগণের এতাদৃশী উক্তি ও সমীচীনা নহে। যেহেতু প্রদর্শিত

যতস্তত্রাপি পয়োঽম্বুনোশ্চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যনুমিমীমহে। উভয়বাদিপ্রসিদ্ধে রথাদাবচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যাদর্শনাৎ। শাস্ত্রঞ্চ—যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যোঽপোঽন্তরো যময়তি, এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি। প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্ত, ইত্যেবঞ্জাতীয়কং সমস্তস্য লোকপরিস্পান্দিতস্যেশ্বরাধিষ্ঠিততাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ পয়োম্বুবদিত্যনুপন্যাসঃ। চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ, বৎসচোষণেন চ পয়স আকৃষ্যমানত্বাৎ। ন চাম্বুনোঽপ্যত্যন্তমনপেক্ষা নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্ব্বত্রোপদর্শিতম্। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি [২।১। সূ০ ২৪] ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্য্যং ভবতীত্যেতল্লোকদৃষ্ট্যা নিদর্শিতং, শাস্ত্রদৃষ্ট্যা পুনঃ সর্ব্বত্রৈবেশ্বরাপেক্ষত্বমাপদ্যমানং ন পরাণুদ্যতে ॥ ৩॥

স্থলদ্বয়ে আমরা চেতনার অধিষ্ঠান আছে ইহা অনুমান করিয়া লইতে পারি। অনুমাণের হেতু এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়না। অতএব প্রদর্শিত স্থলদ্বয়েও চেতনের অধিষ্ঠান থাকা অনুমান করা যাইতে পারে। এতদ্বিষয়ক শ্রুতিও পণ্ডিতেরা পাঠ করিয়া থাকেন। "যিনি জল হইতে ভিন্ন ও জলে অবস্থান করেন, যিনি জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলকে শাসন করেন, হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসনাধীনে থাকিয়াই পূর্ব্ববাহিনী নদী বহমানা হইতেছে। ইত্যাদিরূপ শাস্ত্র লোকপরিস্পন্দনের ঈশ্বর প্রযোজ্যতা দেখাইয়াছেন। অতএব জলীয় উদাহরণটাও সাধ্যমধ্যেই পরিগণিত হইয়া গেল। দুগ্ধ অচেতন হইলেও চেতন ধেনুর ইচ্ছায় এবং বৎসের প্রতি মমতাপ্রযুক্ত দুগ্ধের ক্ষরণ হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই দৃষ্টান্তটাও সাংখ্য পক্ষ সমর্থক হইল না।

বৎসের চোষণে ধেনুর দুগ্ধ আকৃষ্ট হয়, তাহাতেও দুগ্ধের প্রবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ জলের প্রবর্ত্তনেও নিম্নভূমি প্রভৃতির অপেক্ষা দেখা যায়। সুতরাং জলও নিতান্ত নিরপেক্ষ নহে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, প্রবৃত্তিমাত্রই চেতনসাপেক্ষ। ২য়াধ্যায়ের ১ম পাদের ২৪ শ সূত্রে যে বিনা বাহ্যিক কারণেও স্বাশ্রয়নিষ্ঠ কার্য্য হওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা লৌকিক জ্ঞান অনুসারে। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বত্র সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বর সাপেক্ষ ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সাঙ্খ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানম্। ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিদ্বাহ্যমপেক্ষ্যমবস্থিতমস্তি। পুরুষস্তূদাসীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি। অতোঽনপেক্ষং প্রধানম্, অনপেক্ষত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে, কদাচিন্ন পরিণমত ইত্যেতদযুক্তম্। ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে ॥ ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

স্যাদেতৎ। যথা তৃণপল্লবোদকাদিনিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যত

সত্ত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থা প্রধানবাদী সাংখ্যাচার্য্য কপিল মহর্ষির মতে গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে এমনও কিছু নাই। পুরুষ থাকিলেও তিনি উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, সেইহেতু পুরুষকে প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কিছুই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধানের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই। কিন্তু তিনি প্রবৃত্ত হন। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে কখন মহত্তত্ত্বাদিভাবে পরিণত হইয়া থাকেন এবং কখনও বা হন, না, এইরূপ বলা অন্যায়। কিন্তু বেদান্তবাদীর পক্ষে এতাদৃশী প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি অন্যায় হয় না। যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মায়াসহ ॥ ৪ ॥

সাংখ্যবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন যে, তৃণ, পল্লব, জল এই সকল যেমন নিমিত্তান্তর ব্যতিরেকেই আপনা আপনি দুগ্ধাদি আকারে পরিণত হইয়া যায়, সেইরূপ প্রধানও আপন স্বভাববশতই মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। তাহাতে অন্যের কোনও সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা দেখা যায় না বলিয়াই ঐসকল দুগ্ধজনক বস্তু নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষ। যদি ইহাদের সহকারী কারণ কোনও একটা কিছু দেখা যাইত, তাহা হইলে, আমরাও সেই সেই নিমিত্তের এবং প্রণালীর অনুসরণ করিয়া তৃণাদি

ইতি। কথং নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং তৃণাদীতি গম্যতে, নিমিত্তান্তরানুপলম্ভাৎ। যদি হি কিঞ্চিন্নিমিত্তান্তরমুপলভেমহি ততো যথাকামং তেন তেন নিমিত্তেন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়েমহি, নতু সম্পাদয়ামহে। তস্মাৎ যথা স্বাভাবিকস্তৃণাদেঃ পরিণামস্তথা প্রধানস্যাপি স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে। ভবেৎ তৃণাদিবৎ প্রধানস্য স্বাভাবিকঃ পরিণামো যদি তৃণাদেরপি স্বাভাবিকঃ পরিণামোঽভ্যুপগম্যেত ন ত্বভ্যুপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ। কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিরন্যত্রাভাবাৎ। ধেন্বৈব হ্যুপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরীভবতি ন প্রহীণমনডুহাদ্যুপযুক্তং বা। যদি হি নির্নিমিত্তমেতৎ স্যাদ্ধেনুশরীরসম্বন্ধাদন্যত্রাপি তৃণাদি ক্ষীরীভবেৎ। ন চ যথাকামং মানুষৈর্শক্যং সম্পাদয়িতুমিত্যেতাবতা নির্নিমিত্তং ভবতি। ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং কিঞ্চিদ্দৈবসম্পাদ্যম্। মনুষ্যা অপি চ শক্নুবন্ত্যেব যোচিতেনোপায়েন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্।

দ্বারা দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতে পারিতাম। যেহেতু আমরা অদ্যাপিও তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেই জন্যই স্বীকার করি যে তৃণাদির তাদৃশ পরিণাম স্বাভাবিক। তদ্দৃষ্টান্তে বলিতে পারি যে প্রধানের পরিনামও স্বাভাবিক।

সাংখ্যাচার্য্যগণের এই প্রশ্নে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, যদি তৃণাদির স্বতঃপরিণাম প্রমানিত হয়, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানেরও পরিণতি স্বতই হয় এই কথা স্বীকার করিতে পারি।

আমরা দেখিতে পাই তৃণাদির পরিণতিও নিমিত্তান্তরসাপেক্ষ। গাভী প্রভৃতিই তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পরিণত হইয়া দুগ্ধাদি হয়, কিন্তু মানুষে ঘাস (খড়) খাইলে তাহা হয়না। অতএব বলিতে হইবে যে, তৃণাদির পরিণতি হইতে দুগ্ধাদির উৎপত্তিরও একটা নিমিত্ত আছে। ধেনু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেই তৃণাদি দুগ্ধপরিণাম প্রাপ্ত হয়। বৃষাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে দুগ্ধ হয়না। যদি নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তের অপেক্ষা না থাকিত তাহা হইলে, তৃণাদি অবশ্যই ধেনুশরীর সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য শরীরেও দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে দেখা যাইত। মানুষ আপন ইচ্ছায় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারেনা বলিয়া দুগ্ধ উৎপাদনের প্রতি মানুষের কোনও নিমিত্ত নাই এইরূপ বলাও অসঙ্গত। এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা

প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি, ততশ্চ, প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে। তস্মান্ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্য পরিণামঃ ॥ ৫ ॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তির্ন ভবতীতি স্থাপিতম্। অথাপি নাম ভবতঃ শ্রদ্ধামনুরুধ্যমানাঃ স্বাভাবিকীমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিমভ্যুপগচ্ছেম তথাপি দোষোঽনুষজ্যেতৈব। কুতঃ। অর্থাভাবাৎ। যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তি, ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতেত্যুচ্যতে, ততো যথৈব সহকারি কিঞ্চিন্নাপেক্ষতে এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিন্নাপেক্ষিষ্যত ইত্যতঃ প্রধানং পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্তত ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স যদি ব্রূয়াৎ সহ কার্য্যেব কেবলং নাপেক্ষতে ন প্রয়োজনমপীতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং

মানুষসম্পাদ্য এবং এমন কার্য্যও অনেক আছে যাহা দৈবসম্পাদ্য। মানুষও উপযুক্ত উপায়ে তৃণাদি লইয়া দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে। মানুষেরা যথেষ্ট দুগ্ধ পাইবার অভিলাষে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাওয়াইয়া থাকে এবং তাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হয়। এই জন্যই বলিতেছি তৃণাদির পরিণাম প্রধানের স্বতঃ-পরিণামের দৃষ্টান্তসমকক্ষ নহে ॥ ৫ ॥

প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি অসিদ্ধ, ইহা স্থিরীকৃত হইলেও বাদীর শ্রদ্ধাজাড্যে অথবা বিশ্বাসাধিক্যের অনুরোধে আমরা অগত্যা তাহা অঙ্গীকার করিলাম। ইহা স্বীকার করিলেও দোষের পরিহার হয় না। তাহাতেও প্রয়োজনাভাব দোষ থাকিয়াই যায়। প্রধান যদি আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেনা, তাহা হইলেও মানিতে হইবে যে প্রধান যেমন সহকারী কারণের অপেক্ষা করেনা, তেমনি কোনওরূপ প্রয়োজনেরও প্রতীক্ষা করে না। তাহার প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনেই হয়। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে, সাংখ্যবেত্তার "প্রধান পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়। সাংখ্যবিৎ যদি এই কথা বলেন যে, প্রধান সহকারী অপেক্ষা করেনা সত্য কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিচারপূর্ব্বক প্রয়োজন দেখাইতে হইবেক। প্রধানের কোন্

ভোগো বা স্যাদপবর্গো বা উভয়ং বেতি। ভোগশ্চেৎ কীদৃশোঽনাধেয়াতিশয়স্য ভোগো ভবেদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি প্রবৃত্তেরপবর্গস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তেরনর্থিকা স্যাৎ শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ। উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণামানন্ত্যাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। ন চৌৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থা প্রবৃত্তিঃ। নহি প্রধানস্যাচেতনস্যৌৎসুক্যং সম্ভবতি। ন চ পুরুষস্য নির্ম্মলস্য। দৃক্শক্তিসর্গশক্তিবৈয়র্থ্যভয়াচ্চেৎ প্রবৃত্তিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ দৃক্শক্ত্যনুচ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। তস্মাৎ প্রধানস্য পুরুষার্থা প্রবৃত্তিরিত্যেতদযুক্তম্ ॥ ৬ ॥

প্রয়োজন সাধিতে প্রবৃত্ত হয়? ভোগ সাধিতে কি অপবর্গ সাধিতে অথবা ভোগ এবং অপবর্গ উভয় সাধিতে প্রধানের প্রবৃত্তি হয়? যদি বল পুরুষকে ভোগ করানই প্রধানের প্রয়োজন, তাহা হইলেই অপবর্গের আশা ছাড়িয়া দাও। বিশেষতঃ পুরুষের ভোগ ইহাই সিদ্ধ হয়না। পুরুষ নিগুর্ন, নিষ্ক্রিয়, তাঁহাতে কোন ও রূপ অতিশয় সম্ভব হয় না, কাযেই পুরুষের ভোগ অসিদ্ধ। যদি বল অপবর্গই প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহা প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই ছিল, সুতরাং প্রধানের প্রবৃত্তির সার্থক থাকে না। অধিকন্তু অপবর্গ প্রয়োজনাপ্রবৃত্তি হইলে বন্ধজনক শব্দাদি অনুভব হইবে কেন? ভোগাপবর্গ উভয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করিলে, মুক্তির কথা মুখেও আনিও না। কেননা, ভোক্তব্য প্রাকৃতিক পদার্থের শেষ নাই। সুতরাং কোনও সময়েই মুক্তি হইতে পারে না। মাত্র ঔৎসুক্য নিবৃত্তিই প্রয়োজন এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কেন না, প্রধান জড় তাহার আবার ঔৎসুক্য কি? ইচ্ছা বিশেষের নামই ত ঔৎসুক্য। সুতরাং জড়ের পক্ষে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? পুরুষ নির্ম্মল, সুতরাং পুরুষের ঔৎসুক্য নিবারণও অসম্ভব। সৃষ্টি না হইলে পুরুষের দৃক্শক্তি এবং প্রধানের সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হয়, সেইজন্যই যদি বল, প্রধান উক্ত উভয়শক্তির সার্থক্যসম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, ইহাও বলা উচিত যে, সৃষ্টিশক্তির ন্যায় দৃক্শক্তির অনুচ্ছেদ্যতা হেতু সংসারের নিত্যতা অক্ষত ও মুক্তি কথাটা মিথ্যা। অতএব প্রধানের পুরুষার্থপ্রবৃত্তি এই কথা যুক্তিসহ নহে ॥৬॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥ ৭ ॥

স্যাদেতৎ। যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনং পঙ্গুরপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্‌শক্তিবিহীনমন্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়তি, যথা বাঽয়স্কান্তোঽশ্মা স্বয়মপ্রবর্ত্তমানোঽপ্যয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি দৃষ্টান্তপ্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্। অত্রোচ্যতে। তথাপি নৈব দোষান্নির্ম্মোক্ষোঽস্তি। অভ্যুপেতহানং তাবদ্দোষ আপততি প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্ত্তকত্বানভ্যুপগমাৎ। কথঞ্চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ। পঙ্গুরপি হ্যন্ধং পুরুষং বাগাদিভিঃ প্রবর্ত্তয়তি, নৈবং পুরুষস্য কশ্চিৎ প্রবর্ত্তনব্যাপারোঽস্তি। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নিগু‍র্ণত্বাচ্চ। নাপ্যয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তয়েৎ, সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তি-

---

দৃষ্টান্তোপন্যাসপূর্ব্বক পুনরায় সাংখ্যাচার্য্য আপত্তি দর্শাইতেছেন যে, এক পুরুষ দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন কিন্তু প্রবৃত্তিশক্তিবিহীন। অন্য এক পুরুষ প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্ন এবং দৃক্‌শক্তিবিহীন। প্রথমোক্ত পুরুষ যেমন দ্বিতীয় পুরুষের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক দ্বিতীয় পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে, কিম্বা চুম্বক পাষাণ যেমন স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান থাকিয়া লৌহকে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ পুরুষও প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে। এইরূপ বলা যাইতে পারেনা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সে পক্ষেও দোষ থাকে। দোষ এই যে প্রধানের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়, অথচ পুরুষের প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকার করিবে না! অবশ্যই ইহা সাংখ্যাচার্য্যের পক্ষে দোষনীয় সন্দেহ নাই। কেননা তাহাতে স্বীকৃতহানি হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, উদাসীন পুরুষ কিরূপে প্রধানকে প্রেরণ করিবে? পঙ্গুর বাক্‌ শক্তি আছে তদ্দ্বারা সে অন্ধকে প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু পুরুষের এমন কোনও ব্যাপার নাই যদ্দারা পুরুষ প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, পুরুষ নিগু‍র্ণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি চুম্বকের ন্যায় কেবলমাত্র সন্নিধান বলে প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করেন, এইরূপ বলাও যুক্তি সঙ্গত নহে। তাঁহার সন্নিধান নিত্য, চিরকালই সমান, তদনুসারে প্রধানেরও প্রবৃত্তি নিত্য ও সদাকাল সমান থাকা উচিত। দেখাযায় চুম্বকের

নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়স্কান্তস্য ত্বহনিত্যঃ সন্নিধিরস্তি। স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ পরিমার্জ্জনাদ্যপেক্ষা চাস্যাস্তীত্যনুপন্যাসঃ পুরুষাশ্মবদিতি। তথা প্রধানস্যাচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চৌদাসীন্যাৎ তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সম্বন্ধয়িতুরভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। যোগ্যতানিমিত্তে সম্বন্ধে যোগ্যতাহনুচ্ছেদাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পূর্ব্ববচ্চেহাপ্যর্থাভাবো বিকল্পয়িতব্যঃ। পরমাত্মনস্তু স্বরূপব্যপাশ্রয়মৌদাসীন্যং মায়াব্যপাশ্রয়ঞ্চ প্রবর্ত্তকত্বমিত্যস্ত্যতিশয়ঃ ॥৭॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিরবকল্পতে। যদ্ধি সত্ত্বরজস্তমসামন্যোন্যগুণপ্রধানভাবমুৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণাবস্থানং সা প্রধানাবস্থা, তস্যামবস্থায়ামনপেক্ষ-

---

সন্নিধান অনিত্য। বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জ্জন ও ঋজুস্থাপনাদি অপেক্ষা করে, ইত্যাদি কারণে পুরুষ ও চুম্বক উভয়ই অযোগ্য দৃষ্টান্ত। আরও বিবেচনা করা উচিত, প্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন, সুতরাং এতদুভয়ের সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। সম্বন্ধঘটক কোনও অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ সাংখ্যাচার্য্যেরা স্বীকার করেন নাই। যোগ্যতাই এইরূপ ঘটায়, একথা বলিতে গেলে যোগ্যতার অনুচ্ছেদবশতঃ মোক্ষের আশা আদৌ করাই যাইতে পারেনা। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও প্রয়োজনাভাবাদি তাবৎ দোষই তদবস্থ থাকিয়া যায়। সুতরাং বেদান্তসিদ্ধান্তই অক্ষুন্ন এবং তাহাই গ্রহনীয়। এই বিষয়ে বৈদান্তিকেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, পরমাত্মা স্বরূপত উদাসীন, বা অপ্রবর্ত্তক হইলেও মায়ার প্রভাবে তিনি প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন। সাংখ্যমতের উভয় সত্যতা বিরুদ্ধ, কিন্তু বেদান্ত মতে কল্পিতে অকল্পিতে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না ॥ ৭ ॥

প্রধানের যে অন্য নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি হইতে পারেনা, তদ্বিষয়ে হেত্বন্তর প্রদর্শন করা হইতেছে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবত্যাগ করিয়া সমান ও স্বরূপ মাত্রায় অবস্থান হইলেই সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এতাদৃশ অবস্থায় কিছুমাত্রের অপেক্ষা না করিয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের

স্বরূপাণাং স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রত্যঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ। বাহ্যস্ত চ কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাদ্ গুণবৈষম্যনিমিত্তো মহদাদ্যুৎপাদো নস্যাৎ ॥ ৮ ॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

অথাপি স্যাদন্যথা বয়মনুমিমীমহে যথা নায়মনন্তরো দোষঃ প্রসজ্যেত। ন হ্যনপেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থাশ্চাস্মাভির্গুণা অভ্যুপগম্যন্তে প্রমাণাভাবাৎ। কার্য্যবশেন তু গুণানাং স্বভাবোঽভ্যুপগম্যতে। যথা যথা কার্য্যোৎপাদ উপপদ্যতে তথা তথৈতেষাং স্বভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। চলং গুণবৃত্তমিতি চাস্ত্যভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ সাম্যাবস্থায়ামপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্ত ইতি। এবমপি প্রধানস্য

অঙ্গ-প্রধান ভাবের উপপত্তি হয়না, অঙ্গাঙ্গিভাব দূর না হইলে সাম্যাবস্থা হইতে পারেনা। সুতরাং অঙ্গাঙ্গিভাব অনুপপন্ন ও অস্বীকার্য্য। এদিকে, চিরকাল প্রধানাবস্থা থাকাও সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রেত নহে। সাম্যাবস্থার বিচ্ছিন্ন না হইলেত সৃষ্টি হইতে পারেনা? অপর পক্ষে গুণের সাম্যাবস্থা বিনাশ করে বা তাহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে, এমন কোনও অতিরিক্ত বস্তু সাংখ্যাচার্য্যগণ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহা স্বীকার না করিলে গুণবৈষম্যমূলক মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি কোনওরূপে সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

সাংখ্যবেত্তারা যদি বলেন, আমরা অন্য প্রকারে অনুমান করিতে পারিব, যাহাতে প্রদত্ত দোষ ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারিবেনা। গুণসকল অনপেক্ষস্বভাব ও কূটস্থ ইহা প্রমাণব্যতিরেকে আমরা স্বীকার করিনা। সত্তাদি গুণের স্বভাব কার্য্যানুযায়ী ইহাই আমাদের স্বীকার্য্য। যেরূপ স্বভাবে কার্য্যোৎপত্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে, গুণসকলের সেইরূপ স্বভাবই স্বীকার করিতে হইবে। গুণসকল চলস্বভাব, কূটস্থ নহে ইহাও অবশ্য স্বীকারকরি। সুতরাং সাম্যাবস্থায়ও গুণসকলের বৈষম্য প্রাপ্তি হইতে পারে। সাংখ্যাচার্য্যের এইরূপ প্রত্যাপত্তিতে পূর্ব্বসূত্রোক্ত অঙ্গিত্বানুপপত্তি দোষ পরিহার হইতে পারে; সত্য, কিন্তু তন্মতীয় প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি দোষ যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। কার্য্যানুরোধে জ্ঞানশক্তির কল্পনা অথবা অনুমান করিলে সাংখ্যাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করা উচিত। এবং ইহাও

জ্ঞশক্তিবিয়োগাদ্রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা দোষাস্তদবস্থা এব। জ্ঞশক্তিমপি ত্বনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বান্নিবর্ত্ততে, চেতনমেকমনেক প্রপঞ্চস্য জগত উপাদানমিতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবান্নৈব বৈষম্যং ভজেরন্, ভজমানা বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যত এবায়মনন্তরোঽপি দোষঃ ॥ ৯ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাঙ্খ্যানামভ্যুপগমঃ—ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যনুক্রামন্তি ক্বচিদেকাদশ। তথা ক্বচিন্মহতস্তন্মাত্রসর্গমুপদিশন্তি ক্বচিদহঙ্কারাৎ। তথা ক্বচিৎ ত্রীণ্যন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি ক্বচিদেকমিতি। প্রসিদ্ধ এব তু শ্রুত্যেশ্বরকারণবাদিন্যা বিরোধস্তদনুবর্ত্তিন্যা চ স্মৃত্যা। তস্মাদপ্যসমঞ্জসং সাঙ্খ্যানাং দর্শনমিতি। অত্রাহ নন্বৌপনিষদানামপ্যসমঞ্জসমেব দর্শনং, তপ্যতাপকয়োর্জাত্যন্ত-

---

তাঁহার স্বীকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবে যে, কোনও এক চেতনই এই জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান। সাংখ্যাচার্য্য তাহা স্বীকার করিলেই প্রসঙ্গত তাঁহার ব্রহ্মবাদ স্বীকার করা হইল। গুণসকল সাম্যকালেও বৈষম্য যোগ্যতাপন্ন থাকে, এইরূপ বলিলেও নিমিত্ত ব্যতিরেকে গুণসকলের সাম্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন হইতে পারেনা বলিয়া বিষম হওয়ার কথা মুখেও আনিতে পারিবেন না।

কারণ ব্যতিরেকেই বৈষম্য হয়, এইরূপ বলিলে সর্ব্বদা বৈষম্যাপত্তি কেন করা হইবে না?

অতএব তাহাও অনন্তরোক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুপপত্তিদোষমধ্যেই পরিগণিত হইবে ॥ ৯ ॥

সাংখ্যাচার্য্যগণের পদার্থগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। কোনও আচার্য্যের মতে ইন্দ্রিয় সাতটী, কোনও আচার্য্যের মতে ইন্দ্রিয় একাদশটী, কেহ বলেন মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়, কেহ বলেন তন্মাত্রার সৃষ্টি অহঙ্কার হইতে হয়। কোনও গ্রন্থকার বলেন অন্তঃকরণ তিনটি, আবার কোনও গ্রন্থকার বলেন অন্তঃকরণ মাত্র একটীই, তিনটী নহে। এইরূপে পদার্থ বিভাগ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য্যগণের পরস্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয় এতদ্ভিন্নও ঈশ্বরকারণবাদিনী

রভাবানভ্যুপগমাৎ। একং হি ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমভ্যুপগচ্ছতা-মেকস্যৈবাত্মনো বিশেষৌ তপ্যতাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতাবিত্যভ্যুপগন্তব্যং স্যাৎ, যদি চৈতৌ তপ্যতাপকাবেকস্যাত্মনো বিশেষৌ স্যাতাং স তাভ্যাং তপ্যতাপকাভ্যাং ন নির্মুচ্যেত। ইতি তাপোপশান্তয়ে সম্যগ্দর্শনমুপদিশৎ শাস্ত্রমনর্থকং স্যাৎ। ন হ্যৌষ্ণ্যপ্রকাশধর্ম্মকস্য প্রদীপস্য তদবস্থস্যৈব তাভ্যাং নির্ম্মোক্ষ উপপদ্যতে। যোঽপি জলবীচিতরঙ্গফেনাদ্যুপন্যাসস্তত্রাপি জলাত্মন একস্য বীচ্যাদয়ো বিশেষা আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যা এবেতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যা-দিভির্নির্ম্মোক্ষঃ। প্রসিদ্ধশ্চায়ং তপ্যতাপকয়োর্জ্জাত্যন্তরভাবো লোকে। তথা হি—অর্থী চার্থশ্চান্যোন্যভিন্নৌ লক্ষ্যেতে। যদ্যর্থিনঃ স্বতোঽন্যোঽর্থো ন স্যাদ্ যস্যার্থিনো যদ্বিষয়মর্থিত্বং স তস্যার্থো নিত্যসিদ্ধ এবেতি তস্য তদ্বিষয়-

---

শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত সাংখ্যমতের বিরোধ ত স্পষ্টই প্রতীতি হয়। ইত্যাদি রূপ বিরোধদর্শন দ্বারা সাংখ্যমতের কোনও সামঞ্জস্য নাই ইহাই বুঝাযায়। আরও বুঝা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের কোনও প্রামাণ্য নাই এবং সাংখ্যদর্শনের মত প্রমাণ নহে ইহা মোহবিজৃম্ভিত।

এই ক্ষেত্রে হয়ত সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিবেন যে, তোমার বেদান্তদর্শনও অস-মঞ্জস। বেদান্তদর্শনে তপ্য তাপকের প্রভেদ দেখা যায় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, অন্য সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বপ্রপঞ্চের কারণ। যাঁহারা ব্রহ্মমাত্রই স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মকেই সর্ব্বোপাদান বলেন, তাঁহাদের মতে তপ্য ও তাপক পরস্পর পৃথক্ নহে। ইহা আত্মার এক প্রকার অবস্থাবিশেষ। তপ্য-তাপক আত্মার অবস্থাবিশেষ হইলে কোনও কালেই আত্মা এই দুই অবস্থা বিশেষ হইতে মুক্তি পাইবার আশা করিতে পারেন না। সুতরাং বেদান্তদর্শনও উন্মত্তপ্রলাপবৎ হইয়া পড়িল। কেননা বেদান্ত ত্রিতাপোন্মূলন উদ্দেশেই সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা কস্মিন্ কালেও হইবার সম্ভব নাই। যদি তাহাই হয় তবে প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও শীতলতা এবং অন্ধকার অনুভূত না হইবে কেন? কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয়না। বৈদান্তিকেরা যে, জল, বীচি, তরঙ্গও ফেন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অব্যাহতি লাভের আশা করেন তাহা দুরাশাভিন্ন কিছুই নহে।

মর্থিত্বং ন স্যাৎ। যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্য প্রকাশাখ্যোঽর্থো নিত্যসিদ্ধ এবেতি ন তস্য তদ্বিষয়মর্থিত্বং ভবতি। অপ্রাপ্তে হ্যর্থেঽর্থিনোঽর্থিত্বং স্যাদিতি। তথার্থস্যা- প্যর্থত্বং ন স্যাৎ। যদি স্যাৎ স্বার্থত্বমেব স্যাৎ। ন চৈতদস্তি। সম্বন্ধিশব্দৌ হ্যেতৌ—অর্থী চার্থশ্চেতি। দ্বয়োশ্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ স্যান্নৈকস্যৈব। তস্মাদ্ভি- ন্নাবেতাবর্থার্থিনৌ, তথাঽনর্থানর্থিনাবপি। অর্থিনোঽনুকূলোঽর্থঃ প্রতিকূলো- ঽনর্থস্তাভ্যামেকঃ পর্য্যায়েণোভাভ্যাং স বধ্যতে। তত্রার্থস্যাল্পীয়স্ত্বাৎ ভূয়স্ত্বাচ্চা- নর্থস্যোভাবপ্যর্থানর্থাবনর্থ এবেতি তাপকঃ স উচ্যতে। তপ্যস্তু পুরুষো য একঃ পর্য্যায়েণোভাভ্যাং সম্বধ্যত ইতি। তয়োস্তপ্যতাপকয়োরেকাত্মতায়াং মোক্ষানু- পপত্তিঃ। জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারাৎ স্যাদপি কদাচিন্মোক্ষোপ- পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে। নৈকত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ। ভবেদেষ

বীচি, তরঙ্গ, ফেন এই সকল জলেরই বিশেষ সত্য; কিন্তু তাহারও আবির্ভাব, তিরোভাব বা উৎপত্তি, বিনাশ আছে। এতদ্রূপেই ইহারা নিত্য। এই সকল বীচি তরঙ্গাদি আবির্ভূত হইয়া আবার পরক্ষণেই বিনাশ পায়, তৎপরক্ষণে পুনরাবির্ভূত হয়, এবম্বিধরূপে তাহা অপরিহার্য্য সুতরাং নিত্য। জল যেমন লহরী প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। যাবৎ জল তাবৎই এই সকল। তদ্বৎ আত্মাও তপ্যতাপকরূপ বিশেষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। যাবৎ আত্মা তাবৎ তপ্য তাপক। ইহাই জলবীচিতরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে প্রতিপাদিত হইতে পারে। তপ্যও তাপক এতদুভয় মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহা সার্ব্বজনীন প্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপে অর্থী ও অর্থ দেখান যাইতে পারে। অর্থীও অর্থ অত্যন্ত ভিন্ন, কদাপি এক বা অভিন্ন নহে। দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। অর্থ যদি অর্থী হইতে ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে অর্থ অর্থীর অর্থনার বিষয় হইত না। স্বরূপসন্নিবিষ্ট থাকায় তাহা নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ তাহা অপ্রাপ্য নহে। সুতরাং তদ্বিষয়ক একটা প্রার্থনা হইতে পারেনা। প্রকাশ নামক অর্থ প্রকাশা- ত্মক দীপের স্বরূপসন্নিবিষ্ট। তাহা তাহার অপ্রাপ্য নহে। প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই তাহা তাহার নিত্যসিদ্ধ। সেই জন্যই দীপ কখনও প্রকাশ বিষয়ক প্রার্থনা করেনা। যাহা পাওয়া যায় নাই তাহার জন্যই লোক লালায়িত থাকে। অর্থ ও অর্থী এক হইলে, অর্থ অর্থী উভয়ই অসিদ্ধ হয়। যাহা কাময়িতব্য তাহাই

দোষো যদ্যোকাত্মতায়াং তপ্যতাপকাবস্থোঽন্যস্য বিষয়বিষয়িভাবঃ প্রতিপদ্যেয়াতাং ন ত্বেতদস্ত্যেকত্বাদেব। ন হ্যগ্নিরেকঃ সন্ আত্মানং দহতি প্রকাশয়তি বা সত্যপ্যৌষ্ণ্যপ্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিত্বে চ কিমু কূটস্থে ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সম্ভবেৎ। ক পুনরয়ং তপ্যতাপকভাবঃ স্যাদিতি। উচ্যতে। কিং ন পশ্যসি কর্ম্মভূতো জীবদ্দেহস্তপ্যস্তাপকঃ সবিতেতি। নমু তপ্তির্নাম দুঃখং সা চৈতয়িতুর্নাচেতনস্য দেহস্য। যদি হি দেহস্যৈব তপ্তিঃ স্যাৎ সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্যতীতি তন্নাশায় সাধনং নৈষিতব্যং স্যাদিতি। উচ্যতে। দেহাভাবে হি কেবলস্য চেতনস্য তপ্তির্ন দৃষ্টা। ন চ ত্বয়াপি তপ্তির্নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলস্যেষ্যতে, নাপি দেহচেতনয়োঃ

অর্থপদবাচ্য। যে কামনা করে তাহাকে অর্থী বলা যায়। সুতরাং একাধারে অর্থী ও অর্থ এতদুভয়স্থিতি হইতে পারেনা অপিচ অর্থ ও অর্থী এই দুইটী শব্দই সম্বন্ধবাচী। সম্বন্ধ মাত্রেই দ্বিষ্ঠ। দুইটী বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত একটী সম্বন্ধ হয় না। এই নিয়মবলেও অর্থ অর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন। অর্থ ও অর্থী যেমন পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন সেইরূপ অনর্থ ও অনর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন। যাহা অর্থীর সহায়ক তাহাই অর্থ এবং যাহা অর্থীর বিরোধী তাহাই অনর্থ। পর্য্যায়ক্রমে এতদুভয়ের সহিতই একের সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে অনর্থই অধিক। অর্থ অল্প। এই জন্যই অর্থানর্থ উভয়ই বিবেকীর নিকট অনর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদুভয় মধ্যে অনর্থই তাপক। পুরুষ তপ্য। তিনি পর্য্যায়ক্রমে উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তপ্য ও তাপক এক হইলে, যে তপ্য সেই তাপক। তপ্যতাপকের অভিন্নত্ব হেতু মোক্ষ পদার্থ মিথ্যাপদার্থ নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু যদি তপ্য তাপক এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর বিভিন্নত্ব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও কালে, কোনও না কোনও প্রকারে মোক্ষ লাভের আশাকরা যায়।

বুদ্ধি তপ্য, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ, তাদৃশ সম্বন্ধের হেতু অবিবেক। অবিবেকের পরিহার হইলেই বিবেকোৎপত্তি হয়, বিবেকোৎপত্তি হইলেই নিত্যমুক্ত আত্মার মোক্ষ হইল। সাংখ্যাচার্য্যগণের এই সমস্ত জল্পনা কল্পনার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে। সাংখ্যবেত্তা বেদান্ত-

সংহতত্বম্। অশুদ্ধ্যাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তপ্তেরেব তপ্তিমভ্যুপগচ্ছসীতি কথং তবাপি তপ্যতাপকভাবঃ। সত্ত্বং তপ্যং তাপকং রজ ইতি চেৎ, ন, তাভ্যাং চেতনস্য সংহতত্বানুপপত্তেঃ। সত্ত্বানুরোধিত্বাচ্চেতনোঽপি তপ্যত ইবেতি চেৎ, পরমার্থতস্তর্হি নৈব তপ্যত ইত্যাপততি, ইবশব্দপ্রয়োগাৎ। ন চেৎ তপ্যতে নেবশব্দো দোষায়। ন হি ডুণ্ডুভঃ সর্প ইবেত্যেতাবতা সবিষো ভবতি সর্পো বা ডুণ্ডুভ ইবেত্যেবতা নির্ব্বিষো ভবতি। অতশ্চাবিদ্যাকৃতোঽয়ং তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিতি। নৈবং সতি মমাপি কিঞ্চিদ্দুষ্যতি। অথ পারমার্থিকমেব চেতনস্য তপ্যত্বমভ্যুপগচ্ছসি তবৈব সুতরাং নির্ম্মোক্ষঃ প্রসজ্যেত। নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য। তপত্যাপকশক্ত্যোর্নি-

---

মতে তপ্য—তাপকভাব ; অনুপপন্নদোষ দেখাইয়াছেন সত্য। পরন্তু তাহা দোষ নহে। কেননা একাত্মবাদীর পক্ষে আদৌ তপ্য—তাপক ভাব একটা নাই। তপ্য তাপক ভাব নাই বলিয়াই তাহা অনুপপন্ন। সুতরাং তাহা দোষনীয় নহে। অবশ্য তপ্য তাপক ভাব দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত যদি একাত্মভাবে তপ্য তাপক পরস্পর বিষয় বিষয়ি ভাব ভজনা করিত। কিন্তু তাহা করে না। একত্ব বা অভিন্নত্বই না করিবার কারণ। সাংখ্যাচার্য্য বলিতে পারেন কি, বহ্নি কি কখনও একাকী দাহ্য সম্পর্ক বিবর্জ্জিত হইয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে বা প্রকাশ করিয়াছে ? বহ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম আছে, পরিণামিত্বও আছে। যে যখন একাকী আপনাকে প্রকাশ ও দগ্ধ করিতে পারে না, তখন আর কূটস্থ একক ব্রহ্মে তপ্য তাপক ভাবের সম্ভাবনা কি ? যদি কূটস্থ অদ্বয় ব্রহ্ম দ্বৈতাভাবনিবন্ধন তপ্য তাপক ভাব না থাকে তাহা হইলে তাহা কোথায় থাকিবে? এতদুত্তর এই যে, তোমরা কি দেখিতেছ না যে, এই জীবদ্দেহ তপ্য এবং সবিতা ইহার তাপক ? যদি দুঃখকেই তাপ বলিতে চাও, এবং সেই দুঃখ অচেতন দেহে থাকে না বা অচেতন দেহের দুঃখই আদৌ হয় না। দুঃখ যদি দেহগত হইত তাহা হইলে দুঃখ দেহ নাশের সঙ্গেই নাশ হইত, তন্নিমিত্ত উপায়ান্বেষণ নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার প্রত্যুত্তর এই—দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেবল চেতনের দুঃখ হইতে পারে না। সাংখ্যাচার্য্যও কেবল চেতনের দুঃখ

ত্যন্তেঽপি সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তাবাত্যন্তিকঃ সংযোগোপরমস্ততশ্চাত্যন্তিকো মোক্ষ উপপন্ন ইতি চেৎ, নাদর্শনস্য তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। গুণানাঞ্চোদ্ভবাভিভবয়োরনিয়তত্বাদনিয়তঃ সংযোগনিমিত্তোপরম ইতি বিয়োগস্যাপ্যনিয়তত্বাৎ সাঙ্খ্যস্যৈবানির্ম্মোক্ষোঽপরিহার্য্যঃ স্যাৎ। ঔপনিষদস্য ত্বাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাদেকস্য চ বিষয়বিষয়িভাবনুপপত্তেঃ, বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাদনির্ম্মোক্ষশঙ্কা স্বপ্নেঽপি নোপজায়তে। ব্যবহারে তু যত্র যথা দৃষ্টস্তপ্যতাপকভাবস্তত্র তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিহর্ত্তব্যো বা ভবতি।

নামক বিকার স্বীকার করেন না। আবার চেতনের সহিত দেহের সংমিশ্রণও স্বীকার করেন না। সাংখ্যকার চেতনের দুঃখও অঙ্গীকার করেন না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তাহার মতেই বা কিপ্রকারে তপ্যতাপক ভাব উপপন্ন হইতে পারে? সত্ত্বগুণ তপ্য এবং রজোগুণ তাপক, সাংখ্যাচার্য্য এমন কথাও বলিতে পারেন না। যেহেতু উক্ত গুণদ্বয়ের মিশ্রণ অনুপপন্ন। রজস্তমই যদি তপ্য তাপক স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের কি? পুরুষের তাপমোচনার্থ শাস্ত্রারম্ভের ব্যর্থতা থাকিয়াই যায়। পুরুষ সত্ত্বরূপ তপ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাপযুক্তের ন্যায় হইয়া থাকেন। এরূপ বলিলে স্পষ্টই স্বীকার করা হইল যে, পুরুষ বস্তুত তাপযুক্ত হন না—তাপযুক্তের মতন হন। পুরুষের তাপ মিথ্যা। ফল কথা পুরুষ যদি সত্য সত্যই নির্দুঃখ হন, তাহা হইলে তাহাকে দুঃখিতের ন্যায় বলায় দোষ হয় না। ঘোড়াকে সাপ বলিলে সে বিষধর হইবে না এবং সাপকে ঘোড়া বলিলেও সে নির্ব্বিষ হইবে না। তপ্যতাপক ভাব প্রোক্তকারণেই পারমার্থিক নহে, ইহা আবিদ্যক। সাংখ্যের তপ্যতাপক ভাবের আবিদ্যকতা প্রতিপন্ন হইলে বেদান্তবাদীর কিছুই দোষ হয় না। বরং ভালই হইল। পুরুষের বাস্তবিক তাপ স্বীকার করিলে সাংখ্যাচার্য্য মোক্ষলাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সাংখ্যাচার্য্য তাপককে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য যদি বলেন তপ্যশক্তি ও তাপকশক্তি নিত্য হইলেও তাপপদার্থ সনিমিত্ত সংযোগ সাপেক্ষ, সংযোগের নিমিত্ত দেখা যায় না। তাহা নিবৃত্তি হইলে আত্যন্তিক সংযোগও নিবৃত্ত হয়। আত্যন্তিক সংযোগ

প্রধানকারণবাদো নিরাকৃতঃ, পরমাণুকারণবাদ ইদানীং নিরাকর্ত্তব্যঃ। তত্রাদৌ তাবদ্‌যোঽণুকারণবাদিনা ব্রহ্মবাদিনি দোষ উৎপ্রেক্ষ্যতে স প্রতিসমাধীয়তে। তত্রায়ং বৈশেষিকাণামভ্যুপগমঃ।—কারণদ্রব্যসমবায়িনোগুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরমারভন্তে শুক্লেভ্যস্তন্তুভ্যঃ শুক্লস্য পটস্য প্রসবদর্শনাৎ তদ্বিপর্য্যয়াদর্শনাচ্চ। তস্মাচ্চেতনস্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বেঽভ্যুপগম্যমানে কার্য্যেঽপি জগতি চৈতন্যং সমবেয়াৎ তদদর্শনাত্তু ন চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণং ভবিতুমর্হতীতি। ইমমভ্যুপগমং তদীয়য়ৈব প্রক্রিয়য়া ব্যভিচারয়তি॥ ১০॥

নিবৃত্ত হইলেই আত্যন্তিক মোক্ষ নিষ্পন্ন হইল। সাংখ্যাচার্য্যের এই অভিপ্রায়ও দোষাবহ। যেহেতু সাংখ্যমতে অদর্শন তমঃ তাহাও নিত্য এবং সত্ত্বাদিগুণের উৎপত্তিও বিনাশের কোনও নিয়ম নাই। সেইজন্য সংযোগরূপ কারণেরও উপরম অনিয়ত এবং তাহার বিনাশেরও কোনও নিয়ম নাই। ইত্যাদি নানা কারণেই সাংখ্যাচার্য্য মহাত্মার মতে মোক্ষ কোনও সময়েই হইতে পারে না। কিন্তু বেদান্তবাদীর মতে এক আত্মা স্বীকৃত থাকায়, একের বিষয় বিষয়িভাব উপপন্ন না হওয়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন বিকারের নামমাত্রতা শ্রুত থাকায় স্বপ্নেও কখন মোক্ষ হইতে পারে না এই প্রকার আশঙ্কা হয় না। কিন্তু ব্যবহার কালীন কথা অন্য প্রকার। ব্যবহারকালে উক্ত তপ্যতাপক যে আধারে এবং যদ্রূপে দৃষ্টিগোচর হয়, সেই আধারে তাহা সেইপ্রকারেই থাকে। তদ্বিষয়ক পূর্ব্বপক্ষও নাই, উত্তরও নাই।

ইতি সাংখ্যমতনিরসন।

সাংখ্যের প্রধানবাদ নিরাশ করা হইল। এক্ষণে পরমাণুকারণবাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। পরমাণুকারণবাদী বৈশিষিকাচার্য্য কনাদ যে ব্রহ্মকারণবাদে দোষ প্রদর্শন করাইয়াছেন, প্রথমতঃ সেই দোষেরই বিচার করা হইতেছে। কণভক্ষ স্বীকার করেন যে, কারণদ্রব্যসমবেতগুণ কার্য্য দ্রব্যে সজাতীয় অন্যগুণ জন্মায়। শুক্ল সূত্রে শুক্লবস্ত্রেরই উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণবস্ত্র জন্মে না। এই দৃষ্টান্তমূলে বলিতে চান যে, যদি চেতন ব্রহ্মই জগৎ কারণ হইত, তাহাহইলে অবশ্যই এই জগৎ কার্য্যে চৈতন্যগুণ থাকিত। যেহেতু জগতে চৈতন্যাভাব দেখা যায়, সেই হেতু ব্রহ্ম ইহার কারণ নহেন। কনাদের

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্॥ ১১ ॥

এষা তেষাং প্রক্রিয়া। পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালমনারব্ধকার্য্যা যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণাস্তিষ্ঠন্তি। তে চ পশ্চাদদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাশ্চ সন্তো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ কৃৎস্নং কার্য্যজাতমারভন্তে কারণগুণাশ্চ কার্য্যে গুণান্তরম্। যদা দ্বৌ পরমাণূ দ্ব্যণুকমারভেতে তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ো দ্ব্যণুকে শুক্লাদীনপরানারভন্তে। পরিমাণগুণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যমপরমারভতে। দ্ব্যণুকস্য পরিমাণান্তরযোগাভ্যুপগমাৎ। অণুত্বহ্রস্বত্বে হি দ্ব্যণুকবর্ত্তিনী পরিমাণে বর্ণয়ন্তি। যদাপি দ্বে দ্ব্যণুকে চতুরণুকমারভেতে তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবায়িনাং শুক্লাদীনামা-

---

এই অভিপ্রায় যে অব্যভিচারী নহে, তাহা তাঁহারই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হইবে॥ ১০ ॥

বৈশেষিকেরা এই প্রকারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনা করেন। পরমাণুসকল কিয়ৎক্ষণ নিষ্ক্রিয়াবস্থায় থাকায় কিছুমাত্রই জন্মাইতে পারে না। এই সময় পরমাণুপুঞ্জের রূপাদি তাহাদের অনুরূপই থাকে, কোনও বিপর্য্যয় হয় না। চারিজাতি অসংখ্য পরমাণু প্রলয়কালে নিশ্চলও অসংযুক্ত থাকে, পরে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কারণ দ্রব্যীয়গুণ প্রত্যেক কার্য্যদ্রব্যে স্বসদৃশ অন্যগুণ জন্মায়। এই প্রণালী অনুসারে সমুদায় জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যে সময়ে দুইটী পরমাণু একত্র সমবেত হইয়া দ্ব্যণুক জন্মায়, তৎসময়েই পরমাণু সমবেত রূপাদিগুণ বিশেষ—যাহা শুক্লভাস্বরাদি নামে অভিহিত হয়, তাহা অন্য শুক্লাদি গুণবিশেষ জন্মায়। কেবল নিরবচ্ছিন্ন পরমাণুগত অন্যগুণ পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে অন্য পারিমাণ্ডল্য জন্মাইতে পারে না।

(পারিমাণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতং। পারিমাণ্ডল্যমণুপরিমাণং কারণত্বং তদ্ভিন্না মিত্যর্থঃ। অণুপরিমাণং তু ন কস্যাপিকারণম্ তদ্দ্বিবাশ্রয়ারব্ধদ্রব্যপরিমাণারম্ভকং ভবেৎ তচ্চন সম্ভবতি পরিমাণস্য স্বসমানজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণজনকত্ব নিয়মাৎ। মহদারব্ধস্য মহত্তরত্ববদণুজন্যস্যাণুতরত্ব প্রসঙ্গাৎ॥ এবং পরম

রম্ভকত্বম্। অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈবারভেতে, চতুরণুকস্য মহত্ত্বদীর্ঘত্বপরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ। যদাপি বহবঃ পরমাণবো বহূনি বা দ্ব্যণুকানি দ্ব্যণুকসহিতো বা পরমাণুঃ কার্য্যমারভন্তে তদাপি সমানৈষা যোজনা। তদেবং যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাৎ সতোঽণু হ্রস্বঞ্চ দ্ব্যণুকং জায়তে মহদ্দীর্ঘঞ্চ ত্র্যণুকাদি ন পরিমণ্ডলম্। যথা বা দ্ব্যণুকাদণোহ্রস্বাচ্চ সতো মহদ্দীর্ঘঞ্চ ত্র্যণুকং জায়তে নাণুনোত হ্রস্বম্, এবং চেতনাদ্ ব্রহ্মণোঽচেতনং জগজ্জনিষ্যত ইত্যভ্যুপগমে কিং তব ছিন্নম্। অথ মন্যসে বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণাক্রান্তং কার্য্যদ্রব্যং দ্ব্যণুকাদীত্যতো নারম্ভকাণি কারণগতানি পারিমাণ্ডল্যাদীনীত্যভ্যুপগচ্ছামি

মহৎ পরিমাণমতীন্দ্রিয় সামান্যং বিশেষাশ্চ বোধ্যাঃ। ইদমপি যোগি প্রত্যক্ষে বিষয়স্য ন নকারণত্বমিতি মুক্তাবলী)। বৈশেষিকেরা দ্ব্যণুকের পৃথক পরিমাণ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন দ্ব্যণুকের পরিমাণ অনুহ্রস্ব। দ্ব্যণুকত্রয় অথবা চতুর্দ্ব্যণুক যখন চারিটী দ্ব্যণুক জন্মায় তখনও দ্ব্যণুকসমবেতশুক্লাদি গুণ পৃথক শুক্লাদিগুণ জন্মায়। কিন্তু দ্ব্যণুকসমবেত অনুহ্রস্ব পরিমাণ নামক গুণটী চতুরণুকে পৃথক অনুহ্রস্ব পরিমাণ জন্মায় না। বৈশেষিক আচার্য্যেরা বলেন চতুরণুকের পরিমাণ মহৎ দীর্ঘ। বহুপরমাণু, বহুদ্ব্যণুক, কিম্বা পরমাণু সহিত দ্ব্যণুক যে কিছু জন্যদ্রব্যের আরম্ভক হউক না কেন, সর্ব্বত্র সমান প্রক্রিয়া বা সমান প্রণালী জানিবে। অতএব পরমাণু হইতে যেমন অনুহ্রস্ব দ্ব্যণুক জন্মে ও মহৎ দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি জন্মে কিন্তু পরমাণু জন্মে না। অথবা অনুহ্রস্বদ্ব্যণুক হইতে মহৎ দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে, অনুহ্রস্ব জন্মেনা। সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ জন্মিবে ইহাতে বৈশষিকগণের কোনও ক্ষতি নাই।

যদি এইরূপ মনেকর যে, দ্ব্যণুকাদিকার্য্যদ্রব্য ভিন্নজাতীয় বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত বলিয়া কারণগত পারিমাণ্ডল্য তাহার কারণ নহে। জগৎ ভিন্নজাতীয় বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত, তাহা দ্ব্যণুকাদির ন্যায় চেতনবিরুদ্ধ গুণান্তরে আক্রান্ত নহে যে কারণগত চৈতন্য জগৎ কার্য্যে চেতনান্তর জন্মাইবে না। চৈতন্যাভাবের নামই অচেতন। তাহা গুণপদার্থ নহে। (অভাব একটী পৃথক পদার্থ ইহা বৈশেষিকোক্ত চতুর্ব্বিংশতি গুণের অন্তর্গত নহে। চতুর্ব্বিংশতিগুণ যথা,—"অথগুণাঃ রূপং রসঃ গন্ধস্ততঃ পরং। স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বঞ্চ ততঃ

। তু চেতনাবিরোধিনা গুণান্তরেণ জগত আক্রান্তত্বমস্তি যেন কারণগতা চেতনা-
কার্য্যে চেতনান্তরং নারভেত। নহ্যচেতনা নাম চেতনাবিরোধী কশ্চিদ্‌গুণোঽস্তি
চেতনাপ্রতিষেধমাত্রত্বাৎ। তস্মাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিবৈষম্যাৎ প্রাপ্নোতি চেতনায়া
অনারম্ভকত্বমিতি, মৈবং মংস্থাঃ, যথা কারণে বিদ্যমানানামপি পারিমাণ্ডল্যাদীনা-
মনারম্ভকত্বমেবং চৈতন্যস্যাপীত্যস্যাংশস্য সমানত্বাৎ। ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বং
পারিমাণ্ডল্যাদীনামনারম্ভকত্বে কারণম্। প্রাক্ পরিমাণান্তরারম্ভাৎ পারি-
মাণ্ডল্যাদীনামারম্ভকত্বোপপত্তেঃ। আরব্ধমপি কার্য্যদ্রব্যং প্রাক্ গুণারম্ভাৎ ক্ষণ-
মাত্রমগুণং তিষ্ঠতীত্যভ্যুপগমাৎ। ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যগ্রাণি পারিমাণ্ড-

পরং। সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বং চাপরাত্মকং। বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা
দ্বেষো যত্নোগুরুত্বকং। দ্রবত্বং স্নেহসংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ” এতে চতুর্বিংশতি
গুণাঃ” ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ)। উল্লিখিত কারণে তাহা পারিমাণ্ডল্যের সহিত
সমানও হইতে পারেনা। যেহেতু অসমান সেইহেতু ব্রহ্মগত চেতনার আরম্ভ-
কত্ব অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈশেষিকাচার্য্যগণের এইমতও সমীচীন নহে। যেহেতু পরিমণ্ডলে পারি-
মাণ্ডল্য থাকিলেও তাহা যেমন পরিমাণান্তরের অজনক, সেইহেতু কারণব্রহ্মগত
চৈতন্যও কার্য্যভূতে জগতে চৈতন্যান্তরের অনারম্ভক। সুতরাং বিবক্ষি-
তাংশের অবৈষম্য হেতুক প্রদর্শিতদৃষ্টান্ত বিষমদৃষ্টান্ত বলিয়া অগ্রাহ্য হইতে
পারেনা। বৈশেষিকগণের, দ্ব্যণুকাদিকার্য্য ভিন্নজাতীয় বিরোধী পরিমাণে
আক্রান্ত বলিয়া তৎ তৎ পরিমাণ, পরিমাণকারণক হইতে পারেনা, এই উক্তি
ও সঙ্গত নহে।

যেহেতু বৈশেষিক মহাত্মাগণই এই প্রকার স্বীকার করিয়া থাকেন যে,
কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণ নির্গুণ থাকে। পরবর্ত্তী ক্ষণে তাহাতে গুণোৎ-
পত্তি হয়।

এইস্থলে বৈশেষিকবেত্তাদিগকে এইরূপ প্রশ্ন করা অসঙ্গত হইবেনা যে,
দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যে পরিমাণগুণ জন্মিবার পূর্ব্বে যেইক্ষণে তাহারা নির্গুণ থাকে
সেইক্ষণে সেই পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ অন্য পারিমাণ্ডল্যপরিমাণের কারণ হইতে
আপত্তি কি?

ল্যাদীন, অতঃ স্বসমানজাতীয়ং পরিমাণান্তরং নারভন্তে, পরিমাণান্তরস্যান্য-হেতুযোপপন্নত্বাৎ। কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ। [বৈ০ অ০ ৭। আ০ ১। সূ০ ৯।] তদ্বিপরীতমণু [বৈ০। ৭। ১। ১০]। এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে। [বৈ০। ৭। ১। ১৭।] ইতি হি কাণভুজানি সূত্রাণি। ন চ সন্নিধানবিশেষাৎ কুতশ্চিৎকারণবহুত্বাদীন্যেবারভন্তে ন পারিমাণ্ডল্যাদীনীত্যুচ্যেত দ্রব্যান্তরে গুণান্তরে বারভ্যমাণে সর্ব্বেষামেব কারণ-গুণানাং স্বাশ্রয়সমবায়বিশেষাৎ। তস্মাৎ স্বভাবাদেব পারিমাণ্ডল্যাদীনামনা-রম্ভকত্বম্। তথা চেতনায়া অপীতি দ্রষ্টব্যম্। সংযোগাচ্চ দ্রব্যাদীনাং বিল-ক্ষণানামুৎপত্তিদর্শনাৎ সমানজাতীয়োৎপত্তিব্যভিচারঃ। দ্রব্যে প্রকৃতে গুণো-দাহরণমযুক্তমিতি চেৎ, ন, দৃষ্টান্তেন বিলক্ষণারম্ভমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ন চ দ্রব্যস্য দ্রব্যমেবোদাহর্ত্তব্যং গুণস্য বা গুণ এবেতি কশ্চিন্নিয়মে হেতুরস্তি।

সেই সময় অণুতে বিরুদ্ধ পরিমাণ থাকিবার আশঙ্কা নাইত? বৈশেষিক যখন অণুহ্রস্ব পরিমাণোৎপত্তির প্রতি অন্য কারণ থাকা স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে, পারিমাণ্ডল্যাদি অন্য পরিমাণ জন্মাইতে ব্যতিব্যস্ত থাকে, সেই হেতু তাহারা স্বসমানজাতীয় পরিমাণ জন্মাইতে পারে না, কারণের অনেকত্বপ্রযুক্ত, কারণের মহত্ত্বনিবন্ধন, অবয়ব সংযোগের শৈথিল্য হেতু কার্য্যের মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। অণু এতদ্বিপরীত। দ্ব্যণুকে তাহা পরমাণুনিষ্ঠ দ্বিত্বসংখ্যায় উৎপন্ন হয়। এতদ্বিষয়ে কনাদের একটী সূত্র দেখাযায় দীর্ঘত্ব এবং হ্রস্বত্ব ও প্রোক্তরূপে জানিবে।"

যখন সমুদায় কারণগুণ স্বাশ্রয়সমবায়ে অবিশেষভেদবিবর্জ্জিত, তখন বৈশেষিক এমন কথাও বলিতে পারেননা যে, এক প্রকার বিশেষ নৈকট্য থাকা প্রযুক্তই পারিমাণ্ডল্যের উৎপত্তি হইতে পারেনা।

বৈশেষিকাচার্য্য ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে স্বভাব প্রযুক্তই পারিমাণ্ডল্য গুণ জন্মেনা।

কারণভূত পরিমণ্ডল যেমন স্বভাবতই পারিমাণ্ডল্যের অজনক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচেতনাও স্বভাবতই চেতনান্তরের অনুৎপাদক হয়। অধিকন্তু সংযোগবশাধীও বিচিত্রাকার দ্রব্য জন্মিতে দেখা যায়। ইত্যাদি কারণকূটদৃষ্টে এইরূপও

সূত্রকারোঽপি ভবতাং দ্রব্যস্য গুণমুদাজহার—প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাম প্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য পঞ্চাত্মকত্বং ন বিদ্যতে ইতি [বৈ° অ° ৪। আ° ২। সূ° ২।] যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োর্ভূম্যাকাশয়োঃ সমবয়ন্ সংযোগোঽপ্রত্যক্ষঃ, এবং প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষেষু পঞ্চসু সমবয়চ্ছরীরমপ্রত্যক্ষং স্যাৎ প্রত্যক্ষন্তু শরীরম্। তস্মান্ন পাঞ্চভৌতিকমিতি। এতদুক্তং ভবতি—গুণশ্চ সংযোগোদ্রব্যং শরীরম্ দৃশ্যতেত্বিতি চাত্রাপি বিলক্ষণোৎপত্তিঃ প্রপঞ্চিতা। নম্বেবং সতি তেনৈব তদ্‌গতম্। নেতি ব্রূমঃ। তৎ সাঙ্খ্যং প্রত্যুক্তমেতত্তু বৈশেষিকং প্রতি। নন্বতিদেশোঽপি সমানন্যায়তয়া কৃতঃ এতেনশিষ্টপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা ইতি, সত্যমেতৎ, তস্যৈব ত্বয়ং বৈশেষিকপরীক্ষারম্ভে তৎপ্রক্রিয়ানুগতেন নিদর্শনেন প্রপঞ্চঃ কৃতঃ॥ ১১॥

সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বত্র স্বসমানজাতীয় উৎপত্তি হয় না। এস্থলে দ্রব্যের প্রস্তাবে গুণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অন্যায় ইহা ও বাদী বলিতে পারেনা, যেহেতু প্রদর্শিত স্থলে বিজাতীয়োৎপত্তি দেখানই দৃষ্টান্তপ্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য, দ্রব্যের দৃষ্টান্তস্থলে দ্রব্য এবং গুণের স্থলে গুণই প্রদর্শণ করাইতে হইবে, ইহার ব্যভিচার অগ্রাহ্য এমন কোনও নিয়ম নাই। তোমাদের কণভক্ষকও দ্রব্য প্রস্তাবে গুণেরই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইয়াছেন। যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষঘটিত সংযোগের অপ্রত্যক্ষতা নিবন্ধন পঞ্চাত্মকতা নাই। ইহার অর্থ এই, যেমন প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষ ভূমি এবং আকাশ সংযোগ অপ্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষা-প্রত্যক্ষভূতপঞ্চক ভূতপঞ্চকপ্রভাব এই শরীরও অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শরীর প্রত্যক্ষই হয়। যেহেতু শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে, একভৌতিক।

প্রদর্শিত সূত্রে অনিয়মই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু সংযোগগুণ এবং শরীর দ্রব্য। বৈদান্তিকের দৃশ্যহেতু সূত্রেও বিজাতীয়োৎপত্তি প্রপঞ্চিত হইয়াছে; যদি বল তাহাতেই যথার্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এতদুত্তরে আমরা বলি তাহা হয় নাই। সেই সূত্রে সাংখ্যের প্রতিবাদ, এই সূত্রে বৈশেষিকের প্রতিবাদ। ইহাদ্বারা 'শিষ্টা পরিগ্রহা অপি' এসূত্রে যে অন্য ২ প্রতিবাদের অতিদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহা তাহারই বিস্তার মাত্র॥ ১১॥

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং পরমাণুকারণবাদং নিরাকরোতি। স চ বাদ ইত্থং সমুত্তিষ্ঠতি। পটাদীনি হি লোকে সাবয়বানি দ্রব্যাণি স্বানুগতৈঃ সংযোগসচিবৈস্তন্ত্বাদিভি-দ্রব্যৈরারভ্যমাণানি দৃষ্টানি তৎসামান্যেন যাবৎ কিঞ্চিৎ সাবয়বং তৎ সর্ব্বং স্বানুগতৈরেব সংযোগসচিবৈস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈরারব্ধমিতি গম্যতে। স চায়মবয়বা-বয়বিবিভাগো যতো নিবর্ত্ততে সোঽপকর্ষপর্য্যন্তগতঃ পরমাণুঃ। সর্ব্বঞ্চেদং গিরিসমুদ্রাদিকং জগৎ সাবয়বং, সাবয়বত্বাদাদ্যন্তবৎ। ন চাকারণেন কার্য্যেণ ভবিতব্যমিত্যতঃ পরমাণবো জগতঃ কারণমিতি কণভুগভিপ্রায়ঃ। তানীমানি চত্বারি ভূতানি ভূম্যপ্তেজঃপবনাখ্যানি সাবয়বান্যুপলভ্য চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ

এক্ষণে পরমাণুকারণবাদ নিরস্ত হইবে। পরমাণুবাদের উত্থান এইরূপ। লোক-মধ্যে দেখা যায়, বস্ত্রাদি সাবয়ব দ্রব্য সংযোগসহায় সূত্রাদি দ্রব্যের দ্বারা জন্মে। তৎসাধারণ্যে ইহাও জানা যায় যেকিছু সাবয়ব সমস্তই সানুগত সংযোগসহকৃত সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা জন্মিয়াছে। বস্ত্র অবয়বী, সূত্র তাহার অবয়ব। সূত্র অবয়বী, অংশু তাহার অবয়ব। অংশু অবয়বী, তদংশ তাহার অবয়ব। এই-রূপ অবয়ব অবয়বি বিভাগ যেস্থানে সমাপ্তি হয়, শেষ হয়, যাহার আর বিভাগ নাই তাহাই ক্ষুদ্রতার চূড়ান্ত স্থান—এবং তাহারি নাম পরমাণু। [সর্ব্ব... প্রায়]। গিরি-নদী সমুদ্রাদি বিশিষ্ট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সাবয়ব। যেহেতু সাবয়ব, সেইহেতু ইহার আদ্যন্ত আছে। উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই আছে। কার্য্য (জন্যবস্তু) মাত্রেই সকারণ, বিনাকারণে কোনও কার্য্য হয় না।

তাহাতেই জানা যায়, সিদ্ধ হয়, পরমাণুরাশিই জগতের কারণ। ইহা কণাদমুনির মত। কণাদ আরও কল্পনা করেন, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, এই চারি ভূত সাবয়ব—সুতরাং পরমাণু চতুর্ব্বিধ। (ভৌমপরমাণু, জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু, ও বায়বীয় পরমাণু) এই পরমাণুতেই ক্ষুদ্রতা বিশ্রান্তির বা বিভাগ বিনিবৃত্তির শেষ। অতঃপর বিভাগ নাই বা হয় না। সেই কারণেই বিন-শ্বৎ পৃথিব্যাদির বিভাগের সীমা—পরমাণু। যেকালে এই পৃথিব্যাদি চরম বিভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ পরমাণু হইয়া যায়,—সেই কালের নাম প্রলয়।

পরিকল্পয়ন্তে তেষাঞ্চাপ কর্ম্মপর্য্যন্তগতত্বেন পরতো বিভাগাসম্ভবাদ্বিনষ্টত্বাৎ পৃথিব্যাদীনাং পরমাণুপর্য্যন্তোবিভাগো ভবতি স প্রলয়কালঃ। ততঃ সর্গকালে চ বায়বীয়েষণুষদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্মোৎপদ্যতে। তৎকর্ম্ম স্বাশ্রয়ণুমণ্বন্তরেন সংযুনক্তি। ততো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বায়ুরুৎপদ্যতে। এবমগ্নিরেবমাপ এবং পৃথিব্যেবং শরীরং সেন্দ্রিয়মিত্যেবং সর্ব্বমিদং জগদণুভ্যঃ সম্ভবতি। অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যো দ্ব্যণুকাদিগতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি তন্তুপটন্যায়েনেতি কাণাদা মন্যন্তে। তত্রেদমভিধীয়তে। বিভাগাবস্থানাং তাবদণূনাং সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষো-ঽভ্যুপগন্তব্যঃ কর্ম্মবতাং তন্ত্বাদীনাং সংযোগদর্শনাৎ। কর্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বা-ন্নিমিত্তং কিমপ্যভ্যুপগন্তব্যম্। অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবাৎ নাণ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। অভ্যুপগমেঽপি যদি প্রযত্নোঽভিঘাতাদির্ব্বা দৃষ্টং কিমপি কর্ম্মণো

প্রলয়কালে চরম অবয়বী অনন্ত পরমাণুই থাকে। তাহার আর অবয়ব থাকে না। পরে যখন সৃষ্টিকাল আইসে, তখন, অদৃষ্ট কারণে প্রথমতঃ বায়বীয় পর-মাণুতে ক্রিয়া জন্মে।

যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়াজন্মে সেই ক্রিয়া সেই সেই বায়বীয় পর-মাণুকে পরস্পর সংযুক্ত করে, করিয়া বায়বীয় দ্ব্যণুক উৎপাদন করে। ক্রমে ত্র্যণুকও চতুরণুক, এতৎ ক্রমেই বায়ুনামক মহাভূত জন্মিয়াছে। এবং ঐরূপ ক্রমেই অগ্নি, জল, পৃথিবী, সেন্দ্রিয় দেহ, অধিক কি সমুদায় বিশ্ব জন্মিয়াছে। সমুদায় বিশ্বই অণু হইতে উৎপন্ন হয়। যে অণুতে যে যেরূপও যে রসাদি ছিল, সেইরূপ, ও সেইরসাদি হইতেই দ্ব্যণুকরূপের ও দ্ব্যণুকরসাদির জন্ম হয়। যেমন শ্বেত সূতায় শ্বেত বস্ত্র হয়, তেমনি কারণদ্রব্যের রূপাদি হইতেই কার্য্যদ্রব্যের রূপাদি জন্মে। ইহা কণাদশিষ্যেরা মানিয়া থাকেন। [তত্রেদ-মভিদ্ধ্যাৎ] কণাদশিষ্যাদিগের এই মতের (স্বীকারের) উপর আমরা এইরূপ বলিতে চাহি :—

বিভাগাবস্থায় অবস্থিত পরমাণুনিচয়ের সংযোগের ক্রিয়াসাপেক্ষতা তোমাদের অবশ্য স্বীকার্য্য। কেননা, তোমরা ক্রিয়ান্বিত সূত্রকেই সংযুক্ত হইতে দেখি-য়াছ, নিষ্ক্রিয়ের সংযোগ দেখ নাই। ক্রিয়ার দ্বারা সংযোগ জন্মে, সুতরাং সংযোগের নিমিত্তকারণ ক্রিয়া। এনিয়ম যদি অবশ্যস্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে

নিমিত্তমভ্যুপগম্যেত তস্যাসম্ভবাৎ নৈবাণ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। ন হি তস্যামবস্থায়ামাত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সম্ভবতি শরীরাভাবাৎ। শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনস্যাত্মনঃ সংযোগে সত্যাত্মগুণঃ প্রযত্নো জায়তে। এতেনাঽভিঘাতাদ্যপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাতব্যম্। সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্ব্বং নাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তং সম্ভবতি। অথাদৃষ্টমাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তমিত্যুচ্যেত, তৎ পুনরাত্মসমবায়ি বা স্যাদণুসমবায়ি বা। উভয়থাপি নাদৃষ্টনিমিত্তমণুষু কর্ম্মাবকল্পেত, অদৃষ্টস্যাচেতনত্বাৎ। ন হ্যচেতনং চেতনেনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বেতি সাংখ্যপরীক্ষায়ামভিহিতম্। আত্মনশ্চানুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যামবস্থায়ামচেতনত্বাৎ। আত্মসমবায়িত্বাভ্যুপগমাচ্চ নাদৃষ্টমণুষু কর্ম্মণো নিমিত্তং স্যাদসম্বন্ধাৎ। অদৃষ্টবতা পুরুষেণাস্ত্য-

---

ইহাও স্বীকার্য্য হইবে যে, ক্রিয়া জন্য পদার্থ বলিয়া তাহারও কোন নিমিত্ত (কারণ) আছে। নিমিত্ত অস্বীকার করিলেই বিনা কারণে কিছু হয়না, এতন্নিয়মানুরোধে পরমাণুতে আদ্যক্রিয়ার অভাব স্বীকার করিতে হইবে। যদি নিমিত্ত থাকা মান, তাহা হইলে তাহা কি? প্রযত্ন? না অভিঘাত? না অদৃষ্ট? তাহা তোমাকে একটা নিশ্চয় বলিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি, সেইকালে এতৎ ত্রিতয়ের সম্ভাবনা নাই। যে হেতু সম্ভবপর নহে সেইজন্যই পরমাণুর প্রথম সংযোগ অসিদ্ধ। শরীর না থাকায় সেইকালে আত্মগুণ থাকে না। শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না হইলে আত্মার আপনা হইতে প্রযত্নগুণ উপস্থিত হয় না। সেই সময়ে প্রযত্ন গুণ থাকে না, এই কথাতেই অভিঘাতাদি না থাকাই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রযত্নও অভিঘাতাদি ক্রিয়ার সমুৎপত্তির কারণ ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে নহে, পরে। প্রথম ক্রিয়ার প্রতি সেই সমস্তের জনকতা অসম্ভব। কেন না, সেইকালে এই সমস্ত থাকেনা। যদি অদৃষ্টকেই আদ্যক্রিয়ার জনক বলিতে চাও, তা হলে, অদৃষ্ট আত্মসমবায়ী হউক আর পরমাণুসমবায়ী হউক উভয় প্রকারের কোনও প্রকারে অদৃষ্ট অণুতে আদ্যক্রিয়া জন্মাইতে সক্ষম হইতে পারে না। যেহেতু অদৃষ্ট অচেতন, যাহাতে চেতনের অবস্থিতি নাই, তাদৃশ কোন ও অচেতন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না। এবং কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইতে পারে না, ইহা সাংখ্যমত পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। আত্মাতে চৈতন্যগুণ সমুৎপন্ন না হওয়াতে সেই অবস্থায় আত্মা চৈতন্যরহিত থাকেন।

ণূনাং সম্বন্ধ ইতি চেৎ, সম্বন্ধস্য সাতত্যাৎ প্রবৃত্তিসাতত্যপ্রসঙ্গোনিয়ামকান্তরা-ভাবাৎ। তদেবং নিয়তস্য কস্যচিৎ কর্ম্মনিমিত্তস্যাভাবাৎ নাণুষ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগো ন স্যাৎ সংযোগাভাবাচ্চ তন্নিবন্ধনং দ্ব্যণুকাদি-কার্য্যজাতং ন স্যাৎ। সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা। সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গোদৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ। প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশেন চেৎ সাবয়বত্ব-প্রসঙ্গঃ। পরমাণূনাং কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ স্যুরিতি চেৎ, কল্পিতানামবস্তুত্বাদবস্তেব সংযোগ ইতি বস্তুনঃ কার্য্যস্যাসমবায়িকারণং ন স্যাৎ। অসতি চাসমবায়িকারণে দ্ব্যণুকাদিকার্য্যদ্রব্যং নোৎপদ্যেত। যথা চাদিসর্গে নিমিত্তাভাবাৎ সংযোগোৎ-

---

অদৃষ্ট আত্মনিষ্ঠই। অন্যত্র তাহার অভাবই আছে। সুতরাং পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহা আনবিকী ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। অদৃষ্টাধার আত্মার সহিত তাহাতে সম্বন্ধ আছে। আত্মা সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সম্বন্ধ আছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ বলাতেও তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হয় না। সেই সম্বন্ধ সর্ব্বদাই আছে অতএব সর্ব্বদাই সৃষ্টিধারার আপত্তির উত্তর কে করিবে? প্রলয়কালে নিষ্ক্রিয় থাকে, সৃষ্টিকালে তাহাতে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, ইহার নিয়ামক কেহই নহে। অতএব সৃষ্টিসমকালীন পরমাণুতে যে আদ্য ক্রিয়া হইবে, নিষ্ক্রিয় পরমাণু যে সক্রিয় হইবে, চলিতে থাকিবে, তৎপ্রতি কোনও নিমিত্ত নাই। নিমিত্ত না থাকিলে ক্রিয়া হইবে না। ক্রিয়া না হইলে সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগাভাবে দ্ব্যণুকাদির অনুৎপত্তি। অন্য আপত্তি ত আছেই। যথা পরমাণু যে অন্য পরমাণুতে সংযুক্ত হয়। সেই সংযোগ কি সর্ব্বাত্মিক না আংশিক? সর্ব্বাংশে সংযোগ হইলে যেই পর-মাণু সেই পরমাণুই থাকে। উপচিত হইতে পারে না। বড় বা স্থূল হইতে পারে না। আরও দেখ, এক স্বাংশদ্রব্যের একাংশে অন্য স্বাংশদ্রব্যের একাংশ সমাশ্লিষ্ট হইলে লোকে তাহাকে সংযোগ বলে। সর্ব্বত্রই এবম্ভূত সংযোগই পরিদৃশ্যমাণ হয়। কিন্তু পরমাণু সংযোগে সেই দর্শন অন্যথা হইতেছে। আংশিক সংযোগ স্বীকৃত হইলে পরমাণুর অংশও মানিতে হইবেক। তাহা মানিলে পরমাণু সকল অপ্রসিদ্ধ বা অসঙ্গত হইবেক। পরমাণুর বাস্তব অংশ

পত্ত্যর্থং কর্ম্ম নাণূনাং সম্ভবতি এবং মহাপ্রলয়েঽপি বিভাগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম নৈবাণূনাং সম্ভবেৎ। ন হি তত্রাপি কিঞ্চিন্নিয়তং তন্নিমিত্তং দৃষ্টমস্তি। অদৃষ্টমপি ভোগপ্রসিদ্ধ্যর্থং ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থমিত্যতো নিমিত্তাভাবান্ন স্যাদণূনাং সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থং বা কর্ম্ম। অতশ্চ সংযোগবিভাগাভাবাৎ তয়োঃ সর্গপ্রলয়য়োরভাবঃ প্রসজ্যেত। তস্মাদনুপপন্নোঽয়ং পরমাণুকারণবাদঃ ॥ ১২ ॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তদভাব ইতি প্রকৃতেনাণুকারণবাদনিরাকরণেন সম্বধ্যতে। দ্বাভ্যাঞ্চাণুভ্যাং দ্ব্যণুকমুৎপদ্যমানমত্যন্তভিন্নমণুভ্যামণ্বোঃ সমবৈতীত্যভ্যুপগম্যতে

না থাকিলেও কল্পিত অংশ আছে। এইরূপ বলিলেও ফল পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। যাহা কল্পিত তাহা বস্তু নহে। এতদনুসারে সংযোগও অবস্তু বা মিথ্যা হইতেছে। আরও দেখ, যাহা বস্তু তাহাই জন্যপদার্থের অসমবায়ী কারণ হয়। অবস্তু কখন কাহারও অসমবায়ী কারণ হয় না। অতএব, অসমবায়ী কারণের অভাবেও দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভে নিমিত্তাভাববশতঃ পরমাণুসংযোজক ক্রিয়া অসম্ভব, তেমনি মহাপ্রলয়েও পরমাণুবিশ্লেষক ক্রিয়াও অসম্ভব। কেননা সে সময়েও কোনও নিয়মিত নিমিত্ত থাকা দেখা যায় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক অদৃষ্ট সুখও দুঃখ ভোগেরই প্রয়োজক, মহাপ্রলয়ের প্রয়োজক নহে। প্রদর্শিত হেতুতেও তত্তৎকালে নিমিত্তের অভাবে পরমাণুতে ক্রিয়ার অভাব, ক্রিয়ার অভাবে সংযোগবিয়োগের অভাব। সংযোগবিয়োগের অভাবে সৃষ্টিপ্রলয়ের অভাব। এইরূপ প্রসক্তি আসিয়া পড়ে। এবং সেই জন্যই পরমাণুকারণবাদ উপপত্তি হইতে পারেনা। যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ১২ ॥

সমবায় স্বীকার করাতেও এই কথার পর পরমাণুকারণবাদ অসম্ভব। এইরূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা বলে উৎপদ্যমান দ্ব্যণুক অত্যন্তভিন্ন অথচ পরমাণুদ্বয়ে সমবেত হয়, তাহারা কোনও ক্রমে পরমাণু কারণবাদ রক্ষা করিতে পারেনা। কারণ এই যে সমানতা প্রযুক্ত অনবস্থাদোষ

ভবতা। ন চৈবমভ্যুপগচ্ছতা শক্যতেঽণুকারণবাদঃ সমর্থয়িতুং, কুতঃ, সাম্যাদনবস্থিতেঃ। যথৈব হ্যণুভ্যামত্যন্তভিন্নং সৎ দ্ব্যণুকং সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন তাভ্যাং সম্বধ্যতে এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যোঽত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়লক্ষণেনাস্থেনৈব সম্বন্ধেন সমবায়িভিঃ সম্বধ্যেতাত্যন্তভেদসাম্যাৎ। ততশ্চ তস্য তস্যাস্যোঽন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থৈব প্রসজ্যেত। নন্বিহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ সমবায়ো নিত্যসম্বদ্ধ এব সমবায়িভির্গৃহ্যতে নাসম্বদ্ধঃ সম্বন্ধান্তরাপেক্ষো বা। ততশ্চ ন তস্যান্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যো যেনানবস্থা প্রসজ্যেত। নেত্যুচ্যতে। সংযোগোঽপ্যেবং সতি সংযোগিভির্নিত্যসম্বদ্ধ এবেতি সমবায়বন্নান্যং সম্বন্ধমপেক্ষতে। অথার্থান্তরত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরমপেক্ষেত, সমবায়োঽপি তর্হ্যর্থান্তরত্বাৎ

আগমন করে। অনবস্থার মূল পাই না। কাজেই তাহা উৎপত্তির ও জ্ঞপ্তির মূলবিচ্ছেদক। পরমাণু একপদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ, এইরূপ হইলেও সমবায় তদুভয়কে সম্বদ্ধ করায়। দ্ব্যণুক যেমন পরমাণু ভিন্ন হইয়াও সমবায় দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, অভিন্নপ্রত্যয়ের গোচর হয়, সেইরূপ সমবায়ও সমবায়ী দ্রব্য হইতে ভিন্ন, সুতরাং তাহাও অন্য সমবায় দ্বারা সমবেত হওয়া উচিত। ক্রমে সেই সমবায় অন্য সমবায়ের এবং সেই সমবায় ও অন্য সমবায়ের এই রূপ অনন্ত কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতজ্ঞাতব্যের মূলোচ্ছেদ করিবে। সুতরাং অভিষ্টসিদ্ধি হইবে না। যদি এমন বল যে সমবায় ইহপ্রত্যয়বোধ্য অর্থাৎ তাহা এই কপাল কপালিকায় ঘট, এই সূতায় বয়ন এই প্রকারে প্রতীতি হয়। সুতরাং তাহা নিত্য সম্বন্ধস্বরূপ। তাহার জ্ঞানের অন্য সম্বন্ধান্তর থাকায় কল্পনা অনাবশ্যক। সে আপনার আশ্রয়দ্রব্যের দ্বারাই জ্ঞেয় হইয়া থাকে। কেন অনবস্থা দোষ হইবে? অনন্ত সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হইবে কেন? আমরা বলি তাহাও বলিতে পার না। এইরূপ বলিলে ইহাও বলিতে হইবে যে সংযোগ ও সমবায়ীর ন্যায় আশ্রয়দ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ সম্বন্ধের দ্বারা নহে। সংযোগ যদি পদার্থান্তরই হয়, আর তৎ কারণে তাহা সম্বন্ধবিশেষের অপেক্ষা করে তাহা হইলে এই কারণে সমবায়ও সমবায়ান্তরের অপেক্ষা করিবে। এমন বলিতে পারিবে না যে, সংযোগ গুণপদার্থ। সেই কারণে সে সম্বন্ধের অপেক্ষা করে, কিন্তু সমবায় অগুণ গুণ নহে। সে নিজে সম্বন্ধরূপ ও

সম্বন্ধান্তরমপেক্ষেত। ন চ গুণত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরমপেক্ষতে ন সমবায়ো-ঽগুণত্বাদিতি যুজ্যতে বক্তুম্। অপেক্ষাকারণস্য তুল্যত্বাৎ গুণপরিভাষায়াশ্চাতন্ত্রত্বাৎ। তস্মাদর্থান্তরং সমবায়মভ্যুপগচ্ছতঃ প্রসজ্যেতৈবানবস্থা। প্রসজ্যমানায়াঞ্চানবস্থায়ামেকাসিদ্ধৌ সর্ব্বাসিদ্ধের্দ্বাভ্যামণুভ্যাং দ্ব্যণুকঃ নৈবোৎপদ্যেত। তস্মাদপ্যনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ॥ ১৩॥

নিত্যমেব চ ভাবাৎ॥ ১৪॥

অপিচাণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা নিবৃত্তিস্বভাবা বা উভয়স্বভাবা বা অনুভয়স্বভাবা বাভ্যুপগম্যেরন্ গত্যন্তরাভাবাৎ চতুর্দ্ধাপি নোপপদ্যতে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি নিত্যমেব নিবৃত্তের্ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ। উভয়স্বভাবত্বঞ্চ বিরোধাদসমঞ্জসম্। অনুভয়স্বভাবত্বে

সপ্রধান, তন্নিমিত্ত তাহা সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করেনা। কিন্তু যখন অপেক্ষার কারণ সমান, তখন অবশ্যই সংযোগের ন্যায় সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করিবে। অপিচ গুণপরিভাষা তন্ত্রতান্যায়ে প্রাধান্য নাই। এরূপ ও বলিতে পার। অতএব যাঁহারা সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন তাঁহাদের মতে অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। অনবস্থাদোষ সমবায়সিদ্ধির ব্যাঘাত করে; এবং সমবায়ের অসিদ্ধিতে পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি অসিদ্ধ হইল। সুতরাং বলিতে বাধ্য পরমাণুকারণবাদ যুক্তিবহির্ভূত॥ ১৩॥

পরমাণুরাশি হওয়া প্রবৃত্তির স্বভাব, নাহয় নিবৃত্তির স্বভাব, কিম্বা উভয় স্বভাব অথবা অনুভয় স্বভাব এই চারিপ্রকারের এক প্রকার বৈশেষিককে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার চতুষ্টয়ের কোনও প্রকারই উপপত্তি করা যায় না। প্রবৃত্তির স্বভাব হইলে প্রলয় হইতে পারেনা। নিবৃত্তিস্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। একাধারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় স্বভাব থাকিতেই পারে না। নিঃস্বভাব হইলে নৈমিত্তিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটিতে পারে সত্য, কিন্তু তন্মতের নিমিত্তসকল নিত্য ও নিয়তসন্নিহিত সুতরাং সে পক্ষেও নিত্য প্রবৃত্তির ও নিত্য নিবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে। অদৃষ্টাদি নিমিত্তনিচয়কে অস্বতন্ত্র অথবা অনিত্য বলিলেও নিত্য অপ্রবৃত্তির আপত্তি

তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরভ্যুপগম্যমানয়োরদৃষ্টাদের্নিমিত্তস্য নিত্যসন্নিধানা-ন্নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ। অতন্ত্রত্বেঽপ্যদৃষ্টাদের্নিত্যাপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ॥ ১৪ ॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

সাবয়বানাং দ্রব্যাণামবয়বশো বিভজ্যমানানাং যতঃ পরো বিভাগো ন সম্ভবতি তে চতুর্ব্বিধা রূপাদিমন্তঃ পরমাণবশ্চতুর্ব্বিধস্য রূপাদিমতো ভূতভৌতিকস্যারম্ভকা নিত্যাশ্চেতি যদ্বৈশেষিকা অভ্যুপগচ্ছন্তি স তেষামভ্যুপগমো নিরালম্বন এব। যতো রূপাদিমত্ত্বাৎ পরমাণূনামণুত্বনিত্যত্ববিপর্য্যয়ঃ প্রসজ্যেত। পরমকারণাপেক্ষয়া স্থূলত্বমনিত্যত্বঞ্চ তেষামভিপ্রেতবিপরীতমাপদ্যেতেত্যর্থঃ।

কে নিরাস করিবে? এই সকল কারণে বলিতে বাধ্য যে, পরমাণুকারণবাদ সর্ব্বথা অনুপপন্ন ॥ ১৪ ॥

সাবয়ব সামগ্রীর যাবতীয় অবয়ব বিভক্ত করিতে২ যাহাতে বিভাগের শেষ সীমায় উপনীত হইবে অর্থাৎ যখন আর বিভাগ করিতে সক্ষম হইবেনা তাহাই পরমাণু জানিবে। পরমাণুকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। পরমাণুর রূপ এবং রসাদিগুণও আছে। রূপাদিযুক্ত পরমাণু নিত্য, তাদৃশ পরমাণুই ভূতভৌতিক পদার্থের জনক। বৈশেষিকগণের এই প্রকার কল্পনা স্বকপোলকল্পিত ভিন্ন ইহার কোনও ভিত্তিই নাই। যেহেতু রূপাদিমান্ বলাতেই পরমাণুতে অনুত্ব এবং নিত্যত্ব এতদুভয়ের বৈপরীত্য প্রতীতি হইতেছে। বাস্তবিক তাহা তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে। রূপাদি থাকিলে তাহাতে যে স্থূলত্ব এবং অনিত্যত্ব থাকিতে পারে তাহা সাধারণ লোকে ও সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যে কিছু রূপাদিমদ্বস্তু সমস্তই স্বকারণ অপেক্ষা স্থূলও অনিত্য। বস্ত্র যেমন সূত্রাপেক্ষা স্থূল এবং অনিত্য, সূত্রও তেমনি অংশু অপেক্ষা স্থূলও অনিত্য। অংশুও তদ্বৎ অংশুতর, অংশুতম অপেক্ষা স্থূলও ও অনিত্য। বৈশেষিকের মতে পরমাণু সরূপ, যেহেতু পরমাণু রূপাদিমান্, সেইহেতু পরমাণুর জনক আছে। এবং পরমাণু তৎ তাবৎ কারণাপেক্ষা স্থূল অনিত্য, ইহা বৈশেষিকবেত্তাগণের প্রক্রিয়া দ্বারাই

কুতঃ। দর্শনাৎ এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে রূপাদিমদ্বস্তু তৎ স্বকারণাপেক্ষয়া স্থূলমনিত্যঞ্চ দৃষ্টম্। তদ্‌যথা পটস্তন্তূনপেক্ষ্য স্থূলোঽনিত্যশ্চ ভবতি, তন্তবশ্চাংশূনপেক্ষ্য স্থূলা অনিত্যাশ্চ ভবন্তি, তথা চামী পরমাণবো রূপাদিমন্তস্তৈরভ্যুপগম্যন্তে, তস্মাত্তেঽপি কারণবন্তস্তদপেক্ষয়া স্থূলা অনিত্যাশ্চ প্রাপ্নুবন্তি। যচ্চ নিত্যত্বে কারণং তৈরুক্তং 'সদকারণবন্নিত্যং' [বৈ০ অ০ ৪। আ০১। সূ০ ১] ইতি, তদপ্যেবং সত্যণুষু ন সম্ভবতি, উক্তেন প্রকারেণ কারণবত্ত্বোপপত্তেঃ। যদপি দ্বিতীয়ং কারণমুক্তং 'অনিত্যমিতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ'। [বৈ০ অ০ ৪। আ০ ১। সূ০ ৪] ইতি, তদপি নাবশ্যং পরমাণূনাং নিত্যত্বং সাধয়তি। অসতি হি যস্মিন্ কস্মিংশ্চিন্নিত্যে বস্তুনি নিত্যশব্দেন নঞঃ সমাসো নোপপদ্যতে

প্রমাণিত হইয়াছে। বৈশেষিকাচার্য্য বলেন কারণপরিহীন ভাবপদার্থমাত্রই নিত্য। বৈশেষিকের এবম্ভূত অদ্ভুত নিত্যলক্ষণ অণুতে কোনও প্রকারেই স্থান পায় না। যেহেতু প্রদর্শিত প্রকারে অণুরও কারণ থাকা অনুমানসিদ্ধ। তিনি যে অনিত্যের অন্য কারণ বলিয়াছেন তাহা এই—অনিত্য বলিতে কি বুঝিতে হইবে? অনিত্য বিশেষপ্রতিষেধের অভাব। বিশেষ কি না অন্য বস্তু, তাহার অভাব। যাহা অন্য নহে তাহাতেই অনিত্য শব্দ লোকব্যবহারপ্রসিদ্ধ। সেই ব্যবহারই পরমাণুর নিত্যতার অন্যতম কারণ। অর্থাৎ অনিত্য শব্দদ্বারাই নিত্যতা সিদ্ধ হয়। পরে তাহা অন্যত্র অসম্ভব হওয়াতে পরমাণুতে যাইয়া বিশ্রামলাভ করে। বৈশেষিকগণের এই যে নিতত্বসাধক কারণ, এ কারণও অসংশয়িতরূপে পরমাণু নিত্যতা সাধিতে পারিতেছেনা। কেমনা অনিত্যশব্দটী সাপেক্ষ। যদি কোথায়ও নিত্যতার প্রসিদ্ধি থাকে তবেই তদপেক্ষায় অনিত্যশব্দের ব্যবহার হইতে পারে। যদি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এমনকোনও বস্তু না থাকে তাহা হইলে ন নিত্য=অনিত্য এই রূপ সমাস বা যোগশব্দ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অতএব বুঝা আবশ্যক, একটী সর্ব্বপ্রসিদ্ধ সর্ব্বকারণ পরম ও প্রসিদ্ধ নিত্য আছে। সেই নিত্য পদার্থই পরমাণুর কারণ। তাহারই অন্য নাম ব্রহ্ম। পরমাণুর সেই পরমকারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থূলও অনিত্য ইহা বৈশেষিকের প্রক্রিয়াতেই সপ্রমাণ হইয়াছে। কেবলমাত্র শব্দার্থব্যবহারের দ্বারাই বস্তুসিদ্ধি হয় না। যে শব্দার্থ প্রমানান্তর সিদ্ধ, সেই

ন পুনঃ পরমাণুনিত্যত্বমেবাপেক্ষ্যতে, তচ্চান্ত্যেব নিত্যং পরমকারণং ব্রহ্ম। ন চ শব্দার্থব্যবহারমাত্রেণ কস্যচিদর্থস্য প্রসিদ্ধির্ভবতি। প্রমাণান্তরসিদ্ধয়োঃ শব্দার্থয়োর্ব্যবহারাবতারাৎ। যদপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণমুক্তং 'অবিদ্যা চ' [বৈ০ অ০৪। আ০১। সূ০ ৬] ইতি, তদ্ যদ্যেবং বিব্রীয়েত—সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যাণাং কারণানাং প্রত্যক্ষেণাগ্রহণমবিদ্যেতি, ততো দ্ব্যণুকনিত্যতাপ্যাপদ্যেত। অথাদ্রব্যত্বে সতীতি বিশেষ্যেত তথাপ্যকারণবত্ত্বমেব নিত্যতানিমিত্তমাপদ্যেত। তস্য চ প্রাগেবোক্তত্বাৎ 'অবিদ্যা চ' ইতি পুনরুক্তং স্যাৎ। অথাপি কারণবিভাগাৎ কারণবিনাশাচ্চান্যস্য তৃতীয়স্য বিনাশহেতোরসম্ভবোঽবিদ্যা সা পরমাণূনাং নিত্যত্বং খ্যাপয়তীতি ব্যাখ্যায়েত,নাবশ্যং বিনশ্যদ্বস্তু দ্বাভ্যামেব হেতুভ্যাং বিনষ্টুমর্হতীতি নিয়মোঽস্তি। সংযোগসচিবে হি অনেকস্মিংশ্চদ্রব্যে দ্রব্যান্তরস্যারম্ভকেঽভ্যুপগম্যমানে এতদেবং স্যাৎ যদা ত্বপাস্তবিশেষং

শব্দও শব্দার্থ ব্যবহারবিষয়ে স্থান পাইতে পারে। অমূলকশব্দার্থ ব্যবহারবিষয়ে স্থান পায় না। বৈশেষিক যে অনিত্যতাসাধনার্থ, 'অবিদ্যা চ' এই সূত্র বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মতে অনুনিত্যতার তৃতীয় কারণ। যদি অনুনিত্যতাসাধক উক্ত অবিদ্যাশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় যে, পরিদৃশ্যমান্ স্থূলকার্য্যের মূলকারণ প্রত্যক্ষদ্বারা গৃহীত হয় না, সেই জন্যই তাহাকে অবিদ্যা বলে; সেই অবিদ্যাই অনুনিত্যতার অন্যতম কারণ। প্রদর্শিতসূত্রের অর্থ উক্ত প্রকার হইলে দ্ব্যণুকও নিত্য না হইবে কেন? কিন্তু তন্মতে দ্ব্যণুক অনিত্য। হেতুবাক্যে যদি আরম্ভকদ্রব্যরহিত এইরূপ বিশেষণ দেন তাহা হইলে তাহার বিশেষ্য ব্যর্থ হইবে। পূর্ব্বের সেই কথাই বলা হইবে এবং 'অবিদ্যা চ' সূত্রের পুনরুক্তি করা অনর্থক হইবে। কারণদ্রব্যের বিভাগ অথবা বিনাশ, বিনাশের প্রতি এই দুই কারণ ব্যতীত অন্য কারণে আবার যে অসম্ভবতা আছে তাহাই অবিদ্যা নামে অভিহিতা। অবিদ্যা পরমাণুনিচয়ের নিত্যতা স্থাপন করিতে সমর্থ। এরূপ ব্যাখ্যা করিলে নিশ্চিতরূপে অণুনিত্যতা সিদ্ধ হইবে না; কারণ এই যে, বিনশ্বর বস্তু এই দুইকারণেই বিনাশ পায়। অন্যপ্রকারে বিনাশ হইবে না এমন কোনও নিয়ম নাই। যদি আরম্ভ শব্দের বহু অবয়ব সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যান্তর জন্মায় এইরূপ অর্থ হয়—তাহা হইলে এই নিয়মে বিনাশসিদ্ধি

সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদবস্থান্তরমাপদ্যমানমারম্ভকমভ্যুপগম্যতে তদা ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবন্মূর্ত্ত্যবস্থাবিলয়নেনাপি বিনাশ উপপদ্যতে। তস্মাৎ রূপাদিমত্ত্বাৎ স্যাদভিপ্রেতবিপর্য্যয়ঃ পরমাণূনাম্। তস্মাদপ্যনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ॥১৫॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

গন্ধরসরূপস্পর্শগুণা স্থূলা পৃথিবী, রূপরসস্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্মা আপঃ, রূপস্পর্শগুণং সূক্ষ্মতরং তেজঃ, স্পর্শগুণঃ সূক্ষ্মতমো বায়ুরিত্যেবমেতানি চত্বারি ভূতান্যুপচিতাপচিতগুণানি স্থূলসূক্ষ্মতারতম্যোপেতানি চ লোকে লক্ষ্যন্তে। তদ্বৎ পরমাণবোঽপ্যুপচিতাপচিতগুণাঃ কল্প্যেরন্ ন বা। উভয়থাপি চ দোষানুষঙ্গোঽপরিহার্য্য এব স্যাৎ। কল্প্যমানে তাবদুপচিতাপচিতগুণত্বে, উচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াদপরমাণু-

---

হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু যদি বিশেষবর্জ্জিত সামান্যাত্মক কারণের বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে আরম্ভ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই ঘৃতকাঠিন্যের বিনাশের দৃষ্টান্তে ঘনীভূত অবস্থার বিনাশেও বিনাশ হওয়া সঙ্গত হইতে পারেনা কি? অতএব পরমাণু সম্বন্ধে বৈশেষিকের যে গূঢ় অভিসন্ধি ছিল, সেই অভিপ্রায় রূপাদি স্বীকার করাতেই বিপর্য্যায় হইয়াছে, সুতরাং বলিতে বাধ্য যে পরমাণুকারণবাদ অযুক্ত ॥ ১৫ ॥

পৃথিবী স্থূল, গন্ধ, রূপ, স্পর্শ এই কয়েকটী গুণে অন্বিত। পৃথিবী অপেক্ষা জল সূক্ষ্ম এবং তাহা রূপ, রস এবং স্পর্শ বিশিষ্ট। তেজ জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তাহার গুণ রূপও স্পর্শ। বায়ু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তাহার গুণ স্পর্শ। এইরূপে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়কে উপচিতাপচিত গুণযুক্ত ও অল্পাধিক স্থূল-সূক্ষ্মবিশিষ্ট দেখা যায়। এই সকল ভূত যেমন উপচিতাপচিতগুণযুক্ত, তোমাদের পরমাণুবাদও এইরূপই গুণী কি? তাহা স্বীকার কর আর নাই কর উভয় পক্ষেই দোষ আছে, সেই দোষ অপরিহার্য্য, পরমাণুতে গুণের উপচয় অপচয় কল্পনা করিলে উপচিতগুণে পরমাণুর পরমাণুত্বই থাকে না। কেননা মূর্ত্তির উপচয়ব্যতীত গুণের উপচয় হইতে পারে না। জায়মান ভূতে গুণোপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিরও উপচয় দৃষ্ট হয়। পার্থিবপরমাণু জলীয়পর-

ত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চান্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং গুণোপচয়ো ভবতীতি চেৎ কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ। অকল্প্যমানে তূপচিতাপচিতগুণত্বে পরমাণুত্ব-সাম্যপ্রসিদ্ধয়ে যদি তাবৎ সর্ব্ব একৈকগুণা এব কল্প্যেরন্ ততস্তেজসি স্পর্শস্যোপল-ব্ধির্ন স্যাৎ, অপ্সু রূপস্পর্শয়োঃ, পৃথিব্যাঞ্চ রসরূপস্পর্শানাং, কারণগুণপূর্ব্ব-কত্বাৎ কার্য্যগুণানাম্। অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা এব কল্প্যেরন্ ততোঽপ্স্বপি গন্ধস্যোপলব্ধিঃ স্যাৎ, তেজসি গন্ধরসয়োর্ব্বায়ৌ চ গন্ধরূপরসানাম্। ন চৈবং দৃশ্যতে। তস্মাদপ্যনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ॥ ১৬॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা॥ ১৭॥

প্রধানকারণবাদো বেদবিদ্ভিরপি কৈশ্চিন্মন্বাদিভিঃ সৎকার্য্যত্বাদ্যংশোপজীব-নাভিপ্রায়েণোপনিবদ্ধঃ। অয়ন্তু পরমাণুকারণবাদো ন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ কেন-

---

মাণু অপেক্ষা স্থূল। তৎ প্রতিকারণ, তাহাতে গুণের আধিক্য আছে। যে যত অধিক গুণযুক্ত সে ততই স্থূল। যে যত অল্পগুণ সে তত সূক্ষ্ম। এই নিয়মে পার্থিবপরমাণু গুণাধিক্য বশতঃ অধিক স্থূল সুতরাং তাহা পরমাণু নহে। ইহাই ঘটিয়া থাকে। যদি পরমাণুর লক্ষণ অক্ষত রাখিবার বাসনায় উপ-চিতাপচিতগুণ স্বীকার করিতে বাধ্য না হও, যদি যাবতীয় পরমাণু জাতিতে গুণৈক্য থাকা মানিয়া লও তাহা হইলে কারণনিষ্ঠ গুণ কার্য্যদ্রব্যে গুণ জন্মায়, এই নিয়মানুসারে তেজে স্পর্শগুণ, জলে রূপও স্পর্শ, পৃথিবীতে রূপ, রস, স্পর্শ ইত্যাদি প্রতীতি ভঙ্গ হইবে। যদি এরূপ বলিতে ইচ্ছা কর যে, চতুর্ব্বিধ পরমাণুজাতির প্রত্যেক জাতিতেই চার চারটা গুণ আছে, তাহা হইলে জলে গন্ধের, তেজে গন্ধের ও রসের, বায়ুতে গন্ধের, রূপের ও রসের উপলব্ধি না হইবে কেন? তাহা বলিতে পার কি? ইত্যাদি কারণেই বলিতে বাধ্য যে পরমাণুকারণবাদ অযুক্ত॥ ১৬॥

মহামনা মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণও প্রধানকারণবাদের কোনও কোনও অংশ বৈদিক সৎকার্য্যতাদি অংশের উপজীবনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরমাণুকারণবাদের কোনও অংশ কোনও ঋষিমুখ্য কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। এইজন্যই বেদবেত্তাগণের নিকট পরমাণুবাদ একেবারেই অগ্রাহ্য।

চিদপ্যংশেন পরিগৃহীত ইত্যত্যন্তমেবানাদরণীয়ো বেদবাদিভিঃ। অপিচ বৈশেষিকাস্তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্ পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াখ্যানত্যন্ত-ভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণানভ্যুপগচ্ছন্তি। যথা মনুষ্যোঽশ্বঃ শশ ইতি। তথাত্বঞ্চা-ভ্যুপগম্য তদ্বিরুদ্ধং দ্রব্যাধীনত্বং শেষাণামভ্যুপগচ্ছন্তি তন্নোপপদ্যতে। কথম্। যথা হি লোকে শশকুশপলাশপ্রভৃতীনামত্যন্তভিন্নানাং সতাং নেতরেতরাধীনত্বং ভবতি, এবং দ্রব্যাদীনামপ্যত্যন্তভিন্নত্বান্নৈব দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং ভবিতুমর্হতি, অথ চ ভবতি দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাম্। ততো দ্রব্যভাবে ভাবাৎ দ্রব্যাভাবে চাভাবাৎ দ্রব্যমেব সংস্থানাদিভেদাদনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি। যথা দেবদত্ত এক এব সন্নবস্থান্তরযোগাদনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি তদ্বৎ। তথা সতি সাঙ্খ্য-

---

আরও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, বৈশেষিক আচার্য্যগণেরা স্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্যস্বরূপ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ষট্পদার্থকে পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন বলেন এবং সেই সকলের লক্ষণও প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। উক্ত ছয়টী পদার্থই মনুষ্য, অশ্ব বা শশক প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। এবম্প্রকার স্বীকারসত্ত্বেও বৈশেষিক আচার্য্য যে স্বীকৃত বিরুদ্ধ গুণাদিপঞ্চকের দ্রব্যাধীনতা অম্লানবদনে স্বীকার করেন, তাহা কোনও ক্রমে উপপত্তি করা যাইতে পারে না। কেন যে তাহা অনুপপন্ন তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক দেখান যাইতেছে।

যেমন শশ, খদির, পলাশ প্রভৃতি যে কিছু অত্যন্ত বিভিন্ন সৎ পদার্থ, তৎ সমুদায়ই পরস্পর স্বাধীন কেহই কাহার বশ্য নহে। ইহারা সমস্তই স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্যও অত্যন্ত ভিন্নতাপ্রযুক্ত গুণাদি পঞ্চক দ্রব্যের অধীন নহে। অথচ তাঁহারা গুণাদি দ্রব্য পঞ্চক দ্রব্যের অধীন বলেন। দ্রব্য বিদ্যমানেই গুণাদি থাকে এবং তদভাবেই তাহার অভাববোধ হইয়া থাকে এই রূপে বলা উচিত এবং মানিতে বাধ্য যে, দ্রব্যই সংস্থানাদি ভেদে বিভিন্ন শব্দের অভিধেয় এবং জ্ঞাতব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝান যাইতেছে। যেমন একই দেবদত্ত পাকক্রিয়াকালীন পাচক এবং গমনক্রিয়াকালীন গন্তারূপে অভিহিত হইয়া থাকে

সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চাপদ্যেয়াতাম্। নম্বগ্নেরন্যস্যাপি ধূমস্যাগ্ন্যধীনত্বং দৃশ্যতে, সত্যং দৃশ্যতে, ভেদপ্রতীতেস্তু তত্রাগ্নিধূময়োরন্যত্বং নিশ্চীয়তে, ইহ তু শুক্লঃ কম্বলো রোহিণী ধেনুর্নীলমুৎপলমিতি দ্রব্যস্যৈব তস্য তস্য তেন তেন বিশেষেণ প্রতীয়মাণত্বান্নৈব দ্রব্যগুণয়োরগ্নিধূময়োরিব ভেদপ্রতীতিরস্তি। তস্মাদ্‌-দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য। এতেন কর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং দ্রব্যাত্মকতা ব্যাখ্যাতা। গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োরযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদুচ্যেত তৎপুনরযুত-সিদ্ধত্বমপৃথক্‌দেশত্বং বা স্যাদপৃথক্‌কালত্বং বাঽপৃথক্‌স্বভাবত্বং বা সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। অপৃথগ্দেশত্বে তাবৎ স্বাভ্যুপগমো বিরুধ্যতে। কথম্। তন্ত্বা-রব্ধোহি পটস্তন্তুদেশোঽভ্যুপগম্যতে ন তু পটদেশঃ। পটস্য তু গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ

তদ্বৎ। যদি এরূপ সিদ্ধান্ত সমাচীন বলিয়া বিবেচনা কর তাহা হইলে সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিলের সিদ্ধান্ত এবং বৈশেষিকাচার্য্য কনাদের স্বসিদ্ধান্তের ও ব্যাঘাত হয়; যদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত কর যে, ধূম অগ্নি নহে, ইহা পৃথক্। তদ্রূপ ধূমজ্ঞান অগ্নির অধীন। ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। তদুত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে, ধূমজ্ঞান অগ্নিজ্ঞানসাপেক্ষ সত্য, তথাপি ধূম ও অগ্নি এতদুভয় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হওয়াকে অগ্নি ধূম নহে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু প্রদর্শিত বিচার্য্য গুণস্থলে তদ্বৎ প্রতীতি হইতে পারেনা। শুক্ল কম্বল, লাল গাভী, নীলোৎপল ইত্যাদি স্থলেও শুক্ল, লোহিত, নীল ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তত্তৎ দ্রব্যই প্রতীতি হইতেছে। পৃথক্ ভাবে কম্বল, গাভী, অথবা উৎপল ইত্যাদিরূপে প্রতীতি হয় না। অগ্নি ও ধূম যেমন অত্যন্ত বিভিন্ন, দ্রব্য ও গুণ ঠিক্ সেইরূপ বিভিন্ন নহে। সুতরাং বলিতে হইবে গুণ দ্রব্যেরই রূপান্তরমাত্র। যে যুক্তিমূলে গুণের দ্রব্যাত্মকতা সপ্রমাণিত করা হইল, সেই যুক্তি অবলম্বনেই কর্ম্মত্ব জাতির বিশেষের, সামান্য এবং সমবায়ের দ্রব্যরূপতা প্রমাণিত হইতে পারে। যদি এমন কথা বলিতে ইচ্ছা কর যে, অপৃথক্‌রূপে উৎপন্নতার দ্বারাই গুণের দ্রব্যরূপতা প্রতীতি হইবে। দ্রব্য ও গুণ এক বলিয়াই জ্ঞান হইবে, তাহা হইলে তোমাকে উত্তরপ্রদানপ্রসঙ্গে ইহা জিজ্ঞাসা করি, অপৃথক্ কথাটার অর্থ কি? অপৃথক্ দেশ? না অপৃথক্ কাল? অথবা অপৃথক্ স্বভাব?

পটদেশা অভ্যুপগমাস্তে ন তন্তুদেশাঃ। তথা চাহুঃ—দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্। [বৈ০ অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ১০] ইতি। তন্তবো হি কারণদ্রব্যাণি কার্য্যদ্রব্যং পটমারভন্তে, তন্তুগতাশ্চ গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ কার্য্যদ্রব্যে পটে শুক্লত্বাদিগুণান্তরমারভন্ত ইতি হি তেঽভ্যুপগচ্ছন্তি। সোঽভ্যুপগমো দ্রব্যগুণয়োরপৃথগ্দেশত্বেঽভ্যুপগম্যমানে বাধ্যতে। অথাপৃথক্কালত্বমযুতসিদ্ধত্বমুচ্যেত, সব্যদক্ষিণয়োরপি গোবিষাণয়োরযুতসিদ্ধত্বং প্রসজ্যেত। তথাঽপৃথক্স্বভাবত্বে ত্বযুতসিদ্ধত্বে ন দ্রব্যগুণয়োরাত্মভেদঃ সম্ভবতি, তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ। যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগোঽযুতসিদ্ধয়োস্তু সমবায় ইত্যয়মভ্যুপগমো মৃষৈব তেষাং, প্রাক্‌সিদ্ধস্য কার্য্যাৎ কারণস্যাযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ।

ইহাদের মধ্যে কোনটীকে অপৃথক্‌পদবাচ্য করিতে প্রস্তুত আছ। উক্ত অর্থ ত্রিতয়ের মধ্যে কোন অর্থই অপৃথক্ শব্দটাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গুণসকল বাস্তবিক দ্রব্যাত্মক নহে। যদি অপৃথক্ শব্দের অর্থ অপৃথক্ দেশই বল তাহা হইলে তোমার কথারই পূর্ব্বাপর বিরোধ হইবে। সূত্রের দেশই সূত্রারব্ধ বস্ত্রের দেশ, নিরবচ্ছিন্ন বস্ত্রের দেশ নহে। সেইরূপ বস্ত্রের দেশই বস্ত্রের শুক্লাদি গুণের দেশ, শুধু সূত্রের দেশ নহে। সূত্রকার কণাদ মহর্ষিও এই অভিপ্রায়ে সূত্র রচনা করিয়াছেন। দ্রব্য সমূহ দ্রব্যান্তরই জন্মায়। কখনও গুণান্তর জন্মাইতে পারে না। সেইরূপ গুণসমূহ গুণান্তরই জন্মায় কখনই দ্রব্যান্তর জন্মাইতে পারেনা। কারণদ্রব্য সূত্রদ্বারাই কার্য্যদ্রব্য বস্ত্রের উৎপত্তি হয়। সূত্রস্থ শুক্লাদিগুণ কার্য্যদ্রব্য বস্ত্রে স্বসমানজাতীয় শুক্লাদি গুণ জন্মাইয়া থাকে। এবম্বিধ কার্য্যপ্রণালীই বৈশেষিকের অভিপ্রেত, এইপ্রকার স্বীকারোক্তি দ্রব্যগুণের অপৃথক দেশের সাপেক্ষ নহে বরং বিপক্ষই দাঁড়ায়। তাহা হইলেই তাহাতে স্বীকারহানি দোষ ঘটে। অপৃথক্ শব্দের অর্থ অপৃথক্ কাল ইহাও বলা যাইতে পারেনা, কেননা, তাহা হইলে একটী পশুরই বাম শৃঙ্গ এবং দক্ষিণ শৃঙ্গদ্বয়ের অপৃথক্ সিদ্ধ মানিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। পশুর উভয় শৃঙ্গ এককালীনোৎপন্ন হইলেও তাহা বিভিন্নই কখনও এক নহে। যদি অপৃথক্ স্বভাবই অযুত

অথান্যতরাপেক্ষ এবায়মভ্যুপগমঃ স্যাদযুতসিদ্ধস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি, এবমপি প্রাগসিদ্ধস্যালব্ধাত্মকস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধো নোপপদ্যতে দ্ব্যায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য। সিদ্ধং ভূত্বা সম্বধ্যেত ইতি চেৎ, প্রাক্ কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য সিদ্ধাবভ্যুপগম্যমানায়ামযুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে, ইতীদমুক্তং দুরুক্তং স্যাৎ। যথা চোৎপন্নমাত্রস্যাক্রিয়স্য কার্য্যদ্রব্যস্য বিভুভিরাকাশাদিভির্দ্রব্যান্তরৈঃ সম্বন্ধঃ সংযোগ এবাভ্যুপগম্যতে ন সমবায়ঃ, এবং কারণদ্রব্যেণাপি সম্বন্ধঃ সংযোগ এব স্যাৎ ন সমবায়ঃ, নাপি সংযোগস্য সমবায়স্য বা সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিব্যতিরেকেণাস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তি। সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়-ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োরস্তিত্বমিতি চেৎ, ন, একত্বেঽপি

সিদ্ধির অর্থ হয় তাহা হইলে দ্রব্যের ও গুণের স্বরূপ ও ভেদ অসম্ভব হইতে পারে। বাস্তবিকও গুণকে দ্রব্যের সহিত অভেদরূপ প্রতীয়মান হইতে দেখা যায়। বৈশেষিকগণ অপর আর একটী সিদ্ধান্ত করেন যে, যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সংযোগ এবং এতদ্বিপরীত অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সমবায়। বলা আবশ্যক, বৈশেষিকাচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্ত ও অপসিদ্ধান্ত; কেননা, উভয় পদার্থের মধ্যে অথবা অন্যতর পদার্থমধ্যে কাহার অযুতসিদ্ধতা? অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায়, কার্য্যের পূর্ব্বে কারণের সিদ্ধতা থাকায় উভয়াযুত সিদ্ধতাপক্ষ আদৌ উৎপন্নই হয় না। অন্যতর ঘটিতপক্ষও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণের সহিত অযুতসিদ্ধ কার্য্যের যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের নাম সমবায়, এইপ্রকার অন্যতর ঘটিত স্বীকার করিয়াও অনিবার্য্য দোষ পরিহৃত হইতেছে না, কারণ পৃথকসিদ্ধ। কার্য্য পৃথক্‌সিদ্ধ নহে। যতক্ষণ কার্য্যদ্রব্য অসিদ্ধ ছিল ততক্ষণ সে কিরূপে কারণের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে। সম্বন্ধ যখন উভয়ের অধীন অর্থাৎ দ্বিষ্ঠ তখন তাহা কি প্রকারে একের নিরাকারাবস্থায় ঘটিতে পারে? আদ্যক্ষণে স্বরূপ নিষ্পত্তি হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে তাহা কারণদ্রব্যের সহিত সম্বদ্ধ হয়। এই প্রকারে উপপত্তি করিলে তাহা সংযোগ নামেই অভিহিত হইল, সমবায় হইল কোথায়?

নিষ্পন্ন পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধের নাম সংযোগ, প্রকারান্তরে সেই সংযোগ

স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়াঽনেকশব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ। যথৈকোঽপি সন্ দেবদত্তো লোকে স্বরূপং সম্বন্ধিরূপঞ্চাপেক্ষ্যাঽনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ভবতি মনুষ্যো ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ো বদান্যো বালো যুবা স্থবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রো ভ্রাতা জামাতেতি। যথা চৈকাপি সতী রেখা স্থানান্যত্বেন নিবেশ্যমানৈকদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদমনুভবতি তথা সম্বন্ধিনোরেব সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং ন ব্যতিরিক্তবস্ত্বস্তিত্বেন ইত্যুপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যানুপলব্ধেরভাবো বস্ত্বন্তরস্য। নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সন্ততভাবপ্রসঙ্গঃ, স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়েত্যুক্তোত্তরত্বাৎ। তথাঽণ্বাত্মমনসামপ্রদেশত্বান্ন সংযোগঃ সম্ভবতি। প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগদর্শনাৎ। কল্পিতাঃ প্রদেশা

সম্বন্ধই স্বীকৃত হইল। সম্বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কার্য্য দ্রব্যের নিষ্পন্নতা স্বীকার করিলে অযুতসিদ্ধতার অভাব স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহা স্বীকার করিলেই বৈশেষিকের "যুতসিদ্ধ না থাকায় কার্য্যকারণের সংযোগ বিভাগ নাই এই উক্তি ও দুরুক্তি হইল। যদি বল দ্রব্য উৎপত্তিক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকে, তদবস্থায় সংযোগ সম্বন্ধ ঘটেনা। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর এই যে, কার্য্যদ্রব্য সকল উৎপত্তিক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকিলেও তোমাদের মতে যেরূপে আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিত তাহার সংযোগসম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। আমাদের মতে সেইরূপেই কারণদ্রব্যের সহিত কার্য্যের সংযোগসম্বন্ধ হয়। সমবায় নামে আর পৃথক্ সম্বন্ধ স্বীকারের আবশ্যক নাই। মোটামুটি কথা সংযোগ বল, আর সমবায়ই বল, কোনও সম্বন্ধ সম্বন্ধী হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে। সম্বন্ধী ব্যতিরেকে সম্বন্ধের অস্তিত্বপক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সম্বন্ধীর সত্তাতেই সম্বন্ধের সত্তা সুতরাং সম্বন্ধের আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই।

যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহাকেই সম্বন্ধী কহে। তাহার বোধক শব্দ ও জ্ঞান, এই দুই ব্যক্তিতে সংযোগের এবং সমবায়ের বোধক শব্দ ও জ্ঞান পৃথক্রূপে থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং সংযোগের ও সমবায়ের পৃথক্ অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এই প্রকারও বলা যায়না; কেননা, বস্তু এক হইলেও স্বরূপতঃ এবং বহিরঙ্গতঃ তাহাতে নানাশব্দেরও নানাজ্ঞানের ব্যবহার হইতেছে। শব্দ ও জ্ঞান নানা হইলেই যে বস্তু নানা হইবে

অণ্বাত্মমনসাং ভবিষ্যন্তীতি চেৎ, ন, অবিদ্যমানার্থস্য কল্পনায়াং সর্ব্বার্থসিদ্ধি-প্রসঙ্গাৎ। ইয়ানেবাবিদ্যমানো বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধো বার্থঃ কল্পনীয়ো নাতোঽধিক ইতি নিয়মে হেত্বভাবাৎ কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড়্ভ্যঃ পদার্থেভ্যোঽন্যেঽধিকাঃ শতং সহস্রং বার্থা ন কল্পিতব্যা ইতি নিবারকো হেতুরস্তি। তস্মাদ্যস্মৈ যস্মৈ যদ্যদ্রোচতে তত্তৎ সিধ্যেৎ। কশ্চিৎ কৃপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলঃ সংসার এবং মাভূদিতি কল্পয়েৎ, অন্যো বা ব্যসনী মুক্তা-

---

এমন কোনও নিয়ম নাই। দেবদত্ত এক হইলেও তাহাকে স্বরূপ ও সম্বন্ধিরূপ মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, বদান্য, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, পিতা, পৌত্র, পুত্র, ভ্রাতা, যামাতা প্রভৃতি নানাশব্দের ও নানাজ্ঞানের বিষয় হইতে দেখা যায়। রেখা-বস্তু এক; কিন্তু তাহা স্থান ও সন্নিবেশ বশতঃ এক, দশ, শত, সহস্র, প্রভৃতি বহুশব্দেরও জ্ঞানবাহুল্যের বিষয় হইয়া থাকে। অতএব সম্বন্ধীপদসকল তদ্বোধক শব্দপ্রত্যয় ব্যতীত অব্যতিরেকে সংযোগ-সমবায়-শব্দ-প্রত্যয়ের যোগ্য হয়। ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব রূপে হয় না। উপলব্ধিলক্ষণ প্রাপ্ত পদার্থান্তরের অভাব অনুপলব্ধি বশতঃই হয়। যেহেতু তাহা সম্বন্ধি পদার্থের নানতিরিক্ত নহে। যেহেতু সম্বন্ধিপদার্থ ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয়না, সেইহেতু তাহার নাস্তিত্বই নিশ্চিত। অঙ্গুলি সংযোগ কি? অঙ্গুলি সংযোগ অঙ্গুলিদ্বয়ের নৈরন্তর্য্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সম্বন্ধবাচী শব্দ এবং সম্বন্ধ ইত্যাকার জ্ঞান সম্বন্ধীকেই অবগাহনকরে; সেই জন্যই যে এতদুভয়ের অবিচ্ছেদে নিরন্তরিতরূপে সম্বন্ধবুদ্ধি হওয়ার আপত্তি তাহাও প্রত্যুক্ত হইল। যেহেতু স্বরূপও বাহ্যিকরূপ অনুসারেই এতাদৃশ ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, পরমাণু, আত্মা এবং মন এই সকলের প্রদেশ নাই। এই সমস্ত নিরবয়ব হেতু সংযোগসম্ভাবনাও নাই। সাবয়ব দ্রব্যেতেই সকল দ্রব্যের সংযোগ হইয়া থাকে। ইহাদের অবয়ব না থাকিলেও অবয়ব কল্পনা করিয়া লইব এই প্রকার আপত্তিও কল্পনায় আনিতে পারনা, যেহেতু কল্পনাদ্বারাই পদার্থ সিদ্ধ করা যায় না। যদি কল্পনা দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে জগতে কোনও কিছুর অপূরণ থাকিত না। বিপক্ষই হউক অথবা অবিপক্ষই হউক,

নাপ্যপি পুনরুৎপত্তিং কল্পয়েৎ, কস্তয়োর্নিবারকঃ স্যাৎ। কিঞ্চাণুদ্ব্যণুভ্যাং পরমাণুভ্যাং নিরবয়বাভ্যাং সাবয়বস্য দ্ব্যণুকস্যাকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। ন হ্যাকাশস্য পৃথিব্যাদীনাঞ্চ জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লেষোঽস্তি। কার্য্যকারণদ্রব্যয়োরাশ্রিতাশ্রয়ভাবোঽন্যথা নোপপদ্যত ইত্যবশ্যং কল্প্যঃ সমবায় ইতি চেৎ, ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। কার্য্যকারণয়োর্হি ভেদসিদ্ধাবাশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিরাশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োর্ভেদসিদ্ধিঃ কুণ্ডবদরবদিতীতরেতরাশ্রয়তা স্যাৎ। ন হি কার্য্যকারণয়োর্ভেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিত্যভ্যুপগ-

---

এই সমুদয় পদার্থ কল্পনীয়, তদতিরিক্ত কল্পনা করা যায়না। এমন কোনও নিয়ম নাই এবং নিয়মের কোনও হেতুও নাই। কল্পনা নিজের অধীন। যত ইচ্ছা পদার্থ কল্পনা করিতে পার। বৈশেষিকাচার্য্য মহর্ষি কণাদ ষট্‌পদার্থ কল্পনা করিয়াছেন। তাহার উপর অন্য কোনও ব্যক্তি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিতে পারেন না, অন্য কোনও ব্যক্তি যে শত পদার্থ অথবা সহস্র পদার্থ কল্পনা করিবেন না, এই বিষয়ের প্রতি কোনও প্রমাণ আছে কি? কল্পনা করিলেই যদি পদার্থ সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে যখন যাহার যে পদার্থ অভিরুচি হইত তিনি তৎক্ষণাৎ আপন ইচ্ছামত পদার্থে কল্পনা করিয়া লইতে পারিতেন। কোনও দয়ালু কল্পনা করেন যে, জীবের দুঃখময় সংসার থাকিবেনা। আবার বিলাসী কোনও মহাত্মা কল্পনা করেন যে, সমস্ত মানব মুক্তি পাইলে সংসারের অস্তিত্ব বিলোপপ্রাপ্ত হইবে। তাহাতে আমোদ কি? অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সংসার অবশ্যই নিত্য। সুতরাং সংসার সর্ব্বকালস্থায়ী। অপর কেহ কল্পনা করেন যে, মুক্ত জীবও পুনরায় সংসারক্ষেত্রে আবদ্ধ হইবে। এই সমস্ত স্বকপোলকল্পিতমতপ্রদর্শকসমূহের অঙ্কুশ কে? অপর এই আর একটী কথা যে, নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট হইলে সাবয়ব দ্ব্যণুক জন্মাইতে সমর্থ হয় না। যাহারা নিরবয়ব তাহাদের সংশ্লেষ আকাশসংশ্লেষের ন্যায় আকাশকুসুমবৎ অনুপপন্ন, পৃথিব্যাদিতে কাষ্ঠের জতুসংশ্লেষের মতন। আকাশের সংশ্লেষ নাই, তাহার কারণ আকাশ নিরবয়ব; যদি বলিতে চাও যে, এইরূপ সমবায় ব্যতীত কার্য্যকারণের আশ্রিতাশ্রয়ভাব উপপত্তি হইতে পারেনা। সুতরাং সমবায় অবশ্য

মাৎ। কিঞ্চান্তৎ, পরমাণূনাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ যাবন্ত্যো দিশঃ ষড়ষ্টৌ দশ বা তাবদ্ভি-রবয়বৈঃ সাবয়ববাস্তেস্যুঃ সাবয়বত্বাদনিত্যাশ্চেতি নিত্যত্বনিরবয়বত্বাভ্যুপগমো বাধ্যেত। যাংস্ত্বং দিগ্‌ভেদভেদিনোঽবয়বান্ কল্পয়সি ত এব মম পরমাণব ইতি চেৎ ন, স্থূলসূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণাপরমকারণাদ্বিনাশোপপত্তেঃ। যথা পৃথিবী দ্ব্যণুকাদ্য-পেক্ষয়া স্থূলতমা বস্তুভূতাপি বিনশ্যতি ততঃ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ পৃথিব্যেকজাতীয়কং বিনশ্যতি ততো দ্ব্যণুকং, তথা পরমানবোঽপি পৃথিব্যেকজাতীয়কত্বাদ্বিনশ্যেয়ুঃ বিনশ্যন্তোঽপ্যবয়ববিভাগেনৈব বিনশ্যন্তীতি চেৎ, নায়ং দোষঃ, যতো ঘৃতকাঠি-ন্যবিলয়নবদপি বিনাশোপপত্তিবোচাম। যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনামবিভজ্যমানা-

---

কল্পনীয় হইয়া পড়ে। তাহাও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। যেহেতু তাহাতে ইতরে-তরাশ্রয় দোষ থাকিয়াই যায় যথা—কার্য্য ও কারণ অত্যন্ত বিভিন্ন। ইহা প্রমাণিত হইলে আশ্রিতআশ্রয়ভাব সিদ্ধ হইবে, এবং ইহা সিদ্ধ হইলে কুণ্ডবদরের ন্যায় কার্য্যের এবং কারণের প্রভেদ সিদ্ধ হয়। সেই জন্যই বৈদান্তিকেরা কার্য্যকারণের ভেদ এবং আশ্রিতাশ্রয়ভাব স্বীকার্য্য বলিয়া মনে করেন না। সেইজন্যই কারণদ্রব্যের সংস্থানবিশেষকে কার্য্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অপরকথা এই যে, পরমাণু পদার্থ যখন পরিচ্ছিন্ন, তখন তাহার যতগুলি দিক্‌ই থাকুকনা কেন, তাবৎ অবয়ব দ্বারা তাহা অবশ্য সাবয়ব। সাবয়ব হইলেই অনিত্যতাপত্তি হইল, সুতরাং পারমাণবিক নিত্যতা ও নিরবয়বতা বিরোধ উপস্থিত হইল। যদি বল যে, যাহাদিগকে দিক্‌ভেদী অবয়ব বলা যায় সেইগুলিই পরমাণু। তাহাতেও আপত্তি নিরাস হয়না, কেননা স্থূল সূক্ষ্মের ন্যূনাধিক্য স্বীকার করিতে হইবে। এইকথা মানিলে তাহাতে তাহা পরমকারণ অপেক্ষা বিনশ্বর ইহাই প্রমাণিত হইবে। এই পৃথ্বী দ্ব্যণুকাদি অপেক্ষা স্থূলতর, ইহা বস্তু বাস্তবিক হইলেও বিনশ্বর। এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম পৃথিবী ও সজাতীয়তা হেতু অবশ্যই বিনাশী, সুতরাং পরক্ষণেই দ্ব্যণুকাদির বিনাশ অপরিহার্য্য। পার্থিব দ্ব্যণুকের বিনাশের ন্যায় পার্থিব পরমাণুও সজাতীয়তা হেতু অবশ্যই নাশশীল এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এখানে স্থূলবুদ্ধিজনগণ এইপ্রকার একটী আপত্তি উত্থাপিত করেন

বয়বানামপ্যগ্নিসংযোগাৎদ্রবভাবাপত্ত্যা কাঠিন্যবিনাশো ভবতি, এবং পরমাণূনামপি পরমকারণভাবাপত্ত্যা মূর্ত্ত্যাদিবিনাশো ভবিষ্যতি। তথা কার্য্যারম্ভোঽপি নাবয়বসংযোগেনৈব কেবলেন ভবতি, ক্ষীরজলাদীনামন্তরেণাপ্যবয়বসংযোগান্তরং দধিহিমাদিকার্য্যারম্ভদর্শনাৎ। তদেবমসারতরতর্কসন্দৃব্ধত্বাদীশ্বরকারণশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাচ্ছ্রুতিপ্রবণৈশ্চশিষ্টৈর্ম্মন্বাদিভিরপরিগৃহীতত্বাদত্যন্তমেবানপেক্ষাস্মিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্য্যার্য্যৈঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরিতি বাক্যশেষঃ ॥ ১৭ ॥

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

বৈশেষিকরাদ্ধান্তো দুর্যুক্তিযোগাদ্বেদবিরোধাচ্ছিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ নাপেক্ষিতব্য

যে, যাহারা বিনষ্ট হয়, তাহারা অবয়ব বিভাগের পরই বিনষ্ট হয়, পরমাণুর অবয়ব নাই সুতরাং বিনাশও নাই। এই প্রশ্নের উত্তর গ্রাম্যলোকেরাই করিতে সমর্থ।

ঘৃতকাঠিন্যের ন্যায় তাহা বিনা বিভাগেও বিনাশ পাইতে পারে। যেমন কুম্ভস্থ কঠিন ঘৃত এবং সুবর্ণ অবয়ববিভাগ ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র অগ্নিসংযোগে দ্রবতা প্রাপ্ত হয়, তদ্বৎ পরমাণুপুঞ্জও পরমকারণ ও ভাবপ্রাপ্ত হইয়া অমূর্ত্ত এবং বিনাশী হয়। আরও বিবেচনা কর যে, কেবল, অবয়বসংযোগ দ্বারাই যে কার্য্য জন্মিবে, অন্যথা হইবেনা এমন কথাও বলা যায়না। কেননা অন্যপ্রকারেও কার্য্য হইয়া থাকে। দুগ্ধ এবং জল কারণব্যতিরেকেই শিলা এবং দধি জন্মাইয়া থাকে। অতএব আমার তর্ককলুষিত প্রোক্তমত ঈশ্বর কারণপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং ভিত্তিশূন্যতর্ক বিড়ম্বিত বলিয়াই শ্রুতিপ্রবণ শিষ্ট মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ পরমাণুবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই কারণেই শ্রেয়োভিলাষী আর্য্যগণ পরমাণুকারণবাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া আত্মতৃপ্তিলাভ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্ত যে মোহবিজৃম্ভিত অপসিদ্ধান্ত তাহা প্রদর্শিত হইল। কুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেদবাদিগণের বিরুদ্ধ বলিয়াই শিষ্ট মহাজনগণ তাহা গ্রহণ করেন না। বৈশেষিকেরা অর্দ্ধবৈনাশিক। বৌদ্ধও বিনাশবাদী; বৈশেষিকগণও বৈনাশিক, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বৈশে-

ইত্যুক্তম্। সোঽর্দ্ধবৈনাশিক ইতি বৈনাশিকত্বসাম্যাৎ সর্ব্ববৈনাশিকরাদ্ধান্তো নিতরামনপেক্ষিতব্য ইতীদমিদানীমুপপাদয়ামঃ। স চ বহুপ্রকারঃ প্রতিপত্তি-ভেদাদ্বিনেয়ভেদাদ্বা। তত্রৈতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি। কেচিৎসর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিদ্বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিন ইতি। তত্র যে সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনো বাহ্যমান্তরঞ্চ বস্ত্বভ্যুপগচ্ছন্তি ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ তাংস্তাবৎ প্রতিক্রমঃ। তত্র ভূতং পৃথিবীধাত্বাদয়ঃ, ভৌতিকং রূপাদয়শ্চক্ষুরা-দয়শ্চ। চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাস্তে পৃথিব্যাদি-ভাবেন সংহন্যন্ত ইতি মন্যন্তে। তথা রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকাঃ

ষিক অধিক পদার্থের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। দুই একটী পদার্থকে অব্যা-হতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধের করালবদন হইতে কোনও পদার্থই নিষ্কৃতি পায় নাই। কাজেই বৌদ্ধের সহিত তুলনা করিয়া বৈশেষিক মহা-ত্মাকে অর্দ্ধবৈনাশিক উপাধিভূষণে বিভূষিত করা অসঙ্গত নহে। যখন অর্দ্ধ-বিনাশকারীর মত শিষ্টেরা অনাদরনীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন সর্ব্বভক্ষকের মত যে দণ্ডাপূপন্যায়ে অথবা কৈমুতিক ন্যায়ে অগ্রাহ্য তাহা বলাই অনাবশ্যক। তথাপি ভ্রান্তবুদ্ধি গ্রাম্যলোকের ভ্রান্তিদূরীকরণার্থে তাহা আংশিকরূপে বিবৃত করা হইতেছে। সর্ব্ববিনাশী বৌদ্ধ অনেক প্রকার। যদিও বৌদ্ধ একমাত্রই আচার্য্য, সুতরাং তাঁহার মত ও উপদেশ বিভিন্ন হইবার কোনও কারণ নাই, তথাপি বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যসম্প্রদায়ের বুদ্ধিবিপর্য্যাসেই, বুঝিতে না পারিবার ত্রুটীতে, তাঁহার মত বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। বুদ্ধের শিষ্যগণ যে যেরূপভাবে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তদনুযায়ী গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধশিষ্যগণমধ্যে তিনপ্রকারের বাদী দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন সমস্তই আছে। কোন সম্প্রদায় কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অস্তিত্বই স্বীকার করেন। অপর কোনও দল সর্ব্বশূন্যবাদী। প্রথমদল বলেন, ঘট পটাদি বাহ্য পদার্থও আছে এবং জ্ঞানাদি অভ্যন্তরীন পদার্থও আছে। তন্মধ্যে বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, এবং অন্তরে চিত্ত ও চৈত্ত। দ্বিতীয়পক্ষ বলেন, ভিতরেই সমস্ত, বাহিরে কিছুমাত্রই নাই। আন্তরিক বিজ্ঞানই বহির্ভূতের ন্যায় প্রতীতি হয়। তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন, অন্তরের বিজ্ঞান ও বস্তু সৎ নহে। প্রথমে

পঞ্চ স্কন্ধাঃ, তেহপ্যাধ্যাত্মং সর্ব্বব্যবহারাস্পদভাবেন সংহন্যন্ত ইতি মন্যন্তে [সর্ব্ব-দর্শনসং ০ পৃ০ ২৪। পং ০ ১৪] তত্রেদমভিধীয়তে। যোহয়মুভয়হেতুক উভয়প্রকারঃ সমুদায়ঃ পরেষামভিপ্রেতোঽণুহেতুকশ্চ ভূতভৌতিকসংহতিরূপঃ স্কন্ধহেতুকশ্চ পঞ্চস্কন্ধীরূপঃ, তস্মিন্ উভয়হেতুকেঽপি সমুদায়েঽভিপ্রেয়মাণে তদ-প্রাপ্তিঃ সমুদায়ভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। কুতঃ। সমুদায়িনামচেতনত্বাৎ, চিত্তা-ভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ, অন্যস্য চ কস্যচিচ্চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসি-তুর্বা স্থিরস্য সংহন্তুরনভ্যুপগমাৎ। নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ প্রবৃত্ত্যনুপরম-প্রসঙ্গাৎ, আশয়স্যাপ্যন্যত্বানন্যত্বাভ্যামনিরূপ্যত্বাৎ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ নির্ব্যাপার-

---

প্রথম পক্ষের অর্থাৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদের প্রতিবাদ করা হইতেছে। ইঁহারা মনে করেন, পৃথিব্যাদি ভূত, রূপাদি ও রূপাদির গ্রাহক-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভৌতিক। পার্থিব, বায়বীয়, জলীয়, এবং তৈজস এই চারিপ্রকার পরমাণু আছে। সেইসকল খর, চলন, স্নেহ, এবং উষ্ণ স্বভাবান্বিত। এইসকল পরমাণু পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিতেছে। এবং রূপ,বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, ও সংস্কার এই স্কন্ধপঞ্চক, পাঁচটী বিভাগ। এই সমুদায়ই আন্তরিক, এই সকল সংহত হইয়া সমুদায় আন্তরব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। এইমতের খণ্ডনার্থ অষ্টা-দশ সূত্র করা হইল। সূত্রার্থ এই :—এইযে দ্বিপ্রকার সমুদায়, যাহা বৈনাশিকের অভিপ্রেত, এক ভূতভৌতিক সংঘাত, অপর স্কন্ধমূলক পঞ্চস্কন্ধরূপ সংঘাত, এইদুই প্রকার সংঘাত অনুপপন্ন, অর্থাৎ সংঘাতসিদ্ধি হওয়ার বাধা আছে। তন্মতে সংঘাতজনিত সমস্ত পদার্থই অচেতন। পরমাণু ও অচেতন। স্কন্ধ ও অচেতন। ভোগকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তা, নিয়ন্তা এমন কোনও স্থিরচেতন তন্মতে নাই, যদ্বারা এই সকল পরমাণু সংহত হইবে। এই সকল ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ বিজ্ঞান ব্যতীত কোনও স্থির চেতন আত্মা ও ঈশ্বর মানে না। পর-মাণুর এবং স্কন্ধসকলের কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ নাই। তাহারা স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, কার্য্যোন্মুখী হইয়া স্বকার্য্য সাধন করে। এইপ্রকার হইলে অবিশ্রান্ত কেবল সৃষ্টিই হইবে, প্রলয়ও মোক্ষ হইতে পারে না। বিজ্ঞানপ্রবাহ বিজ্ঞান ব্যক্তি হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা নিরূপণ করা যায় না। বিশেষতঃ ক্ষণিক পদার্থের জন্মাতিরিক্ত কোনও ব্যাপার নাই, কেননা সে জন্মিয়াই মরে সুতরাং

ত্বাৎ তৎপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তস্মাৎ সমুদায়ানুপপত্তিঃ। সমুদায়ানুপপত্তৌ চ তদাশ্রয়া লোকযাত্রা লুপ্যেত ॥ ১৮ ॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

যদ্যপি ভোক্তা প্রশাসিতা বা কশ্চিচ্চেতনঃ সংহন্তা স্থিরো নাভ্যুপগম্যতে, তথাপ্যবিদ্যাদীনামিতরেতরকারণত্বাদুপপদ্যতে লোকযাত্রা। তস্যাঞ্চোপপদ্যমানায়াং ন কিঞ্চিদপরমপেক্ষিতব্যমস্তি। তে চাবিদ্যাদয়ঃ—অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণোপাদানং ভবো জাতির্জরা মরণং শোকঃ পরিদেবনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তেত্যেবঞ্জাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ

তাহার কার্য্যকরার সময় কোথায়? অতএব তাহার প্রবৃত্তিও অনুপপন্ন। এই সকল কারণে সংঘাতঘটনা অসিদ্ধ হওয়ায় এবং তদসিদ্ধতানিবন্ধন তদাশ্রিত লোকযাত্রার বিলোপ, সুতরাং লোকযাত্রার অনুচ্ছেদই এইমতের ভ্রান্তিপূর্ণতা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে; এই বিষয়ে অধিক বলা অত্যুক্তি মাত্র ॥ ১৮ ॥

প্রদর্শিত স্থলে অবশ্যই বৈনাশিক বুদ্ধশিষ্য স্বপক্ষরক্ষণার্থ বলিবেন যে, যদ্যপি আমরা কোনও পুরুষপুঙ্গবকেই ভোক্তা, শাস্তা, নিয়ন্তা, সংহারক, অথবা স্থিরচেতন মানি না সত্য, তথাপিও আমাদের মতে লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সমস্তই উপপন্ন করিতে পারি, তাহার কোনও বাধা হয় না। অবিদ্যা মধ্যে যে কার্য্যকারণভাব আছে, তাহা হইতেই ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। লোকযাত্রা উপপন্ন হইলেই অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। অবিদ্যাদি এই আদিপদগ্রাহ্য কি, কি, তাহা বলা হইতেছে। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ দুর্ম্মনস্ততা, এতৎ ব্যতীত আরও অনেক আছে। এই সকল পরস্পর পরস্পর দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের জনক। কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে এই সমস্তের সংক্ষেপে বর্ণনা এবং কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকলের অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা আছে। এই অবিদ্যাদি পদার্থ কেহই প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। এই অবিদ্যাদি সকলেই

সৌগতে সময়ে কচিৎ সংক্ষিপ্তা বিনির্দ্দিষ্টাঃ, কচিৎ প্রপঞ্চিতাঃ, সর্ব্বেষামপ্যয়ম-বিদ্যাদিকলাপোঽপ্রত্যাখ্যেয়ঃ। তদেবমবিদ্যাদিকলাপেঽপি পরস্পরনিমিত্তনৈ-মিত্তিকভাবেন ঘটীযন্ত্রবদনিশমাবর্ত্তমানেঽর্থাক্ষিপ্ত উপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি চেৎ, তন্ন, কস্মাৎ উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ। ভবেদুপপন্নঃ সঙ্ঘাতো যদি সঙ্ঘাতস্য কিঞ্চিন্নিমিত্তমবগম্যতে, ন ত্ববগম্যতে যত ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপ্যবিদ্যাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বমুত্তরোত্তরোঽস্যোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ভবন্তবেৎ, ন তু সঙ্ঘাতোৎপত্তেঃ কিঞ্চিন্নিমিত্তং সম্ভবতি। নন্ববিদ্যাদিভিরর্থাদাক্ষিপ্যতে সঙ্ঘাত ইত্যুক্তম্, অত্রো-চ্যতে। যদি তাবদয়মভিপ্রায়ঃ, অবিদ্যাদয়ঃ সঙ্ঘাতমন্তরেণাত্মানমলভমানা

স্বীকার করিয়াছেন। সেই অবিদ্যাদি পরস্পর নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকায় সংঘাতসিদ্ধি হইয়া থাকে। বৈনাশিক এইরূপ অভিপ্রায়ের কোনও অনুকূল শাস্ত্র বা যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যেহেতু অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিপক্ষে নিমিত্তকারণ হইলেও সংঘাতের কারণ হইতে পারে না। সংঘাতজনক নিমিত্তকারণ থাকিলেই অবশ্য সংঘাতসিদ্ধি হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈনাশিকতনয় বুদ্ধশিষ্য তাহা স্বীকার করেন নাই। অবিদ্যাদি কারণ থাকিলেও তাহা-দের পূর্ব্ব পূর্ব্ব, পর পরের উৎপত্তি মাত্রের কারণ, সংঘাতের কারণ নহে। সক-লকে একত্রিত করিতে পারে এমন কোনও কারণ দেখিতে পাইনা। বৈনা-শিকের যে আর একটী আপত্তি ছিল সংঘাত ঘটনা অবিদ্যা থাকায় তৎ স্বভাববশতঃই হইতেছে। যেহেতু সংঘাত অর্থাক্ষিপ্ত। তাহার উত্তর এই যে, যদি বৈনাশিকের এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, সংঘাত ব্যতীত অবিদ্যাদির স্বরূপনিষ্পত্তি হয়না, তাহা হইলে সংঘাত ঘটনা হয়, সংঘাত ঘটনা হইলে বৈনা-শিকবৎসকে সংঘাতোৎপত্তির কোনও একটা কারণ প্রদর্শন করাইতে হইবে, কিন্তু বৈশেষিকমতের পরীক্ষাকালে আমরা দেখাইয়াছি যে, তাহাদের মতে পরমাণু-পুঞ্জ নিত্য, সেই সকল আবার আশ্রয়াশ্রয়ীভাবে অবস্থিত। তদ্ভিন্ন তন্মতে স্বতন্ত্র কর্ত্তা এবং ভোক্তা আছে। তথাপি তন্মতে সংঘাতকারক শ্রেষ্ঠকারণ সম্ভব হয় না। যখন তাদৃশমতে শ্রেষ্ঠকারণের অসম্ভব, তখন কিরূপে ক্ষণিক কর্ত্তৃভোক্তৃ রহিতও আশ্রয়াশ্রয়ীভাবশূন্য বৈনাশিকমতে তাহা সম্ভব হইবে?

অপেক্ষন্তে সংঘাতমিতি, ততস্তস্য সংঘাতস্য কিঞ্চিৎ নিমিত্তং বক্তব্যম্। তচ্চ নিত্যেষ্বপ্যণুষ্বভ্যুপগম্যমানেষ্বাশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু ভোক্তৃষু সৎস্বু ন সম্ভবতীত্যুক্তং বৈশেষিকপরীক্ষায়াং কিমঙ্গ পুনঃক্ষণিকেষ্বপ্যণুষু ভোক্তৃরহিতেষ্বাশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু চাভ্যুপগম্যমানেষু সম্ভবেৎ। অথায়মভিপ্রায়োঽবিদ্যাদয় এব সংঘাতস্য নিমিত্তমিতি। কথং তমেবাশ্রিত্যাত্মানং লভমানাস্তস্যৈব নিমিত্তং স্যুঃ। অথ মন্যসে সংঘাতা এবানাদৌ সংসারে সন্তত্যানুবর্ত্তন্তে তদাশ্রয়াশ্চাবিদ্যাদয় ইতি তদাপি সংঘাতাৎ সংঘাতান্তরমুৎপদ্যমানং নিয়মেন বা সদৃশমেবোৎপদ্যেত, অনিয়মেন বা সদৃশং বিসদৃশং বোৎপদ্যেত। নিয়মাভ্যুপগমে মনুষ্যপুদ্গলস্য দেবতির্য্যঙ্নারকযোনি-প্রাপ্ত্যভাবঃ প্রাপ্নুয়াৎ। অনিয়মাভ্যুপগমেঽপি মনুষ্যপুদ্গলঃ কদাচিৎ ক্ষণেন হস্তী ভূত্বা দেবো বা পুনর্ম্মনুষ্যো বা ভবেদিতি প্রপ্নুয়াৎ। উভয়মপ্যভ্যুপগম-মবিরুদ্ধম্। অপি চ যদ্ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্যাৎ স জীবো নাস্তি স্থিরো ভোক্তেতি

যদি তোমরা এরূপ মনে কর যে, অবিদ্যা প্রভৃতি সংঘাতের কারণ, তাহা হইলে, তোমাদিগকে বলিতে হইবে, যাহারা সংঘাতাশ্রয় লাভ করিয়া আত্ম-তৃপ্তিলাভ মনে করেন, তাহারা কি প্রকারে সংঘাতের উৎপাদক হইতে পারে, বৈনাশিকতনয় কি ইহার কোনও সদুত্তর জানেন? সংসারের আদি নাই, সংসারপ্রবাহ অনাদি। সেইরূপ সংঘাতও বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদিপ্রবাহশ্রেণীভুক্ত। একটী সংঘাতের অব্যবহিত পরেই আর একটী সংঘাত উৎপন্ন হয়। অবিদ্যাদিও সেই অবিচ্ছিন্ন সংঘাতপ্রভাবের আশ্রয়ে স্বরূপ লাভ করে, এরূপ বলিলেও তোমাদিগকে বলিতে হইবে যে সংঘাতের পর যে সংঘাত জন্মিবে সেই সংঘাত কি পূর্ব্বসংঘাতের তুল্য? না তাহা হইতে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে? এই বিষয়ের কি কোনও নিয়ম আছে? না অনিয়মে তুল্য, অতুল্য উভয় প্রকারে সংঘাত জন্মে? নিয়ম অস্বীকার করিলে মানিতে হইবে—মনুষ্য জীবের দেবযোনি, তির্য্যক্ যোনি, অথবা নরকপ্রাপ্তি হইতে পারে না। অনিয়ম স্বীকার করিলেও মানিতে হইবেক—মানব ক্ষণপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, ও পুনর্ব্বার মনুষ্য হইতে পারে। সুতরাং নিয়ম অনিয়ম কিছুই স্বীকার করিতে পারিতেছ না। মানিলে মতানৈক্য দোষও স্বীকার করিতে হইবে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, যাহার ভোগের নিমিত্তই দেহাদি

তত্বাভ্যুপগমঃ। ততশ্চ ভোগো ভোগার্থ এব, স নান্যেন প্রার্থনীয়ঃ। তথা মোক্ষো মোক্ষার্থ এবেতি মুমুক্ষুণা নান্যেন ভবিতব্যম্। অন্যেন চেৎ প্রার্থ্যেতোভয়ং ভোগমোক্ষকালাবস্থায়িনা তেন ভবিতব্যম্। অবস্থায়িত্বে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমবিরোধঃ। তস্মাদিতরেতরোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বমবিদ্যাদীনাং যদি ভবেৎ ভবতু নাম ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ ভোক্ত্রভাবাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

উক্তমেতদবিদ্যাদীনামুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বান্ন সংঘাতসিদ্ধিরস্তীতি, তদপি তুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বং ন সম্ভবতীতীদমিদানীমুপপাদ্যতে। ক্ষণভঙ্গবাদিনোঽয়মভ্যু-

---

স্বীকার করিয়াছ, সেই ভোক্তাজীব তোমাদের মতে ক্ষণস্থায়ী। ভোক্তা যদি অস্থির পদার্থ হইল, তাহা হইলে ভোগ-মোক্ষ-ব্যবহার বিলোপ করিতে হইল। ভোগ ভোগেরই প্রার্থনীয়, অন্যের প্রার্থনীয় নহে। মোক্ষ মোক্ষেরই অভীপ্সিত, অন্যের বাঞ্ছনীয় নহে। এইরূপ অন্যের প্রার্থনীয় পক্ষেও সে সকলকে সেই সেই কালে থাকা আবশ্যক, না থাকিলে প্রার্থনা ঘটে না। থাকিলে ক্ষণিকবাদভঙ্গাপত্তি দোষ হয়। ফলতঃ শেষ কথা এই যে, অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপাদক হয় হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, কিন্তু প্রদর্শিত কারণে তদ্দ্বারা সংঘাত হওয়া অসিদ্ধ ॥ ১৯ ॥

অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তিকারণ, সংঘাতের কারণ নহে। এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদানে কোনও ভ্রান্তবুদ্ধি মনে করিতে পারেন যে, অবিদ্যাদির জনকতা আমরা স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বৈনাশিকের পক্ষে এই সকলের জনকতা সিদ্ধ করা ত বহুদূরের কথা, তাহা সম্ভবপর বলাও সুদূরপরাহত। ক্ষণিকবাদী বলিবেন যে, ক্ষণস্থায়ী বস্তু জন্মিয়াই বিনাশ হয়। যাহারা এইরূপ মনে করেন, তাহারা পূর্ব্বাপর বস্তুদ্বয়ের হেতুফলভাব প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন কি? অবশ্যই পারিবেন না। যেহেতু নষ্ট হইয়াছে অথবা বিনষ্ট হইতেছে, এইরূপ পদার্থ অভাবগ্রস্ততানিবন্ধন উত্তরক্ষণের অনুৎপাদকই বলিতে হইবে। বৈনাশিক কি কোনও বস্তু অভাবকে জন্মাইতে দেখিয়াছেন? যদি এমন অভিপ্রায় হয় যে, পরিনিষ্পন্ন

পগমঃ—উত্তরস্মিন্ ক্ষণ উৎপদ্যমানে পূর্ব্বক্ষণো নিরুধ্যত ইতি। ন চৈবমভ্যুপগচ্ছতা পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োর্হেতুফলভাবঃ শক্যতে সম্পাদয়িতুম্। নিরুধ্যমানস্য নিরুদ্ধস্য বা পূর্ব্বক্ষণস্যাভাবগ্রস্তত্বাদুত্তরক্ষণহেতুত্বানুপপত্তেঃ। অথ ভাবভূতঃ পরিনিষ্পন্নাবস্থঃ পূর্ব্বক্ষণ উত্তরক্ষণস্য হেতুরিত্যভিপ্রায়স্তথাপি নোপপদ্যতে। ভাবভূতস্য পুনর্ব্যাপারকল্পনায়াং ক্ষণান্তরসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ। অথ ভাব এবাস্য ব্যাপার ইত্যভিপ্রায়ঃ, তথাপি নৈবোপপদ্যতে। হেতুস্বভাবানুপরক্তস্য ফলস্যোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। স্বভাবোপরাগাভ্যুপগমে চ হেতুস্বভাবস্য ফলকালাবস্থায়িত্বে সতি ক্ষণভঙ্গাভ্যুপগমত্যাগপ্রসঙ্গঃ। বিনৈবং বা স্বভাবোপরাগেণ হেতুফলভাবমভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্রতৎপ্রাপ্তেরতিপ্রসঙ্গঃ। অপি চোৎপাদনিরোধৌ নাম বস্তুনঃ স্বরূপমেব বা স্যাতাং, অবস্থান্তরং বা, বস্তুন্তরমেব বা, সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। যদি তাবদ্-

---

পূর্ব্বক্ষণের বস্তুর ভাবাবস্থা থাকিতে থাকিতে তাহা উত্তরক্ষণের উৎপাদক হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেক। কারণ এই যে, সেই ভাবভূতবস্তুর তদ্বিধ অন্য ব্যাপার কল্পনা করিতে গেলে তাহার ক্ষণান্তর সম্বন্ধ পাওয়া যাইবে। তাহাহইলে তাহা দ্বিতীয়ক্ষণে থাকিলে বাধ্য হইয়াই তোমাকে ক্ষণভঙ্গবাদ স্বীকার করিতে হইল। যদি এমন অভিপ্রায় হয় যে, উৎপত্তি ইহার ব্যাপার; তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোনও ব্যাপার নাই। তাহা হইলেও নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই। কেননা, যাহা জন্মিবে তাহা যদি হেতুস্বভাবের অনুপযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে কোনও প্রকারেই হইতে পারে না। তাদৃশকার্য্যোৎপত্তি আদৌ সম্ভবপর নহে। উপরাগ বা সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব স্বীকারও করিতে হইবে। স্থায়িত্ব স্বীকার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে ক্ষণভঙ্গবাদ ত্যাগ করিতে হইল। কারণের সহিত জন্যের উপরাগ বা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কার্য্য জন্মে না। যদি কার্য্যকারণের সম্বন্ধ. ভিন্নও কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, তাহাহইলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমুদায় কার্য্য অবিশ্রাম উৎপন্ন হইত। তাহা যখন হয় না তখন অবশ্যই মানিতে হইবে যে, উপরাগ বা সম্বন্ধ হয়। অপর আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, উৎপত্তি এবং নিরোধ এই দুই পদার্থকে বৈনাশিক কি বলিবেন? উৎপদ্যমান বস্তুর স্বরূপ বলিবেন? না অবস্থান্তর বলিবেন? অথবা বস্ত্বন্তর বলিবেন?

স্তনঃ স্বরূপমেবোৎপাদনিরোধৌ স্যাতাং ততো বস্তুশব্দ উৎপাদনিরোধশব্দৌ চ পর্য্যায়াঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। অথাস্তি কশ্চিদ্বিশেষ ইতি মন্যেত, উৎপাদনিরোধশব্দাভ্যাং মধ্যবর্ত্তিনো বস্তুন আদ্যন্তাখ্যে অবস্থে অভিলপ্যেতে ইতি, এবমপ্যাদ্যন্তমধ্য-ক্ষণত্রয়সম্বন্ধিত্বাদ্বস্তুনঃ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ। অথাত্যন্তব্যতিরিক্তাবেবোৎপাদ-নিরোধৌ রস্তুনঃ স্যাতাং, অশ্বমহিষবৎ, ততো বস্তুৎপাদনিরোধাভ্যামসংস্পৃষ্ট-মিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ। যদি চ দর্শনাদর্শনে বস্তুন উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাং, এবমপি দ্রষ্টৃধর্ম্মৌ তৌ ন বস্তুধর্ম্মাবিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গ এব। তস্মাদপ্যসঙ্গতং সৌগতং মতম্॥ ২০॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযৌগপদ্যমন্যথা॥ ২১॥

ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্ব্বক্ষণো নিরোধগ্রস্তত্বান্নোত্তরস্য ক্ষণস্য হেতুর্ভবতীত্যুক্তম্।

ইহার মধ্যে যাহাই বলুন না কেন সমস্তই যুক্তিবহির্ভূত হইবে। উৎপত্তি ও নিরোধ বস্তুর স্বরূপ, তাহা বস্তুই, এইরূপ বলিলে বস্তু, উৎপাদ, নিরোধ, এই সকল শব্দ একপর্য্যায় ব্যতীত ভিন্ন নহে। কিছু বিশেষ আছে, সেই বিশেষ পূর্ব্বাপর অবস্থা অর্থাৎ বস্তুর আদ্যন্ত অবস্থা, তাহাই উৎপাদ নিরোধ শব্দের অর্থ। এইরূপ বলিলেও বস্তুর আদি, অন্ত, মধ্য, এই তিনক্ষণ থাকে, ইহা মানিতে হয়। মানিলে ক্ষণিকবাদ তিরোহিত হইল। যদি এই দুই পদার্থে অনেক প্রভেদ থাকে, যেমন অশ্বও মহিষে প্রভেদ, তাহা হইলে, উৎপত্তি নিরোধের সহিত বস্তুর সম্পর্ক থাকে না। সম্পর্ক না থাকায় বস্তুর চিরস্থায়িত্বই প্রমাণিত হইতেছে। উৎপত্তি নিরোধ শব্দ যদি দর্শনাদর্শনের বোধক হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বয় দর্শকের ধর্ম্ম, বস্তুর ধর্ম্ম নহে। তাহাতেও বস্তুর চিরাবস্থায়িত্ব সিদ্ধ হয়, এই সকল নানা কারণেই সুগততনয়ের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না॥ ২০॥

প্রতিপন্ন করা হইল যে, ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্ব্ববস্তু অভাবগ্রস্ত, তৎকারণে তাহা তদুত্তর বস্তুর জনক হয় না। যদি তাঁহারা এমন বলেন যে, কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। তাঁহাদের চতুঃপ্রকার হেতু হইতে চিত্ত চৈত্ত জন্মে, এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইবে। অপিচ আকস্মিক

অথাঽসত্যেব হেতৌ ফলোৎপত্তিং ব্রূয়াৎ, ততঃ প্রতিজ্ঞোপরোধঃ স্যাৎ। চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্ত ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। নির্হেতুকায়াং চোৎপত্তাবপ্রতিবন্ধাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্রোৎপদ্যেত। অথোত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবদবতিষ্ঠতে পূর্ব্বক্ষণ ইতি ব্রূয়াৎ, ততো যৌগপদ্যং হেতুফলয়োঃ স্যাৎ। তথাপি প্রতিজ্ঞোপরোধ এব স্যাৎ। ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে সংস্কারা ইতীয়ং প্রতিজ্ঞোপরুধ্যেত ॥ ২১ ॥

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তি রবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২॥

অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি 'বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ' ইতি। যদ্যপি চ ত্রয়ং প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাবাকাশঞ্চেত্যাচক্ষতে, ত্রয়মপি চৈতদবস্তভাবমাত্রং নিরুপাখ্যমিতি মন্যন্তে। বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ কিল বিনাশো ভাবানাং প্রতিসংখ্যানিরোধো নাম ভাষ্যতে তদ্বিপরীতোঽপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ, আবরণা-

---

উৎপত্তিপক্ষে কোনওপ্রকার প্রতিবন্ধক না থাকায় সমস্তই সমস্ত জন্মাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা জন্মেনা। অধিকন্তু উৎপত্তিকে নিয়মিত কারণ অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। যদি তাঁহারা এমন কথা বলেন যে, পূর্ব্ববস্তু উত্তর উৎপত্তি বস্তুর উৎপত্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কারণের ও কার্য্যের যৌগপদ্য মানিতে হইবেক। এপক্ষেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ আছে। কেননা তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সমুদায় ভাব—সমুদায় সংস্কার—ক্ষণকালস্থায়ী ॥২১॥

বৈনাশিকেরা কল্পনা করিয়া থাকেন যে, তিনটী পদার্থ ব্যতীত সমস্ত পদার্থই উৎপৎস্যমান এবং ইহারা ক্ষণকালস্থায়ী, এবং বুদ্ধিবিকাশ্য। উক্ত তিনটী পদার্থ মধ্যে প্রথমটী প্রতিসংখ্যানিরোধ, দ্বিতীয় অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, তৃতীয় আকাশ। এই তিনটী পদার্থকে তাঁহারা স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র বিবেচনা করেন। স্বেচ্ছায় বিনাশকে প্রতিসংখ্যানিরোধ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশ করাকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আবরণাভাবের নাম আকাশ। আকাশের প্রতিবাদ পরে করা যাইবে। প্রথমতঃ প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রতিবাদ করা হইতেছে। বৈনাশিক যে, প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতি-

ভাবমাত্রমাকাশমিতি। তেষামাকাশং পরস্তাৎ প্রত্যাখ্যাস্যতি, নিরোধদ্বয়মিদানীং প্রত্যাচষ্টে। প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ। অবিচ্ছেদাৎ। এতৌ হি প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ সন্তানগোচরৌ বা স্যাতাং ভাবগোচরৌ বা। ন তাবৎ সন্তানগোচরৌ সম্ভবতঃ, সর্ব্বেষ্বপি সন্তানেষু সন্তানিনামবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্যাসম্ভবাৎ। নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ ন হি ভাবানাং নিরন্বয়ো নিরুপাখ্যো বিনাশঃ সম্ভবতি, সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাসু প্রত্যভিজ্ঞানবলেনান্বয্যবিচ্ছেদদর্শনাৎ। অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাস্বপ্যবস্থাসু কচিৎ দৃষ্টেনান্বয্যবিচ্ছেদেনান্যত্রাপি তদনুমানাৎ। তস্মাৎ পরপরিকল্পিতস্য নিরোধদ্বয়স্যানুপপত্তিঃ॥ ২২॥

উভয়থা চ দোষাৎ॥ ২৩॥

যোঽয়মবিদ্যাদিনিরোধঃ প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধান্তঃপাতী পরপরিক-

---

সংখ্যানিরোধের কথা বলেন, তাহা উন্মত্তপ্রলাপবৎ। যে হেতু, তন্মতে প্রবাহের বিরাম নাই, সুতরাং তোমাকে এই প্রশ্ন করিতে পারি যে, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কাহার? সন্তানের না সন্তানীর? সন্তানের নিরোধ অসম্ভব। যে হেতু সন্তানীসকল সন্তানমধ্যে পরস্পর কার্য্যকারণরূপে অনুভূত থাকে সুতরাং সন্তানের বিচ্ছেদ অসম্ভব, সন্তানীর নিরোধও অসম্ভব, কেননা পদার্থ মাত্রই নিরন্বয় বিনাশী অথবা নিরূপাখ্য বিনাশী নহে। এইকথা এই জন্য বলি, বস্তু যে কোনও অবস্থা প্রাপ্ত হউক, প্রত্যাভিজ্ঞাবলে তাহার অবিচ্ছেদই দেখা যায়। কোন কোন অবস্থায় স্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা হয় না সত্য, না হইলেও কচিৎ দৃষ্ট অন্বয়ের বিচ্ছেদাভাব বলে, তদন্তর অন্বয় বা অবিচ্ছেদ অনুমিত হইতে পারে। এইরূপ সুগত সূনুকল্পিত দ্বিপ্রকার নিরোধ অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত॥ ২২॥

অবশ্যই বৌদ্ধ বলিবেন যে, অবিদ্যার নিরোধেই মোক্ষ হয়। অবিদ্যাদির নিরোধও উক্ত নিরোধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। যদি এই প্রকারেই মোক্ষলাভের পথ হয়, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, অবিদ্যাদির নিরোধ কি যমনিয়মাদি অঙ্গের সহিত সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা হয়? না ইহা আপনা

প্লিত স সম্যগ্‌জ্ঞানাত্মা সপরিকরাৎ স্যাৎ স্বয়মেব বা। পূর্ব্বস্মিন্ বিকল্পে নির্হে-তুকবিনাশাভ্যুপগমহানিপ্রসঙ্গঃ। উত্তরস্মিংস্তু মার্গোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। এবমুভয়-থাপি দোষপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসমিদং দর্শনম্॥ ২৩॥

আকাশে চাবিশেষাৎ॥ ২৪॥

যচ্চ তেষামেবাভিপ্রেতং নিরোধদ্বয়মাকাশঞ্চ নিরুপাখ্যমিতি। তত্র নিরোধ-দ্বয়স্য নিরুপাখ্যত্বং পুরস্তান্নিরাকৃতম্। আকাশস্যেদানীং নিরাক্রিয়তে। আকাশে চাযুক্তো নিরুপাখ্যত্বাভ্যুপগমঃ, প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরিব বস্তুত্বপ্রতি-পত্তেরবিশেষাৎ। আগমপ্রামাণ্যাত্তাবৎ 'আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদিশ্রুতিভ্য আকাশস্য চ বস্তুত্বপ্রসিদ্ধিঃ। বেদপ্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্নানপি প্রতিশব্দগুণানু-মেয়ত্বমাকাশস্য বক্তব্যং, গন্ধাদীনাং গুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্বাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ। অপি

আপনিই হয়? যদি সসহায় সম্যক্ জ্ঞানে হয় বলেন, তাহা হইলে অপর জিজ্ঞাস্য এই যে, সমস্ত পদার্থই স্বভাবতঃ ক্ষণবিধ্বংসী, এই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবে কি না? যদি বলেন, আপনা আপনি হয়, তাহা হইলে অবি-দ্যাদির নিরোধ কি জন্য করিতে হইবে, তাহাও বিশদরূপে বলা উচিত। যেকারণে, এতদুভয়পক্ষের কোনও পক্ষই দোষনির্ম্মুক্ত নহে, সেইহেতু বলিতেছি, সুগতদর্শনের মীমাংসা অসামঞ্জস্যপরিপূর্ণ॥ ২৩॥

বৈনাশিকগণের অভিপ্রায় এই যে, দ্বিবিধনিরোধ ও আকাশ এই তিন-টীর মধ্যে কোনওটীই কিছু নহে। তন্মধ্যে ত্রয়োবিংশ সূত্র দ্বারা নিরোধ-দ্বয়ের নিরুপাখ্যতা নিরাস করা হইয়াছে। এক্ষণে আকাশের অবা-স্তবিকতা নিরাস করা হইতেছে। আকাশের নিরুপাখ্যতা স্বীকার ন্যায় সঙ্গত নহে। যেমন প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বস্তু বলিয়া প্রতীতিও গণ্য হয়, তদ্রূপ আকাশও বস্তু বলিয়া প্রতীতও গণ্য হয়। সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ, সুতরাং "পরমাত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে" এই শাস্ত্রের দ্বারা আকাশের বাস্তবিকতা প্রতীতি হইতেছে। যদি শাস্ত্রের কথা না মানিতেই প্রস্তুত হও, তাহা হইলেও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। শব্দগুণের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব

চাবরণাভাবমাকাশমিচ্ছতস্তস্যৈবৈকস্মিন্ সুপর্ণ উৎপতত্যাবরণস্য বিদ্যমানত্বাৎ সুপর্ণা-ন্তরস্যোৎপিৎসতোঽনবকাশত্বপ্রসঙ্গঃ। যত্রাবরণাভাবস্তত্র পতিষ্যতীতি চেৎ, যেনাবরণাভাবো বিশিষ্যতে তত্তর্হি বস্তুভূতমেবাকাশং স্যান্নাবরণাভাবমাত্রম্। অপি চাবরণাভাবমাত্রমাকাশং মন্যমানস্য সৌগতস্য স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ প্রসজ্যেত। সৌগতে হি সময়ে 'পৃথিবী ভগবন্ কিংসন্নিঃশ্রয়া' ইত্যস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহে পৃথিব্যাদীনামন্তে 'বায়ুঃ কিংসন্নিঃশ্রয়' ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভবতি 'বায়ুরা-কাশসন্নিঃশ্রয়' ইতি। তদাকাশস্য বস্তুত্বেন সমঞ্জসং স্যাৎ। তস্মাদপ্যযুক্ত-মাকাশস্যাবস্তুত্বম্। অপি চ নিরোধদ্বয়মাকাশঞ্চ ত্রয়মপ্যেতন্নিরুপাখ্যমবস্তু-নিত্যঞ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন হ্যবস্তুনোনিত্যত্বমনিত্যত্বং বা সম্ভবতি,

---

ও বাস্তবিকতা অনুমান করা যাইতে পারে। (শব্দগুণোবৎ কিঞ্চিৎদ্রব্যসম-বেতং গুণত্বাৎ গন্ধাদিবৎ এবমনুমিতিপ্রকারঃ। পরিশেষ্যাৎ আকাশদ্রব্যসম-বেতং)। পৃথিব্যাদি যেমন গন্ধাদি গুণের আশ্রয়, আকাশ তেমনি শব্দগুণের আশ্রয়। বৈনাশিক আবরণাভাবকে আকাশ বলিতে ইচ্ছা করেন। সেইজন্য তাহাদের মতে একটী পক্ষীর উড্ডীয়মান কালে অন্য পক্ষীর উড্ডয়ন অসম্ভব। একটী পক্ষী উড্ডীন হইলেই আবরণাভাবাভাব থাকা হইল, আবরণাভাব হইল না। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ বলিবেন যে, যেইস্থানে আবরণাভাব সেইস্থানেই অন্য পক্ষীর উড্ডয়ণ, এইরূপ হইবার বাধা আছে কি? তদুত্তরে বক্তব্য এইযে, যেহেতু আব-রণাভাবের বিশেষ হয়, সেইহেতু আকাশ আবরণাভাব নহে, প্রত্যুত তাহা এক-প্রকার বস্তু। অপর বক্তব্য এই, আকাশকে আবরণাভাব উপাধিবিভূষিত করিয়া সুগতসূনু স্বমতবিরোধি দোষে দোষী হইয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে, "হে ভগবন্, পৃথিবী কিমাশ্রিত?" ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নোত্তর আছে। সেই প্রশ্নোত্তর প্রবাহের শেষে "বায়ু কিমাশ্রিত?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে "বায়ু আকাশাশ্রিত।" এই প্রকার প্রশ্নোত্তর কি আকাশের অবাস্তবিকতা-পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়? কাজেই মানিতে বাধ্য যে, আকাশ অবস্তু নহে। আকাশটা বাস্তবিক পদার্থই, আকাশকুসুমবৎ অলীক নহে। আরও দেখ যে, বৌদ্ধ বলেন দ্বিবিধ নিরোধ ও আকাশ এই তিনটী নিরুপাখ্য ও নিত্য। এইকথা একেবারেই বিরুদ্ধ। যাহা বস্তু নহে, তাহার নিত্যতাই বা কি?

বস্তাশ্রয়ত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারস্থ। ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে হি ঘটাদিবদ্বস্তুত্বমেব স্থান্ন নিরুপাখ্যত্বম্ ॥ ২৪ ॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

অপি চ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্থ বস্তুনঃ ক্ষণিকতামভ্যুপয়ন্নুপলব্ধেরপি ক্ষণিকতামভ্যুপেয়াৎ ন চ সা সম্ভবতি, অনুস্মৃতেঃ। অনুভবমুপলব্ধিমনুৎপদ্যমানং স্মরণমেবানুস্মৃতিঃ সা চোপলব্ধ্যেককর্ত্তৃকা সতী সম্ভবতি, পুরুষান্তরোপলব্ধিবিষয়ে পুরুষান্তরস্থ স্মৃত্যদর্শনাৎ। কথং হ্যহমদোঽদ্রাক্ষমিদং পশ্যামীতি চ পূর্ব্বোত্তরদর্শিন্যেকস্মিন্নসতি প্রত্যয়ঃ স্থাৎ। অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তর্য্যেকস্মিন্ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্থ লোকস্থ প্রসিদ্ধোঽহমদোঽদ্রাক্ষমিদং পশ্যা-

---

দার অনিত্যতাই বা কি ? ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বস্তুতেই থাকে, অবস্তুতে থাকেনা। নিরোধাদিত্রয়ে-ধর্ম্মধর্ম্মিভাব থাকিলে, অবশ্যই তাহা ঘটপটাদির ন্যায় বস্তুসৎ হইবে, অবস্তু বা নিরুপাখ্য হইবে না ॥ ২৪ ॥

সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, ইহা বৈনাশিকের অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং অনুভব কর্ত্তা আত্মাও ক্ষণিক কিন্তু অনুস্মৃতি থাকায় তাহা অসম্ভবগ্রস্ত। উপলব্ধি অনুভবেরই নামান্তরমাত্র। তদুত্তরে উৎপাদ্যমান যে স্মরণ, তাহারই অন্য নাম অনুস্মৃতি। এতাদৃশী অনুস্মৃতি পূর্ব্ববর্ত্তিনী উপলব্ধির কর্ত্তাতেই সম্ভব হয়। কর্ত্তাভিন্ন হইলে তাহা সম্ভব হইবেনা। বস্তু এক পুরুষের উপলব্ধি হইল, অন্য পুরুষ তাহা স্মরণ করিল, এই নিয়ম কোথাও দেখিতে পাই নাই। যিনি পূর্ব্বে ছিলেন, তিনি যদি এখন না থাকেন, তাহা হইলে কি প্রকারে বলিলেন যে, আমি ইহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম, এবং এখন ও তাহাই দেখিতেছি। আরও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, দর্শন ও স্মরণ এই ক্রিয়াদ্বয়ের কর্ত্তা এক। তদ্বিষয়ে লোকমাত্রেরই সর্ব্ববিদিত প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞা আছে। যে আমি ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, সেই আমি ইহা দেখিতেছি। দর্শনও স্মরণের কর্ত্তা যদি ভিন্ন ভিন্ন হইত, তাহা হইলে আমি স্মরণ করিতেছি, অন্যে দেখিয়াছিল, অথবা আমি দেখিয়াছিলাম, তাহা এখন অপরে স্মরণ করিতেছে, এইরূপ প্রতীতিই হইত।

মীতি। যদি হি তয়োর্ভিন্নঃ কর্ত্তা স্যাৎ ততোঽহং স্মরাম্যদ্রাক্ষীদন্য ইতি প্রতী-য়াৎ ন ত্বেবং প্রত্যেতি কশ্চিৎ। যত্রৈবং প্রত্যয়স্তত্র দর্শনস্মরণয়োর্ভিন্নমেব কর্ত্তারং সর্ব্বলোকোঽবগচ্ছতি স্মরাম্যহমসাবদোঽদ্রাক্ষীদিতি। ইহ ত্বহমদোঽদ্রা-ক্ষমিতি দর্শনস্মরণয়োর্বৈনাশিকোঽপ্যাত্মানমেবৈকং কর্ত্তারমবগচ্ছতি, ন নাহমি-ত্যাত্মনো দর্শনং নির্ব্বৃত্তং নিহ্নুতে। যথাগ্নিরনুষ্ণোঽপ্রকাশ ইতি বা। তত্রৈবং সত্যেকস্য দর্শনস্মরণক্ষণদ্বয়সম্বন্ধে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিরপরিহার্য্যা বৈনাশিকস্যাৎ। তথানন্তরামনন্তরামাত্মন এব প্রতিপত্তিং প্রত্যভিজানন্নেককর্ত্তৃকামাজন্মন আ চোত্তমাচ্ছ্বাসাদতীতাশ্চ প্রতিপত্তীরাত্মৈককর্ত্তৃকাঃ প্রতিসন্দধানঃ কথং ক্ষণ-ভঙ্গবাদী বৈনাশিকো নাপত্রপেত। স যদি ব্রূয়াৎ সাদৃশ্যাদেতৎ সম্পৎস্যত

পরন্তু তদ্রূপ প্রতীতি কাহার ও হয় না, সকলেই জানেন যে, যেখানে বিভিন্ন জ্ঞান হয়, তথায় দর্শনের ও স্মরণের কর্ত্তা এক জন হয় না, পৃথক্ পৃথক্ই হয়। আমি স্মরণ করিতেছি, এই ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছিল, এইরূপই প্রতীতি হয়। কিন্তু প্রদর্শিত স্থলে বৈনাশিক ও "আমিই দেখিয়াছিলাম", এইরূপে আপনাকেই দর্শনেরও স্মরণের অদ্বিতীয় কর্ত্তা বলিয়া থাকেন। "অহমস্মি" এতদ্রূপে যে আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাহা তিনি কিরূপে অপহ্নব করিবেন? অগ্নির উষ্ণতা নাই, শৈত্য গুণ আছে, অগ্নি প্রকাশক নহে অপ্রকাশ, এই কথা কি কোনও সুস্থপ্রকৃতি ব্যক্তি বলিতে পারেন? যেমন কেহই বাগ্বিন্যাস দ্বারা অগ্নির উষ্মা ও প্রকাশাভাব সাধন করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ পূর্ব্বানুভবকেও "আমি দেখি নাই" বলিয়া বিনাশ করিতে পারিবেন না। যখন প্রদর্শিত প্রকারে একের সহিত দেখার ও স্মরণ করার সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন অবশ্যই বৈনাশিক নিজক্ষণিকত্ব মত রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিক জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞানকে এক কর্ত্তৃক এবং আপনাকেই কেবল অবিচ্ছেদে সেই আমি এইরূপ জানিয়াও যে তিনি ক্ষণভঙ্গ বাদ প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহা তাঁহার একমাত্র ধৃষ্টতারই পরি-চায়ক। তিনি যে ইহাতে লজ্জা বোধ করেন নাই, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি বলেন, জন্মাবধি মরণযাবৎ অসংখ্যকর্ত্তা হইতেছে, তাহারা সকলেই অত্যন্ত বিভিন্ন, কিন্তু সাদৃশ্য থাকাতে ও অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হওয়াতে সেই সমুদায়

ইতি, তং প্রতিব্রূয়াৎ, তেনেদং সদৃশমিতি দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সাদৃশ্যস্য ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ সদৃশয়োর্দ্বয়োর্বস্তুনোর্গ্রহীতুরেকস্যাভাবাৎ সাদৃশ্যনিমিত্তং প্রতিসন্ধানমিতি মিথ্যাপ্রলাপ এব স্যাৎ। স্যাচ্চেৎ পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ সাদৃশ্যস্য গ্রহীতৈকস্তথা সত্যেকস্য ক্ষণদ্বয়াবস্থানাৎ ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা পীড্যেত, তেনেদং সদৃশমিতি প্রত্যয়ান্তরমেবেদং ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণদ্বয়গ্রহণনিমিত্তমিতি চেৎ, ন তেনেদমিতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ। প্রত্যয়ান্তরমেব চেৎ সাদৃশ্যবিষয়ং স্যাৎ তেনেদং সদৃশমিতি বাক্যপ্রয়োগোঽনর্থকঃ স্যাৎ, সাদৃশ্যমিত্যেব প্রয়োগং প্রাপ্নুয়াৎ। যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ পরীক্ষকৈর্ন পরিগৃহ্যতে তদা স্বপক্ষসিদ্ধিঃ পরপক্ষদোষো বা উভয়মপ্যুচ্যমানং পরীক্ষকানামাত্মনশ্চ যথার্থত্বেন ন বুদ্ধিসন্তানমারোহতি, এবমেবৈবোঽর্থ ইতি নিশ্চিতং যত্তদেব বক্তব্যং ততোঽন্যদু-

---

এক বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এইটী তাহার সদৃশ এতদ্রূপ সাদৃশ্য দুইএর অধীন, কিন্তু ক্ষণভঙ্গবাদে তুল্য বস্তুদ্বয়ের একগৃহীতা এককর্ত্তা না থাকায়, সাদৃশ্যজনিত অনুসন্ধান অসম্ভব। এতাদৃশ বাক্য বৈকারিক প্রলাপবৎ অগ্রাহ্য। যদি বলেন, পূর্ব্বোত্তর পদার্থের সাদৃশ্যের গ্রাহক আছে। কোনও পূর্ব্ববিজ্ঞান স্বীয় আকার বহিঃপ্রকটিত করিবার নিমিত্ত পরক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিত থাকে, তাহাতেই সাদৃশ্য প্রতীতি সিদ্ধ হয়। এই কথা বলিলে, ক্ষণদ্বয়াবস্থান স্বীকার করা হয়। সুতরাং ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা অবরুদ্ধ হইল। "তৎসদৃশই এই" এইজ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞান নহে, বহিঃপদার্থাবগাহী নহে, উহা এক এবং আভ্যন্তরীন, এই প্রকারও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু "তেন ও ইদং" এইদুই শব্দ দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হইয়াছে। যদি সাদৃশ্যের বিষয় অভিন্ন হয়, তাহা হইলে "তৎ সদৃশ ইহা" এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগই আদৌ হইতে পারিত না। পরীক্ষক যদি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু স্বীকার করেন, তাহা হইলে স্বমতস্থাপন অথবা পরমতখণ্ডন কিছুই পরীক্ষকের বুদ্ধিতে বস্তু সৎ বলিয়া প্রতীতি হইবে না। যাহা "ইহা ইহরূপই" এতৎরূপ নিশ্চিত হয় তাহাই বলিবার যোগ্য ও বলাসঙ্গত। তদতিরিক্ত বলিতে গেলে কেবল আপনার বহুভাষিত্ব প্রকাশভিন্ন অন্য কোনও ফল নাই। বস্তুর অভেদব্যবহার অথবা একত্বব্যবহার যে সাদৃশ্য প্রযুক্ত তাহা

চামানং বহুপ্রত্যাপিত্বমাত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ। ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্য-
বহারো যুক্তঃ, তদ্ভাবাবগমাৎ তৎসদৃশভাবানবগমাচ্চ। ভবেদপি কদাচিৎ বাহ্য-
বস্তুনি বিপ্রলম্ভসম্ভবাৎ তদেবেদং স্যাৎ তৎসদৃশং বেতি সন্দেহঃ, উপলব্ধরি তু
সন্দেহোঽপি ন কদাচিদ্ভবতি, স এবাহং স্যাৎ তৎসদৃশো বেতি। য এবাহং পূর্ব্বে-
দ্যুরদ্রাক্ষং স এবাহমদ্য স্মরামীতি নিশ্চিতাৎ তদ্ভাবোপলম্ভাৎ। তস্মাদপ্যনুপ-
পন্নো বৈনাশিকসময়ঃ ॥ ২৫ ॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

ইতশ্চানুপপন্নো বৈনাশিকসময়ো যতঃ স্থিরমনুযায়ি কারণমনভ্যুপগচ্ছতাম-
ভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিত্যেতদাপদ্যতে। দর্শয়ন্তি চাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিং 'নানুপমৃদ্য
প্রাদুর্ভাবাৎ' ইতি। বিনষ্টাদ্ধি কিল বীজাদঙ্কুর উৎপদ্যতে, তথা বিনষ্টাৎ ক্ষীরাদ্দধি

নহে। যেহেতু অভেদস্থলে "সেই বস্তু" এতদ্রূপ প্রতীতি হয়, "তাহার সদৃশ"
এইরূপ প্রতীতি হয় না। বাহ্য বস্তুতে কখন কখন ভ্রম জন্মে সেই হেতু
তত্তৎস্থলে সন্দেহ ও জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যে পুরুষ সকলের অনুভবকারী
তাহাতে কাহার কখন সেই আমি কি তৎসদৃশ আমি এই প্রকার সন্দেহই
আদৌ হয় না। যে আমি পূর্ব্বদিন দেখিয়াছি সেই আমি আজ আবার তাহার
স্মরণ করিতেছি, ইহা নিশ্চিত থাকায় তদ্ভাবেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে।
ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত। সুতরাং বৈনাশিকের মত যে অগ্রাহ্য তাহা বলাই
বাহুল্য ॥ ২৫ ॥

বৈনাশিকনন্দনের সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত তাহা অন্য আর একটী দৃষ্টান্ত
দ্বারা বিশদরূপে বুঝান যাইতেছে, যাহা মূর্খলোকও অক্লেশে বুঝিতে পারিবে।
বৈনাশিক একটা স্থির এবং অনুগত কারণ আছে ইহা স্বীকার্য্য বলিয়া মনে
করেন না। এতাদৃশ কোনও কারণ না মানিয়া অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি
বৈনাশিক অম্লান বদনে স্বীকার করেন। তাহা নিতান্তই অযুক্ত। বৈনাশিক
অভাবকে যে কারণ বলিয়া কেবল কথায় পর্য্যবসান করেন এমন নহে,
স্বপ্রাপ্তিতাখ্যাপন জন্য অভাব হইতে ভাবোৎপত্তির স্থানও প্রদর্শন করাইয়া
থাকেন। বিনাশব্যতিরেকে কোনও জিনিষই জন্মে না। বীজ নষ্ট না

মৃৎপিণ্ডাচ্চ বৃত্তো ঘটঃ। কূটস্থাচ্চেৎ কারণাৎ কার্য্যমুৎপদ্যেত, অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত। তস্মাদভাবগ্রস্তেভ্যো বীজাদিভ্যোঽঙ্কুরাদীনামুৎপদ্যমানত্বাদভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি মন্যন্তে। তত্রেদমুচ্যতে।—'নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ' ইতি নাভাবাদ্ভাব উৎপদ্যতে। যদ্যভাবাদ্ভাব উৎপদ্যেত, অভাবত্বাবিশেষাৎ কারণবিশেষাভ্যুপগমোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন হি বীজাদীনাং উপমৃদিতানাং যোঽভাবস্তস্য চ শশবিষাণাদীনাঞ্চ নিঃস্বভাবত্বাবিশেষাদভাবত্বে কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি যেন বীজাদেবাঙ্কুরো জায়তে, ক্ষীরাদেব দধীত্যেবং জাতীয়কঃ কারণবিশেষাভ্যুপগমোঽর্থবান্ স্যাৎ। নির্ব্বিশেষস্য ত্বভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে শশবিষাণাদিভ্যোঽপ্যঙ্কুরাদয়ো জায়েরন্। ন চৈবং দৃশ্যতে। যদি পুনরভাবস্যাপি বিশেষোঽভ্যুপগম্যেত, উৎপলা-

---

হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর হয় না। নষ্ট দুগ্ধ হইতেই দধি জন্মে। বিনষ্ট-মৃৎপিণ্ড হইতেই ঘট জন্মে। এই প্রকারের অসংখ্য নিদর্শন প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈনাশিকবাদক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "বিনাশ ব্যতিরেকে কোনও জিনিষই জন্মে না। কারণ কূটস্থ থাকিবে, বিনষ্ট বা বিকার গ্রস্ত হইবেনা, অথচ তাহা হইতে বস্তু জন্মিবে" এইরূপ নিশ্চয় হইলে, অবিশেষে সমস্ত হইতেই সমস্ত জন্মিতে পারিত। কিন্তু যখন তাহা হয় না, সমস্ত হইতেই সমস্ত জন্মেনা, বিকার বা বিনাশরূপ বিশেষ ব্যতীত কোনও কিছু জন্মেনা, তখন অবশ্যই বুঝা উচিত যে, কূটস্থ কাহারও কারণ নহে। কেননা বীজাদির বিনাশ হইয়াই অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই প্রকার মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, অভাবই ভাবের জনক। ক্ষণভঙ্গবাদীর এতাদৃশ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া, ২৬ শ সূত্র বলা হইয়াছে। সূত্রার্থ এই :—অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ কারণ থাকা নিষ্প্রয়োজন হইত। কেননা অভাবরূপ পদার্থের কোনও বিশেষ নাই। যেই অভাব বিনষ্ট বীজে, সেই অভাবই কি ? নিঃস্বভাব শশশৃঙ্গে ? অবশ্যই সেই অভাব নহে। বিনষ্ট বীজে বিশেষ প্রকারের অভাব স্বীকার করিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিবে কখনও দধি জন্মিবেনা, দুগ্ধ হইতে দধিই জন্মিবে, বৃক্ষাদি জন্মিবেনা। ইত্যাদি স্থলে সেই কারণ-বিশেষ স্বীকার সার্থক হইবে, অন্যথা নহে। যাহার কোনও রূপবিশেষ নাই,

দীনামিব নীলত্বাদিস্ততো বিশেষবত্বাদেবাভাবস্য ভাবত্বমুৎপলাদিবৎ প্রসজ্যেত, নাপ্যভাবঃ কস্যাচিদুৎপত্তিহেতুঃ স্যাৎ, অভাবত্বাদেব শশবিষাণাদিবৎ। অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তাবভাবান্বিতমেব সর্ব্বং কার্য্যং স্যাৎ, নৈবং দৃশ্যতে, সর্ব্বস্য বস্তুনঃ যেন যেন রূপেণ ভাবাত্মনৈবোপলভ্যমানত্বাং। ন চ মৃদন্বিতাঃ শরাবাদয়ো ভাবান্তরাদিবিকারাঃ কেনচিদভ্যুপগম্যন্তে। মৃদ্বিকারানেবতু মৃদন্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি। যত্তূক্তং স্বরূপোপমর্দ্দমন্তরেণ কস্যচিৎ কূটস্থস্য বস্তুনঃ কারণত্বানুপপত্তেরভাবাদ্ভাবোৎপত্তির্ভবিতুমর্হতীতি, তদনুক্তম্। স্থিরস্বভাবানামেব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং রুচকাদিকার্য্যকারণভাবদর্শনাৎ। যেষ্বপি বীজাদিষু স্বরূপোপমর্দ্দো লক্ষ্যতে তেষ্বপি নাসাবুপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থোত্তরা-

---

ভেদনাই, নির্দ্দিষ্টতা নাই, তাদৃশ অভাব, (অর্থাৎ অভাবমাত্রই) কার্য্যোৎপত্তির জনক হইলে শশশৃঙ্গ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি না হইবে কেন? শশশৃঙ্গ হইতে অথবা খপুষ্প হইতে কেহকি কখনও অঙ্কুরোৎপত্তি দেখিয়াছেন? নীল, রক্ত, শুক্ল, পীত ইত্যাদি শব্দ যেমন পদ্মসামান্যজাতির বিভাজকোপাধি, অভাবেরও তদ্বৎ বিশেষ থাকা স্বীকার করিলে সেই বিশেষত্বনিবন্ধন উৎপলাদির ন্যায় অভাবেরও ভাবত্ব মানিতে অবশ্য বাধ্য, নির্ব্বিশেষ বা নিরুপাখ্য অভাব কাহারও উৎপাদক নহে, যেমন আকাশ কুসুম। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে, নিশ্চয়ই সমস্ত ভাব অভাবান্বিত হইত, কিন্তু কোনও বস্তুতে অভাবের অন্বয় দেখা যায়না। সমুদায় কারণবস্তুকেই স্বীয়কার্য্যে আপন আপন রূপে ও ভাবরূপে দেখিতে পাই। অধিকন্তু কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মৃত্তিকায় ঘটাদি তত্ত্বের বিকার। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মৃত্তিকার বিকারমাত্রেই মৃত্তিকান্বিত। বৈনাশিক যে বলিয়াছিলেন, স্বরূপের বিনাশ ব্যতীত নির্ব্বিকার বস্তুকে কাহারও কারণ হইতে দেখা যায় না, সেই কারণেই মানিতে হয় যে; অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই উক্তি যে দুরুক্তি তাহা আর বলিয়া দিতে হইবেনা। যেহেতু স্থিরস্বভাব সুবর্ণাদির সহিত রুচকাদি অলঙ্কারের কার্য্যকারণভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। বীজ প্রভৃতির স্বরূপবিনাশ দেখা যায় সত্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা প্রকৃত বিনাশ নহে। পর্ব্বাবস্থ বীজ বিনাশ

বস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগম্যতে। অনুপমৃদ্যমানানামেবানুযায়িনাং বীজাবয়বানামঙ্কুরাদিকারণভাবাভ্যুপগমাৎ। তস্মাদসদ্ভ্যঃ শশবিষাণাদিভ্যঃ সদুৎপত্ত্যদর্শনাৎ সদ্ভ্যশ্চ সুবর্ণাদিভ্যঃ সদুৎপত্তিদর্শনাদনুপপন্নোঽয়মভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ। অপি চ চতুর্ভ্যশ্চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে পরমাণুভ্যশ্চ ভূতভৌতিকলক্ষণঃ সমুদায় উৎপদ্যত ইত্যভ্যুপগম্য পুনরভাবাৎ ভাবোৎপত্তিং কল্পয়দ্ভিরভ্যুপগমমপহ্নুবানৈর্বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোক আকুলীক্রিয়তে"। ২৬ ॥

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

যদি চাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরভ্যুপগম্যেত, এবং সত্যুদাসীনানামনীহমানানামপি জনানামভিমতসিদ্ধিঃ স্যাৎ, অভাবস্য সুলভত্বাৎ। কৃষীবলস্য ক্ষেত্রকর্ম্মণ্যপ্রয়তমানস্যাপি শস্যনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ, কুলালস্য চ মৃৎসংস্ক্রিয়ায়ামপ্রয়তমানস্যা-

---

না হইতে হইতেই তাহা উত্তরাবস্থ অঙ্কুরের জনক হয়। অথবা বীজানুগত অবিনাশী বীজাবয়ব সমূহই অঙ্কুরাদির কারণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব অসৎ শশশৃঙ্গাদি হইতে সতের উৎপত্তি না দেখায় এবং সৎ সুবর্ণাদি হইতে সৎ রুচকাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হওয়ায়, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। আরও বিবেচনা করা উচিত, বৈনাশিক চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে ভূত ভৌতিক সকল উৎপন্ন হয় বলিয়া পশ্চাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকরতঃ স্বমত অপহ্নব করিয়া শাস্ত্রসমুদ্রে তুমুল তরঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজেই তাহাতে নিমজ্জিত, উৎপ্লুত হইতেছেন। মন্দবুদ্ধি লোক যে তাহাতে আকুলিত হইবে তদ্বিষয়ে বিস্ময় কি? ॥২৬॥

যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট পুরুষও অভিমত লাভে সিদ্ধকাম হয়, ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে। যেহেতু অভাব সর্ব্বত্রই সুলভ। যে কৃষক ক্ষেত্রকর্ম্ম করেনা, তাহারাও শস্যসম্পৎ হউক। কুম্ভকার মৃত্তিকা সংস্কারাদি না করিয়াও ঘটাদি পাত্র উৎপাদন করুক। তাঁতিও বিনাসূত্রে এবং বিনাব্যাপারে বস্ত্রলাভ করুক। স্বর্গের ও মোক্ষের জন্য কাহারও কোনওরূপ বহুবিত্তব্যায়াসসাধ্য যাগযজ্ঞাদি না করাই উচিত, যেহেতু অকরণরূপ অভাব হইতে স্বর্গ

প্যমন্ত্রোৎপত্তিঃ। তন্তুবায়স্যাপি তন্তুমন্তরেণানস্যাপি তন্ত্রানস্যেব বস্ত্রলাভঃ। স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ ন কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ সমীহেত। ন চৈতদ্যুজ্যতেঽভ্যুপগম্যতে বা কেনচিৎ। তস্মাদনুপপন্নোঽয়মভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২৭ ॥

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

এবং বাহ্যার্থবাদমাশ্রিত্য সমুদায়প্রাপ্ত্যাদিষু দূষণেষুদ্ভাবিতেষু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ইদানীং প্রত্যবতিষ্ঠতে। কেষাঞ্চিৎ কিল বিনেয়ানাং বাহ্যবস্তুন্যভিনিবেশমালক্ষ্য তদনুরোধেন বাহ্যার্থবাদপ্রক্রিয়েয়ং বিরচিতা, নাসৌ সুগতাভিপ্রায়ঃ। তস্য তু বিজ্ঞানৈকস্কন্ধবাদ এবাভিপ্রেতঃ। তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন

মোক্ষ হইবেক। এই সকল অন্যায্য এবং ব্যক্তি মাত্রেরই অস্বীকার্য্য। সুতরাং অভাব যে ভাবের জনক এইমত কোনও প্রকারে উপপন্ন হয় না ॥ ২৭ ॥

এই প্রকারে বাহ্যিক ঘটপটাদির অস্তিত্ব স্বীকার করায় তাহাতে সমুদায়প্রাপ্ত্যাদিদোষ সম্ভব হয় দেখিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ তৎ প্রতিবাদে উন্নতমস্তকে বলেন যে, বুদ্ধদেব কোনও কোনও শিষ্যকে বাহ্যবিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া তাহারই অনুরোধে এই বাহ্যার্থবাদ উপদেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক বাহ্যার্থবাদ বুদ্ধাভিপ্রেত নহে। একমাত্র বিজ্ঞানস্কন্ধই তাহার অভিপ্রেত। বিজ্ঞানবাদে প্রমাণ, প্রমেয়, ফল, সমস্তই অন্তরে, কিছুই বাহিরে নহে। এই সকল বুদ্ধ্যারূঢ়রূপে সেই সেই ব্যবহার নিষ্পন্ন ও উপপন্ন করে। একমাত্র বিজ্ঞানই কল্পিত নীলাদি আকারে প্রমেয়, অবভাসরূপে ফল, অর্থাৎ প্রমাণের ফল বা প্রমিতিগোচরতা শক্তিরূপে প্রমাণ, তাহার আশ্রয়রূপে প্রমাতা, অর্থাৎ জীব, এই প্রকার ভেদকল্পনা পূর্ব্বক সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। যখন বুদ্ধ্যারোহ ব্যতীত কোনও বাহ্য পদার্থ প্রমেয়ত্বাদি পদবাচ্য হয়না, তখন বিবেচনা করা উচিত যে, প্রমেয় বুদ্ধিমাত্রেরই আকার বিশেষ। সমস্ত ব্যবহারই অন্তরে। কিছুই বাহ্যিক নহে। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তু নাই, ইহা কি প্রকারে জানা গেল। এই প্রশ্নের সমাধানার্থ তাঁহারা বলেন, বাহ্য সামগ্রীর অস্তিত্ব অসম্ভব, অসম্ভবহেতুই এই প্রকার বলা যায়। তাহা

রূপেণান্তঃস্থ এব প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ সর্ব্ব উপপদ্যতে। সত্যপি বাহ্যেঽর্থে বুদ্ধ্যারোহমন্তরেণ প্রমাণাদিব্যবহারানবতারাৎ। কথং পুনরবগম্যতে, অন্তঃস্থ এবায়ং সর্ব্বব্যবহারো ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থোঽস্তীতি, তদসম্ভবাদিত্যাহ। স হি বাহ্যোঽর্থোঽভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবো বা স্যুস্তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ স্যুঃ। তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুমর্হন্তি পরমাণ্বাভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ, নাপি তৎসমূহাঃ স্তম্ভাদয়স্তেষাং পরমাণুভ্যোঽন্যত্বানন্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুমশক্যত্বাৎ। এবং জাত্যাদীনপি প্রত্যাচক্ষীত। অপি চানুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনো জ্ঞানস্য জায়মানস্য যোঽয়ং প্রতিবিষয়ং পক্ষপাতঃ স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি, নাসৌ জ্ঞানগতবিশেষমন্তরেণোপপদ্যত ইত্য-

---

হইলে এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বাহ্য বস্তুটা কি? পরমাণুই কি স্তম্ভ, না পরমাণুপুঞ্জ? পরমাণু স্তম্ভাদি জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেনা। পরমাণু কি কখন স্তম্ভরূপে প্রতীতি হইতে পারে? পরমাণুপুঞ্জও স্তম্ভাদি নহে। কেননা, পুঞ্জ বা সমূহ পরমাণু হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা এখনও প্রতিপাদিত হয় নাই। তোমাদের মতে সমূহ নাই। জাতি, গুণ, কর্ম্ম, দ্রব্য এই সকলেরও উক্ত প্রকারে উচ্ছেদ হইতে বাধা নাই। অপর বক্তব্য এই যে, জায়মান অনুভবলক্ষণ সাধারণ জ্ঞান যে বিশেষ বিশেষ বিষয় বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়, স্তম্ভজ্ঞান, কুড্যজ্ঞান, ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি। এতাদৃশ ব্যবহার জ্ঞানের বিশেষ ভাব ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। সেই জন্য জ্ঞানের তত্তদ্বিষয়াকার হওয়া স্বীকৃত হয়। জ্ঞানের বিষয়াকার মানিলে, বাহ্যবস্তু মানিবার আবশ্যক কি? কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রকারভেদদ্বারা সমস্ত বাহ্য বস্তুবিষয়কব্যবহার নির্ব্বাহ হইতে পারে। আরও দেখ, জ্ঞানেরও বিষয়ে সহোপলব্ধি নিয়ম আছে। বিষয় ব্যতীত কেবল জ্ঞানও জ্ঞান ব্যতীত কেবল বিষয় কেহ কখনও অনুভব করেন নাই। ফল কথা, নির্ব্বিষয়ক কোনও জ্ঞানই হয় না। (জ্ঞানেচ্ছা কৃতি দ্বেষাঃ সবিষয়কা ভবন্তীতি) এই নিয়ম দ্বারা বিষয় ও বিজ্ঞান, এতদুভয়ের অভেদ হইতে পারে। যখন অভেদভাবের কোনও বাধা নাই, তখন অবশ্যই বিষয়ের ও বিজ্ঞানের বাস্তবভেদ না থাকাই যুক্তিযুক্ত। অন্য প্রকার যুক্তিতেও বাহ্য বস্তুর অভাবসিদ্ধ হয়।

বস্তুং বিষয়সারূপ্যং জ্ঞানস্যাঙ্গীকর্ত্তব্যম্। অঙ্গীকৃতে চ তস্মিন্ বিষয়াকারস্য জ্ঞানেনৈবাবরুদ্ধত্বাদপার্থিকার্থসদ্ভাবকল্পনা। অপি চ সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো বিষয়বিজ্ঞানয়োরাপতত্তি। ন হ্যনয়োরেকস্যানুপলম্ভেঽন্যস্যোপলম্ভোঽস্তি। ন চৈতৎ স্বভাববিবেকে যুক্তং প্রতিবন্ধকারণাভাবাৎ। তস্মাদপ্যর্থাভাবঃ। স্বপ্নাদিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি এবং জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তীত্যবগম্যতে। প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ। কথং পুনরসতি বাহ্যেঽর্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যমুপপদ্যেত। বাসনাবৈচিত্র্যাদিত্যাহ। অনাদৌ হি সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চান্যোন্যনিমিত্তনৈমিত্তকভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিষিধ্যতে।

বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অথচ তদাকার জ্ঞান হয়। কি নিমিত্ত হয়? না, জ্ঞানই পূর্ব্বক্ষণে বাহ্যবস্ত্বাকার হইয়া দ্বিতীয়ক্ষণে তাহার গ্রাহকাকার ধারণ করে। বাহিরে কিছুই নাই, অথচ অন্তঃস্থজ্ঞান জ্ঞান-জ্ঞেয় উভয়াকার ধারণকরে। ইহার উদাহরণ স্বপ্নাদি। স্বপ্নদর্শন, ইন্দ্রজাল দর্শন, মরুমরীচিকায় জলদর্শন, আকাশে গন্ধর্ব্বনগর দর্শন, বাহিরে সেই সেই বস্তু না থাকিলেও এই সকল যেমন অন্তরে গ্রাহ্য এবং গ্রাহকাকারে প্রকাশ পায়, জাগ্রদবস্থার স্তম্ভাদি জ্ঞানও এইরূপ। হইা জ্ঞানসাধর্ম্ম্য দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে। যদি প্রশ্নকর যে, বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তরে কিরূপে বিচিত্রজ্ঞানের উদয় হইতে পারে? তাহার উত্তর এই, বিচিত্র বাসনাপ্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি, এতদন্তঃপাতী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসংস্কার পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য্য। তদনুবলে জ্ঞানবৈচিত্র্য অবারনীয়। আরও সূক্ষ্ম বিবেচনা দ্বারা দেখা যায় যে, অন্বয় ব্যতিরেক এই দুই প্রকারের যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাসনাই জ্ঞানবৈচিত্র্যের জনক। স্বপ্নমায়াদি স্থলে যে বিনা বস্তুতে সেই সেই জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহার মূলকারণ বাসনাই। ইহা আমরা স্বীকার করিয়াছি। তোমাকেও অবশ্যই বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বাসনা ব্যতিরেকে বাহ্যবস্তু হইতে বিচিত্রজ্ঞান জন্মে, ইহা আমরা স্বীকার করিনা। স্বীকার না করিলেও বাসনা মানি। প্রদর্শিত যুক্তি এবং অন্যান্য যুক্তি দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে,

অপি চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিত্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিত্যবগম্যতে। স্বপ্নাদিষ্বন্তরেণাপ্যর্থং বাসনানিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্যোভাভ্যামপ্যাবাভ্যামভ্যুপগম্যমানত্বাদন্তরেণ তু বাসনামর্থনিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য মযানভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। তস্মাদপ্যভাবো বাহ্যস্যার্থস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।—নাভাব উপলব্ধেরিতি। ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ। উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চোপলভ্যমানস্যৈবাভাবো ভবিতুমর্হতি। যথা হি কশ্চিদ্ভুঞ্জানো ভুজিসাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়মনুভূয়মানায়ামেবং ব্রূয়াৎ নাহং ভুঞ্জে ন বা তৃপ্যামীতি, তদ্বদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্যমর্থং নাহমুপলভে ন চ সোঽস্তীতি ব্রুবন্ কথমুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।

বহির্ব্বস্তুর অভাবটা সত্যই। বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে আছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনার্থ "নাভাব উপলব্ধেঃ" এই ২৮শ সূত্র বলা হইল। সূত্রার্থ এই :—যেহেতু উপলব্ধি হয়, সেইহেতু বহির্ব্বস্তুর অভাব অবধারণ করিতে পারা যায় না। প্রত্যেক জ্ঞানেই বহির্ব্বস্তুর অভাব অনুভূত হয়। এই স্তম্ভ, এই কুড্য, এই ঘট, এই পট, ইত্যাদি। যাহার উপলব্ধি হইতেছে তাহার নাস্তিত্ব স্বীকার করা এবং প্রত্যক্ষের অপলাপ করা একই কথা। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি ভোজনে উদর ভূধর করিয়া আমি খাই-নাই, আমি পরিতৃপ্তও হইনাই; ইত্যাদি মিথ্যাবাক্য বলা যদ্রূপ, ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্ব্বস্তুর সন্নিকর্ষ হওয়ার পর স্বয়ং অব্যবধানে বাহ্য বস্তুর অনুভব করিয়া আমি বহিঃপদার্থ বুঝিনা, দেখিনা, বাহিরে কিছুই নাই, এইরূপ মিথ্যা বলাও তদ্রূপ। বাহিরে অমুক আছে, এইরূপ অনুভব করিয়াও যিনি বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, তাঁহাকে কেন মিথ্যাবাদী বলা যাইবে না? যদি বল কিছু অনুভব করিনা, এই প্রকার কথা আমরা বলিনাই। অনুভব করি সত্য, কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু বহির্দ্রব্য অনুভব করিনা, যাহা যাহা অনুভব করি সমস্তই জ্ঞান। মানিয়া লইলাম, তোমার কথার অভিপ্রায় এই রূপই। কেননা তোমার মুখের নিমিত্ত কোনও অঙ্কুশ প্রস্তুত নাই। অঙ্কুশ থাকিলে এই প্রকার বলিতে পারিতেনা। ফলকথা, যাহা কিছু বলিতেছ সমস্তই অযৌক্তিক, কিছুই যুক্তিযুক্ত নহে। তুমি যে উপলব্ধি ব্যতিরেকের কথা বলিলে

নমু নাহমেবং ব্রবীমি ন কশ্চিদর্থমুপলভ ইতি, কিন্তুপলব্ধিব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি। বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য ন তু যুক্ত্যপেতং ব্রবীষি। যত উপলব্ধিব্যতিরেকোঽপি বলাদর্থস্যাভ্যুপগন্তব্য উপলব্ধেরেব। ন হি কশ্চিদুপলব্ধিমেব স্তম্ভঃ কুড্যঞ্চেত্যুপলভতে। উপলব্ধিবিষয়ত্বেনৈব তু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে। অতশ্চৈবমেব সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যমর্থমেবমাচক্ষতে যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্বহির্ব্বদবভাসত ইতি। তেঽপি হি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধাং বহিরবভাসাং সম্বিদং প্রতিলভমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যমর্থং বহির্ব্বদিতি বৎকারং কুর্ব্বন্তি। ইতরথা হি কস্মাদ্বহির্ব্বদিতি ব্রূয়ুঃ। ন হি বিষ্ণুমিত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদবভাসত ইতি কশ্চিদাচক্ষীত। তস্মাদ্ যথা-

---

সেই কথাতেই উপলব্ধব্য স্বীকৃত হইয়াছে। একবার বিবেচনা করিয়া দেখদেখি, কেহকি কখনও জ্ঞানকে এইটী স্তম্ভ, এইটী কুড্য এইরূপে অনুভব করে না! প্রত্যুত সকলেই এই সমস্তকে জ্ঞানের বিষয়রূপ অনুভব করে। তোমরা যে প্রকার বলিতেছ তাহাতেও লোকসমূহ বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে। বহির্ব্বস্তুর প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছ। তোমরা বলিয়া থাকে যে, জ্ঞেয়রূপ পদার্থরাশি অন্তর্ব্বর্ত্তী। তাহা অন্তরেই নিহিত আছে। অন্তরে থাকিলে ও তাহা বহিঃস্থের ন্যায় অবভাসিত হইয়া থাকে। সর্ব্ব বিদিত বহিঃ প্রকাশমান পদার্থরাশিকে জ্ঞানমাত্র বলিবার জন্যও এবং বাহ্যবস্তু অপলাপের জন্য তোমরা বহির্ব্বৎ বহিঃস্থের ন্যায় ইত্যাদি বাগ্বিন্যাস করিয়া স্বপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া থাক। তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি সেইসমস্ত পদার্থ আদৌ বাহিরে নাই থাকে; তাহা হইলে কিরূপে বহির্ব্বৎ ও বহিঃস্থের ন্যায় বল? কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কি এইরূপ বলেন যে, বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং অনুভবানুযায়ী বস্তু স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার্য্য যে, পদার্থ বাহিরেই প্রকাশ পায় বহিঃস্থের মত প্রকাশ পায়না। যদি বল, বাহিরে অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না বলিয়াই বহিঃস্থের ন্যায় বলিতে পারি, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। সম্ভব এবং অসম্ভব উভয়ই প্রমাণসাপেক্ষ। তাই বলিয়া প্রমাণকে সম্ভবাসম্ভবমূলক বলা যাইতে পারে না। যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ

সুভবং তথমভ্যুপগচ্ছদ্ভির্ব্বহির্বেবাবভাসত ইতি যুক্তমভ্যুপগন্তুং ন তু বহির্ব্বদবভাসত ইতি। নহু বাহ্যস্যার্থস্যাসম্ভবাদ্বহির্ব্বদবভাসত ইত্যধ্যবসিতম্। নায়ং সাধুরধ্যবসায়ো যতঃ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবাববধার্য্যেতে ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্ব্বকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী। যদ্ধি প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমেনাপি প্রমাণেনোপলভ্যতে তৎ সম্ভবতি। যত্ন কেনচিদপি প্রমাণেনোপলভ্যতে তন্ন সম্ভবতি। ইহ তু যথাস্বং সর্ব্বৈরেব প্রমাণৈর্বাহ্যোঽর্থ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদিবিকল্পৈর্ন সম্ভবতীত্যুচ্যেতোপলব্ধেরেব। ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাদ্বিষয়নাশো ভবতি। অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানুপপত্তেঃ। বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য। অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োরুপায়োপেয়ভাবহেতুকো নাভেদ-

---

দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, তাহাই সম্ভব; যাহা কোনও প্রমাণে পাওয়া যায় না তাহাই অসম্ভব। বিবাদ স্থলে তদ্রূপ অসম্ভব স্থান পাইতে পারেনা। যেহেতু সমুদয় প্রমাণেই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। যদি তাহাই হইল তবে কি প্রকারে বলিতে পার যে, উপলব্ধির ব্যতিরেক এবং উপলব্ধির অব্যতিরেক এই দুই বিকল্পের দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়? জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপ। জ্ঞানের যে আকার বিষয়ের ও সেই আকার। এতন্নিদর্শনে বিষয়ের অভাব অর্থাৎ বিষয় না থাকা নিশ্চিত হয় না। যেহেতু বিষয় না থাকিলে বিষয়ের সারূপ্যও থাকেনা। অতএব বিষয় আছে, ইহা মান এবং তাহার অস্তিত্ব বাহিরে ইহা স্বীকার কর। জ্ঞানকে কেহ কখনও পৃথক্‌রূপে দেখেন নাই। জ্ঞেয়কেও পৃথক রূপে কেহ দেখেন নাই। সকলেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয় দেখিয়া থাকেন। জ্ঞান জ্ঞেয়ের এই যে সহোপলব্ধি নিয়ম, ইহা অভেদমূলক নহে, এই নিয়ম উপায়োপেয়মূলক। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান ইত্যাদি স্থলে বিশেষনীভূত ঘটপটাদির বিভিন্নতা, বিশেষ্যভূত জ্ঞানের ভিন্নতা নহে। যেমন শুক্ল বৃষ, কৃষ্ণবৃষ, ইত্যাদি উল্লেখে শুক্ল কৃষ্ণই ভিন্ন হয়, বৃষ ভিন্ন হয় না। ইহাও সেইরূপ। দুএর দ্বারাও একের ভেদ সিদ্ধি হয়। একের দ্বারাও দুএর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে বলিতে হইবে, বস্তু ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান এক নহে, ইহা পরস্পর বিভিন্ন। ঘটদর্শন ও ঘটস্মরণ প্রভৃতি স্থলেও বিশেষ্যভূত দর্শনের এবং স্মরণের প্রভেদ আছে। বিশেষণ-

হেতুক ইত্যবগন্তব্যম্। অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি বিশেষণয়োরেব ঘটপটয়োর্ভেদো ন বিশেষ্যস্য জ্ঞানস্য। যথা শুক্লো গৌঃ কৃষ্ণো গৌরিতি শৌক্ল্য-কার্ষ্ণ্যয়োরেব ভেদো ন গোত্বস্য। দ্বাভ্যাঞ্চ ভেদ একস্য সিদ্ধো ভবতি। একস্মাচ্চ দ্বয়োঃ। তস্মাদর্থজ্ঞানয়োর্ভেদঃ। তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণমিত্যত্রাপি প্রতিপত্তব্যম্। অত্রাপি হি বিশেষ্যয়োরেব দর্শনস্মরণয়োর্ভেদো ন বিশেষণস্য ঘটস্য। যথা ক্ষীরগন্ধঃ ক্ষীররস ইতি বিশেষ্যয়োরেব গন্ধরসয়োর্ভেদো ন বিশেষণস্য তদ্বৎ। অপি চ দ্বয়োর্জ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ স্বসম্বেদনেনৈবোপক্ষীণয়োরিতরেতর-গ্রাহ্যগ্রাহকত্বানুপপত্তিঃ। ততশ্চ বিজ্ঞানভেদপ্রতিজ্ঞা ক্ষণিকত্বাদিধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা স্বলক্ষণসামান্যলক্ষণবাস্যবাসকত্বাবিদ্যোপপ্লবসদসদ্ধর্ম্মবন্ধমোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞাশ্চ স্বশাস্ত্র-

---

ভূত ঘটের প্রভেদ নাই। দুগ্ধগন্ধ এবং দুগ্ধরস ইত্যাদি স্থলেও বিশেষ্যভূত গন্ধের ও রসের পার্থক্য আছে। বিশেষণীভূত দুগ্ধের পার্থক্য নাই। বৌদ্ধমতে অপর একটী দোষ এই যে, পূর্ব্বাপর কালবর্ত্তী বিজ্ঞানদ্বয় পরস্পর গ্রাহ্য গ্রাহক নহে। তাহার কারণ এই, পূর্ব্ববিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়াই বিনষ্ট হয়। আবার পরভাবী বিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হয়, ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া কাহারও সহিত কাহারও দেখা হয় না। বিজ্ঞান যদি স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধশাস্ত্রীয়বিজ্ঞানের ভিন্নতা, বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব, স্বলক্ষণসামান্য, বাস্যবাসকত্ব, অবিদ্যোপপ্লব, সদসদ্ধর্ম্ম, বন্ধমোক্ষ, এইসমস্ত প্রতিজ্ঞার সত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারি যে, বৌদ্ধমহাশয় "বিজ্ঞান" "বিজ্ঞান" ইহা স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু স্তম্ভ, কুড্য এই সকলকে বহির্ব্বর্ত্তী ও সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। কেন করেন না তাহা বৌদ্ধের প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। যদি বলেন, বিজ্ঞানই অনুভবগোচরে আইসে, সেই হেতু বিজ্ঞানই স্বীকার করি। তাহা হইলে আমরাও বলিতে পারি, যেহেতু বহির্ব্বস্তু অনুভূত হয়, সেই হেতু বহির্ব্বস্তুও স্বীকার করা উচিত। বৌদ্ধ হয়ত বলিবেন, বিজ্ঞান প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ, তাহা স্বয়ং অনুভূত হয়। কিন্তু বহির্ব্বস্তু স্বয়ং অনুভূত হয় না, তাহা বিজ্ঞানের সঙ্গেই অনুভূত হয়। সেই জন্যই বিজ্ঞান স্বীকার করি, কিন্তু বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি না। বৌদ্ধের এই উক্তি ও অত্যন্ত দুরুক্তি। অগ্নি আপনাকেই দগ্ধ করে ইহা যেরূপ,

গতাস্তেহীয়েরন্। কিঞ্চাগ্নবিজ্ঞানং বিজ্ঞানমিত্যপ্যভ্যুপগচ্ছতা বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যমিত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কস্মান্নাভ্যুপগম্যত ইতি বক্তব্যম্। বিজ্ঞানমনুভূয়ত ইতি চেৎ, বাহ্যোঽপ্যর্থোঽনুভূয়ত এবেতি যুক্তমভ্যুপগন্তুম্। অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপবৎ স্বয়মেবানুভূয়তে ন তথা ব্যাহ্যোঽপ্যর্থ ইতি চেৎ, অত্যন্তবিরুদ্ধাং স্বাত্মনি ক্রিয়ামভ্যুপগচ্ছসি, অগ্নিরাত্মানং দহতীতিবৎ। অবিরুদ্ধন্তু লোকপ্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানেন বাহ্যোঽর্থোঽনুভূয়ত ইতি নেচ্ছন্তহো পাণ্ডিত্যং মহদ্দর্শিতম্। ন চার্থব্যতিরিক্তমপি বিজ্ঞানং স্বয়মেবানুভূয়তে স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাদেব। নমু বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে তদপ্যন্যেন গ্রাহ্যং তদপ্যন্যেনেত্যনবস্থা প্রাপ্নোতি। অপি চ প্রদীপবদভাসাত্মকত্বাৎ জ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরং কল্পয়তঃ সমত্বাদবভাস্যাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ কল্পনানর্থক্যমিতি। তদুভয়মপ্যসৎ

বিজ্ঞান আপনা হইতেই অনুভূত হয় ইহাও সেইরূপ। বিজ্ঞানদ্বারা বহির্বস্তু জ্ঞেয়, এই অবিরুদ্ধ সর্ব্বসংবাদিতত্ত্ব অস্বীকার করিয়া বৌদ্ধ আপনার অসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বস্তু ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান অনুভবগম্য হইবার সম্ভাবনা কি ? আপনাতেই আপনার ক্রিয়া, আপনিই আপনার ফল, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ। বৌদ্ধ যদি এমন আশঙ্কা করেন যে, বিজ্ঞান অন্যের গ্রাহ্য হইলে সে অন্যও অন্যের গ্রাহ্য হইবে, এইপ্রকারে ক্রমে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। বিশেষত দীপনিভ প্রকাশক জ্ঞানের, প্রকাশের জন্য, জ্ঞানান্তর থাকা কল্পনা করিতে গেলে প্রকাশ্য প্রকাশকভাব অনুপপন্ন হইবে, সুতরাং কল্পনাও বিফল হইল। বৌদ্ধের এই শঙ্কাদ্বয়ও নিরর্থক। কেননা, বিজ্ঞান জ্ঞানে বিজ্ঞানসাক্ষী। জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবার কোনও কারণ নাই। সুতরাং তদ্বিজ্ঞানে অনবস্থা শঙ্কাও হইতে পারে না। সাক্ষী ও জন্যজ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। জন্য জ্ঞানের স্বভাব ও সাক্ষী চৈতন্যের স্বভাব একরূপ নয়। তাহা অনেক বিভিন্ন। সাক্ষী স্বয়ং প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহার অস্তিত্ব বিলোপের কোনও আশঙ্কা নাই। জ্ঞানের জন্ম ও মৃত্যু একমাত্র সাক্ষীই জানে, সাক্ষী নিজের অস্তিত্বে ও প্রকাশে অন্যনিরপেক্ষ, এইজন্য সাক্ষী ও জন্যজ্ঞান সমান নহে। সুতরাং অনবস্থা দোষও স্থান পাইল না। অধিক

বিজ্ঞানগ্রহণমাত্র এব বিজ্ঞানসাক্ষিগ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাদনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ, সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাদুপলব্ধৃপলভ্যভাবোপপত্তেঃ স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণোঽপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ। কিঞ্চান্যৎ প্রদীপবদ্বিজ্ঞানমবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথত ইতি ব্রুবতাঽপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানমনবগন্তৃকমিত্যুক্তং স্যাৎ শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপসহস্রপ্রথনবৎ। বাঢ়মেবমনুভবরূপত্বাত্তু বিজ্ঞানস্যেষ্টো নঃ পক্ষস্ত্বয়ানুজ্ঞাত ইতি চেৎ, ন অন্যস্যাবগন্তুশ্চক্ষুরাদিসাধনস্য প্রদীপাদিপ্রথনদর্শনাৎ। অতো বিজ্ঞানস্যাপ্যবভাস্যত্বাবিশেষাৎ সত্যেবান্যস্মিন্নবগন্তরি প্রথনং প্রদীপবদবগম্যতে। সাক্ষিণোঽবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতামুপক্ষিপতা স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানমিত্যেষ এব মম পক্ষস্ত্বয়া বাচোযুক্ত্যন্তরেণাশ্রিত ইতি চেৎ, ন, বিজ্ঞানস্যোৎপত্তিপ্রধ্বংসানেকত্বাদিবিশেষবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। অতঃ প্রদীপবদ্বিজ্ঞানস্যাপি ব্যতিরিক্তাবগম্যত্বমস্মাভিঃ প্রসাধিতম্॥ ২৮॥

আর কি বলিব, প্রদীপের ন্যায় প্রকাশকান্তরনিরপেক্ষ প্রকাশক বিজ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশ পায়, এই কথা বলাতে, বিজ্ঞানকে প্রমাণশূন্য ও সাক্ষীবর্জ্জিত বলা হইতেছে। এই বাক্যের তুলনা, প্রস্তরমধ্যে সহস্রদীপ জ্বলিতেছে, ইহার সহিত সমান করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ যদি বৈদান্তিকের সমাসনে সুখোপবিষ্ট হইবার প্রত্যাশায় বলেন যে, বেদান্তীও বিজ্ঞানকে অনুভবরূপী বলেন। তাহা হইলে আমাদের অভিপ্রায়ও বৈদান্তিকের অভিপ্রায় একই। বাস্তবিক তাহা নহে; যেহেতু এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহার জানিবার উপকরণ, সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মার সম্পর্কেই প্রদীপাদির প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে; প্রদীপদ্বারা প্রদীপ দেখিতে হয় না সত্য, কিন্তু প্রদীপও আত্মচৈতন্যের প্রকাশ্য। অতএব বিজ্ঞানও প্রদীপাদির ন্যায় অন্য এক অসাধারণ বস্তুর প্রকাশ্য। ইহা প্রদীপদৃষ্টান্তে সামান্য লোকও বুঝিতে পারে। বৌদ্ধ যদি বলেন, বৈদান্তিক ভঙ্গীক্রমে বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিয়াছেন, ফলতঃ তাহাও মিথ্যা। যেহেতু বৌদ্ধ বিজ্ঞানের জন্মমৃত্যুও নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বৈদান্তিক সর্ব্বজ্ঞাতা সাক্ষীর উৎপত্ত্যাদি স্বীকার করেন নাই। এইজন্য বিজ্ঞানকে প্রদীপাদির ন্যায় সাক্ষিবেদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি॥ ২৮॥

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

যদুক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদি-প্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন ভবেয়ুঃ প্রত্যয়ত্বাবিশেষাদিতি, তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তি। কস্মাৎ। বৈধর্ম্ম্যাৎ। বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ। কিং পুনর্ব্বৈধর্ম্ম্যম্। বাধাবাধাবিতি ব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্য মিথ্যাময়োপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি। ন হ্যস্তি মহাজনসমাগমোনিদ্রাগ্লানন্তু মে মনোবভূব তেনৈষা ভ্রান্তিরুদ্বভূবেতি। এবং মায়াদিষ্বপি ভবতি যথাযথং বাধঃ। ন চৈবং জাগ-রিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে, অপি চ স্মৃতিরেব যৎ স্বপ্নদর্শনং, উপলব্ধিস্তু জাগরিতদর্শনম্। স্মৃত্যুপলব্ধ্যোশ্চ প্রত্যক্ষমন্তরং স্বয়মনু-ভূয়তে।—অর্থবিপ্রয়োগসম্প্রয়োগাত্মকমিষ্টং পুত্রং স্মরামি, নোপলভে, উপলব্ধু-

---

বাহ্যবস্তুবিলোপকারী বৌদ্ধ মহাশয়ের আর একটী অপসিদ্ধান্ত এই যে, জাগ্রৎবিজ্ঞান স্বপ্নবিজ্ঞানের ন্যায় বাহ্য বস্তুর আশ্রয় ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয়। তাঁহার এই উক্তি যে নিতান্ত অসার, তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা জাগ্রৎজ্ঞানও স্বপ্নজ্ঞান সমান নহে। বৈধর্ম্ম্যই সমান না হইবার হেতু। স্বপ্নের ধর্ম্ম বা স্বভাব যাদৃশ, জাগ্রতের ধর্ম্ম বা স্বভাব তাদৃশ নহে। স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ বাধজ্ঞানসাপেক্ষ ; কিন্তু জাগ্রৎ দৃষ্ট সেইরূপ নহে , তাহা অবাধিত। স্বপ্নেও জাগ্রতে বাধ ও অবাধ এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সুপ্তোত্থিত পুরুষ প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করেন, আমি মিথ্যা জনসমাগম উপলব্ধি করিয়াছি। সত্য হইলে নিশ্চয়ই জন সমাগম দেখিতে পাইতাম। আমার মন নিদ্রাগ্লান হইয়াছিল সেইজন্যই আমার এইরূপ ভ্রান্তি জ্ঞান হইয়াছিল। মায়া প্রভৃতিতেও স্বপ্নবৎ যথাযোগ্য বাধজ্ঞান আছে। স্বপ্নদৃষ্ট স্তম্ভাদি পদার্থ তত্তৎ-কালে বাধিত থাকে না বা পাওয়া যায় না। জাগ্রৎ দৃষ্ট স্তম্ভাদি তদ্বৎ বাধিত নহে। তাহা কোনও কালে নাস্তিত্বের বিষয় হয় না। স্বপ্নদর্শন কি, না এক প্রকার স্মৃতি। কিন্তু জাগ্রৎজ্ঞান উপলব্ধি। উপলব্ধি ও স্মৃতি যে অভিন্ন নহে, তাহা তোমরাও অনুভব করিয়া থাক। উপলব্ধি সম্প্রয়োগাত্মক। স্মরণ

মিচ্ছামি, ইতি। তত্রৈবং সতি ন শক্যতে বক্তুং মিথ্যা জাগরিতোপলব্ধিরুপলব্ধিত্বাৎ স্বপ্নোপলব্ধিবদিত্যুভয়োরন্তরং স্বয়মনুভবতা। ন চ স্বানুভবাপলাপঃ প্রাজ্ঞমানিভির্যুক্তঃ কর্ত্তুম্। অপিচানুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ জাগরিতপ্রত্যয়ানাং স্বতো নিরালম্বনতাং বক্তুমশক্নুবতা স্বপ্নপ্রত্যয়সাধর্ম্ম্যাদ্বক্তুমিষ্যতে। ন চ যো যস্য স্বতো ধর্ম্মো ন সম্ভবতি সোঽন্যস্য সাধর্ম্ম্যাত্তস্য সম্ভবিষ্যতি। ন হ্যগ্নিরুষ্ণোঽনুভূয়মান উদকসাধর্ম্ম্যাচ্ছীতো ভবিষ্যতি। দর্শিতন্তু বৈধর্ম্ম্যং স্বপ্নজাগরিতয়োঃ ॥ ২৯ ॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

যদপ্যুক্তং বিনাপ্যর্থেন জ্ঞানবৈচিত্র্যং বাসনাবৈচিত্র্যাদেবাবকল্প্যত ইতি তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। ন ভাবো বাসনানামুপপদ্যতে ত্বৎপক্ষেঽনুপলব্ধের্ব্বাহ্যানামর্থানাম্। অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা হি প্রত্যর্থং নানারূপা বাসনা ভবন্তি।

বিপ্রয়োগাত্মক। এই ভেদ, পুত্রকে স্মরণ করিতেছি, পুত্রকে দেখিতে পাইতেছিনা, ইত্যাদিপ্রকারে অনুভূত হইয়া থাকে। জাগ্রতের ও স্বপ্নের এইরূপ প্রভেদ স্বয়ং অনুভব করিয়া, এই উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি সমস্তই সমান। সুতরাং জাগ্রদুপলব্ধিও স্বপ্নোপলব্ধির ন্যায় মিথ্যা। এইরূপ বলা কি সঙ্গত? যাঁহারা বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের আপনার অনুভব গোপন করা কি উচিত? বুদ্ধিমান্ বৌদ্ধ অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া জাগ্রৎ জ্ঞানকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিরাবলম্বন বলিতে না পারিয়া, স্বপ্ন দেখিয়া, জাগ্রৎ জ্ঞানকে নিরবলম্বন বলিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহা যাহার নিজধর্ম্ম নহে, কদাচ তাহা অন্যের ধর্ম্মে সিদ্ধ হইতে পারে না। অনুভূয়মান অগ্নি কি কখনও স্বধর্ম্ম উষ্ণতা পরিত্যাগ করিয়া জলবৎ শীতল হইতে পারে? স্বপ্নও জাগ্রতের ধর্ম্ম যে পরস্পর বিরুদ্ধ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

বাহ্যবস্তু না থাকিলেও বিচিত্র বাসনা দ্বারা বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে, ইহা বৌদ্ধ মহাশয়ের আর একটী ভ্রমসিদ্ধান্ত; যেহেতু বাসনার অস্তিত্বই সম্ভব হয় না, যেহেতু বৌদ্ধদর্শনে বাহ্যবস্তুর উপলব্ধির অভাব অভিহিত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, পদার্থ জ্ঞান না হইলে তন্নিমিত্ত বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে

অনুপলভ্যমানেষু স্বর্থেষু কিন্নিমিত্তা বিচিত্রা বাসনা ভবেয়ুঃ। অনাদিত্বেঽপ্যন্ধপরম্পরান্যায়েনাপ্রতিষ্ঠৈবানবস্থা ব্যবহারবিলোপিনী স্যান্নাভিপ্রায়সিদ্ধিঃ। যাবপ্যন্বয়ব্যতিরেকাবর্থাপলাপিনোপন্যস্তৌ বাসনানিমিত্তমেবেদং জ্ঞানজাতং নার্থনিমিত্তমিতি তাবপ্যেবং সতি প্রত্যুক্তৌ দ্রষ্টব্যৌ। বিনার্থোপলব্ধ্যা বাসনানুৎপত্তেঃ। অপি চ বিনাপি বাসনাভিরর্থোপলব্ধ্যুপগমাৎ বিনা ত্বর্থোপলব্ধ্যা বাসনোৎপত্ত্যনভ্যুপগমাৎ অর্থসদ্ভাবমেবান্বয়ব্যতিরেকাবপি প্রতিষ্ঠাপয়তঃ। অপি চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষাঃ। সংস্কারাশ্চ নাশ্রয়মন্তরেণাকল্প্যন্তে। এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। ন চ তব বাসনাশ্রয়ঃ কশ্চিদস্তি, প্রমাণতোঽনুপলব্ধেঃ॥ ৩০॥

ক্ষণিকত্বাচ্চ॥ ৩১॥

যদপ্যালয়বিজ্ঞানং নাম বাসনাশ্রয়ত্বেন পরিকল্পিতং তদপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাদানবস্থিতরূপং সৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানবন্ন বাসনানামধিকরণং ভবিতুমর্হতি। ন

পারে না। বিচিত্র জ্ঞান পদার্থজ্ঞানসাপেক্ষ। যদি পদার্থজ্ঞানই না হইল, তাহা হইলে কাহাকে উপলক্ষ্য পূর্ব্বক বাসনা জন্মিবে। বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা হইতে পর পর জ্ঞানভেদ জন্মে। এইরূপ বলিতে গেলে, অমূলক অনবস্থাদোষ ও ব্যবহার বিলোপের আপত্তি উত্থাপিত হইবে। বাহ্যবস্তু নাস্তিক বৌদ্ধ যে অন্বয় ব্যতিরেক দেখাইয়াছেন, তাহা বিনা পদার্থজ্ঞানে পদার্থ সংস্কার হয় না, এই যুক্তিতেই খণ্ডিত হইয়াছে। তজ্জন্য পৃথক্ যুক্তি অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন। এই সকল বৌদ্ধ ব্যাখ্যার সারার্থ এই যে, বাসনা ব্যতিরেকে আকস্মিক পদার্থজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। পদার্থদর্শন ব্যতীতও পদার্থদর্শনসংস্কার মানিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলেও অন্বয়ব্যতিরেক নামক যুক্তি পদার্থ থাকা সিদ্ধ হইল। বাসনা কি, না, একপ্রকার সংস্কার। সংস্কার নিরাশ্রয় হয় না, ইহা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় লুক্কায়িত, তাহা খুজিয়া পাই না॥ ৩০॥

বৌদ্ধ বলেন যে, বাসনার আশ্রয় আলয় বিজ্ঞান। কিন্তু আলয় বিজ্ঞানও ক্ষণিক। যাহার স্বরূপ ক্ষণবিধ্বংসী, তাহা বাসনার আধার কি প্রকারে হইবে? পূর্ব্ব, মধ্য, পর, অথবা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালের সহিত

হি কালত্রয়সম্বন্ধিনোকস্মিন্নম্বয়িন্যসতি কূটস্থে বা সর্ব্বার্থদর্শিনি দেশকালনিমিত্তা-পেক্ষবাসনাধীনস্মৃতিপ্রতিসন্ধানাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। স্থিররূপত্বে ত্বালয়বিজ্ঞানস্য সিদ্ধান্তহানিঃ। অপি চ বিজ্ঞানবাদেঽপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমস্য সমানত্বাদ্ যানি বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্বনিবন্ধনানি দূষণান্যুদ্ভাবিতানি—উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাদিত্যেবমাদীনি, তানীহাপ্যনুসন্ধাতব্যানি। এবমেতৌ দ্বাবপি বৈনাশিকপক্ষৌ নিরাকৃতৌ—বাহ্যার্থবাদিপক্ষো বিজ্ঞানবাদিপক্ষশ্চ। শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণ-বিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে। ন হ্যয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকস্য ব্যবহারোঽন্যত্তত্ত্বমনধিগম্য শক্যতেঽপহ্নোতুং, অপবাদাভাবে উৎসর্গ-প্রসিদ্ধেঃ॥ ৩১॥

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

কিং বহুনোক্তেন, সর্ব্বপ্রকারেণ যথাযথময়ং বৈনাশিকসময় উপপত্তিমত্ত্বায়

সম্বদ্ধ আছে। এতত্রয় কালে বিদ্যমান থাকে। অথবা ধ্বংসাদি পরিহীন কোনও সাক্ষী পদার্থ থাকে। তাহা হইলেই বাসনার আশ্রয় হইল। যদি বল, বাসনার আধার নাই, তাহাহইলে, দেশকালাদি ঘটিত বাসনা, স্মৃতি, প্রতিসন্ধানাদি এই সকল অসম্ভব হইয়া পড়ে। অহং জ্ঞানকে স্থির বলিতে গেলে বুদ্ধিমান্ বৌদ্ধের ক্ষণিকবাদ সিদ্ধান্ত রক্ষা করিবে কে? অধিকন্তু বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকত্ব স্বীকারের সমতা আছে। ক্ষণিকত্ব স্বীকারের সমানতা থাকায়, তদ্ঘটিত দোষরাজি যেসকল দোষ "উত্তরোৎপাদেচ পূর্ব্বনিরোধাদিতি" সূত্রে এবং তাহার ভাষ্যে দেখান হইয়াছে, সেই সমস্ত দোষও এখানে অপরিহার্য্য হইবে। বাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধের ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরমত নিরাস করা হইল। শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত সর্ব্বতন্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং তন্নিবারণার্থ চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। পরিদৃশ্যমান নানাপ্রমাণপ্রমিত লোকব্যবহার বিনাশকারী কোনও নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব না পাইলে অথবা দেখা না গেলে ইহার উচ্ছেদ সাধনে কেহই সমর্থ নহেন। অনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা সাধারণ ব্যবস্থার বিনাশক হইতে পারে না॥ ৩১॥

অধিক আর কি বলিব, যে কোনও প্রকারেই বৌদ্ধমত পরীক্ষা করা হউক না কেন, সর্ব্বপ্রকারেই বৌদ্ধমত বালুকাময়কূপবৎ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বৌদ্ধমত

পরীক্ষ্যতে তথা তথা সিকতাকূপবদ্বিদীর্য্যত এব ন কাঞ্চিদপ্যত্রোপপত্তিং পশ্যামঃ, অতশ্চানুপপন্নো বৈনাশিকতন্ত্রব্যবহারঃ। অপি চ বাহ্যার্থবিজ্ঞানশূন্যবাদত্রয়মিতরেতরবিরুদ্ধমুপদিশতা সুগতেন স্পষ্টিকৃতমাত্মনোঽসম্বন্ধপ্রলাপিত্বং, প্রদ্বেষো বা প্রজাসু বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা বিমুহ্যেয়ুরিমাঃ প্রজা ইতি, সর্ব্বথাপ্যনাদরণীয়োঽয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কামৈরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩২ ॥

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

নিরস্তঃ সুগতসময়ঃ। বিবসনসময় ইদানীং নিরস্যতে। সপ্ত চৈষাং পদার্থাঃ সম্মতাঃ—জীবাজীবাস্রবসম্বরনির্জ্জরবন্ধমোক্ষা নাম। সঙ্ক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ জীবাজীবাখ্যৌ যথাযোগং তয়োরেবেতরান্তর্ভাবাদিতি মন্যন্তে। তয়োরিমমপরং প্রপঞ্চমাচক্ষতে। পঞ্চাস্তিকায়া নাম জীবাস্তিকায়ঃ, পুদ্গলাস্তিকায়ঃ, ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ,

---

সমর্থন করা যাইতে পারে এমন কোনও যুক্তিই খুজিয়া পাই না। সুতরাং বলিতে বাধ্য যে, বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রব্যবহার সর্ব্বপ্রকারেই যুক্তিবহির্ভূত। সুগতস্বয়ং পরস্পর বিরুদ্ধ বাহ্যবস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ, এবং সর্ব্বশূন্যবাদ উপদেশ করিয়া নিজের অসম্বদ্ধ প্রলাপিতা দোষ সর্ব্বজন সমক্ষে সুব্যক্ত করিয়াছেন; অথবা সুগতনন্দন প্রজাবিদ্বেষী ছিলেন, প্রজাগণকে বিরুদ্ধার্থ গ্রহণ করানই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। যাহা হউক, আত্মকল্যাণকামী মনস্বীপুরুষ কখন অসার বৌদ্ধমত গ্রহণ করিবেন না ॥ ৩২ ॥

মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত নিরাস করা হইল। এখন বিবসনমত খণ্ডন করা হইতেছে। ইঁহাদের মতে জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, ও মোক্ষ এই সাতটী পদার্থ। জৈনেরা সংক্ষেপতঃ জীব ও অজীব এই দুই পদার্থই মানেন। অপরাপর পদার্থ এই দুই পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট। জীব ও অজীব এই দুই এর অপর বিস্তার পাঁচ প্রকার। এবং তাহা অস্তিকায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা, জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায় এই পঞ্চ প্রকার। এই সকলের আবার অনেক প্রকার অবান্তর প্রভেদ তাহাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে এবং প্রত্যেক পদার্থে তাহারা সপ্তভঙ্গীনয়-নামক যুক্তি যোজনা করিয়া থাকে। সপ্তভঙ্গীনয়ের আকার এই প্রকার।

অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ,আকাশাস্তিকায়শ্চেতি। সর্ব্বেষামপ্যেষামবান্তরপ্রভেদান্ বহুবিধান্ স্বসময়পরিকল্পিতান্ বর্ণয়ন্তি। সর্ব্বত্র চেমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়মবতারয়ন্তি।—স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তি চ নাস্তি চ স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ স্যাদস্তি নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি। এবমেবৈকত্বনিত্যত্বাদিষ্বপীমং সপ্তভঙ্গীনয়ং যোজয়ন্তি। অত্রাচক্ষ্মহে—নায়মভ্যুপগমো যুক্ত ইতি। কুতঃ। একস্মিন্নসম্ভবাৎ। ন হ্যেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সদসত্ত্বাদীনাং বিরুদ্ধধর্ম্মাণাং সমাবেশঃ সম্ভবতি শীতোষ্ণবৎ। য এতে সপ্ত পদার্থা নির্দ্ধারিতা এতাবন্ত এবংরূপাশ্চেতি তে তথৈব বা স্যুঃ, ইতরথা হি তথা বা স্যুঃ, অতথা বেত্যনির্ধারিতরূপং জ্ঞানং সংশয়জ্ঞানবদপ্রমাণমেব স্যাৎ। নম্বনেকাত্মকং বস্ত্বিতি নির্দ্ধারিতরূপমেব জ্ঞানমুৎপদ্যমানং সংশয়জ্ঞানবন্নাপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি। নেতি ব্রূমঃ। নিরঙ্কুশং হ্যনেকান্তং সর্ব্বং বস্তু প্রতিজানানস্য নির্ধারণস্যাপি বস্তুত্বাবিশেষাৎ স্যাদস্তি স্যান্নাস্তীত্যাদিবিক-

---

স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি স্যাদবক্তব্য,স্যাদস্তিচ নাস্তিচ স্যাদস্তিচাবক্তব্য, স্যান্নাস্তিচাবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্য এই সাতপ্রকার। জৈনেরা একত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গীনয় যোজনা করিয়া থাকেন। একরূপে এক, অন্যরূপে অনেক, একপ্রকারে নিত্য, অন্য প্রকারে অনিত্য ইত্যাদিরূপ। এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, জৈনমত যুক্তিবিরুদ্ধ। যেহেতু, তাহাএকান্ত অসম্ভব। যেমন কোনও বস্তু যুগপৎ শীতোষ্ণ হয় না, সেইরূপ কোনও পদার্থে এককালে অস্তিনাস্তি রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতেপারে না॥

জৈনগণ যে জীবাদি সপ্ত পদার্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সপ্ত পদার্থ কি ঠিক প্রকার? না সেইগুলি কিছু বিভিন্ন রকমের? ঠিক সেই প্রকারই, অন্যপ্রকার নহে, ইহার কোনও বিনিগমক নাই, বরং ব্যভিচার আছে। আর দেখ, তন্মতে বস্তুর কোনও নির্দ্দিষ্টরূপ নাই। সুতরাং তদ্বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞানও নাই। অতএব জৈনাভিপ্রেত জ্ঞান সংশয় জ্ঞানবৎ অপ্রমাণ। জৈন যদি বলেন, বস্তুমাত্রেই অনেকরূপ, এতদাকার নিশ্চিত জ্ঞান জন্মিবে, সুতরাং তাহা সংশয়াকারের ন্যায় অপ্রমাণ হইবে কেন? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, এইপ্রকার আদৌ বলাই যাইতে পারে না। যাহারা সর্ব্ববস্তুর নিরঙ্কুশ বহুরূপতা স্বীকার করে তাহাদের মতে নিশ্চয় ও অনিশ্চয় এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

ম্লোপনিপাতাদনির্দ্ধারণাত্মকত্বেব স্যাৎ। এবং নির্দ্ধারয়িতুর্নির্দ্ধারণফলস্য চ স্যাৎ পক্ষেঽস্তিতা স্যাচ্চ পক্ষে নাস্তিতেতি। এবং সতি কথং প্রমাণভূতঃ স তীর্থকরঃ প্রমাণপ্রমেয়প্রমাতৃপ্রমিতিষ্বনির্দ্ধারিতাসূপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। কথং বা তদভিপ্রায়ানুসারিণস্তদুপদিষ্টেঽর্থেঽনির্দ্ধারিতরূপে প্রবর্ত্তেরন্। ঐকান্তিকফলত্বনির্দ্ধারণে হি সতি তৎসাধনানুষ্ঠানায় সর্ব্বো লোকোঽনাকুলঃ প্রবর্ত্ততে নান্যথা। অতশ্চানির্দ্ধারিতার্থং শাস্ত্রং প্রলপন্ মত্তোন্মত্তবদনুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ। তথা পঞ্চানামস্তিকায়ানাং পঞ্চত্বসংখ্যাঽস্তি বা নাস্তি বেতি বিকল্প্যমানা স্যাৎ তাবদেকস্মিন্ পক্ষে পক্ষান্তরে তু ন স্যাদিত্যতো ন্যূনসংখ্যাত্বমধিকত্বং বা প্রাপ্নুয়াৎ। ন চৈষাং পদার্থানামবক্তব্যত্বং সম্ভবতি। অবক্তব্যাশ্চেন্নোচ্যেরন্ উচ্যন্তে চাবক্তব্যাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। উচ্যমানাশ্চ তথৈবাবধার্য্যন্তে নাবধার্য্যন্ত ইতি চ। তথা তদবধারণফলং সম্যগ্দর্শনমস্তি নাস্তি বা। এবং তদ্বিপরীতমসম্যগ্দর্শনমপ্যস্তি নাস্তি বা

কেননা নিশ্চয় জ্ঞানস্থলেও স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি যোজনা করা হইবে। তাহাতে যে নিশ্চয় করে তাহার ও নিশ্চয়ফলের অনিশ্চয়তাই সিদ্ধ হয়। যে স্থলে নিশ্চয় কর্ত্তা এবং নিশ্চয় ফল, অনিশ্চিত সেস্থলে কিরূপে অনিশ্চিত শাস্ত্রবক্তা, অনিশ্চিতরূপ প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ দিবেন? কিরূপেই বা তন্মতানুসারিগণ অনিশ্চিত তদুপদিষ্ট পদার্থে প্রবৃত্ত হইবেন? ফলের ঐকান্তিকতা ও একরূপতা থাকিলেই লোক অব্যবস্থিতচিত্ত না হইয়া তদনুষ্ঠানে প্রয়াসী হইতে পারে। কোনওরূপ কোনও নিয়ম না থাকিলে কেহই কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেনা। অতএব অনিশ্চিতার্থশাস্ত্রের প্রণেতা অব্যবস্থিতচিত্ত জৈনবাক্যমত্তোন্মত্তের ন্যায় অনাদরনীয়। অপর কথা এই যে, জৈনসম্প্রদায়াভিমত পঞ্চাস্তিকায় অসম্ভব। পঞ্চাস্তিকায়ে, পঞ্চসংখ্যা আছে ও নাই, এই দুই বিকল্প স্থাপন করিলে পক্ষান্তরে না থাকাও পাওয়াগেল, সুতরাং তৎপক্ষে ন্যূনসংখ্যা অথবা অধিকসংখ্যা লাভ হইবে। অন্য দোষ এই, এই সকল পদার্থের অবাচ্যতাপক্ষও অসম্ভব। যেহেতু অবাচ্য হইলে তাহা বলিতে পারা যায় না। বক্তব্য ও অবক্তব্য এইদুইটী কথা একান্ত বিরোধী। উচ্চারিত হইলে তখনই অবধারিত ও অনবধারিত এই দ্বিবিধপক্ষ স্থাপিত হইবে। সম্যক্ জ্ঞানই অবধারণের ফল, তাহাও অস্তি নাস্তি পক্ষদ্বয়গ্রস্ত।

এবং তদ্বিপরীতমসম্যগ্দর্শনমপ্যস্তি বা নাস্তি বেতি প্রলপন্মত্তোন্মত্তপক্ষস্যেব স্যাৎ। ন প্রত্যয়িতব্যপক্ষস্য স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ পক্ষে ভাবং পক্ষে চাভাবস্তথা পক্ষে নিত্যতা পক্ষে চানিত্যতেতনবধারণায়াং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। অনাদিসিদ্ধজীব-প্রভৃতীনাঞ্চ স্বশাস্ত্রাধৃতস্বভাবানামযথাবধৃতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং জীবাদিষু পদা-র্থেষ্বেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োর্ব্বিরুদ্ধয়োধর্ম্ময়োরসম্ভবাৎ সত্ত্বে চৈকস্মিন্ ধর্ম্মেঽ-সত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরস্যাসম্ভবাৎ অসত্ত্বে চৈবং সত্ত্বস্যাসম্ভবাদসঙ্গতমিদমার্হতং মতম্। এতেনৈকানেকনিত্যানিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাদ্যনেকান্তাভ্যুপগমা নিরাকৃতা মন্তব্যাঃ। যত্তু পুদ্গলসংজ্ঞকেভ্যোঽণুভ্যঃ সঙ্ঘাতাঃ সম্ভবন্তীতি কল্পয়ন্তি তৎ পূর্ব্বেণৈবাণুবাদনিরাকরণেন নিরাকৃতং ভবতীত্যতো ন পৃথক্ তন্নিরাকরণায় প্রযত্যতে॥ ৩৩॥

সম্যক্ জ্ঞানের বিপরীত অনবধারণ তাহাও বিবাদগ্রস্ত। এইপ্রকার প্রতি-বাক্যে প্রলাপ বাক্য বলায় জৈনপক্ষ উন্মত্তবাক্যবৎ অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ স্বর্গও মোক্ষ এই পদার্থদ্বয়ও পক্ষান্তরে অস্তি নাস্তি হইয়া উঠে। নিত্যও অনিত্য, আছে ও নাই, এইরূপ পক্ষদ্বয় থাকাতে সমুদয় পদার্থই অনিত্য হইয়াপড়ে। সুতরাং তন্মতাবলম্বীদিগের সাধনানুষ্ঠানে আদৌ প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না, উপজীব্য জৈনশাস্ত্রে যে, উপাস্য দেব জিনের উল্লেখ আছে এবং তাহার যাদৃশ স্বভাব কথিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ও অস্তিনাস্তিগ্রস্ত হয়। অধিকন্তু জীবাদি পদার্থের কোনও পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ সদসৎ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভাবনা নাই। কেননা, সদ্ধর্ম্ম থাকা কালে অসদ্ধর্ম্ম কিপ্রকারে স্থান পাইবে? এই সকল দোষ দৃষ্টে আর্হত দর্শন অসামঞ্জস্য পরিপূর্ণ বলিয়া তন্মত অগ্রাহ্য। যে সমস্ত বিরুদ্ধ মীমাংসা প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারাই এক প্রকারে এক, অন্য প্রকারে অনেক, এক প্রকারে নিত্য, অন্য প্রকারে অনিত্য, এক-প্রকারে ব্যতিরিক্ত, অন্য প্রকারে অব্যতিরিক্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি অনিশ্চিত রূপের প্রতিজ্ঞা নিরাস হইয়াছে। জৈনেরা পুদ্গলাভিধেয় পরমাণুপুঞ্জ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কল্পনা করেন, সে কল্পনা প্রমাণব্যতিরেকে কল্পনামাত্রই; পূর্ব্বোক্ত পরমাণুকারণবাদ নিরসনীয় যুক্তি দ্বারাই তাহা নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং তন্নিবারণার্থ যুক্ত্যন্তর কল্পনা অনাবশ্যক॥ ৩৩॥

এবঞ্চাত্মাঽকাৎস্ন্যম্ ॥ ৩৪ ॥

যথৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবো দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্ত এবমাত্মনোঽপি জীবস্যাঽকাৎস্ন্যমপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। কথম্। শরীরপরিমাণো হি জীব ইত্যার্হতা মন্যন্তে। শরীরপরিমাণতায়াঞ্চ সত্যামকৃৎস্নোঽসর্ব্বগতঃ পরিচ্ছিন্ন আত্মেত্যতো ঘটাদিবদনিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত। শরীরাণাঞ্চানবস্থিতপরিমাণত্বান্মনুষ্যজীবো মনুষ্যশরীর পরিমাণো ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নং হস্তিশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নপুত্তিকাশরীরে সম্মীয়েত। সমান এব একস্মিন্নপি জন্মনি কৌমার যৌবনস্থাবিরেষু দোষঃ। স্যাদেতৎ। অনন্তাবয়বোজীবস্তস্য ত এবাবয়বা অল্পে শরীরে সঙ্কুচেয়ুর্মহতি চ বিকশেয়ুরিতি তেষাং পুনরনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতি-

---

স্যাদ্বাদে এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধপদার্থদ্বয়ের সমাবেশ অসম্ভব দোষ; তদ্ভিন্ন অন্যদোষ এই, জৈনমতে জীবাত্মার মধ্যম পরিমাণতা সংরক্ষিত হয়না। মধ্যমপরিমাণ ও শরীরপরিমাণ সমানার্থ। কেন মধ্যম পরিমাণতা রক্ষাপায় না, তাহা বলিতেছি। আর্হতেরা জীবকে শরীরপরিমাণ মনে করে, আত্মা যদি শরীর পরিমিত হন, তাহা হইলে আত্মা অসম্পূর্ণ, অব্যাপী। আত্মা যদি পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হইল, তাহা হইলে ঘটপটাদির ন্যায় আত্মাও অনিত্য, এই কথা স্বীকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। শরীরের পরিমাণের কোনও স্থিরতা নাই। মানবীয় আত্মা মানবশরীর সমানাত্মক; অপকর্ম্মানুসারে মানব হস্তীদেহ প্রাপ্ত হইলে, সে আত্মা হস্তীশরীরব্যাপী হইতে পারে না। আর যদি কর্ম্মানুসারে বল্মীকজন্ম প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও বল্মীকদেহে মানবীয় আত্মা কি প্রকারে থাকিতে পারে? জন্মান্তরের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহজন্মে, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাবস্থার শরীরেও এই দোষ স্থান পাইতেছে। আরও একটা কথা জৈনকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, জীব অনন্তাবয়ব কি না? যদি অনন্তাবয়ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে অল্পদেহে সঙ্কুচিত এবং বৃহদ্দেহে বিস্তৃত হয় কিনা? এবং জীবের অনন্তাবয়ব তাদৃশ শরীরে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় কি না? যদি বলেন, প্রতিঘাত হয়, তাহা হইলেও

বিহন্যেত বা ন বেতি বক্তব্যম্। প্রতিঘাতে তাবন্নানন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সম্মীয়েরন্। অপ্রতিঘাতেঽপ্যেকাবয়বদেশত্বোপপত্তেঃ সর্ব্বেষামবয়বানাং প্রথিমানুপপত্তের্জীবস্যাণুমাত্রতাপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অপি চ শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানামানন্ত্যং নোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্। অথ পর্য্যায়েণ বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিজ্জীবাবয়বা উপগচ্ছন্তি তনুশরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিদপগচ্ছন্তীত্যুচ্যেত, তত্রাপ্যুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

ন চ পর্য্যায়েণাপ্যবয়বোপগমাপগমাভ্যামেতদ্দেহপরিমাণত্বং জীবস্যাবিরোধেনোপপাদয়িতুং শক্যতে। কুতঃ। বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। অবয়বোপগমাপগমাভ্যাং হ্যনিশমাপূর্য্যমাণস্যাপক্ষীয়মাণস্য চ জীবস্য বিক্রিয়াবত্ত্বং তাবদপরিহার্য্যম্। বিক্রিয়াবত্ত্বে চ চর্ম্মাদিবদনিত্যত্বং প্রসজ্যেত। ততশ্চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমোবাধ্যেত

আপত্তি আছে। যদি বলেন, প্রতিঘাত হয় না, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করিব, অল্পস্থানে অনন্ত অবয়ব সম্মিত হইতে পারে কি? অপ্রতিঘাত পক্ষে একাবয়বদেশতা উৎপন্ন হওয়ায় এবং সর্ব্বাবয়বের স্থৌল্য না থাকায় জীবের অণুত্বের আপত্তি অখণ্ডনীয় হইয়াপড়ে। সুতরাং মধ্যমপরিমাণতা-মত আর আশ্রয় পাইল না। জীবাংশ শরীরপরিমিত অথচ অনন্ত, ইত্যাকার বাক্য বালপ্রলাপবৎ অগ্রাহ্য। জিনোপাসক হয়ত বলিবেন যে, বৃহৎ শরীরপ্রাপ্তিকালে জীবের অবয়বও বৃহৎ হয়, এবং ক্ষুদ্র শরীর সম্বন্ধ হইলে অবয়বও সূক্ষ্ম হইয়া যায়; জৈনের এই কথাটা কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক ॥ ৩৪ ॥

বৃহদ্দেহপ্রাপ্তিকালে অবয়বের বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রদেহপ্রাপ্তিকালীন শরীরের ক্ষয় হয়, এই প্রকার বলিয়াও জৈন "জীবদেহপরিমিত" এইমত নির্ব্বিরোধে সংস্থাপন করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু, জৈনের এইমত বিকারদোষগ্রস্ত। অনুক্ষণই অবয়বের বৃদ্ধিহ্রাস হেতু বিকারিত্ব দোষের হস্ত হইতে জৈন আর রক্ষা পাইতেছেন না। সবিকার বলিলে জীবকে চর্ম্মাদির ন্যায় অনিত্য বলিতে কোনও আপত্তি আছে কি? জীব যদি অনিত্য হয়, তাহাহইলে বন্ধমোক্ষ

কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিতস্য জীবস্যালাবুবৎ সংসারসাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাদূর্দ্ধগামিত্বং ভবতীতি। কিঞ্চাগন্তুদাগচ্ছতামপগচ্ছতাঞ্চাবয়বানামাগমাপায়িধর্ম্মবত্ত্বাদেবানাত্মত্বং শরীরাদিবৎ। ততশ্চাবস্থিতঃ কশ্চিদবয়ব আত্মেতিস্যাৎ, ন চ স নিরূপয়িতুং শক্যতে, অয়মসাবিতি। কিঞ্চাগন্তুদাগচ্ছন্তশ্চৈতে জীবাবয়বাঃ কুতঃ প্রাদুর্ভবন্তি, অপগচ্ছন্তশ্চ ক বা লীয়ন্ত ইতি বক্তব্যম্। ন হি ভূতেভ্যঃ প্রাদুর্ভবেয়ুর্ভূতেষু চ লীয়েরন্, অভৌতিকত্বাজ্জীবস্য। নাপি কশ্চিদন্যঃ সাধারণোঽসাধারণো বা জীবানামবয়বাধারো নিরূপ্যতে প্রমাণাভাবাৎ। কিঞ্চানবধৃতস্বরূপশ্চৈবং সত্যাত্মা স্যাদাগচ্ছতামপগচ্ছতাঞ্চাবয়বানামনিয়তপরিমাণত্বাৎ। অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ন পর্য্যায়েণাপ্যবয়বোপগমাপবাত্মন আশ্রয়িতুং শক্যেতে। অথ বা পূর্ব্বেণ সূত্রেণ শরীরপরিমাণস্যাত্মন উপচিতাপচিতশরীরান্তর প্রতিপত্তাবকার্ৎস্ন্যপ্রসঞ্জনদ্বারেণানিত্যতায়াং চোদিতায়াং পুনঃ পর্য্যায়েণ পরিমাণানবস্থানেঽপি

ব্যবস্থার আবশ্যক কি? সুতরাং কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিত জীব, প্রস্তরবদ্ধ অলাবুবৎ সংসারসাগরে মগ্ন, তাহার সেই বন্ধন ছিন্ন হইলেই ঊর্দ্ধগামিত্ব স্বভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভের আশারজ্জু একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অংশবিশেষের আগমন নির্গমন থাকায় শরীর যেমন আত্মা নহে, তদ্বৎ জৈনমতে আত্মাও অনাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অন্ততঃ পক্ষে নির্ব্বিকার কোনও অবয়বকে আত্মা বলিতে হয়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাদৃশ অবয়ব অদ্যাপিও নির্ণয় হয় নাই। জৈনকে আরও একটী কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহৎ শরীর প্রাপ্তিকালে কোথা হইতে জীবাংশ আসে, এবং ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্তিকালে কোথায় তাহা বিলীন হয়, ইহা জৈনকে বলিতে হইবে। জীব যখন অভৌতিক, তখন এই কথা বলা যাইতে পারেনা যে, জীব ভূত হইতে আইসে এবং পুনরায় ভূতে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রমাণবিরহে সাধারণ হউক অথবা অসাধারণ হউক কোনও নির্দ্দিষ্ট আধারের নির্দ্দেশ হইতে পারে না। অবয়ব আগমন হেতু আত্মা পরিপুষ্ট হয় এবং অবয়ববিহীনে আত্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই সিদ্ধান্ত করিলে আত্মার স্থিরতররূপ ও নির্দ্দিষ্ট পরিমিতির ব্যাঘাত হইল। ইত্যাদি রূপদুস্ত দোষোদ্ধার না করিলে অবয়বের আগমন নির্গমন স্বীকার করা যায় না। অধিকন্তু পূর্ব্বসূত্রে দেহপরিমাণ আত্মার

স্রোতঃসন্তাননিত্যতান্যায়েনাত্মনো নিত্যতা স্যাৎ, যথা রক্তপটাদীনাং বিজ্ঞানা-নবস্থানেঽপি তৎসন্তাননিত্যতা তদ্বদিতি চায়মপীত্যাশঙ্ক্যাননে সূত্রেণোত্তরমুচ্যতে। সন্তানস্য তাবদেবস্তুত্বে নৈরাত্ম্যবাদপ্রসঙ্গঃ, বস্তুত্বেঽপ্যাত্মনো বিকারাদিদোষ-প্রসঙ্গাদস্যপক্ষস্যানুপপত্তিরিতি ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চান্ত্যস্য মোক্ষাবস্থাভাবিনো জীবপরিমাণস্য নিত্যত্বমিষ্যতে জৈনৈস্তদ্বৎ পূর্ব্বয়োরপ্যাদ্যমধ্যময়োর্জীবপরিমাণয়োর্নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ইত্যুক্তে একশরীরপরিমাণতৈব স্যাৎ নোপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রাপ্তিঃ। অথ-বাঽন্ত্যস্য জীবপরিমাণস্যাবস্থিতত্বাৎ পূর্ব্বয়োরপ্যবস্থায়োরবস্থিতপরিমাণ এব জীবঃ স্যাৎ। ততশ্চাবিশেষেণ সর্ব্বদৈবাণুর্ম্মহান্ বা জীবোঽভ্যুপগন্তব্যো ন শরীর-পরিমাণঃ। অতশ্চ সৌগতবদার্হতমপি মতমসঙ্গতমিত্যুপেক্ষিতব্যম্ ॥ ৩৬ ॥

স্থূল শরীর প্রাপ্তিতে অকার্ৎস্ন্যদোষপ্রাপ্তি এবং অকার্ৎস্ন্যদোষপ্রাপ্তিতে তাহার অনিত্যতা দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সেই অনিত্যতা দোষ ক্ষাল-নার্থ যদি জৈন বলেন, বৌদ্ধমতের স্রোতঃসন্তানের ন্যায় জৈনমতের আত্মা নিত্য। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সন্তান বস্তুটা নিত্য না অনিত্য, সন্তান পদার্থ বস্তু না অবস্তু? অবস্তু বলিলে, আত্মার নৈরাত্ম্যবাদ এবং বস্তু বলিলে আত্মার বিকারত্ব দোষ কি প্রকারে পরীহার করিবেন? সুতরাং প্রদর্শিত জৈন-অনুপক্ষ নিতান্ত অসঙ্গত ॥ ৩৫ ॥

জৈনেরা মুক্তাবস্থার জীবপরিমাণ নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। অন্ত্য-জীব-পরিমাণ নিত্য হইলে তদ্দৃষ্টান্তে আদ্যমধ্য জীবপরিমাণও নিত্য হইতে কোনও আপত্তি নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক্ হইলে, পরিমাণত্রয়ই সমান হইল। কোন-রূপ বিশেষ আর বলা যায় না। অবিশেষ হওয়াতে একশরীরপরিমাণতাই লব্ধ হয় এবং তাহাই সঙ্গত। সুতরাং বৃহৎ শরীর অথবা ক্ষুদ্র শরীর আর হইতে পারে না। কিন্তু আর্হতেরা বলেন, মুক্তাবস্থায় জীবপরিমাণ এক প্রকার, এতদ্দৃষ্টান্তে আদ্য ও মধ্য উভয়াবস্থার পরিমাণও একরূপ। প্রোক্ত যুক্তিতেও একরূপতাই প্রতিপন্ন হইল। কাজেই বলিতে হয়, পরমাণের ইতর

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরকারণবাদঃ প্রতিষিধ্যতে। তৎ কথমবগম্যতে। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদভিধ্যোপদেশাচ্চেত্যত্র প্রকৃতিভাবেনাধিষ্ঠাতৃভাবেন চোভয়স্বভাবস্যেশ্বরস্য স্বয়মেবাচার্য্যেণ প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। যদি পুনরবিশেষেণেশ্বরকারণবাদমাত্রমিহ প্রতিষিধ্যেত পূর্ব্বোত্তরবিরোধাদ্ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সূত্রকার ইত্যেতদাপদ্যেত। তস্মাদপ্রকৃতিরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণমীশ্বর

বিশেষ নাই। অতএব বলিতে হইবে, জীব অণুপরিমিত, না হয় বৃহৎ পরিমাণবিশিষ্ট। সুতরাং সৌগতমতানুযায়ী আর্হতমত যে অসঙ্গত তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন, অসঙ্গত পক্ষ কেহই আশ্রয় করেন না ॥ ৩৬ ॥

শৈবেরা বলেন যে, ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, তিনি উপাদান কারণ নহেন। এই সূত্রদ্বারা সামান্যত ঈশ্বরকারণবাদের নিষেধ হয় নাই, এইরূপ বিশেষবাদই যে নিরস্ত হইয়াছে, তাহা ব্যাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র দেখিলেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ইতঃপূর্ব্বে আচার্য্য "প্রকৃতিশ্চপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ" "অভিধ্যোপদেশাচ্চ" এই দুই সূত্রে ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব এবং অধিষ্ঠাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সামান্যত ঈশ্বরকারণবাদ নিষেধ হইলে অবশ্যই পূর্ব্বোক্তির সহিত আচার্য্যের এতদুক্তির বিরোধ হইত এবং তন্নিবন্ধন ব্যাসের বিরুদ্ধভাষিতা দোষ হইত। অতএব সূত্রকার ব্যাস, ঈশ্বর কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্তকারণ, প্রকৃতিকারণ নহেন, এইপক্ষকে বেদান্তবোধ্য অদ্বয় ব্রহ্মভাবের প্রতিপক্ষ জানিয়া সূত্রে তাহারই নিষেধ করিয়াছেন। অবৈদিক ঈশ্বরকল্পনা অনেক প্রকার। সেশ্বর সাংখ্যমতের আচার্য্যেরা কল্পনা করেন, ঈশ্বর প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠাতা, জগন্নির্ম্মাণের নিমিত্তকারণ। প্রকৃতি, পুরুষ এবং ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব অত্যন্ত ভিন্ন এবং ইহাদের লক্ষণও পৃথক্। শৈবগণ বলেন, কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি, দুঃখান্ত এই পাঁচ পদার্থ পশুপতি কর্ত্তৃক পশুগণের বন্ধনচ্ছেদনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। পশুপতি শিব এতজ্জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং নিমিত্তকারণ। বৈশেষিক এবং নৈয়ায়িকগণও আপন আপন মতের প্রণালীবিশেষ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা বর্ণনা করেন। ঈশ্বর

ইতোঘ পক্ষো বেদান্তবিহিতব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেনাঽত্র প্রতিবিধ্যতে। সা চেয়ং বেদবাহ্যেশ্বরকল্পনাঽনেকপ্রকারা। কেচিৎ তাবৎ সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়াঃ কল্পয়ন্তি—প্রধানপুরুষয়োরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণমীশ্বর ইতরেতরবিলক্ষণাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরা ইতি। মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে—কার্য্যকারণযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ পশুপাশবিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণমিতি বর্ণয়ন্তি। তথা বৈশেষিকাদয়োঽপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়া-

---

একটী পৃথক্ তত্ত্ব এবং জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র। শৈবসম্প্রদায় এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া ঈশ্বরকে জগন্নির্ম্মাণের নিমিত্তকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শৈবসম্প্রদায়ের এই মত অবিসংবাদিত, সর্ব্বতন্ত্রসম্মত, ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাবিরহিত কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। ঈশ্বর প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তারূপ জগৎকারণ, এই কথা কোনওরূপেই উপপন্ন হয় না। অসামঞ্জস্যই এই অনুপপন্নতার হেতু। কিপ্রকার অসামঞ্জস্য তাহা বলিতেছি। ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে হইয়া হীন, মধ্যম, এবং উত্তম প্রাণীসৃষ্টি করায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ প্রকাশ পাইতেছে। যিনি বিষমসৃষ্টিকারী তিনি যে রাগ-দ্বেষাদি দোষে দূষিত, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব অসমানসৃষ্টি করায়, তাঁহারও রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, প্রভৃতি সমস্তই আছে, ইহা অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি ঈশ্বরেরও আমাদের ন্যায় রাগদ্বেষাদি আছে, এই সিদ্ধান্ত অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করা যায়, তাহা হইলে, ঈশ্বরও আমাদের ন্যায় অনীশ্বর এই কথাও বলিতে পারি। এইক্ষেত্রে শৈবেরা হয়ত বলিবেন যে, ঈশ্বর কর্ম্মানুসারে উত্তমমধ্যমাধম প্রাণী সৃষ্টি করেন। যিনি যেমন কর্ম্ম করিবেন তিনি সেইরূপ জন্মলাভ করিবেন। মহামনা মহর্ষি মনু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণও বলিয়াছেন "এতা দৃষ্ট্বাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা, ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ" কর্ম্মানুসারেই জীব উত্তম, মধ্যম এবং অধম দেহ লাভ করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মানুসারে জীবসৃষ্টি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং ঈশ্বরকে স্থূলবুদ্ধি গ্রাম্য লোকেরাই বিষমসৃষ্টিকারী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দোষ কি? এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার তাদৃশ ঈশ্বরত্বই অসিদ্ধ। জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি,

নুসারেণ নিমিত্তকারণমিতি। অত উত্তরমুচ্যতে—পত্যুরসামঞ্জস্যাদিতি। পত্যুরীশ্বরস্য প্রধানপুরুষয়োরধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? অসামঞ্জস্যাৎ। কিং পুনরসামঞ্জস্যম্। হীনমধ্যমোত্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধত ঈশ্বরস্য রাগদ্বেষাদিদোষপ্রসক্তেরস্মদাদিবদনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত। প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষিত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন,কর্ম্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্য প্রবর্ত্তয়িতৃত্ব ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। অনাদিত্বাদিতিচেৎ, ন, বর্ত্তমানকালবদতীতেষপি কালেষ্বিতরেতরাশ্রয়দোষাবিশেষাদন্ধপরম্পরান্যায়াপত্তেঃ। অপি চ প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা ইতি ন্যায়বিৎসময়ঃ।

এবং প্রাণিগণের কর্ম্মসকল ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী, এই নির্ণয় পরম্পরাশ্রয়দোষদুষ্ট। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় উত্তমাধম সৃষ্টি করেন না, প্রাণিগণের কর্ম্ম তাঁহাকে এইরূপ করায়, এই প্রকার রাদ্ধান্তই আদৌ হইতে পারে না। কেমনা কর্ম্ম সকল জড়, সুতরাং তাহারা অপ্রেরক। বিশেষতঃ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক কর্ম্ম, এইরূপ হইলে, কে কাহার প্রথম প্রবর্ত্তক তাহা স্থির হইবেনা। তাহা জানাও সুদূরপরাহত, সুতরাং তর্কদ্বারা উভয়ই বিলোপ পাইবে। যদি বল, কর্ম্মেশ্বরের প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তক-ভাব অনাদি, তাহার আদি নাই, প্রথম নাই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই তিনি পর পর উত্তমাধম সৃষ্টি করেন। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে তদনুগুণ ফলাদির জন্য হয় উত্তম, না হয় মধ্যম, অথবা অধম করিয়া সৃষ্টি করেন। এইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এই পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত পরম্পরাশ্রয় এবং অন্ধপরম্পরা নামক দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রবর্ত্তকতাই·দোষের অনুমাপক, রাগদ্বেষাদির প্রেরণা ব্যতীত কোনও ব্যক্তি স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হনমা। লোকসমাজে মধ্যে মধ্যে কাহাকেও যে পরার্থে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, তাহাও স্বার্থের জন্য। কারুণিক মনীষিগণ পরের দুঃখ দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারেননা, সেই অসহ্যতা নিবারণার্থ তাঁহারা পরদুঃখবিমোচনে বদ্ধপ্রবৃত্ত হন। অতএব ঈশ্বরকে প্রেরক বা প্রযোজক স্বীকার করিলে, তিনি যে রাগাদিদোষদুষ্ট, এই কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যখন স্বার্থরাগাদিমান্, তখন তিনি অস্মদাদির সমাসনোপবিষ্ট, একথা বলা অস

ন হি কশ্চিদদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ সর্ব্বো জনঃ পরার্থেঽপি প্রবর্ত্তত ইত্যেবমপ্যসামঞ্জস্যং, স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ। পুরুষবিশেষত্বাভ্যুপগমাচ্চেশ্বরস্য পুরুষস্য চৌদাসীন্যাভ্যুপগমাদসামঞ্জস্যম্ ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব। নহি প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ত ঈশ্বরোঽন্তরেণ সম্বন্ধং প্রধানপুরুষয়োরীশিতা। ন তাবৎ সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং সর্ব্বগতত্বান্নিরবয়বত্বাচ্চ। নাপি সমবায়লক্ষণ আশ্রয়াশ্রয়িভাবানিরূপণাৎ। নাপ্যন্যঃ কশ্চিৎ কার্য্যগম্যঃ সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুং, কার্য্যকারণভাব-

---

সম্ভ হইবেনা। আরও বলিতে পারি যে, ঈশ্বর যখন আমাদের সমান, তখন তিনি আমাদের ন্যায় অনীশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর এই উপাধিটী কেবলমাত্র উচ্ছিষ্টপত্রচ্ছত্রধারী রাজোপাধির ন্যায় হইয়া পড়িল। ইত্যাদি দন্তদোষোদ্ধার না করিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিমিত্তকারণবাদীর মত নির্ব্বিবাদ সমঞ্জসপরিপূর্ণ নহে। যোগমতাবলম্বীরা যে ঈশ্বরকে উদাসীন ও পুরুষবিশেষ বলেন, তন্মতেও এইরূপ অসামঞ্জস্য দোষ আছে। ঈশ্বর উদাসীন কিন্তু প্রবর্ত্তক, এই উন্মত্তপ্রলাপবাক্য অপ্রকৃতিস্থ লোক ব্যতীত কোনও প্রকৃতিস্থ মহাত্মা মুখেও আনিবেন না ॥ ৩৭ ॥

সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যের মতে এতদতিরিক্ত অসামঞ্জস্যও আছে। তাঁহার মতে ঈশ্বর, প্রধান এবং পুরুষাতিরিক্ত স্বতন্ত্র। তাদৃশ ঈশ্বর, সম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রধানকে এবং পুরুষকে নিয়মানুগামী করিতে পারেন না, অতএব হয় সংযোগ সম্বন্ধ, না হয় সমবায় সম্বন্ধ, অথবা যে কোনও একটী সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ এখানে কোনও সম্বন্ধই সম্ভবপর নহে। সাংখ্যাচার্য্য কপিলমতে প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর এতৎ ত্রিতয়ই সর্ব্বব্যাপী এবং ইহারা নিরবয়ব। সুতরাং সংযোগসম্বন্ধ অসম্ভব। কেননা সাবয়ব দ্রব্যেরই সংযোগ হয়, নিরবয়ব দ্রব্যকে কেহ কখনও সংযোগী করিতে পারেন নাই। প্রোক্ত পদার্থত্রয় মধ্যে যখন কেহই কাহারও অনুগত বা আশ্রিত নহে, তখন সমবায় সম্ব-

স্যোরাদ্যাপ্যসিদ্ধত্বাৎ। ব্রহ্মবাদিনঃ কথমিতি চেৎ, ন, তস্য তাদাত্ম্যলক্ষণ সম্বন্ধোপপত্তেঃ। অপি চাগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বমভ্যুপগন্তব্যম্। পরস্য তু দৃষ্টান্তবলেন কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তো যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বমভ্যুপগন্তব্যমিত্যয়মস্ত্যতিশয়ঃ। পরস্যাপি সর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাগমসদ্ভাবাৎ সমানমাগমবলমিতি চেৎ, ন, ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ—আগমপ্রত্যয়াৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রত্যয়াচ্চাগমসিদ্ধিরিতি। তস্মাদনুপপন্না

ন্ধও বলা যাইতে পারে না। আশ্রয় আশ্রয়িস্থলেই সমবায়সম্বন্ধ হইয়া থাকে, (যেমন পুষ্পে গন্ধ, জলে শীততা, অগ্নিতে উষ্ণতা ইত্যাদি) অন্যত্র নহে। কার্য্যানুমেয় অন্য কোনও সম্বন্ধও দেখাইতে পারিবে না। কারণ এই যে, অদ্যাপি কার্য্যকারণভাব নির্ণীত হয় নাই। জগৎ যে ঈশ্বর প্রেরিত প্রধানের কার্য্য, তাহা এখনও স্থিরতর সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নাই। মহর্ষি কপিল হয়ত বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মবাদীরও সংযোগাদি সম্বন্ধের অনুপপত্তি আছে। এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, অনুপপত্তি আছে এই কথা তাঁহাকে কে বলে? যেহেতু সংযোগাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও মায়িক অনির্ব্বাচ্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে এবং সেই অভেদ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণরূপে উপপন্ন হয়। আরও দেখ, ব্রহ্মবাদী শাস্ত্রানুসারেই কারণাদির স্বরূপ বা যাথার্থ্য নিরূপণ করেন, স্বকপোলকল্পিত কিছুই বলেন নাই। সুতরাং যেমন যেমন দেখা যায়, সমস্তই যে তেমন তেমন মানিতে হইবেক, তাহা বেদান্তবাদী স্বীকার করেন না। দৃশ্য পদার্থে বিস্তর ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রবিচারনিষ্পন্ন জ্ঞানে ভ্রম থাকিতে পারে না। বাদী লোকদৃষ্ট পদার্থানুসারে কারণাদির স্বরূপ নিশ্চয় করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সমস্তই যথাদৃষ্ট গ্রহণ করিতে হয়। বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগমকেরা লৌকদৃষ্ট মৃত্তিকা কুম্ভকার সম্বন্ধের অনুসরণ করেন না। তাহা আনুমানিকেরাই করেন। সুতরাং বেদবাদী অনুমানবাদী হইতে বিশিষ্ট। এক্ষেত্রে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, অনুমানবাদীগণেরও সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি প্রণীত শাস্ত্র আছে, সুতরাং শাস্ত্রীয় বলাবল উভয় পক্ষেই সমান। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা, সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বজ্ঞ প্রণীত শাস্ত্র প্রামাণ্য এই দুইটী অন্যোন্যাশ্রয় দোষগ্রস্ত অর্থাৎ যদি তৎপ্রণীত শাস্ত্র প্রমাণ হয়, তাহা হইলেই তৎপ্রণেতা ঋষি সর্ব্বজ্ঞ, এবং

সাঙ্খ্যযোগবাদিনামীশ্বরকল্পনা। এবমন্যাস্বপি বেদবাহ্যাস্বীশ্বরকল্পনাসু যথা সম্ভবমসামঞ্জস্যং যোজয়িতব্যম্ ॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ইতশ্চানুপপত্তিস্তার্কিকপরিকল্পিতস্যেশ্বরস্য। স হি পরিকল্প্যমানঃ কুম্ভকার ইব মৃদাদীনি প্রধানান্যধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়েৎ। ন চৈবমুপপদ্যতে। ন হ্যপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনঞ্চ প্রধানমীশ্বরস্যাধিষ্ঠেয়ং সম্ভবতি, মৃদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

স্যাদেতৎ। যথা করণগ্রামং চক্ষুরাদিকমপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনঞ্চ পুরুষোঽধিতিষ্ঠতি এবং প্রধানমীশ্বরোঽধিষ্ঠাস্যতীতি, তথাপি নোপপদ্যতে। ভোগাদিদর্শনাদ্ধি-

---

যদি ঋষির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রণীত শাস্ত্র প্রমাণস্বরূপে পরীগৃহীত হইতে পারে। এই জন্যই বলি, প্রণেতার সর্ব্বজ্ঞতা ও প্রণীত শাস্ত্রের প্রামাণ্য বুঝিবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত আছে। অতএব প্রদর্শিত কারণে সাংখ্যযোগবাদীর ঈশ্বর কল্পনা নিতান্ত অযুক্ত। এই প্রকার অন্য অন্য অবৈদিক স্বকপোলকল্পিত ঈশ্বরকল্পনাতেও অসামঞ্জস্য দোষ আছে। তাহা স্থূলবুদ্ধি লোকেরাও অতি সহজে বুঝিতে পারিবে ॥ ৩৮ ॥

তার্কিকশিরোমণির ঈশ্বরতত্ত্বকল্পনা অন্য হেতুতেও অযুক্ত, সেই অন্য হেতু এই :—কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ ঈশ্বরও তার্কিকগণের বাক্যপ্রতিপালনার্থ এই শ্রেণীর অধিষ্ঠাতৃবর্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার্কিকেরা অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রণিধান করিয়া দেখেন না যে, ঈশ্বরের আদৌ তাদৃশ অধিষ্ঠাতৃত্বই উপপন্ন হয় না। তাহার কারণ এই, অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিবিহীন প্রধান অধিষ্ঠেয় হইবার অযোগ্য ॥ ৩৯ ॥

আত্মা যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর ও রূপাদিবিহীন হইয়াও ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতা হন, ঈশ্বরও তেমনি প্রত্যক্ষের অগোচর রূপাদিবর্জ্জিত প্রধানের অধিষ্ঠাতা, এইপ্রকার কল্পনাও দোষাবহ। ইন্দ্রিয়গণ যে আত্মাধিষ্ঠিত তাহা সুখ দুঃখাদি অনুভব দ্বারা জানা যায়। পরন্তু ঈশ্বরের ভোগ জানা যায় না। যাহা

করণগ্রামস্যাধিষ্ঠিতত্বং গম্যতে, ন চাত্র ভোগাদয়ো দৃশ্যন্তে। করণগ্রামসাম্যে চাভ্যুপগম্যমানে সংসারিণামিবেশ্বরস্যাপি ভোগাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্। অন্যথা বা সূত্রদ্বয়ং ব্যাখ্যায়তে। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ। ইতশ্চানুপপত্তি স্তার্কিকপরিকল্পিতস্যেশ্বরস্য। সাধিষ্ঠানো হি লোকে সশরীরো রাজা রাষ্ট্রস্যেশ্বরো দৃশ্যতে ন নিরধিষ্ঠানঃ। অতশ্চ তদ্দৃষ্টান্তবশেনাদৃষ্টমীশ্বরং কল্পয়িতুমিচ্ছত ঈশ্বরস্যাপি কিঞ্চিচ্ছরীরং করণায়তনং বর্ণয়িতব্যং স্যাৎ। ন চ তদ্বর্ণয়িতুং শক্যতে। সৃষ্ট্যুত্তরকালভাবিত্বাচ্ছরীরস্য প্রাক্ সৃষ্টেস্তদনুপপত্তেঃ, নিরধিষ্ঠানত্বে চেশ্বরস্য প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ। অথ লোকদর্শনানুসারেণেশ্বরস্যাপি কিঞ্চিৎ করণানামায়তনং শরীরং কামেন কল্প্যেত,

---

যাঁহার অধিষ্ঠেয়, তাহা তাঁহার ভোগের উপকরণ, এই নিয়ম স্বীকার করিলে এবং প্রধানকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় বলিলে, অবশ্যই সংসারী আত্মার ন্যায় ঐশিক আত্মাতেও সুখ দুঃখাদি ভোগ মানিতে হইবে। উক্ত উনচত্বারিংশ ও চত্বারিংশৎ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রকারান্তরেও করা যায়। প্রথমসূত্রের ব্যাখ্যা যথা :— তার্কিকপ্রকল্পিত ঈশ্বর অন্য কারণেও অযুক্ত। সেই কারণ এই,—লোক দৃষ্ট রাজাদি লৌকিক ঈশ্বরকে আশ্রয়যুক্ত এবং সশরীরি দেখা যায়। বাদী দৃষ্টান্তাশ্রয় লইয়া ঈশ্বর কল্পনা করিতে সমুৎসুক। সুতরাং যদ্রূপ দেখিয়াছ, তদ্রূপ তোমাদিগকে তাঁহার কোনওরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় এবং স্থান থাকা স্বীকার করিতে হইবে। লৌকিক মনুষ্যেশ্বর রাজার সহিত সাদৃশ্য করিয়া অলৌকিক ঈশ্বরকেও তদনুরূপ অনুমান করা যাইতে পারে কিন্তু অদৃশ্য ঈশ্বরের শরীরাদি থাকা প্রমাণ করিতে পারা যায় না। কেননা, সৃষ্টি না হইলে শরীর হয় না, শরীর সৃষ্টির পর ভাবী, সৃষ্টির পূর্ব্বে শরীর থাকে না। অপিচ, অদৃশ্য ঈশ্বরকে যদি অধিষ্ঠানশূন্য বল, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রবর্ত্তক বা নিয়ন্তা বলিতে পারিবে না। কেন না, সশরীর চেতনের প্রবর্ত্তকতা হইতে পারে; অশরীর অচেতনের প্রবর্ত্তকতা কখনই হইতে পারে না। যাহা কোনও কালে কেহই দেখেন নাই, তাহা মনোবুদ্ধির বা কল্পনার অগোচর। চত্বারিংশৎ সূত্রার্থ এই :— দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে ঈশ্বরেরও কোনওরূপ ইন্দ্রিয়ায়তনশরীর পরিকল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা উপপন্ন করিতে পারিবে না। যদি অনুমানাদি

এবমপি নোপপদ্যতে। সশরীরত্বে হি সতি সংসারিবদ্ভোগাদিপ্রসঙ্গাদীশ্বরস্যাপ্য-নীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত॥ ৪০॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা॥ ৪১॥

ইতশ্চানুপপত্তিস্তার্কিককল্পিতস্যেশ্বরস্য। স হি সর্ব্বজ্ঞস্তৈরভ্যুপগম্যতে, অনন্তশ্চ অনন্তঞ্চ প্রধানমনন্তাশ্চ পুরুষাঃ মিথো ভিন্না অভ্যুপগম্যন্তে। তত্র সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ প্রধানস্য পুরুষাণামাত্মনশ্চেয়ত্তা পরিচ্ছিদ্যেত বা নবা পরিচ্ছিদ্যেত। উভয়থাপি দোষোঽনুষক্ত এব। কথম্। পূর্ব্বস্মিংস্তাবদ্বিকল্পে ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাণামন্তবত্ত্বমবশ্যম্ভাবি, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং বস্তু ঘটাদি তদন্তবদ্দৃষ্টম্, তথা প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়মপীয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাদন্তবৎ স্যাৎ। সংখ্যা

প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের বিগ্রহবত্ত্ব উপপন্ন কর তাহা হইলে, অস্মদাদির ন্যায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব নশ্বরত্বমধ্যে পরিগণিত হইবে॥ ৪০॥

অন্য হেতুতেও তার্কিককল্পিত ঈশ্বর উপপত্তিবিহীন। তার্কিকেরা ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত বলেন, অপিচ তার্কিকমতে প্রধান ও পুরুষ এই উভয়ও অনন্ত এবং পরস্পর বিভিন্ন। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রধানের, পুরুষের এবং আপনার ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন কি না? অস্তি নাস্তি উভয় পক্ষেই দোষ আছে। কি দোষ তাহা বলিতেছি। পরিচ্ছিন্নপক্ষে পরিচ্ছিন্নতানিবন্ধন প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর সকলেরই অন্তবত্তা অর্থাৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কেননা, লোকমধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে, যেকোনও বস্তু ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন তৎসমস্ত বস্তুই নশ্বর। এতৎ দৃষ্টান্তে প্রধানাদিও ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অন্তবান্ অর্থাৎ বিনাশশীল হইতে পারে। যে সকল বস্তু পরস্পর ভিন্ন সেই সমস্ত বস্তুই নিশ্চিত পরিমাণ। যেমন পটঘটাদি। এতন্নিয়মানুসারে, প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর, ইহারাও নিশ্চিত পরিমাণ হইয়া পড়েন। উল্লিখিত নিদর্শন দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে যে, প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর এই বিভিন্ন তিনরূপের স্বীকার থাকায় তাঁহাদের সংখ্যা রূপটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সাপেক্ষ। ইহাদের স্বরূপ ঈশ্বরের দ্বারা পরিমিত। যদি ও তন্মতে জীব অনন্ত, সুতরাং সংখ্যার নিশ্চয়তা নাই, সেই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, জীবসংখ্যা আমা-

পরিমাণং তাবৎ প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়রূপেণ পরিচ্ছিন্নং, স্বরূপপরিমাণমপি তদ্গত-মীশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যেতেতি। পুরুষগতা চ মহাসঙ্খ্যা। ততশ্চ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নানাং মধ্যে যে সংসারান্মুচ্যন্তে তেষাং সংসারোঽন্তবান্ সংসারিত্বঞ্চ তেষামন্তবৎ এব-মিতরেষ্বপি ক্রমেণ মুচ্যমানেষু সংসারস্য সংসারিণাং চান্তবত্ত্বং স্যাৎ। প্রধানঞ্চ সবিকারং পুরুষার্থমীশ্বরস্যাধিষ্ঠেয়ং সংসারবত্বেনাভিমতং তচ্ছূন্যতায়ামীশ্বরঃ কিমধিতিষ্ঠেৎ, কিং বিষয়ে বা সর্ব্বজ্ঞতেশ্বরতে স্যাতাম্। প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং চৈবমন্তবত্ত্বে সত্যাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ, আদ্যন্তবত্ত্বে চ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ। অথ মা ভূদেষ দোষ ইত্যুত্তরো বিকল্পোঽভ্যুপগম্যেত ন প্রধানস্য পুরুষাণামাত্মন-শ্চেয়ত্তেশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যত ইতি। তত ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞতাভ্যুপগমহানিরপরো-দোষঃ প্রসজ্যেত। তস্মাদপ্যসঙ্গতস্তার্কিকপরিগৃহীত ঈশ্বরকারণবাদ ॥ ৪১ ॥

দের অজ্ঞাত থাকিলেও ঈশ্বরের নিকট নিশ্চয়ই নিশ্চিত আছে। না থাকিলে ঈশ্বর অসর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্থির হইবে। পরিচ্ছিন্নপক্ষে ফল এই যে, সংসারমুক্ত জীবের সংসারও সংসারিত্ব উভয়ই নাশশীল, এবং জীব ক্রমান্বয়ে মুক্ত হইতে থাকিলে ও এক-সময়ে সংসারের ও সংসারিসংখ্যার বিনাশ ঘটিবে। ফলতঃ একসময়ে জগৎ জীবশূন্য হইবে। উক্ত প্রবন্ধের দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত করা গেল যে, নিত্য কিছুই নাই, কথিত প্রধানাদি সমস্তই অনিত্য। যদি সমস্তই অনিত্য হয় এবং সংসারোৎপত্তির উপকরণস্বরূপ পুরুষভোগ্য সবিকার প্রধান যদি ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় হয়, তাহাহইলে ঈশ্বর প্রধানাদির অভাবে কোন্ দ্রব্যে অধিষ্ঠিত থাকি-বেন? কাহাকে সংসারে বা কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবেন? তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা সর্ব্বজ্ঞত্ব কোন্ বিষয়ে পর্য্যবশেষিত হইবে? কাহাকে লইয়া রাজত্ব পরিচালিত হইবে? কেবল একমাত্র ঈশ্বরই থাকিবেন, এইরূপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না। ঈশ্বর যখন ভিন্নপদার্থ, তখন অবশ্যই তিনি ঘটাদিপদার্থের ন্যায় নশ্বর। যদি প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর এই তিনই নশ্বর বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই তিনের উৎপত্তিও আছে। এই তিনের জন্মমৃত্যু মানিতে গেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শূন্যবাদ স্বীকার করিতে হইল। যদি এতদ্দোষপরিহারার্থ শেষোক্ত বিকল্প অর্থাৎ প্রধানাদি ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন নহে, এই কল্পই স্বীকার করিব এই প্রকার বল, তাহাতে আমরা বলিতেছি

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

যেষামপ্রকৃতিরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণমীশ্বরোঽভিমতস্তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। যেষাং পুনঃ প্রকৃতিশ্চাধিষ্ঠাতা চোভয়াত্মকং কারণমীশ্বরোঽভিমতস্তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যায়তে। ননু শ্রুতিসমাশ্রয়ণেনাপ্যেবংরূপ এবেশ্বরঃ প্রাক্ নির্দ্ধারিত প্রকৃতিশ্চাধিষ্ঠাতা চেতি, শ্রুত্যনুসারিণী চ স্মৃতিঃ প্রমাণমিতি স্থিতিঃ, তৎ কস্য হেতোরেষ পক্ষঃ প্রত্যাচিখ্যাসিত ইতি উচ্যতে। যদ্যপ্যেবঞ্জাতীয়কোঽংশঃ সমানত্বান্ন বিসম্বাদগোচরো ভবত্যস্তি ত্বংশান্তরং বিসম্বাদস্থানমিত্যতস্তৎ প্রত্যাখ্যানায়ারম্ভঃ। তত্র ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনোজ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বম্। স চতুর্দ্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতি-

---

এবং পূর্ব্বেও বলিয়া রাখিয়াছি যে, প্রধানাদির ইয়ত্তা ঈশ্বরপরিচ্ছেদ্য না হইলে ঈশ্বরের ঈশত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব লোপ করা হয়। এই কারণে তার্কিককল্পিত ঈশ্বরকারণবাদ অসঙ্গত, সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য ॥ ৪১ ॥

যাঁহাদের মতে ঈশ্বর প্রকৃতিকারণ নহেন, কেবল অধিষ্ঠাতা, সুতরাং জগন্নির্ম্মাণে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ তাঁহাদের মত নিরাস করা হইয়াছে। যাঁহাদের মতে ঈশ্বরই প্রকৃতি এবং ঈশ্বরই অধিষ্ঠাতা, সম্প্রতি তাহাদের মত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। অবশ্যই বলিতে পার যে, পূর্ব্বেশ্রুত্যনুসারে এইরূপ ঈশ্বরতত্ত্বই নিশ্চয় করা গিয়াছে। স্মৃতিও শ্রুতির অনুগামিনী, তবে কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার এই প্রকারে ঈশ্বরকারণবাদ নিরাস করিতে আচার্য্যের প্রবৃত্তি হইল? যদ্যপি এই অংশে সমানজাতীয় বলিয়া বিবাদ স্থান নহে, তথাপি অন্য অংশে বিবাদ আছে। সেই নিমিত্ত তাদৃশ মতও নিরাস করা আবশ্যক, সুতরাং এই দ্বিতীয় উদ্যম। ভগবৎভক্তেরা মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারি প্রকার ব্যূহ এই, ১ম বাসুদেব ব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন ব্যূহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ ব্যূহ, এইচারি প্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর; বাসুদেবের অপর নাম পরমাত্মা। সঙ্কর্ষণের অন্যনাম জীব। প্রদ্যুম্নের নামান্তর মন। অনিরুদ্ধের আর একটী নাম অহঙ্কার। এই ব্যূহচতুষ্টয়

স্থিতো বাসুদেবব্যূহরূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহরূপেণাঽনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ বাসুদেবো নামপরমাত্মোচ্যতে, সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ, অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তমিত্থম্ভূতং ভগবন্তমভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈর্ব্বর্ষশতমিষ্ট্বা ক্ষীণক্লেশো ভগবন্তমেব প্রতিপদ্যত ইতি। তত্র যত্তাবদুচ্যতে যোঽসৌ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে। "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনোঽনেকধা ভাবস্যাধিগতত্বাৎ যদপি তস্য ভগবতোঽভিগমনাদিলক্ষণমারাধনমজস্রমনন্যচিত্ততয়াঽভিপ্রেয়তে তদপি ন প্রতিষিধ্যতে শ্রুতিস্মৃত্যোরীশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। যৎ পুনরিদমুচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণ উৎপদ্যতে সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ। ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞস্য জীবস্যো-

---

মধ্যে বাসুদেবব্যূহই পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সঙ্কর্ষন, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সেই পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘ কাল ভগবৎগৃহগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয়, পুন্যশরীরী হইয়া পরাপ্রকৃতি ভগবানকে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনা আপনি অনেক প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান্ তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত মতের ঐ অংশ এতৎ সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। কেননা, পরমাত্মা একপ্রকার হন, বহু প্রকারও হন, ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহু ভাবে অবস্থিতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া অভিগমনাদিরূপ আরাধনায় তৎপর হইবে, এই অংশও আমাদের শিরোধার্য্য। কেন না, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষৎ, ইতিহাস, উপপুরাণ, সংহিতা, তাপনী, এবং পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানের বিধান আছে। সুতরাং এতদংশও শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মনীষিভগবৎভক্ত পরমভাগবতেরা যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

ৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, ততশ্চ নৈবাস্য ভগবৎপ্রাপ্তির্মোক্ষং স্যাৎ, কারণপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতে চাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং 'নাত্মা-শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ' [অ০ ২। পা০ ৩। সূ০ ১৭] ইতি। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনা ॥ ৪২ ॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতশ্চাসঙ্গতৈষাং কল্পনা, যস্মান্ন হি লোকে কর্ত্তুর্দ্দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বাদ্যুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ কর্ত্তুর্জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকমুৎপদ্যতে কর্ত্তৃজাচ্চ তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত ইতি। ন চৈতদ্দৃষ্টান্তমন্তরেণাধ্যবসাতুং শক্নুমঃ। ন চৈবম্ভূতাং শ্রুতিমুপলভামহে ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ এই :— অনিত্যত্বাদিদোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেবসংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারেনা। কারণ-বিনাশে কার্য্যবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য়পাদের "নাত্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন। উৎপত্তিনিষেধপ্রমুখ নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব ভাগবতের এই কল্পনা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা ভাগবতেরাই বিবেচনা করিবেন ॥ ৪২ ॥

এতাদৃশ কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার প্রতি হেত্বন্তরও আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদিকরণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ ভাগবতেরা বর্ণনা করেন, সঙ্কর্ষণ নামক কর্ত্তা জীব, প্রদ্যুম্ন নামক করণ মন জন্মবান্। আবার সেই কর্ত্তৃজন্মা প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয় ভাগবতগণের এই কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকা[রে] গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতি বাক্যও পা[ও]য়া যায় না ॥ ৪৩ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪॥

অথাপি স্যাম চৈতে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাদিভাবেনাভিপ্রেয়ন্তে, কিং তর্হি, ঈশ্বরা এবৈতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিরৈশ্বর্য্যধর্ম্মৈরন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে, বাসুদেবা এবৈতে সর্ব্বে নির্দ্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চেতি, তস্মান্নায়ং যথাবর্ণিত উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতীতি, অত্রোচ্যতে। এবমপি তদপ্রতিষেধউৎপত্ত্যসম্ভবস্যাপ্রতিষেধঃপ্রাপ্নোত্যেব। অয়মুৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রকারান্তরেণেত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্। যদি তাবদয়মভিপ্রায়ঃ পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তুল্যধর্ম্মাণো নৈষামেকাত্মকত্বমস্তীতি, ততোঽনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যং, একেনৈবেশ্বরেণেশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ। সিদ্ধান্তহানিশ্চ ভগবানেকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যভ্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায় একস্যৈব ভগবত এতে চত্বারো ব্যূহাস্তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এবোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্য, অতিশয়াভাবাৎ।

ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, প্রোক্তসঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন। তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠিত, নিরবদ্য। সুতরাং, তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না। অন্য প্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন। অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে, অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। অপিচ, ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি দোষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চতুর্ব্ব্যূহ ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ পরিহার করা যায় না। কেননা, কোনওরূপ আতিশয্য না থাকায়

ভবিতব্যং হি কার্য্যকারণয়োরতিশয়েন যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভির্বাসুদেবাদিষেকৈকস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃকশ্চিদ্ভেদোঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্‌ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যায়ামেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্‌ব্যূহত্বাবগমাৎ॥ ৪৪॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ॥ ৪৫॥

বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্বকল্পনাদিলক্ষণঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ, আত্মান এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাৎ। বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা

বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারেনা। কার্য্যকারণ মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদিতারতম্যকৃত ভেদ মানেননা, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব বলিয়া মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবৎব্যূহ, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে॥ ৪৪॥

ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণগুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনও প্রকারে সম্ভাব্য নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য, তেজঃ এই সকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা এবং ভগবান্ বাসুদেব। আরও দেখ, তাঁহাদিগের শাস্ত্রে বেদনিন্দাও আছে। "শাণ্ডিল্য মহর্ষি চারিবেদে পরমপুরুষার্থ শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই ভক্তিশাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি এই সকল বেদনিন্দক মত সজ্জনগণ

শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্ ইত্যাদিবেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনেতি সিদ্ধম্॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥ ০॥

গ্রহণে অভিলাষী কিনা তাহা চৈতন্যভগবৎভক্ত বৈষ্ণব মহাত্মাগণই বিচার পূর্ব্বক স্থির করিবেন॥ ৪৫॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

বেদান্তেষু তত্র তত্র ভিন্নপ্রস্থানা উৎপত্তিশ্রুতয় উপলভ্যন্তে। কেচিদাকাশস্যোৎপত্তিমামনন্তি কেচিন্ন। তথা কেচিদ্বায়োরুৎপত্তিমামনন্তি কেচিন্ন। এবং জীবস্য প্রাণানাঞ্চ। এবমেব ক্রমাদিদ্বারকোঽপি বিপ্রতিষেধঃ শ্রুত্যন্তরেষূপলক্ষ্যতে। "শ্রুতিবিপ্রতিষেধাচ্চ পরপক্ষাণামনপেক্ষত্বং খ্যাপিতং তদ্বৎ স্বপক্ষস্যা"পি শ্রুতিবিপ্রতিষেধাদেবানপেক্ষিত্বমাশঙ্ক্যেত্যেতঃ সর্ব্ববেদান্তগতসৃষ্টিশ্রুত্যর্থনির্ম্মলত্বায় পরঃ প্রপঞ্চ আরভ্যতে। তদর্থনির্ম্মলত্বে চ ফলং যথোক্তাশঙ্কানিবৃত্তিরেব। তত্র প্রথমং তাবদাকাশমাশ্রিত্য চিন্ত্যতে কিমস্যাকাশস্যোৎপত্তিরস্ত্যুত নাস্তীতি।

বেদান্ত মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উৎপত্তি প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। কোনও কোনও শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি আছে, এইরূপ শুনা যায়। আবার কোনও কোনও শ্রুতি আকাশের উৎপত্তি কীর্ত্তন করেন না। বায়ুর উৎপত্তিসম্বন্ধিনী নানা শ্রুতি পঠিত হইয়াছে। কোনও শ্রুতি বায়ুর উৎপত্তি স্বীকার করেন না। জীব এবং প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ বিবদমানা নানা শ্রুতি দেখা যায়। ইহাদের সৃষ্টিক্রমবিধায়িনী এবং সংখ্যাবিধায়িকা নানা শ্রুতি পরিপঠিত হইয়াছে। কোনও শ্রুতিতে প্রথম আকাশের উৎপত্তি, তৎপর তেজের সৃষ্টি, কোনও শ্রুতিতে আদৌ তেজের সৃষ্টি, তদনন্তর আকাশোৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপর কথা, কোনও শ্রুতি প্রাণ সাতটী নির্দ্দেশ করেন এবং কোনও শ্রুতি ততোধিক প্রাণ স্বীকার করেন। এখন বিচার্য্য কথা এই যে, যেমন বিরুদ্ধ দোষদুষ্ট বলিয়া পর পর মত অগ্রাহ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ বেদান্ত বাক্যগুলিও পরস্পর বিরোধি এবং ব্যাহত বলিয়া উপেক্ষনীয় না হইবে কেন? সৃষ্টি শ্রুতিপ্রোক্তপ্রকারে শঙ্কাস্থান বলিয়াই বেদান্তস্থ সমুদায় সৃষ্টিবোধকাশ্রুত্যর্থ নির্ম্মলীকরণার্থই দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ আরম্ভ ব

তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে, ন বিয়দশ্রুতেরিতি। ন খল্বাকাশমুৎপদ্যতে। কস্মাৎ অশ্রুতেঃ। ন হ্যস্যোৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণমস্তি। ছান্দোগ্যে হি 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং' ইতি সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্মপ্রকৃত্য 'তদৈক্ষত তত্তেজোঽসৃজত' ইতি চ পঞ্চানাং মহাভূতানাং মধ্যমং তেজ আদিং কৃত্বা ত্রয়াণাং তেজোঽবন্নানামুৎপত্তিঃ শ্রাব্যতে। শ্রুতিশ্চ নঃ প্রমাণমতীন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞানোৎপত্তৌ। ন চাত্র শ্রুতিরস্ত্যাকাশস্যোৎপত্তিপ্রতিপাদিনী। তস্মান্নাকাশস্যোৎপত্তিরিতি ॥ ১ ॥

অস্তি তু ॥ ২ ॥

তুশব্দঃপক্ষান্তরপরিগ্রহে। মা নামাকাশস্য ছান্দোগ্যেঽভূদুৎপত্তিঃ শ্রুত্যন্তরে

যাইতেছে। সেই সকল সৃষ্টিবাক্যের অর্থ নির্ম্মল করিবার ফল বা প্রয়োজন প্রদর্শিত প্রকার আশঙ্কার নিবৃত্তি। প্রথমতঃ আকাশের সৃষ্টি আছে কি না, তাহার বিচার করা হইতেছে। বিচারের অঙ্গ পূর্ব্বপক্ষ।

"বিষয়ো বিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষ স্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেধিকরণং স্মৃতং ॥

মীমাংসকেরা অধিকরণের চারিটী অঙ্গস্বীকার করেন,—বিষয়, অবিষয়, পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত। কোনও নৈয়ায়িক অধিকরণের ৪ টী অঙ্গ, কোনও তার্কিক পাঁচটী অঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে, সেই সমস্ত বিস্তার করা গেল না। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে প্রথমতঃ দেখা যায় যে, আকাশ উৎপন্ন হয় নাই। অনুৎপন্নের প্রতি হেতু তদ্বোধক শ্রুত্যভাব। ছান্দোগ্যউপনিষৎ বলিতেছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র অদ্বিতীয় এক সৎই ছিলেন। ঐই প্রকারে সৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া, তিনি আলোচনা করিলেন এবং তৎপর, তেজের সৃষ্টি করিলেন, এইরূপে পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে মধ্যম ভূত তেজকে প্রথম বলিয়া তদনন্তর জলের ও পৃথিব্যাদির উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াগোচর পদার্থের প্রমিতি বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ. কিন্তু আকাশের উৎপত্তি বিষয়িকাশ্রুতি দেখা যায় না। যেহেতু, আকাশোৎপত্তিবোধিকাশ্রুতি নাই, সেই হেতু আকাশ অনুৎপন্ন পদার্থ ॥ ১ ॥

শ্রুতি। তৈত্তিরীয়কাঃ সমামনন্তি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি প্রকৃত্য 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইতি। ততশ্চ শ্রুত্যোর্বিপ্রতিষেধঃ—কচিত্তেজঃপ্রমুখা সৃষ্টিঃ কচিদাকাশপ্রমুখেতি। নম্বেকবাক্যতাঽনয়োঃ শ্রুত্যো র্যুক্তা। সত্যং সা যুক্তা ন তু সাবগন্তুং শক্যতে। কুতঃ। তত্তেজোঽসৃজতেতি সকৃচ্ছ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়েন সম্বন্ধানুপপত্তেঃ 'তত্তেজোঽসৃজত, তদাকাশমসৃজত' ইতি। নন্বু সকৃচ্ছ্রুতস্যাপি কর্ত্তুঃ কর্ত্তব্যদ্বয়েন সম্বন্ধো দৃশ্যতে। যথা স সূপং পক্ত্বৌদনং পচতীতি, এবং তদাকাশং সৃষ্ট্বা তত্তেজোঽসৃজতেতি যোজয়িষ্যামঃ। নৈবং যুজ্যতে। প্রথমজত্বং হি ছান্দোগ্যে তেজসোঽবগম্যতে, তৈত্তিরীয়কে চাকা-

---

"অস্তিতু ইতি" এই সূত্রের তু শব্দ পক্ষান্তর সূচনা করিতেছে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশের উৎপত্তি অভিহিত না হইলেও, অন্য শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দরূপী, তৈত্তিরীয়শ্রুতি এই প্রকারে ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্রুতিতে তেজই প্রথম সৃষ্ট, অন্যশ্রুতিতে প্রথম আকাশের সৃষ্টি, এইরূপ কথিত হওয়ায় তদুভয় শ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদিনী হইতেছে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদিনী বলিয়া তাহা অপ্রমাণ। এইস্থলে কেহ সমীকরণমানসে বলিতে পারেন যে, শ্রুতিদ্বয়ের একবাক্যতা করিবার যখন রীতি আছে এবং তাহাতেই বিরোধ পরীহার হয়, তখন তাহাই করা সঙ্গত। বাস্তবিক একবাক্যতা করাই উচিত। কিন্তু প্রদর্শিত স্থলে একবাক্যতা করিবার সুযোগ নাই। যেহেতু এখানে একবাক্যতার বোধক কোনও গ্রাহক নাই। পরমাত্মা ব্রহ্ম আকাশ ও তেজ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ হইলে উক্ত দুই বাক্য এক বা একার্থবোধক হইতে পারে। কিন্তু তাহা এখানে সম্ভবপর নহে, কেননা; তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, এই বাক্যস্থ তৎশব্দপ্রতিপাদ্য স্রষ্টার সহিত সৃজনীয় আকাশের এবং তেজের সম্বন্ধ ঘটনা হয়না। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, এককালে সম্বন্ধ না হয় না হউক, তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু ক্রমিক সম্বন্ধ হইতে আপত্তি কি? যেমন লোকসকল বলিয়া থাকে যে, তিনি সূপপাক করিয়া অন্নপাক করিতেছেন, সেইরূপ তিনি

শস্য ন চোভয়োঃ প্রথমজত্বং সম্ভবতি। এতেনেতরশ্রুত্যন্তরবিরোধোঽপি ব্যাখ্যাতঃ 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত, ইত্যত্রাপি তস্মাদাকাশঃ সম্ভূতস্তস্মাত্তেজঃ সম্ভূতমিতি সকৃতচ্ছ তস্যাপাদানস্য সম্ভবনস্য চ বিয়ত্তেজোভ্যাং যুগপৎ সম্বন্ধানু-পপত্তেঃ। বায়োরগ্নিরিতি চ পৃথগাম্নানাৎ। অস্মিন্‌ বিপ্রতিষেধে কশ্চিদাহ ॥ ২॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

নাস্তি বিয়দুৎপত্তিরশ্রুতেরেব। যা ত্বিতরা বিয়দুৎপত্তিবাদিনী শ্রুতিরুদাহৃতা সা গৌণী ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ। অসম্ভবাৎ। ন হ্যাকাশস্যোৎপত্তিঃ সম্ভা-

---

আকাশ সৃষ্টি করিয়া তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রয়োগ সেইরূপ, এই প্রকার বলাও অযুক্ত। কেন অযুক্ত, ছান্দোগ্য শ্রুতি তেজকে প্রথম, এবং তৈত্তরীয় শ্রুতি প্রথম আকাশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অবশ্যই উভ-য়ের প্রথম হওয়া অসম্ভব। অন্যান্য শ্রুতিবিরোধও এই প্রকারে অপরি-হার্য্য। সেই এই আত্মা ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, এই শ্রুতির আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, এইপ্রকার অর্থ করা যায় না। কেননা, অপাদানের একবারমাত্র উল্লেখ আছে। সুতরাং, তাঁহার সহিত যুগ-পৎ উভয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধঘটনা করা যাইতে পারে না।

বায়ু হইতে অগ্নির সৃষ্টি, এইরূপ পৃথক্ শ্রুতিও আছে। ইত্যাদি রূপ শ্রুতি বিরোধসমাধানার্থ কেহ কেহ উত্তর করেন যে, যেহেতু বেদবাক্যে আকাশের উৎপত্তিবিষয়িণী শ্রুতি নাই, সেইহেতু আকাশ অনুৎপন্ন পদার্থ। যে একটী উৎপত্তিবাদিকা শ্রুতি তৈত্তরীয় উপনিষদে শুনা যায়, তাহার উৎপত্তি অর্থ মুখ্য নহে, কিন্তু তাহা গৌণ। অসম্ভব বলিয়াই গৌণী অর্থ করিতে হইবে। শ্রীমৎ কণভক্ষক মহর্ষিমতানুসারিগণ বাঁচিয়া থাকিলে কেহই আকা-শের উৎপত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন না। কণাদশিষ্যগণ কারণ-কূটের অভাব দেখাইয়া আকাশের উৎপত্তি নিবারণ করিয়াছেন। কণাদ-দিগের অভীপ্সিত উৎপত্তিনিয়ামকা প্রক্রিয়া এইরূপ। যাবতীয় জন্যবস্তু সমবায়ী, অসমবায়ী, এবং নিমিত্ত, এই ত্রিবিধ কারণ আশ্রয় লাভ করিয়া জন্মে। তুল্যজাতীয় বহুদ্রব্যই দ্রব্যোৎপত্তির সমবায়ী কারণ, যেমন ঘটের

বয়িতুং শক্যা শ্রীমৎকণভুগভিপ্রায়ানুসারিষু জীবৎসু। তে হি কারণ-সামগ্র্যসম্ভবাদাকাশস্যোৎপত্তিং বারয়ন্তি। সমবায্যসমবায়িনিমিত্তকারণেভ্যো হি কিল সর্ব্বমুৎপদ্যমানং সমুৎপদ্যতে। দ্রব্যস্য চৈকজাতীয়মনেকঞ্চ দ্রব্যং সমবায়িকারণং ভবতি। ন চাকাশস্যৈক জাতীয়কমনেকঞ্চ দ্রব্যমারম্ভকমস্তি যস্মিন্ সমবায়িকারণে সত্যসমবায়িকারণে চ তৎসংযোগ আকাশ উৎপদ্যেত। তদভাবাত্তু তদনুগ্রহপ্রবৃত্তং নিমিত্তকারণং দূরাপেতমেবাকাশস্য ভবতি। উৎপত্তিমতাঞ্চ তেজঃপ্রভৃতীনাং পূর্ব্বোত্তরকালয়োর্ব্বিশেষঃ সম্ভাব্যতে প্রাগুৎপত্তেঃ

সমবায়ী কারণ কপাল ও কপালিকা। আকাশ জন্মাইতে পারে এইরূপ আকাশজাতীয় দ্রব্যান্তর নাই। সুতরাং আকাশের সমবায়ী কারণ না থাকায় আকাশ অনুৎপন্ন। যাহার উৎপত্তি নাই তাহাই নিত্য, সুতরাং উৎপত্তিবিহীন বলিয়া আকাশ নিত্য। দ্রব্যোৎপত্তির অসমবায়ী কারণ সংযোগ, সমবায়ী দ্রব্য না থাকায় তাহারও অভাব আছে। ঘটকপালিকার সংযোগ অসমবায়ী কারণ। যদি সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ থাকে, তাহা হইলে নিমিত্তকারণের প্রয়োজন হয়। ঘটোৎপত্তির প্রতি নিমিত্তকারণ দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র ও কুম্ভকারাদি। যখন সমবায়ী ও অসমবায়ী এই দুই প্রধান কারণের অভাব, তখন যে তাহার নিমিত্তকারণের অভাব আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। যথা শ্রুত্যর্থ এই যে, যে কারণত্রয়ের অথবা কারণ-কূটের অভাবে দ্রব্যোৎপত্তি হইতে পারে না সেই সমস্ত কারণ না থাকায় আকাশের উৎপত্তি নাই, আকাশ জন্যপদার্থ নহে; ইহা নিত্য। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, উৎপত্তিমান তেজঃপ্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে একরূপ থাকে, কিন্তু উৎপত্তির পরে অন্যরূপ হয়। একটী দৃষ্টান্তোপন্যাস পূর্ব্বক কথাটা বুঝান যাইতেছে। তেজ যখন অনুৎপন্নাবস্থায় থাকে তখন তাহার অন্ধকার নাশ বা প্রকাশক্ষমতা উপলব্ধি হয় না। তেজ উৎপন্ন হইলেই এই সকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু আকাশ সম্বন্ধে তদ্বৎ বিশেষ কেহ দেখাইতে বা অনুভব করাইতে পারেন নাই। যখন আকাশ ছিল না, (অর্থাৎ আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বে), তখন কি অনাকাশ অসুষির ও অচ্ছিদ্র ছিল? ইহা কেহই মনে স্থান দিতে পারিবেন না। ইহার

প্রকাশনাদিকার্য্যং নবভূব পশ্চাচ্চ ভবতীত্যাকাশস্য পুনর্ন পূর্ব্বোত্তরকালয়োর্ব্বি-শেষঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যতে। কিং হি প্রাগুৎপত্তেরনবকাশমশুষিরমচ্ছিদ্রং বভূবেতি শক্যতেঽধ্যবসাতুম্। পৃথিব্যাদিবৈধর্ম্ম্যাচ্চ বিভুত্বাদি লক্ষণাদাকাশস্যাজত্বসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্ যথা লোক আকাশং কুরু, আকাশো জাত, ইত্যেবঞ্জাতীয়কো গৌণঃ প্রয়োগো ভবতি, যথা চ ঘটাকাশঃ করকাকাশো গৃহাকাশ ইত্যেকস্যাপ্যা-কাশস্যৈবঞ্জাতীয়কো ভেদব্যপদেশো ভবতি, বেদেঽপি 'আরণ্যানাকাশেষালভেরন্' ইতি, এবমুৎপত্তিশ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা ॥ ৩ ॥

শব্দাচ্চ ॥ ৪ ॥

শব্দঃ খল্বপ্যাকাশস্যাজত্বং খ্যাপয়তি। যত আহ 'বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতম্' ইতি। ন হ্যমৃতস্যোৎপত্তিরুপপদ্যতে। 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' ইতি

রা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, জন্যবস্তু মাত্রেরই একটী প্রাগ্ভাব থাকে। যাহার প্রাগ্ভাব নাই, তাহার উৎপত্তিও নাই। আকাশের প্রাগ্ভাব নাই, সুতরাং আকাশ জন্য নহে অর্থাৎ আকাশের উৎ-পত্তি নাই। অতএব, আত্মবৎ আকাশ প্রাগ্ভাববর্জ্জিত। (অনুৎপৎস্যমান পদার্থেরও প্রাগভাব কেহ কেহ স্বীকার করেন। "ইদন্তু অনুৎপৎস্যমান-স্যাপি প্রাগভাবোঽস্তি" ইতি মতাবলম্বনে নাভিহিতমিতি শ্রীকৃষ্ণঃ)। আকাশে পৃথিব্যাদি জন্যপদার্থের ধর্ম্ম নাই এবং ইয়ত্তাও নাই, সুতরাং আকাশবিভু সর্ব্বব্যাপী। ইত্যাদি হেতুবাদ দ্বারা আকাশের জন্মভাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব লোকমধ্যে যেমন আকাশ কর, ফাঁক কর ইত্যাদি গৌণ প্রয়োগ হয় অথবা যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি নানারূপ ভেদব্যপদেশ হয়, তেমনি বেদমধ্যেও আকাশে আরণ্যজীব বধকর, অথবা স্পর্শকর, ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় আকাশের উৎপত্তি গৌণীরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

শব্দও আকাশের অনুৎপত্তিখ্যাপন করিতেছেন। শ্রুতি যথা:— বায়ু ও অন্তরীক্ষ ইহারা অমৃত। অমৃতের উৎপত্তি নাই। আত্মার ন্যায় আকাশ সর্ব্বগত এবং নিত্য। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও নিত্যত্ব আকাশের সহিত উপ-

চ (শব্দঃ) আকাশেন ব্রহ্ম সর্ব্বগতত্বনিত্যত্বাভ্যাং ধর্ম্মাভ্যামুপমিমান আকাশস্যাপি তৌ ধর্ম্মৌ সূচয়তি। ন চ তাদৃশস্যোৎপত্তিরুপপদ্যতে। স যথা-নন্তোঽয়মাকাশ এবমনন্ত আত্মা বেদিতব্য ইতি চোদাহরণম্। আকাশশরীরং ব্রহ্ম আকাশ আত্মেতি চ। ন হ্যাকাশস্যোৎপত্তিমত্ত্বে ব্রহ্মণস্তেন বিশেষণং সম্ভবতি নীলেনেবোৎপলস্য। তস্মান্নিত্যমেবাকাশেন সাধারণং ব্রহ্মেতি গম্যতে ॥ ৪ ॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৫ ॥

ইদং পদোত্তরং সূত্রম্। স্যাদেতৎ। কথং পুনরেকস্য সম্ভূতশব্দস্য 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যস্মিন্নধিকারে পরেষু তেজঃপ্রভৃতিষ্বনুবর্ত্তমানস্য মুখ্যত্বং সম্ভবতি, আকাশে চ গৌণত্বমিতি। অত উত্তরমুচ্যতে। স্যাচ্চৈকস্যাপি সম্ভূতশব্দস্য বিষয়বিশেষবশাদ্গৌণো মুখ্যশ্চ প্রয়োগো ব্রহ্মশব্দবৎ। যথৈকস্যাপি

মিত হওয়ায় আকাশেরও এই ধর্ম্মদ্বয় থাকা সূচিত হইয়াছে। যাহা সর্ব্বব্যাপী এবং যাহা নিত্য, তাহার উৎপত্তির উপপত্তি হয় না। যেমন এই আকাশ অনন্ত, সেইরূপ এই আত্মাও অনন্ত, ব্রহ্মের শরীর আকাশ, এবং ব্রহ্মের আত্মাও আকাশ; এই শ্রুতিদ্বয়ও উদাহরণ হইতে পারে। যদি আকাশের উৎপত্তি থাকিবে, তবে আকাশ ব্রহ্মের বিশেষণ হইল কিরূপে? নীল যেমন উৎপলের বিশেষণ, আকাশও সেইরূপ ব্রহ্মের বিশেষণ। আকাশ-বিশেষণ দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয় যে, নিত্যতা ব্রহ্মের ও আকাশে সমান। ৪॥

এইটী পদোত্তর সূত্র। সূত্রটী শব্দঘটিত আশঙ্কার প্রত্যুত্তরবিধায়ক আশঙ্কার কারণ এই যে, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এ বাক্যস্থিত একটী মাত্র উৎপত্তিবোধক সম্ভূত শব্দ পশ্চাৎ কথিত তেজঃপ্রভৃতিতে অনুগমন করিয়া মুখ্যার্থ বলিবেন, কিন্তু আকাশবিষয়ে গৌণ থাকিবেক, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, একবার প্রযুক্ত সম্ভূত শব্দে গৌণ, মুখ্য দ্বিবিধ অর্থ বিষয়ভেদে এবং শব্দব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যেমন একই ব্রহ্ম শব্দ, "তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম, তপস্যাব্রহ্ম" এতদুপলক্ষিত প্রকা

ব্রহ্মশব্দস্য "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্ম" ইত্যস্মিন্নধিকারেঽন্নাদিষু গৌণঃ প্রয়োগ আনন্দে চ মুখ্যঃ, যথা চ তপসি ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনে ব্রহ্মশব্দো ভক্ত্যা প্রযুজ্যতে, অঞ্জসা তু বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি, তদ্বৎ। কথং পুনরনুৎপত্তৌ নভসঃ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে। ননু নভসা দ্বিতীয়েন সদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি কথঞ্চ ব্রহ্মণি বিদিতে সর্ব্বং বিদিতং স্যাদিতি। তদুচ্যতে। একমেবেতি তাবৎ স্বকার্য্যাপেক্ষয়োপপদ্যতে। যথা লোকে কশ্চিৎ কুম্ভকারকুলে পূর্ব্বেদ্যুর্মৃদ্দণ্ডচক্রাদীনি চোপলভ্যাপরেদ্যুশ্চ নানাবিধান্যমত্রাণি প্রসারিতান্যুপলভ্য ব্রূয়াৎ মৃদেবৈকাকিনী পূর্ব্বেদ্যুরাসীদিতি। ন চ তস্যাবধারণয়া মৃৎকার্য্যজাতমেব পূর্ব্বেদ্যু-

---

অন্নাদিতে ও ব্রহ্মজ্ঞানোপায় তপস্যায় গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বিজ্ঞেয় ব্রহ্মেই মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয়, এই সম্ভূত শব্দও সেইরূপ জানিবে।

এই স্থানে আরও একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, আকাশের যদি উৎপত্তি না থাকে অর্থাৎ আকাশ নিত্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে, একমেবাদ্বিতীয়ং এই প্রতিজ্ঞা কি প্রকারে অক্ষুন্ন রাখা যাইবে? ব্রহ্ম বিদিত হইলে সমস্তই জানা গেল, এই প্রতিজ্ঞাই বা কি প্রকারে অব্যাহত থাকিবে? নিত্য আকাশ মান্য করায় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলা হয় এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে আকাশের জ্ঞান দূরে অবস্থান করে। কথিত বিষয়টা এইপ্রকারে সমাধান করা যাইতে পারে। একই, এই কথাটা স্বকীয় কার্য্য অপেক্ষা প্রযুক্ত। এই প্রকার প্রয়োগ অসঙ্গত নহে, বাস্তবিক ইহা সুসঙ্গতই। একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বিষয়টা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যেমন কোনও পুরুষ কুম্ভকারগৃহে পূর্ব্বদিবস দণ্ড, চক্র এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি দেখিল; পর দিবস তৎগৃহে ভাণ্ডাদি প্রসারিত দেখিয়া সে বলিল, কাল্ কেবল মৃত্তিকাই ছিল। তাহার এই সাবধারণ বাক্যের ভাণ্ডাদি মৃৎকার্য্য ছিল না, এই অর্থই অভিপ্রেত। দণ্ডচক্রাদি ছিল না, এই অর্থই অভিপ্রেত নহে। সেইরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বাক্যের কার্য্যভূত জগৎ না থাকাই অভিপ্রেত, ইহাই অবধারণ করিবে। অপিচ, এই অদ্বিতীয় শ্রুতি অন্য অধিষ্ঠাতা থাকা নিষেধ করিয়াছেন। দেখা যায় বটে যে, ভাণ্ডাদি কার্য্যের প্রকৃতি মৃত্তিকা, তাহার অধিষ্ঠাতা কুম্ভকার, কিন্তু জগৎপ্রকৃতি ব্রহ্মের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও লোকদৃষ্টানুযায়ী অধিষ্ঠাতা নাই, ইহাও

নাসীদিত্যভিপ্রেয়াং ন দণ্ডচক্রাদি তদ্বৎ। অদ্বিতীয়শ্রুতিরধিষ্ঠাত্রন্তরং বারয়তি যথা মৃদোঽমত্রপ্রকৃতেঃ কুম্ভকারোঽধিষ্ঠাতা দৃশ্যতে নৈবং ব্রহ্মণো জগৎপ্রকৃতেরন্যোঽধিষ্ঠাতাস্তীতি। ন চ নভসাঽপি দ্বিতীয়েন সদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম প্রসজ্যতে। লক্ষণান্যত্বনিমিত্তং হি নানাত্বম্। ন চ প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মনভসোর্লক্ষণান্যত্বমস্তি। ক্ষীরোদকয়োরিব সংসৃষ্টয়োর্ব্যাপিত্বামূর্ত্তত্বাদিধর্ম্মসামান্যাৎ। সর্গকালে তু ব্রহ্ম জগদুৎপাদয়িতুং যততে স্তিমিতমিতরত্তিষ্ঠতি তেনান্যত্বমবসীয়তে। যথাচাকাশশরীরং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽপি ব্রহ্মাকাশয়োরভেদোপচারসিদ্ধিঃ। অত এব চ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধিঃ। অপি চ সর্ব্বং কার্য্যমুৎপদ্যমানমাকাশেনাব্যতিরিক্তদেশকালমেবোৎপদ্যতে ব্রহ্মণা চাব্যতিরিক্তদেশকালমেবাকাশং ভবতি, ইত্যতো

এই শ্রুতির অভিপ্রেত। অপিচ, আকাশ থাকিলেও তদ্দ্বারা ব্রহ্ম সদ্বিতীয় হইবে না; কেননা, ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত পদার্থান্তর থাকিলেই নানা পদার্থ থাকা স্বীকৃত হইতে পারে। উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ ও ব্রহ্ম সমলক্ষণ, সুতরাং তাহা নানাত্বের প্রযোজক নহে। যেমন দুগ্ধ ও জল পরস্পর পরিমিশ্রিত থাকিলে তদুভয়ের ব্যাপিত্বাদি ধর্ম্ম সমান বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, কখনও প্রভেদ দেখা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম ও কার্য্য (আকাশাদি) পরস্পরবিমিশ্র বলিয়া উভয়ের ধর্ম্মই সমান বলিয়া অনুভূত হয়। এইমাত্র প্রভেদ যে, ব্রহ্ম জগৎ উৎপাদনার্থ যত্নবান, কিন্তু আকাশ তৎকালে স্তিমিত থাকে। এই মাত্র প্রভেদের দ্বারাই ব্রহ্ম হইতে আকাশের ভিন্নতা প্রমাণিত হয়। ব্রহ্ম আকাশশরীর, ইত্যাদি প্রাগুক্ত শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত আকাশের অভেদ উপচার কথিত আছে। সুতরাং ব্রহ্ম বিদিত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্তই জানা গেল ইত্যাদি প্রাগুক্ত শ্রুত্যর্থও অসঙ্গত হইল না। অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবার কোনও বাধা নাই। আরও একটুক সূক্ষ্ম বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিতে বিষয়টা অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝিতে পারা যায়। জন্যপদার্থ মাত্রই অর্থাৎ যাহা কিছু জন্মিয়াছে, অথবা জন্মিতেছে, কিম্বা পরে জন্মিবে, সমস্তই আকাশের দেশ কালাদির অব্যতিরিক্ত এবং আকাশ আবার ব্রহ্মের দেশকালাদির অব্যতিরিক্ত যেহেতু অব্যতিরিক্ত বা অপৃথক্ সেই হেতু ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোৎপন্ন পদার্থ বিজ্ঞাত হইলে তৎসঙ্গে তৎসঙ্গে আকাশেরও অবগতি হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে

ব্রহ্মণা তৎকার্য্যেণ চ বিজ্ঞাতেন সহ বিজ্ঞাতমেবাকাশং ভবতি। যথা ক্ষীরপূর্ণে ঘটে কতিচিদব্বিন্দবঃ প্রক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ ক্ষীরগ্রহণেনৈব গৃহীতা ভবন্তি। ন হি ক্ষীরগ্রহণাদবিন্দুগ্রহণং পরিশিষ্যতে। এবং ব্রহ্মণা তৎকার্য্যৈশ্চাব্যতিরিক্তদেশ-কালত্বাৎ গৃহীতমেব ব্রহ্মগ্রহণেন নভো ভবতি। তস্মাদ্ভাক্তং নভসঃ 'সম্ভবশ্রবণ-মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ ॥ ৫ ॥

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৬ ॥

'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্' ইতি 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্' ইতি 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' ইতি 'ন কাচন সন্থহির্ধাবিদ্যাস্তী'তি চৈবংরূপা প্রতি

পারে যেমন, দুগ্ধপূর্ণ কলসে কতিপয় জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে, তাদৃশ দুগ্ধের জ্ঞানে তদন্তর্গত জলবিন্দুর জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে জন্মে, কলসস্থ দুগ্ধের জ্ঞান হইলে জলবিন্দু গুলি পৃথক্ থাকিল, এইরূপ প্রতীতি হয় না। সেইরূপ আকাশও ব্রহ্মের এবং ব্রহ্মোৎপন্ন পদার্থের সহিত অভিন্ন দেশকালতা হেতু ব্রহ্মাবগতির সঙ্গে অবগতি হইয়া থাকে। আকাশ তখন জ্ঞানের বিষয় হইতে অবশিষ্ট থাকে না। অতএব কোনও কোনও শ্রুতিতে যে আকাশের উৎপত্তি শুনা যায়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ, ইহা মুখ্যার্থ নহে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমাধানার্থ আচার্য্য পূর্ব্বপক্ষের উত্তরপ্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে :—(এইটীও পূর্ব্বপক্ষব্যঞ্জক সূত্র)। ৫ ॥

যাহা শুনিলে অশ্রুতও শ্রুত হয়, যাহা মনোগোচর হইলে অমনোযোগের বস্তুও মনোগোচরীকৃত হয়, যাহা অবিজ্ঞাত তাহাও বিজ্ঞাত হয়। আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, ও মত হইলে এই সমস্তই বিদিত হয়। হে ভগবন্! কোন্ বস্তু বিজ্ঞাত হইলে জগৎ বিজ্ঞাত হয়? প্রত্যেক বেদান্তে এইরূপ প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হয়। এই প্রকার প্রতিজ্ঞার হানি বা বাধা হয় না, যদি এই সকল বিজ্ঞেয় ব্রহ্মের অব্যতিরেক হয়, ব্যতিরেক হইলে অবশ্যই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার হানি হইবেক। অব্যতিরেক জ্ঞান জন্মিতে বা হইতে পারে, যদি সমস্ত বস্তু এক ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্র যে কার্য্যকার-

বেদান্তং প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞায়তে। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়া এবমহানিরনুপরোধঃ স্যাৎ যদ্যব্যতিরেকঃ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য বিজ্ঞেয়াদ্‌ব্রহ্মণঃ স্যাৎ। ব্যতিরেকে হি সতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞায়ত ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স চাব্যতিরেক এবমুপপদ্যতে যদি কৃৎস্নং বস্তুজাতমেকস্মাদ্‌ব্রহ্মণ উৎপদ্যেত। শব্দেভ্যশ্চ প্রকৃতিবিকারাব্যতিরেকন্যায়েনৈব প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরবগম্যতে। তথা হি যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় মৃদাদিদৃষ্টান্তৈঃ কার্য্যকারণাভেদপ্রতিপাদনপরৈঃ প্রতিজ্ঞৈষা সমর্থ্যতে তৎসাধনায়ৈব চোত্তরে শব্দাঃ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত তত্তেজোঽসৃজত' ইতি, এবং কার্য্যজাতং ব্রহ্মণঃ প্রদর্শ্যাব্যতিরেকং প্রদর্শয়ন্তি 'ঐত-

---

ণের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বারাও এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্র, যাহার শ্রবণে অশ্রুত ও শ্রুত হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যকারণের অভেদপ্রতিপাদক মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞার সমর্থন করিয়াছেন; এবং তাহারই পোষকতায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল সৎস্বরূপ ছিল, তাহা এক, এবং দ্বিতীয়রহিত, সেই সৎ আলোচনা করিয়া তিনিই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, ইত্যাদিপ্রকার বাক্য বলিয়াছেন। অপিচ, প্রদর্শিতক্রমে এই সকলের ব্রহ্মোদ্ভবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রহ্মোৎপন্ন জগতের সহিত ব্রহ্মের অব্যতিরেক, এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক; এতদ্বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত পর্য্যন্ত একটী সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, আকাশ যদি ব্রহ্মোৎপন্ন না হন, তাহা হইলে, ব্রহ্মের জ্ঞানে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার হানি হইল। প্রতিজ্ঞাহানি স্বীকার করিয়া বেদকে অপ্রমাণ করা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার নহে। প্রমাণভূত প্রত্যেক বেদের শিরোভাগে সেই সেই শব্দ সেই সেই দৃষ্টান্ত উল্লেখকরতঃ সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জানাইয়াছেন। এই সমস্তই আত্মা, সম্মুখে যে কিছু সমস্ত দেখ সমস্তই ব্রহ্ম ইত্যাদি। সুতরাং স্থিরীকৃত হইল যে, তেজের ন্যায় আকাশও উৎপন্ন, অনুৎপন্ন নহে। উক্তঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, শ্রুতি আকাশের উৎপত্তি কীর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং আকাশ উৎপন্ন পদার্থ নহে, ইহা অন্যায়; কেননা, ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি কীর্ত্তন না হইলেও তৈত্তিরীয়

দাত্মামিদং সর্ব্বম্' ইত্যারভ্যা প্রপাঠকসমাপ্তেঃ। তদ্‌যদ্যাকাশং ন ব্রহ্মকার্য্যং স্যাৎ ন ব্রহ্মণি বিজ্ঞাত আকাশং বিজ্ঞায়েত। ততশ্চ প্রতিজ্ঞাহানিঃ স্যাৎ। ন চ প্রতিজ্ঞাহান্যা বেদস্যাপ্রামাণ্যং যুক্তং কর্ত্তুম্। তথা চ প্রতি বেদান্তং তে তে শব্দান্তেন তেন দৃষ্টান্তেন তামেব প্রতিজ্ঞাং জ্ঞাপয়ন্তি 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা', 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্" ইত্যেবমাদয়ঃ। তস্মাজ্জ্বলনাদিবদেবগগনমপ্যুৎপদ্যতে। যদুক্তমশ্রুতেন' বিষয়দুৎপদ্যত ইতি, তদযুক্তম্। বিয়দুৎপত্তিবিষয়শ্রুত্যন্তরস্য দর্শিতত্বাৎ 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইতি। সত্যং দর্শিতং, বিরুদ্ধন্তু তত্তেজোঽসৃজত' ইত্যনেন শ্রুত্যন্তরেণ নৈকবাক্যত্বাৎ সর্ব্বশ্রুতীনাং ভবত্যেকবাক্যত্বমবিরুদ্ধানামিহ তু বিরোধ উক্তঃ। সকৃচ্ছ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়সম্বন্ধাসম্ভবাৎ দ্বয়োশ্চ প্রথমজত্বাসম্ভবাদ্বিকল্পাসম্ভবাচ্চেতি। নৈষ দোষঃ। তেজঃসর্গস্য তৈত্তিরীয়কে

শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি শুনা যায়। "সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে", যদি প্রশ্ন কর যে, উৎপত্তি প্রদর্শন করান হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন এই শ্রুতির বিরোধী। অবিরুদ্ধ দুই তিন বা ততোধিক বাক্য এক করিয়া অবিরোধ সম্পাদন করা যায় সত্য, কিন্তু উদাহৃতস্থলে কোন বিষয়ের বিরোধ, এবং কেনই বা একবাক্যতা হইতে পারে না, তাহা উক্ত হইয়াছে। উল্লিখিত দুই শ্রুতিতেই মাত্র একবার তৎপদবাচ্য সৃষ্টিকর্ত্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাহার সহিত যুগপৎ দুই স্রষ্টব্যের অন্বয় কি প্রকারে হইবে? অধিকন্তু, উভয়ে বিকল্প বা উভয়েরই প্রাথম্য নিতান্ত অসম্ভব। বিকল্প শব্দের অর্থ, "একার্থতয়া বিবিধং কল্পতে ইতি বিকল্প" অর্থাৎ একার্থকতা প্রযুক্ত বিবিধ প্রকারে কল্পনা করাকে বিকল্প বলে। এই বিকল্প দুইপ্রকার, ব্যবস্থিত বিকল্প ও অব্যবস্থিত বিকল্প। অব্যস্থিত বিকল্পকে ইচ্ছা বিকল্পও বলা যায়। উদাহরণ যথা—"অন্ত্যবসায়িনামন্ন মশ্নীয়াৎ যস্তু কামতঃ। সতু চান্দ্রায়নং কুর্য্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপিবা"। এইস্থলে কামত অন্ত্যাবসায়ীর অন্নভক্ষণে চান্দ্রায়ণ অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহা ব্যবস্থিত বিকল্পে। ঐচ্ছিক বিকল্প যথা—

"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥"

তৃতীয়ত্বশ্রবণাৎ 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিঃ' ইতি। অশক্যা হীয়ং শ্রুতিরন্যথা পরিণেতুং, শক্যা পরিণেতুং ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ, তদাকাশং বায়ুঞ্চসৃষ্ট্বা তত্তেজোঽসৃজতেতি। ন হীয়ং শ্রুতিস্তেজোজনিপ্রধানা সতী শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধামাকাশস্যোৎপত্তিং বারয়িতুং শক্নোতি। একস্য বাক্যস্য ব্যাপারদ্বয়াসম্ভবাৎ। স্রষ্টা ত্বেকোঽপি ক্রমেণাঽনেকং স্রষ্টব্যং সৃজেৎ, ইত্যেকবাক্যত্বকল্পনায়াং সম্ভবন্ত্যাং ন বিরুদ্ধার্থত্বেন শ্রুতির্হাতব্যা। ন চাস্মাভি সকৃচ্ছ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়সম্বন্ধোঽভিপ্রেয়তে, শ্রুত্যন্তরবশেন স্রষ্টব্যান্তরোপসংগ্রহাৎ। যথা চ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্' ইত্যত্র সাক্ষাদেব সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মজত্বং শ্রূয়মাণং ন প্রদেশান্তরবিহিতং তেজঃপ্রমুখমুৎপত্তিক্রমং বারয়তি, এবং তেজসোঽপি ব্রহ্মজত্বং শ্রূয়মাণং ন শ্রুত্যন্তরবিহিতং নভঃপ্রমুখমুৎপত্তিক্রমং বারয়িতুমর্হতি। ননু সমবিধা-

---

এইস্থলে ইচ্ছাবিকল্প। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অথবা পরে হোম করিবেক। এইবিষয়ে প্রধান সিদ্ধান্তী বলেন এখানেও একবাক্যতা হয়। কেননা, তৈত্তরীয় শ্রুতিতে তৃতীয়স্থানে তেজ পঠিত হইয়াছে। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে তেজ উৎপন্ন হইয়াছে", এই শ্রুতির অর্থান্তর নাই। কিন্তু ছান্দোগ্যশ্রুতির অর্থ ভিন্নপ্রকারেও করিতে পার। "তিনি আকাশ ও বায়ু সৃষ্টি করিয়া তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন", এইপ্রকার অর্থও করিতে পারা যায়। ছান্দোগ্যশ্রুতি যখন প্রাধান্যরূপে তেজোজন্মবাদিনী, তখন আর তাহার দ্বারা শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ আকাশোৎপত্তির নিষেধ করিতে পারা যায় না, কারণ একটী বাক্যের দ্বারা আকাশোৎপত্তি কখন নিষেধ এবং তেজোৎপত্তির বিধান করা যাইতে পারে না। যদিও স্রষ্টা একজন, তথাপি তিনি ক্রমে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। এতৎ দৃষ্টান্তে যখন একবাক্য হইবার সম্ভব আছে, তখন বিরুদ্ধার্থতা প্রদর্শন করাইয়া একতরের পরিত্যাগ বা গৌণার্থ পরিকল্পনা করা অসঙ্গত। সকৃদুচ্চরিত স্রষ্টৃশব্দের সহিত স্রষ্টব্যদ্বয়ের অন্বয় করা বিদ্বজ্জনসম্মত নহে। আমরা শ্রুত্যন্তর হইতেও স্রষ্টব্যান্তরের অনুষঙ্গ পূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে পারি। "এই সমস্তই ব্রহ্ম", যেহেতু, এই সমস্তই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে; ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবে, এবং ব্রহ্মে অবস্থিত আছে। এই শ্রুতিতে যেমন যাবৎ বস্তুর

নার্থমেতদ্বাক্যং 'তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত' ইতি শ্রুতৈর্নৈতৎ সৃষ্টিবাক্যং ন তস্মাদেতৎ প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধং ক্রমমনুরোদ্ধুমর্হতি, তত্তেজোঽসৃজতেত্যেতৎসৃষ্টি-বাক্যং তস্মাদত্র যথাশ্রুতিক্রমো গ্রহীতব্য ইতি, নৈত্যুচ্যতে। ন হি তেজপ্রাথম্যানু-রোধেন শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধো বিয়ৎপদার্থঃ পরিত্যক্তব্যো ভবতি পদার্থধর্ম্মত্বাৎ ক্রমস্য। অপি চ তত্তেজোঽসৃজতেতি নাত্র ক্রমস্য বাচকঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি, অর্থাত্তু ক্রমো গম্যতে, স চ বায়োরগ্নিরিত্যনেন শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেন ক্রমেণ নিবার্য্যতে। বিকল্পসমুচ্চয়ৌ তু বিয়ত্তেজসোঃ প্রথমজত্ববিষয়াবসম্ভবানভ্যুপগমাভ্যাং নিবা-রিতৌ তস্মান্নাস্তি শ্রুত্যোর্বিপ্রতিষেধঃ অপি চ ছান্দোগ্যে 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি'

সাক্ষাৎব্রহ্মোৎপন্নতা শুনা যায়, অথচ এতৎ দ্বারা শ্রুত্যন্তরবিহিত তেজ-আদিক উৎপত্তিক্রম প্রতিষিদ্ধ হয় না, সেইরূপ তেজের সাক্ষাৎ ব্রহ্মজত্ব শ্রুত হইলেও তাহা শ্রুত্যন্তরবিহিত আকাশাদিক উৎপত্তিক্রমের নিষেধক নহে। যদি বল, শান্তিগুণের বিধানার্থ এই বাক্য অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং, "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" এই শ্রুতি সৃষ্টিবোধকা নহে, প্রত্যুত শান্তি-বিধানপরা; সেই জন্য এই শ্রুতি শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ ক্রমের বোধক হইতে পারেনা। "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এইটীই সৃষ্টিবাক্যের বোধক, সুতরাং এতদ্বাক্যে যদ্রূপ ক্রম আছে, তদ্রূপ ক্রমই গ্রহণীয়। আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা, তেজঃপ্রাথম্যের অনুরোধে শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ আকাশের পরীহার করা অন্যায়। ক্রম পদার্থের ধর্ম্ম, তাহা অপ্রধান; অপ্রধানের অনু-রোধে প্রধানের ত্যাগ অবশ্যই অন্যায়। ইহার অনায্যত্ব পূর্ব্বমীমাংসায় প্রথমপাদের প্রথমাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথা—

"আচান্তেনেত্যমা মাবাস্মৃতি রেষানমাভবেৎ,
বেদং কৃত্বেতি যঃ শ্রৌতক্রমস্তেনবিরুধ্যতে।
আচান্ত্যাদি পদার্থোঽত্র ক্রমধর্ম্মঃ পদার্থগঃ,
ধর্ম্মাস্তু ধর্ম্ম্যপেক্ষিত্বাদবাধাদস্তিমানতা॥"

আরও দেখ, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, এই বাক্যে ক্রমবোধক অর্থাৎ প্রথমেই তেজের সৃষ্টি, কি পদার্থান্তর সৃষ্টির পরে তেজের সৃষ্টি? তদ্বি-চায়ক শব্দ নাই। শব্দ না থাকায় তাহা উহ্য করিয়া লইতে হয়। কিন্তু

ইতোতাং প্রতিজ্ঞাং বাক্যোপক্রমে শ্রুতাং সমর্থয়িতুমসমাম্নাতমপি বিয়দুৎপত্তাবুপ-সংখ্যাতব্যং কিমঙ্গ পুনস্তৈত্তিরীয়কে সমাম্নাতং নভো ন সংগৃহ্যতে। যচ্চোক্তমা-কাশস্য সর্ব্বেণানন্তদেশকালত্বাদ্ব্রহ্মণা তৎকার্য্যৈশ্চ সহ বিদিতমেব তদ্ভবত্যতো ন প্রতিজ্ঞা হীয়তে, ন চৈকমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুতিকোপো ভবতি ক্ষীরোদকবদ্-ব্রহ্মনর্ভসোরব্যতিরেকোপপত্তেরিতি, অত্রোচ্যতে। ন ক্ষীরোদকন্যায়েনেদমেকবি-জ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ নেতব্যম্। মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাদ্ধি প্রকৃতিবিকারন্যায়েনৈবেদং সর্ব্ববিজ্ঞানং নেতব্যমিতি গম্যতে ক্ষীরোদকন্যায়েন চ সর্ব্ববিজ্ঞানং কল্প্যমানং ন

বায়ু হইতে অগ্নি, এইক্রম উৎক্রমের বাধা জন্মায়। আকাশের ও তেজের উৎপত্তিগত বিকল্প ও সমুচ্চয় (একক্রিয়ান্বয়িনাং রাশীনাং যুগপদন্বয়ঃ সমুচ্চয়ঃ) পূর্ব্বেই বিনিবারিত হইয়াছে। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে ছান্দোগ্যশ্রুতি ও তৈত্তরীয় শ্রুতি বিরুদ্ধবাদিনী এরূপ বলা যাইতে পারে না।

অধিক আর কি বলিব, ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রকরণের প্রারম্ভে যাহার শ্রবণে সমস্তই শ্রুত হইয়া থাকে, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা থাকায় তাহার সমর্থনার্থ যখন অমুক্ত আকাশকেও উপসংহৃত করিতে হয়, তখন কি জন্য তৈত্তরীয় শ্রুতি কথিত আকাশের উপসংখ্যান না হইবে? ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মেরও ব্রহ্মোদ্ভব পদার্থের সহিত আকাশের সমদেশতা ও সমকালতা বিধায় ব্রহ্মের জ্ঞানে আকাশের জ্ঞান সিদ্ধ হয়, সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয়না। একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রুতিও বজায় থাকে দুগ্ধোদকের ন্যায় ব্রহ্মাকাশের অভেদও উপপন্ন হয়। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা দুগ্ধোদকের দৃষ্টান্তে সুস্থির হইতে পারে না। শ্রুতি মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সুতরাং ঐ সর্ব্ববিজ্ঞান প্রকৃতি বিকৃতি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুত্যুক্ত সর্ব্ববিজ্ঞানকে ক্ষীরনীরের সমান কল্পনা করিতে গেলে, তাহা কোনও ক্রমে সম্যক্ জ্ঞান হইবেনা। ক্ষীরের সঙ্গে নীর আছে সত্য; কিন্তু তাহা ক্ষীরজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না; দুগ্ধই জ্ঞানের গোচর হয়। জল তাহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিলে তাহা তজ্জ্ঞানের অগোচরে থাকে।

সম্যগ্বিজ্ঞানং স্যাৎ। ন হি ক্ষীরজ্ঞানগৃহীতস্যোদকস্য সম্যগ্বিজ্ঞানগৃহীতত্বমস্তি ন চ বেদস্য পুরুষাণামিব মায়ালীকবঞ্চনাদিভিরর্থাবধারণমুপপদ্যতে। সাবধারণা চেয়মেকমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুতিঃ ক্ষীরোদকন্যায়েন নীয়মানা পীড্যেত। ন চ স্বকার্য্যাপেক্ষয়েদং বস্ত্বেকদেশবিষয়ং সর্ব্ববিজ্ঞানমেকাদ্বিতীয়তাবধারণঞ্চেতি ন্যায্যম্। মৃদাদিষ্বপি হি তৎসম্ভবাৎ ন তদপূর্ব্ববদুপন্যসিতব্যং ভবতি 'শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' ইত্যাদিনা। তস্মাদশেষবস্তুবিষয়মেবেদং সর্ব্ববিজ্ঞানং সর্ব্বস্য ব্রহ্মকার্য্যতাপেক্ষয়োপন্যস্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। যৎপুনরেতদুক্তমসম্ভবাদ্গৌণী গগনস্যোৎপত্তিশ্রুতিরিতি তত্র ব্রূমঃ ॥ ৬ ॥

দুগ্ধের জ্ঞানে অন্তরস্থ জলের জ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান নহে। মানুষের ভ্রমবুদ্ধি আছে, তৎগ্রস্ত হইয়া তাহারা মিথ্যা বাক্য বলে, বঞ্চনাও করে, অযথারূপে অন্যের বোধ জন্মায়, কিন্তু আপ্তবাক্য (ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সা-বিরহিতবাক্য) বেদও কি তাই বলিয়া অনাপ্তবাক্য প্রয়োগ করিবেন? তাহা একান্তই অসম্ভব। সর্ব্বথা দোষরহিত এবং স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যের অর্থ সদোষ পুরুষবাক্যের অর্থের সহিত কখনও কোনও অংশে সমান হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে, একমেবাদ্বিতীয়ং এই সর্ব্বদ্বৈতনিষেধিনীশ্রুতি দুগ্ধোদকের দৃষ্টান্তে নীয়মানা হওয়া সর্ব্বথা অযুক্ত। এই প্রকার পদে পদে বেদের গৌণার্থ কল্পনা করিতে গেলে উহাকে উপন্যাসাদির ন্যায় অপ্রমাণ বা কাল্পনিক বলিয়া বুঝিতে হয়; পরন্তু তাহা ইষ্ট নহে প্রত্যুত অনিষ্ট। এই সর্ব্ব বিজ্ঞান ও অদ্বৈত ঐকদেশিক, বস্তুতত্ত্বের একদেশবিষয়ক, এরূপ বলাও ন্যায়-সঙ্গত নহে। কেন না, এই রূপ সর্ব্ব বিজ্ঞান এবং এবম্ভূত অদ্বৈত আকাশ কেন মৃত্তিকাদি পক্ষেও সম্ভবপর হইতে পারে?

অতএব, হে শ্বেতকেতো! তুমি যে মহামনা ও বিজ্ঞাভিমানী হইতেছে, গুরুকে কি যে জিজ্ঞাস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যাহা শুনিলে অশ্রুতও শ্রুত হয়, ইত্যাদি শ্রুতিকে অদ্ভুতবিন্যাস উপন্যাসের সহিত সমান করা যাইতে পারে না। সেই হেতু এই সর্ব্ব বিজ্ঞান প্রদর্শিত কারণে অশেষ বস্তুবিষয়ক এবং তাহা সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্মোদ্ভবতা বিধায় ঐ রূপেই উপন্যস্ত। আরও একটী কথা এই

যাবদ্বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ৭ ॥

তুশব্দোঽসম্ভবাশঙ্কায়া ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন খল্বাকাশোৎপত্ত্যাবসম্ভবাশঙ্কা কর্ত্তব্যা যতো যাবৎ কিঞ্চিদ্বিকারজাতং দৃশ্যতে ঘটঘটিকোদঞ্চনাদি বা কটককেয়ূরকুণ্ডলাদি বা সূচীনারাচনিস্ত্রিংশাদি বা তাবানেব বিভাগো লোকে লক্ষ্যতে, ন ত্ববিকৃতং কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদ্বিভক্তমুপলভ্যতে। বিভাগশ্চাকাশস্য পৃথিব্যাদিভ্যোঽবগম্যতে, তস্মাৎ সোঽপি বিকারো ভবিতুমর্হতি। এতেন দিক্কালমনঃ পরমাণ্বাদীনাং কার্য্যত্বং ব্যাখ্যাতম্। নন্বাত্মাপ্যাকাশাদিভ্যো বিভক্ত ইতি তস্যাপি কার্য্যত্বং ঘটাদিবৎ প্রাপ্নোতি, ন, আত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি শ্রুতেঃ যদি হ্যাত্মাপি বিকারঃ

যে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, অসম্ভব হেতুই তৈত্তরীয় শ্রুতি পরিপঠিত উৎপত্তি, মুখ্যউৎপত্তি নহে, কিন্তু তাহা গৌণ, তাহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি, সুধীগণ সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুণ ॥ ৬ ॥

সূত্রস্থ তু শব্দ আকাশোৎপত্তিবিষয়ক অসম্ভাবনার নিবারক। সূত্রের অর্থ এই :—আকাশোৎপত্তি বিষয়ে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না, এই সংসারে যে কিছু জন্যপদার্থ—ঘট, ঘটিকা, উদঞ্চন, কটক, কেয়ূর, কুণ্ডল, সূচী, নারাচ, খড়্গ প্রভৃতি সমস্তই বিভক্ত, পৃথক্ রূপে অবস্থিত। অবিকৃত অথচ বিভক্ত, পদার্থান্তর হইতে পৃথক্ এইরূপ দেখাযায় না। আকাশ পৃথিব্যাদি হইতে. বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। যেহেতু বিভক্ত, সেইহেতু তাহাও বিকারী অর্থাৎ উৎপত্তিশীল। অন্যমতের দিক্, কাল, মন, পরমাণু, এবং অন্য অন্য পদার্থও এইপ্রকারে উৎপত্তিমান্ ইহাও এতদ্দ্বারা কীর্ত্তি হইল। আত্মা আকাশাদি হইতে পৃথক্, তদনুসারে আত্মাও জন্মবান্, এইরূ মনে করা সঙ্গত নহে। যেহেতু শ্রুতি আত্মা হইতে আকাশ, ইহাই বলিয়াছে তদতিরিক্ত বলেন নাই, আত্মা যদি জন্য হইত তাহা হইলে অবশ্যই আত্মা পূর্ব্বে অন্য কিছুরও অস্তিত্ব শুনা যাইত। অধিকন্তু, আত্মার উৎপত্তি অঙ্গীক করিলে আকাশাদি সমস্ত পদার্থের নিরাত্মকতা স্বীকার করা হইল, তাহা শূন্যবাদদোষ আগমন করে। শূন্যবাদীর মত যে নিতান্ত অসার ও অলী তাহা বহুপ্রবন্ধের দ্বারা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু আত্মা, সেই হে

স্যাৎ তস্মাৎ পরমন্তম্ম শ্রুতমিত্যাকাশাদি সর্ব্বং কার্য্যং নিরাত্মকমাত্মনঃ কার্য্যত্বে স্যাৎ। তথা চ শূন্যবাদঃ প্রসজ্যেত। আত্মত্বাদেবাত্মনো নিরাকরণাশঙ্কানুপপত্তিঃ। ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ স্বয়ং সিদ্ধত্বাৎ। ন হ্যাত্মাত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি তস্য হি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণান্যসিদ্ধপ্রমেয়সিদ্ধয়ে উপাদীয়ন্তে। ন হ্যাকাশাদয়ং পদার্থাঃ প্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্বয়ংসিদ্ধাঃ কেনচিদভ্যুপগম্যন্তে। আত্মা তু প্রমাণাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি। ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি। আগন্তুকং হি বস্তু নিরাক্রিয়তে ন স্বরূপম্। য এব হি

আত্মা ছিল কিনা? আছে কিনা? ইত্যাদি রূপ আশঙ্কা ও হইতে পারে না। তাহার কারণ এই, আত্মা আগন্তুক নহেন; কাহারও কার্য্য নহে; আত্মা স্বয়ংই প্রসিদ্ধ। আত্মার অস্তিত্ব দ্বারা অন্যের অস্তিত্ব, কিন্তু অন্যের অস্তিত্বে আত্মার অস্তিত্ব নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয় আত্মারই আশ্রিত, আত্মারই অধীন, সেই কারণে আত্মা স্বাশ্রিত প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহেন। অজ্ঞাত প্রমেয়ের প্রসিদ্ধির জন্য আত্মাশ্রিত প্রমাণ সকল উপস্থিত আছে। আকাশাদি পদার্থসমূহ প্রমাণব্যতিরেকে সিদ্ধ হয়, সত্তা পরিস্ফুট হয়, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আত্মা সেইরূপ নহেন। আত্মা প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছেন। প্রমাণাদি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছে। যে আত্মা স্বপ্রকাশ, সর্ব্বজ্ঞানসাক্ষী, সর্ব্বাবভাসক, তাদৃশ আত্মার নিষেধ অসম্ভব; আগন্তুক পদার্থই নিষেধের যোগ্য। যাহা আগন্তুক নহে ও স্বরূপ তাহাকে কেহই নিষেধ করিতে সমর্থ নহেন। যে নিষেধ করে, জ্ঞান জ্ঞেয়ের ভাবাভাব অবধারণ করে, সেই তাহার স্বরূপ। অগ্নি কখন অগ্নির উষ্ণতার নিষেধক হয় না। প্রত্যুত, অগ্নিই অন্যকে নিষেধ করে এবং উষ্মা দ্বারা আপনাকে অন্য হইতে পৃথক্ রাখিতে চায়। অপিচ, আমি জানিতেছি, আমি জানিয়াছিলাম, আমি জানিব, ইত্যাদি উল্লেখ জ্ঞেয়দ্রব্যেরই অন্যথা ভাব ও জ্ঞাতার একরূপতা অবধারণ পূর্ব্বক প্রতীতি জন্মাইয়া, বুঝাইয়া দিতেছে। জ্ঞেয় দ্রব্যেরই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু জ্ঞাতার অন্যথা হয় না। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই সকল কালবাচী শব্দ দ্রব্যের উপরেই ব্যবহৃত হয়; জ্ঞাতার উপর ইহাদের ব্যবহার হয় না। জ্ঞাতা তিন কালেই বিদ্যমান। নিত্য

নিয়াকর্ত্তা তদেব তস্য স্বরূপম্। নহ্যগ্নেরৌষ্ণ্যমগ্নিনা নিয়াক্রিয়তে। তথাঽহমেবেদানীং জানামি বর্ত্তমানং বস্ত্বহমেবাতীতমতীততরঞ্চাজ্ঞাসিষমহমেবানাগতমনাগততরঞ্চ জ্ঞাস্যামীত্যতীতানাগতবর্ত্তমানভাবেনাঽন্যথা ভবত্যপি জ্ঞাতব্যো ন জ্ঞাতুরন্যথাভাবোঽস্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ। তথা ভস্মীভবত্যপি দেহে নাত্মন উচ্ছেদো বর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ। অন্যথাস্বভাবত্বং বা ন সম্ভাবয়িতুং শক্যম্। এবমপ্রত্যাখ্যেয়স্বভাবত্বাদেবাকার্য্যত্বমাত্মনঃ কার্য্যত্বঞ্চাকাশস্য। যত্তূক্তং সমানজাতীয়মনেককারণদ্রব্যং ব্যোম্নো নাস্তীতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে। ন তাবৎ সমানজাতীয়মেবারভতে ন ভিন্নজাতীয়মিতি নিয়মোঽস্তি। ন হি তন্তুনাং তৎসংযোগানাঞ্চ

বিদ্যমানতাই তাঁহার স্বভাব। সেই জন্যই দেহ ভস্মসাৎ হইলেও আত্মার উচ্ছেদ বা ক্ষতি হয়না। আত্মা অন্যবিধ স্বভাবসম্পন্ন, ইহা স্থাপন করাত বহুদূরের কথা,—এই প্রকার কেহ সম্ভব বলিয়াও বিবেচনা করিবেন কি না সন্দেহ!

অতএব আকাশই জন্য, আত্মা নিত্য, এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহই নাই। উক্ত প্রবন্ধের তাৎপর্য্য এই যে, যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব নিশ্চিত থাকে তাদৃশ জ্ঞান স্ববিষয়ক পদার্থের সাধক হয়। ঘট দেখিলাম কি না, এইরূপ সংশয় হইলে, দেখি নাই, এইরূপ নিশ্চয় স্থলে ঘটরূপের নিশ্চয় দূরপরাহত থাকে। অতএব জ্ঞানসত্তা নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী, কিন্তু জ্ঞানসত্তা নিশ্চয়ই আপনা আপনি হয় না; জ্ঞানান্তরের দ্বারাও হয় না। কাজেই মানিতে হয়, জ্ঞানসত্তা নিশ্চয় সাক্ষীর অর্থাৎ আত্মচৈতন্য দ্বারাই হয়। সেই মূলস্থানীয় সাক্ষী স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্বসাধক। এই বিষয়টী অল্প কথায় বলিতে হইলে এইরূপ বলা যায় যে, প্রত্যেক জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং যে সেই সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা সে-ই সাক্ষী। ইহা জানিলাম, তাহা জানা হইল, এইরূপে যে জ্ঞানকে জানে সে-ই সাক্ষী। এবং সেই সাক্ষী আগন্তুক নহে; অহ নিত্যোদিত। এই নিত্যোদিত পদার্থই চৈতন্য বা আত্মা।

পূর্ব্বে যে আরও একটী আপত্তি হইয়াছিল যে, আকাশজাতীয় বহু কারণদ্রব্য না থাকায় আকাশোৎপত্তি হইতে পারে না; ইহা নিতান্ত ভ্রান্তবুদ্ধির কথা। সমান জাতীয় বস্তুই বস্তন্তর আরম্ভ করিবেক, জন্মাইবে, অসমানজাতীয়

সমানজাতীয়ত্বমস্তি দ্রব্যগুণত্বাভ্যুপগমাৎ । ন চ নিমিত্তকারণানামপি তুরীবেমাদীনাং সমানজাতীয়ত্বনিয়মোঽস্তি । স্যাদেতৎ । সমবায়িকারণবিষয় এব সমানজাতীয়ত্বাভ্যুপগমো ন কারণান্তরবিষয় ইতি, তদপ্যনৈকান্তিকম্ । সূত্রগোবালৈর্হ্যনেকজাতীয়ৈরেকা রজ্জুঃ সৃজ্যমানা দৃশ্যতে । তথা সূত্রৈরূর্ণাদিভিশ্চ বিচিত্রান্ কম্বলান্ বিতন্বতে । সত্ত্বদ্রব্যত্বাদ্যপেক্ষয়া বা সমানজাতীয়ত্বে কল্প্যমানে নিয়মানর্থক্যং সর্ব্বস্য সর্ব্বেণ সমানজাতীয়কত্বাৎ । নাপ্যনেকমেবারভতে নৈকমিতি নিয়মোঽস্তি । অণুমনসোরাদ্যকর্ম্মারম্ভাভ্যুপগমাৎ । একৈকো হি পরমাণুর্মনশ্চাদ্যং স্বকর্ম্মারভতে ন দ্রব্যান্তরৈঃ সংহত্যেত্যভ্যুপগম্যতে । দ্রব্যারম্ভ এবানেকারম্ভকত্বনিয়ম ইতি চেৎ,ন,পরিনামাভ্যুপগমাৎ । ভবেদেষ নিয়মো যদি সংযোগ-

---

বস্তু জন্মাইতে পারে না, এমন নিয়ম নাই। তোমাদের মতেও সূত্র ও সূত্রের সংযোগ সমান জাতীয় নহে। কেননা, তোমরা সূত্রকে দ্রব্য এবং সংযোগকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। তুরী ও বেমা প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ সমূহও সমজাতীয় নহে। অতএব, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, হে নৈয়ায়িক নন্দন! সমজাতীয় বহু কারণদ্রব্য ব্যতীত কার্য্যদ্রব্য জন্মে না, এই প্রতিজ্ঞার কি কোনও উপায় করিয়াছ? সমবায়ি কারণ বিষয়েই এই প্রতিজ্ঞার নিয়ম; নিমিত্ত ও অসমবায়ী কারণ বিষয়ে সাজাত্য থাকিবার নিয়ম নাই। এই প্রকার বলিলেও তাহা একেবারে শেষ বলা হইল না। কারণ, সূত্রও গোলোম এই দুই বিভিন্ন দ্রব্যে এক রজ্জু জন্মে এবং সূত্রও ঊর্ণার দ্বারাও এক কম্বল জন্মে। যদি বল দ্রব্যগত সাজাত্য আছেই, আমরা বলি, তদ্বৎ সাজাত্যের জন্য অনুসন্ধান করার কোনও প্রয়োজন নাই। এই প্রকার সাজাত্য সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তাহার জন্য মাথার ঘাম আর পায়ে ফেলাইতে হইবে না। সকলের সহিত সকলের সেরূপ সাজাত্য থাকায় ঐ নিয়মোক্তি বৃথা। অনেকগুলি কারণদ্রব্য একত্রিত হইয়া এক দ্রব্য জন্মায়। একটী মাত্র দ্রব্য কোনও কিছু জন্মাইতে পারে না। এমন নিয়ম স্বীকার্য্য নহে। কেন না, বাদী পরমাণুর ও মনের আদিম কর্ম্ম মানেন। তাহারা বলেন, পরমাণুতে ও মনে যে প্রথম ক্রিয়া জন্মে, তাহাতে দ্রব্যান্তরের সহায়তা থাকে না। অনেক এক জন্মায়, এই নিয়ম দ্রব্যোৎপত্তি পক্ষে;

সচিবং দ্রব্যং দ্রব্যান্তরস্যারম্ভকমভ্যুপগম্যেত। তদেব তু দ্রব্যং বিশেষবদবস্থান্তরমাপদ্যমানং কার্য্যং নামাভ্যুপগম্যতে তচ্চ ক্বচিদনেকং পরিণমতে মৃদ্বীজাদ্যঙ্কুরাদিভাবেন ক্বচিদেকং পরিণমতে ক্ষীরাদিদধ্যাদিভাবেন নেশ্বরশাসনমস্ত্যনেকমেব কারণং কার্য্যং জনয়তীতি। অতঃশ্রুতিপ্রামাণ্যাদেকস্মাদ্-ব্রহ্মণ আকাশাদিমহাভূতোৎপত্তিক্রমেণ জগজ্জাতমিতি নিশ্চীয়তে। তথাচোক্তং 'উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি' [শা০ সূ০২।১।২৪] ইতি। যচ্চোক্তমাকাশস্যোৎপত্তৌ ন পূর্ব্বোত্তরকালয়োর্বিশেষঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যত ইতি, তদযুক্তম্। যেনৈব হি বিশেষেণ পৃথিব্যাদিভ্যো ব্যতিরিচ্যমানং নভঃ স্বরূপবদিদানীমধ্যবসীয়তে স এব বিশেষঃ প্রাগুৎপত্তের্নাসীদিতি গম্যতে। যথাচ

যার তার উৎপত্তির পক্ষে এই প্রকার নিয়ম স্বীকার্য্য নহে। এই প্রকার আমাদিগকে বলিতে পার না, কেন না, আমরা পরিণাম স্বীকার করি। এই নিয়ম সঙ্গত হইত, রক্ষা পাইত, যদি আমরা সংযোগসহায় দ্রব্যে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিতাম।

আমরা দেখিতেছি, কারণদ্রব্যই অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যনামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং স্থলবিশেষে অনেকের এক পরিণাম, কোনও স্থলে একের একই পরিণাম, দৃষ্ট হইতেছে। মৃত্তিকা, বীজ, জল ইত্যাদি দ্রব্যের একমাত্র অঙ্কুর পরিণাম, এক দুগ্ধের এক দধি পরিণাম; এমন কোন ঐশিক শাসনই দেখিতে পাইনা, অনেক কারণ কার্য্য জন্মাইতে এক কারণ জন্মাইতে পারিবে না। অতএব প্রমাণভূত শ্রুতি দ্বারায় এক ব্রহ্ম হইতে ক্রমিক আকাশাদি মহাভূতের এবং জগতের উৎপত্তি হয়, ইহাই নিশ্চিত। ভগবান্ সূত্রকার ব্যাসদেবও এই বিষয় ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ২৪শ সূত্রে বলিয়াছেন। আকাশোৎপত্তি পক্ষে বাদীর অন্য আপত্তি এই যে, আকাশকে উৎপন্ন পদার্থ বলিতে গেলে পূর্ব্বাপর কালে তাহার বিশেষ থাকে না অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ কি প্রকার ছিল—অসুষির অচ্ছিদ্র ছিল, কি অন্যবিধ ছিল; তাহা বুঝা যায় না। এই আপত্তিও সঙ্গত নহে। যখন পৃথিব্যাদি ছিল না, অথবা কিছুই ছিল না, যে বিশেষ বা যে ধর্ম্ম লইয়া এখন আকাশের স্বরূপ অবধারণ করিতেছি, তখন সেই ধর্ম্মটী ছিল না

ব্রহ্ম ন স্থূলাদিভিঃ পৃথিব্যাদিস্বভাবৈঃ স্বভাববৎ 'অস্থূলমনণ্বি'ত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ,এবমাকাশস্বভাবেনাপি ন স্বভাববদনাকাশমিতি শ্রুতেরবগম্যতে। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনাকাশমচ্ছিদ্রমিতি স্থিতম্। যদপ্যুক্তং পৃথিব্যাদিবৈধর্ম্ম্যাদাকাশস্যাজত্বমিতি, তদপ্যসৎ। শ্রুতিবিরোধে সত্যুৎপত্ত্যসম্ভাবানুমানস্যাভাসত্বোপপত্তেঃ। উৎপত্ত্যনুমানস্য চ দর্শিতত্বাৎ, অনিত্যমাকাশমনিত্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যাদি প্রয়ো-

---

ইহা অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারে। কিছুই ছিল না, অথচ শব্দাশ্রয় আকাশ ছিল, ইহা যদি বুঝিতে পারা যায়, তবে আকাশ ছিল না, ব্রহ্ম ছিলেন, ইহা না বুঝা যাইবে কেন? যেমন তিনি স্থূল নহেন, পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম নহেন, ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্মস্থূলাদি স্বভাব নহে, তেমনি তিনি অনাকাশ, এই শ্রুতি দ্বারা জানা যায়, তিনি আকাশস্বভাবও নহেন। অতএব প্রদর্শিত যুক্তি সমূহের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ না থাকাই নিশ্চয় করা যায়।

আরও যে একটী কথা বলিয়াছ, আকাশ পৃথিব্যাদি বৈলক্ষণ্য হেতু জন্মবান্ নহে। এই উক্তিও সমিচীন নহে। যেহেতু এই উক্তিটা অনুমানঘটিত। শ্রুতিবিরোধী অনুমান অগ্রাহ্য। ইহা যে অনুমানাভাসমাত্র, বাস্তবিক অনুমান নহে, তাহা শ্রুতি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। অনেকে শ্রুতিদ্বারা অনুমানখণ্ডনে পরিতৃপ্তি লাভ করেন না, সেই হেতু অনুমানের দ্বারা অনুমাণের খণ্ডন আবশ্যক বলিয়া উৎপত্ত্যনুমানও দেখান গেল। অনুৎপত্তি অনুমানের বিরুদ্ধে উৎপত্ত্যনুমান থাকায় অনুৎপত্ত্যনুমান সৎ প্রতিপক্ষিত হয়, সুতরাং অনুৎপত্তি অনুমান ফলপ্রদ হয় না। আকাশ অনিত্য। হেতু এই যে, তাহা অনিত্য গুণের আশ্রয়। যাহা যাহা অনিত্য গুণের আশ্রয়, তাহা তাহা অনিত্য, যেমন ঘট; এই প্রকার অনুমানাঙ্গ বাক্য অবাধে বলা যাইতে পারে।

প্রমাণং প্রত্যক্ষানুমানাগমাদি। তচ্চ দ্বিবিধং লৌকিকং অলৌকিকঞ্চ। আদ্যং ঘটবহ্নি স্বর্গাদিবিষয়ং। দ্বিতীয়ং নির্ব্বিশেষাত্মবস্তুতত্ত্ববিষয়ং। তথাহি অহঙ্কারাদিকমাত্মনি সুষুপ্ত্যাদাবদৃষ্টত্বান্মিথ্যেতি। তত্র প্রত্যক্ষং সুপ্তৌ নির্ব্বি-

গমকত্বাচ্চ। ... নানৈকান্তিকমিতি চেৎ, ন, তস্যৌপনিষদং প্রত্যনিত্যগুণা-শ্রয়ত্বাসিদ্ধেঃ। বিভুত্বাদীনামাকাশস্যোৎপত্তিবাদিনং প্রত্যসিদ্ধত্বাৎ। যচ্চোক্তমে-তচ্ছব্দাচ্চেতি তত্রামৃতত্বশ্রুতিস্তাবদ্বিরত্যমৃতা দিবৌকস ইতিবদ্‌দ্রষ্টব্যা। উৎপত্তি-প্রলয়য়োরুপপাদিতত্বাৎ। 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' ইত্যপি প্রসিদ্ধমহত্ত্বে-নাকাশেনোপমানং ক্রিয়তে নিরতিশয়মহত্ত্বায় নাকাশসমত্বায় যথেষুরিব সবিতা ধাব-

---

ব্রহ্মগুণাশ্রয় নহেন, এই জন্য প্রদর্শিত হেতুতে ব্রহ্মের অনিত্যতা সাধন করা যাইতে পারে না। যাহারা আকাশকে উৎপন্ন বলে, তাহাদের নিকট আকাশের বিভুত্বাদির ব্যাঘাত হয়। শ্রুতি যে আকাশকে অবিনাশী বলিয়া-

---

তীত্যুক্তে ক্ষিপ্রগতিত্বমাত্রং প্রতীয়তে। ... শেষত্বং। তথাদ্রষ্টৃদৃশ্যৌ একোপাদানকৌ ভাস্যভাসকত্বাৎ শ্রোত্রশব্দবৎ। ভাস্যভাসকৌচ দৃশ্যদ্রষ্টারৌ তস্মাদেকোপাদানকৌ যৌ ন তথাতৌ নৈকোপাদা-নকৌ যথাশব্দঘ্রাণাবিতি ব্যতিরেকতোবা সাধ্যসিদ্ধৌ সত্যাং উপাদানোপাদে-য়য়োরভেদাদ্দৃঙ্‌মাত্রং বস্তুতত্ত্বমিতি সিধ্যতি। অনুমানাদপ্যাত্মনো নির্ব্বিশেষত্বং। ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি দৃশিবিশেষদর্শনানুভবস্য ঘটাকাশাদিবদৌপাধিকত্বাৎ। তথা আগমোহপ্যাত্মনো নির্ব্বিশেষত্বে প্রসিদ্ধঃ। অস্থূলমনণু নির্গুণং নিষ্ক্রিয়া-মিত্যাদিঃ। নন্বনুমানবলাৎ চন্দ্রপ্রাদেশিকত্ব প্রত্যক্ষং যজমান প্রস্তরঃ ইত্যাদিরাগমশ্চ শিথিলীক্রিয়তে। অনুমানমপি নরশিরঃ কপালং শুচি প্রাণ্য-ঙ্গত্বাৎ শঙ্খবৎ ইত্যাদিকং নারং স্পৃষ্টাস্থিসস্নেহং সবাসাজলমাবিশেদিত্যাগমেন। তথাচ সর্ব্বমপিপ্রমাণং সদোষমত স্তত্র কুতানিশ্চয়ত্বং দূরাপেতং। ইতিবের-পঞ্চাবয়ব যুক্তস্য বাক্যস্য তত্র সন্দেহনিরাসকত্বাৎ। তত্র পরং বোধয়িতুং প্রবৃত্তস্য অনুমানবাক্যে প্রতিজ্ঞাদয়ঃ পঞ্চাবয়বাঃ। তত্রপর্ব্বতো বহ্নিমান্ ইতি প্রতিজ্ঞা। ধূমাদিতিহেতুঃ। যথা মহানস ইতি দৃষ্টান্ত উদাহরণং। ধূমবাং-শ্চায়ং ইত্যুপনয়ঃ। তস্মাৎ বহ্নিমান ইতি নিগমনং। অস্মিন্ বাক্যে অনু-কূলতর্কঃ। যদি বহ্নিমান্ ন স্যাৎ তর্হি ধূমবানপি ন স্যাৎ। প্রতিকূলতর্কঃ হ্রদোবহ্নিমান্ ইত্যাদাবিবাশ্রয়া সিদ্ধিঃ। অনুমানং প্রত্যক্ষাগমৌ শিথিলী করোতি। ব্রীহিষবয়াদৌ শুচিত্বাশুচিত্ববিভাগস্তু শাস্ত্রৈকগম্যাতাং তত্রানুকূল তর্কাভাবাৎ এবানুমানবাধকোনত্বাগমইতি স্থিতং। তথাচ লৌকিকে প্রমাণাধি কারিণে অপরং কর্ম্মকাণ্ডমেবনিভজ্যতে। ইত্যন্যস্তেতরদিতিদিক্।

তীতি ক্ষিপ্রগতিত্বাদোচ্যতে নেষুতুল্যগতিত্বায় তদ্বৎ। এতেনামন্তত্বোপমানশ্রুতির্ব্যাখ্যাতা। জ্যায়ানাকাশাদিত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আকাশস্যোনপরিমাণত্বসিদ্ধিঃ। ন তস্য প্রতিমাস্তীতি চ ব্রহ্মণোঽনুপমানত্বং দর্শয়তি। অতোঽন্যদার্ত্তম্, ইতি চ ব্রহ্মণোঽন্যেষামাকাশাদীনামার্ত্তত্বং দর্শয়তি। তপসি ব্রহ্মশব্দবৎ অকাশস্য জন্মশ্রুতের্গৌণত্বমিত্যেতদাকাশসম্ভবশ্রুত্যনুমানাভ্যাং পরিহৃতম্। তস্মাদ্ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

অতিদেশোঽয়ম্। এতেন বিয়দ্ব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বাপি বিয়দাশ্রয়ো বায়ুর্ব্যা-

---

ছেন, তাহা দেবতারা অমর, এই প্রয়োগের তুল্য অর্থাৎ আপেক্ষিক। যে হেতু, আকাশের উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই নির্ণীত আছে। ব্রহ্ম আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য, এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম আকাশের সহিত তুলিত হইয়াছেন। কিন্তু সেই তুলনা আকাশের মহত্ত্বব্যঞ্জক নহে, তাহা ব্রহ্মেরই মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছে। যেমন, লোকে শীঘ্র বুঝিবার নিমিত্ত বলিয়া থাকে যে, সূর্য্য তীরের ন্যায় ছুটিতেছেন, সেইরূপ শ্রুতিও নিরতিশয় মহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী; নিত্যতা ও অসীমতার তুলনাও এই প্রকার জানিতে হইবে। ব্রহ্ম আকাশেরও বড়, এই শ্রুতি দ্বারা আকাশের ব্রহ্মাপেক্ষা ন্যূনপরিমাণতা সিদ্ধ হয়। তাঁহার উপমা নাই, এই শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে, কেহই ব্রহ্মের সদৃশ বা সমান নহে। ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই নশ্বর জানিও। এই শ্রুতিও আকাশাদি পদার্থের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া দিতেছে।

শ্রুতিতে যে, আকাশ উৎপন্ন হইল, এইরূপ প্রয়োগ আছে, তাহা মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। তপোব্রহ্ম, প্রয়োগের ন্যায় গৌণ, সেই হেতু উৎপত্ত্যর্থ মুখ্য নহে। এই কথা উৎপত্তিবাদিনী তৈত্তিরীয় শ্রুতির ও অনুমানের দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে। প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আকাশ ব্রহ্মোৎপন্ন, অনুৎপন্ন নহে ॥ ৭ ॥

আকাশোৎপত্তি ব্যাখ্যা করাতে বায়ুর উৎপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ

খ্যাতঃ। তত্রাপোতে যথাযোগং পক্ষা রচয়িতব্যাঃ। ন বায়ুরুৎপদ্যতে, ছন্দোগানামুৎপত্তিপ্রকরণেঽনাম্নানাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। অস্তি তু তৈত্তিরীয়াণামুৎপত্তিপ্রকরণ আম্নানং 'আকাশাদ্বায়ু'রিতি পক্ষান্তরম্। ততশ্চ শ্রুত্যোর্বিপ্রতিষেধে সতি গৌণী বায়োরুৎপত্তিশ্রুতিরসম্ভবাদিত্যপরোঽভিপ্রায়ঃ। অসম্ভবশ্চ দর্শিতঃ। 'সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ' ইত্যস্তময়প্রতিষেধাদমৃতত্বাদিশ্রবণাচ্চ। প্রতিজ্ঞানুপরোধাদ্যাবদ্বিকারঞ্চ বিভাগাভ্যুপগমাদুৎপদ্যতে বায়ুরিতি সিদ্ধান্তঃ। অস্তময়প্রতিষেধোঽপরবিদ্যাবিষয় আপেক্ষিকঃ। অগ্ন্যাদীনামিব বায়োরস্তময়াভাবাৎ।

যে রীতিতে আকাশের উৎপত্তি পক্ষে সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, এবং সিদ্ধান্ত করা হইল, সেই রীতিতে বায়ুর উৎপত্তি পক্ষেও সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, নির্ণয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সংযোজিত হইবে। এইটী অতি দেশ সূত্র। *

বায়ুর উৎপত্তিপক্ষে যে প্রকারে বাক্য যোজন করিতে হইবে তাহার আকার এইরূপ :—

বায়ুও উৎপন্ন পদার্থ নহে অর্থাৎ জন্য নহে, কেননা, ছান্দোগ্যোপনিষদে বায়ুর উৎপত্তি কীর্ত্তিত হয় নাই। অন্যপক্ষে বায়ু জন্য পদার্থ অর্থাৎ বায়ুর উৎপত্তি আছে। যেহেতু, তৈত্তরীয় শ্রুতির উৎপত্তিপ্রকরণে বায়ুর উৎপত্তিবোধক শ্রুতি পঠিত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, ইত্যাদি তৈত্তরীয় শ্রুতি। এই প্রকারে উৎপত্তি অনুৎপত্তি উভয় পক্ষ থাকাতেই সংশয় উপস্থিত হইল, সংশয় হওয়াতেই বিবাদভঞ্জনার্থ বিচার আব-

---

* অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ গূঢ় নির্ণয়ং।
নির্দ্দোষং হেতুমৎতথ্যং সূত্রমিত্যুচ্যতেবুধৈঃ॥
সংজ্ঞাচ পরিভাষাচ বিধির্নিয়ম এব চ।
প্রতিষেধোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণং॥
প্রকৃতাৎ কর্ম্মণো যস্মাৎ তৎসমানেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মোঽতিদিশ্যতে যেন সোঽতিদেশ ইতিস্মৃতঃ॥
নিরুব্যাশাকাঃ পক্বাতিদেশাঃ।
নিমিত্তরূপ শাস্ত্র ব্যপদেশ কার্য্যাতিদেশাঃ পঞ্চইত্যর্থঃ॥

কৃতং প্রতিবিধানঞ্চামৃতত্বাদিশ্রবণম্ । নন্থু বায়োরাকাশস্ত চ তুল্যয়োরুৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণাশ্রবণয়োরেকমেবাধিকরণমুভয়বিষয়মস্তু, কিমতিদেশেনাসতি বিশেষ ইতি । উচ্যতে । সত্যমেবমেতৎ, তথাপি, মন্দধিয়াং শব্দমাত্রকৃতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোঽয়মতিদেশঃ ক্রিয়তে । সম্বর্গবিদ্যাদিষু হ্যুপাস্যতয়া বায়োর্মহাভাগত্বশ্রবণাদস্তময়প্রতিষেধাদিভ্যশ্চ ভবতি নিত্যত্বাশঙ্কা কস্যচিদিতি ॥ ৮ ॥

শ্যক বিচারের পূর্ব্বপক্ষ এইপ্রকার। শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধভঞ্জনার্থ বলা আবশ্যক যে, অসম্ভবপ্রযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি গৌণ অর্থাৎ মুখ্য নহে। বায়ুর উৎপত্তির অসম্ভবতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অপিচ, সেই এই অনস্তমিত দেবতা যিনি বায়ু নামে অভিহিত। এই শ্রুতিতে বায়ুর অবিনাশিত্ব এবং শ্রুত্যন্তরে বায়ুর অমরত্ব কথিত আছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হওয়াতে তাহার সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে।

একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা এবং সবিকার পদার্থের বিনাশ এই হেতুদ্বয়ই বায়ুর উৎপত্তিপক্ষ সূচনা করিতেছে। শ্রুতিতে যে বায়ুর অস্তগমন নিষেধ শুনা যায়, তাহা অপরা বিদ্যার উপকারার্থ ও আপেক্ষিক বায়ু অগ্নি অপেক্ষা অল্প অস্তগামী, ইহাই এই শ্রুতির অর্থ। বায়ু অমৃত, এই শ্রুতির অর্থও এইরূপে সঙ্গত হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি কোনও কিছু বিশেষ না থাকে, তবে সৃষ্টিপ্রকরণে বায়ু ও আকাশ উভয়ের উৎপত্তি এবং অনুৎপত্তি কথিত হওয়াতে, উভয় বিষয়ক একটী বিচার করিলেই ভাল হয়। পৃথক্ একটী অতিদেশ বাক্য নিষ্প্রয়োজন। ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু সেই সেই বাক্য শুনিবার পর যদি কোনও অল্পমতি লোকের বায়ুর উৎপত্তি বিষয়ে কোনওরূপ সংশয় হয় তাহা হইলে এই অতিদেশ সূত্র তাহার নিবারক হইবে। সুতরাং এই অতিদেশ সূত্রটীর আবশ্যক আছে, ইহা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে।

ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত সম্বর্গবিদ্যা প্রভৃতিতে বায়ুর উপাস্যতা ও মহাভাগত্ব শ্রবণ, অন্য শ্রুতিতে বায়ুর অস্তগমন নিষেধ, ইত্যাদিকারণে ব্যক্তিবিশেষের মনে বায়ুর নিত্যতাশঙ্কাও হইতে পারে। তাহার নিরাসার্থ সূত্র করা হইল ॥ ৮ ॥

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

বিয়ৎপবনয়োরসম্ভাব্যমানজন্মনোরপ্যুৎপত্তিমুপশ্রুত্য ব্রহ্মণোঽপি ভবেৎ কুতশ্চিদুৎপত্তিরিতি স্যাৎ কস্যচিন্মতিঃ। তথা বিকারেভ্য উত্তরেষাং বিকারাণামুৎপত্তিমুপশ্রুত্যাকাশস্যাপি বিকারাদেব ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিতি কশ্চিন্মন্যেত। তামাশঙ্কামপনেতুমিদং সূত্রমসম্ভবস্ত্বিতি। ন খলু ব্রহ্মণঃ সদাত্মকস্য কুতশ্চিদন্যতঃ সম্ভব উৎপত্তিরাশঙ্কিতব্যা। কস্মাৎ। অনুপপত্তেঃ। সন্মাত্রং হি ব্রহ্ম ন তস্য সন্মাত্রাদেবোৎপত্তিঃ সম্ভবতি। অসত্যতিশয়ে প্রকৃতিবিকারভাবানুপপত্তেঃ। নাপি সদ্বিশেষাৎ দৃষ্টবিপর্য্যয়াৎ। সামান্যাদ্বিশেষা উৎপদ্যমানা দৃশ্যন্তে মৃদাদের্ঘটাদয়ো ন তু বিশেষেভ্যঃ সামান্যম্। নাপ্যসতো নিরাত্মকত্বাৎ ‘কথমসতঃ সজ্জায়েত’ ইতি চাক্ষে-

---

আকাশ এবং বায়ু এই দুইএর উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব হইলেও উভয়েরই উৎপত্তি আছে, এইরূপ সিদ্ধান্তশ্রবণে কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে ব্রহ্মও কোনও কিছু হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। কোনও ব্যক্তি এমনও মনে করিতে পারেন যে, আকাশজাত কোনও এক পদার্থ হইতে অথবা অনির্ব্বচনীয় অন্য কোনও পদার্থ হইতে ব্রহ্মেরও উৎপত্তি হয়। এই প্রকারের উভয়াশঙ্কা অপনোদন করিবার জন্যই "অসম্ভবস্তু" ইত্যাদি সূত্র করা হইল। সূত্রার্থ এই প্রকার,—স্বতঃ অথবা অন্য কিছু হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তির আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। যেহেতু, তাহা একদাই অসম্ভব। ব্রহ্ম কেবল সৎ, কেবল সৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব। কেননা, কার্য্যকারণের সামান্য বিশেষভাব ব্যতীত প্রকৃতিবিকার অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব ঘটিতে পারে না। সৎ বিশেষ হইতেও নহে। কেননা তাহা দৃষ্টবিপরীত; কেহ কখনও তাদৃশ উৎপত্তি দেখেন নাই।

মৃত্তিকাসামান্য হইতেই ঘটবিশেষ জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু তদ্বিপরীত অর্থাৎ ঘট হইতে মৃত্তিকার জন্ম কখনও দেখা যায় না। অসৎ হইতেও নহে। যেহেতু অসৎ নিরাত্মক বা নিঃস্বরূপ অর্থাৎ নিরূপাখ্য, ইহা মিথ্যা অথবা তুচ্ছ। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি পক্ষে কিরূপে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইবে? ইত্যাদি আপত্তি শ্রুতিতেও দেখা যায়। তি

পশ্রবণাৎ। 'স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ' ইতি চ ব্রহ্মণো জনয়িতারং বারয়তি। বিয়ৎপবনয়োঃ পুনরুৎপত্তিঃ প্রদর্শিতা ন তু ব্রহ্মণঃ সাঽস্তীতি বৈষম্যম্। ন চ বিকারেভ্যো বিকারান্তরোৎপত্তিদর্শনাদ্ব্রহ্মণোঽপি বিকারত্বং ভবিতুমর্হতি। মূলপ্রকৃত্যনভ্যুপগমেঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। যা মূলপ্রকৃতিরভ্যুপগম্যতে তদেব চ নো ব্রহ্মেত্যবিরোধঃ ॥ ৯ ॥

তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ॥ ১০ ॥

ছান্দোগ্যে সন্মূলত্বং তেজসঃ শ্রাবিতং, তৈত্তিরীয়কে তু বায়ুমূলত্বম্। তত্র তেজোযোনিং প্রতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাঃ প্রাপ্তং তাবৎ ব্রহ্মযোনি তেজ ইতি। কুতঃ। সদেবেত্যুপক্রম্য তত্তেজোঽসৃজতেত্যুপদেশাৎ,সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াশ্চ

কারণ, জীবের অধিপতি, তাঁহার জনক নাই, তাঁহার অধিপতিও নাই, এই শ্রুতিও ব্রহ্মের জনক না থাকা বলিতেছেন। আকাশের এবং বায়ুর উৎপত্তি শ্রুতি দেখান হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের উৎপত্তি শ্রুতি দেখা যায় না। এক বিকার হইতে অন্য বিকার জন্মে, তাই বলিয়া ব্রহ্ম কাহারও বিকার হইতে পারেন না। যদি তোমরা জগতের স্থিরতর ও নির্দ্দিষ্ট মূল কারণ স্বীকার না কর তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবেক, এই অনবস্থা দোষ পরিহারার্থ যে বস্তুকে তোমরা মূলপ্রকৃতি বলিবে সেই বস্তুই আমরা ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিব। সুতরাং তোমাদের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই ॥ ৯ ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে তেজের সন্মূলত্ব শুনা যায়। আবার তৈত্তরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তেজ বায়ুমূলক। তেজের উৎপত্তি স্থান বিষয়ে এই প্রকার শ্রুতিবিরোধ থাকায় তেজের উৎপত্তি স্থানটী সংশয়িত। সংশয় নিরাসার্থ বিচার আবশ্যক। বিচারের প্রথম পূর্ব্বপক্ষে দেখা যায় ব্রহ্ম হইতেই তেজের উৎপত্তি হইয়াছে। যেহেতু, ছান্দোগ্য সৎই ছিলেন, তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। অপর কথা, সমস্তই যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে। অপিচ, তজ্জলানিত্যাদি শ্রুতিতে তাহাতে জন্মে, তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং

ব্রহ্মপ্রভবত্বে সর্ব্বস্য সম্ভবাৎ; তজ্জলানিতি চাবিশেষশ্রুতেঃ, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি চোপক্রম্য শ্রুত্যন্তরে সর্ব্বস্যাবিশেষেণ ব্রহ্মজত্বোপদেশাৎ। তৈত্তিরীয়কে চ 'স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ' ইত্যবিশেষশ্রবণাৎ। তস্মাদ্বায়োরগ্নিরিতি ক্রমোপদেশো দ্রষ্টব্যো বায়োরনন্তরমগ্নিঃ সম্ভূত ইতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। তেজোঽতো মাতরিশ্বনো জায়ত ইতি। কস্মাৎ। তথাহ্যাহ'বায়োরগ্নি' ইতি। অব্যবহিতে হি তেজসো ব্রহ্মজত্বে সত্যসতি বায়ুজত্বে বায়োরগ্নিরিতীয়ং শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ। নন্ু ক্রমার্থৈষা ভবিষ্যতীত্যুক্তং, নেতি ব্রূমঃ। 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ'ইতি পুরস্তাৎ সম্ভবত্যপাদানস্যাত্মনঃ পঞ্চমীনির্দ্দেশাৎ তস্যৈব চ সম্ভবতেরিহাধিকারাৎ পরস্তাদপি তদধিকারে পৃথিব্যা ঔষধয় ইত্যপাদানে পঞ্চমীদর্শনাৎ বায়োরগ্নিরিত্যপাদানপঞ্চম্যেবৈষেতি গম্যতে। অপি চ

তাহাতেই স্থিতি হয়, এই শ্রুতিতে পদার্থ বিশেষের উল্লেখ না থাকায় কেবল তেজ নহে কিন্তু সমস্তই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, ইহা কীর্ত্তিত হইতেছে। অন্য শ্রুতিতেও এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে ইত্যাদি ক্রমে অবিশেষে সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মজ ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম তপ উপার্জ্জন পূর্ব্বক এই সমস্ত সৃজন করিয়াছেন। এই তৈত্তরীয় শ্রুতিতেও অবিশেষ কথিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বায়ু হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে। এখানে মাত্র ক্রমের উপদেশ আছে। তিনি প্রথমে বায়ু সৃজন করিয়া তেজ সৃজন করিয়াছেন। এই তাৎপর্য্যে ইহা কথিত হইয়াছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রশ্নে উত্তর হইতেছে যে, তেজ বায়ু হইতেই জন্মিয়াছে। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে নহে। কেননা শ্রুতিতে এই প্রকারই শুনা যায়। বায়ু হইতে তেজ, এইশ্রুতি তেজকে বায়ুজ বলিয়াছেন। তেজ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, পবনোৎপন্ন নহে, এইরূপ হইলে বায়ু হইতে অগ্নি, এই শ্রুতির কোনও অর্থই থাকে না। বাদী যে বলিয়াছিলেন, এই শ্রুতি ক্রম প্রতিপাদক। আমরা বলি, এই শ্রুতি ক্রমবিধায়ক হইতে পারে না। একটুক বিবেচনা পূর্ব্বক কথাটা দেখা সঙ্গত। সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে; এই উপক্রম শ্রুতিতে সম্ভব ক্রিয়ার অপাদান আত্মা, তাহাতে তদ্বোধিকা পঞ্চমী বিভক্তি, তৎপরে এই সম্ভব ক্রিয়ার অনুবর্ত্তনে পৃথিবী শব্দেও পৃথিবী হইতে ওষধি সকল অপাদান

বায়োরূর্দ্ধমগ্নিঃ সম্ভূত ইতি কল্প্য উপপদার্থযোগঃ কৢপ্তস্তু কারকার্থযোগো বায়োরগ্নিঃ সম্ভূত ইতি। তস্মাদেষা শ্রুতির্ব্বায়ুযোনিত্বং তেজসোঽবগময়তি। নন্বিতরাপি শ্রুতির্ব্রহ্মযোনিত্বং তেজসোঽবগময়তি তত্তেজোঽসৃজতেতি। ন। তস্যাঃ পারম্পর্য্যজত্বেঽপ্যবিরোধাৎ। যদাপি হ্যাকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা বায়ুভাবাপন্নং ব্রহ্ম তেজোঽসৃজতেতি কল্প্যতে তদাপি ব্রহ্মজত্বং তেজসো ন বিরুধ্যতে। যথা তস্যাঃ শৃতং তস্যা দধি তস্যা আমিক্ষেত্যাদি। দর্শয়তি চ ব্রহ্মণো বিকারাত্মনাবস্থানং 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি। তথা চেশ্বরস্মরণং ভবতি। বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ ইত্যাদ্যনুক্রম্য—ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধা। ইতি। যদ্যপি বুদ্ধ্যাদয়ঃ স্বকারণেভ্যঃ প্রত্যক্ষং ভবন্তো দৃশ্যন্তে তথাপি সর্ব্বস্য

পঞ্চমী, সুতরাং তদধিকারস্থ বা তদনুবর্ত্তিত 'বায়োরগ্নি' এই শ্রুতিস্থ বায়ু শব্দেও অপাদানপঞ্চমী, ইহা সহজই বুঝা যায়। এই পঞ্চমী বিভক্তির অপাদানার্থ ভঙ্গ করিয়া ক্রমার্থ গ্রহণ করিতে গেলে, বায়ুর সৃষ্টির পরে অগ্নির সৃষ্টি, এই প্রকার অর্থ করিলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু কল্পনা এবং কৢপ্ত অত্যন্ত ভিন্ন। কৢপ্তার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকিলে কল্পিতার্থের গ্রহণ হইতেই পারে না। সেই জন্য বলিতে হয়, বায়োরগ্নি, এই শ্রুতি তেজের বায়ুপ্রভবতাই বুঝাইতেছে। ক্রমবিধায়ক নহে। যদি বল, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, এই শ্রুতি তেজের সাক্ষাৎ ব্রহ্মোৎপন্নতা বুঝাইবে, আমরা বলি তাহাও হয় না। এই প্রকার কল্পিতার্থ না করিলেও এই শ্রুতির কোনও অপমান করা হয় না। কেননা, ব্রহ্ম বায়ুভাব ধারণ পূর্ব্বক তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রকার অর্থ এই শ্রুতির বিরুদ্ধার্থ নহে। আকাশও বায়ুর সৃষ্টির পর বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ অর্থও অবিরুদ্ধ। যেমন লোকে বলিয়া থাকে গাভীর দুগ্ধ, তাহার দধি এবং তাহারই আমিক্ষা। ব্রহ্মের বিকার ভাবে অবস্থান, তিনি আপনাকে জগৎরূপী করিয়াছেন, ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই অর্থে ভগবৎগীতাও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যথা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অমোহ ইত্যাদি যে কিছু ভূতভাব—জীবধর্ম্ম সমস্তই আমা হইতেই হইয়াছে। বুদ্ধ্যাদি আপন আপন কারণ হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রত্যক্ষ হইলেও সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে সমস্তই ঈশ্বরজ। এই

তাবজ্জাতত্ব সাক্ষাৎ প্রণাড্যা বা ঈশ্বরবংশত্বাৎ। এতেনাক্রমসৃষ্টিবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো ব্যাখ্যাতাস্তাসাং সর্ব্বথোপপত্তেঃ। ক্রমবৎসৃষ্টিবাদিনীনাস্ত্বন্যথানুপপত্তেঃ। প্রতিজ্ঞাপি সৎবংশত্বমাত্রমপেক্ষতে নাব্যবহিতজন্যত্বমিত্যবিরোধঃ॥ ১০ ॥

আপঃ ॥ ১১ ॥

অতস্তথাহ্যাহেত্যনুবর্ত্ততে। আপোঽতস্তেজসো জায়ন্তে। কস্মাৎ। তথাহ্যাহ 'তদপোঽসৃজত' ইতি 'অগ্নেরাপঃ' ইতি চ সতি বচনে নাস্তি সংশয়ঃ। তেজসস্তু সৃষ্টিং ব্যাখ্যায় পৃথিব্যা ব্যাখ্যাস্যন্নপোঽন্তরীয়মিত্যাপ ইতি সূত্রয়াম্বভূব॥ ১১ ॥

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যামঃ প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমনেনান্নশব্দেন ব্রীহিযবাদ্যভ্যবহার্য্যং বৌদনাদ্যুচ্যতে কিং বা

বিচার দ্বারা অক্রমবাদিনী শ্রুতিও বিচারিত হইল, ইহা বুঝিতে হইবেক। যে সকল শ্রুতিতে ক্রমের উল্লেখ নাই, কেবল মাত্র অমুক অমুক হইল, এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতি অক্রমবাদিনী। অক্রমবাদিনী শ্রুতির অর্থ যে সে প্রকারে সমর্থিত হইতে পারে; কিন্তু ক্রমবাদিনী শ্রুতি যে সে প্রকারে সাধিত বা বাধিত হইতে পারে না। একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়ার প্রতিজ্ঞাতেও সাধারণতঃ ব্রহ্মোৎপন্নতা মাত্রের নিমিত্ততা আছে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মোৎপন্নতার অপেক্ষা নাই॥ ১০ ॥

তেজ হইতে জন্মিয়াছে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রের এই অংশ এখানেও সংযোজিত হইবে। অর্থ এই :—তেজ হইতে জল জন্মিয়াছে, কেননা, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। যথা, তাহা জল সৃজন করিল। অগ্নি হইতে জল হইয়াছে। এখানেও সুস্পষ্ট শ্রুতি থাকায় জলের তেজোমূলকতা পক্ষে কোনও সংশয় বা বিপ্রতিপত্তি নাই। তেজসৃষ্টি বর্ণনার পর পৃথিবী সৃষ্টি বলিবেন। পঞ্চভূতক্রমের মধ্যে জল সন্নিবিষ্ট থাকায় মধ্যে তাহাও বলা হইল॥ ১১ ॥

সেইজলেরা ভাবিল, আলোচনা করিল, আমরা বহু হইব এবং জন্মিব; অনন্তর তাহারা অন্নের সৃজন করিল, এই একটী শ্রুতি আছে। এই শ্রুতি অন্নশব্দে কোন্ বস্তু বলিয়াছেন? ধান্যাদি বলিয়াছেন? না ওদনাদি খাদ্য-

পৃথিবীতি। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ ব্রীহিযবাদ্যোদনাদি বা পরিগ্রহীতব্যমিতি। তত্র হ্যন্নশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে বাক্যশেষোপেতমর্থমুপোদ্বলয়তি, তস্মাদ্যত্র ক্কচন বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতীতি। ব্রীহিযবাদ্যেব হি সতি বর্ষণে বহু ভবতি ন পৃথিবীতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পৃথিব্যেবেয়মন্নশব্দেনাদ্ভ্যো জায়মানা বিবক্ষ্যত ইতি। কস্মাৎ। অধিকারাৎ রূপাৎ শব্দান্তরাচ্চ। অধিকারস্তাবৎ—তত্তেজোঽসৃজত, তদপোঽসৃজতেতি চ মহাভূতবিষয়ো বর্ত্ততে। তত্র ক্রমপ্রাপ্তাং পৃথিবীং মহাভূতং বিলঙ্ঘ্য নাকস্মাদ্ব্রীহ্যাদিপরিগ্রহো ন্যায্যঃ। তথা রূপমপি বাক্যশেষে পৃথিব্যনুগুণং দৃশ্যতে—যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি। ন হ্যোদনাদেরভ্যবহার্য্যস্য কৃষ্ণত্বনিয়মোঽস্তি নাপি ব্রীহ্যাদীনাম্। নন্থ পৃথিব্যা অপি নৈব কৃষ্ণত্বনিয়মোঽস্তি পয়ঃ-

---

বস্তু বলিয়াছেন? অথবা পৃথিবীকে বলিয়াছেন? প্রথমত পাওয়া যায়, এই অন্নশব্দের অর্থ ধান্যাদি অথবা ওদনাদি। কেননা, লোকমধ্যে সেই সেই অর্থে অন্নশব্দের প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, এই অর্থ উদাহৃত শ্রুতির শেষবাক্যের সহিত সঙ্গতও হয়। উদাহৃত শ্রুতির শেষে যাহা আছে তাহা এই, সেইজন্য যেখানে বর্ষণ, সেইস্থানে ভূয়িষ্ঠ অন্ন হয়। এখন বিবেচনা কর, বর্ষণ হইলে ধান্যাদি দ্রব্যই বহু হয়, কিন্তু পৃথিবী বহু হয়না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পরসিদ্ধান্তার্থ সূত্র করা হইল। সূত্রার্থ এই :—এই জলজন্যা পৃথিবীই এই অন্নশব্দের বিবক্ষিতার্থ, কেননা, অধিকার অর্থাৎ প্রকরণ, রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণাদি বর্ণ এবং শব্দান্তর অর্থাৎ অন্য শ্রুতি, এই তিন কারণে অন্নশব্দের পৃথিবী অর্থ গ্রহনকরা যাইতে পারে। তাহারা অন্নের সৃষ্টি করিল, এই কথাটা তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, জল সৃষ্টি করিলেন, এই অধিকারে কথিত; যেহেতু মহাভূতসৃষ্টি প্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু ক্রমপ্রাপ্ত অর্থাৎ তেজের পর জল, জলের পরে পৃথিবী, এই রূপে প্রাপ্ত পৃথিবীভূত উল্লঙ্ঘন করিয়া অকস্মাৎ ধান্যাদি অর্থ গ্রহণকরা ন্যায্য নহে। অপিচ, বিচার্য্য প্রস্তাবের শেষে, যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এইপ্রকার কথন ও আছে। উক্ত কৃষ্ণরূপ পৃথিবী ব্যতীত আর কাহারও নহে। তজ্জন্য ওদনাদির এবং ধান্যাদির কৃষ্ণরূপ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিয়মিত নহে। যদি বল, পৃথিবীর ও রূপের নিয়ম নাই, কেননা, শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা, লোহিতবর্ণ মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তর, কৃষ্ণরূপই অধিক। শ্বেত, লোহিতরূপ দৃষ্ট

পাণ্ডরস্যাপাময়রোহিতস্য চ ক্ষেত্রস্য দর্শনাৎ। নায়ং দোষো বাহুল্যাপেক্ষত্বাৎ। ভূয়িষ্ঠং হি পৃথিব্যাঃ কৃষ্ণং রূপং ন তথা শ্বেতরোহিতে। পৌরাণিকা অপি পৃথিবীচ্ছায়াং শর্ব্বরীমুপদিশন্তি সা চ কৃষ্ণাভাসেত্যতঃ কৃষ্ণং রূপং পৃথিব্যা ইতি শ্লিষ্যতে। শ্রুত্যন্তরমপি সমানাধিকারমদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি ভবতি, তদ্যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিব্যভবদিতি চ। পৃথিব্যাস্তু ব্রীহ্যাদেরুৎপত্তিং দর্শয়তি—পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যোঽন্নমিতি চ। এবমধিকারাদিষু পৃথিব্যাঃ প্রতিপাদকেষু সৎসু কুতো ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তিঃ। প্রসিদ্ধিরপ্যধিকারাদিভিরেব

হইলেও তাহা কচিৎ ও অল্প বলিয়া গ্রাহ্য নহে। যত কৃষ্ণ, শ্বেত-লোহিত তত নহে। পৌরানিকেরাও পৃথিবীর রূপকে রাত্রিশব্দে উপদেশ করেন। রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ, তদনুসারেও পৃথিবীর রূপ কৃষ্ণবর্ণ। শব্দান্তর শব্দের অর্থ শ্রুত্যন্তর, তাহাতেও পৃথিবীর জলযোনিত্ব কথিত আছে।

যথা।—সৃষ্টিকালে যে জলের শর হইয়াছিল, সেই শর কাঠিন্য হইয়া পৃথিবী হইল। শ্রুতি এইপ্রকারে পৃথিবীসৃষ্টি বলিয়া তাহাহইতে ধান্যাদি সৃষ্টি হওয়ার কথা বলিয়াছেন, যথা।—পৃথিবী হইতে ওষধিসকল এবং ওষধি হইতে অন্ন জন্মিয়াছে। এইপ্রকার পৃথিবীবোধক অধিকার, রূপবর্ণন ও শ্রুতি বিদ্যমান থাকা সত্বে অন্নশব্দের ধান্যাদি অর্থ কিপ্রকারে প্রতীতি হইবে? তাহা পারে

নৈয়ায়িকেরা পৃথিবীর রূপ কেবল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা 'পৃথিবী নানারূপবতী' বলিয়াছেন, যথা :—

"তত্রক্ষিতির্গন্ধহেতু নানারূপবতী মতা।
ষড়্‌বিধস্তু রসস্তত্র গন্ধস্তুদ্বিবিধোমতঃ॥
স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়োহনুষ্ণাশীতপাকজঃ।
নিত্যানিত্যাচ সাদ্বেধানিত্যাস্যাদণুলক্ষণা॥
অনিত্যাতু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী।
সাচ ত্রিধাভবেদ্দেহমিন্দ্রিয়বিষয়স্তথা॥
যোনিজাদির্ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণং।
বিষয়োদ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ॥

বাধ্যতে। বাক্যশেষোঽপি পার্থিবত্বাদন্নাদ্যস্য তদ্দ্বারেণ পৃথিব্যা এবাদ্ভ্যঃ প্রভবত্বং সূচয়তীতি দ্রষ্টব্যম্। তস্মাৎ পৃথিবীয়মন্নশব্দেতি ॥ ১২ ॥

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

কিমিমানি বিয়দাদীনি ভূতানি স্বয়মেব স্ববিকারান্ সৃজন্তি, আহোস্বিৎ পরমেশ্বর এব তেন তেনাত্মানাবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ংস্তং তং বিকারং সৃজতীতি সন্দেহে সতি প্রাপ্তং তাবৎ স্বয়মেব সৃজন্তীতি। কুতঃ। আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরিত্যাদি স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ। নন্বচেতনানাং স্বতন্ত্রাণাং প্রবৃত্তিঃ প্রতিষিদ্ধা, নৈষ দোষঃ, তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্তেতি চ ভূতানামপি চেতনত্বশ্রবণাদিতি। এবং

না। খাদ্য অর্থে অন্নশব্দের প্রসিদ্ধি আছে সত্য; কিন্তু সে অর্থ অধিকারাদির দ্বারা বাধিত হইয়াছে। প্রদর্শিতবাক্যশেষেও অন্নাদির পৃথিবীপ্রভবত্ব-কথন দ্বারা পৃথিবীর জলযোনিত্ব সূচিত হইয়াছে। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে শ্রুত্যুক্ত অন্নশব্দের অর্থ পৃথিবী, অন্য কোন পদার্থ নহে, অর্থাৎ খাদ্যাদি নহে ॥ ১২ ॥

এক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, এই সকল আকাশাদি ভূতসমূহ কি স্বয়ংই আপন আপন বিকার সৃজন করিয়াছে, কি পরমেশ্বর সেই সেইরূপে অবস্থিত হইয়া আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই বিকার সৃজন করিয়াছেন?

সন্দেহের পর পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, ভূত সকল স্বয়ং স্বীয় স্বীয় বিকার সৃজন করিয়াছে। কেননা, 'আকাশাৎ বায়ুঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ভূতগণের স্বাতন্ত্র্যই শুনাযায়, পরমেশ্বরের অধীনতা শুনাযায় না। যদি বল, অচেতনের সাতন্ত্র্যে কার্য্যপ্রবৃত্তি নাই; আমরা বলি, তাহা না থাকিলেও এই উক্তিতে দোষ নাই। কারণ, সেই তেজ আলোচনা করিল, সে সকল জল ঈক্ষণ করিল, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভূতগণেরও চৈতন্য থাকা শ্রুত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীর প্রতি সমাধানার্থ উত্তর দেওয়া হইতেছে।

স্বয়ং পরমেশ্বরই সেই সেই রূপে বা সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া অভিধান পূর্ব্বক সেই সেই বিকার সৃজন করিয়াছেন। হেতু এই যে, শাস্ত্রে পরমেশ্বর নিয়ম্যতাবোধক উপদেশ আছে, যথা:— যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ

প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। স্বয়মেব পরমেশ্বরত্বেন তেনাত্মনাঽবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ংস্তং তং বিকারং সৃজতীতি। কুতঃ। তল্লিঙ্গাৎ। তথা হি শাস্ত্রং—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তীত্যেবঞ্জাতীয়কং সাধ্যক্ষাণামেব ভূতানাং প্রবৃত্তিং দর্শয়তি। তথা 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি প্রস্তুত্য 'সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি তস্যৈব সর্ব্বাত্মভাবং দর্শয়তি যত্তীক্ষণশ্রবণমপ্‌তেজসোস্তৎ পরমেশ্বরাবেশবশাদেব দ্রষ্টব্যম্। 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, ইতীক্ষিত্রন্তরপ্রতিষেধাৎ প্রকৃতত্বাচ্চ সত ঈক্ষিতুঃ—তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যত্র॥ ১৩॥

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ॥ ১৪॥

ভূতানামুৎপত্তিক্রমশ্চিন্তিতঃ। 'অথেদানীমপ্যয়ক্রমশ্চিন্ত্যতে। কিমনিয়তেন ক্রমেণাপ্যয়ুতোৎপত্তিক্রমেণাঽথ বা তদ্বিপরীতেনেতি। ত্রয়োঽপি চোৎপত্তিস্থি·

পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর, এবং যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে শাসনে রাখিয়াছেন ইত্যাদি। এই শাস্ত্রও এতৎ জাতীয় শাস্ত্রান্তরসাধ্যক্ষ ভূতেরই প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন। অধ্যক্ষ শূন্য অচেতনের প্রবৃত্তি নিষেধ করিয়াছেন। আরও দেখ, শাস্ত্র, তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব, এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া 'তিনি পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু হইলেন এবং আপনি আপনাকে সেই সেই রূপে প্রস্তুত করিলেন' এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মবস্তুরই সর্ব্বরূপতা স্থাপন করিয়াছেন।

জলের ও তেজের যে ঈক্ষণ শুনা যায়, বুঝিতে হইবেক, তাহা পরমেশ্বরের আবেশবশতঃ। কেননা, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা নাই, ইত্যাদি শাস্ত্রে অন্য ঈক্ষিতা থাকার নিষেধ আছে। অপিচ, তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব, এই কথা সত্তের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রস্তাবে পঠিত। সুতরাং, ব্রহ্মেরই বহুভাব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ইহা নিশ্চিত॥১৩॥

ভূতসমষ্টির উৎপত্তিক্রম চিন্তা করা গেল। সম্প্রতি প্রলয়ের ক্রম চিন্তিত হইতেছে। সন্দেহভঞ্জনার্থই বিচার করিতে হয়। প্রলয়ক্রমে তাদৃশ সন্দেহ বিদ্যমান আছে, যথা—প্রলয় কি অনিয়মিত ক্রমে হয়? না, উৎপত্তি ক্রমে

ত্তিপ্রলয়া ভূতানাং ব্রহ্মায়ত্তাঃ শ্রূয়ন্তে । 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি' ইতি । তত্রানিয়মোঽবিশেষাদিতি প্রাপ্তং, অথবোৎপত্তেঃ ক্রমস্য শ্রুতত্বাৎ প্রলয়স্যাঽপি ক্রমাকাঙ্ক্ষিণঃ স এব ক্রমঃ স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তম্ । ততোব্রূমো বিপর্য্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমোঽত উৎপত্তিক্রমাত্তবিতুমর্হতি । তথা হি লোকে দৃশ্যতে যেন ক্রমেণ সোপানমারূঢ়স্ততো বিপরীতক্রমেণাবরোহতীতি । অপি চ দৃশ্যতে মৃদো জাতং ঘটশরাবাদ্যপ্যয়কালে মৃদ্ভাবমপ্যেতি, অদ্ভ্যশ্চ জাতং হিমকরকাদ্যব্ভাবমপ্যেতীতি । অতশ্চোপপদ্যত এতদ্‌যৎ পৃথিব্যদ্ভ্যোজাতা সতী স্থিতিকালব্যতিক্রান্তাবপোঽপীয়াৎ, আপশ্চ তেজসো জাতাঃ সত্যস্তেজ অপীয়ুঃ । এবং ক্রমেণ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চানন্তরমনন্তরতরং কারণমপীত্য সর্ব্বং কার্য্যজাতং পরমকারণং পরমসূক্ষ্মঞ্চ ব্রহ্মাপ্যেতীতি বেদিতব্যম্ ।

হয়? না বিপরীত ক্রমে হয়? শ্রুতিতে শুনা যায় উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়, এই তিনটীই ব্রহ্মের অধীন। শ্রুতি যথা—যাহা হইতে এই ভূত জন্মে, জন্মিয়া যাহাতে এই ভূত সকল অবস্থান করে, এবং মরণানন্তর যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই জান। এই শ্রুতিতে ক্রমবিশেষের উপদেশ না থাকায় প্রলয়ের ক্রম, নিয়ম নাই, অনিয়মেই ভূতের প্রলয় হইয়া থাকে, ইহাই প্রতীতি হয়। অথবা, শ্রুতিতে উৎপত্তিক্রম কথিত আছে, প্রলয়ক্রম তদনুযায়ী। যেই ক্রমে উৎপত্তি হয়, সেই ক্রমেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার পক্ষদ্বয় দ্বারা সন্দিগ্ধচিত্তের সন্দেহভঞ্জনার্থ সমাধান করা হইতেছে যে, প্রলয়ক্রম উৎপত্তিক্রমের বিপরীত। লোকমধ্যেও দেখা যায়, যে ক্রমে সোপান আরোহণ করে, ঠিক্ তাহারই বিপরীত ক্রমে অবতরণ করে। আরও দেখা যায়, মৃত্তিকাজাত ঘটাদি প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। জলজন্মাকরকাদি জলরূপেই পরিণত হয়। অতএব, পৃথিবী জল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থিতিকাল অতিক্রম করতঃ আবার জলেই প্রলীন হয়। এই রূপ জলও তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থিতিকাল অতিক্রমের পর প্রলয়কালে তেজে লয়প্রাপ্ত হয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ভূতসকল কারণীভূতে, সূক্ষ্মতম পদার্থে গিয়া লীন হয়, এবং ক্রমে পরমসূক্ষ্ম পরমকারণ ব্রহ্মে সমুদায় জন্যপদার্থ লয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কার্য্য স্ব স্ব কারণে লীন না

ন হি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণকারণে কার্য্যাপ্যয়ো ন্যায্যঃ। স্মৃতাবপ্যুৎপত্তিক্রমবিপর্য্যয়েণৈবাপ্যয়ক্রমস্তত্র তত্র দর্শিতঃ।

'জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্ব্বায়ৌ প্রলীয়তে॥'

ইত্যেবমাদৌ। উৎপত্তিক্রমস্তূৎপত্তাবেব শ্রুতত্বাৎ নাপ্যয়ে ভবিতুমর্হতি। ন চাসাবযোগ্যত্বাদপ্যয়েনাকাঙ্ক্ষ্যতে।' ন হি কার্য্যে ধ্রিয়মাণে কারণস্যাপ্যয়ো যুক্তঃ কারণাপ্যয়ে কার্য্যস্যাবস্থানানুপপত্তেঃ। কার্য্যাপ্যয়ে তু কারণস্যাবস্থানং যুক্তং মৃদাদিষ্বেবং দৃষ্টত্বাৎ॥ ১৪॥

অন্তরা বিজ্ঞানমনসীক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ১৫॥

ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়াবনুলোমপ্রতিলোমক্রমাভ্যাং ভবত ইত্যুক্তম্। আত্মাদিরুৎপত্তিঃ প্রলয়শ্চাত্মন্ত ইত্যপ্যুক্তম্। সেন্দ্রিয়স্য তু মনসো বুদ্ধেশ্চ সদ্ভাবঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি

হইলে সহসা পরমকারণে লয় পাইতে পারে না। স্মৃতিতেও উৎপত্তিক্রমের বিপরীতক্রমে প্রলয় হওয়া বর্ণিত আছে। যথা,—হে দেবর্ষে! জগতের সমাপ্তি এই প্রকার:—পৃথিবী জলে লয়প্রাপ্ত হয়, জল তেজে এবং তেজ বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হয়। উৎপত্তিক্রম উৎপত্তি বিষয়েই শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং, সেই ক্রম প্রলয়বিষয়ে গৃহীত হইতে পারে না। অপিচ, এইক্রম প্রলয়ক্রমের আকাঙ্ক্ষী নহে, অর্থাৎ প্রলয়ক্রম কি? এই আকাঙ্ক্ষা উৎপত্তিক্রমকে আকর্ষণ করেনা। আরও দেখ, কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে কারণের বিনাশ যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেইরূপ হইলে কার্য্য থাকিতেই পারেনা। কিন্তু কার্য্যের প্রলয় কারণের অবস্থান যুক্তিযুক্ত বলিয়াও মনে হয়, যেহেতু মৃত্তিকাদি কারণে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪॥

অনুলোমবিলোমক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি এবং প্রলয় হয়, ইহা স্থির হইল। আত্মা হইতে উৎপত্তি এবং আত্মাতেই প্রলীন হয়, ইহাও বলা হইল। কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি এই কয়েকটীর সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ। যথা,—বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ, এবং ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব

হয়ানাহুঃ, ইত্যাদিলিঙ্গেভ্যঃ। তয়োরপি কস্মিংশ্চিদন্তরালে ক্রমেণোৎপত্তিপ্রলয়াবুপসংগ্রাহ্যৌ, সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মজত্বাভ্যুপগমাৎ। অপিচাথর্ব্বণে উৎপত্তিপ্রকরণে ভূতানামাত্মনশ্চান্তরালে করণান্যনুক্রম্যন্তে 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী' ইতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তোৎপত্তিপ্রলয়ক্রমভঙ্গপ্রসঙ্গো ভূতানামিতি চেৎ, ন অবিশেষাৎ। যদি তাবদ্ভৌতিকানি করণানি ততো ভূতোৎপত্তিপ্রলয়াভ্যামেবৈষামুৎপত্তিপ্রলয়ৌ ভবত ইতি নৈতয়োঃ ক্রমান্তরং মৃগ্যম্। ভবতি চ ভৌতিকত্বে লিঙ্গং করণানাং 'অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্' ইত্যেবঞ্জাতীয়কম্। ব্যপদেশোঽপি ক্বচিদ্ভূতানাং করণানাঞ্চ ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন নেতব্যঃ। অথ ত্বভৌতিকানি করণানি তথাপি ভূতোৎপত্তিক্রমো ন করণৈর্ব্বিশেষ্যতে, প্রথমং করণান্যুৎপদ্যন্তে চরমং ভূতানি, প্রথমং বা ভূতান্যুৎপদ্যন্তে চরমং

বলিয়া জানিবে। সুতরাং, কোনও এক অন্তরালে এই কয়েকটীর ক্রমানুগত উৎপত্তি ও লয় সংগ্রহ করা আবশ্যক, কেননা, বস্তুমাত্রেই ব্রহ্মপ্রভব বা ব্রহ্মোৎপন্ন ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। আরও দেখ, অথর্ব্বশ্রুতির উৎপত্তিপ্রকরণে আত্মা ও ভূত, এই দুইএর মধ্যে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির উল্লেখ আছে। যথা,—এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং বিশ্বাধার পৃথিবী জন্মে। অতএব, পূর্ব্বে যে ভূতোৎপত্তির ও ভূতপ্রলয়ের ক্রম কথিত হইয়াছে, সেই ক্রম অন্তরালবর্ত্তী মনোবুদ্ধির দ্বারা ভঙ্গ হইল। যদি কেহ এই প্রকার বলেন, তদীয় সন্দেহ নিরাসার্থ ভগবান্ সূত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন,—শ্রুতিতে মন এবং বুদ্ধির অনুক্রম থাকিলেও তাহা ভূত হইতে বিশেষ অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ নহে। যে হেতু ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক, সেই হেতু ভূতোৎপত্তি-প্রলয় বলায় ইন্দ্রিয়োৎপত্তি-প্রলয় বলা সিদ্ধ হয়। তাহাদের ক্রম আর পৃথক্ অন্বেষণ করিতে হইবেনা। ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক, এই বিষয়ে শাস্ত্র এবং অনুমান উভয়ই আছে। যথা, হে সোম্য! হে শ্বেতকেতো! মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়, এবং বাগিন্দ্রিয় তেজোময় ইত্যাদি। "ইন্দ্রিয়" এই নামভেদ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের দৃষ্টান্তে সঙ্গত করিবে; অর্থাৎ পরিব্রাজক যেমন ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজক উভয়রূপী, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও ভূত-

করণানীতি। আথর্ব্বণে তু সামান্যায় ক্রমমাত্রং করণানাং ভূতানাঞ্চ ন তত্রোৎ-পত্তিক্রম উচ্যতে তথান্যত্রাপি পৃথগেব ভূতক্রমাৎ করণক্রম আম্নায়তে 'প্রজা-প্রতির্ব্বা ইদমগ্র আসীৎ স আত্মানমৈক্ষৎ স মনোঽসৃজত তন্মন এবাসীৎ তদা-ত্মানমৈক্ষত তদ্বাচমসৃজত' ইত্যাদিনা। তস্মান্নাস্তি ভূতোৎপত্তিক্রমস্য ভঙ্গঃ॥ ১৫॥

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ॥ ১৬॥

স্তো জীবস্যাপ্যুৎপত্তিপ্রলয়ৌ জাতো দেবদত্তো মৃতো দেবদত্ত ইত্যেবঞ্জাতীয়-কাল্লৌকিকব্যপদেশাজ্জাতকর্ম্মাদিসংস্কারবিধানাচ্চেতি স্যাৎ কস্যচিদ্ভ্রান্তিস্তামপনু-দামঃ। ন জীবস্যোৎপত্তিপ্রলয়ৌ স্তঃ শাস্ত্রফলসম্বন্ধোপপত্তেঃ। শরীরানুবিনাশিনি হি জীবে শরীরান্তরগতেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারার্থৌ বিধিপ্রতিষেধাবনর্থকৌ স্যাতাম্।

বিশেষ ও ইন্দ্রিয়, এই দ্বিরূপবিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক না হইলেও ভূতো-ৎপত্তিক্রমবিশেষভাব প্রাপ্ত হইবেক না। প্রথমে ইন্দ্রিয়োৎপত্তি, পরে ভূতো-ৎপত্তি, অথবা প্রথমে ভূতোৎপত্তি, পরে ইন্দ্রিয়োৎপত্তি, এইপ্রকার সংশয়ও হইতে পারেনা। অথর্ব্বশ্রুতি কেবল ইন্দ্রিয়গণের ও ভূতের ক্রম বলিয়াছেন, উৎ-পত্তির ক্রম বলেন নাই। আবার অন্য শ্রুতিতে ঠিক্ ভূতোৎপত্তিক্রমের অনু-রূপক্রমে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির ক্রম কথিত হইয়াছে। যথা—সৃষ্টির পূর্ব্বে এসমস্তই প্রজাপতি ছিল। সেই প্রজাপতি আলোচনা করতঃ মন সৃষ্টি করিলেন। তখন সেই মনই ছিলেন, সেই মন আপনাকে ঈক্ষণ করিয়া বাগিন্দ্রিয় সৃজন করিলেন ইত্যাদি। অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভূতোৎপত্তি ক্রমের ভঙ্গ নাই॥ ১৫॥

অমুক জন্মিয়াছে, অমুক মরিয়াছে, এইপ্রকার লৌকিক উল্লেখও শাস্ত্রে জাত কর্ম্মাদি সংস্কারের বিধান থাকায় ভ্রম হইতে পারে যে, পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রলয়ের ন্যায় জীবেরও জন্ম মৃত্যু আছে। তাদৃশ ভ্রমদূরীকরণমানসেই যত্ন করা হইতেছে। শাস্ত্র এবং ধর্ম্মফল, এই হেতুদ্বয়েই নিশ্চিত হয় যে, জীবের উৎপত্তিবিনাশ নাই। জীব শরীর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ পাইলে পারলৌকিক ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারবোধক শাস্ত্রের আনর্থক্যাপত্তি হয়। অধিক শ্রুতি বলিতেছেন, জীবপরিত্যক্ত দেহই বিনাশ পায়, কিন্তু জীব অমর।

শ্রূয়তে চ 'জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবোম্রিয়ত' ইতি। নমু লৌকিকো জন্মমরণব্যপদেশো জীবস্য দর্শিতঃ?'সত্যং দর্শিতঃ। ভাক্তস্ত্বেষ জীবস্য জন্মমরণব্যপদেশঃ। কিমাশ্রয়ঃ পুনরয়ং মুখ্যো যদপেক্ষয়া ভাক্ত ইতি উচ্যতে। চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ৌ জন্মমরণশব্দৌ। স্থাবরজঙ্গমানি হি ভূতানি জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চাতস্তদ্বিষয়ৌ জন্মমরণশব্দৌ মুখ্যৌ সন্তৌ তৎস্থে জীবাত্মন্যুপচর্য্যেতে। তদ্ভাবভাবিতত্বাৎ। শরীরপ্রাদুর্ভাবতিরোভাবয়োর্হি সতোর্জন্মমরণশব্দৌ ভবতো নাসতোঃ। ন হি শরীরসম্বন্ধাদন্যত্র জীবো জাতো মৃতো বা কেনচিদুপলক্ষ্যতে 'স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ' ইতি চ শরীরসংযোগবিয়োগনিমিত্তাবেব জন্মমরণশব্দৌ দর্শয়তি। জাতকর্ম্মাদিবিধানমপি দেহপ্রাদুর্ভাবাপেক্ষমেব দ্রষ্টব্যম্, অভাবাজ্জীবপ্রাদুর্ভাবস্য। জীবস্য পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্ব্বিয়দাদীনামিবাস্তি

জিজ্ঞাসা কর, জীব জন্মে এবং জীব মরে, এই লৌকিক সার্ব্বজনীন প্রবাদের কি উপায় হইবে? লোকসকল যে জীবের জন্মমৃত্যু বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা গৌণপ্রয়োগ, বাস্তবিক জীবের জন্মমৃত্যু নাই। জন্ম ও মৃত্যু এই শব্দদ্বয়ের মুখ্য আশ্রয় কি? যাহার অনুগুণে এই দুই শব্দ জীবে গৌণ বা ঔপচারিকরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা বলিতেছি। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ দেহ বিষয়েই জন্মমৃত্যুশব্দের মুখ্য প্রয়োগ স্থাবর-জঙ্গম দেহই জন্মে এবং মরে। সেইজন্য, স্থাবর-জঙ্গম দেহের উপরেই জন্মমরণ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। জীব সেই জন্মমরণবান্ দেহে থাকে, সেইজন্য জীবে তাহা ঔপচারিক প্রয়োগ হয়। দেহের ভাবে বা বিদ্যমানতায় অর্থাৎ উৎপত্তিতে জন্ম এবং তাহার অবিদ্যমানতায়—বিনাশে মরণশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শরীরের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব দেখিলে এই দুইশব্দের প্রয়োগ হয়, না দেখিলে হয় না। শরীরসম্বন্ধ ব্যতীত কেবল জীবের জন্ম বা মৃত্যু কেহ কখনও দেখেন নাই। কোনও কালেও কেহ তাহা দেখাইতেও পারিবেনা। শ্রুতিও শরীরসংযোগে জন্ম, ও শরীরবিয়োগে মরণ দেখাইয়াছেন। যথা,—এই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা শরীরসম্বন্ধে জায়মান এবং শরীরবিয়োগে ম্রিয়মাণ হয়। শাস্ত্রে যে জাতকর্ম্মাদির বিধান আছে, পুত্র জন্মিলে যে সংস্কার বিশেষের অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে, (জাতে পুত্রে

নাস্তি বেত্যেতদনন্তরেণ সূত্রেণ বক্ষ্যতি। দেহাশ্রয়ৌ তাবজ্জীবস্য স্থূলাবুৎপত্তি-প্রলয়ৌ ন তু ইত্যেতদনেন সূত্রেণাবোচৎ ॥ ১৬ ॥

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৭ ॥

অস্ত্যাত্মা জীবাখ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধী। স কিং ব্যোমা-দিবদুৎপদ্যতে ব্রহ্মণ আহোস্বিদব্রহ্মবদেব নোৎপদ্যত ইতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তের্বিশয়ঃ কাসুচিচ্ছ্রুতিষগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদিনিদর্শনৈর্জ্জীবাত্মনঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরাম্না-য়তে, কাসুচিত্ত্ববিকৃতস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যপ্রবেশেন জীবভাবো বিজ্ঞায়তে ন চোৎপত্তিরাম্নায়ত ইতি। তত্র প্রাপ্তং তাবদুৎপদ্যতে জীব ইতি। কুতঃ। প্রতিজ্ঞানুপরোধাৎ। 'একস্মিন্ বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতম্ ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রভবত্বে সতি নোপরুধ্যেত, তত্ত্বান্তরত্বে তু জীবস্য প্রতি-

---

অরণিং মথিত্বা তস্মিন্ এবৈনমুপনেযুরিত্যাদি) তাহাও শরীরপ্রাদুর্ভাব ঘটিত; কারণ, জীবের প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ জন্ম নাই, দেহেরই উৎপত্তি হয়। পরমাত্মা হইতে আকাশাদির ন্যায় জীবের উৎপত্তি হয় কিনা, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে বলা যাইতেছে। এই সূত্রে সিদ্ধান্ত করা হইল, যে দেহাশ্রিত স্থূল উৎপত্তি বিনাশ জীবে উপচরিত, বাস্তবিক জীবে তাহা নাই। জীবে ফলত তাহার অভাবই আছে ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রিয়ান্বিত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মফলভোক্তা জীবনামক আত্মা আছেন। তিনি আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য, এই প্রকার সংশয় হইতে পারে। পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতিই এই প্রকার সন্দেহের কারণ। কোনও কোনও শ্রুতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। আবার অন্যশ্রুতি বলিতেছেন, অবিকৃত পরব্রহ্মই স্বসৃষ্ট শরীরে প্রবিষ্ট এবং জীবভাবে বিরাজিত আছেন। সংশয়ই পূর্ব্বপক্ষের জনক। তাহাতে দেখাবার জীবও উৎপন্ন হয়। এই পক্ষের সমর্থনার্থ প্রমাণ শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞার অবাধ, অর্থাৎ শ্রুতি যে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছেন, সমুদায় বস্তু ব্রহ্মপ্রভব না হইলে সেই প্রতিজ্ঞা সংরক্ষিত হয়না। জীব যদি ব্রহ্মপ্রভব না হয়, পৃথক্ পদার্থই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম জানিলে জীব

জ্ঞেয়মুপরুধ্যেত। ন চাবিকৃতঃ পরমাত্মৈব জীব ইতি শক্যতে বিজ্ঞাতুং, লক্ষণভেদাৎ। অপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মকো হি পরমাত্মা, তদ্বিপরীতো হি জীবঃ, বিভক্তত্বাদাকাশবদস্য বিকারত্বসিদ্ধিঃ। যাবান্ হ্যাকাশাদিঃ প্রবিভক্তঃ স সর্ব্বো বিকারঃ। তস্য চাকাশাদেরুৎপত্তিঃ সমধিগতা। জীবাত্মাপি পুণ্যাপুণ্য-কর্ম্মা সুখদুঃখভাক্ প্রতিশরীরং বিভক্ত ইতি তস্যাপি প্রপঞ্চোৎপত্ত্যবসর উৎ-পত্তির্ভবিতুমর্হতি। 'অপি চ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদা-ত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ' ইতি প্রাণাদের্ভোগ্যজাতস্য সৃষ্টিং শিষ্ট্বা সর্ব্বে এতে আত্মানো ব্যুচ্চরন্তীতি ভোক্তৄণামাত্মনাং পৃথক্ সৃষ্টিং শাস্তি। 'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাস্তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি' ইতি চ জীবাত্মনামুৎ-

---

স্বরূপ জানা হইল না, অর্থাৎ জীবকে পৃথক্‌রূপে জানিতে হইবে; সুতরাং, সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞায় ভঙ্গ হইল।

অবিকৃত পরমাত্মাই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত আছেন, তাহা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে ? যেহেতু, পরমাত্মা ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে, সেই হেতু পরমাত্মাই জীব, এই তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়। পরমাত্মা নিষ্পাপ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধ-র্ম্মক, জীব কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিভাগ থাকাতেও জীবের জন্ম-মৃত্যু জানা যায়। আকাশাদি যে কিছু বিভক্ত বস্তু, সমস্তই বিকার অর্থাৎ জন্যপদার্থ, এবং তাদৃশ আকাশাদির উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। জীবও পুণ্যপাপকারী, সুখদুঃখভাগী ও প্রতিশরীরে বিভিন্ন। সুতরাং জীবের ও জগদুৎপত্তি কালে উৎপত্তি হইয়াছিল এই কথাই সঙ্গত। আরও দেখ, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ জন্মলাভ করে। শ্রুতি এইরূপে জীবভোগ্য প্রাণাদির সৃষ্টির উপদেশ করতঃ বলিয়াছেন, এই সকল আত্মা তাহা হইতে ব্যুচ্চরিত হয়। শ্রুতির এই উক্তিতে ভোক্তাত্মগণের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবক-রূপী সহস্র সহস্র অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গ জন্মে, সেইরূপ এই অক্ষর হইতে অক্ষর-সমান-রূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার অক্ষরেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতিতেই

পত্তিপ্রলয়াবুচ্যেতে সরূপবচনাৎ জীবাত্মানো পরমাত্মনা সরূপা ভবন্তি চৈতন্য-যোগাৎ। ন চ কচিদশ্রবণমন্যত্র শ্রুতং বারয়িতুমর্হতি, শ্রুত্যন্তরগতস্যাপ্য-বিরুদ্ধস্যাধিকস্যার্থস্য সর্ব্বত্রোপসংহর্ত্তব্যত্বাৎ। প্রবেশশ্রুতিরপ্যেবং সতি বিকা-রভাবাপত্ত্যৈব ব্যাখ্যাতব্যা 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত', ইত্যাদিবৎ। তস্মাদুৎপদ্যতে জীব ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ, নাত্মা জীব উৎপদ্যত ইতি। কস্মাৎ। অশ্রুতেঃ ন হ্যস্যোৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণমস্তি ভূয়ঃসু প্রদেশেষু। ননু কচিদশ্রবণমন্যত্র শ্রুতং ন বারয়তীত্যুক্তং, সত্যমুক্তং, উৎপত্তিরেব ত্বস্য ন সম্ভবতীতি বদামঃ। কস্মাৎ। নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। চ শব্দাদজত্বাদিভ্যশ্চ। নিত্যত্বং হ্যস্য শ্রুতিভ্যো-ঽবগম্যতে তথাজত্বমবিকারিত্বমবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবাত্মনাবস্থানং ব্রহ্মাত্মতা চেতি। ন চৈবং রূপস্যোৎপত্তিরুপপদ্যতে। তাঃ কাঃ শ্রুতয়ঃ 'ন জীবো ম্রিয়তে'

সমানরূপী, এই শব্দ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তিবিনাশ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিসমানরূপী, জীবাত্মাও পরমাত্মসমান-রূপী, উভয়ই চেতন সুতরাং সমানরূপী। এক শ্রুতিতে উৎপত্তিকথন নাই বলিয়া অন্য শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তির নিষেধ হইতে পারে না। অন্য শ্রুতিস্থ অবি-রুদ্ধ অতিরিক্ত পদার্থ সর্ব্বত্র সংগৃহীত হয়। তিনি আপনাকে করিলেন, এই শ্রুতির ন্যায় স্রষ্টা শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এতৎ শ্রুতিস্থ অনুপ্রবেশ শব্দের বিকারার্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে, দেহে অবিকৃত ব্রহ্মের প্রবেশ হয় না, কিন্তু ব্রহ্মবিকারের প্রবেশ হয়। বিকার এবং উৎ-পত্তি সমান, ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার এই যে, উল্লিখিত যুক্তিতে জীবও ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ন্যায় জন্মে। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষবাদীকে বলা হইল, জীব জন্মে না। কেননা, শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তিপ্রকরণের বহুপ্রদেশে জীবের উৎপত্তি অশ্রুত আছে। একস্থানের অশ্রবণে তাহার দ্বারা শ্রুত্যন্তরের কথিত উৎপত্তিনিবারণ করা যায় না সত্য; কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসম্ভব, কেননা জীব নিত্য। শ্রুতিবাক্যের এবং শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব্দের দ্বারা জীবের নিত্যতা প্রতীত হয়। অজত্ব কি না অবিকারত্ব। অতএব, অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাবে অবস্থান এবং জীবের ব্রহ্মত্ব শ্রুতির দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। তাদৃশ জীবের উৎপত্তি

'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ' 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' 'স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ' 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ' ইত্যেবমাত্মনিত্যত্ববাদিন্যঃ সত্যো জীবস্যোৎপত্তিং প্রাক্তামুস্তি। নমু প্রবিভক্তত্বাদ্বিকারো বিকারত্বাচ্চোৎপদ্যতে ইত্যুক্তং, অত্রোচ্যতে, নাস্য প্রবিভাগঃ স্বতোঽস্তি। 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইতি শ্রুতেঃ। বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তং ত্বস্য প্রবিভাগপ্রতিভানমাকাশস্যেব ঘটাদিসম্বন্ধনিমিত্তম্। তথাচ শাস্ত্রং 'স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ

যুক্তিবহির্ভূত। আত্মনিত্যত্ববাদিনী শ্রুতিসমূহ এই জীব মরে না, তিনিই এই, ইনি মহান্ জন্মরহিত আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও ব্রহ্ম। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ আত্মা জন্মেওনা, মরেওনা। এই আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। জীব নামক আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশ করতঃ নাম রূপ ব্যক্ত করিব। সেই পরমাত্মা এই শরীরে নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছেন। হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি আমি ব্রহ্ম। এই জীবই আত্মা, ব্রহ্ম ও সর্ব্বানুভূত অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী। এই সকল জীবনিত্যবাদিনী শ্রুতি জীবোৎপত্তির বাধক প্রমাণ। বলিয়াছিলে যে, জীব বিভক্ত, বিভক্ত হেতু বিকারবান্, তন্নিবন্ধন উৎপত্তিমান্। সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই, জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ নাই। সেই সর্ব্বব্যাপী একই দেব সর্ব্বভূতের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত, সুতরাং সমুদায় ভূতের অন্তরাত্মা। এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটাদি সম্বন্ধাধীন বিভক্ত রূপে প্রতীতি হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা পৃথকবৎ প্রতীতি হয়। এই বিষয়ে প্রমাণ যথা, সেই এই আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময় ইত্যাদি। এই শাস্ত্র একই ব্রহ্মের বহুত্ব এবং বুদ্ধ্যাদিময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিজ্ঞানময় ইত্যাদি শব্দের অর্থ তৎপ্রাচুর্য্য অথবা তৎপরতন্ত্রপ্রকাশ। জীবের যাহা যথার্থরূপ, তাহা বিস্পষ্ট অথবা বিজ্ঞানগোচর না হওয়াতে বুদ্ধ্যাদির সহিত একীভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন তদ্ভাবাপত্তি হয়। যেমন

শ্রোত্রময়ঃ' ইত্যেবমাদি ব্রহ্মণ এবাবিকৃতস্য সতোঽপ্যেকস্যানেকবুদ্ধ্যাদিময়ত্বং দর্শয়তি। তন্ময়ত্বঞ্চাস্য তদ্বিবিক্তস্বরূপানভিব্যক্ত্যা তদুপরক্তস্বরূপত্বং স্ত্রীময়ো জাল্ম ইত্যাদিবদ্‌দ্রষ্টব্যম্। যদপি ক্বচিদস্যোৎপত্তিপ্রলয়শ্রবণং তদপ্যত এবোপাধিসম্বন্ধান্নেতব্যম্। উপাধ্যুৎপত্ত্যা চাস্যোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ প্রলয় ইতি। তথা চ দর্শয়তি 'প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' ইতি। তথোপাধিপ্রলয় এবায়ং নাত্মপ্রলয় ইত্যেতদপি 'অত্রৈব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপদন্ন বা অহমিমং বিজানামি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিপাদয়তি—'ন বা অরে অহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি' ইতি। প্রতিজ্ঞানুপরোধোঽপ্যবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবভাবাভ্যুপগমাৎ। লক্ষণভেদোঽপ্যনয়োরুপাধিনিমিত্ত এব। অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি চ প্রকৃতস্যৈব 'বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মপ্রত্যা-

---

স্ত্রীময় ইত্যাদি। কোনও কোনও শ্রুতি যে জীবের উৎপত্তি ও প্রলয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও ঔপাধিক, বাস্তব নহে। উপাধির উৎপত্তিতে উপহিতের উৎপত্তি, এবং উপাধির বিনাশে উপহিতের বিনাশ কথিত হইয়া থাকে। উপাধির বিনাশে যে বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা শ্রুতি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—এই বিজ্ঞানঘন, কেবল বিজ্ঞান, এই সকল ভূত হইতে উল্লিখিত হইয়া আবার ভূতের বিনাশে বিনষ্ট হন এবং উপাধির বিনাশ হওয়ায় সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই বিনাশ যে উপাধির বিনাশ, তাহাও প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন যথা :—হে ভগবন্! আত্মা বিজ্ঞানঘন, কেবল বিজ্ঞান অথচ সংজ্ঞা থাকেনা, আপনার এই কথায় আমি মোহ প্রাপ্ত হইলাম। ইহার প্রত্যুত্তরে মুণি বলিলেন, আমি ভ্রান্তিপূর্ণ কথা বলি নাই। আত্মা অবিনাশী, আত্মার উচ্ছেদ ও পরিণাম হয় না। আত্মার সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হয়। অবিকৃত ব্রহ্মই শরীর সম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না। উপাধিনিবন্ধন লক্ষণ ভেদ ঘটনা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ ও জীব লক্ষণ ভিন্নরূপ হইয়াছে। শ্রুতি প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়। ব্রহ্ম উপদেশের পর "অতঃপর মোক্ষের উপায় এবং স্বরূপ বলুন", এইপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রস্তাবিত

খ্যানেন পরমাত্মভাবপ্রতিপাদনাৎ। তস্মান্নৈবাত্মোৎপদ্যতে প্রবিলীয়তে বেতি ॥ ১৭ ॥

জ্ঞোঽতএব ॥ ১৮ ॥

স কিং কাণভুজানামিবাগন্তুকচৈতন্যঃ স্বতোঽচেতন আহোস্বিৎ সাঙ্খ্যানামিব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ এবেতি বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। আগন্তুকমাত্মনশ্চৈতন্যমাত্মমনঃসংযোগজমগ্নিঘটসংযোগজরোহিতাদিগুণবদিতিপ্রাপ্তম্। নিত্যচৈতন্যত্বে হি সুপ্তমূর্চ্ছিতগ্রহাবিষ্টানামপি চৈতন্যং স্যাৎ। তে পৃষ্টাঃ সন্তো ন কিঞ্চিদ্বয়ং বিজানীমোঽচেতয়ামহীতি জল্পন্তি। স্বস্থাশ্চ চেতয়মানা দৃশ্যন্তে। অতঃ কাদাচিৎকচৈতন্যত্বাদাগন্তুকচৈতন্য আত্মেত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধী-

---

বিজ্ঞানময় আত্মার সংসারধর্ম্ম নিষেধপূর্ব্বক পরমাত্মভাব উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা এইপ্রকার সিদ্ধান্তমূলে উপনীত হইতে পারাযায় যে, আত্মা নিত্য, আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, আত্মা অজর, অমর, অবিনাশী ॥ ১৭ ॥

দার্শনিকশিরোমণি কনাদের মতে আত্মা আগন্তুক চৈতন্যস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মা স্বতশ্চেতন নহেন, নিমিত্ত বশতঃ তাহাতে চৈতন্যোদয় হয়। আচার্য্যকুলরত্ন কপিলমতে আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী, আত্মাতে আগন্তুক চৈতন্যগুণের সঞ্চার হয়না। এই বিরুদ্ধমতদ্বয়দৃষ্টে সংশয় হয়, আত্মার স্বরূপটা কি? অর্থাৎ আত্মা কি বৈশেষিকদিগের ন্যায় আগন্তুক চৈতন্য? অথবা, সাংখ্যাচার্য্যাভিমত নিত্যচৈতন্যরূপী? এই প্রকার বিপ্রতিপত্তিতে প্রথমত, যুক্তিদ্বারা দেখাযায় যে, আগন্তুকচৈতন্যতাই ঠিক্। যদ্রূপ অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্যগুণ জন্মে, তদ্রূপ, মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্য গুণ জন্মে। আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী হইলে অবশ্যই সুপ্ত, মূর্চ্ছিত এবং গ্রহাবিষ্ট অবস্থায় চৈতন্যযুক্তই থাকিত, অর্থাৎ কখনই আত্মার অজ্ঞানাবস্থা হইতে পারেনা। এই সকল সুপ্তাদি অবস্থায় যে আত্মা অচেতন থাকে, তাহা এই প্রকার অবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিরাই পরক্ষণে ব্যক্ত করিয়া থাকে। তাহারা বলে, আমরা অচেতন ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। অপিচ যখন তাহারা

য়তে। জ্ঞঃ নিত্যচৈতন্যোঽয়মাত্মা। অতএব যস্মাদেব নোৎপদ্যতে পরমেব ব্রহ্মাবি-কৃতমুপাধিসম্পর্কাজ্জীবভাবেনাবতিষ্ঠতে। পরস্তু হি ব্রহ্মণশ্চৈতন্যস্বরূপত্বমাম্নাতং 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব' ইত্যাদিষু শ্রুতিষু। তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীবস্তস্মাজ্জীবস্যাঽপি নিত্যচৈ-তন্যস্বরূপত্বমগ্ন্যৌষ্ণ্যপ্রকাশবদিতি গম্যতে। বিজ্ঞানময়প্রক্রিয়ায়াঞ্চ শ্রুতয়ো ভবন্তি 'অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি' ইতি 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি' 'ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে' ইত্যেবং রূপাঃ। অথ 'যো বেদেদং জিঘ্রাণি' ইতি 'স আত্মা' ইতি চ সর্বৈঃ করণদ্বারৈরিদং বেদেদং বেদেতি বিজ্ঞা-নেনানুসন্ধানাৎ তদ্রূপত্বসিদ্ধিঃ। নিত্যস্বরূপচৈতন্যত্বে ঘ্রাণাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ,

---

প্রকৃতিস্থ হয়, তখন পুনরায় তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। আত্মা কখন চেতন, কখন অচেতন, এতৎ দৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, আত্মা নিত্যচৈতন্যযুক্ত নহেন, কিন্তু আগন্তুকচৈতন্যবান্ আত্মা। এইপ্রকার পূর্ব্ব-পক্ষকুশলকে বলাযাইতেছে যে, আত্মা "জ্ঞ" অর্থাৎ নিত্যচৈতন্যবান্। পূর্ব্বোক্ত হেতুই তাহার উৎকৃষ্ট হেতু, অর্থাৎ যেহেতু আত্মার উৎপত্তি নাই, অবিকৃতপরব্রহ্মই দেহাদি উপাধিসম্পর্কে জীবভাবান্বিত আছেন, সেই হেতুই আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী, আগন্তুকচৈতন্য নহেন। পরব্রহ্মের চৈতন্যরূপতা "বিজ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ" "ব্রহ্মের অন্তর্ব্বহি নাই" "তিনি পূর্ণ এবং জ্ঞানঘন" ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে। তাদৃশ পরব্রহ্মের জীবভাববোধক শাস্ত্রের দ্বারা এবং যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, জীব ও নিত্যচৈতন্যময়। বিজ্ঞানময় প্রকরণেও এইপ্রকার শ্রুতি অভিহিত হই-য়াছে। যথা, "তিনি সুপ্ত হন না, স্বয়ং প্রকাশ আছেন, এবং তিনি লুপ্ত-ব্যাপার ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষী স্বরূপ"। "সেই সময়ে এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশ-মান হন" "যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞাতা, যিনি সাক্ষীস্বরূপ, কখনও তাঁহার বিলোপ নাই" ইত্যাদি। "ঘ্রাণ লইতেছি, ইহা যিনি জানেন, তিনিই আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহা জানিলাম, তাহা জানিলাম, ইত্যাদি রূপসমুদায় ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের জ্ঞাতাকে আত্মা বলাযায়। সুতরাং, আত্মা নিত্যজ্ঞানরূপ, ইহা নিশ্চয়। আত্মা যদি নিত্য জ্ঞানরূপই হন, তাহা হইলে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক কি?

ন, গন্ধাদিবিষয়বিশেষপরিচ্ছেদার্থত্বাৎ। তথাহি দর্শয়তি—গন্ধায় ঘ্রাণমিত্যাদি। যত্তু সুপ্তাদয়ো ন চেতয়ন্ত ইতি তস্য শ্রুত্যৈব পরিহারোঽভিহিতঃ। সুষুপ্তং প্রকৃত্য "যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা। এতদুক্তং ভবতি—বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাদিতি। যথা বিয়দাশ্রয়স্য প্রকাশস্য প্রকাশ্যাভাবাদনভিব্যক্তির্ন স্বরূপাভাবাৎ তদ্বৎ। বৈশেষিকাদিতর্কশ্চ শ্রুতিবিরোধাদাভাসীভবতি। তস্মান্নিত্যচৈতন্যস্বরূপ এবাত্মেতি নিশ্চিনুমঃ॥ ১৮॥

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং॥ ১৯॥

ইদানীন্তু কিম্পরিমাণো জীব ইতি চিন্ত্যতে। কিমণুপরিমাণ উত মধ্যম-

---

এবং তাহাদের কাজই বা কি? এইপ্রকার আপত্তি আদৌ হইতেই পারে না। যেহেতু তদ্দ্বারা গন্ধাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন। যথা, গন্ধজ্ঞানের নিমিত্ত ঘ্রাণ ইত্যাদি। পূর্ব্বে যে আরও একটী আপত্তি হইয়াছিল, সুপ্তপুরুষের চৈতন্য থাকে না, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কেননা, শ্রুতি তৎপ্রতিকূলে বলিতেছেন যে,"আত্মা সুপ্তিকালে দেখেন না এমন নহে, দেখেন, অথচ দেখেন না দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা বা জ্ঞানের জ্ঞাতা, তিনি অবিনাশী, সেইজন্য তখনও তাঁহার বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতীয় থাকেনা, কেবল তিনিই থাকেন, অন্য সময়ে তাঁহা হইতে এই সমুদায় দ্রষ্টব্য বিভক্ত হয়। সেই জন্যই তিনি তখন তাহা দেখেন। উদাহৃত শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন যে, পুরুষ সুপ্তাবস্থায় অচেতন হননা, অচেতনবৎ হন। সেই অবস্থায় চৈতন্যের অভাব হয়না। তাদৃশ অবস্থা চৈতন্যাভাববশতঃ ঘটেনা, বিষয়াভাববশতই ঘটে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে প্রকাশক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে; তাহার স্বরূপের অভাব হয় না। কণাদমহর্ষির তর্কসাগর শ্রুতিবাধিত বলিয়া তৎতাবৎ তর্ক সৎতর্ক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারেনা, তাহা তর্কাভাসমাত্র। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে আত্মার চৈতন্যরূপতাই নিশ্চয় হয়॥ ১৮॥

পরিমাণ আহোস্বিন্মহৎপরিমাণ ইতি। নমু চ নাত্মোৎপদ্যতে নিত্যচৈতন্যশ্চায়মিত্যুক্তম্। অতশ্চ পর এবাত্মা জীব ইত্যাপততি। পরন্তু চাত্মনোঽনন্তত্বমাম্নাতম্। তত্র কুতো জীবস্য পরিমাণচিন্তাবতার ইতি। উচ্যতে। সত্যমেতৎ, উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রবণানি তু জীবস্য পরিচ্ছেদং প্রাপয়ন্তি। স্বশব্দেন চাস্য কচিদণুপরিমাণত্বমাম্নায়তে, তস্য সর্ব্বস্যানাকুলত্বোপপাদনায়ায়মারম্ভঃ। তত্র প্রাপ্তং তাবদুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নোঽণুপরিমাণো জীব ইতি। উৎক্রান্তিস্তাবৎ 'স যদাস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি' ইতি। গতিরপি—'যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি' ইতি। আগতিরপি 'তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে' ইতি। আসামুৎক্রান্তি-

---

ইদানীং জীবের পরিমাণ বিচার করা হইতেছে। প্রথমতঃ প্রশ্ন হয় যে, জীব কি ক্ষুদ্র? না মধ্যম পরিমাণ? না মহৎ পরিমাণ? যদিবল আত্মার উৎপত্তি নাই, আত্মা নিত্যচৈতন্য স্বরূপ, ইহাপূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মাই জীবপদবাচ্য। পরমাত্মা অনন্ত, অসীম, অপরীচ্ছেন্ন; সুতরাং, জীবের পরিমাণবিষয়ে সংশয় হইবার কারণ কি? তাহা নিয়া মিথ্যা বিচারেরই. বা. আবশ্যকতা কি? অর্থাৎ আত্মা যখন জীবস্থানীয়, তখন আত্মার পরিমাণাদিই জীবের পরিমাণাদি, আত্মা অসীম, সুতরাং জীবও সীমাতীত ইত্যাদি প্রশ্ন করা, অসঙ্গত নহে। অবশ্যই যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য; কিন্তু উৎক্রান্তি ও গত্যাগতিশ্রুতি জীবের পরিচ্ছিত্তির বিষয় সপ্রমাণ করিতেছে। কোনও কোনও শ্রুতি সাক্ষাৎ পরিমাণবাচক শব্দ দ্বারা জীবের পরিমাণ উপদেশ করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুত্যর্থ স্থির রাখিবার জন্য পরিমাণবিচারের আরম্ভ অবশ্যই কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, শ্রুতিতে যখন উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি শুনাযায়, তখন জীব অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন এবং সেই পরিমাণ অণুপরিমাণ। উৎক্রান্তিশ্রুতি যথা—"জীব যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত বা বহির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের ও প্রাণের সঙ্গে নির্গত হয়"। গতিশ্রুতি যথা—"যে কেহ এইলোক হইতে প্রয়াণ করে, দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরগামী হয়, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে"। আগতি শ্রুতি যথা—"কর্ম্ম করিবার জন্য চন্দ্রলোক হইতে তাঁহারা

গত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নস্তাবজ্জীব ইতি প্রাপ্নোতি। ন হি বিভোশ্চল-নমবকল্পত ইতি। সতি চ পরিচ্ছেদে শারীরপরিমাণত্বস্যার্হতপরীক্ষায়াং নিরস্ত-ত্বাদণুরাত্মেতি গম্যতে॥ ১৯॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ

উৎক্রান্তিঃ কদাচিদচলতোঽপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবদ্দেহস্বাম্যনিবৃত্ত্যা কর্ম্মক্ষয়েণাব-কল্পেত, উত্তরে তু গত্যাগতী নাচলতঃ সম্ভবতঃ স্বাত্মনা হি তয়োঃ সম্বন্ধো ভবতি, গমেঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ। অমধ্যমপরিমাণস্য চ গত্যাগতী অণুত্ব এব সম্ভ-বতঃ। সত্যোশ্চ গত্যাগত্যোরুৎক্রান্তিরপ্যপসৃপ্তিরেব দেহাদিতি প্রতীয়তে। ন হ্যনপসৃপ্তস্য দেহাদ্গত্যাগতী স্যাতাং দেহপ্রদেশানাঞ্চোৎক্রান্তাবপাদানত্বব-চনাৎ, চক্ষুষ্টোবা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্য ইতি। স এতাস্তেজো-

---

পুনর্ব্বার এই লোকে আসিয়া থাকেন"। উৎক্রান্তি ও গতি এবং আগতি, এই তিনের শ্রবণ থাকায় জীবের পরিচ্ছিন্নতাই পাওয়া যায়। বিভু অর্থাৎ সর্ব্ব-মূর্ত্তসংযোগের উৎক্রান্ত্যাদি অসম্ভব; তাহা কল্পনারও অযোগ্য। অতএব, পরিচ্ছেদ থাকা নিশ্চয় হওয়ায় এবং জৈনমত পরীক্ষায় মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ দেহ পরিমাণ নিরাস হওয়ায় অণুপরিমানই গ্রহনীয়॥ ১৯॥

কদাচিৎ বিনাচলনেও উৎক্রান্তি সম্ভবিতে পারে। যেমন গ্রামস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলে তাহা উৎক্রান্তি শব্দের অভিধেয় হয়, সেইরূপ কর্ম্মক্ষয়বশতঃ দেহস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলেও তাহা উৎক্রান্তি শব্দের বোধ্য হইতে পারে। কিন্তু গতি এবং আগতি, এই দুইটী বিনাচলনে হয় না, যেহেতু এতদুভয়ের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক গমনক্রিয়া কর্ত্তৃনিষ্ঠ। অমধ্যম পরিমাণের গত্যাগতি অণুত্বব্যতিরেকে সম্ভব হইতে পারে না। যখন গত্যাগতি থাকিল, তখন অবশ্যই অপসর্পনরূপা উৎক্রান্তি, দেহস্বামিত্ব নিবৃত্তিরূপা নহে; ইহা বুঝিতে হইবে। দেহ হইতে অপসৃত না হইলে, গত্যাগতি কিছুই হইতে পারে না। আরও দেখ, শাস্ত্রে দেহের প্রদেশ বিশেষে উৎক্রান্তির অপাদান রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—"চক্ষু হইতে অথবা মস্তক হইতে কিম্বা অন্য অঙ্গ হইতে উৎক্রান্তি হয়" ইত্যাদি। "জীব ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে গমন করে এবং ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জাগ্রদাবস্থায় আগমন

মাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবাবক্রামতি শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানমিতি চান্তরেঽপি শরীরে শরীরস্য গত্যাগতী ভবতস্তস্মাদপ্যস্যাণুত্বসিদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২১ ॥

অথাপি নাণুরয়মাত্মা। কস্মাৎ। অতচ্ছ্রুতেরণুত্ববিপরীতপরিমাণশ্রবণাদিত্যর্থঃ 'স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা হি শ্রুতিরাত্মনোঽণুত্বে বিপ্রতিষিধ্যেতেতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। কস্মাৎ। ইতরাধিকারাৎ। পরস্য হ্যাত্মনঃ প্রক্রিয়ায়ামেষা পরিমাণান্তরশ্রুতিঃ। পরস্যৈবাত্মনঃ প্রধান্যেন বেদান্তেষু বেদিতব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ বিরজঃ পর আকাশাদিত্যেবম্বিধাচ্চ পরস্যৈবাত্মনস্তত্র তত্র বিশেষাধিকারাৎ। নন্থ 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইতি শারীর এব মহত্ত্বসম্বন্ধিত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ত্বেষ নির্দ্দেশো বামদেববদ্দ্রষ্টব্যঃ। তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তরশ্রবণস্য ন জীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে ॥ ২১ ॥

করে"। এই শ্রুতিতে দেহমধ্যেও জীবের গত্যাগতি পরিশ্রুত হইতেছে। অতএব দ্বারা জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হয়, অন্য কিছু বলিতে পারা যায় না ॥ ২০ ॥

যদি কেহ আপত্তি করেন যে, আত্মা অণু নহে, কেননা, শ্রুতিতে আত্মাকে মহান্ বলা হইয়াছে। শ্রুতি যথা,—"সেই এই আত্মা মহান্ এবং জন্মরহিত, যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়", "আকাশের ন্যায় আত্মা সর্ব্বগত এবং নিত্যশাশ্বত", "সত্যজ্ঞান, অনন্ত এবং ব্রহ্ম আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতি আত্মার মহত্ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, এই প্রকার উক্তি দোষনীয় নহে, কেননা, এই সকল কথা ব্রহ্মপ্রকরণে অভিহিত। এই বৃহৎ পরিমাণাদি পরমাত্মপ্রকরণে উক্ত এবং বেদান্ত মধ্যে পরমাত্মাই প্রধান বেদিতব্যরূপে প্রস্তাবিত। "আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রজঃশূন্য নির্ম্মল", এইরূপ বিশেষাধিকার সেই সেই বেদান্তে অবস্থিত দেখাযায়। যদি বল, "যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়", এই অধিকার জীবন সম্বন্ধীয় মহত্ত্বের প্রখ্যাপক; বস্তুত তাহা নহে। ঐ নির্দ্দেশ বা এই বর্ণনা বামদেব ঋষির শাস্ত্রীয় দৃষ্টি দৃষ্টান্তের অনুযায়ী অর্থাৎ পারমার্থিক। অতএব, পরিমাণান্তর শ্রবণ প্রাজ্ঞবিষয়ক বলিয়াই অণুপরিমাণ গ্রহণীয় ॥ ২১ ॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২২ ॥

ইতশ্চাণুরাত্মা যতঃ সাক্ষাদেবস্যাণুত্ববাচী শব্দঃ শ্রূয়তে। 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সন্নিবেশ' ইতি। প্রাণসম্বন্ধাচ্চ জীব এবায়মণুরভিহিত ইতি গম্যতে। তথা, উন্মানমপি জীবস্যাণিমানং গময়তি—'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু। ভাগো জীবং স বিজ্ঞেয়ঃ' ইতি 'আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ' ইতি চোন্মানান্তরম্। নন্বণুত্বে সত্যেক-দেশস্থস্য সকলদেহগতোপলব্ধির্বিরুধ্যতে, দৃশ্যতে চ জাহ্নবীহ্রদনিমগ্নানাং সর্ব্বা-ঙ্গশৈত্যোপলব্ধির্নিদাঘসময়ে চ সকলশরীরপরিতাপোপলব্ধিরিত্যত উত্তরং পঠতি॥ ২২ ॥

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২৩ ॥

যথা হি হরিচন্দনবিন্দুঃ শরীরৈকদেশসম্বদ্ধোঽপি সন্ সকলদেহব্যাপিন-মাহ্লাদং করোতি, এবমাত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃসকলদেহব্যাপিনীমুপলব্ধিং করি-

---

আত্মা অণু, এই উক্তির প্রতি অন্য হেতুও আছে। তাহা এই :--শ্রুতি জীবে স্পষ্টরূপে অণুবাচকত্ব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"যাহাতে প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে, সেই এই অণু-আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞাতব্য"। প্রাণের সহিত সম্বন্ধ আছে, এই কারণেও শ্রুতিতে আত্মার অণুত্ব কথিত হই-য়াছে। অপিচ, উন্মানকথনও জীবের অণুত্ব বোধ করায়। উন্মানকথন যথা—"কেশের অগ্রভাগ শতভাগে প্রবিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগ পরি-মিত জীব, ইহা জ্ঞাতব্য"। "তিনি অবর হইলেও আরাগ্রমাত্র প্রমাণে দৃষ্ট হন"। ইহাও উন্মানকথন। বলিতে পার যে, আত্মা যখন অণু, তখন তিনি শরীরের একাংশেই থাকেন, এবং একাংশে থাকা সত্য হইলে যুগ-পৎ সমুদায় দেহে বেদনাদির জ্ঞান হয় কিরূপে? হ্রদনিমগ্নদিগের যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গে শৈত্যানুভব কি হেতু হয়? নিদাঘকালেই বা সকল শরীরে তাপ-জ্ঞান কেন হয়? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে :—॥ ২২ ॥

যেমন শরীরের একস্থানে একবিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ব্বশরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ দেহৈকদেশস্থ আত্মাও সকলদেহব্যাপী বেদনাদির

ব্যতি, ত্বক্‌সম্বন্ধাচ্চাস্য সকলশরীরগতা বেদনা ন বিরুধ্যতে,ত্বগাত্মনোর্হি সম্বন্ধঃ কৃতস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্ চ কৃৎস্নশরীরব্যাপিনীতি ॥ ২৩ ॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥ ২৪ ॥

অত্রাহ। যদুক্তমবিরোধশ্চন্দনবদিতি তদযুক্তং, দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরতুল্যত্বাৎ। সিদ্ধে হ্যাত্মনোদেহৈকদেশস্থত্বে চন্দনদৃষ্টান্তো ভবতি। প্রত্যক্ষন্তু চন্দনস্যাবস্থিতিবৈশেষ্যমেকদেশস্থত্বং সকলদেহাহ্লাদনঞ্চ। আত্মনঃ পুনঃ সকলদেহোপলব্ধিমাত্রং প্রত্যক্ষং নৈকদেশবর্ত্তিত্বম্। অনুমেয়ন্তু তদিতি যদ্যপুচ্যেত, ন চাত্রানুমানং সম্ভবতি। কিমাত্মনঃ সকলশরীরগতা বেদনা ত্বগিন্দ্রিয়স্যেব সকলদেহব্যাপিনঃ সতঃ কিং বা বিভোর্নভস ইব আহোস্বিচ্চন্দনবিন্দোরিবাণোরেকদেশস্থস্যেতি সংশয়নিবৃত্তেরিতি। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ। অভ্যুপগমাৎ। অভ্যুপগম্যতে হ্যাত্মনোঽপি চন্দনস্যেব দেহৈকদেশবৃত্তিত্বমবস্থিতিবৈশেষ্যম্। কথমিতি। উচ্যতে। হৃদি হ্যেষ আত্মা পঠ্যতে বেদান্তেষু 'হৃদি হ্যেষ আত্মা' 'সবা

উপলব্ধি করেন। ত্বক্ সম্বন্ধ থাকায় এইপ্রকার উপলব্ধি অবিরুদ্ধ। ত্বগাত্ম সম্বন্ধ সমুদায় ত্বগেই থাকে, ত্বক্ সর্ব্বশরীরব্যাপিনী, সেইকারণে প্রোক্তপ্রণালীতে উক্তপ্রকার অনুভব হয় ॥ ২৩ ॥

এইস্থলে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, চন্দনের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। যেহেতু ইহা দার্ষ্টান্তিকের অনুরূপ হয় নাই। যদি আত্মার একদেশস্থতা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে এই দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। চন্দনের অবস্থিতিবিশেষ প্রত্যক্ষ, সকলদেহাহ্লাদকতাও প্রত্যক্ষ; কিন্তু আত্মার সকলদেহোপলব্ধি প্রত্যক্ষ, একদেশস্থতা অপ্রত্যক্ষ। তাহা অনুমেয়, এইপ্রকার বলা যাইতে পারেনা। অনুমান অসম্ভব। সকলদেহব্যাপিনী বেদনা কি আত্মা সকলদেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায় ব্যাপী বলিয়া অনুভূতা হয়? অথবা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া? অথবা চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্তে একদেশস্থ ও অল্প বলিয়া? এই সংশয় নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ সংশয়সঞ্জাত অনুমান অগ্রাহ্য। প্রতিবাদী এই আপত্তির খণ্ডনে বলিতেছেন যে, চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্ত সদোষ নহে, কেনন তাহা স্বীকার আছে। চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মারও দেহৈকদেশস্থতা শুনা

এষ আত্মা' 'হৃদি কতম আত্মা' 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষুহৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' ইত্যাদ্যপদেশেভ্যঃ। তস্মাৎ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরবৈষম্যাদযুক্তমে-বৈতদবিরোধশ্চন্দনবদিতি ॥ ২৪ ॥

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৫ ॥

চৈতন্যগুণব্যাপ্তের্ব্বাঽণোরপি সতো জীবস্য সকলদেহব্যাপি কার্য্যং ন বিরু-ধ্যতে যথা লোকে মণিপ্রদীপপ্রভৃতীনামপবরকৈকদেশবর্ত্তিনামপি প্রভাঽপবর-কব্যাপিনী সতী কৃৎস্নেঽপবরকে কার্য্যং করোতি তদ্বৎ। স্যাৎ কদাচিচ্চন্দনস্য সাবয়বত্বাৎ সূক্ষ্মাবয়ববিসর্পণেনাপি সকলদেহ আহ্লাদয়িতৃত্বং ন ত্বণোর্জ্জীবস্যাব-য়বাঃ সন্তি যৈরয়ং সকলং দেহং বিপ্রসর্পতীত্যাশঙ্ক্য গুণাদ্বালোকবদিত্যুক্তম্। কথং পুনর্গুণো গুণিব্যতিরেকেণান্যত্র বর্ত্তেত। ন হি পটস্য শুক্লোগুণঃ পট-ব্যতিরেকেণান্যত্র বর্ত্তমানো দৃশ্যতে। প্রদীপপ্রভাবত্তবেদিতি চেৎ, ন। তস্যা

যায়। আত্মা হৃদয়দেশে অবস্থান করেন, ইহা বেদান্ত শাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে। যথা—"এই আত্মাহৃদয়ে", "সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা", "হৃদয়ে কোন্ আত্মা", "প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়", "হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতিপুরুষ" ইত্যাদি। অতএব, চন্দনদৃষ্টান্ত বিষমদৃষ্টান্ত নহে। যেহেতু বিষমদৃষ্টান্ত নহে, প্রত্যুত সম-দৃষ্টান্ত, সেইহেতু চন্দনদৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

জীব সূক্ষ্ম হইলেও চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সকলদেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন করে। যেমন রত্ন ও প্রদীপ এক স্থানে থাকিয়াও তাহার প্রভা সমস্ত গৃহ এবং গৃহ-স্থিত সমুদায় বস্তুকেই প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মা অণু এবং একস্থানস্থ হইলেও তাহার চৈতন্যগুণ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়, সেই জন্য সকলদেহব্যাপিনী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাবয়ব, তাহার পরমাণুসকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু জীব অণু এবং নিরবয়ব। তাহার প্রসর্পনযোগ্য সূক্ষ্মাংশ নাই, সেই জন্য অপ্রশস্ত চন্দনদৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া "গুণাদ্বা" এই সূত্র করা হইল। আপত্তি হইতে পারে যে, গুণ গুণী পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে অন্যত্র থাকিতে পারে? বস্ত্রীয় শুক্লাদিগুণ কি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করে? দীপপ্রভার উল্লেখও করিতে পারিনা, যে

অপি দ্রব্যত্বাভ্যুপগমাৎ। নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বন্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি। অত উত্তরং পঠতি ॥ ২৫ ॥

ব্যতিরেকোগন্ধবৎ ॥ ২৬ ॥

যথা গুণস্যাহপি সতো গন্ধস্য গন্ধবদ্‌দ্রব্যব্যতিরেকেণাপ্যত্র বৃত্তির্ভবত্যপ্রাপ্তে-ষপি কুসুমাদিষু গন্ধবৎসু গন্ধোপলব্ধেঃ, এবমণোরপি সতো জীবস্য চৈতন্যগুণ-ব্যতিরেকো ভবিষ্যতি। অতশ্চানৈকান্তিকমেতদ্‌গুণত্বাদ্রূপাদিবদাশ্রয়বিশ্লেষানুপ-পত্তিরিতি গুণস্যৈব সতো গন্ধস্যাশ্রয়বিশ্লেষদর্শনাৎ গন্ধস্যাহপি সহৈবাশ্রয়েণ বিশ্লেষ ইতি চেৎ। ন। যস্মান্মূলদ্রব্যাদ্‌বিশ্লেষণস্য ক্ষয়প্রসঙ্গাৎ। অক্ষীয়মাণমপি তৎ পূর্ব্বাবস্থাতো গম্যতে, অন্যথা তৎপূর্ব্বাবস্থৈর্গুরুত্বাদিভির্হীয়েত। স্যাদেতৎ।

হেতু তাহাও দ্রব্য, গুণ নহে। কারণ, নিবিড়াবয়ব তেজের নাম দীপ, আর বিরলাবয়ব তেজের নাম প্রভা, এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্র বলা হই-তেছে ॥ ২৫ ॥

যেমন পুষ্পাদিস্থ গন্ধগুণ পুষ্পাদি দ্রব্য হইতে বিশ্লেষিত হইয়া স্থানান্তরে ব্যাপ্ত হয়, যেমন পুষ্পের অপ্রাপ্তি স্থলেও গন্ধগুণকে পাওয়া যায়, তদ্বৎ জীব অণুপরিমিত হইলেও তাহার চৈতন্যগুণের অন্যত্র সঞ্চার হইতে কোনও আপত্তি নাই। অতএব "গুণত্বাৎ" এই হেতুটী অনৈকান্তিক। * কেননা, গন্ধগুণকে আশ্রয় ত্যাগ করিতে দেখা যায়, সুতরাং গুণের

---

* অনৈকান্তিক এক প্রকার হেত্বাভাস। হেত্বাভাসশব্দে "যদ্বিষয়কত্বেন জ্ঞানস্যানুমিতি বিরোধিত্বং তত্ত্বং" প্রকৃত হেতু বুঝায় না, আভাসমাত্র পাওয়া যায়। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার যথা,——

অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়াপদিষ্টশ্চহেত্বাভাসশ্চ পঞ্চধা ॥
আদ্যঃ সাধারণস্তু স্যাদসাধারণকোহপরঃ।
তথৈবানুপসংহারী ত্রিধাহনৈকান্তিকো ভবেৎ ॥

"যদ্বিষয়কত্বেন জ্ঞানস্যানুমিতি বিরোধিত্বং তত্ত্বং হেত্বাভাস ত্বমিত্যন্তে"।

গন্ধাশ্রয়াণাং বিশ্লিষ্টানামবয়বানামল্পত্বাৎ সন্নপি বিশ্লেষো নোপলক্ষ্যতে, সূক্ষ্মা হি গন্ধপরমাণবঃ সর্ব্বতো বিপ্রসৃতা গন্ধবুদ্ধিমুৎপাদয়ন্তি নাসিকাপুটমনুপ্রবিশন্ত ইতি চেৎ, ন, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ পরমাণূনাং স্ফুটগন্ধোপলব্ধেশ্চ নাগকেশরাদিষু। ন চ লোকে প্রতিগ্রন্ধবদ্দ্রব্যমাঘ্রামিতি, গন্ধ এবাঘ্রাত ইতি তু লৌকিকাঃ প্রতীয়ন্তি। রূপাদিষ্বাশ্রয়ব্যতিরেকানুপলব্ধের্গন্ধস্যাপ্যযুক্ত আশ্রয়ব্যতিরেক ইতি চেৎ, ন, প্রত্যক্ষত্বাদনুমানাপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদ্যদ্যথা লোকে দৃষ্টং তত্তথৈবানুমন্তব্যং নিরূপকৈর্নান্যথা। ন হি রসো গুণো জিহ্বয়োপলভ্যত ইত্যতো রূপাদয়োঽপি গুণা জিহ্বয়ৈবোপলভ্যেরন্নিতি নিয়ন্তুং শক্যতে॥ ২৭॥

আশ্রয় বিশ্লেষ অযুক্ত, ইহা সার্ব্বত্রিক নহে। গন্ধও সূক্ষ্ম আশ্রয় দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, এই কথাও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, যে মূল দ্রব্য হইতে গন্ধবৎ পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়, বলিবে, ক্রমে সেই মূল দ্রব্যের ক্ষয় হওয়া মানিতে হইবেক। কিন্তু দেখা যায়, বাস্তবিক মূল দ্রব্যের অণুমাত্রও ক্ষয় হয় নাই। যদি বস্তুতই ক্ষয় হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার গুরুত্বাদি হ্রাস পাইত। অবশ্য এই প্রকারও বলিতে পার যে, গন্ধাধার-অংশ সমূহ বিশ্লেষিত হয় সত্য; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অল্প বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই—গন্ধপরমাণু সর্ব্বদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া নাসাপথে প্রবেশ করতঃ গন্ধজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, এই প্রকার কল্পনা করা চলে না। কেননা, পরমাণুমাত্রেই অতীন্দ্রিয়, কোনও ইন্দ্রিয়বিষয় তাহাতে হইতে পারে না। অথচ, নাগকেশরাদিতে ব্যক্ত গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অপিচ, গন্ধাশ্রয় দ্রব্য আঘ্রাত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতিই হয়। আশ্রয়-পরিত্যক্তরূপ উপলব্ধি হয় না, এতৎ দৃষ্টান্তে গন্ধেরও আশ্রয় ব্যতিরেক হয় না, এই কথা বলা যায় না। গন্ধের আশ্রয়ব্যতিরেক প্রত্যক্ষ; সেই জন্য তাহা অনুমানের বিষয়ীভূত নহে। এই সকল হেতুদৃষ্টে বলিতে হয়, যেমন দেখা যায় তেমনি অনুমান করা কর্ত্তব্য। রস গুণ, তাহা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, রূপাদিও গুণ, সুতরাং রূপাদিও জিহ্বা দ্বারা জানা যাইতে পারে, এমন অনুমান আদৌ অগ্রাহ্য॥ ২৭॥

তথা চ দর্শয়তি ॥ ২৭ ॥

হৃদয়ায়তনত্বমণুপরিমাণত্বঞ্চাত্মনোঽভিধায় তস্যৈব 'আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ' ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্তশরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি ॥ ২৭ ॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৮ ॥

'প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য' ইতি চাত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিতাঽবগম্যতে। তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়েতি চ কর্ত্তুঃ শারীরাৎ পৃথগ্বিজ্ঞানস্যোপদেশ এতমেবাভিপ্রায়মুপোদ্বলয়তি। তস্মাদণুরাত্মেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ ॥ ২৮ ॥

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৯ ॥

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি, উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ। পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্।

শ্রুতি আত্মার স্থান হৃদয়, পরিমাণ অণু, এই সকল বলিয়া "লোমপর্য্যন্ত, নখাগ্র পর্য্যন্ত" এইরূপ উক্তিতে চৈতন্যের দ্বারা তাঁহার সর্ব্বশরীরব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

"প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া" এই শ্রুতিতে আত্মাকে আরোহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা ও প্রজ্ঞাকে করণ বলিয়া উল্লেখ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চৈতন্য-গুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা। "বিজ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যগুণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক সুপ্ত হন"। এই যে পৃথক্ উপদেশ অর্থাৎ কর্ত্তৃরূপ জীব হইতে বিজ্ঞানের ভিন্নতা কথন, এই উপদেশও চৈতন্যগুণের দ্বারা আত্মার দেহব্যাপিতা অভিপ্রায়ের পোষক। অতএব, আত্মা অণু, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার করতঃ সূত্রকার বলিতেছেন যে :—॥ ২৮ ॥

সূত্রস্থ তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবর্ত্তক। আত্মা অণু, এই পক্ষ গ্রাহ্য নহে। যে হেতু, উৎপত্তির অশ্রবন, ব্রহ্মের প্রবেশ, এবং জীবব্রহ্মের তাদাত্ম্য উপদেশ, এই সকলের দ্বারা পরব্রহ্মেরই জীবভাব প্রাপ্তি জানা যায়। যদি পরব্রহ্মই জীব হন, তাহাহইলে, ব্রহ্মের পরিমাণই জীবের পরিমাণ, এই

পরমেব চেদ্‌ব্রহ্ম জীবস্তর্হি যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বমাম্নাতং, তস্মাদ্বিভুর্জীবঃ। তথা চ 'স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা জীববিষয়া বিভুত্ববাদাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থিতা ভবন্তি ন চাণোর্জীবস্য সকলশরীরগতা বেদনোপপদ্যতে। ত্বক্‌সম্বন্ধাৎ স্যাদিতি চেৎ। ন। পদকণ্টকতোদনেঽপি সকলশরীরগতৈব বেদনা প্রসজ্যেত। ত্বক্‌কণ্টকয়োর্হি সংযোগঃ কৃৎস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্‌চ কৃৎস্নশরীরব্যাপিনীতি পাদতল এব তু কণ্টকতুন্নাং বেদনাং প্রতিলভন্তে। ন চাণোর্গুণব্যাপ্তিরুপপদ্যতে গুণস্য গুণিদেশত্বাৎ। গুণত্বমেব হি গুণিনমনাশ্রিত্য গুণস্য হীয়েত। প্রদীপপ্রভায়াশ্চ দ্রব্যান্তরত্বং ব্যাখ্যাতম্। গন্ধোঽপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমর্হতি, অন্যথা গুণত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ। তথা চোক্তং ভগবতা দ্বৈপায়নেন

প্রকার নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত। শ্রুতিতে শুনা যায়, পরব্রহ্ম বিভু, সুতরাং, জীবও তাহা হইলে বিভু। এই প্রকার হইলেই "এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত", "যিনি সকল প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি শ্রৌত এবং আত্মনিত্যতার উপদেশ ও 'আত্মা সর্ব্বগত' ইত্যাদি স্মার্ত্ত জীববিষয়ক বিভুত্বকথন, সমস্তই সুসঙ্গত হয়। জীব অণু, এইপক্ষে সর্ব্বশরীরনিষ্ঠ বেদনানুভব হওয়ার উৎপত্তি হয় না। যদি বল, তাহা ত্বগিন্দ্রিয়সম্বন্ধাধীন ঘটে তাহাও অনুপপন্ন, পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে শরীরব্যাপী বেদনার অনুভব প্রসক্ত হইবে। কেন না, ত্বক্‌কণ্টকসংযোগ কৃতস্নত্বক্‌ব্যাপী, এবং ত্বক্‌ও সর্ব্বশরীরব্যাপী। পদে কণ্টক বেধ হইলে পদেই বেদনানুভব হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বশরীরব্যাপিনী হয় না। যাহা অণু, তাহার আবার গুণের দ্বারা ব্যাপ্তি কি প্রকার? অণুর গুণব্যাপ্তি উপপন্ন হয় না। গুণ গুণীতেই থাকে। গুণের আশ্রয়ে গুণ না থাকিলে গুণের গুণত্বই আদৌ থাকে না। পূর্ব্বে যে প্রভার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও দ্রব্যান্তর অথবা ভিন্ন দ্রব্য। গন্ধ গুণ বলিয়া আশ্রয়ের সহিত সঞ্চারিত হয়, এই কথা অস্বীকার করিলে গন্ধের গুণত্বনাশাপত্তি অবারণীয় হইয়া পড়ে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নও এই প্রকার বলিয়াছেন, যথা— "জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোনও অনিপুণ জলের গন্ধবত্তা খ্যাপন ব্যক্ত করে, তথাপি সে গন্ধ পৃথিবীরই জানিবে। পৃথ্বীর গন্ধই জলকে এবং বায়ুকে

'উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিত'মিতি। যদি চ চৈতন্যং জীবস্য সমস্তশরীরং ব্যাপ্নুয়ান্নাণুর্জীবঃ স্যাৎ। চৈতন্যমেব হ্যস্য স্বরূপমগ্নেরিবৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ, নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যত ইতি। শরীরপরিমাণত্বঞ্চ প্রত্যাখ্যাতং, পরিশেষাদ্বিভুর্জীবঃ। কথং তর্হ্যণুত্বাদিব্যপদেশ ইত্যত আহ—তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশ ইতি। তস্যা বুদ্ধের্গুণাস্তদ্গুণা ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যেবমাদয়স্তদ্গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি স তদ্গুণসারস্তস্য ভাবস্তদ্গুণসারত্বম্। ন হি বুদ্ধের্গুণৈর্বিনা কেবলস্যাত্মনঃ সংসারিত্বমস্তি। বুদ্ধ্যুপাধিধর্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বমকর্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণো নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ। তস্মাৎ তদ্গুণসারত্বাদ্বুদ্ধিপরিমাণেনাস্য পরিমাণব্যপদেশঃ। তদুৎক্রান্ত্যাদিভিশ্চাস্যোৎক্রান্ত্যাদিব্যপদেশো ন স্বতঃ। তথা চ,—

আশ্রয় করে। চৈতন্য সমস্তশরীরব্যাপ্ত হয়, এই কথাতেও বুঝা যায়, জীব অণু নহে; যে হেতু, জীবের স্বরূপই চৈতন্য।

যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির স্বরূপ, তেমনি চৈতন্যও জীবের স্বরূপ। সেইজন্য, চৈতন্যে ও জীবে গুণবিভাগ নাই। আত্মার শরীরপরিমাণতা প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে। অণু পরিমাণের এবং মধ্যম পরিমাণের নিষেধ হওয়াতে অবশেষবশতঃ জীবের মহৎ পরিমাণতাই স্থির হয়। সুতরাং বলি, জীব বিভু। শ্রুতিতে যে তিনি অণু প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, তৎপ্রতি হেত্বন্তর আছে। "তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ"। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, এই সকল তাঁহার ধর্ম্ম নহে, এই সমুদায়ই বুদ্ধির ধর্ম্ম। এই সকলগুণই প্রাধান্যরূপে আত্মার সংসারভাবের কারণ। সেই জন্যই আত্মা গুণসার অর্থাৎ বুদ্ধিগুণপ্রধান। যেহেতু বুদ্ধিগুণ প্রধান, সেইহেতু তিনি বুদ্ধিগুণ অনুসারে উল্লিখিত হন। বুদ্ধির যোগ ব্যতীত কেবল আত্মার সংসারিত্ব নাই। উপাধিভূত ইচ্ছাদিগুণে অধ্যস্ত হন বলিয়াই তাঁহার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বরূপ সংসার হয়; অসংসারী, কেবল ও নিত্যমুক্ত আত্মার সংসার, কি আশ্চর্য্য কথা! অতএব, বুদ্ধিগুণ অনুসারেই তাঁহার সেই সেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত হইয়াছে। উৎক্রান্তি ও লোকান্তর গমন, সমস্তই বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" ॥

ইত্যণুত্বং জীবস্যোক্ত্বা তস্যৈব পুনরানন্ত্যমাহ। তচ্চৈবমেব সমঞ্জসং স্যাৎ যদ্যৌপচারিকমণুত্বং জীবস্য ভবেৎ পারমার্থিকমানন্ত্যম্। ন হ্যুভয়ং মুখ্যমবকল্পেত। ন চানন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুং সর্ব্বোপনিষৎসু ব্রহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ। তথৈতরস্মিন্নপ্যুন্মানে 'বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ' ইতি বুদ্ধিগুণসম্বন্ধেনৈবারাগ্রমাত্রতাং শাস্তি ন স্বেনৈবাত্মনা। 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ' ইত্যত্রাঽপি ন জীবস্যাণুপরিমাণত্বং শিষ্যতে পরস্যৈবাত্মনশ্চক্ষুরাদ্যনবগাহ্যত্বেন জ্ঞানপ্রসাদাবগম্যত্বেন চ প্রকৃতত্বাৎ জীবস্যাঽপি চ মুখ্যাণুপরিমাণত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদ্দুর্জ্ঞানত্বাভিপ্রায়মিদমণুত্ববচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যম্। তথা প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যেত্যেবজাতীয়কেষ্বপি ভেদোপদেশেষু বুদ্ধ্যোবোপাধিভূতয়া জীবঃ শরীরং সমারুহ্যেত্যেবং

ঘটিত। বিভু-আত্মার স্বতঃ উৎক্রান্ত্যাদি নাই; কিন্তু বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি তাহাতে আরোপিত হয়। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রমতও এই প্রকার, "শতধাবিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার একভাগে যে পরিমাণ লব্ধ হয়, জীব সেই পরিমাণ, ইহা জান"। সেই জীব অনন্ত। বিবেচনা করিয়া দেখ, এইশাস্ত্র জীবকে প্রথমত অণু বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন, ইহা অসঙ্গত নহে। কেননা, অণুত্ব ঔপচারিক এবং আনন্ত্য পারমার্থিক। অণুত্ব ও অসীমত্ব এই উভয়কেই মুখ্য বলা চলেনা। যদি এমন বল যে, আনন্ত্যই ঔপচারিক, তাহাও স্বীকার্য্য নহে। কেননা, তদ্বোধক কোনও শাস্ত্র বা প্রমাণ না থাকায় কেবল স্বকপোলকল্পিত বাক্য স্বীকার করা যাইতে পারেনা। প্রত্যুত, দেখিতে পাই, ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদন করাই সমুদায় উপনিষদের অভিপ্রেত। অন্য শ্রুতিও উন্মানদির্শনে, বুদ্ধিগুণসম্পর্কে আত্মার আরাগ্রমাত্রতা উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"বুদ্ধিগুণের দ্বারা ও আত্মগুণের দ্বারা অবর অর্থাৎ জীব আরাগ্রপ্রভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন"; "এই অণুআত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়" এই শ্রুতিতেও জীবের অণুত্ব উপদিষ্ট হয় নাই। কেননা, পরমাত্মা চক্ষুরাদির অগোচর, তিনি কেবল নির্ম্মলজ্ঞানগম্য। এই-

যোজয়িতব্যম্। ব্যপদেশমাত্রং বা শিলাপুত্রকস্য শরীরমিত্যাদিবৎ। ন হ্যত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যত ইত্যুক্তম্। হৃদয়ায়তনত্ববচনমপি বুদ্ধেরেব তদায়তনত্বাৎ। তথোৎক্রান্ত্যাদীনামপ্যুপাধ্যায়ত্ততাং দর্শয়তি 'কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি স প্রাণমসৃজত' ইতি। উৎক্রান্ত্যভাবে হি গত্যাগত্যোরপ্যভাবো বিজ্ঞায়তে। ন হ্যনপসৃপ্তস্য দেহাদ্গত্যাগতী স্যাতাম্। এবমুপাধিগুণসারত্বাজ্জীবস্যাণুত্বাদিব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষূপাসনেষূপাধিগুণসারত্বাদণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশোঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যেবম্প্রকারস্তদ্বৎ। স্যাদেতৎ। যদি বুদ্ধিগুণসারত্বাদাত্মনঃ সংসারিত্বং কল্প্যেত ততো বুদ্ধ্যাত্মনোর্ভিন্নয়োঃ সংযোগাবসানমবশ্যং ভাবীত্যতোবুদ্ধিবিয়োগে

রূপ প্রকরণে ইহা পঠিত হইয়াছে। অধিকন্তু, জীবের মুখ্য অণুত্ব আদৌ উপপন্নই হয় না। তাহাতে বুঝিতে হইবে, অণুত্বকথন উপাধি-অভিপ্রায়ে, অথবা দুর্জ্ঞেয়ত্বনিবন্ধন। তথা—"প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরারূঢ় হইয়া" ইত্যাদি স্থলেও জীব স্বীয় উপাধিভূত বুদ্ধির দ্বারা শরীরারূঢ়, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অথবা ইহা ব্যপদেশমাত্র। যেমন, লোকে কথায় বলিয়া থাকে শীলা পুত্রের শরীর। আত্মায় গুণবিভাগ নাই, তাহা প্রমাণিত করা হইয়াছে। আত্মা হৃদয়ে আছেন, এই কথাও বুদ্ধিনিমিত্তক। কেননা, তাহা বুদ্ধিরই আয়তন। উৎক্রান্তি প্রভৃতিও উপাধির অধীন। শাস্ত্র তাহাও দেখাইয়াছেন, যথা—"কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান হইবে? ইহা চিন্তাকরতঃ তিনি প্রাণসৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি। উৎক্রান্তির অভাবে সুতরাংই গমনাগমনের অভাব জানা যায়। দেহ হইতে বিনির্গমনব্যতিরেকে কি গমন কি আগমন কিছুই সম্ভব হয়না। এইরূপ উপাধিগুণপ্রধানতা বিষয়ে প্রাজ্ঞের ন্যায় জীবেরও অণুত্বাদি ব্যপদেশ সাধু বলিয়া গণ্য হয়। প্রাজ্ঞ পরমাত্মা, উপসনার্থ তাঁহাকে যেমন উপাধিগুণপ্রাধান্যে নির্দ্দেশ করা যায় যথা,—"অণু হইতেও অণু" "ধান্যাপেক্ষা, যবাপেক্ষাও স্বল্প" "মনোময়", "প্রাণস্বরূপ, দীপ্তিরূপ, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি জীবের

সত্যাত্মনো বিভক্তস্যানাগক্ষ্যাত্বাদসত্ত্বমসংসারিত্বং বা প্রসজ্যেতেত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ২৯ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

নেয়মনন্তরনির্দ্দিষ্টদোষপ্রাপ্তিরাশঙ্কনীয়া। কস্মাৎ। যাবদাত্মভাবিত্বাৎ বুদ্ধিসংযোগস্য। যাবদয়মাত্মা সংসারী ভবতি যাবদস্য সম্যগ্দর্শনেন সংসারিত্বং ন নিবর্ত্ততে তাবদস্য বুদ্ধ্যা সংযোগো ন শাম্যতি। যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধস্তাবদেবাস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ। পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিত-স্বরূপব্যতিরেকেণাস্তি। ন হি নিত্যমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাদীশ্বরাদন্যশ্চেতনধাতুর্দ্বিতীয়ো বেদান্তার্থনিরূপণায়ামুপলভ্যতে 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা' 'নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ', 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ।

অণুত্বব্যপদেশও তদ্রূপ জানিও। এইক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বুদ্ধিসংযোগবশতঃই আত্মার সংসারিত্ব ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি ও আত্মা এই দুই বিভিন্ন পদার্থের সংযোগবিনাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ "সংযোগাবিপ্রয়োগান্তাঃ" এতন্নিয়মানুসারে অবশ্যই কোনও না কোনও সময়ে বুদ্ধ্যাত্মসংযোগের অবসান হইবেক। বুদ্ধিবিয়োগ হইলেই নিরালম্বতা নিবন্ধন আত্মার অসদ্ভাব বা অসংসারিত্ব ঘটিবে। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই :—॥ ২৯ ॥

এই আপত্তি বা উপরোক্ত দোষাশঙ্কা আদৌ হইতেই পারেনা। কারণ বুদ্ধিসংযোগ যাবদাত্মভাবী অর্থাৎ সংসারী থাকা পর্য্যন্ত। আত্মা যতকাল সংসারী থাকিবেন, ততকাল তাঁহার বুদ্ধির সহিত যোগ ও সংসারিত্ব অনিবৃত্ত থাকিবেক। যতকাল বুদ্ধি-উপাধির সহিত তাঁহার সম্পর্ক, ততকালই তাঁহার জীবত্ব ও সংসারিত্ব। পরমার্থ অর্থাৎ অকল্পিতভাব অনুসন্ধান করিতে গেলে পাওয়া যায়, জীব বুদ্ধিপরিকল্পিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে, নিত্যমুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অন্যকোনও পৃথক্ চেতন বেদান্তার্থনিরূপণ মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এই সম্বন্ধে "তিনি ব্যতীত অন্যদ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, ও বিজ্ঞাতা নাই", "তাহাই তুমি," "ব্রহ্মাই আমি" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে। অহংভাব থাকা পর্য্যন্ত বুদ্ধিসংযোগ থাকে, এই তথ্য কিসে জানা যায়? সূত্রকার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ

কথং পুনরবগম্যতে যাবদাত্মভাবী বুদ্ধিসংযোগ ইতি তদ্দর্শনাদিত্যাহ। তথা হি শাস্ত্রং দর্শয়তি 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইত্যাদি। তত্র বিজ্ঞানময় ইতি বুদ্ধিময় ইত্যেতদুক্তং ভবতি। প্রদেশান্তরে 'বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়' ইতি বিজ্ঞানস্য মন আদিভিঃ সহ পাঠাৎ বুদ্ধিময়ত্বঞ্চ তদ্গুণসারত্বমেবাভিপ্রেয়তে, যথা লোকে স্ত্রীময়ো দেবদত্ত ইতি স্ত্রীরাগাদিপ্রধানোঽভিধীয়তে তদ্বৎ। স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি, ইতি চ লোকান্তরগমনেঽপ্যবিয়োগং বুদ্ধ্যাদের্দর্শয়তি। কেন সমানস্তয়ৈব বুদ্ধ্যা ইতি গম্যতে সন্নিধানাচ্চ। তচ্চ দর্শয়তি 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইতি। এতদুক্তং ভবতি—নায়ং স্বতো ধ্যায়তি

বলিয়াছেন, "তদ্দর্শনাৎ" শাস্ত্র তাহাই দেখাইয়াছেন। যথা—"এই যে পুরুষ, ইনি হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিস্বরূপ এবং প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, ইনি বুদ্ধিকাম্য লাভ করিয়া ইহলোক পরলোক সঞ্চরণ করেন এবং ধ্যান ও ক্রীড়া করেন", ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানময় শব্দে বুদ্ধিময় বা বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, অন্যশ্রুতিতেও বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময় এবং শ্রোত্রময় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। মনঃপ্রভৃতির সহিত বিজ্ঞানের পাঠ থাকায় তাহার বুদ্ধিময়ত্ব অর্থই অভিপ্রেত এবং বুদ্ধিময়ত্ব শব্দের অর্থও বুদ্ধিপ্রাধান্যবিশিষ্ট। যেমন অমুক স্ত্রীময়, এই লৌকিকপ্রয়োগের অর্থ স্ত্রীবিষয়ক অত্যধিক আসক্তি অথবা স্ত্রীবশ্যতা, সেইরূপ বিজ্ঞানময় শব্দেও বুদ্ধিবশ্যতা বুঝিতে হইবে। "তিনি সমানরূপী হইয়া পরলোক এবং ইহলোকে বিচরণ করেন" এই শ্রুতিও লোকান্তরগমনকালের বুদ্ধ্যাদির সহ অবিয়োগ প্রদর্শন করাইয়াছেন। বুদ্ধির সমান অর্থাৎ যেইরূপ বুদ্ধি তদ্বৎ হইয়া এইরূপ অর্থসান্নিধ্য প্রযুক্ত লাভ হইয়াছে "যেন ধ্যান করেন, যেন চলিত হন" শ্রুতির এই অংশ ইহারই দ্যোতক। ইতঃপূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, আত্মা স্বয়ং ধ্যান করেন না, গমনাগমনও করেন না, বুদ্ধিই ধ্যান করে, চিন্তা করে, গমনাগমন করে, তাহা যুক্তিযুক্ত। যেহেতু, আত্মা বুদ্ধিময় হইয়া থাকায় তাহা আত্মাতে উপচরিত হয়। সেই জন্যই, শ্রুতি—"ধ্যান করেন" না বলিয়া "যেন ধ্যান করেন" এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। আরও দেখ, আত্মার বুদ্ধিসম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞানকৃত। সম্যক্ জ্ঞানোদয় অর্থাৎ

নাপি চলতি ধ্যায়ন্ত্যাং বুদ্ধৌ ধ্যায়তীব চলন্ত্যাং চলতীবেতি। অপি চ মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরোঽয়মাত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ। ন চ মিথ্যাজ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানাদন্যত্র নিবৃত্তিরস্তীত্যতো যাবৎ ব্রহ্মাত্মতানববোধস্তাবদয়ং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধো ন শাম্যতি। দর্শয়তি চ 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' ইতি। ননু সুষুপ্তিপ্রলয়য়োর্ন শক্যতে বুদ্ধিসম্বন্ধ আত্মনোঽভ্যুপগন্তুং 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি বচনাৎ কৃৎস্নবিকারপ্রলয়াভ্যুপগমাচ্চ তৎ কথং যাবদাত্মভাবিত্বং বুদ্ধিসম্বন্ধস্যেত্যত্রোচ্যতে॥ ৩০॥

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥ ৩১॥

যথা লোকে পুংস্ত্বাদীনি বীজাত্মনা বিদ্যমানান্যেব বাল্যাদিষ্বনুপলভ্যমানানি অবিদ্যমানবদভিপ্রেয়মাণানি যৌবনাদিষ্বাবির্ভবন্তি, নাবিদ্যমানান্যুৎপদ্যন্তে যণ্ডা-

---

প্রয়াজ্ঞান না হইলে মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মতাবোধ না জন্মিবে, তাবৎকাল বুদ্ধিসম্বন্ধও বিনিবৃত্ত হইবে না। এই জন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন, যথা—"আমি এই স্বপ্রকাশ অজ্ঞানাস্পৃষ্ট মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, সাক্ষাৎ করিয়াছি। জীব ইঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, তাঁহার জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাকে জানা ভিন্ন মোক্ষের অন্য পথ নাই"। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সুষুপ্তিতে এবং প্রলয়ে আত্মার বুদ্ধিসংযোগ থাকেনা, তাঁহাকে বলিবে, এইপ্রশ্নই উঠিতে পারে না, কেননা, "সে সময়ে ব্রহ্ম সম্পন্ন হয়", এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে এবং প্রলয়কালেও নিরবশেষ-প্রলয় স্বীকৃত আছে। যদি সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে বুদ্ধিসংযোগ না থাকিল, তবে বুদ্ধিসম্বন্ধের যাবদাত্মভাবিত্ব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সূত্রকার সম্প্রতি এই প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন॥ ৩০॥

লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, বাল্যকালে পুরুষত্ব বীজভাবে থাকে বলিয়া তাহা উপলব্ধি হয় না। যেন নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। পরে যৌবনোদ্গমে তাহার অভিব্যক্তি হয়। বীজরূপে না থাকিলে তাহা উৎপন্ন হইতে

দীনামপি তদুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ, এবময়মপি বুদ্ধিসম্বন্ধঃ শক্ত্যাত্মনা বিদ্যমান এব সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনঃ প্রবোধপ্রসবয়োরাবির্ভবতি। এবং হ্যেতদ্‌যুজ্যতে। ন হ্যাকস্মিকী কস্যচিদুৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। দর্শয়তি চ সুষুপ্তাদুত্থানম- বিদ্যাত্মকবীজসদ্ভাবকারিতং—'সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা' ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সিদ্ধমেতদ্‌যাবদাত্মভাবী বুদ্ধ্যাদ্যু- পাধিসম্বন্ধ ইতি ॥ ৩১ ॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা ॥ ৩২ ॥

তচ্চাত্মন উপাধিভূতমন্তঃ করণং মনো বুদ্ধির্বিজ্ঞানং চিত্তমিতি চানেকধা তত্র তত্রাভিলপ্যতে। কচিচ্চ বৃত্তিবিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে, নিশ্চয়াদি- বৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি। তচ্চৈবম্ভূতমন্তঃকরণমবশ্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা হ্যনভ্যুপগ-

---

পারে না। যণ্ডের এইবীজ আদৌ একদা নাই বলিয়াই পূর্ণযৌবনবিকাশেও নপুংসকের পুংস্ত্বাদি জন্মিতে পারে না। এই দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হই- তেছে যে, বুদ্ধি সম্বন্ধও সুষুপ্তিতে ও প্রলয়কালীন শক্তিরূপে থাকে। থাকে বলিয়াই জাগ্রদবস্থায় এবং সৃষ্টিকালে তাহার অবির্ভাব হইয়া থাকে; এই প্রকারের সিদ্ধান্তই। যুক্তিযুক্ত। আকস্মিক উৎপত্তি নিতান্ত অসম্ভব। আকস্মিক উৎপত্তি মানিতে গেলে অতিপ্রসঙ্গদোষ নিতান্ত অবারনীয় হইবে। অবিদ্যাবীজ থাকে বলিয়াই পুনরুত্থান হয়,এই তত্ত্ব শ্রুতিও দেখাইয়াছেন। শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়াও জানেনা যে, আমি ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়াছি"; "ব্যাঘ্র বা সিংহ যে যেরূপ থাকে সে পুনঃ সেইরূপই হয়", ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণে আত্মার বুদ্ধিসংযোগ থাকা পর্য্যন্ত উপাধি-সম্বন্ধ থাকা সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥

অন্তঃকরণ আত্মার উপাধি। তাহা মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও চিত্ত, এই চারি নামে অভিহিত। কোনও স্থলবিশেষে বৃত্তিবিভাগ অনুসারে মন প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়া থাকে। মন সংশয়াদি বৃত্তিক। নিশ্চয়াদি বৃত্তিক বুদ্ধি, অহঙ্কার গর্ব্ব বৃত্তিক এবং চিত্ত স্মৃতি প্রধান বৃত্তিক। এতাদৃশ অন্তঃকরণ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য। অন্তঃকরণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে নিত্য উপলব্ধির প্রসক্তি হইবে, পক্ষান্তরে নিত্য অনুপলব্ধিরও প্রসঙ্গ

ম্যমানে তস্মিন্নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। আত্মেন্দ্রিয়বিষয়াণামুপলব্ধিসাধনানাং সন্নিধানে সতি নিত্যমেবোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত। অথ সত্যপি হেতুসমবধানে ফলাভাবস্ততোঽপি নিত্যমেবানুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত। ন চৈবং দৃশ্যতে। অথ বান্যতরস্যাত্মন ইন্দ্রিয়স্য বা শক্তিপ্রতিবন্ধোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চাত্মনঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ সম্ভবতি, অবিক্রিয়ত্বাৎ। নাপীন্দ্রিয়স্য। ন হি তস্য পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োরপ্রতিবদ্ধশক্তিকস্য ততোঽকস্মাচ্ছক্তিঃ প্রতিবধ্যেত। তস্মাৎ যস্যাবধানানবধানাভ্যামুপলব্ধ্যনুপলব্ধী ভবতস্তন্মনঃ। তথা চ শ্রুতিঃ, অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্' ইতি 'মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি' ইতি চ। কামাদয়শ্চাস্য বৃত্তয় ইতি দর্শয়তি—'কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা

হইবে। উপলব্ধির সাধন আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই সকলের সন্নিধান সততই আছে। সন্নিধান থাকিলেই সুতরাং সর্ব্বদা বস্তূপলব্ধির কোনও বাধক নাই। কারণসামগ্রী সমবধান থাকা সত্ত্বেও যদি কার্য্য না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি ঘটিতে কোনও আপত্তি করিতে পারিবে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা কখনও দেখা যায় না। অতএব বাধ্য হইয়াই উপলব্ধির অথবা বস্তু অনুভবের নিয়ামক মনোনামক একটী পদার্থ স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি মন বা অন্তঃকরণ দ্রব্য মানিতে স্বীকার না হও, কেবল আত্মা ও ইন্দ্রিয় আছে বল, তাহা হইলে, কখন উপলব্ধি হয় কখনও বা হয় না, এই দৃষ্ট ঘটনা রক্ষার্থ হয় আত্মার না হয় ইন্দ্রিয়ের শক্তি-প্রতিবন্ধ মানিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিও, আত্মার শক্তি, প্রতিবন্ধ অসম্ভব। যে হেতু, আত্মা নির্ব্বিকার। ইন্দ্রিয়ের শক্তিস্তম্ভও সম্ভবপর নহে। তাহার হেতু এই যে, ইন্দ্রিয়কে পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে অপ্রতিবদ্ধশক্তি দেখিতেছি। সুতরাং সহসা ইন্দ্রিয়ের শক্তিস্তম্ভ স্বীকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। অতএব যাঁহার অবধান ও অনবধানজন্য উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি হয়, সেই পদার্থই মন বা অন্তঃকরণ পদবাচ্য। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন, যথা—"মন অন্যাসক্ত ছিল, সেই জন্য দেখিতে পাই নাই, অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই শুনিতে পাই নাই। মনের দ্বারাই দেখিতে পায় এবং মনের দ্বারাই শুনিতে পায়" ইত্যাদি। কাম, সঙ্কল্প, বিকল্প এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি সমস্তই মনের বৃত্তিবিকার

ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব' ইতি। তস্মাৎ যুক্তমেতত্তদ্গুণসারত্বাত্তদ্ব্যপদেশ ইতি ॥ ৩২ ॥

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

তদ্গুণসারত্বাধিকারেণৈবাপরোঽপি জীবধর্ম্মঃ প্রপঞ্চ্যতে। কর্ত্তা চায়ং জীবঃ স্যাৎ। কস্মাৎ। শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ। এবঞ্চ যজেত জুহুয়াৎ দদ্যাদিত্যেবম্বিধং বিধিশাস্ত্রমর্থবদ্ভবতি অন্যথা তদনর্থকং স্যাৎ। তদ্ধি কর্ত্তুঃ সতঃ কর্ত্তব্যবিশেষমুপদিশতি। ন চাসতি কর্ত্তৃত্বে তদুপপদ্যতে। তথেদমপি শাস্ত্রমর্থবদ্ভবতি—'এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ' ইতি ॥ ৩৩ ॥

বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতশ্চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং যজ্জীবপ্রক্রিয়ায়াং সন্ধ্যে স্থানে বিহারমুপদিশতি 'স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্' ইতি স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে' ইতি চ ॥ ৩৪ ॥

বা অবস্থাবিশেষ, ইহাও শ্রুতি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। উপসংহারে বিচার নির্দ্দেশ এই যে, বুদ্ধিগুণপ্রাধান্য দৃষ্টে আত্মার অণুত্বাদি ব্যপদেশ, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসহ বা সৎ সিদ্ধান্ত ॥৩২॥

তদ্গুণসারত্ব অধিকারে অর্থাৎ জীববুদ্ধিধর্ম্মবিশিষ্ট, এতৎ কথন উপলক্ষে জীবের অন্য ধর্ম্মও কথিত হইয়াছে, যথা—"জীব কর্ত্তা, যেহেতু, জীবের কর্ত্তৃত্বপক্ষেই বিধিশাস্ত্র বা নিষেধশাস্ত্রের বিফলতা হয় না। জীব কর্ত্তা, জীবই করে, এই প্রকার হইলেই যাগ করিবেক, হোম করিবেক, দান করিবেক" ইত্যাদি শাস্ত্রের অর্থ থাকে, অন্যথা সেই সকলের আনর্থক্যাপত্তি হয়। জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্র তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া দিতেছেন; জীবের যদি কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই এই সকল শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। জীবের কর্ত্তৃত্বপক্ষ স্বীকার করিলেই "ইনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা ও পুরুষ" এই শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে ॥ ৩৩ ॥

বক্ষ্যমাণ হেতুতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে। শ্রুতি জীবপ্রকরণের সন্ধ্যস্থানে জীবের বিহার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, "সেই অমৃত আত্মা

উপাদানাৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতশ্চাস্য কর্ত্তৃত্বং যজ্জীবপ্রক্রিয়ায়ামেব করণানামুপাদানং সঙ্কীর্ত্তয়তি 'তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়' ইতি প্রাণান্ গৃহীত্বা' ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতশ্চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং যদস্য লৌকিকীষু বৈদিকীষু চ ক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং ব্যপদিশতি শাস্ত্রং 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ' ইতি। নমু বিজ্ঞানশব্দো বুদ্ধৌ সমধিগতঃ কথমনেন জীবস্য কর্ত্তৃত্বং সূচ্যত ইতি। নেত্যুচ্যতে। জীবস্যৈবৈষ নির্দ্দেশো ন বুদ্ধেঃ। ন চেজ্জীবস্য স্যান্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাদ্বিজ্ঞা-নেনেত্যেবং নিরদেক্ষ্যৎ। তথা হ্যন্যত্র বুদ্ধিবিবক্ষায়াং বিজ্ঞানশব্দস্য করণবিভক্তি-নির্দ্দেশোদৃশ্যতে 'তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়' ইতি। ইহ তু

যথা ইচ্ছা তথা গমনাগমন করেন"; "শরীরে যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হন" ইত্যাদি ইত্যাদি ॥ ৩৪ ॥

জীবের কর্ত্তৃত্ববিষয়ে আরও হেতু এই যে—শ্রুতি জীবপ্রকরণে জীবকর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—"তিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানের অর্থাৎ বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করতঃ শয়ন করেন"; "ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিত হন" ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

জীবের কর্ত্তৃত্বের প্রতি অন্য হেতু এই যে, শাস্ত্র লৌকিক এবং বৈদিক কার্য্য-কলাপের প্রতি জীবেরই কর্ত্তৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন, যথা—"বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে এবং লৌকিক কার্য্য করে।" যদি বল, জীব বিজ্ঞানপদবাচ্য নহে; কেননা, তাহা হইলে বুদ্ধি কিরূপে জীবের কর্ত্তৃত্ব করিবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত স্থলে বিজ্ঞান বুদ্ধি নহে। জীব অর্থেই ইহার প্রয়োগ হইয়াছে, বুদ্ধি অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। জীব অর্থে প্রয়োগ না হইলে "বিজ্ঞানং" এইরূপ কর্ত্তৃপ্রয়োগ হইত না, "বিজ্ঞানেন" এই প্রকার করণপ্রয়োগই হইত। অন্য শ্রুতিতেও দেখা যায়, করণবিভক্তি যুক্ত করিয়া বুদ্ধি অর্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, যথা—"এই সকল প্রাণের মধ্যে ইনি বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক সুপ্ত হন।" বর্ণিত

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুত ইতি কর্ত্তৃসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাদ্বুদ্ধিব্যতিরিক্তস্যৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং সূচ্যত ইত্যদোষঃ। অত্রাহ যদি বুদ্ধিব্যতিরিক্তো জীবঃ কর্ত্তা স্যাৎ স স্বতন্ত্রঃ সন্ প্রিয়ং হিতঞ্চৈবাত্মনো নিয়মেন সম্পাদয়েন্ন বিপরীতং, বিপরীতমপি তু সম্পাদয়ন্নুপলভ্যতে। ন চ স্বতন্ত্রস্যাত্মন ঈদৃশী প্রবৃত্তিরনিয়মেনোপপদ্যত ইত্যত উত্তরং পঠতি॥ ৩৬।

উপলব্ধিবদনিয়মঃ॥ ৩৭॥

যথায়মাত্মোপলব্ধিং প্রতি স্বতন্ত্রোঽপ্যনিয়মেনেষ্টমনিষ্টঞ্চোপলভত এবমনিয়মেনৈবেষ্টমনিষ্টঞ্চ সম্পাদয়িষ্যতি। উপলব্ধাবপ্যস্বাতন্ত্র্যমুপলব্ধিহেতূপাদানোপলম্ভাদিতি চেৎ, ন, বিষয়প্রকল্পনামাত্রপ্রয়োজনত্বাদুপলব্ধিহেতূনাম্। উপলব্ধৌ ত্বনন্যাপেক্ষত্বমাত্মনশ্চৈতন্যযোগাৎ। অপি চার্থক্রিয়ায়ামপি নাত্যন্তমাত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যমস্তি দেশকালনিমিত্তবিশেষাপেক্ষত্বাৎ। ন চ সহায়াপেক্ষস্য কর্ত্তুঃ কর্ত্তৃত্বং নিবর্ত্ততে।

স্থলে "বিজ্ঞানং" এই প্রকার কর্ত্তৃসামান্য নির্দ্দেশ থাকায় বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি হইতেছে, সুতরাং এবম্বিধ প্রয়োগ দোষনীয় নহে।

এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মা যদি কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইবেন। স্বাধীন ব্যক্তি সর্ব্বদাই স্বেচ্ছায় যথা নিয়মে স্বকীয় প্রিয় ও হিতকর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; কখনও ইহার অন্যথা হয় না। দর্শিত স্থলে কিন্তু বিপরীত করিতে দেখা যায়। স্বাধীন আত্মার এতাদৃশ অনিয়ত প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত কি না, এই আপত্তির প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র বলা হইতেছে, "উপলব্ধিবদনিয়মঃ"॥ ৩৬॥

আত্মা উপলব্ধির প্রতি স্বাধীন হইলেও আত্মা অনিয়মিতরূপে স্বীয় ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে সক্ষম। অতএব, যেমন যেমন বুঝেন সেইরূপই ইষ্টানিষ্ট অনুষ্ঠান ও সম্পাদন করেন, তাহাতে দোষ ঘটিতে পারে, এমন কি কারণ আছে? আত্মা উপলব্ধি বিষয়েও পরতন্ত্র, কেন না, তিনি উপলব্ধি সামগ্রী অপেক্ষা করেন, এই প্রকার বলিতে পার না, যেহেতু মাত্র বিষয়কল্পনা করাই উপলব্ধি সামগ্রীর আবশ্যক। চৈতন্যযুক্ত থাকায় তিনি উপলব্ধি বিষয়ে অন্য কাহারও অপেক্ষা করেন

ভবতি হেধোদকাদ্যপেক্ষস্যাপি পক্তুঃ পক্তৃত্বম্। সহকারিবৈচিত্র্যাচ্চেষ্টানিষ্টার্থ-ক্রিয়ায়ামনিয়মেন প্রবৃত্তিরাত্মনো ন বিরুধ্যতে॥ ৩৭॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ॥ ৩৮॥

ইতশ্চ বিজ্ঞানব্যতিরিক্তো জীবঃ কর্ত্তা ভবিতুমর্হতি। যদি পুনর্ব্বিজ্ঞানশব্দ-বাচ্যা বুদ্ধিরেব কর্ত্রী স্যাৎ ততঃ শক্তিবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ। করণশক্তির্বুদ্ধের্হীয়েত কর্তৃশক্তিশ্চাপদ্যেত। সত্যাঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্তৃশক্তৌ তস্যা এবাহম্প্রত্যয়বিষয়ত্বমভ্যু-পগন্তব্যম্। অহঙ্কারপূর্ব্বিকায়া এব প্রবৃত্তেঃ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ, অহং গচ্ছাম্যহমা-গচ্ছাম্যহং ভুঞ্জেঽহং পিবামীতি চ। তস্যাশ্চ কর্তৃশক্তিযুক্তায়াঃ সর্ব্বার্থকারিণ্যাঃ সর্ব্বার্থকারি করণমন্যৎ কল্পয়িতব্যম্। শক্তোঽপি হি সন্ কর্ত্তা করণমুপাদায় ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। ততশ্চ সংজ্ঞামাত্রে বিসম্বাদঃ স্যাৎ ন বস্তুভেদঃ কশ্চিৎ,করণব্যতিরিক্তস্য কর্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ॥ ৩৮॥

না। অপর কথা এই যে, অর্থ ক্রিয়াতে আত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহেন। কেননা, তৎপ্রতি দেশকালাদি নিমিত্তবিশেষের অপেক্ষা করিতে হয়। সহায় আবশ্যক হয় বলিয়া কর্ত্তার কর্তৃত্বলোপ হইতে পারে না। কেননা, লৌকিক কর্তৃত্বেও দেখিতে পাই যে, জল, বহ্নি, কাষ্ঠ প্রভৃতি সহকারী সত্ত্বেও পাচকের পাককর্তৃত্ব অক্ষত আছে। সুতরাং সহকারীবৈচিত্র্যে আত্মার অনিয়মিতরূপে ইষ্টানিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া কদাপি বিরুদ্ধ নহে॥ ৩৭॥

বক্ষ্যমান যুক্তি অনুসারেও বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত জীব কর্ত্তা, ইহা সুস্পষ্ট উপ-লব্ধি হইবে। যুক্তি এই,—যদি বিজ্ঞান-শব্দবোধ্য বুদ্ধিই কর্তৃপদবাচ্য হয়, তাহা হইলে শক্তি-বৈপরীত্য স্বীকার করিতে হয়। বিপরীতার্থ স্বীকৃত হইলে বুদ্ধির করণশক্তির অপচয় এবং কর্তৃশক্তির প্রাপ্তি, এই দুই আপত্তি অবারনীয় হইবে। বুদ্ধির কর্তৃশক্তি মানিলে তাহাকে অহংজ্ঞানের গম্য বলা হইবে। যে কোনও প্রবৃত্তি—সমস্তই অহংপূর্ব্বিকা। আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, ভোগ করিতেছি, আমি ভোজন করিতেছি এবং আমি পান করিতেছি, এই সমস্তই অহং অর্থাৎ আমি উল্লেখে সম্পন্ন হয়; অতএব, সর্ব্ব কার্য্যকারিনী কর্তৃ-শক্তিমতী বুদ্ধির একটী সর্ব্ব কার্য্যকরণক্ষম করণ কল্পনা করা আবশ্যক। কারণ, প্রত্যেক সমর্থ কর্ত্তাকে করণ গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

যোঽপ্যয়মৌপনিষদাত্মপ্রতিপত্তিপ্রয়োজনঃ সমাধিরুপদিষ্টো বেদান্তেষু 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্', ইত্যেবং লক্ষণঃ সোঽপ্যসত্যাত্মনঃ কর্তৃত্বে নোপপদ্যতে। তস্মাদপ্যস্য কর্তৃত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৩৯ ॥

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৪০ ॥

এবং তাবচ্ছাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ কর্তৃত্বং শারীরস্য প্রদর্শিতং তৎ পুনঃ স্বাভাবিকং বা স্যাদুপাধিনিমিত্তং বেতি চিন্ত্যতে। তত্র তৈরেব শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ স্বাভাবিকং কর্তৃত্বমপবাদহেত্বভাবাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন স্বাভাবিকং কর্তৃত্বমাত্মনঃ সম্ভবত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। কর্তৃত্বস্বভাবত্বে হ্যাত্মনো ন কর্তৃত্বা-

---

দেখা যায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র নামতই বিরোধ; বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। যে কর্তা সে করণ হইতে পৃথক্; সুতরাং অতিরিক্ত, ইহা অবশ্যই স্বীকর্তব্য ॥ ৩৮ ॥

আত্ম-জ্ঞানফলক বেদান্ত শাস্ত্রে যে সমাধির উপদেশ আছে "আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, এবং নিদিধ্যাসিতব্য"। শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনা-পরনাম সমাধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য। "আত্মাই অন্বেষনীয়, আত্মাই বিচার দ্বারা বিজ্ঞেয়", "ওঁ এই প্রণবদ্বারা আত্মধ্যান কর" ইত্যাদি। এই উপদেশ আত্মার কর্তৃত্ব ব্যতীত সঙ্গত হইতে পারে না, অতএব, জ্ঞানসাধনবিধি সমূহের সার্থক্যের নিমিত্ত আত্মাকেই কর্তা বলিতে বাধ্য ॥ ৩৯ ॥

এই সূত্রটী অবান্তর সঙ্গতিক্রমে বলা হইতেছে। এই প্রকার বিধ্যাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যাদি হেতু দ্বারা শরীরের (অর্থাৎ জীবের) কর্তৃত্ব নিরূপণ করা হইল জীবের তাদৃশ কর্তৃত্ব কি স্বাভাবিক না নৈমিত্তিক, এই বিষয় নিষ্পত্তিজন্য বিচারের অবতারণা করা হইতেছে। প্রথমত দেখা যায় যে, জীবের কর্তৃত্ব স্বত সিদ্ধই, কেননা, স্বাভাবিক কর্তৃত্ব পক্ষেও শাস্ত্রের সার্থক্য আছে; নিরর্থক হ না। বিশেষতঃ স্বাভাবিক কর্তৃত্বের কোনও নিষেধ দেখিতে পাই না। জীবে

ন্নির্ম্মোক্ষঃ সম্ভবত্যগ্নেরিবৌষ্ণ্যাৎ। ন চ কর্ত্তৃত্বাদনির্ম্মুক্তস্যাঽস্তি পুরুষার্থসিদ্ধিঃ কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ। নমু স্থিতায়ামপি কর্ত্তৃত্বশক্তৌ কর্ত্তৃত্বকার্য্যপরিহারাৎ পুরুষার্থঃ সেৎস্যতি, তৎপরিহারশ্চ নিমিত্তপরিহারাৎ, যথাগ্নের্দ্দহনশক্তিযুক্তস্যাপি কাষ্ঠবিয়োগাদ্দহনকার্য্যাভাবস্তদ্বৎ। ন। নিমিত্তানামপি শক্তিলক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বদ্ধানামত্যন্তপরিহারাসম্ভবাৎ। নমু মোক্ষসাধনবিধানান্মোক্ষঃ সেৎস্যতি। ন। সাধনায়ত্তস্যানিত্যত্বাৎ। অপি চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তাত্মপ্রতিপাদনান্মোক্ষসিদ্ধিরভিহিতা। তাদৃগাত্মপ্রতিপাদনঞ্চ ন স্বাভাবিকে কর্ত্তৃত্বেঽবকল্পতে। তস্মাদুপাধিধর্ম্মাধ্যাসেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ন স্বাভাবিকম্। তথা চ শ্রুতিঃ 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইতি। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি চোপাধিসংযুক্তস্যৈবাত্মনো ভোক্তৃত্বাদিবিশেষলাভং দর্শয়তি। ন হি বিবেকিনাং পরস্মাদন্যো জীবো নাম কর্ত্তা ভোক্তা বা বিদ্যতে। 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যাদিশ্রবণাৎ। পর এব তর্হি সংসারী কর্ত্তা ভোক্তা চ প্রসজ্যেত পরস্মাদন্যশ্চেচ্চিতিমান্ জীবো বুদ্ধ্যা-

---

স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব পক্ষে আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। যে হেতু, স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব পক্ষে মোক্ষাভাব-দোষ বলবৎ হইয়া পড়ে। যদি কর্ত্তৃত্বই আত্মার স্বভাব হয়, তাহা হইলে আর তাহা হইতে বিমুক্তিলাভের আশাই থাকে না। অগ্নি যেমন উষ্ণতা হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না, তদ্বৎ আত্মাও কর্ত্তৃত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না, কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ না হইলেও পুরুষার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ হইতে পারে না। কর্ত্তৃত্বই দুঃখ, যদি সেই দুঃখই থাকিল তাহা হইলে মোক্ষ হইল কৈ? কর্ত্তৃত্ব শক্তি থাকে থাকুক, কার্য্যত্যাগে মোক্ষ হইতে পারে। কার্য্যাভাব নিমিত্তাভাব প্রযুক্ত হইতে পারে। যেমন কাষ্ঠের অভাবে দাহিকাশক্তিযুক্ত অগ্নির দাহকার্য্য বিরত হয়, সেইরূপ কার্য্যের অভাবে কর্ত্তৃত্বের পরিহার হইতে পারে, এই প্রকার বলা যাইতে পারে না। কেননা, নিমিত্ত সকল শক্তিলক্ষণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকায় তাহার আত্যন্তিক পরিহার অসম্ভব। শক্তি থাকিলে অবশ্যই শক্য কার্য্য হইবে। বিশেষতঃ কাষ্ঠের ন্যায় আত্যন্তিক পরিহার হয় না। মোক্ষ সাধনের বিধান আছে, তাহারই বলে সাধনের প্রভাবে মোক্ষ হইবেক। এই প্রকারও বলা যাইতে পারে না। কেন? হেতু, যাহা সাধনায়ত্ত অর্থাৎ সাধন দ্বারা জন্মে, তাহা অনিত্য। অপর কথা এই যে,

দিসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তো ন স্যাৎ। ন। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ কর্ত্তৃভোক্তৃত্বয়োঃ। তথা চ শাস্ত্রং 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি' ইত্যবিদ্যাবস্থায়াং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে দর্শয়িত্বা বিদ্যাবস্থায়াং তে এব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে নিবারয়তি 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কম্পশ্যেৎ' ইতি। তথা স্বপ্নজাগরিতয়োরাত্মন উপাধিসম্পর্ককৃতং শ্রমং শ্যেনস্যেবাকাশে বিপরিপততঃ শ্রাবয়িত্বা তদভাবং সুষুপ্তৌ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তস্য শ্রাবয়তি 'তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্' ইত্যারভ্য 'এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ' ইত্যুপসংহারাৎ। তদেতদাহাচার্য্যঃ 'যথা চ তক্ষোভয়থা' ইতি। ত্বর্থে চায়ং চঃ পঠিতঃ নৈবং মন্তব্যং স্বাভাবিকমেবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমগ্নেরিবৌষ্ণ্যমিতি যথা তু তক্ষা লোকে বাস্যাদিকরণহস্তঃ কর্ত্তা দুঃখী ভবতি, স এব স্বগৃহং প্রাপ্তো বিমুক্তবাস্যাদিকরণঃ স্বস্থো নির্বৃতো নির্ব্যাপারঃ সুখী ভবতি, এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতদ্বৈতসংযুক্ত আত্মা

আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, মোক্ষ, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান লাভ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। কিন্তু সেই প্রকার আত্মজ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বে সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাধি-ধর্ম্মের অধ্যাসে আত্মার কর্ত্তৃত্ব; সুতরাং সেই কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে; কিন্তু তাহা ঔপাধিক। শ্রুতিও অনুকূলে বলিতেছেন যথা,—"আত্মা যেন ধ্যান করেন, সঞ্চরণ করেন"। "আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, এই ত্রিতয়ের যোগে ভোক্তা", ইহা মনীষিগণ বলেন; এই শ্রুতি উপাধিযুক্ত আত্মারই ভোক্তৃত্বাদি বিশেষজ্ঞান লাভ হওয়া দেখাইয়াছেন। বিবেকী পুরুষের দৃষ্টিতে পরমাত্মা ব্যতীত পৃথক্ কর্ত্তা ভোক্তা জীব নাই। কেননা, সেই মহাত্মারা "এই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, এমন দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। অবিবেকী ভ্রান্তিমান্ পুরুষেরাই মিথ্যা জীব ও পরমাত্মার ভেদ মনে করে। জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন সঙ্ঘাতাতিরিক্ত চেতন জীব নাই। তাই বলিয়া পরমাত্মাই যে সংসারী ও কর্ত্তা, ভোক্তা, তাহা নহে; যেহেতু, কর্ত্তৃত্বাদি অজ্ঞান কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয়। শাস্ত্র "যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়, সেই অবস্থায় ভিন্ন বস্তুর দর্শন হয়" ইত্যাদিক্রমে অবিদ্যাবস্থায় ;কর্ত্তৃত্বাদি সংঘটন

স্বপ্নজাগরিতাবস্থয়োঃ কর্ত্তা দুঃখী ভবতি স তচ্ছ্রমাপনুত্তয়ে স্বমাত্মানং পরং প্রবিশ্য বিমুক্তকার্য্যকরণসঙ্ঘাতোঽকর্ত্তা সুখীভবতি সম্প্রসাদাবস্থায়াং তথা মুক্ত্যবস্থায়ামপ্যবিদ্যাধ্বান্তং বিদ্যাপ্রদীপেন বিধূয়াত্মৈব কেবলো নির্বৃতঃ সুখী ভবতি তক্ষদৃষ্টান্তশ্চৈতাবতাংশেন দ্রষ্টব্যঃ। তক্ষা হি বিশিষ্টেষু তক্ষণাদিব্যাপারেষপেক্ষ্যৈব প্রতিনিয়তানি করণানি বাস্যাদীনি কর্ত্তা ভবতি স্বশরীরেণ ত্বকর্ত্তৈব, এবময়মাত্মা সর্ব্বব্যাপারেষপেক্ষ্যৈব মন আদীনি করণানি কর্ত্তা ভবতি স্বাত্মনা ত্বকর্ত্তৈবেতি ন ত্বাত্মনস্তক্ষ ইবাবয়বাঃ সন্তি যৈর্হস্তাদিভিরিব বাস্যাদীনি তক্ষা মন আদীনি করণান্যাত্মোপাদদীত ন্যসেদ্বা। যত্ত্বুক্তং শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ স্বাভাবিকমাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমিতি তত্র বিধিশাস্ত্রং তাবৎ যথাপ্রাপ্তং কর্ত্তৃত্বমুপাদায় কর্ত্তব্যবিশেষমুপদিশতি ন কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদয়তি। ন চ স্বাভাবিকমস্য কর্ত্তৃত্বমস্তি ব্রহ্মাত্মত্বোপদেশা-

---

হওয়া দেখাইয়া পরে বিদ্যাবস্থায় সে সকলের অভাব বলিতেছেন, যথা—"যখন এই সমস্ত আত্মময় হয় অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত কিছুই দর্শন হয়না, তখন আর কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে?" অন্য শ্রুতিও আত্মার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ, এই অবস্থাদ্বয়ে বুদ্ধ্যাদি উপাধি সম্পর্কে ক্লেশ হওয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর দৃষ্টান্তে বর্ণনা করিয়া পরে সুষুপ্তিকালে পরমাত্মসম্পন্ন হওয়ায় সেই সকল শ্রমের অভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন। "এই সুষুপ্তরূপ আত্মা আত্মকাম, আপ্তকাম, অকাম এবং লোকসম্পর্কশূন্য" এই প্রকার কথনানন্তর "ইহাই পরমাগতি, ইহাই পরমা সম্পৎ, ইহাই পরলোক এবং পরমানন্দ" এই প্রকার উপসংহার করিয়াছেন। এই তত্ত্ব আচার্য্য ব্যাসদেব "যথাচ" সূত্রে বলিয়াছেন। সূত্রটীর অর্থ এই :—আত্মার কর্ত্তৃত্ব অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক, এইরূপ মনে স্থান দিও না। যেমন লোকমধ্যে দেখা যায়, তক্ষা (অর্থাৎ সূত্রধর) বাইস (অস্ত্রবিশেষ) প্রভৃতি উপকরণ গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যকর্ত্তাও দুঃখী হয়, আবার সেই ছুতার গৃহাগত এবং বাস্যাদিত্যাগী হইয়া স্বস্থ ও নিবৃত্তব্যাপার হইয়া সুখী হয়, সেইরূপ আত্মাও অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত নানাত্বে আবিষ্ট হইয়া স্বপ্ন-জাগ্রৎ-কর্ত্তা ও দুঃখী হন, আবার সেই আত্মা সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-শ্রান্তি-বিনাশার্থ স্বকীয় পরমরূপে প্রবেশপূর্ব্বক সংঘাতাভিমানশূন্য ও অকর্ত্তা হইয়া সুখী হন। মোক্ষাবস্থাতেও ঐরূপ জ্ঞানপ্রদীপে

দিত্যবোচাম। তস্মাদবিদ্যাকৃতং কর্ত্তৃত্বমুপাদায় বিধিশাস্ত্রং প্রবর্ত্তিষ্যতে। 'কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কমপি শাস্ত্রমনুবাদরূপত্বাদ্ যথাপ্রাপ্তমেবাবিদ্যাকৃতং কর্ত্তৃত্বমনুবদিষ্যতি। এতেন বিহারোপাদানে পরিহৃতে, তয়োরপ্যনুবাদরূপত্বাৎ। 'ননু সন্ধ্যে স্থানে প্রসুপ্তেষু করণেষু স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তত ইতি বিহার উপদিশ্যমানঃ কেবলস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমাবহতি, তথোপাদানেঽপি 'তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়' ইতি করণেষু কর্ম্মকরণবিভক্তী শ্রূয়মাণে কেবলস্যৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বঙ্গময়ত ইতি। অত্রোচ্যতে। ন তাবৎ সন্ধ্যে স্থানে হত্যন্তমাত্মনঃ করণবিরমণমস্তি 'সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকমতিক্রামতি' ইতি তত্রাপি ধীসম্বন্ধশ্রবণাৎ। তথা চ স্মরন্তি,—

'ইন্দ্রিয়াণামুপরমে মনোঽনুপরতং যদি।
সেবতে বিষয়ানেব তদ্বিদ্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্' ॥ ইতি।

অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া কেবল নিবৃত্ত ও সুখী হন। উক্ত তক্ষা-দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে নহে, যে অংশে দৃষ্টান্ত তাহা এই;—তক্ষা স্বব্যাপারতক্ষণকালে নিয়মিত বাস্যাদি উপকরণ অপেক্ষা করিয়া কর্ত্তা হইয়া থাকে; পরন্তু, স্বীয় শরীরে সে অকর্ত্তাই আছে। তদ্বৎ, আত্মা সমুদায় ব্যাপারে মনঃপ্রভৃতি করণ অপেক্ষা করিয়া কর্ত্তা হন; কিন্তু স্বীয়রূপে আত্মা অকর্ত্তাই থাকেন। তক্ষার হস্তাদি অবয়ব আছে, তদ্দ্বারা সে বাস্যাদি গ্রহণ করে এবং কর্ত্তৃকার্য্য-সম্পাদক হয়, আবার তাহা ত্যাগ করিয়াই অকর্ত্তা হইয়া পড়ে। কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, সুতরাং তাঁহার মনআদি গ্রহণ তক্ষার সমান নহে; সেইজন্য তদংশে দৃষ্টান্ত নহে। বলিয়াছিলে, শাস্ত্রসার্থক্যাদি হেতু দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত হয়, বাস্তবিক তাহাও নহে। বিধিশাস্ত্র ব্যবহারিক কর্ত্তৃত্ব অনুবাদ করিয়া কর্ত্তব্য বিশেষ উপদেশ করিয়া থাকেন, কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। আত্মার কর্ত্তৃত্ব যে স্বভাবিক নহে, তাহা ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ থাকায় প্রতিপন্ন হয়; এবং ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সুতরাং, অবিদ্যাকৃত কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াই বিধিশাস্ত্র প্রবৃত্ত, এবং "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" ইত্যাদি অনুবাদরূপী শাস্ত্রও যথাপ্রাপ্ত আবিদ্যক কর্ত্তৃত্বের অনুবাদক। এই বিচারের দ্বারা বিহার ও উপাদান, এতদ্ঘটিত আপত্তিও পরিহৃত হইল, যেহেতু সেই সেই শাস্ত্রও

'কামাদয়শ্চ মনসো বৃত্তয়ঃ' ইতি শ্রুতিঃ। তাশ্চ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে। তস্মাৎ সমনা এব স্বপ্নে বিহরতি, বিহারোঽপি চ তত্রত্যো বাসনাময় এব ন তু পারমার্থিকোঽস্তি তথা চ শ্রুতিরিবকারানুবন্ধমেব স্বপ্নব্যাপারং বর্ণয়তি 'উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো যক্ষদুতেবাঽপি ভয়ানি পশ্যন্' ইতি। লৌকিকা অপি তথৈব স্বপ্নং কথয়ন্তি আরুরুক্ষমিব গিরিশৃঙ্গমদ্রাক্ষমিব বনরাজিমিতি। তথোপাদানেঽপি। যদ্যপি করণেষু কর্ম্মকরণবিভক্তিনির্দ্দেশস্তথাপি তৎসংযুক্তস্যৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং দ্রষ্টব্যং, কেবলে কর্ত্তৃত্বাসম্ভবস্য দর্শিতত্বাৎ। ভবতি চ লোকেঽনেকপ্রকারা বিবক্ষা যোধা যুধ্যন্তে যোধৈ রাজা যুধ্যত ইতি। অপি চাস্মিন্ পাদানে করণব্যাপারোপরমমাত্রং বিবক্ষ্যতে ন স্বাতন্ত্র্যং কস্যচিদবুদ্ধিপূর্ব্বকস্যাঽপি সাপেক্ষকরণব্যাপারোপরমস্য দৃষ্টত্বাৎ। যস্ত্বয়ং ব্যপদেশো দর্শিতো 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' ইতি

অনুবাদরূপী। যদি এমন বল যে, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত হয়, আত্মা তখন শরীরে ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন। এই যে বিহারোপদেশ, এই উপদেশ কেবল আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; তথা "বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়" বিজ্ঞানদ্বারা বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া, এই উপাদান-প্রক্রিয়ার করণে শ্রুত কর্ম্মবিভক্তি এবং করণবিভক্তিও কেবল আত্মারই কর্ত্তৃত্বে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ইহার প্রত্যুত্তরে এই বলা যায় যে, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের আত্যন্তিক বিরাম হয় না। "বুদ্ধির সহিত সুপ্ত হন, এবং এই লোক অতিক্রম করেন" এই শ্রুতিতে স্বপ্নকালেও বুদ্ধি সম্বন্ধ থাকা শ্রুত হইতেছে। এই কথা স্মৃতিতেও উল্লেখ আছে। যথা—"ইন্দ্রিয়গণ বিরত হইলেও মন যদি বিরত না হয়, বিষয় ভোগ করে, তাহা হইলে স্বপ্নদর্শন বলিয়া জানিবে"। শ্রুতি বলিয়াছেন, কামাদি মনোবৃত্তি স্বপ্নে তাদৃশ কামাদির বিদ্যমানতা দেখাযায়। সুতরাং, স্বপ্নে সমনস্ক আত্মার বিহার, কেবল আত্মার নহে। স্বাপ্নিক বিহার বাসনাময়, সেইজন্য তাহাতে পারমার্থিকত্ব কিছুই নাই। সেই নিমিত্তই শ্রুতি স্বপ্ন ব্যাপারকে ইবশব্দ প্রদানে বলিতেছেন, যথা—'যেন স্ত্রীর সহিত ক্রীড়মান, যেন যক্ষদূত দেখিয়া ভীত' ইত্যাদি। লোকেও স্বপ্নের কথা "যেন পর্ব্বতোপরি উঠিতেছিলাম, যেন বনরাজি দেখিতেছিলাম" এইরূপে ব্যক্ত করে। উপাদান দেখাইতে করণে অর্থাৎ বিজ্ঞানকে কর্ম্মবিভক্তি

স বুদ্ধেরেব কর্তৃত্বং প্রাপয়তি বিজ্ঞানশব্দস্য তত্র প্রসিদ্ধত্বাম্মনোঽনন্তরপাঠাচ্চ, তস্য শ্রদ্ধৈব শির ইতি চ বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ শ্রদ্ধাদ্যবয়বত্বসঙ্কীর্ত্তনাৎ শ্রদ্ধাদীনাঞ্চ বুদ্ধিধর্ম্মত্বপ্রসিদ্ধেঃ বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে, ইতি চ বাক্যশেষাৎ জ্যেষ্ঠত্বস্য চ প্রথমজত্বস্য বুদ্ধৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ 'স এষ বাচশ্চিত্তস্যোত্তরোত্তরক্রমো যদ্যজ্ঞঃ' ইতি চ শ্রুত্যন্তরে যজ্ঞস্য বাগ্‌বুদ্ধিসাধ্যত্বাবধারণাৎ। ন চ বুদ্ধেঃ শক্তি-বিপর্য্যয়ঃ করণানাং কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমে ভবতি সর্ব্বকারকাণামেব স্বব্যাপারেষু কর্ত্তৃত্বস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ উপলব্ধ্যাপেক্ষন্ত্বেষাং করণত্বং, সা চাত্মনঃ। ন চ তস্যা-মপ্যস্য কর্ত্তৃত্বমস্তি নিত্যোপলব্ধিস্বরূপত্বাৎ। অহঙ্কারপূর্ব্বকমপি কর্ত্তৃত্বং নোপ-লব্ধুর্ভবিতুমর্হত্যহঙ্কারস্যাপ্যুপলভ্যমানত্বাৎ। ন চৈবং সতি করণান্তরকল্পনা-প্রসঙ্গঃ। বুদ্ধেঃ করণত্বাভ্যুপগমাৎ। সমাধ্যভাবস্তু শাস্ত্রার্থবত্ত্বেনৈব পরিহৃতঃ।

ও করণবিভক্তি প্রয়োগ করিলেও তৎসংযুক্ত আত্মার কর্ত্তৃত্ব বুঝা উচিত। কেবল আত্মার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করান হইয়াছে। বিব-ক্ষার কোনও নিয়ম নাই; তাহা বহুপ্রকার। যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগও দেখাযায়। অন্যপক্ষে রাজা যোদ্ধার দ্বারা যুদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করি-তেছেন, এইপ্রকার প্রয়োগও বিরল নহে। সুতরাং উপাদান প্রক্রিয়ায় মাত্র ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্তিই বিবক্ষিত, কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষিত নহে। যেহেতু, সুষুপ্তিকালে অবুদ্ধি পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিবৃত্ত হইতে দেখাযায়, বিজ্ঞান যজ্ঞকরে, এই শ্রৌত উল্লেখ যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব সমর্থন করে। কেননা, বিজ্ঞানশব্দ বুদ্ধিতেই রূঢ়। মনের পরে বিজ্ঞান শব্দ পঠিত হওয়াতেও উহা বুদ্ধির বাচক। "শ্রদ্ধা তাহার মস্তক" এতৎ শ্রুতিতে শ্রদ্ধাকে বিজ্ঞানময় আত্মার শীর্ষ বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা যে বুদ্ধির ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বেশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। প্রস্তাবশেষেও "দেবতারা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন" এই প্রকার উক্তি আছে। যাহা প্রথমজ, তাহাই জ্যেষ্ঠ, ইহা সর্ব্বসাধরণ-প্রসিদ্ধ। "যজ্ঞবাক্যের ও চিত্তের পূর্ব্বাপরীভাব" এতৎ শ্রুতিও যজ্ঞের বাগ্‌-বুদ্ধি নিষ্পন্নতা বলিতেছেন। করণকারকের কর্ত্তৃত্ব মান্য করিলেও তাহার শক্তি বিপর্য্যয় হইবেনা। যেহেতু, প্রত্যেকর কারকেই আপন আপন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব আছে। উপলব্ধি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ করণ এবং উপলব্ধি আত্মার স্বরূপ।

যথাপ্রাপ্তমেব কর্তৃত্বমুপাদায় সমাধিবিধানাৎ। তস্মাৎ কর্তৃত্বমপ্যাত্মন উপাধি-নিমিত্তমেবেতি স্থিতম্ ॥ ৪০ ॥

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

যদিদমবিদ্যাবস্থায়ামুপাধিনিবন্ধনং কর্তৃত্বং জীবস্যাভিহিতং তৎ কিমনপেক্ষ্যেশ্বরং ভবতি আহোস্বিৎ ঈশ্বরাপেক্ষমিতি ভবতি বিচারণা। তত্র প্রাপ্তং তাবন্নেশ্বরমপেক্ষতে জীবঃ কর্তৃত্ব ইতি। কস্মাদপেক্ষাপ্রয়োজনাভাবাৎ। অয়ং হি জীবঃ স্বয়মেব রাগদ্বেষাদিদোষপ্রযুক্তঃ কারকান্তরসামগ্রীসম্পন্নঃ কর্তৃত্বমনুভবিতুং শক্নোতি তস্য কিমীশ্বরঃ করিষ্যতি। ন চ লোকে প্রসিদ্ধিরস্তি কৃষ্যাদিকাসু ক্রিয়াসু অনডুহাদিবদীশ্বরোঽপরোঽপেক্ষিতব্য ইতি। ক্লেশাত্মকেন চ কর্তৃত্বেন জন্তূন্

উপলব্ধিরূপ কেবল আত্মার কর্তৃত্ব নাই। যেহেতু, তিনি নিত্যোপলব্ধিরূপ। অহঙ্কারমূলক কর্তৃত্ব, অহঙ্কার ও উপলব্ধির বিষয়, এই হেতুও কর্তৃত্ব উপলব্ধিতে থাকেনা, অধিকন্তু বুদ্ধির করণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় করণান্তর অর্থাৎ আরও অতিরিক্ত একটী করণ কল্পনার প্রয়োজন নাই। আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে সমাধি-বিধানের সার্থকতা থাকে কৈ? এই আপত্তি ইতঃপূর্ব্বেই পরিহৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে, যথাবস্থিত কর্তৃত্ব লইয়াই শাস্ত্র সমাধির উপদেশ করিতেছেন। এই প্রাঞ্জল বিচারদ্বারা স্থির হইল যে, আত্মার কর্তৃত্ব ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে ॥ ৪০ ॥

স্থিরীকৃত হইল যে, অবিদ্যাবস্থ জীবেরই বুদ্ধ্যাদিউপাধিনিবন্ধন কর্তৃত্ব। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, এই প্রকার কর্তৃত্ব ঈশ্বরায়ত্ত কিনা? তদ্বিষয়ে আপাতদর্শনে দেখা যায় যে, বুদ্ধ্যাদিসম্পন্ন জীব স্বকর্তৃত্বে ঈশ্বরাপেক্ষী নহেন। তাহার কারণ এই, অপেক্ষার কোনও হেতু নাই। জীব স্বতই স্বীয় রাগ দ্বেষাদি দোষে প্রেরিত হয়, তাহার ক্রিয়ানিষ্পাদক সমস্ত সামগ্রী আছে। তদ্দ্বারা কে কর্তৃত্ব অনুভব করিতে সমর্থ? ঈশ্বর তাহার কি করিবেন? উপকার না সহায়তা? লোকমাত্রেই বিদিত আছে যে, কৃষিকর্ম্ম বৃষ ব্যতি-রেকে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত ও কৃষকেরা কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। কৃষক মাত্রেই কৃষিকর্ম্মে বৃষের অপেক্ষা করে। কোনও

সংহরত ঈশ্বরস্য নৈর্ঘৃণ্যং প্রসজ্যেত। বিষমফলৈকেষাং কর্ত্তৃত্বং বিদধতো বৈষম্যম্। নন্বু বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাদিত্যুক্তম্, সত্যমুক্তম্, সতি হীশ্বরস্য সাপেক্ষত্বসম্ভবে, সাপেক্ষত্বঞ্চ নেশ্বরস্য সম্ভবতি সতোর্জন্তূনাং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তয়োশ্চ সম্ভাবঃ সতি জীবস্য কর্ত্তৃত্বে তদেব চেৎ কর্ত্তৃত্বং ঈশ্বরাপেক্ষং স্যাৎ কিং বিষয়মীশ্বরস্য সাপেক্ষত্বমুচ্যেত। অকৃতাভ্যাগমশ্চৈবং জীবস্য প্রসজ্যেত। তস্মাৎ স্বত এব জীবস্য কর্ত্তৃত্বমিতি। এতাং প্রাপ্তিং তুশব্দেন ব্যাবর্ত্ত্য প্রতিজানীতে—পরাদিতি। অবিদ্যাবস্থায়াং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবস্যাবিদ্যাতিমিরান্ধস্য সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ কর্ম্মাধ্যক্ষাৎ সর্ব্বভূতাধিবাসাৎ সাক্ষিণশ্চেতয়িতুরীশ্বরাত্তদনুজ্ঞয়া

কৃষকই কখনও ঈশ্বরের অপেক্ষা করে না। পরন্তু ঈশ্বরকে কর্ত্তা অথবা প্রয়োজক বলিলে ঈশ্বরকে নির্দ্দয়তা দোষে দোষী করিতে হয়। যে হেতু, ঈশ্বর জীবকে ক্লেশ-স্বভাব-কর্ত্তৃত্বে নিযোজনা করেন। অন্য দোষ এই যে, তাঁহার বিচিত্র কর্ত্তৃত্বের কল মানবসামান্য সমভাগে ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং, ঈশ্বরকে বিষমকারী দোষদুষ্টও বলিতে পারি। জীব কর্ম্ম করে এবং ঈশ্বর জীবকে দিয়া কর্ম্ম করান, এতন্মধ্যে ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব জীব কর্ম্মনিরপেক্ষ নহে। জীব পূর্ব্ব জন্মে যেমন কর্ম্ম করে, যে প্রকার ধর্ম্ম সঞ্চয় করে, পর জন্মে ঈশ্বর জীবকে তদনুরূপে সৃজন করেন। অতএব, ভগবানকে অসমকারী এবং নির্দ্দয়-দোষের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। সুতরাং, বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য, এই দোষদ্বয়েরও পরিহার হয়, সত্য বটে, যদি ঈশ্বরের জীবকর্ম্মসাপেক্ষতা স্থির করা যায়; কিন্তু কর্ম্ম সাপেক্ষতা অসম্ভব এবং অসিদ্ধ। কেননা, কর্ত্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনতা সিদ্ধ হইলে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম হওয়া বা থাকা প্রসিদ্ধি হইবে। এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব স্থিরীকৃত হইলে ঈশ্বরের ও তৎসাপেক্ষতা সিদ্ধ হইতে পারে। অন্য পক্ষে ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব সিদ্ধ হইলে পরজীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এবম্বিধ চক্রব্যূহ-দোষ উপস্থিত হওয়ায় ঈশ্বরের কর্ম্ম সাপেক্ষতা অসম্ভব বা অনিশ্চিত হইয়া পড়িল যদি কর্ম্মসাপেক্ষতা অসম্ভব বা অনিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, অন্যসাপেক্ষ বলিতে হইবে। তাহা কি সাপেক্ষ বলিবে? যদি বল, ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করেন না সত্য, কিন্তু প্রবৃত্ত করেন। তাহা হইলে, অকৃত

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য সিদ্ধিস্তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেনমোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। তচ্ছ্রুতেঃ। যদ্যপি রাগাদিদোষপ্রযুক্তঃ সামগ্রী-সম্পন্নশ্চ জীবো, যদ্যপি চ লোকে কৃষ্যাদিষু কর্ম্মসু নেশ্বরকারণত্বং প্রসিদ্ধং, তথাপি সর্ব্বাস্বেব প্রবৃত্তিষ্বীশ্বরো হেতুকর্ত্তেতি শ্রুতেরবসীয়তে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি 'এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে' ইতি 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা। নন্বেবমীশ্বরস্য কারয়িতৃত্বে সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামকৃতাভ্যাগমশ্চ জীবস্যেতি, নেত্যুচ্যতে॥ ৪১॥

ভ্যাগম-দোষ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ জীব কর্ম্ম করিয়াও ফল পায় না, কর্ম্ম না করিয়াও পক্ষান্তরে ফলভোক্তা হইবে, ইহা কুযুক্তিযুক্ত কুসিদ্ধান্ত। প্রদর্শিত হেতুবাদ দর্শনে মানিতে হয় যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন, তাহা ঈশ্বরাধীন নহে।

এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষকারীর প্রতি বলিতেছেন। তু শব্দ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বিদূরিত করতঃ "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" এই সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। অবিদ্যা-বস্থায় কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাস, সর্ব্বসাক্ষী, চেতয়িতা পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে কার্য্য-করণ-সংঘাতাবিবেকী অজ্ঞান তিমিরান্ধ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি লক্ষণ-সংসার সিদ্ধ হয় এবং তদনুগ্রহমূলক বিজ্ঞানের উদয় হইলে তদ্দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধি হয়। এই কথা এই জন্য বলিতেছি, যেহেতু, শ্রুতিপ্রমাণে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যদি রাগাদি দোষে জীব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যদিও জীব সর্ব্বকারকসম্পন্ন, যদিও লোকমধ্যে বা কৃষককুলে কৃষ্যাদিকার্য্যে ঈশ্বরের কারণতা অপ্রসিদ্ধ, তথাপি—সর্ব্বকার্য্যের মূলে ভগবানই নিমিত্ত কারণ, ইহা শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যথা—"ঈশ্বর যাহাকে ইহ লোক হইতে উচ্চ লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন, এবং যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে কুকর্ম্মে নিযুক্ত করেন"। "যিনি আত্মার এবং অন্তরে অবস্থান করত জীবকে নিয়মন করেন" ইত্যাদি। যদি বল, ঈশ্বর করান এবং জীব করে, এইরূপ হইলে বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়ত্ব এই দুই দোষ ঈশ্বরের উপর থাকিয়াই গেল, অধিকন্তু জীবেরও অকৃতপ্রাপ্তি

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥৪২॥

তুশব্দশ্চোদিতদোষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। কৃতো যঃ প্রযত্নো জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্তদপেক্ষ এবৈনমীশ্বরঃ কারয়তি। ততশ্চৈতেচোদিতা দোষা ন প্রসজ্যন্তে জীবকৃতধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাপেক্ষ এব তত্তৎফলানি বিষমং বিভজতে পর্জ্জন্যবদীশ্বরো নিমিত্তত্বমাত্রেণ। যথা লোকে নানাবিধানাং গুচ্ছগুল্মাদীনাং ব্রীহিযবাদীনাঞ্চাহসাধারণেভ্যঃ স্বস্ববীজেভ্যো জায়মানানাং সাধারণং নিমিত্তং ভবতি পর্জ্জন্যঃ। ন হ্যসতি পর্জ্জন্যে রসপুষ্পফলপলাশাদিবৈষম্যং তেষাং জায়তে নাপ্যসৎসু স্বস্ববীজেষু। এবং জীবকৃতপ্রযত্নাপেক্ষ ঈশ্বরস্তেষাং শুভাশুভং বিদধ্যাদিতি শ্লিষ্যতে। নন্বু কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বমেব জীবস্য পরায়ত্তে কর্ত্তৃত্বে নোপপদ্যতে। নৈষ দোষঃ। পরায়ত্তেঽপি হি কর্ত্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ কুর্ব্বন্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি। অপি চ পূর্ব্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যে-

---

স্বীকার করা হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি মহাত্মাগণ তাহা স্বীকার করেন না, যে হেতু সূত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন যে,— ॥ ৪১ ॥

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু" এই সূত্রস্থ তু শব্দ দত্ত দোষের নিবারক। যে জীবের যেরূপ প্রযত্ন অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্ম-সংস্কার সঞ্চিত থাকে, ঈশ্বর সেই জীবকে সেইরূপ কার্য্য করান। এইরূপ হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষ হইল না। জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান বা একরূপ নহে। সেই জন্য, সেই সকল ফলেরও বৈষম্য হইয়া থাকে। ঈশ্বর ফল বৈষম্যের প্রতি বৃষ্টির ন্যায় সাধারণ কারণ। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, স্ব স্ব বীজে সমুৎপন্ন গুচ্ছ, গুল্ম, ধান্য, যব এবং গোধূম প্রভৃতির সাধারণ নিমিত্ত কারণ মেঘ। বৃষ্টি না হইলে রস, পুষ্প, ফল ও পত্রপ্রভৃতি অসমান বা বিভিন্ন পদার্থ জন্মিত না। পৃথক্ পৃথক্ বীজ না থাকিলেও পৃথক্ পদার্থ জন্মিত না। তদ্রূপ ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্ন অনুসারে জীবগণের শুভাশুভ বিধান করেন। জীবও তদ্বিধানবশ হইয়া ইচ্ছাবশ হয় এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। অপর যে একটী কথা বলিয়াছিলে, জীবের কর্ত্তৃত্বকে ঈশ্বরাধীন বলিতে গেলে ঈশ্বরের জীবকৃত প্রযত্নাপেক্ষতা উপপন্ন হয় না; কিন্তু আমরা বলি, তাহা সঙ্গত হয়; জীব পরাধীন কর্ত্তা হইলেও জীব করে ও ঈশ্বর করান।

দানীং কারয়তি পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্ব্বমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারস্যানবদ্যম্। কথং পুনরবগম্যতে কৃতপ্রযত্নাপেক্ষ ঈশ্বর ইতি। বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিত্যেত্যাহ। এবং হি স্বর্গকামো যজেত, ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যেবঞ্জাতীয়কস্য বিহিতস্য প্রতিষিদ্ধস্য চাবৈয়র্থ্যং ভবতি, অন্যথা তদনর্থকং স্যাৎ। ঈশ্বর এব বিধিপ্রতিষেধয়োর্নিযুজ্যেত, অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য। তথা বিহিতকারিণমপ্যনর্থেন সংসৃজেৎ প্রতিষিদ্ধকারিণমপ্যর্থেন। ততশ্চ প্রামাণ্যং বেদস্যাস্তমিয়াৎ। ঈশ্বরস্য চাত্যন্তানপেক্ষত্বে লৌকিকস্যাঽপি পুরুষকারস্য বৈয়র্থ্যং, তথা দেশকালনিমিত্তানাং পূর্ব্বোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চেত্যেবঞ্জাতীয়কং দোষজাতমাদিগ্রহণেন দর্শয়তি ॥ ৪২ ॥

অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্ব-মধীয়ত একে ॥ ৪৩ ॥

জীবেশ্বরয়োরুপকার্য্যোপকারকভাব উক্তঃ। স চ সম্বদ্ধয়োরেব লোকে

অথবা সংসার অনাদি। যেহেতু অনাদি, সেই হেতু এই দোষ হয় না। ঈশ্বর পূর্ব্বকৃত প্রযত্ন অনুসারে জীবকে এতৎকালে করান, তৎপূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ইতঃপূর্ব্বে করাইয়াছিলেন। এইরূপ অনাদি প্রবাহ অনিন্দনীয়। ঈশ্বর যে জীবকৃত প্রযত্ন অপেক্ষা করেন, তাহা বিহিতাবিহিত সার্থক্যে দ্বারা জানা যায়। "স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক" "ব্রাহ্মণ হনন কর্ত্তব্য নহে" ইত্যাদি বিধির নিষেধ শাস্ত্রের সার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি ঈশ্বর জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হন, তাহা হইলে এই সকল বিধানের এবং অনুষ্ঠানের আনর্থক্য ঘটনা হয়। জীব ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরই তাহাদিগকে বৈধাবৈধ কার্য্য করান, বৈধকারীকে অনিষ্টে নিপাতিত এবং অবৈধকারীকে ইষ্ট ফলে নিয়োজিত করিলে বেদের প্রামাণ্য অস্তমিত হয়। সূত্রে আদি শব্দ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বর অত্যন্ত নিরপেক্ষ হইলে লৌকিক পুরুষকারেরও বৈফল্যাপত্তি এবং দেশ, কাল, নিমিত্ত, এই সমূহের প্রতি পূর্ব্বোক্ত দোষ তাদবস্থাই থাকে ॥ ৪২ ॥

জীবেশ্বরের উপকার্য্য উপকারকভাব বর্ণিত হইল। পরন্তু এই ব্যাপারটী পরস্পর-সম্বন্ধ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট দুএর মধ্যেই দেখা যায়। যেমন স্বামি-

দৃষ্টঃ। যথা স্বামিভৃত্যয়োর্যথাবাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োঃ। ততশ্চ জীবেশ্বরয়োরপ্যুপকার্য্যোপকারকত্বাবাভ্যুপগমাৎ কিং স্বামিভৃত্যবৎ সম্বন্ধ আহোস্বিৎ বিস্ফুলিঙ্গবদিত্যস্যাং বিচিকিৎসায়ামনিয়মো বা প্রাপ্নোতি। অথবা স্বামিভৃত্যপ্রকারেষ্বেবেশিত্রীশিতব্যভাবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ তদ্বিধ এব সম্বন্ধ ইতি প্রাপ্নোতি। অতো ব্রবীতি অংশ ইতি। জীব ঈশ্বরস্যাংশো ভবিতুমর্হতি। যথাঽগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গ। অংশ ইবাংশঃ। ন হি নিরবয়বস্য মুখ্যোঽংশঃ সম্ভবতি। কস্মাৎ পুনর্নিরবয়বত্বাৎ স এব ন ভবতি। নানাব্যপদেশাৎ। 'সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' 'এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি' 'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কো ভেদনির্দ্দেশো নাস্তি ভেদে যুজ্যতে। ননু চায়ং নানাব্যপদেশঃ সুতরাং স্বাম্যভৃত-

---

ভৃত্য মধ্যে প্রভুত্বদাসত্ব সম্বন্ধ। যেমন অগ্নি স্ফুলিঙ্গমধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ। এই প্রকার দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত এবং উপকার্য্য উপকারকভাব জীবও ঈশ্বর মধ্যে স্বীকার থাকায়, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবেশ্বরের সম্বন্ধটা কি প্রকার। প্রভু ভৃত্যবৎ সম্বন্ধ? না অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সদৃশ সম্বন্ধ? সন্দেহোৎপত্তির পর প্রথমতঃ বোধ হয় যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ নিয়ম নাই। অথবা প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ সদৃশ সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। নিয়ন্তৃনিয়ম্যভাব প্রভু ও ভৃত্যমধ্যেই প্রসিদ্ধ আছে। জীব এবং ঈশ্বর মধ্যেও জীব নিয়ম্য, ঈশ্বর জীবের নিয়ন্তা, এইপ্রকার সম্বন্ধ যুক্তিমূলক পাওয়া যায়। এবং প্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ বলিতেছেন যে, জীব ঈশ্বরাংশ হইবার যোগ্য। অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ, জীবও ব্রহ্মের তদ্রূপ। আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং নিরবয়ব ব্রহ্মের আবার অংশ কি?—ইহা অপ্রসিদ্ধ। উত্তর—অংশ না থাকিলেও অংশ কল্পনা কর্ত্তব্য। নিরবয়বত্ব নিবন্ধন বাস্তবিক অংশ না থাকিলেও জীব ব্রহ্ম নহে, কিন্তু ব্রহ্মের অংশ। যেহেতু শ্রুতিতে উভয়ের ভেদব্যপদেশ আছে, যথা,—"তিনি জীবের অন্বেষণীয়, তিনিই বিচারণীয়, এবং তাঁহাকেই বিচার পূর্ব্বক জান"। "তাঁহাকে জানিয়া মুনি হয়"। "যিনি আত্মার অবস্থিত ও অন্তরিত থাকিয়া আত্মাকে নিয়োজিত করেন" ইত্যাদি। বাস্তবিক ঐক্য হইলে অর্থাৎ ভেদ না থাকিলে শ্রুতি কখনই এইরূপ ভেদ নির্দেশ করিতেন না। যদি কেহ মনে করেন যে, এই

সারূপ্যে যুজ্যত ইতি, অত আহ অন্যথা চাপীতি। নচ নানাব্যপদেশাদেব কেবলাদংশত্বপ্রতিপত্তিঃ। কিন্তর্হি। অন্যথা চাপি ব্যপদেশো ভবত্যনানাত্বস্য প্রতিপাদকঃ। তথা হি—একে শাখিনো দাশকিতবাদিভাবং ব্রহ্মণ আমনন্তি। আথর্ব্বণিকা ব্রহ্মসূক্তে—'ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত' ইত্যাদিনা দাশা য এতে কৈবর্ত্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ, যে চামী দাসাঃ স্বামিষ্বাত্মানমুপক্ষিপন্তি, যে চান্যে কিতবা দ্যূতবৃত্তাস্তে সর্ব্বে ব্রহ্মৈবেতি হীনজন্তূদাহরণেন সর্ব্বেষামেব নামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতপ্রবিষ্টানাং জীবানাং ব্রহ্মত্ব মাহুঃ। তথা অন্যত্রাপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়ামেবায়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে—'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ' ইতি, 'সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইতি চ। 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চাস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ। চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাহ-

---

প্রভেদ প্রভু-ভৃত্যভাবেও সঙ্গত হইতে পারে, সেইজন্যই তাহার পরিহারার্থ বলিয়াছেন "অন্যথা চাপি" অন্য প্রকারেও অংশত্ব প্রতীতি হয়। কেবল ভেদকথন দ্বারাই যে অংশত্ব প্রতীতি হয়, এমন নহে। অভেদপ্রখ্যাপক অন্য ব্যপদেশও আছে। তাহারই উদাহরণার্থ কোনও কোনও শাখা ব্রহ্মের দাশ ভাবে অবস্থান গান করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মসূক্তে "দাশেরা ব্রহ্ম, দাসেরা ব্রহ্ম, এই সকল ধূর্ত্তেরাও ব্রহ্ম" ইত্যাদিক্রমে উক্ত হইয়াছে। কৈবর্ত্তাদি জাতি দাশ শব্দে প্রসিদ্ধ। ভৃত্যেরা দাস শব্দে খ্যাত। দ্যূতক্রিয়াপরায়ণেরা কিতব নামে অভিহিত। ইহারা সকলেই ব্রহ্ম। শ্রুতি উদাহরণ প্রসঙ্গে এইরূপ এবং অন্যরূপ নীচ জাতির উল্লেখ করিয়া দেহপ্রবিষ্ট সমুদায় জীবের ব্রহ্মত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য শ্রুতির প্রস্তাবেও এই অর্থ অতি বিস্তৃতক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী. তুমিই বৃদ্ধ হইয়া যষ্টি ধারণ করতঃ গমন কর, তুমিই জন্মগ্রহণ কর, এবং তুমিই সকলের আত্মা"; "যিনি নাম এবং রূপ সৃজন করতঃ তদন্তপ্রবিষ্ট আছেন"। "ইহা ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা নাই", ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও এই অভিপ্রায় লব্ধ হয়। জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যাংশে বিভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে

ভিন্নিক্ষু লিঙ্গয়োরোক্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাত্যাংশত্বাবগমঃ। কুতশ্চাংশত্বাব গমঃ॥ ৪৩॥

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্রবর্ণশ্চৈতমর্থমবগময়তি 'তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদো-ইস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইতি। অত্র ভূতশব্দেন জীবপ্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দ্দিশতি 'অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ' ইতি প্রয়োগাৎ। অংশঃ পাদো ভাগ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ। কুতশ্চাংশত্বাবগমঃ॥ ৪৪ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরগীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' ইতি। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ। যত্তূক্তং স্বামিভৃত্যাদিষেবেশিত্রীশিত-

---

কোনও বিশেষ প্রভেদ নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, শ্রুতিদ্বারা ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীবব্রহ্মের অংশাংশিভাব প্রতীত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য হেতুতেও জীবের অংশভাব নিশ্চিত হয়॥ ৪৩॥

বেদমন্ত্রের বর্ণনাতেও এইপ্রকার অর্থ অবগত হওয়া যায়। যথা,—"এতাবৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ সমুদায় প্রপঞ্চ এই অনন্তমস্তক পুরুষের মহিমা। পুরুষ তদপেক্ষা জ্যায়ান্। সমুদায় ভূত তাহার পাদ অর্থাৎ একাংশ, এবং অন্য ত্রিপাদ স্বর্গীয় ও মুক্ত"। এই শ্রুতিতে যে ভূতশব্দ আছে, তদ্দ্বারা জীবপ্রধান স্থাবর জঙ্গমের নির্দ্দেশ হইয়াছে। "শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অন্যত্র সর্ব্ব প্রাণীকে অহিংসা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে" ইত্যাদি প্রয়োগে ভূতশব্দে জীবপ্রধান স্থাবর জঙ্গম উক্ত হইয়াছে। অংশ, পাদ, এই সকল শব্দ সমানার্থক, অতএব মন্ত্রবর্ণনা দ্বারাও জীবের অংশত্ব প্রতীতি হয়। কেন অংশত্ব প্রতীতি হয়, এইরূপ পুনরাপত্তি নিবারণার্থ সূত্র বলিতেছেন "অপিচ স্মর্য্যতে" ॥ ৪৪ ॥

জীব যে ঈশ্বরের অংশ তাহা ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে। যথা, "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপে অবস্থিতি করিতেছে"। এই প্রমাণ দ্বারাও জীবের ঈশ্বরাংশত্ব প্রতীতি হয়। প্রশ্ন হইয়াছিল যে, প্রভুভৃত্য মধ্যেই শাস্

ব্যভাবো লোকে প্রসিদ্ধ ইতি। যদ্যপ্যেষা লোকে প্রসিদ্ধিস্তথাপি শাস্ত্রাত্ত্বং-শাংশিত্বমীশিত্রীশিতব্যভাবশ্চ নিশ্চীয়তে। নিরতিশয়োপাধিসম্পন্নশ্চেশ্বরো নিহীনো-পাধিসম্পন্নান্ জীবান্ প্রশাস্তীতি ন কিঞ্চিদ্বিপ্রতিষিধ্যতে। অত্রাহ। নমু জীবেশ্বরাংশত্বাভ্যুপগমে তদীয়েন সংসারদুঃখোপভোগেনোংশিন ঈশ্বরস্যাঽপি দুঃখিত্বং স্যাৎ, যথা লোকে হস্তপাদাদ্যন্যতমাঙ্গগতেন দুঃখেনাঙ্গিনোদেবদত্তস্য দুঃখিত্বং তদ্বৎ। ততশ্চ তৎপ্রাপ্তানাং মহত্তরং দুঃখং প্রাপ্নুয়াৎ, অতোবরং পূর্ব্বাবস্থঃ সংসার এবাস্ত্বিতি সম্যগ্দর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি। অত্রো-চ্যতে ॥ ৪৫ ॥

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥৪৬॥

যথা জীবঃ সংসারদুঃখমনুভবতি নৈবং পর ঈশ্বরোঽনুভবতীতি প্রতিজানী-

শাসক ভাব প্রসিদ্ধি হইতে পারে, অন্যত্র নহে। তদুত্তর এই, যদিও লোকে শাস্ত-শাসক মধ্যে প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ, তথাপি শাস্ত্রের দ্বারা অংশাংশিত্ব ও শাস্ত-শাসক ভাব নিশ্চিত আছে। উৎকৃষ্ট উপাধিসম্পন্ন ঈশ্বর হীনোপাধি বিশিষ্ট জীবদিগকে শাসন করেন, এই প্রকার সৎ সিদ্ধান্তে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারেনা। এই স্থলে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে, জীবকে যদি ঈশ্বরের অংশ বল, তাহা হইলে জীবের সংসারদুঃখ ভোগে অংশী ঈশ্বরেরও সংসারদুঃখ ভোগ মানিতে হইবে। লোকেও দেখা যায়, হস্তের অথবা অন্য অঙ্গের দুঃখে অঙ্গী দেবদত্ত দুঃখিত হন। অঙ্গের দুঃখে অঙ্গীর দুঃখভোগ, এই দৃষ্টান্তেও জীবের দুঃখে ঈশ্বরের দুঃখ, অবশ্যই অনুমেয়। এই প্রকার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রাপ্ত জীব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখী, এই প্রকারও অনুমান করা যাইতে পারে। সাধনদ্বারা সংসারমুক্ত বা ঈশ্বরপ্রাপ্ত জীবের যদি অধিক দুঃখই হয়, তাহা হইলে সংসারে থাকাই ভাল। মোক্ষের আবশ্যক কি? মোক্ষে সর্ব্বাংশে দুঃখী, সংসারে একাংশে দুঃখী। অতএব মোক্ষ অনাবশ্যক। সুতরাং, তত্ত্বজ্ঞানের এবং তত্ত্বজ্ঞানোপ-দেশক শাস্ত্রাদির বৈকল্যাপত্তি অখণ্ডনীয়া। স্থূলদর্শি বাদিগণের এবম্বিধ আপত্তি বিদূরীকরণমানসে সূত্র বলিতেছেন "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" ॥ ৪৫ ॥

নহে। জীবো হ্যবিদ্যাবেশবশাদ্দেহাদ্যাত্মভাবমিব গত্বা তৎকৃতেন দুঃখেন দুঃখ্যহমিত্যবিদ্যাকৃতং দুঃখোপভোগমভিমন্যতে নৈবং পরমেশ্বরস্য দেহাদ্যাত্মভাবো দুঃখাভিমানো বাস্তি। জীবস্যাহপ্যবিদ্যাকৃতনামরূপনির্বৃত্তদেহেন্দ্রিয়াদ্যুপাধ্যবিবেকভ্রমনিমিত্ত এব দুঃখাভিমানো ন তু পারমার্থিকোঽস্তি। যথা চ স্বদেহগতং দাহচ্ছেদাদিনিমিত্তং দুঃখং তদভিমানভ্রান্ত্যাঽনুভবতি তথা পুত্রমিত্রাদিগোচরমপি দুঃখং তদভিমানভ্রান্ত্যৈবানুভবত্যহমেব পুত্রোঽহমেব মিত্রমিত্যেবং স্নেহবশেন পুত্রমিত্রাদিষ্বভিনিবিশমানঃ। ততশ্চ নিশ্চিতমেতদবগম্যতে মিথ্যাভিমানভ্রমনিমিত্ত এব দুঃখানুভব ইতি। ব্যতিরেকদর্শনাচ্চৈবমবগম্যতে। তথা হি—পুত্রমিত্রাদিমৎসু বহুষূপবিষ্টেষু তৎসম্বন্ধাভিমানিষিতরেষু চ পুত্রো মৃতো মিত্রং মৃতমিত্যেবমাদ্যাদ্ঘোষিতে যেষামেব পুত্রমিত্রাদিমত্ত্বাভিমানস্তেষামেব

জীব যদ্রূপ সংসারদুঃখ অনুভব করে, ঈশ্বর তদ্রূপ নহেন। জীব অবিদ্যার বশ হইয়া দেহাদিতে আত্মভাব স্থাপন করতঃ দেহাদির দুঃখে দুঃখী হন, মোহবশতঃ আমি দুঃখী, এইরূপ ভাবেন; পরমেশ্বরের সেইরূপ দুঃখাভিমান নাই, এবং দেহাদিতে আত্মভাবও নাই। জীবের দুঃখাভিমানও পারমার্থিক নহে, ইহা ভ্রমপ্রযুক্ত। অবিদ্যা যে নামরূপবিশিষ্ট দেহাদি উৎপাদন করিয়াছে, জীব অভিমান বা অধ্যাস বশতঃ তাহার সহিত একীভূত, সুতরাং ভ্রান্ত, সেইজন্যই দুঃখী। যেমন দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ ভ্রান্তি থাকায় জীব দেহাদিস্থিত দুঃখকে আপনাতে আরোপিত করতঃ আমি দুঃখী ইত্যাকার অনুভব করে, তেমনি অত্যন্ত বাহ্য পুত্রমিত্রাদিস্থিত দুঃখকেও আরোপদ্বারা আপনাতে আনয়ন পূর্ব্বক আমি দুঃখী ইত্যাকার অনুভব করিয়া থাকে। পুত্রাদিতে অহংমমাভিমানরূপ ভ্রম থাকাতেই জীব স্নেহের বশ হয় এবং দুঃখানুভব করে। ইহা দ্বারাও নিশ্চয় হয় যে, দুঃখবোধ মিথ্যা বা ভ্রান্তিপূর্ণ, মোহবিজৃম্ভিত। ব্যতিরেক দর্শনেও অর্থাৎ ভ্রান্তির অপনোদনে, দুঃখ বিমোচন হওয়াতে স্থির হয় যে, দুঃখ ভ্রান্তিকৃত।

নিদর্শন দেখ, যাহাদের পুত্রমিত্রাদি আছে, অথবা যাহাদের অমুক আমার পুত্র ইত্যাদিরূপ অভিমান আছে, এবং যাহাদের সে সকল পুত্রমিত্রাদি বা সেই শ্রেণীর অভিমান নাই, এমন অনেকগুলি লোক একত্র বসিয়া আছে; এমন

তন্নিমিত্তং দুঃখমুৎপদ্যতে নাভিমানহীনানাং পরিব্রাজকানাম্। অতশ্চ লৌকিকস্যাঽপি পুংসঃ সম্যগ্দর্শনার্থবত্ত্বং দৃষ্টং কিমুত বিষয়শূন্যাদাত্মনোঽন্যদ্বস্তুন্তরমপশ্যতো নিত্যচৈতন্যমাত্রস্বরূপস্যেতি। তস্মান্নাস্তি সম্যগ্দর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। প্রকাশাদিবদিতি নিদর্শনোপন্যাসঃ। যথা প্রকাশঃ সৌর্য্যশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমাঽঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তেষ্বৃজুবক্রাদিভাবং প্রতিপদ্যমানেষু তত্তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যমানোঽপি ন পরমার্থতস্তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে, যথা চাকাশো ঘটাদিষু গচ্ছৎসু গচ্ছন্নিব বিভাব্যমানোঽপি ন পরমার্থতো গচ্ছতি, যথা বোদশরাবাদিকম্পনাৎ তদ্গতে সূর্য্যপ্রতিবিম্বে কম্পমানেঽপি ন তদ্বান্ সূর্য্যঃ কম্পতে, এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপাধ্যুপহিতে জীবাখ্যোঽংশে দুঃখায়মানেঽপি ন তদ্বানীশ্বরো দুঃখায়তে। জীবস্যাঽপি দুঃখপ্রাপ্তিরবিদ্যানিমিত্তৈবেত্যুক্তম্। তথা চাবিদ্যানি-

---

সময়ে যদি কেহ বলে, তোমার পুত্র বা মিত্র মরিয়াছে, তাহা হইলে যাহাদের পুত্রাদি থাকার অভিমান আছে, তাহাদেরই মনে দুঃখ হয়। আর যাহারা অনভিমানী উদাসীন সন্ন্যাসী, তাহাদের মনে দুঃখ হয়না। যখন লৌকিক পুরুষেরও তত্ত্বজ্ঞানের সার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন যে বিষয়সম্পর্কশূন্য অদ্বয়জ্ঞান, নিত্যচৈতন্যরূপ, আত্মার দুঃখ নাই বা আত্মার দুঃখই আদৌ হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ নিরর্থক নহে। উদাহরণের নিমিত্ত "প্রকাশাদিবৎ" বলা হইয়াছে। যেমন সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের আলোক সমস্ত আকাশব্যাপী হইলেও অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির যোগে যেন বক্রাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, সেই আলোক যেন বাকিয়া গিয়াছে, চঞ্চল হইতেছে অথবা সরল রেখার মত আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা তত্তদাকার প্রাপ্ত হয়না। যেমন আকাশ ঘটাদিচলনের ন্যায় চলিত দেখাইলেও বাস্তবিক তাহা চলেনা; যেমন শরাবস্থ জলের কম্পনে তত্রস্থ প্রতিবিম্বের কম্পন হয়, সূর্য্য যেমন তেমনই থাকে; সেইরূপ অবিদ্যাজনিত বুদ্ধ্যাদিতে উপহিত জীব নামক অংশ বুদ্ধিযোগবশতঃ দুঃখিতের ন্যায় হইলেও তাহাতে অংশী ঈশ্বর দুঃখিত হয়না। জীবেরও দুঃখসংযোগ যে অবিদ্যক অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। অধিকন্তু "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি, ইত্যাদি বেদান্তবাক্য অবিদ্যাকৃত জীবভাব নিরসনপূর্ব্বক জীবের

মিত্তজীবভাবব্যুদাসেন ব্রহ্মভাবমেব জীবস্য প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তাঃ 'তত্ত্বমসি' ইত্যেবমাদয়ঃ। তস্মান্নাস্তি জৈবেন দুঃখেন পরমাত্মনোদুঃখিত্বপ্রসঙ্গঃ ॥ ৪৬॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪৭ ॥

স্মরন্তি চ ব্যাসাদয়ো যথা জৈবেন দুঃখেন ন পরমাত্মা দুঃখায়ত ইতি।

"তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাঽপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥
কর্ম্মাত্মত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ" ॥ ইতি।

চ শব্দাৎ সমামনন্তি চেতি বাক্যশেষঃ। 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তানশ্নন্-

---

ব্রহ্মত্ব প্রমাণিত করিতেছে। এই সকল সঙ্গত কারণে বলিতেছি যে, জীব সম্বন্ধীয় দুঃখ পরমাত্মাকে স্পর্শ করাত বহুদূরের কথা, তাহার ত্রিসীমানায়ও যাইতে সাহস পায়না ॥ ৪৬ ॥

ব্যাসাদি মহর্ষিগণও বলিয়াছেন যে, জীবের দুঃখে পরমাত্মা কখনও দুঃখী হন না। "তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণ। যদ্রূপ পদ্মপত্রস্থিত জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয়না, সেইরূপ ত্রিগুণাতীত পরমাত্মাও কর্ম্মফলে লিপ্ত হননা। যিনি এই কর্ম্মাশ্রয় জীব তাঁহারই বন্ধন, তাঁহারই মোক্ষ এবং তিনিই সপ্তদশ সংখ্যক লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট"। "স্মরন্তিচ" এই সূত্রে যে চশব্দ আছে, তদ্দ্বারা শ্রুতিবাক্যও এই বিষয়ে প্রমাণ আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—"সেই দ্বয়ের মধ্যে একটী সুস্বাদ জ্ঞানে কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্যটী ভোগ না করিয়াও দেদীপ্যমান আছে। "সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা সেই এক অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত বস্তু অসঙ্গ হেতু লোক দুঃখে দুঃখিত হননা"। এখানে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা একই হয়, তাহা হইলে লৌকিক ও বৈদিক বিধিনিষেধ কি প্রকারে সুসঙ্গত হইবে? যদি বল, জীব ঈশ্বরাংশ, সুতরাং, জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন। ভিন্ন বলিয়াই বিধিনিষেধ

ন্যোঽভিচাকশীতি' ইতি 'একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ' ইতি চ। অত্রাহ—যদি তর্হি এক এব সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা স্যাৎ কথমনুজ্ঞাপরিহারৌ স্যাতাং লৌকিকৌ বৈদিকৌ চেতি। নন্বু চাংশো জীব ঈশ্বরস্যেত্যুক্তং তদ্ভেদাচ্চানুজ্ঞাপরিহারৌ তদাশ্রয়াববাতিকীর্ণাবুপপদ্যেতে কিমত্র চোদ্যত ইতি। উচ্যতে। নৈতদেবম্। অনংশত্বমপি হি জীবস্যাভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ। নন্বু ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বং সিধ্যতীত্যুক্তম্। স্যাদেতদেবং যদ্যুভাবপি ভেদাভেদৌ প্রতিপিপাদয়িষিতৌ স্যাতামভেদ এব ত্বত্র প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থসিদ্ধেঃ। স্বভাবপ্রাপ্তস্তু ভেদোঽনূদ্যতে। ন চ নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো মুখ্যোঽংশো জীবঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। তস্মাৎ পর এবৈকঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা জীবভাবেনাবস্থিত ইত্যতো বক্তব্যানুজ্ঞাপরিহারোপপত্তিস্তাং ক্রমঃ॥ ৪৭॥

নির্ব্বাহিত হয়, সুতরাং এখানে আর আপত্তি চলেনা। তদুত্তরে বক্তব্য, জীব ঈশ্বরের অংশ, কেবল এই কথা নহে; শ্রুতিতে অনংশবোধক শব্দও আছে। "তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন, ইহা ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা নাই, যে আত্মায় ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়। তিনিই তুমি, আমি ব্রহ্ম" ইত্যাদি বহু অভেদবাদিনী শ্রুতি বিদ্যমান আছে। জীবব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা প্রতীতি হয় বলিয়া জীবের অংশত্ব সিদ্ধ হয়, এই বাক্য সত্য; কিন্তু তাহা সাধু হইত, যদি ভেদ ও অভেদ উভয় প্রতিপাদন করা শ্রুতির ইষ্ট হইত। কিন্তু উভয় প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। অভেদ প্রমাণিত করাই শ্রুতির লক্ষ্য। যেহেতু, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে জীবের মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। সুতরাং স্বভাবপ্রাপ্ত ভেদ অনুবাদ করিয়া শ্রুতি অভেদ উপদেশ প্রতিদান করিয়াছেন, ইহাই প্রতীতি হয়। ব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং নিরবয়বের মুখ্য অংশ সম্ভবপর নহে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু একই পরমাত্মা সমুদায় ভূতের অন্তরাত্মা এবং জীবভাবে অবস্থিত, সেই হেতু বিধিনিষেধ শাস্ত্র সামঞ্জস্য হয়॥ ৪৭॥

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াদিত্যনুজ্ঞা। গুর্ব্বঙ্গনাং নোপগচ্ছেদিতি পরিহারঃ। তথা-গ্নীষোমীয়ং পশুং সংজ্ঞপয়েদিত্যনুজ্ঞা। মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি পরিহারঃ। এবং লোকোঽপি মিত্রমুপসেবিতব্যমিত্যনুজ্ঞা। শত্রুঃ পরিহর্ত্তব্য ইতি পরিহারঃ। এবম্প্রকারাবনুজ্ঞাপরিহারাবেকত্বেঽপ্যাত্মনো দেহসম্বন্ধাৎ স্যাতাম্। দেহৈঃ সম্বন্ধো দেহসম্বন্ধঃ। কঃ পুনর্দ্দেহসম্বন্ধঃ। দেহাদিরয়ং সঙ্ঘাতোঽহমেবেত্যাত্মনি বিপরীতপ্রত্যয়োৎপত্তিঃ। দৃষ্টা চ সা সর্ব্বপ্রাণিনামহং গচ্ছামাহমাগচ্ছামাহমন্ধো-ঽহমনন্ধোঽহং মূঢ়োঽহমমূঢ় ইত্যেবমাত্মিকা। ন হ্যস্যাঃ সম্যগ্দর্শনাদন্যন্নিবারকমস্তি। প্রাক্ তু সম্যগ্দর্শনাৎ প্রততৈষা ভ্রান্তি সর্ব্বজন্তুনাম্। তদেবমবিদ্যানিমিত্তদেহাদ্যা-

---

যে প্রকারে বিধিনিষেধ শাস্ত্রের সামঞ্জস্য হয়, তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে। ঋতুকালে দারোপগমন করিবেক, এই একটী অনুজ্ঞা। গুর্ব্বঙ্গনা গমন করি-বেক না, ইহা একটী নিষেধ বিধি। অগ্নিদেবতা এবং সোম দেবতা উদ্দেশে পশুবধ করিবেক, এই একটী উপদেশ বিধি। কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবেক না, ইহা অপর একটী নিষেধ বিধি। মিত্র ব্যক্তির উপসর্পন করিবেক, ইহা একটী বিধায়ক বাক্য। শত্রুর নিকট যাইবে না, ইহা নিষেধ বাক্য। আত্মা এক হইলেও উক্ত বিধি নিষেধ দেহ সম্বন্ধ থাকায় বিফল হয় না। দেহের সহিত সম্বন্ধ—দেহ সম্বন্ধ। দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা বলিতেছি। এই দেহাদি সঙ্ঘাতে 'আমি' এতদ্রূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান হওয়ার নাম দেহ সম্বন্ধ। শরীরাদিতে যে তাদৃশ অহং ভাব আছে, তাহা সমুদায় জীবের গোচরে "আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, আমি অন্ধ, আমি মূঢ়," ইত্যাদি বিধ ব্যবহারে প্রকটিত হইতেছে।

সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানোদয় না হইলে এই ভ্রম অন্য কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। যতক্ষণ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হইবে, ততক্ষণ ঐ ভ্রান্তি অবিচ্ছেদভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। একই আত্মা, ইহা স্বীকার করিলেও তন্মধ্যে প্রদর্শিত প্রকার অবিদ্যাজনিত উপাধি-সম্পর্ককৃত বিশেষ অর্থাৎ ভিন্নতা থাকায় অনুজ্ঞা ও পরীহার স্বকার্য্য সাধনে

পাধিসম্বন্ধকৃতাদ্বিশেষাদেকাত্ম্যাভ্যুপগমেঽপ্যনুজ্ঞাপরিহারাববকল্প্যেতে। সম্যগ্দর্শিনস্তর্হ্যনুজ্ঞাপরিহারানর্থক্যং প্রাপ্তম্। ন তস্য কৃতার্থত্বান্নিযোজ্যত্বানুপপত্তেঃ। হেয়োপাদেয়য়োর্হি নিযোজ্যো নিযোক্তব্যঃ স্যাৎ, আত্মনস্ত্বতিরিক্তং হেয়মুপাদেয়ং বা বস্ত্বপশ্যৎ কথং নিযুজ্যেত। ন চাত্মাত্মন্যেব নিযোজ্যঃ স্যাৎ। শরীরব্যতিরেকদর্শিন এব নিযোজ্যত্বমিতি চেৎ, ন, তৎসংহতত্বাভিমানাৎ। সত্যং ব্যতিরেকদর্শিনো নিযোজ্যত্বং তথাপি ব্যোমাদিবদ্দেহাদ্যসংহতত্বমপশ্যত এবাত্মনো নিযোজ্যত্বাভিমানঃ। ন হি দেহাদ্যসংহতত্বদর্শিনঃ কস্যচিদপি নিয়োগো দৃষ্টঃ কিমুতৈকাত্ম্যদর্শিনঃ। ন চ নিয়োগাভাবাৎ সম্যগ্দর্শিনো যথেষ্টচেষ্টাপ্রসঙ্গঃ সর্ব্বত্রাভিমানস্যৈব প্রবর্ত্তকত্বাৎ, অভিমানাভাবাচ্চ সম্যগ্দর্শিনঃ। তস্মাদ্দেহসম্বন্ধাদেবানুজ্ঞাপরিহারৌ জ্যোতিরাদিবৎ। যথা জ্যোতিষ একত্বেঽপ্যগ্নিঃ ক্রব্যাৎ পরি-

---

সমর্থ হয়। তাহা হইলেও জ্ঞানীর সম্বন্ধেও উক্ত উভয় অনর্থক নহে। কেন না, জ্ঞানী কৃতার্থ, তাহার ত্যাজ্যাত্যাজ্য বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহার নিয়োজ্যতা অসম্ভব। যে ব্যক্তি নিযোজ্য, নিযোক্তা তাহাকে হয় হেয় বিষয়ে, না হয় উপাদেয় গোচরে নিয়োগ করে। যে আত্মাতিরিক্ত হেয় ও উপাদেয় দেখেনা, বিধিনিষেধ তাহাকে কি কার্য্যে নিয়োগ করিবে? আপনিই আপনার নিযোজ্য, ইহা অসম্ভব। আত্মা শরীরাতিরিক্ত—শরীর হইতে ভিন্ন, ইহা যাহারা জানে, কেবল তাহারাই যে নিযোজ্য তাহাও নহে। তাহাদের শরীর সম্বন্ধাভিমান থাকা আবশ্যক। যিনি ব্যতিরেকদর্শী, তিনি নিযোজ্য, এই উক্তি সত্য হইলেও যাঁহারা আপনার আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ততা না জানেন—তাহাদেরই নিযোজ্যাভিমান হয়; অন্যের হয় না। একাত্মদর্শী নিযোজ্য নহে। এই কথা বলাই বাহুল্য। কেননা, কোনও আত্মতত্ত্বদর্শীর নিযোজ্যতা দেখা যায় না; যদিও জ্ঞানীর প্রতি নিয়োগ নাই। বিধি নিষেধ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারীকে স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। তথাপি তাঁহার যথেষ্টাচার সংঘটন হয় না। না হইবার কারণ অভিমানাভাব। অভিমানই প্রবর্ত্তক। অভিমানই বৈধাবৈধ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মায়। জ্ঞানীর তাদৃশ অভিমানাভাব প্রযুক্তই তাঁহার যথেষ্টাচার হয় না। অতএব, দেহ সম্বন্ধ অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমান থাকায় জ্যোতিঃ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে অনুজ্ঞার এবং পরিহারের

ছিদ্যতে নেতরঃ, যথা চ প্রকাশ একস্যাপি সবিতুরমেধ্যপ্রদেশসম্বন্ধঃ পরিত্যিজ্যতে নেতরঃ শুচিভূমিষ্ঠঃ, তথা ভৌমাঃ প্রদেশা বজ্রবৈদূর্য্যাদয় উপাদীয়ন্তে, ভৌমা অপি সন্তো নরকলেবরাদয়ঃ পরিহ্রিয়ন্তে, তথা মূত্রপুরীষং গবাং পবিত্রতয়া পরিগৃহ্যতে তদেব জাত্যন্তরে পরিবর্জ্জ্যতে, তদ্বৎ ॥ ৪৮ ॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৪৯॥

স্যাতাং নামানুজ্ঞাপরিহারাবেকস্যাপ্যাত্মনো দেহবিশেষযোগাৎ। যস্ত্বয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ স চৈকাত্মাভ্যুপগমে ব্যতিকীর্য্যেত স্বামোকত্বাদিতি চেৎ, নৈতদেবং, অসন্ততেঃ। ন হি কর্ত্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধো-

---

সার্থকতা সংঘটন হয়। যেমন অগ্নি এক হইলেও অশুচিবোধে শ্মশানস্থ অগ্নি ত্যাজ্য এবং শুচি জ্ঞানে বৈতানিক অগ্নি গ্রাহ্য; সমস্তই মৃত্তিকার, অথচ হীরকাদির গ্রহণ ও দেহাদির পরিবর্জ্জন, পবিত্র জ্ঞানে গোজাতীর মূত্রপুরীষাদি গ্রাহ্য এবং অপবিত্র জ্ঞানে অন্য পশুর মূত্রপুরীষাদি পরিবর্জ্জনীয় হইয়া থাকে; সেইরূপ আত্মা এক হইলেও দেহাদি-উপাধি সম্পর্কে লৌকিক-বৈদিক অনুজ্ঞা ও পরিহার উভয়ই সঙ্গতার্থ হয় ॥ ৪৮ ॥

পুনর্ব্বার বাদী আশঙ্কা করিতেছেন যে, দেহবিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা ও পরিহার অনর্থক হয় না সত্য; কিন্তু একাত্মবাদে কর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্যপ্রসক্তি অবারনীয় হইতেছে। কেন না, কর্ম্মকর্ত্তা আত্মা এক। অস্মদাদির দেহে যে আত্মা সেই আত্মাই তোমাদের দেহে। তুমি বা আমি শুভাশুভ কার্য্য করিতেছি; কিন্তু দেহান্তে সেই শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগী একই আত্মা। আমি নিজে অহিত কার্য্য না করিলেও ত্বৎকৃত গর্হিত কার্য্য দ্বারা আমার অধোগতি হইতে পারে। সেইরূপ তুমি স্বর্গজনক কার্য্য না করিলেও মৎকৃত শুভকর্ম্মনিবন্ধন তোমারও স্বর্গবাস হইতে পারে। এইপ্রকার বিপর্য্যয়কে সাঙ্কর্য্য কহে। ইহার সমাধান এই যে, অন্যদীয় শরীরের সহিত সম্বন্ধাভাবপ্রযুক্ত এতাদৃশী আশঙ্কার কারণ নাই। কর্ত্তৃ-আত্মার সহিত যাবতীয় শরীরের সম্বন্ধাভাব আছে। যে জীবাত্মা যে দেহে অবস্থান করতঃ কর্ম্ম করিবেন, সেই আত্মার সহিত অন্য শরীরে ও অন্য শরীরস্থ

হস্তি। উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি॥ ৪৯॥

আভাস এব চ॥ ৫০॥

আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ন স এব সাক্ষান্নাপি বস্ত্বন্তরম্। অতশ্চ যথা নৈকস্মিন্ জলসূর্য্যকে কম্পমানে জলসূর্য্যকান্তরং কম্পতে, এবং নৈকস্মিন্ জীবে কর্ম্মফলসম্বন্ধিনি জীবান্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ, এবমব্যতিকর এব কর্ম্মফলয়োঃ, আভাসস্য চাবিদ্যাকৃতত্বাৎ তদাশ্রয়স্যসংসারস্যাবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিরিতি তদ্ব্যুদাসেন চ পারমার্থিকস্য ব্রহ্মাত্মভাবস্যোপদেশোপপত্তিঃ। যেষান্তু বহব আত্মানস্তে চ সর্ব্বে সর্ব্বগতাস্তেষামেবৈষ ব্যতিকরঃ প্রাপ্নোতি। কথম্। বহবো বিভবশ্চাত্মানশ্চৈতন্যমাত্রস্বরূপা নিগুণা নিরতিশয়াশ্চ তদর্থং সাধারণং প্রধানং তন্নিমিত্তৈষাং ভোগাপবর্গসিদ্ধি-

---

বুদ্ধ্যুপহিত জীবের কর্ম্ম সম্বন্ধ হয় না। কেন না, জীব উপাধির অধীন, এতদুক্তি ইতঃপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। উপাধির অসন্তান হেতু অন্যদেহস্থ জীবের সহিতও তত্তৎকর্ম্ম সম্বন্ধের অভাব এবং তদ্ভাব হেতু কর্ম্মেরও ফলের সাঙ্কর্য্য হইতে পারে না॥৪৯॥

জলস্থিত সূর্য্য-প্রতিবিম্ব যেমন সূর্য্যের আভাস মাত্র, বাস্তবিক ঐ প্রতিবিম্ব সূর্য্য নহে; সেইরূপ জীবও পরমাত্মার আভাস মাত্র। যে হেতু, জীব পরমাত্মার আভাস মাত্র, সেই হেতু জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহে, অথবা পদার্থান্তরও নহে। যেমন একজলস্থ সূর্য্যবিম্ব প্রকম্পিত হইলে অন্য জলপ্রতিবিম্ব প্রকম্পিত হয় না, সেইরূপ একজীবে কর্ম্মফলসম্বন্ধ ঘটিলে তাহা অন্য জীবে স্পর্শ হয় না। প্রদর্শিত প্রকারেই কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্যদোষ পরিহৃত হইল। যে হেতু অবিদ্যা অভ্যাসের জনক, সেই হেতু আভাসাশ্রিত সংসারের অবিদ্যামূলকতা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত। অবিদ্যার তিরোধান হইলেই পারমার্থিক ব্রহ্মত্বভাব বিকাশ পায়, এই উপদেশ যুক্তিযুক্ত এবং সার্থক। সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা বলেন যে—আত্মা সর্ব্বগত এবং বহু। সুতরাং, আচার্য্য মহর্ষির মতে সাঙ্কর্য্য-দোষ হইতেছে। কেন না, আত্মা বহু এবং সমস্ত আত্মাই আবার বিভু অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগ,

রিতি সাঙ্খ্যাঃ। সতি বহুত্বে বিভুত্বে চ ঘটকুড্যাদিসমানা দ্রব্যমাত্রস্বরূপাঃ স্বতোঽচেতনা আত্মানস্তদুপকরণানি চাণূনি মনাংস্যচেতনানি। তত্রাত্মদ্রব্যাণাং মনোদ্রব্যাণাঞ্চ সংযোগান্নবেচ্ছাদয়ো বৈশেষিকা আত্মগুণা উৎপদ্যন্তে। তে চাব্যতিকরেণ প্রত্যেকমাত্মসু সমবয়ন্তি। স সংসারস্তেষাং নবানামাত্মগুণানামত্যন্তানুৎপাদো মোক্ষ ইতি কাণাদাঃ। তত্র সাঙ্খ্যানাং তাবচ্চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ সর্বাত্মনাং সন্নিধানাদ্যবিশেষাচ্চৈকস্য সুখদুঃখসম্বন্ধে সর্বেষাং সুখদুঃখসম্বন্ধঃ প্রাপ্নোতি। স্যাদেতৎ। প্রধানপ্রবৃত্তেঃ পুরুষকৈবল্যার্থত্বাৎ ব্যবস্থা ভবিষ্যতি। অন্যথা হি স্ববিভূতিখ্যাপনার্থা প্রধানপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তথা চানির্মোক্ষঃ প্রসজ্যেতেতি। নৈতৎসারম্। ন হ্যভিলষিতসিদ্ধিনিবন্ধনা ব্যবস্থা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। উপপত্ত্যা তু

চৈতন্য মাত্র, নির্গুণ ও নিরতিশয়। প্রধান সমুদায় আত্মার সাধারণ বস্তু এবং তাহাতেই আত্মার ভোগও মোক্ষ ঘটনা হইতেছে। কনাদশিষ্যগণ আরও বলেন যে, আত্মা বহু এবং বিভু হইলেও আত্মা দ্রব্যমাত্ররূপী এবং ঘটকুড্যাদির ন্যায় অচেতন। আত্মার উপকরণ মনও বহু এবং অচেতন। অধিকন্তু, সেই সকল সূক্ষ্ম পরমাণুতুল্য। তাদৃশ মনোদ্রব্যের সংযোগে আত্ম-রূপদ্রব্যে ইচ্ছাদি নয়টী গুণ জন্মে এবং সেই নয়টী গুণ ব্যামিশ্রিত না হইয়া প্রত্যেক আত্মায় সমবেত হয়। তদ্রূপ গুণোৎপত্তির নাম সংসার এবং আত্মদ্রব্যে ইচ্ছাদি নবগুণের আত্যন্তিক উৎপত্ত্যভাব হওয়ার নামই মোক্ষ। যেহেতু সাঙ্খ্য মতে আত্মা চৈতন্যরূপী অথচ সেই সকলের প্রকৃতি সন্নিধানাদির কোন ও ইতর বিশেষ নাই, প্রকৃতি প্রতেক পুরুষেরই ভোগমোক্ষার্থ সমানরূপে প্রবৃত্তা, সেইহেতু একের দুঃখসম্বন্ধে সর্বাত্মার দুঃখসম্বন্ধ হইতে পারে। সাঙ্খ্য হয়ত বলিতে পারেন, পুরুষমোক্ষের উদ্দেশেই প্রধানের প্রবৃত্তি, সুতরাং তাহা নিয়মিত। ইহা স্বীকার না করিলে তাহার প্রবৃত্তিমহিমা মাত্র প্রদর্শনী হইয়া পড়ে এবং অনিয়মিত প্রবৃত্তি পক্ষে পুরুষের মোক্ষ নাও হইতে পারে। সুতরাং, প্রধানের প্রবৃত্তি উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া পড়ে। অতএব, নিয়মিত প্রবৃত্তি অবশ্য স্বীকর্তব্য। সাঙ্খ্যের এইবাক্যে সার পদার্থ কিছুই নাই। যেহেতু, ব্যবস্থা অভিলষিত সিদ্ধির অনুবন্ধিনী নহে। যুক্তি ব্যবস্থাসিদ্ধির কারণ। (স্থূলকথা এই যে,—প্রধান অচেতন, অতএব তাহার উদ্দেশ্যাদি থাকা অসম্ভব, সুতরাং এইবাক্য যুক্তিযুক্ত নহে, প্রমাণগম্যও নহে)।

কয়াচিৎ ব্যবস্থোচ্যেতাসত্যাং পুনরুপপত্তৌ কামং মাভুদ্বিভিন্নবিতং পুরুষৈর্বন্ধান্। প্রাপ্নোতি তু ব্যবস্থাহেত্বভাবাদ্ব্যতিকরঃ কাণাদানামপি যদৈকেনাত্মনা মনঃ সংযুজ্যতে তদাত্মান্তরৈরপি নান্তরীয়কঃ সংযোগঃ স্যাৎ সন্নিধানাদ্যবিশেষাৎ। ততশ্চ হেত্ববিশেষাৎ ফলাবিশেষ ইত্যেকস্যাত্মনঃ সুখদুঃখসংযোগে সর্ব্বাত্মনামেব সমানসুখদুঃখত্বং প্রসজ্যেত। স্যাদেতৎ। অদৃষ্টনিমিত্তো নিয়মো ভবষ্যতীতি, নেত্যাহ ॥ ৫০ ॥

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৫১ ॥

বহুম্বাত্মসু আকাশবৎ সর্ব্বগতেষু প্রতিশরীরং বাহ্যাভ্যন্তরাবিশেষেণ সন্নিহিতেষু মনোবাক্কায়ৈর্ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমদৃষ্টমুপার্জ্জ্যতে। সাঙ্খ্যানাং তাবত্তদনাত্মসমবায়িপ্রধানবর্ত্তি প্রধানসাধারণ্যান্ন প্রত্যাত্মং সুখদুঃখোপভোগস্য নিয়ামকমুপপদ্যতে।

নিয়ামিকা যুক্তির অভাবে কৈবল্যসিদ্ধি না হয় না হউক, ফলকথা, সাঙ্খ্যমতে ব্যবস্থা কারণের অভাবে কর্ম্মফলের বা সুখদুঃখভোগের সাঙ্কর্য্য প্রাপ্তি হয়। বৈশেষিকমতেও সাঙ্কর্য্যদোষ পরিহৃত হয় নাই। বৈশেষিকমতে সর্ব্বাত্মাই সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং যে সময়ে মন এক আত্মায় সংযুক্ত হয়, সন্নিধানাদির বিশেষ না থাকায় সেই সময়ে তাহা অবাধে অন্য আত্মায় সংযুক্ত হইতে পারে। বক্তব্যের সারাংশ এই যে—হেতুর সাধারণতা প্রযুক্ত ফলও সাধারণ হয়। এক আত্মার সুখদুঃখসংযোগে আত্মান্তরেরও দুঃখসুখ প্রাপ্তি হইতে বাধা নাই। সাঙ্খ্য বলিতে পারেন, অদৃষ্টই নিয়ামক অর্থাৎ ব্যবস্থাপক হইবেক, সঙ্কর হইবেক কেন? যে আত্মার অদৃষ্ট স্বীয় আশ্রয়ীভূত আত্মার মনঃসংযোগ জন্মায়, সেই আত্মারই তজ্জনিত সুখদুঃখাদি হয়। আত্মান্তরের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। এতদুত্তরে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন যে,—"অদৃষ্টা নিয়মাৎ" ॥ ৫০ ॥

আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সমুদয় আত্মাই অন্তরে বাহিরে অবিশেষরূপে প্রতিশরীরে অবস্থান করতঃ মনের, বাক্যের ও শরীরের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক অদৃষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছে। সাঙ্খ্যের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মনিষ্ঠ নহে। ইহা প্রধানে থাকে। প্রধান সকল আত্মার সমান, নির্ব্বিশেষ ও কারণ। সেই কারণ ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন সুখদুঃখাদির নিয়ামক হইতে পারে না

কাণাদানামপি পূর্ব্ববৎ সাধারণেনাত্মমনঃ সংযোগেন নির্ব্বর্ত্তিতস্যাদৃষ্টস্যাপি, অস্যৈ-বাত্মন ইদমদৃষ্টমিতি নিয়মে হেত্বভাবাদেষ এব দোষঃ। স্যাদেতৎ। অহমিদং ফলং প্রাপ্নবানীদং পরিহরাণীত্থং প্রযত ইত্থং করবাণীত্যেবম্বিধা অভিসন্ধ্যাদয়ঃ প্রত্যাত্মং প্রবর্ত্তমানা অদৃষ্টস্যাত্মনাঞ্চ স্বস্বামিভাবং নিয়ংস্যন্তীতি, নেত্যাহ ॥ ৫১ ॥

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥ ৫২ ॥

অভিসন্ধ্যাদীনামপি সাধারণেনৈবাত্মমনঃসংযোগেন সর্ব্বাত্মসন্নিধৌ ক্রিয়মা-নানাং নিয়মহেতুত্বানুপপত্তেরুক্তদোষানুষঙ্গ এব ॥ ৫২ ॥

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫৩ ॥

অথোচ্যেত বিভুত্বেঽপ্যাত্মনঃ শরীরপ্রতিষ্ঠেন মনসা সংযোগঃ শরীরাবচ্ছিন্ন এবাত্মপ্রদেশে ভবিষ্যতি। অতঃপ্রদেশকৃতা ব্যবস্থাঽভিসন্ধ্যাদীনামদৃষ্টস্য সুখদুঃখ-

---

সাধারণতঃ আত্মমনঃসংযোগ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া কণাদমতের অদৃষ্টও সর্ব্বাত্ম সাধারণ, সুতরাং, কণাদমতেও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নির্ব্বাহিত হয় না। কণাদমতে এই আত্মার এই অদৃষ্ট, অন্যের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই, অথবা সম্পর্ক হইতে পারে না, এমন কোনও বিধান নাই। নিয়ম না থাকা হেতুই কণাদমতে সাঙ্কর্য্যদোষ অপরিহার্য্য। যদি এমনই হয় যে, আমি এই ফল পাইয়াছি, ইহা পরিত্যাগ করিব, এই চেষ্টা করিব, অমুক প্রকারে নির্ব্বাহ করিব, ইত্যাদি অভিসন্ধান ও চেষ্টাবিশেষ প্রত্যেক আত্মায় উৎপন্ন হয়, সেই অভিসন্ধানাদিই আত্মার ও অদৃষ্টের স্বস্বামিভাব নিয়মন করিবেক, অর্থাৎ যে আত্মার যে অদৃষ্ট তাহা নিরূপণ করিবেক, তাহা হইলেও প্রদত্ত দোষের পরি-হার হয় না ॥ ৫১ ॥

অভিসন্ধি প্রভৃতিও সাধারণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপ আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা সর্ব্বাত্ম সন্নিধানেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং সে সকলের দ্বারাও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, নিয়ম না হওয়া হেতু দত্ত দোষেরও পরিহার হয় না ॥ ৫২ ॥

যদি বৈশেষিক এমত বলেন যে, পরস্পর সকল আত্মাই বিভু, ইহা সত্য হই-লেও শরীরপ্রতিষ্ঠিত মনের সংযোগ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই হয়, অন্যত্র হয়না। এই নিমিত্ত সন্ধি প্রভৃতির অদৃষ্টের ও সুখদুঃখাদির নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নির্ব্বাহ

য়োশ্চ ভবিষ্যতীতি তদপি নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। অন্তর্ভাবাৎ। বিভুত্ববিশেষাদ্ধি সর্ব্ব এবাত্মানঃ সর্ব্বশরীরেষন্তর্ভবন্তি। তত্র ন বৈশেষিকৈঃ শরীরাবচ্ছিন্নেঽপ্যাত্মনঃ প্রদেশঃ কল্পয়িতুং শক্যঃ। কল্প্যমানোঽপ্যয়ং নিষ্প্রদেশস্যাত্মনঃ প্রদেশঃ কাল্পনিকত্বাদেব ন পারমার্থিকং কার্য্যং নিয়ন্তুং শক্নোতি। শরীরমপি সর্ব্বাত্মসন্নিধাবুৎপদ্যমানমস্যৈবাত্মনো নেতরেষামিতি ন নিয়ন্তুং শক্যম্। প্রদেশবিশেষাভ্যুপগমেঽপি চ দ্বয়োরাত্মনোঃ সমানসুখদুঃখভাজোঃ কদাচিদেকেনৈব তাবচ্ছরীরেণোপভোগসিদ্ধিঃ স্যাৎ সমানপ্রদেশস্যাপি দ্বয়োরাত্মনোরদৃষ্টস্য সম্ভবাৎ। তথা হি দেবদত্তো যস্মিন্ প্রদেশে সুখদুঃখমন্বভূত তস্মাৎ প্রদেশাদপক্রান্তে তচ্ছরীরে যজ্ঞদত্তশরীরে চ তং দেশমনুপ্রাপ্তে তস্যাপীতরেণ সমানঃ সুখদুঃখানুভবো দৃশ্যতে স ন স্যাৎ। যদি দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োঃ সমানপ্রদেশমদৃষ্টং ন স্যাৎ স্বর্গাদ্য-

---

হইতে পারে। বৈশেষিকের এতদুক্তিও যুক্তিসহ নহে। যেহেতু, সমুদায় আত্মা সমুদায় শরীরের অন্তর্ভূত। যখন সর্ব্বব্যাপিতার ইতর বিশেষ নাই, সকল আত্মাই সমান সর্ব্বব্যাপী, তখন অবশ্যই সকল আত্মা সকল শরীরের অন্তর্ভূত। কি প্রকারে কণাদশিষ্য আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ স্থির করিবেন? প্রদেশশূন্য আত্মার প্রদেশ বলিলে তাহা কাল্পনিক বাক্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কল্পনা দ্বারা পারমার্থিক কার্য্যের ব্যবস্থা নিষ্পন্ন হয় না, আরও দেখ, শরীর যখন সর্ব্বাত্মসন্নিধানেই জন্মে, তখন কি প্রকারে অমুক আত্মার এই শরীর, এই শরীর এই আত্মার নহে, ইহা নিশ্চয় করা যাইবে? প্রদেশ বিশেষ স্বীকার করিলেও সমসুখদুঃখভোগী আত্মদ্বয়ের এক শরীরের দ্বারা সেই সেই ভোগ সিদ্ধ হওয়ার আপত্তি কে খণ্ডন করিবে? যেহেতু, আত্মদ্বয়ের অদৃষ্টের প্রদেশসাম্য হেতু তাহার সম্ভব হয় না। বিবেচনা কর, দেবদত্ত যে আত্মপ্রদেশে দুঃখসুখ ভোগ করিতেছে, সেই দেবদত্তের শরীর সেই আত্মপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইল, সেই-মুহূর্ত্তে তৎ প্রদেশে যজ্ঞদত্তের শরীর আসিল, এইরূপস্থলে কেন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের সহিত সমদুঃখভাগী না হইবে? যদি দেবদত্তের এবং যজ্ঞদত্তের অদৃষ্ট সমপ্রদেশ না হইত, তাহা হইলে কদাচ এইরূপ হইত না। এতদ্ভিন্ন, প্রদেশবাদীর মতে, স্বর্গাদি ভোগের অনুপপত্তিত আছেই। বিবেচনা কর, ব্রাহ্মণাদিশরীরপ্রদেশে অদৃষ্টোৎপত্তি, অন্য

সুখদুঃখোপভোগপ্রসঙ্গশ্চ প্রদেশবাদিনঃ স্যাৎ। ব্রাহ্মণাদিশরীরপ্রদেশেষ্বদৃষ্টনিষ্পত্তেঃ প্রদেশান্তরবর্ত্তিত্বাচ্চ। স্বর্গাদ্যুপভোগস্য সর্ব্বগতত্বানুপপত্তিশ্চ বহূনামাত্মনাং দৃষ্টান্তাভাবাৎ। বদ তাবৎ ত্বং কে বহবঃ সমানপ্রদেশাশ্চেতি। রূপাদয় ইতি চেৎ, ন, তেষামপি ধর্ম্ম্যংশেনাভেদাল্লক্ষণভেদাচ্চ। ন তু বহূনামাত্মনাং লক্ষণভেদোঽস্তি, অন্ত্যবিশেষবশাদ্ভেদোপপত্তিরিতি চেৎ, ন, ভেদকল্পনায়া অন্ত্যবিশেষকল্পনায়াশ্চেতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। আকাশাদীনামপি বিভুত্বং ব্রহ্মবাদিনোঽসিদ্ধং কার্য্যত্বাভ্যুপগমাৎ। তস্মাদাত্মৈকত্বপক্ষ এব সর্ব্বদোষাভাবইতি সিদ্ধম্॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ * ॥

প্রদেশে তাহার কার্য্য, ইহা অসম্ভব। অধিকন্তু দৃষ্টান্তাভাবপ্রযুক্ত বহু আত্মার সর্ব্বব্যাপিতা এবং স্বর্গাদিভোগ, উভয়ই অসিদ্ধ এবং অযুক্ত। আমাদকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি এমন কোনও পদার্থ দেখিয়াছেন যাহা সমপ্রদেশ অথচ বহু? প্রত্যুত্তরে অনবধানতা প্রযুক্ত বলিতে পারেন, রূপাদিপদার্থকে এই প্রকার দেখাযায়। আমরা বলি, তাহা ভ্রম। যেহেতু, একাধারে রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতি যেগুলি দেখিয়াছ এবং উদাহরণ দেখাইতে প্রস্তুত আছ, সেইগুলির স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মী অংশে অভিন্নতা আছে। অধিকন্তু, লক্ষণের প্রভেদও আছে। লক্ষণের অভেদ থাকায় বহুত্বই অসিদ্ধ। আত্মা বহু, ইহা কথার কথা; কিন্তু লক্ষণ এক। লক্ষণের ভেদ থাকিলে তদ্দ্বারা ভেদ সিদ্ধি হয়, তাহা না থাকিলে হয় না। বিশেষ পদার্থের দ্বারা ভেদ সিদ্ধি হইবেক, ইহাও বলিতে পার না। যেহেতু, বিশেষ পদার্থের কল্পনাও ভেদ কল্পনা পরস্পরাধীন। সুতরাং আছে ইতরেতরাশ্রয়দোষ প্রতিবন্ধক আছে। ব্রহ্মবাদীর পক্ষে আকাশের বিভুত্ব অসিদ্ধ। যেহেতু আকাশও ব্রহ্মজ। এইজন্য বেদান্তবাদীকে আকাশাদির দৃষ্টান্তে কিছু স্বীকার করান যায় না। সুবিস্তৃত বিচারের দ্বারা এবং সদ্যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, একাত্মবাদই নির্দ্দোষ॥ ৫৩॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

চতুর্থঃ পাদঃ।

তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

বিয়দাদিবিষয়ঃ শ্রুতিবিপ্রতিষেধস্তৃতীয়েন পাদেন পরিহৃতশ্চতুর্থেনেদানীং প্রাণবিষয়ঃ পরিহ্রিয়তে। তত্র তাবৎ 'তত্তেজোঽসৃজত' ইতি 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইতি চৈবমাদিষূৎপত্তিপ্রকরণেষু প্রাণানামুৎপত্তির্নাম্নায়তে। ক্বচিচ্চানুৎপত্তিরেবৈষামাম্নায়তে—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ তদাহুঃ কিং তদসদাসীদিত্যৃষয়ো বাব তেঽগ্রে সদাসীৎ তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি প্রাণা বা ঋষয়ঃ' ইতি। অত্র প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সদ্ভাবশ্রবণাৎ। অন্যত্র তু প্রাণানামপ্যুৎপত্তিঃ পঠ্যতে 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ' ইতি

আকাশাদি বিষয়ে যে শ্রুতিবিরোধ ছিল, দ্বিতীয় পাদে তাহার সুমীমাংসা হইয়াছে। ইদানীং এই চতুর্থপাদে প্রাণবিষয়ক বিরোধ পরিহার হইতেছে। "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" "তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই। প্রত্যুত, কোনও কোনও শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে। যথা—"প্রথম অসৎই ছিল, কি অসৎ ছিল? সেই ঋষিরাই অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল। ঋষিরা কে? প্রাণেরাই ঋষি" এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অনুৎপত্তি অর্থাৎ সদ্ভাব কথিত হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতে কিন্তু প্রাণের উৎপত্তি শুনা যায়। শ্রুতি যথা—"অগ্নি হইতে যেমন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে প্রাণসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে"। "ইহা হইতে প্রাণ ও মন এবং ইন্দ্রিয়গণ জাত হইয়াছে" "সপ্তপ্রাণ তাহা হইতে জন্মে" "তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন, তাহা হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন এবং অন্ন জন্মিয়াছে"। প্রদর্শিত ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন কথন থাকায় এবং ইহাদের

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' ইতি 'সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' ইতি 'স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনোঽন্নমিতিচৈবমাদিপ্রদেশেষু। তত্র তত্র শ্রুতিবিপ্রতিষেধাদন্যতরনির্ধারণকারণানিরূপণাচ্চাপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি, অথবা প্রাগুৎপত্তেঃ সদ্ভাবশ্রবণাদ্ গৌণী প্রাণানামুৎপত্তিশ্রুতিরিতি প্রাপ্নোতি, অত ইদং পঠতি—তথা প্রাণা ইতি। কথং পুনরত্র তথেত্যক্ষরানুলোম্যম্। প্রকৃতোপমানাভাবাৎ। সর্ব্বগতাত্মবহুত্ববাদিদূষণমতীতানন্তরপাদান্তে প্রকৃতং তত্তাবন্নোপমানং সম্ভবতি, সাদৃশ্যাভাবাৎ। সাদৃশ্যে হি সত্যুপমানং স্যাৎ, যথা সিংহস্তথা বলবর্ম্মেতি। অদৃষ্টসাম্যপ্রতিপাদনার্থমিতি যদ্যুচ্যেত, যথাঽদৃষ্টস্য সর্ব্বাত্মসন্নিধাবুৎপদ্যমানস্যানিয়তত্বং, এবং প্রাণানামপি সর্ব্বাত্মনঃ প্রত্যনিয়তত্বমিতি, তদপি দেহানিয়মেনৈবোক্তত্বাৎ পুনরুক্তং ভবেৎ।

মধ্যে একতর নিশ্চয়ের কোনও নির্দ্দিষ্ট কারণ না থাকায়, বাস্তবিক প্রাণ জন্য পদার্থ, (অর্থাৎ প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে কি না) কি অনুৎপন্ন পদার্থ, তাহা বুঝা যাইতেছে না; অথবা "সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণ ছিল" এই শ্রুতিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ এবং উৎপত্তি শ্রুতিকে গৌণার্থে স্থাপন, ইহাই পাওয়া যায়। এই প্রকার সন্দেহপ্রাপ্তিতে "তথা প্রাণাঃ" এই সূত্র পঠিত হইয়াছে।

এই স্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আদৌ তথা শব্দের প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। মাত্র প্রকরণ প্রথম আরম্ভ। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে কোনও প্রকার উপমান উপমেয় ভাব প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। যথা অমুক, তথা অমুক ইত্যাদিবৎ। এই প্রকার না হইলে প্রথমতঃ তথা শব্দের সঙ্গতি হইতেছে না। কিন্তু এতাবৎ কালও যথা শব্দ প্রয়োগের যোগ্য পদার্থ কথিত হয় নাই। সুতরাং, তথা শব্দের প্রয়োগ সর্ব্ব প্রকারেই অসমঞ্জস। তৃতীয় পাদের শেষে সর্ব্বগত অনেকাত্মবাদ দূষিত হইয়াছে। সাদৃশ্য না থাকায় তাহাও যথা-শব্দযোগ্য উপমান নহে, অতএব তদনুসারেও তথা শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। সাদৃশ্য থাকিলে উপমান হয়, নতুবা হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা—যেমন সিংহ, তেমন বলবর্ম্মা অর্থাৎ শৌর্য্য বীর্য্যে বলবর্ম্মা সিংহসদৃশ। তৃতীয় পাদের শেষে অদৃষ্টের কথা আছে, তৎসমতা বুঝাইবার জন্য তথা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে; সর্ব্বাত্মসন্নিধানে সমুৎপন্ন অদৃষ্ট যেমন অনিয়ত, সেইরূপ প্রাণও

ন চ জীবের প্রাণা উপমীয়েরন্, সিদ্ধান্তবিরোধাৎ। জীবস্য হ্যনুৎপত্তিরাখ্যাতা প্রাণানাং তুৎপত্তিরাচিখ্যাসিতা। তস্মাৎ তথেত্যসম্বদ্ধমেতৎ প্রতিভাতি। ন। উদাহরণোপাত্তেনাপ্যুপমানেন সম্বন্ধোপপত্তেঃ। অত্র প্রাণোৎপত্তিবাদিবাক্যম্-উদাহরণং—'এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি চ ব্যুচ্চরন্তি' এবঞ্জাতীয়কম্। তত্র যথা লোকাদয়ঃ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণ উৎপদ্যন্তে তথা প্রাণা অপীত্যর্থঃ। তথা 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী' ইত্যেবমাদিষ্বপি খাদিবৎ প্রাণানাম্-উৎপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্। অথবা পানব্যাপচ্চ তদ্বদিত্যেবমাদিষু ব্যবহিতোপমান-সম্বন্ধস্যাপ্যাশ্রিতত্বাৎ যথাতীতানন্তরপাদাদ্যুক্তা বিয়দাদয়ঃ পরস্য ব্রহ্মণো বিকারাঃ

সর্ব্বাত্ম সম্বন্ধে অনিয়ত, এই প্রকার বুঝিবার জন্য তথা শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই কথাও বলা যাইতে পারে না। যে হেতু, দেহের অনিয়ম বলাতে প্রাণের অনিয়ম বলা হইয়াছে। সুতরাং, তথা শব্দের পুনরুক্তি-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

পূর্ব্বকথিত জীবাত্মাই উপমান, এই কথাও বলা যায় না, যেহেতু তাহা বলিতে গেলে সিদ্ধান্তহানি হইবেক। কেননা, তথায় জীবের অনুৎপত্তি বলা হইয়াছে, এই স্থলে প্রাণের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছ। সুতরাং সূত্রস্থ তথা শব্দটী নিতান্তই অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অসম্বদ্ধ প্রতীতি হয় না। উদাহরণে যাহা পাওয়া যায় তাহাই উপমান, এবং সেই উপমানের দ্বারা তথা শব্দের অসম্বদ্ধতা নিবারিত হয়। প্রাণোৎপত্তিবাদিনী শ্রুতি এই:—"এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ, সমুদায় লোক, সমস্ত দেবতা এবং ভূতসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে। এই প্রকারের অন্যান্য শ্রুতিও আছে। সেই সেই বাক্যে যে লোকাদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, সেই লোকাদির উৎপত্তিই প্রাণোৎপত্তির উপমান। লোকাদি যেমন পরমব্রহ্ম হইতে জন্মে, তেমনি প্রাণও পরমব্রহ্ম হইতে জন্মে, এই অর্থ তথা শব্দের প্রয়োগে প্রকাশ পাইয়াছে। অপিচ "ইহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং বিশ্বাধার পৃথিবী জন্মিয়াছে,, ইত্যাদি উদাহরণেও আকাশাদির ন্যায় প্রাণের উৎপত্তি, ইহা বুঝা যাইতে পারে।

সমধিগতাস্তথা প্রাণা অপি পরস্য ব্রহ্মণো বিকারা ইতি যোজয়িতব্যম্। কঃ পুনঃ প্রাণানাং বিকারত্বে হেতুঃ। শ্রুতত্বমেব। ননু কেষুচিৎ প্রদেশেষু ন প্রাণানামুৎপত্তিঃ শ্রূয়ত ইত্যুক্তম্। তদযুক্তং, প্রদেশান্তরেষু শ্রবণাৎ। ন হি কচিদশ্রবণমন্যত্র শ্রুতং নিবারয়িতুমুৎসহতে। তস্মাচ্ছ্রুতত্বাবিশেষাদাকাশাদিবৎ প্রাণা অপ্যুৎপদ্যন্ত ইতি সূক্তম্॥ ১॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

যৎপুনরুক্তং প্রাগুৎপত্তেঃ সদ্ভাবশ্রবণাৎ গৌণী প্রাণানামুৎপত্তিরিতি তৎপ্রত্যাহ—গৌণ্যসম্ভবাদিতি গৌণ্যা অসম্ভবো গৌণ্যসম্ভবঃ। ন হি প্রাণানামুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণী সম্ভবতি প্রতিজ্ঞাহানিপ্রসঙ্গাৎ। 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'

অথবা এইরূপ বলিতেও পার যে—জৈমিনী যেমন "পানব্যাপৎ" ইত্যাদি স্থলে বহু সূত্র ব্যবহিত উপমানের গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভগবান্ ব্যাসদেবও অতীত পূর্ব্বপাদোক্ত আকাশাদি লক্ষ্য করিয়া, আকাশাদি যেমন পরব্রহ্মোৎপন্ন তেমনি প্রাণও পরব্রহ্মোৎপন্ন, এইরূপ বলিয়াছেন।

প্রাণ যে বিকারী অর্থাৎ জন্য, তৎপ্রতি কোনও হেতু অদ্য পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। শ্রুত্যুক্তিপ্রযুক্ত প্রাণের জন্যবত্তা স্বীকার করা যায়। শ্রুতি বিশেষে প্রাণের উৎপত্তির অশ্রবণ থাকিলেও শ্রুত্যন্তরে তাহার উৎপত্তি শুনা যায়। যাহা বহু ও প্রবল শ্রুতিতে শুনা যায় তাহার একস্থানে অশ্রবণ থাকিলেও নিষেধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব, শ্রুতত্বের বিশেষ না থাকায় আকাশাদির ন্যায় প্রাণও উৎপন্ন পদার্থ, এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। ১॥

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, সৃষ্টির আদিতে প্রাণের অস্তিত্ববিধায়ক কোন শ্রুতি না থাকায় ভিন্নশ্রুত্যুক্ত উৎপত্তি মুখ্য উৎপত্তি নহে, অপিতু তাহা গৌণী। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, গৌণার্থের কোন সম্ভাবনা নাই। কেননা, তাহাতে প্রতিজ্ঞাহানি-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে; সুতরাং প্রাণের উৎপত্তি গৌণ নহে। ভগবন্! কি বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত পদার্থই অবগত হওয়া যায়?

ইতি হ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তৎসাধনায়েদমাম্নায়তে 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ' ইত্যাদি। সা চ প্রতিজ্ঞা প্রাণাদেঃ সমস্তস্য জগতঃ ব্রহ্মবিকারত্বে সতি প্রকৃতিব্যতিরেকেণ বিকারাভাবাৎ সিধ্যতি গৌণ্যান্তু প্রাণানামুৎপত্তি-শ্রুতৌ প্রতিজ্ঞেয়ং হীয়েত। তথা চ প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি 'পুরুষ এবেদং বিশ্বং তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্' ইতি, 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং' ইতি চ। তথা 'আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাসু শ্রুতিষ্বেষৈব প্রতিজ্ঞা যোজয়িতব্যা। কথং পুনঃ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সম্ভাব-শ্রবণম্। নৈনন্মূলপ্রকৃতিবিষয়ম্। 'অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'

এই শ্রুতি একবিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার সাধনার্থ; ইহা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে, ইত্যাদিরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, যদি প্রাণ প্রভৃতি সমুদয় জগৎ একমাত্র পরমব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত স্থিরতর হয়, যেহেতু প্রতিপ্রকৃতি ব্যতিরিক্ত বিকৃতি নাই। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতি বাস্তবিক সৎ, বিকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব আদৌ একটা নাই। মৃত্তিকাই বস্তু, ঘট নামান্তর মাত্র, ঘট নামে বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই।

প্রাণোৎপত্তি গৌণী হইলে অবশ্যই ঐ প্রতিজ্ঞাহানি-দোষ হইবে। প্রতিজ্ঞাও গৌণী, এই প্রকার বলিবারও কোন উপায় নাই, যেহেতু শ্রুতি উপসংহারেও ব্রহ্মকে বিশ্বাভিন্ন বলিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা, এ বিশ্ব-ব্রহ্মই অন্য কিছু নহে। তপঃই পরামৃত অর্থাৎ ব্রহ্ম, এই বিশ্ব বরিষ্ঠ ব্রহ্ম। আত্মা, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন কর্তৃক বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্ত কিছুই জানিবার বাকী থাকে না, ইত্যাদি শ্রুতিতেও এবম্বিধ প্রতিজ্ঞা সংযোজনা করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ববিষয়ে শ্রবণের গতি কি? তাহারও প্রত্যুত্তর এই যে, সে কথনও মূল প্রকৃতি বিষয়ক নহে অর্থাৎ প্রাণ পরম মূল নহে। যাহা পরম মূল, তাহা অপ্রাণ, অমন, শুভ্র এবং পর, অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ, এই শ্রুতিতে প্রাণাদি সর্ব্ববিশেষ রহিত আছে; বলিয়া অবধারিত আছে। এই বাক্য অবান্তর প্রকৃতিবিষয়ক। (ইহার অর্থ এই যে,) সুতরাং, সবিকার অপেক্ষা উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণের

ইতি মূলপ্রকৃতেঃ প্রাণাদিসমস্তবিশেষরহিতত্বাবধারণাৎ। অবান্তরপ্রকৃতিবিষয়ত্বেতৎ স্ববিকারাপেক্ষং প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সত্ত্বাবধারণমিতি দ্রষ্টব্যম্। ব্যাকৃতবিষয়ানামপি ভূয়সীনামবস্থানাং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ প্রকৃতিবিকারভাবপ্রসিদ্ধেঃ। বিয়দধিকরণে হি গৌণ্যসম্ভবাদিতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রত্বাৎ গৌণী জন্মশ্রুতিরসম্ভবাদিতি ব্যাখ্যাতম্ প্রতিজ্ঞাহানিশ্চ তত্র সিদ্ধান্তেঽভিহিতঃ, ইহ তু সিদ্ধান্তসূত্রত্বাৎ গৌণ্যা জন্মশ্রুতেরসম্ভবাদিতি ব্যাখ্যাতম্। তদনুরোধেন স্বিহাপি গৌণী জন্মশ্রুতিরসম্ভবাদিতি ব্যাচক্ষাণৈঃ প্রতিজ্ঞাহানিরুপেক্ষিতা স্যাৎ॥ ২॥

তৎ প্রাক্ শ্রুতেঃ॥ ৩॥

ইতশ্চাকাশাদীনামিব প্রাণানামপি মুখ্যৈব জন্মশ্রুতিঃ—যজ্জায়ত ইত্যেকং জন্মবাচি

অস্তিত্ব শ্রুতি আছে। ব্যাকৃত বিষয়ের যে বহু অবস্থা তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই প্রকৃতি বিকৃতি ভাবে প্রসিদ্ধ আছে। কথাটার ভাবার্থ এই যে, মহাপ্রলয় কালে পরম কারণ পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব, তাঁহারই মুখ্য প্রণিতা, ঐ বাক্য তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু খণ্ড বা অবান্তর প্রলয়ে যে হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাণ নামক অবান্তর প্রকৃতি থাকেন, প্রদর্শিত প্রাণাস্তিত্ববাদিনী শ্রুতি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে, জন্মবান্ হিরণ্যগর্ত্ত একমাত্র স্বকীয় সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, ইহা "প্রথমে হিরণ্যগর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি ভূত সমূহের আদিকর্ত্তা" ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বিয়দধিকরণে অর্থাৎ আকাশ-উৎপত্তি- বিচারপ্রসঙ্গে "গৌণ্যসম্ভবাৎ" সূত্র পূর্ব্বপক্ষাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছিল; অতএব, জন্ম শ্রবণ বাস্তবিক নহে, কিন্তু তাহা গৌণ, যেহেতু মুখ্য সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব, মুখ্য জন্ম আকাশকুসুমবৎ অলীক, এইরূপে ব্যাখ্যা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাহানি দোষ প্রদান করতঃ সিদ্ধান্তপক্ষ বলা হইয়াছিল। কিন্তু এখানে ইহাই সিদ্ধান্ত সূত্র, সুতরাং, জন্ম শ্রবণ গৌণ, ইহা সম্ভবপর নহে। এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইল এবং তদনুরোধে এখানেও "মুখ্যার্থের অসম্ভব হেতু গৌণ্য জন্ম শ্রবণ, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেগেলে প্রতিজ্ঞাহানিজনিত দোষ উপেক্ষিত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাহানি দোষ অক্ষুন্নই থাকিয়া যায় ইহা দুষনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ২॥

পদং প্রাণেষু শ্রুতং সদুত্তরেষ্বাকাশাদিষ্বনুবর্ত্ততে। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ' ইত্যত্রাকাশাদিষু মুখ্যং জন্মেতি প্রতিষ্ঠাপিতং .তৎসামান্যাৎ প্রাণেষ্বপি মুখ্যমেব জন্ম ভবিতুমর্হতি। ন হ্যেকস্মিন্ প্রকরণে একস্মিন্ বাক্যে একঃ শব্দঃ সকৃদুচ্চরিতো বহুভিঃ সম্বধ্যমানঃ কচিন্মুখ্যঃ কচিদ্গৌণ ইত্যধ্যবসাতুং শক্যো বৈরূপ্যপ্রসঙ্গাৎ। তথা 'স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং' ইত্যত্রাপি প্রাণেষু শ্রুতঃ সৃজতিঃ পরেষ্বপ্যুৎপত্তিমৎস্বু শ্রদ্ধাদিষ্বনুষজ্যতে। .যত্রাপি পশ্চাচ্ছ্রুতমুৎপত্তিবচনঃ শব্দঃ পূর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে তত্রাপ্যেষ এব ন্যায়ঃ। যথা সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তীত্যয়মন্তে পঠিতো ব্যুচ্চরন্তিশব্দঃ পূর্ব্বৈরপি প্রাণাদিভিঃ সম্বধ্যতে ॥ ৩ ॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥

'তত্তেজোঽসৃজত, ইত্যেতস্মিন্ প্রকরণে প্রাণানামুৎপত্তিন' পঠ্যতে

প্রাণোৎপত্তি আকাশাদ্যুৎপত্তির মতন মুখ্যই, হইা গৌণ নহে, তৎপ্রতি হেত্বন্তর এই যে, 'জায়তে' এই জন্মবাদিনী পদটী প্রথমতঃ প্রাণ-বিষয়েতে শ্রুত হইয়া পরে আকাশাদি পর পর পদার্থে অনুবর্ত্তিত হওয়ায় এবং আকাশাদির জন্ম মুখ্য, তাহা গৌণ নহে, ইহা স্থিরীকৃত হওয়ায়, আকাশাদির সহিত কথিত প্রাণোৎপত্তি মুখ্যই, ইহা গৌণ নহে, এইপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত নহে। একই প্রকরণ, বাক্যও এক, শব্দ ও এক, মাত্র একবার উচ্চারিত, এই প্রকার শব্দ বহুর সহিত অন্বিত হইয়া একত্র মুখ্যার্থ এবং অন্যত্র গৌণার্থ নিশ্চয় করি যে, ইহা নিশ্চয়ই অন্যায়। একস্থানে ও একবাক্যে একত্র উচ্চারিত একই শব্দের গৌণার্থ ও মুখ্যার্থ ন্যায়সঙ্গত নহে। একটুক সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, "তিনি প্রাণ সৃজন করিলেন। প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার" এস্থলেও প্রাণ বিষয়ে শ্রুত সৃজনশব্দ পরোৎপন্ন শ্রদ্ধাদিতে অনুসঙ্গী হইয়াছে। যখন পশ্চাৎ শ্রুত উৎপত্তিবাচী শব্দের পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, তখন, এখানেও অবশ্যই তাদৃশ সম্বন্ধ যুক্তিযুক্তই হইবে। যথা, সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, অন্তস্থ ব্যুচ্চারিত শব্দও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণাদির সহিত সম্বন্ধিত আছে ॥ ৩ ॥

যদিও ছান্দোগ্য উপনিষদে "তিনি তেজ সৃজন করিলেন" এই উৎপত্তি

তেজোঽবন্নানামেব ত্রয়াণাং ভূতানামুৎপত্তিশ্রবণাৎ, তথাপি ব্রহ্মপ্রকৃতিকতেজো-ঽবন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাদ্বাক্প্রাণমনসাং তৎসামান্যাচ্চ সর্ব্বেষামেব প্রাণানাং ব্রহ্ম-প্রভবত্বং সিদ্ধং ভবতি। তথা হি তস্মিন্নেব প্রকরণে তেজোঽবন্নপূর্ব্বকত্বং বাক্প্রাণমন-সামাম্নায়তে 'অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্' ইতি তত্র যদি তাবৎ মুখ্যমেবৈষামন্নাদিময়ত্বং ততো বর্ত্তিত এব ব্রহ্মপ্রভবত্বম্। অথ ভাক্তং তথাপি ব্রহ্মকর্ত্তৃকায়াং নামরূপব্যাক্রিয়ায়াং শ্রবণাৎ 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' ইতি চোপক্রমাৎ 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' ইতি চোপসংহারাৎ শ্রুত্যন্তরপ্রসি-দ্ধেশ্চব্রহ্মকার্য্যত্বপ্রপঞ্চনার্থমেব মনআদীনামন্নাদিময়ত্ববচনমিতি গম্যতে। তস্মাদপি প্রাণানাং ব্রহ্মবিকারত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তগতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

উৎপত্তিবিষয়ঃ শ্রুতিবিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং পরিহৃতঃ। সংখ্যাবিষয় ইদানীং

প্রস্তাবে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই, কেননা, সেখানে তেজ, জল, পৃথিবী, মাত্র এই ভূতত্রয়ের উৎপত্তি শুনা গিয়াছে, তথাপি, সেখানে ব্রহ্মপ্রভব তেজের বাক্য, প্রাণ, মন, এই ত্রিতয়ের কারণতা কথিত হওয়ায় তৎসাধারণ্যে প্রাণেরও ব্রহ্মপ্রভবত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের এই প্রকরণেই বাক্য, প্রাণ, মন, এই তিনের তেজ, জল ও পৃথিবীরমূলকত্ব কথিত হইয়াছে, যথা—"হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাগিন্দ্রিয় তেজোময়"। মনপ্রভৃতির এই অন্নময়ত্বাদিকথন মুখ্য হইলে ব্রহ্মপ্রভবত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজন্যত্ব আছেই। আর ভাক্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মকর্ত্তৃক নামরূপাত্মক বিকারের উৎপত্তি বিষয়ে এই বাক্যের শ্রবণ, "যাহা শুনিলে অশ্রুত ও শ্রুত হয়" এই উপক্রমে "এই সমস্তই এতদাত্মক" এই উপসংহার ও শ্রুত্যন্তরোক্তপ্রসিদ্ধি, এই সকল হেতুবাদ দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, মনঃ প্রভৃতির অন্নবিকারত্ব কথনের ব্রহ্মকার্য্য বিস্তারকরণ ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। সুতরাং তৎপক্ষেও প্রাণের ব্রহ্মবিকারত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৪ ॥

প্রাণসমূহের উৎপত্তিবিষয়ক শ্রুতির পরস্পর বিরোধ-মীমাংসা করা হইল। অধুনা, সংখ্যাবিষয়ক বিরোধ ভঞ্জন করা হইতেছে। মুখ্যপ্রাণ কি, তাহা পরে

পরিহ্রিয়তে। তত্র মুখ্যং প্রাণমুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যাতি। সম্প্রতি তু কতীতরে প্রাণা ইতি সম্প্রধারয়তি। শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেশ্চাত্র বিষয়। কচিৎ সপ্ত প্রাণাঃ সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইতি। কচিদষ্টৌ প্রাণা গ্রহত্বেন গুণেন সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে, "অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ" ইতি। কচিন্নব "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববাঞ্চৌ" ইতি। কচিদ্দশ "নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দশমী" ইতি। কচিদেকাদশ দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" ইতি। কচিদ্দ্বাদশ "সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়তনম্" ইত্যত্রকচিত্ত্রয়োদশ "চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ" ইত্যত্র। এবং হি বিপ্রতিপন্নাঃ প্রাণেয়ত্তাং প্রতি শ্রুতয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। সপ্তৈব প্রাণা ইতি। কুতঃ। গতেঃ। যতস্তাবন্তোঽবগম্যন্তে "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইত্যেবম্বিধাসু শ্রুতিষু। বিশেষিতাশ্চৈতে "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ" প্রাণাঃ ইত্যত্র। নমু "গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত" ইতি বীপ্সা

বলা হইতেছে, প্রথমতঃ প্রাণ কতগুলি, তাহা নিশ্চয় করা হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি ভিন্নভিন্ন সংখ্যা কীর্ত্তন করায় সংখ্যাবিষয়ক সংশয় জন্মে। কোনও শ্রুতি প্রাণ সাতটী, উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"তাহা হইতে সপ্ত প্রাণ জন্মিয়াছে"। অন্য কোনও শ্রুতি গ্রহত্বগুণ লইয়া অষ্টপ্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"সাতটী গ্রহ এবং অষ্টম অতিগ্রহ"। আবার কোনও শ্রুতি নয়টী প্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"উত্তমাঙ্গস্থিত প্রাণ সাত, তন্নিম্নস্থপ্রাণ দুই"। কোনও শ্রুতিতে দশ প্রাণের কথা আছে। যথা—"পুরুষের নবপ্রাণ, তাহার দশম নাভি"। কোনও শ্রুতি একাদশ প্রাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"পুরুষের দশটী প্রাণ এবং আত্মা একাদশ প্রাণ"। "সমুদায় স্পর্শের মুখ্য আয়তন ত্বক্" ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বাদশ প্রাণ বর্ণিত আছে। "চক্ষু ও দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে ত্রয়োদশ প্রাণ কথিত হইয়াছে। প্রাণসংখ্যাবিধায়ক শ্রুতিসমূহের মধ্যে এইরূপ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারক্ষেত্রে প্রথমত পাওয়া যায়, প্রাণের সংখ্যা সাতটী; ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। যে হেতু, "তাহা হইতে সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে"। ইত্যাদি শ্রুতিতে সপ্ত সংখ্যারই প্রতীতি হয় এবং "শীর্ষদেশস্থ সাত প্রাণ" এই শ্রুতিতে সেই গুলির আবার বিশেষণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "হৃদয়ে নিহিত হৃদয়শায়ী সাত সাত" এই শ্রুতিতে বীপ্সা থাকায় সাতের অধিক প্রাণ বুঝিতে হইলেও তাহা দোষাবহ নহে। যে হেতু, পুরুষ ভিন্ন, তদাশ্রিত প্রাণসপ্তকও

শ্রূয়ন্তে, সা সপ্তভ্যোঽতিরিক্তান্ প্রাণান্ গময়তীতি। নৈষ দোষঃ। পুরুষ-ভেদাভিপ্রায়েয়ং বীপ্সা প্রতিপুরুষং সপ্ত সপ্ত প্রাণা ইতি ন তত্ত্বভেদাভিপ্রায়া সপ্ত সপ্তান্যেঽন্যে প্রাণা ইতি। নন্বষ্টত্বাদিকাপি সংখ্যা প্রাণেষূদাহৃতা কথং সপ্তৈব স্যাৎ। সত্যমুদাহৃতা বিরোধাত্ত্বন্যতমা সংখ্যাধ্যবসাতব্যা। তত্র স্তোককল্পনোপ-রোধাৎ সপ্তসংখ্যাধ্যবসানং বৃত্তিভেদাপেক্ষঞ্চ সংখ্যান্তরশ্রবণমিতি গম্যতে। অত্রোচ্যতে ॥ ৫ ॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥ ৬ ॥

হস্তাদয়স্ত্বপরে সপ্তভ্যোঽতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ শ্রূয়ন্তে "হস্তো বৈ গ্রহঃ। স কর্ম্মণাতিগ্রহেণ গৃহীতঃ। হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি" ইত্যেবমাদ্যাসু শ্রুতিষু স্থিতে চ সপ্তত্বমন্তর্ভাবাচ্ছক্যতে সম্ভাবয়িতুম্। হীনাধিকসংখ্যাবিপ্রতিপত্তৌ হ্যধিকা সংখ্যা সংগ্রাহ্যা ভবতি তস্যাং হীনান্তর্ভবতি ন তু হীনায়ামধিকা। অতশ্চ

ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই বীপ্সা-প্রয়োগ করা হইয়াছে। তত্ত্বভেদাভিপ্রায়ে বীপ্সা-প্রয়োগ নহে। অবশ্যই বলিতে পার যে, অষ্টপ্রাণ, নবপ্রাণ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাণবিষয়ক অষ্ট প্রভৃতি সংখ্যার উদাহরণ আছে। সুতরাং, কিরূপেই সপ্ত-সংখ্যা নিশ্চয় করা যাইতে পারে? প্রত্যুত্তরে যদি বলিতে চাও যে, উদাহরণ আছে সত্য, কিন্তু বিরোধ হেতু এক বস্তুতে বিভিন্ন সংখ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অতএব, ইহার মধ্যে অন্যতম সংখ্যা গ্রহণীয়। এতন্মধ্যে লঘু কল্পনা ন্যায়যুক্ত, অনুরোধে প্রাণের সপ্ত সংখ্যা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। সংখ্যান্তরের শ্রবণ ও বৃত্তিবহুল অনুসারে ন্যায়সংগত বটে। ভগবান্ সূত্রকার মহর্ষি ব্যাসদেব এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥৫॥

হস্তও একপ্রকার প্রাণ মধ্যে পরিগণিত, হস্ত গ্রহণীয় কার্য্যে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। জীব হস্ত দ্বারাই কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া থাকে, এই শ্রুতিতেও হস্তাদিও প্রাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তাহা সপ্ত সংখ্যার অতিরিক্ত রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রুতি প্রমাণে সপ্ত সংখ্যার অধিক স্থিরীকৃত থাকায় সপ্তত্ব সম্ভাবনা অনুপপন্নাহেতু। যেখানে ন্যূন বা অধিক সংখ্যা বিবাদ উপস্থিত হয়, সেখানে অধিক সংখ্যাই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যে হেতু, অধিকের

নৈবং মন্তব্যং স্তোককল্পনানুরোধাৎ সপ্তৈব প্রাণাঃ স্যুরিতি। উত্তরসংখ্যানুরোধাত্ত্বেকাদশৈব তে প্রাণাঃ স্যুঃ। তথা চোদাহৃতা শ্রুতিঃ—দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ ইতি॥ আত্মশব্দেন চাত্রান্তঃকরণং পরিগৃহ্যতে। করণাধিকারাৎ। নন্বেকাদশভ্যোঽপ্যধিকে দ্বাদশত্রয়োদশত্বে উদাহৃতে। সত্যমুদাহৃতে ন ত্বেকাদশভ্যঃ কার্য্যজাতেভ্যোঽধিকং কার্য্যজাতমস্তি যদর্থমধিকং করণং কল্প্যেত। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ পঞ্চ বুদ্ধিভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্ম্মভেদাস্তদর্থানি চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বার্থবিষয়ং ত্রৈকাল্যবৃত্তি মন একমনেকবৃত্তিকং তদেব বৃত্তিভেদাৎ ক্বচিদ্ভিন্নবদ্ব্যপদিশ্যতে "মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চ" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ কামাদ্যা নানাবিধা বৃত্তীরনুক্রম্যাহ "এতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। অপি চ সপ্তৈব শীর্ষণ্যান্ প্রাণানভিমন্যমানস্ত

মধ্যেই অল্পের অন্তর্ভাব হয়, অল্পের মধ্যে অধিকের অন্তর্ভাব হয় না। এই কারণে, ইহা স্বীকার করা উচিত হয় না যে, লঘু কল্পনার অনুরোধে সপ্ত সংখ্যাই গ্রহীতব্য। সুতরাং অধিক সংখ্যার অনুরোধে, একাদশ সংখ্যা গ্রাহ্য।

একাদশ প্রাণের উদাহরণ—"পুরুষে এই দশ প্রাণ ও আত্মা একাদশ" এই শ্রুতিতে দর্শিত হইয়াছে। করণাধিকারে পঠিত বলিয়া এখানে আত্মা শব্দে অন্তঃকরণ এবং দশ ইন্দ্রিয়, এই একাদশ। একাদশেরও অধিক অর্থাৎ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ প্রাণের উদাহরণ দেখাইয়াছেন সত্য; কিন্তু একাদশের অধিক কার্য্যকূট না থাকায় একাদশাধিক করণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পার না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয়ক পঞ্চবুদ্ধি, তদর্থ ইন্দ্রিয় পাঁচ। আর বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ, আনন্দ, এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, এতদর্থে ইন্দ্রিয় পাঁচ। আর সর্ব্ব বিষয়ক ত্রৈকাল্য-বৃত্তি অন্তঃকরণ এক। এই ত্রয়োদশ, এতদতিরিক্ত বিষয় নাই, সুতরাং তদ্গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও নাই। মন অন্তঃকরণ এক, কিন্তু বৃত্তি ভেদে তাহা কোনও কোনও স্থলে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই প্রকারচতুষ্টয়ে ব্যপদেশ্য হইয়া থাকে। মন এক, কিন্তু বৃত্তি অনেক, এই কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। শ্রুতি নানা প্রকার মনোবৃত্তি উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "এই সকলই মন, অন্য কিছু নহে"। আরও দেখ, শীর্ষস্থ প্রাণ সাত, এই কথাতেও শীর্ষ-

চত্বার এব প্রাণা অভিমতাঃ স্যুঃ স্থানভেদাদেতে চত্বারঃ সন্তঃ সপ্ত গণ্যন্তে, "দ্বে শ্রোত্রে দ্বে চক্ষুষী দ্বে নাসিকে একা বাক্" ইতি। ন চ অবান্তরমেব বৃত্তিভেদা ইতরে প্রাণা ইতি শক্যতে বক্তুং হস্তাদিবৃত্তীনামত্যন্তবিজাতীয়ত্বাৎ। তথা "নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ নাভির্দশমী" ইত্যত্রাপি দেহচ্ছিদ্রভেদাভিপ্রায়েণৈব দশ প্রাণা উচ্যন্তে ন প্রাণা উচ্যন্তে ন প্রাণতত্ত্বভেদাভিপ্রায়েণ 'নাভির্দশমী' ইতি বচনাৎ। ন হি নাভির্নাম কশ্চিৎ প্রাণঃ প্রসিদ্ধোঽস্তি। মুখ্যস্য তু প্রাণস্য ভবতি নাভিরপ্যেকং বিশেষায়তনমিত্যতো নাভির্দশমীত্যুচ্যতে। ক্বচিদুপাসনার্থং কতিচিৎ প্রাণা গণ্যন্তে ক্বচিৎ প্রদর্শনার্থম্। তদেবং বিচিত্রে প্রাণেয়ত্তাম্নানে সতি ক্ব কিং পরমাম্নানমিতি বিবেক্তব্যম্। কার্য্যজাতবশাত্ত্বেকাদশত্বাম্নানং প্রাণবিষয়ং প্রমাণমিতি স্থিতম্। ইয়মপরা সূত্রদ্বয়যোজনা। সপ্তৈব প্রাণাঃ স্যুর্যতঃ সপ্তানামেব গতিঃ শ্রূয়তে "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি"

তব প্রাণ চারি; তাহাও স্থানভেদে সাত। যথা, দুই শ্রোত্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং বাগিন্দ্রিয় এক। অন্যান্য প্রাণ যে এই গুলিরই বৃত্তিভেদ, তাহা নহে। কেন না, হস্তাদির বৃত্তি অত্যন্ত বিজাতীয়। "পুরুষের নব প্রাণ, নাভি তাহার দশম" এই শ্রুতিতেও দেহচ্ছিদ্রাভিপ্রায়ে দশপ্রাণ কথিত হইয়াছে। তাহা প্রাণের সংখ্যানির্দ্ধারণাভিপ্রায়ে নহে। "নাভি দশমী" এই উক্তিই তাহার প্রমাণ, নাভিনামে কোনও প্রখ্যাত প্রাণ নাই যে, তৎপ্রদর্শনার্থ তাহার কথন হইবেক। নাভি মুখ্য প্রাণের একটী বিশেষ স্থান, সেই জন্যই "নাভি দশমী" এই কথা বলা হইয়াছে। কোনও কোনও শ্রুতিতে কেবল উপাসনার্থ কতিপয় প্রাণের গণনা আছে এবং কোথাও বা তাহা কেবল প্রদর্শনার্থ পঠিত হইয়াছে। প্রাণসংখ্যার কথন এইরূপে বিচিত্র অর্থাৎ পার্থক্য আছে, তন্মধ্যে কোন্ কথন পারমার্থিক, তাহা বিচার দ্বারা পরিজ্ঞেয়। বিচার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কার্য্য যখন একাদশবিধ, তখন প্রাণও একাদশবিধ, সুতরাং, একাদশত্ব কথনই পারমার্থিক। এই দুই সূত্রের অন্যপ্রকারেও ব্যাখ্যা হইতে পারে, যথা—প্রাণ সাত, অধিক নহে, কেননা, "তিনি উৎক্রমণার্থ উদ্যত হইলে মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, মুখ্য প্রাণের উৎক্রমণে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রান্ত হয়" এই শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট

ইত্যত্র। নন্‌ সর্ব্বশব্দোঽপ্যত্র পঠ্যতে কথং সপ্তানামেব গতিঃ প্রতিজ্ঞায়ত ইতি বিশেষিতত্বাদিত্যাহ। সপ্তৈব হি প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ ত্বক্‌পর্য্যন্তা বিশেষিতা ইহ প্রকৃতাঃ। স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্‌ পর্য্যাবর্ত্ততে অথারূপজ্ঞো ভবত্যে-কীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরিত্যেবমাদিনানুক্রমণেন। প্রকৃতগামী চ সর্ব্বশব্দো ভবতি। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজিতা ইতি যে নিমন্ত্রিতাঃ প্রকৃতা ব্রাহ্মণাস্ত এব সর্ব্বশব্দেনোচ্যন্তে নান্যে। এবমিহাপি যে প্রকৃতাঃ সপ্ত প্রাণাস্ত এব সর্ব্ব-শব্দেনোচ্যন্তে নান্য ইতি। নম্বত্র বিজ্ঞান মষ্টমমপ্যুক্রান্তং কথং সপ্তানামেবানুক্র-মণম্। নৈষ দোষঃ। মনোবিজ্ঞানয়োস্তত্ত্বাভেদাদ্‌বৃত্তিভেদেঽপি সপ্তত্বোপপত্তেঃ। তস্মাৎ সপ্তৈব প্রাণা ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। হস্তাদয়স্তপরে সপ্তভ্যোঽতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ প্রতীয়ন্তে "হস্তো বৈ গ্রহঃ" ইত্যাদিশ্রুতিষু। গ্রহত্বঞ্চ বন্ধনভাবো গৃহ্যতে

সাত প্রাণের গতি অভিহিত হইয়াছে। অবশ্যই বলিতে পার যে, শ্রুতিতে কেবল সর্ব্ব শব্দ আছে, সপ্তসংখ্যার প্রসঙ্গও নাই, তবে কিসে জানাগেল, উদাহৃত শ্রুতিতে সপ্তপ্রাণের গতি অভিহিত হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ "বিশেষিতত্বাৎ" অংশ বলা হইয়াছে। অর্থ এই যে, চক্ষু হইতে সাত প্রাণই প্রকৃত। "এই চাক্ষুষ পুরুষ পর্য্যাবর্ত্তিত হন, অনন্তর জীব রূপজ্ঞানশূন্য হন; যেহেতু এক হয়, সেই হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না", ইত্যাদিক্রমে চক্ষু-রাদি প্রাণসপ্তক প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে সর্ব্বশব্দঘটিত বাক্য আছে, সুতরাং এই সর্ব্বশব্দ সপ্তপ্রাণেরই বোধক। সর্ব্ব ব্রাহ্মণ ভোজন করি-য়াছেন, এই বাক্যস্থ সর্ব্বশব্দ যেমন পূর্ব্বপ্রস্তাবিত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের বোধক, সেইরূপ, যে সপ্তপ্রাণ প্রকৃত, সেই সপ্ত প্রাণই এই সর্ব্বশব্দের বাচ্য। আপত্তি করিতে পার, প্রস্তাবিত বাক্যে অষ্টমবিজ্ঞানের কথন আছে, তাহা থাকায় কি প্রকারে সাতের অনুক্রম, অধিকের নহে, ইহা বলিতে পার? প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে, বৃত্তিভেদই মনের ও বিজ্ঞানের ভেদ। পদার্থ একই, সুতরাং বিজ্ঞানের অনুক্রম থাকিলে তাহা দোষনীয় নহে; তাহাতেও সপ্তত্ব উপপন্ন হয়। অতএব, সপ্তপ্রাণ অধিক নহে, এই প্রবল পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তিতে সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, "হস্তগ্রহ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সাতের অধিক হস্তাদিপ্রাণের প্রতীতি হয়। গ্রহ অর্থাৎ বন্ধন। জীব গৃহীত হয় অর্থাৎ আবদ্ধ হয় যাহা দ্বারা তাহাই

যথাস্তে ক্ষেত্রজ্ঞোঽনেন গ্রহসংজ্ঞকেন বন্ধনেনেতি। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো নৈকস্মিন্নেব শরীরে বধ্যতে শরীরান্তরেষ্বপি তুল্যত্বাদ্বন্ধনস্য। তস্মাচ্ছরীরান্তরসঞ্চারীদং গ্রহসংজ্ঞকং বন্ধনমিত্যর্থাদুক্তং ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ "পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে। তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ" ইতি প্রাঙ্মোক্ষাদ্গ্রহসংজ্ঞকেনানেন বন্ধনেনাবিয়োগং দর্শয়তি। আথর্ব্বণে চ বিষয়েন্দ্রিয়ানুক্রমণে "চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ" ইত্যত্র তুল্যবদ্ধস্তাদীনীন্দ্রিয়াণি সবিষয়াণ্যনুক্রামতি "হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ" ইতি। তথা "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি" ইত্যেকাদশানাং প্রাণানামুৎক্রান্তিং দর্শয়তি সর্ব্বশব্দোঽপি চ প্রাণশব্দেন সম্বধ্য-

---

গ্রহ। জীব শরীরাদিতে বদ্ধ, এই জন্য তাহাও গ্রহ। জীব এক শরীরে বন্ধনগ্রস্ত নহেন, শরীরান্তরেও বদ্ধ হন; সেইজন্য গ্রহসংজ্ঞক বন্ধন শরীরান্তরসঞ্চারী অর্থাৎ উৎপৎস্যমান শরীরেও গমন করে, ইহাও প্রসঙ্গক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। "জীব প্রাণাদি লিঙ্গশরীররূপ পুর্য্যষ্টকযুক্ত। সুতরাং তাহারই দ্বারা বদ্ধ এবং তাহার বিমোক্ষে মোক্ষ"। এই স্মৃতিও জীবের মোক্ষের পূর্ব্বে গ্রহসংজ্ঞক বন্ধনে বদ্ধ থাকা বলিয়াছেন। পুর্য্যষ্টক শব্দে প্রাণাদি পঞ্চক, ভূতসূক্ষ্ম পঞ্চক, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, অবিদ্যা, কাম, এবং কর্ম্ম, এইগুলি বুঝিতে হইবে। ইহা আত্মার জ্ঞাপক বলিয়া, লিঙ্গ শীর্ণ হয় বলিয়া, শরীর বলা যায়। আথর্ব্বণ শ্রুতিতেও "চক্ষুও দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি ক্রমে সবিষয় ইন্দ্রিয়ের গণনায় তুল্যরূপে সবিষয় হস্তাদি ইন্দ্রিয়ের গণনা দৃষ্ট হয়। যথা, "হস্তও গ্রহীতব্য, উপস্থও আনন্দয়িতব্য, পায়ুও বিসর্জ্জয়িতব্য, পাদও গন্তব্য" ইত্যাদি।

"পুরুষের এই দশপ্রাণ, আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ একাদশ, এই একাদশ প্রাণ যখন এই মরণশীল শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন জ্ঞাতিগণ রোদন করে" এই শ্রুতিও একাদশ প্রাণের উৎক্রান্তি দেখাইয়াছেন। প্রাণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্ব শব্দ সমুদায় প্রাণের বোধক হয়, সুতরাং প্রকরণদৃষ্টে তাহার সপ্তপ্রাণবোধকতা স্থাপন করিতে পার না। প্রকরণ অপেক্ষা শব্দের বলবত্তা আছে। "সর্ব্ব ব্রাহ্মণ ভোজিত হইয়াছে" এখানে সর্ব্বশব্দে ব্রাহ্মণ মাত্রের বোধক

ষ্যানোঽশেষান্ প্রাণানভিদধানো ন প্রকরণবশেন সপ্তস্বেব ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যতে প্রকরণাচ্ছব্দস্য চ বলীয়স্ত্বাৎ। সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজিতা ইত্যত্রাপি সর্ব্বেষামেবাঽবনীবর্ত্তিনাং ব্রাহ্মণানাং গ্রহণং ন্যায্যং সর্ব্বশব্দসামর্থ্যাৎ সর্ব্বভোজনাসম্ভবাত্তু তত্র নিমন্ত্রিতমাত্রবিষয়া সর্ব্বশব্দস্য বৃত্তিরাশ্রিতা। ইহ তু ন কিঞ্চিৎ সর্ব্বশব্দার্থসঙ্কোচকারণমস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বশব্দেনাত্রাশেষাণা প্রাণানাং পরিগ্রহপ্রদর্শনার্থং সপ্তানামনুক্রমণমিত্যনবদ্যম্। তস্মাদেকাদশৈব প্রাণাঃ শব্দতঃ কার্য্যতশ্চেতি সিদ্ধম্ ॥৬॥

অণবশ্চ ॥ ৭ ॥

অধুনা প্রাণানামেব স্বভাবান্তরমভ্যুচ্চিনোতি। অণবশ্চৈতে প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। অণুত্বঞ্চৈষাং সৌক্ষ্ম্যপরিচ্ছেদৌ পরমাণুতুল্যত্বং কৃৎস্নদেহব্যাপি-

---

নহে। সর্ব্বশব্দ আছে বলিয়াই যে প্রদর্শিত স্থলে অনিমন্ত্রিত করিবে, তাহা পারা যাইবে না। সর্ব্ব ব্রাহ্মণ ভোজন করান অসম্ভব, সুতরাং, সর্ব্বশব্দে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ অর্থে তাৎপর্য্য, কিন্তু প্রদর্শিত স্থলে সর্ব্বশব্দের ব্যাপক অর্থের সঙ্কোচ হইবার কোনও কারণ নাই। প্রস্তাবিত মুখ্য প্রাণ কি স্বরূপ, অধুনা তাহার বিচার করা হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায় যে, শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে এই বায়ুই প্রাণ। শ্রুতি যথা—"যে প্রাণ সেই বায়ু। বায়ু পাঁচপ্রকার—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান"। শাস্ত্রান্তরের অর্থাৎ সাঙ্খ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত পক্ষও পূর্ব্বকোটিতে পাওয়া যায়। সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা বলেন, প্রাণ আর কিছুই নহে, ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তিই প্রাণ। যথা—"প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সাধারণী বৃত্তি" এইপ্রকারের পূর্ব্বপক্ষকারীকে বলা হইতেছে, প্রাণ বায়ু নহে, ইন্দ্রিয়ব্যাপারও নহে। কারণ না থাকায় তাহা নিখিল প্রাণের অভিধায়ক, এবং এই সাতের অনুক্রমও যাবতীয় প্রাণের উপলক্ষক। যেহেতু ইহা উপলক্ষণভাবে প্রযুক্ত, সেইহেতু সাতের অনুক্রম কোনওরূপ দোষাবহ নহে। এই বিচারে সিদ্ধ হইল যে, নামে এবং কার্য্যতঃ উভয় প্রকারেই প্রাণ একাদশ প্রকার ॥ ৬ ॥

ইদানীং প্রাণের অন্যতম একটী স্বভাব নিরূপণ করা হইতেছে। পূর্ব্ব প্রস্তাবিত প্রাণ সমূহকে অণু বলিয়া জানিবে। অণুত্ব অর্থে সূক্ষ্মতা, এবং পরি-

কার্য্যানুপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। সূক্ষ্মা এতে প্রাণাঃ। স্থূলাশ্চেৎ প্রাণোৎক্রমণকালে শরীরান্নির্গচ্ছন্তো বিলাদহিরিবোপলভ্যেরন্ ম্রিয়মাণস্য পার্শ্বস্থৈঃ। পরিচ্ছিন্নাশ্চৈতে প্রাণাঃ। সর্ব্বগতাশ্চেৎ উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ তদ্গুণসারত্বঞ্চ জীবস্য ন সিধ্যেৎ। সর্ব্বগতানামপি বৃত্তিলাভঃ শরীরদেশে স্যাদিতি চেৎ, ন, বৃত্তিমাত্রস্য করণত্বোপপত্তেঃ। যদেব হ্যুপলব্ধিসাধনং বৃত্তিরন্যদ্বা তদেব নঃ করণম্। তেন সংজ্ঞামাত্রে বিবাদ ইতি করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকা। তস্মাৎ সূক্ষ্মাঃ পরিচ্ছিন্নাশ্চৈতে প্রাণা ইত্যধ্যবস্যামঃ॥ ৭॥

শ্রেষ্ঠশ্চ॥ ৮॥

মুখ্যশ্চ প্রাণ ইতরপ্রাণবদ্ব্রহ্মবিকার ইত্যতিদিশতি। নহবিশেষেণৈব সর্ব্ব-

---

চ্ছিন্নতাই বুঝিতে হইবে। পরমাণুতুল্যতা অণুত্ব শব্দের অর্থ নহে। প্রাণ পরমাণু সদৃশ হইলে যুগপৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং, প্রস্তাবিত সেই সকল প্রাণ সূক্ষ্ম অর্থাৎ অদৃশ্য মাত্র। গর্ত্ত হইতে বহির্গত সর্পকে লোকসমূহ দেখিতে পায়, প্রাণ যদি স্থূলস্বভাব হইত, তাহা হইলে মৃত্যু-শয্যাশায়ি লোকের পার্শ্বস্থলোক মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ নির্গমন অবশ্যই দেখিতে পাইত। প্রাণ পরিচ্ছিন্ন নহে বা সর্ব্বব্যাপী নহে। সর্ব্বব্যাপী অথবা পূর্ণ পদার্থ হইলে, প্রাণের গমনাগমনপ্রতিপাদিনী শ্রুতির অপ্রমাণতা, এবং জীবের বুদ্ধি-গুণ-প্রাধান্য অসিদ্ধ হইবেক। সর্ব্বগামী হইলে শ্রুতি ব্যাকোপের কারণ কি? শরীরদেশে বৃত্তি হইবেক, এই প্রকার বলিতে পার না, কারণ বৃত্তিরই করণত্ব যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায়। যাহা উপলব্ধির করণ তাহাকে বৃত্তি অথবা অন্য যাহা কিছু বল, আমাদের মতে তাহাই করণ। তাহাতে ফল এই যে, কেবল নামেই বিবাদ, পদার্থে বিবাদ নাই। যেহেতু পদার্থগত কোনও বিসম্বাদ নাই, সেই হেতু করণের ব্যাপিত্ব কল্পনারও কোনও আবশ্যক নাই। পূর্ব্বোক্ত হেতুবাদে আমরা নিশ্চয় করি; প্রাণসকল সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন॥ ৭॥

এই সূত্রটি অতিদেশ সূত্র। সূত্রার্থ এই—যেমন অন্যান্য প্রাণ, তেমনি মুখ্য প্রাণ। যে যুক্তিতে ইতর প্রাণের ব্রহ্মবিকারিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই যুক্তি-

প্রাণানাঃ ব্রহ্মবিকারত্বমাখ্যাতং 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' ইতি সেন্দ্রিয়মনোব্যতিরেকেণাপি প্রাণস্যোৎপত্তিশ্রবণাৎ 'স প্রাণমসৃজত' ইত্যাদি-প্রবণেভ্যশ্চ। কিমর্থঃ পুনরতিদেশঃ। অধিকাশঙ্কাবারণার্থঃ। নাসদাসীয়ে হি ব্রহ্মপ্রধানে সূক্তে মন্ত্রবর্ণো ভবতি—'ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চ নাস' ইতি। আনীদিতি প্রাণকর্ম্মোপাদানাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমিব প্রাণং সূচয়তি। তস্মাৎ অজঃ প্রাণ ইতি জায়তে কস্যচিন্মতিঃ। তামতিদেশেনাপনুদতি। আনীচ্ছব্দোঽপি ন প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণসদ্ভাবং সূচয়তি। অবাতমিতি বিশেষণাৎ। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি চ মূলপ্রকৃতেঃ প্রাণাদিসমস্তবিশেষরহিতত্বস্য দর্শিতত্বাৎ। তস্মাৎ কারণসদ্ভাবপ্রদর্শনার্থ এবায়মানীচ্ছব্দ ইতি শ্রেষ্ঠ ইতি চ মুখ্যং

বলেই মুখ্য প্রাণেরও ব্রহ্মপ্রভবত্ব পাওয়া যাইতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পার, "তাঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করিয়াছে"। এই শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষরূপ সমুদায় প্রাণের জন্মকথন আছে এবং "তিনি প্রাণ সৃজন করিলেন", এই শ্রুতিতেও প্রাণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে আবার অতিদেশ কেন? যখন মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি অসংশয়িত আছে, তখন অবশ্যই এই অতিদেশ ব্যর্থ হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, একটী অতিরিক্ত আশঙ্কা নিবারণার্থ এই সূত্র বলা হইয়াছে। ব্রহ্মপ্রধান নাসদাসীয় সূক্তে একটী মন্ত্র আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, প্রাণ যেন প্রলয়কালেও ছিল। যথা—"প্রলয়কালে মৃত্যু ছিল না, দেবভোগ্য অমৃত ছিল না, রাত্রের চিহ্ন চন্দ্র, এবং দিবসের চিহ্ন সূর্য্যও ছিল না, পিতৃগণের স্বধাও ছিল না, ব্রহ্ম মায়াব্যতিরিক্ত ছিলেন, বাতবর্জ্জিত প্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই ছিল না" এই শ্রুতিতে যে আনীৎ কথা আছে, তাহার অর্থ চেষ্টা করা। প্রাণ-চেষ্টা-বোধক শব্দ থাকাতেই তৎকালে প্রাণ ছিল, এই প্রকার প্রতীতি হয় এবং তৎশ্রবণে কাহার কাহার প্রাণ অজ, জন্মবান্ বা হই নহে, এইরূপ বুঝা যাইতে পারে। সেইরূপ না বুঝিবার জন্যই এই অতিদেশ বাক্য বলা হইয়াছে, এবং তাহাতে এই আশঙ্কা দূর হইতে পারে। প্রলয়কালাবস্থিত মূল প্রকৃতির বিশেষণে "অবাত" শব্দ

প্রাণবত্তিদধাতি "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ। জ্যেষ্ঠশ্চ প্রাণঃ শুক্রনিষেককালাদারভ্য তস্য বৃত্তিলাভাৎ। ন চেৎ তস্য তদানীং বৃত্তিলাভঃ স্যাৎ যোনৌ নিষিক্তং শুক্রং পূয়েত ন সম্ভবেদ্বা। শ্রোত্রাদীনান্তু কর্ণশষ্কুল্যাদি-স্থানবিভাগনিষ্পত্তৌ বৃত্তিলাভান্ন জ্যেষ্ঠত্বম্। শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণো গুণাধিক্যাৎ। "ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুম্" ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৮ ॥

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

স পুনর্মুখ্যঃ প্রাণঃ কিংস্বরূপ ইতীদানীং জিজ্ঞাস্যতে। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতের্বায়ুঃ প্রাণ ইতি। এবং হি শ্রূয়তে—'যঃ প্রাণঃ স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ' ইতি। অথবা তন্ত্রান্তরীয়াভিপ্রায়াৎ সমস্তকরণবৃত্তিঃ

আছে, এই অবাত শব্দ তাহার প্রাণাদিরাহিত্য দেখাইয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, তৎকালে কারণ মাত্রের অস্তিত্ব দেখানই আনীৎ শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য। শ্রেষ্ঠ শব্দও মুখ্য প্রাণের অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক। "প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ" এই শ্রৌত নির্দ্দেশই শ্রেষ্ঠশব্দের প্রাণবাচকত্বে প্রমাণ; প্রাণের জ্যেষ্ঠতাও আছে। যেহেতু শুক্র নিষেককাল হইতেই প্রাণ-বৃত্তি লাভ করে; গর্ভস্থ শুক্র স্পন্দনক্রিয়ান্বিত হয়। নিষেককালে শুক্রে প্রাণ-বৃত্তি উদ্ভূত না হইলে যোনিনিষিক্ত শুক্র অপত্যাকারে পরিণত হইত না, পচিয়া যাইত। শ্রোত্রাদি প্রাণ অনেক দিন পরে স্বীয় স্বীয় স্থানের বিভাগ নিষ্পত্তি হওয়ায় সেই সেই স্থানে বৃত্তি লাভ করে, সেই জন্য তাহারা অগ্রজ নহে। গুণাধিক্য-প্রযুক্তও মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি তাহা "চক্ষুরাদি প্রাণ মুখ্য প্রাণকে বলিল; তোমা ব্যতীত আমরা জীবিত থাকি না" ইত্যাদি ক্রমে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

প্রস্তাবিত মুখ্যপ্রাণ কিরূপ, তাহা এখন বিচার করা হইতেছে। প্রথমত পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায় যে, শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে এই বায়ুই প্রাণ। এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা—"যে প্রাণ সেই বায়ু; বায়ু পাঁচ প্রকার—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, এবং সমান"। শাস্ত্রান্তরের অভিপ্রেত পূর্ব্বপক্ষও পূর্ব্বকোটিতে উপস্থিত হইতেছে। কপিল শিষ্য বলেন যে, প্রাণ আর কিছুই নহে, ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তিই

প্রাণ ইতি প্রাপ্তম্। এবং হি তন্ত্রান্তরীয়া আচক্ষতে—'সামান্যা করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ' ইতি। অত্রোচ্যতে। ন বায়ুঃ প্রাণো নাপি করণব্যাপারঃ। কুতঃ। পৃথগুপদেশাৎ। বায়োস্তাবৎ প্রাণস্য পৃথগুপদেশো ভবতি—'প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ' ইতি। ন হি বায়ুরেব সন্ বায়োঃ পৃথগুপদিশ্যতে। তথা করণবৃত্তেরপি পৃথগুপদেশো ভবতি। বাগাদীনি করণান্যনুক্রম্য তত্র তত্র পৃথক্ প্রাণস্যানুক্রমণাৎ বৃত্তিবৃত্তিমতোশ্চাভেদাৎ। ন হি করণব্যাপার এব সন্ করণেভ্যঃ পৃথগুপদিশ্যেত। তথা 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ' ইত্যেবমাদয়োঽপি বায়োঃ করণেভ্যশ্চ প্রাণস্য পৃথগুপদেশা অনুসর্ত্তব্যাঃ। ন চ সমস্তানাং করণানামেকা বৃত্তিঃ সম্ভবতি প্রত্যেকমেকৈকবৃত্তিত্বাৎ সমুদায়স্য চাকারকত্বাৎ। ননু পিঞ্জরচালনন্যায়েনৈতদ্ভবিষ্যতি। যথৈকপিঞ্জরবর্ত্তিন একাদশ পক্ষিণঃ প্রত্যেকং প্রতিনিয়তব্যাপারাঃ সন্তঃ সম্ভূয়ৈকং পিঞ্জরং চালয়ন্ত্যেবমেকশরীরবর্ত্তিন একাদশ

প্রাণ যথা—"প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক ইন্দ্রিয়গণের সাধারণী বৃত্তি। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষকারীকে বলা হইতেছে যে, প্রাণ বায়ু নহে, ইন্দ্রিয়ব্যাপারও নহে। যে হেতু, প্রাণ পৃথক্ রূপে উপদিষ্ট আছে। "প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, ব্রহ্ম চতুর্থ পাদ প্রাণবায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া তাপপ্রদ হন" এই শ্রুতি প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন। প্রাণ বায়ু হইলে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়া উপদিষ্ট হইবে কেন? ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতেও প্রাণের পার্থক্য আছে এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গণনায় প্রাণের গণনা ও বৃত্তি বৃত্তি-মানের অভেদোপচার স্বীকার আছে। প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইলে তাহা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ রূপে কথিত হইবে কেন? "তাহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশও বায়ু জন্মিয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিও বায়ু ও ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের ভিন্নতা কথনের উদাহরণ। সাংখ্যাচার্য্য বলেন, প্রাণ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, তাহা অসম্ভব। এক একটী ইন্দ্রিয় এক একটী কার্য্যই করে, মিলিত হইয়া কিছু করে না। সাংখ্য হয়ত বলিবেন, পিঞ্জর পরিচালনের দৃষ্টান্তে তাহা হইতে পারে; যেমন এক পিঞ্জরস্থ একাদশ পক্ষীর প্রত্যেক পক্ষী নিয়ত নিজ নিজ কার্য্য করে, এবং সে সকলের মেলনে পিঞ্জরটী পরিচালিত হয়, সেইরূপ এক শরীরবর্ত্তী একাদশ ইন্দ্রিয়ও প্রত্যেকে নিজ

প্রাণাঃ প্রত্যেকং নিয়তবৃত্তয়ঃ সন্তঃ সম্ভূয়ৈকাং প্রাণাখ্যাং বৃত্তিং প্রতিপদ্যন্ত ইতি। নেত্যুচ্যতে। যুক্তং তত্র প্রত্যেকবৃত্তিভিরবান্তরব্যাপারৈঃ পিঞ্জরচালনানুরূপৈরেবোপেতাঃ পক্ষিণঃ সম্ভূয়ৈকং পিঞ্জরং চালয়েয়ুরিতি তথা দৃষ্টত্বাৎ। ইহ তু শ্রবণাদ্যবান্তরব্যাপারোপেতাঃ প্রাণা ন সম্ভূয় প্রাণ্যুরিতি যুক্তং প্রমাণাভাবাদত্যন্তবিজাতীয়ত্বাচ্চ শ্রবণাদিভিঃ প্রাণনস্য। তথা প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বাদ্যাম্নানং গুণভাবোপগমশ্চ তং প্রতি বাগাদীনাং ন করণবৃত্তিমাত্রে প্রাণেঽবকল্পতে। তস্মাদন্যো বায়ুক্রিয়াভ্যাং প্রাণঃ কথং তর্হীয়ং শ্রুতিঃ—'যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ' ইতি। উচ্যতে। বায়ুরেবায়মধ্যাত্মমাপন্নঃ পঞ্চব্যূহো বিশেষাত্মনাবতিষ্ঠমানঃ প্রাণো নাম ভণ্যতে ন তত্ত্বান্তরং নাপি বায়ুমাত্রম্। অতশ্চোভেঽপি ভেদাভেদশ্রুতী ন বিরুধ্যেতে। স্যাদেতৎ। প্রাণোঽপি তর্হি জীববদস্মিন্ শরীরে স্বাতন্ত্র্যং প্রাপ্নোতি শ্রেষ্ঠত্বাৎ গুণভাবোপগমাচ্চ তং প্রতি বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাম্। তথা হ্যনেকবিধা বিভূতিঃ

নিজ কার্য্য করে, আর তাহাদের মেলনে প্রাণনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই—তাহা বাস্তবিক নহে। পিঞ্জর পরিচালনের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। পিঞ্জর পরিচালিত হইতে পারে, এইরূপ অবান্তর ব্যাপার প্রত্যেক পক্ষীরই আছে, তাহাতেই তাহারা মিলিত হইয়া পিঞ্জরকে পরিচালিত করে, ইহা প্রত্যক্ষ এবং যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু প্রস্তাবিতস্থল ঠিক সেইরূপ নহে। প্রাণের শ্রবণাদির ব্যাপার ব্যতীত এমন কোনও অবান্তর ব্যাপার প্রমাণে পাওয়া যায় না, যাহা থাকিতে তাহারা মিলিত হইয়া যায় প্রাণন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে। বিশেষতঃ প্রাণনকার্য্যটী শ্রবণাদি কার্য্যের নিতান্ত বিজাতীয়। প্রাণকে ইন্দ্রিয় সমষ্টির সাধারণ বৃত্তি বলিতে গেলে প্রাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার অধীন, এইসকল কথা সঙ্গত হইবেনা। প্রত্যুত, প্রলাপতুল্য হইবে। ইত্যাদি কারণে প্রাণ বায়ু ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইতে ভিন্ন, ইহা নিশ্চিত হয়। "যে প্রাণ সেই বায়ু" এই শ্রুতির গতি কি? অভিপ্রায় কি? তাহা বলিতেছি। এই সেই বায়ুই অধ্যাত্মভাব প্রাপ্ত, পঞ্চব্যূহ ও বাহ্যবায়ু অপেক্ষা বিশেষত্বযুক্ত হইয়া অবস্থান করায় তাহা প্রাণনামে কথিত হয়, এজন্য উহা ঠিক বায়ু নহে এবং একান্ত পৃথক্ পদার্থও নহে।

সেই কারণে ভেদশ্রুতি ও অভেদশ্রুতি পরস্পর অবিরুদ্ধ। আপত্তি করিতে

প্রাণস্য শ্রূয়তে। 'সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ এবৈকো জাগর্ত্তি। প্রাণ একো মৃত্যুনানাপ্তঃ। প্রাণঃ সম্বর্গো বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে। প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্' ইতি। তস্মাৎ প্রাণস্যাপি জীববৎ স্বাতন্ত্র্যপ্রসঙ্গঃ। তং পরিহরতি॥ ৯॥

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

তুশব্দঃ প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যং ব্যাবর্ত্তয়তি। যথা চক্ষুরাদীনি রাজপ্রকৃতিবৎ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ প্রত্যুপকরণানি ন স্বতন্ত্রাণি তথা মুখ্যোঽপি প্রাণো রাজমন্ত্রিবৎ জীবস্য সর্ব্বার্থত্বেনোপকরণভূতো ন স্বতন্ত্রঃ। কুতঃ? তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ। তৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহৈব প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসম্বাদাদিষু। সমানধর্ম্মাণাঞ্চ সহশাসনং যুক্তং বৃহদ্রথন্তরাদিবৎ। আদিশব্দেন সংহতত্বাচেতনত্বাদীন্ প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যনিরা-

---

পায়, তবে এইরূপ না হয় কেন? জীব যেমন এই শরীরে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, তেমনি প্রাণও স্বতন্ত্র; যেহেতু শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা কথন আছে। অপিচ, প্রাণের ও অনেক প্রকার বিভূতি শুনা যায়। "বাক্য প্রভৃতি সমস্তই সুপ্ত হয়, কেবল একমাত্র প্রাণ জাগ্রৎ থাকে" "মৃত্যু কেবল প্রাণকে গ্রাস করে না" "প্রাণই সম্বর্গ, কেননা সে বাগাদি ইন্দ্রিয়কে সম্বরণ করে, প্রাণ জননীর ন্যায় হইয়া অন্যান্য অধীন প্রাণকে রক্ষা করে" ইত্যাদি। এই সকল হেতুবাদে এই শরীরে প্রাণেরও জীবসদৃশ প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই প্রাপ্তির পরিহার এই॥ ৯॥

প্রাণ যে স্বতন্ত্র নহে, ভোক্তা নহে, তাহা তুশব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে। অমাত্যগণ যেমন রাজাদিগের নিরপেক্ষ নহেন, প্রাণও সেইরূপ স্বাধীন নহেন, স্বয়ং ভোক্তাও নহেন। তাহার কর্ত্তৃত্বের ও ভোক্তৃত্বের উপকরণ মাত্র। যেমন ইন্দ্রিয়গণ ভোগসাধন, সেইরূপ মুখ্য প্রাণও তাহার ভোগসাধন অথবা ভোগের উপকরণ। কেননা প্রাণ চক্ষুরাদির সহিত পরিগণিত হইয়াছে। সমধর্ম্ম পদার্থেরই সহপাঠ হয় এবং তাহৎ সহপাঠই যুক্তিযুক্ত। তাহার দৃষ্টান্ত বৃহৎ রথন্তর। সূত্রকার সূত্রে আদিশব্দ প্রদান করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, প্রাণের অচেতনতাদি ধর্ম্মও তাহার ভোক্তৃত্বের বাধক। যাহা যাহা সংহত, যাহা যাহা

করণহেতুন্ দর্শয়তি। স্যাদেতৎ। যদি চক্ষুরাদিবৎ প্রাণস্ত জীবং প্রতি করণভা-বোহভ্যুপগম্যেত বিষয়ান্তরং রূপাদিবৎ প্রসজ্যেত। রূপালোচনাদ্যাভির্হি-ক্রিয়াভির্যথা চক্ষুরাদীনাং স্বং জীবং প্রতি করণভাবো ভবতি। অপি চৈকাদশৈব কার্য্যজাতানি রূপালোচনাদীনি পরিগণিতানি যদর্থমেকাদশ প্রাণাঃ সংগৃহীতাঃ। ন তু দ্বাদশমপরং কার্য্যজাতমবগম্যতে যদর্থময়ং দ্বাদশঃ প্রাণঃ প্রতিজ্ঞায়েত ইতি। অত উত্তরং পঠতি॥ ১০॥

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি॥ ১১॥

ন তাবদ্বিষয়ান্তরপ্রসঙ্গো দোষোঽকরণত্বাৎ প্রাণস্য। ন হি চক্ষুরাদিবৎ প্রাণস্য বিষয়পরিচ্ছেদেন করণত্বমভ্যুপগম্যতে। ন চাস্যৈতাবতা কার্য্যাভাব এব।

অচেতন, তাহা তাহা ভোক্তা নহে, ভোক্তার ভোগোপকরণ মাত্র। দৃষ্টান্ত শরীর। প্রাণও সংহত এবং অচেতন, সেই কারণে প্রাণকে ভোক্তা বলা যাইতে পারেনা; কিন্তু ভোক্তার ভোগোপকরণ। এইক্ষণে আশঙ্কা করিতে পার যে, যদি চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণের করণত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার রূপাদির ন্যায় অসাধারণ বিষয় থাকাও স্বীকার্য্য হইবে। যেমন চক্ষুর অসাধারণ বিষয় রূপ, সেইরূপ প্রাণেরও এমন কোনও অসাধারণ বিষয় থাকা আবশ্যক, যাহার অস্তিত্বে প্রাণ চক্ষুরাদির সমশ্রেনীতে স্থান পাইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাদৃশ কোনও ধর্ম্ম আছে কি? প্রাণেরত তাদৃশ কোনও অসাধারণ ধর্ম্ম আমরা দেখিতে পাই না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, গণনায় রূপালোচনাদি একাদশটী মাত্র কার্য্য পাওয়া যায়, তদনুসারে একাদশ প্রাণের সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকার কোনও দ্বাদশ কার্য্য দেখিতে পাইনা যে, সে অসাধারণ কার্য্যের জন্য দ্বাদশ প্রাণের অস্তিত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতে পারি। উক্তপ্রকারে আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরার্থ সূত্র বলা হইতেছে যে, "অকরণত্বাচ্চেতি॥ ১০॥

প্রাণকে করণ বলিয়া চক্ষুরাদির সহিত তুলনা করিলে অবশ্যই চক্ষুরাদির রূপাদির বিষয়ের ন্যায় প্রাণেরও কোনও একটী বিষয় আছে, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না। যেহেতু, প্রাণের কোনও

কল্পাৎ। তথা হি শ্রুতিঃ প্রাণান্তরেষ্বসম্ভাব্যমানং মুখ্যপ্রাণস্য বৈশেষিকং কার্য্যং দর্শয়তি প্রাণসংবাদাদিষু "অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সে ব্যূদিরে" ইত্যুপক্রম্য "যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইতি চোপন্যস্য প্রত্যেকং বাগাদ্যুৎক্রমণেন তদ্বৃত্তিমাত্রহীনং যথাপূর্ব্বং জীবনং মুখ্যপ্রাণস্য বৈশেষিকং কার্য্যং দর্শয়িত্বা প্রাণোচ্চিক্রমিষায়াং বাগাদিশৈথিল্যাপত্তিং শরীরপাতপ্রসঙ্গঞ্চ দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ প্রাণনিমিত্তাং শরীরেন্দ্রিয়স্থিতিং দর্শয়তি 'তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ উবাচ মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি' ইতি চ। এবমেবার্থং শ্রুতিরাহ। "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং" ইতি চ সুপ্তেষু চক্ষুরাদিষু প্রাণনিমিত্তাং শরীররক্ষাং দর্শয়তি। 'যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব

করণ নাই, প্রাণ করণসদৃশ। কথাটার অর্থ এই যে, প্রাণ জ্ঞানক্রিয়ার করণ নহে, তাহা শরীরাদির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ মাত্র। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয়ের আলোচনা করে, তাই তাহার করণ। প্রাণ বা তাহা তদনুরূপ কিছু করে না; সেইজন্য তাহার করণত্বও স্বীকার করি না। করণত্ব স্বীকার করিলেও তাহার প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলিও না, যেহেতু তাহারও অসাধারণ কার্য্য আছে। যে কার্য্য অন্য কোনও বাগিন্দ্রিয়সাধ্য নহে। প্রত্যুত প্রাণান্তরের অসম্ভব। মুখ্য প্রাণের সেই বিশেষ কার্য্য শ্রুতিকর্ত্তৃক প্রাণ-সম্বাদ-প্রস্তাবে দর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি যথা—"প্রাণেরা আপন আপন প্রাধান্য লইয়া বিবাদ করিল" শ্রুতি এইপ্রকার প্রস্তাব উপক্রম করিয়া মধ্যে বলিয়াছেন যে, "যে উৎক্রান্ত হইলে এই দেবদুর্লভ শরীর ঘৃণার্হ হইবে, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ"। পরে বাগাদি ইন্দ্রিয় একে একে শরীর পরিত্যাগ করিল, তাহাতে শরীর কেবল সেই সেই কার্য্যবিহীন হইল; কিন্তু জীবন পূর্ব্ববৎ থাকিল। ইহা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, জীবন মুখ্য প্রাণেরই কার্য্য। পরে যখন মুখ্য প্রাণ বহির্গমনোদ্যত হইল, তখন সমুদায় ইন্দ্রিয় শিথিল ও শরীর পতনোন্মুখ হইল" এই সুন্দর উপাখ্যান দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থান মুখ্য প্রাণেরই অধীন। "অনন্তর প্রধান প্রাণ অপ্রধান প্রাণগুলিকে বলিলেন, তোমরা মুগ্ধ হইও না, আমিই আপনাকে পঞ্চবিভক্ত করিয়া এই শরীর ধৃত রাখিয়াছি"। এই প্রকারে অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যথা, "চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে এই নীচতম

প্রাণো মনোবৎ। যথা মনসঃ পঞ্চবৃত্তয় এবং প্রাণস্যাপীত্যর্থঃ। শ্রোত্রাদি-নিমিত্তাঃ শব্দাদিবিষয়া মনসঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ। ন তু কামঃ সঙ্কল্প ইত্যাদ্যাঃ পরিপঠিতাঃ পরিগৃহ্যেরন্ পঞ্চসংখ্যাতিরেকাৎ। ননু অত্রাপি শ্রোত্রাদিনিরপেক্ষা ভূতভবিষ্যদাদিবিষয়াঽপরা মনসো বৃত্তিরস্তীতি সমানঃ পঞ্চসংখ্যাতিরেকঃ। এবং তর্হি পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতং ভবতীতি ন্যায়াদিহাপি যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধা মনসঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ পরিগৃহ্যন্তে প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ো নাম। বহুবৃত্তিত্বমাত্রেণ বা মনঃ প্রাণস্য নিদর্শনমিতি দ্রষ্টব্যম্। জীবোপকরণত্বমপি প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তিত্বান্মনোবদিতি যোজয়িতব্যম্॥ ১২॥

অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

অণুশ্চায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ প্রত্যেতব্য ইতরঃ প্রাণবৎ। অণুত্বঞ্চেহাপি সৌক্ষ্ম্য-পরিচ্ছেদৌ ন পরমাণুতুল্যত্বম্। পঞ্চভির্বৃত্তিভিঃ কৃৎস্নশরীরব্যাপিত্বাৎ, সূক্ষ্মঃ

অনন্তর প্রকাশে নীত হয়। এইরূপে প্রাণ মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তিক। এই ক্ষেত্রে সর্ব্ব পরিচিত শ্রবণাদিজনিত শব্দাদি বিষয় বিজ্ঞানরূপে মনের বৃত্তিরই গ্রাহ্যতা, কামাদিরূপ মনোবৃত্তির গ্রহণ নহে। যেহেতু, কামাদিবৃত্তি পঞ্চসংখ্যার অধিক। কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি। এখানে আপত্তি উত্থা-পিত করিতে পারে যে, মনের শ্রোত্রাদিনিরপেক্ষ ভূত-ভবিষ্যৎ-বিষয়ক গোচরক বৃত্ত্যন্তরও আছে, সেইগুলি গ্রহণ করিলে গণনায় পঞ্চাধিক হইবে, এবং বিরোধ না থাকিলেই পরকীয়মতে সম্মতি দেওয়া হয়, এই লৌকিক ন্যায়ের অনুধাবন করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চমনোবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারা যায়। যথা,—প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি, ও স্মৃতিবৃত্তি। অথবা বহুবৃত্তিত্ব দৃষ্টে মনকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার ফলিতার্থ এই যে, যদ্রূপ মন বহুবৃত্তিক, তদ্রূপ প্রাণও বহুবৃত্তিক। যেহেতু প্রাণ পঞ্চবৃত্তি, সেই হেতু প্রাণ মনের ন্যায় জীবের উপকরণ, এইপ্রকার যোজনা করিতে হইবে॥ ১২॥

মুখ্য প্রাণও অন্য প্রাণের ন্যায় অণু, ইহা জানিতে হইবে। পরমাণু সমান বলিয়া অণু বলা নহে। সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অণু। প্রাণ অবস্থা

প্রাণ উৎক্রান্তৌ পার্শ্বস্থৈ র্নানুপলভ্যমানত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নশ্চোৎক্রান্তিগত্যাগতি-শ্রুতিভ্যঃ। যত্তু বিভুত্বমপি প্রাণস্য সমাম্নায়তে,—"সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" ইত্যেবমাদিষু প্রদেশেষু। তদুচ্যতে। আধিদৈবিকেন সমষ্টিরূপেণ হৈরণ্যগর্ভেণ প্রাণাত্মনা এতদ্বিভুত্বমাম্নায়তে নাধ্যাত্মিকেন ব্যষ্টিরূপেণ। অপি চ সমঃ প্লুষিণেত্যাদিনা সাম্যবচনেন প্রতিপ্রাণিবর্ত্তিনঃ প্রাণস্য পরিচ্ছেদ এব প্রদর্শ্যতে তস্মাদদোষঃ ॥ ১৩ ॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

তে পুনঃ প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ কিং স্বমহিম্নৈব সম্মৈ স্বস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তি, আহোস্বিদ্দেবতাধিষ্ঠিতাঃ প্রভবন্তীতি বিচার্য্যতে। তত্র প্রাপ্তং তাবদ্‌যথা স্বকার্য্য-শক্তিযোগাৎ স্বমহিম্নৈব প্রাণাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি। অপি চ দেবতাধিষ্ঠিতানাং

পঙ্ককে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্তি আছে বলিয়া পরমাণু সমান নহে। যখন উৎক্রান্ত হন, তখন ইহাকে নিপুণ, পার্শ্বস্থ পুরুষেরাও দেখিতে পান না। সে কারণে প্রাণ সূক্ষ্ম। শ্রুতিতে উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি কথিত আছে, সে হেতুতেই ইনি পরিমিত পদার্থ। "প্রাণ মশক অপেক্ষাও ক্ষুদ্র জন্তুর সমান, মশকের সমান, সর্পের সমান, এই লোকত্রয়ের সমান, অধিক আর কি বলিব, সমস্ত জগতের সমান" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রদেশে যে প্রাণের ব্যাপিত্ব কথন আছে, তাহার কারণ এই যে, প্রাণের এই ব্যাপিত্বকথন আধিদৈবিক অভিপ্রায়ে, আর অব্যাপিত্বকথন আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ে। আধিদৈবিক প্রাণ সমষ্টিরূপ, ইহারই অন্য নাম হিরণ্যগর্ভ। আর আধ্যাত্মিক প্রাণ ব্যষ্টিরূপ, তাহার অন্য নাম প্রাণ। ঐ বিভুত্বকথন আধিদৈবিকের, আধ্যাত্মিকের নহে। প্লুষির অর্থাৎ মশকাপেক্ষাও ক্ষুদ্রজন্তুর সমান, এই উক্তিতে প্রতিজীববর্ত্তী প্রাণের পরিচ্ছেদ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই উক্তি নির্দোষ ॥ ১৩ ॥

প্রস্তাবিত প্রাণসকল কি আপন আপন ক্ষমতায় স্ব স্ব কার্য্য করে? না দেবতার অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদেরই শক্তিতে কার্য্য করে? ইদানীং তাহারই বিচার করা হইতেছে। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমত পাওয়া যায়, কার্য্যশক্তির যোগ থাকায় প্রাণেরা স্ব স্ব মহিমায় স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দেবতাধিষ্ঠিত প্রাণগণের কার্য্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ তাহারা দেবতা বিশেষের অনুগ্রহে নিজ

প্রাণানাং প্রবৃত্ত্যভ্যুপগম্যমানায়াং তাসামেবাধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং ভোক্তৃত্ব-প্রসঙ্গাৎ শারীরস্য ভোক্তৃত্বং প্রলীয়তে। অতঃ স্বমহিম্নৈবৈষাং প্রবৃত্তিরিতি। এবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তিতি। তুশব্দেন পূর্ব্বপক্ষো ব্যাবর্ত্ততে। জ্যোতিরাদিভিরগ্ন্যাদ্যভিমানিনীভির্দ্দেবতাভিরধিষ্ঠিতং বাগাদিকরণজাতং স্বকার্য্যেষু প্রবর্ত্তত ইতি প্রতিজানীতে। হেতুঞ্চ ব্যাচষ্টে—তদামননাদিতি। তথা হ্যামনন্তি —অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদিত্যাদি। অগ্নেশ্চায়ং বাগ্ভাবো মুখপ্রবেশশ্চ দেবতাত্মনাঽধিষ্ঠাতৃত্বমঙ্গীকৃত্যোচ্যতে। ন হি দেবতাসম্বন্ধং প্রত্যাখ্যায়াগ্নের্ব্বাচি মুখে বা কশ্চিদ্বিশেষঃ সম্বন্ধো দৃশ্যতে। তথা 'বায়ু প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ' ইত্যেবমাদ্যপি যোজয়িতব্যম্। তথান্যত্রাপি 'বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ' ইত্যেবমাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিজ্যোতিষ্ট্ব-চনেনৈতমেবার্থং দ্রঢ়য়তি। 'স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুমত্য-মুচ্যতে সোঽগ্নিরভবদিতি চ, এবমাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিভাবাপত্তিবচনেনৈতমে-

---

নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা স্বীকার করিলে সেই সেই দেবতারাই ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জীবের ভোক্তৃত্ব লোপ প্রাপ্ত হয়; তৎপরিহারার্থ প্রাণ-গণের স্বাধীন প্রবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে সূত্র করা হইল যে, "জ্যোতি রাদ্যধিষ্ঠানং" ইত্যাদি সূত্র বলা হইল। সূত্রস্থ তু শব্দ প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক।

সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই বাগাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তৎপ্রতি শ্রুতি প্রমাণই। শ্রুতি যথা,—"অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন" ইত্যাদি। অগ্নির এই বাক্য ভাব এবং মুখপ্রবেশ দেবতাত্মার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আধিদৈবিক অগ্নির অনুগ্রহে রূপকচ্ছলে কথিত হইয়াছে। দেবতার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ ব্যতীত বাক্যে অথবা মুখে প্রসিদ্ধ অগ্নির অন্য কোনও বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। "বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছেন" এই সকল শ্রুতিও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। অন্যান্য স্থানেও শ্রুতি "বাক্য ব্রহ্মের চতুর্থপাদ, বাক্য জ্যোতিরূপ অগ্নির দ্বারা প্রকাশ পায় ও তাপ দেয়" ইত্যাদিবিধ বাক্য এই অর্থকেই দৃঢ়ীভূত করিতেছে। "তিনি প্রধান বাক্যকে মিথ্যাদি পাপরূপ

বার্থং দ্যোতয়তি। সর্ব্বত্র চাধ্যাত্মাধিদৈবতবিভাগেন বাগাদ্যগ্ন্যাদ্যনুক্রমণমনয়ৈব প্রত্যাসত্ত্যা উপপদ্যতে। স্মৃতাবপি—

বাগধ্যাত্মমিতি প্রাহুর্ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বক্তব্যমধিভূতন্তু বহ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্॥

ইত্যাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং সপ্রপঞ্চং প্রদর্শিতম্। যদুক্তং স্বকার্য্যশক্তিযোগাৎ স্বমহিম্নৈব প্রাণাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি, তদযুক্তম্। শক্তানামপি শকটাদীনামনডুহাদ্যধিষ্ঠিতানাং প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। উভয়থোপপত্তৌ চাগমাদ্দেবতাধিষ্ঠিতত্বমেব নিশ্চীয়তে। যদপ্যুক্তং দেবতানামেবাধিষ্ঠাত্রীণাং ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গো ন শারীরস্য জীবস্যেতি তৎপরিহ্রিয়তে॥ ১৪॥

প্রাণবতা শব্দাৎ॥ ১৫॥

সতীষ্বপি প্রাণানামধিষ্ঠাত্রীষু দেবতাসু প্রাণবতা কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্বামিনা

মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া অগ্নিদেবতাত্ব প্রাপ্ত করাইলেন, তাহাতেই অগ্নিদেবতা হইল” ইত্যাদি বাক্যেও বাক্যাদির অগ্ন্যাদিভাব অভিহিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। অধিক কি, সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগে বাক্যাদির অগ্ন্যাদি ভাবের অনুক্রমই সঙ্গত। স্মৃতিতেও “তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বলেন, বাক্ আধ্যাত্মিক, বক্তব্য সকল আধিভৌতিক, বহ্নি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা” ইত্যাদি ক্রমে বাক্যাদিতে অগ্ন্যাদি দেবতার অধিষ্ঠান দর্শিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে—স্বকার্য্যশক্তি থাকায় প্রাণ সকল আপন আপন মহিমায় কার্য্যপ্রবৃত্ত হয়, সে কথা সঙ্গত নহে। যেহেতু, স্বকার্য্যে সক্ষম শকট প্রভৃতিকেও বৃষাদি কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়। যদিও স্বকার্য্যশক্তি থাকায় স্বীয় মহিমায় ও দেবতাধিষ্ঠিত হইয়া, এই প্রকার দ্বয় সঙ্গত করিতে পার, তবুও শাস্ত্রানুসারে দেবতাধিষ্ঠান পক্ষই নিশ্চয়। অন্য আর একটী কথা বলিয়াছিলে যে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিতে গেলে সেই সেই দেবতারই ভোক্তৃত্ব মানিতে হয়, জগতে জীবের ভোক্তৃত্ব থাকে না, তদুত্তর এক্ষণে প্রদত্ত হইতেছে॥ ১৪॥

প্রাণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও শ্রুতির দ্বারা দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত-স্বামী জীবের সহিতই পূর্ব্বকথিত প্রাণিবর্গের সম্বন্ধ আছে, ইহা শ্রুতি বলিতেছেন।

শারীরেণৈবৈষাং প্রাণানাং সম্বন্ধঃ শ্রুতেরবগম্যতে। তথা হি শ্রুতিঃ "অথ যত্রৈতদাকাশমনুপ্রবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুঃ" "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণম্" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শারীরেণৈব প্রাণানাং সম্বন্ধং শ্রাবয়তি। অপি চানেকত্বাৎ প্রতিকরণমধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং ন ভোক্তৃত্বমস্মিন্ শরীরেঽবকল্পতে। একো হ্যয়মস্মিন্ শরীরে শারীরো ভোক্তা প্রতিসন্ধানাদিসম্ভবাদমগম্যতে ॥ ১৫ ॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

তস্য চ শারীরস্যাস্মিন্ শরীরে ভোক্তৃত্বেন নিত্যত্বং পুণ্যাপাপোপলেপসম্ভবাৎ সুখদুঃখোপভোগসম্ভবাচ্চ ন দেবতানাম্। তা হি পরিস্মিন্নৈশ্বর্য্যে পদেঽবতিষ্ঠমানা ন হীনেঽস্মিন্ শরীরে ভোক্তৃত্বং প্রতিলব্ধুমর্হন্তি। শ্রুতিশ্চ ভবতি 'পুণ্য-

---

শ্রুতি যথা—"দেহে প্রাণ প্রবেশের পর, যেখানে সেই আকাশ তদাধারে অনু-প্রবিষ্ট চক্ষুরিন্দ্রিয় আছে। সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ে চাক্ষুষপুরুষ আছেন, তাঁহারই রূপ-জ্ঞানার্থ এই চক্ষু, যে জ্ঞানে আমি ঘ্রাণ লইতেছি সেই আত্মা, তাহারই গন্ধ-জ্ঞানের নিমিত্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এইরূপ শ্রুতি জীবেরই সহিত প্রাণবর্গের সম্বন্ধ প্রদর্শন করাইতেছেন। অপর বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয় অনেক এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সুতরাং দেবতাও অনেক। এক শরীরে অনেকের ভোগ একান্ত অসম্ভব। জীবই এক মাত্র এই শরীরের স্বামী। তাহারই প্রতিসন্ধানাদি হয়, সুতরাং ভোক্তৃত্ব জীবেরই ॥ ১৫ ॥

শরীর জীবেরই স্বোপার্জ্জিত, সুতরাং ইহাতে জীবের ভোক্তৃত্ব নিয়মিত। যে হেতু, পুণ্য-পাপ-স্পর্শ, সুখদুঃখ জীবেরই সম্ভবপর, দেবতার পক্ষে সম্ভব নাই। দেবতারা পরমৈশ্বর্য্য পদে অবস্থান করেন। দেবতারা এই পরিণাম পূতিগন্ধিময় নীচাতিনীচ ঘৃণার্হ শরীরে বাস করিবেন কেন? শ্রুতিও এতদ্বিষয়ে বলিতেছেন, যথা—"পুণ্য ইহাঁকে স্পর্শ করে সত্য; কিন্তু পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করা দূরের কথা, ত্রিসীমানায়ও পদার্পন করিতে সাহস পায় না। জীবের সহিতই প্রাণের অনুচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, দেবতাদিগের সহিত নহে। যে হেতু, প্রত্যেক প্রাণকে মরণ-কালীন জীবেরই পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখা যায়"। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন।

মেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি' ইতি শারীরস্যৈব চ নিত্যঃ প্রাণানাং সম্বন্ধ উৎক্রান্ত্যাদিষু তদনুবৃত্তিদর্শনাৎ। তমুৎক্রামন্তং প্রাণোনুৎক্রামতি প্রাণমনুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্মাৎ সতীষ্বপি করণানাং নিয়ন্ত্রীষু দেবতাসু ন শারীরস্য ভোক্তৃত্বমপগচ্ছতি, করণপক্ষস্যৈব হি দেবতা ভোক্তৃত্বপক্ষস্যেতি॥ ১৬॥

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ॥ ১৭॥

মুখ্যশ্চৈক ইতরে চৈকাদশ প্রাণা অনুক্রান্তাঃ। তত্রেদমপরং সন্দিহ্যতে কিং মুখ্যস্যৈব প্রাণস্য বৃত্তিভেদা ইতরে প্রাণা আহোস্বিৎ তত্ত্বান্তরাণীতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। মুখ্যস্যৈবেতরে বৃত্তিভেদা ইতি। কুতঃ। তথা হি শ্রুতির্মুখ্যমিতরাংশ্চ প্রাণান্ সন্নিধাপ্য মুখ্যাত্মতামিতরেষাং খ্যাপয়তি 'হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি

শ্রুতি যথা—"জীব উৎক্রমণে উদ্যত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাৎ গমন করে, প্রাণ উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও বহির্গমন করে"। ইত্যাদি কারণে ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্ত্রী থাকিলেও জীবের ভোক্তৃত্ব বিলোপ হয় না, নিয়ন্ত্রী দেবতারা ইন্দ্রিয়গণেরই পক্ষভুক্ত, ভোক্তৃত্বের পক্ষভুক্ত নহে। যেমন প্রদীপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপকারক বলিয়া চক্ষুর সহায় মাত্র, সেইরূপ দেবতারাও ইন্দ্রিয়ের উপকারক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের সহায় মাত্র, ভোক্তা নহে॥ ১৬॥

প্রাণ একটী প্রধান, অবশিষ্ট একাদশটী গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান, ইহা বর্ণিত হইল। এই উক্তি বিষয়ে অন্য একটী সন্দেহ হইতে পারে যে, অন্যান্য প্রাণ কি মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন বৃত্তি? না সেই গুলি পৃথক্ বস্তু? সন্দেহ হইলেই পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয়, পূর্ব্বপক্ষের প্রথম কোটিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য প্রাণ মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তিভেদ, সুতরাং, অন্যান্য প্রাণ পৃথক্ পদার্থ নহে। এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে। শ্রুতি মুখ্য ও ইতর প্রাণের উল্লেখ করিয়া ইতর প্রাণের মুখ্যাত্মতা খ্যাপন করিয়াছেন, যথা—"আমরা সকল ইঁহারই রূপ প্রাপ্ত হইব এবং সেই জন্য তাহারা সকলে তাহারই রূপ প্রাপ্ত হইল"। প্রাণ, এই একমাত্র শব্দই প্রাণের একত্ব নিশ্চয়ের হেতু। বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন অর্থের বাচক। এক শব্দ একই অর্থের বাচক। প্রাণ শব্দ এক, সেই জন্য

তত্র তস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্' ইতি। প্রাণৈকশব্দত্বাচ্চৈকত্বাধ্যবসায় ইতরথা হ্যন্যায়মনেকার্থত্বং প্রাণশব্দস্য প্রসজ্যেত, একত্র বা মুখ্যত্বমিতরত্র বা লাক্ষণিকত্বমাপদ্যেত। তস্মাদ্ যথৈকস্যৈব প্রাণস্য প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বৃত্তয় এবং বাগাদ্যা অপ্যেকাদশৈতেব্যবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তত্ত্বান্তরাণ্যেব প্রাণাদ্বাগাদীনীতি। কুতঃ। ব্যপদেশভেদাৎ। কোঽয়ং ব্যপদেশভেদঃ। তে প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ শ্রেষ্ঠং বর্জ্জয়িত্বাঽবশিষ্টা একাদশেন্দ্রিয়াণীত্যুচ্যন্তে। শ্রুতাবেবং ব্যপদেশভেদদর্শনাৎ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কেষু শ্রুতিপ্রদেশেষু পৃথক্ প্রাণো ব্যপদিশ্যতে পৃথক্ চেন্দ্রিয়াণি নন্ব মনসোঽপ্যেবং সতি বর্জ্জনমিন্দ্রিয়ত্বেন প্রাণবৎ স্যাৎ 'মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' ইতি পৃথক্ ব্যপদেশভেদ দর্শনাৎ। সত্যমেতৎ। স্মৃতৌ ত্বেকাদশেন্দ্রিয়াণীতি মনোঽপীন্দ্রিয়ত্বেন শ্রোত্রাদিবৎ সংগৃহ্যতে। প্রাণস্য ত্বিন্দ্রিয়ত্বং ন শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধমস্তি। ব্যপদেশভেদশ্চায়ং তত্ত্বভেদপক্ষ উপপদ্যতে।

তদ্বোধ্য বস্তুও এক। যেহেতু বস্তু এক, সেই হেতু একাদশ প্রাণের পদার্থান্তরতা রহিত হইয়া মুখ্য প্রাণেরই অবস্থাভেদ প্রতীতি হয়। ইহা স্বীকার না করিলে এক প্রাণ শব্দের অনেকার্থ মানিতে হয়, অথবা একবার মুখ্যার্থ, অন্যবার অমুখ্যার্থ স্বীকার করিতে হয়। উভয়ই দোষ এবং অন্যায্য। প্রদর্শিত যুক্তিতে পাওয়া যায়, যেমন এক মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন অবস্থা—প্রাণ, অপান ইত্যাদি, সেইরূপ বাক্ প্রভৃতি একাদশ প্রাণও একমুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল যে, বাক্যাদি একাদশ মুখ্য প্রাণ হইতে তত্ত্বান্তর এক নহে। যেহেতু, ব্যপদেশের বিভিন্নতা আছে। ব্যপদেশ প্রভেদ এই যে, মুখ্য ব্যতীত অবশিষ্ট একাদশটী ইন্দ্রিয় নামে কথিত। এতাদৃশ নামভেদ শ্রুতিতেও দেখা যাইতেছে। শ্রুতি যথা—"তাহাতেই প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। ইত্যাদিরূপ শ্রুতিতে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় পৃথক্‌রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন ও ইন্দ্রিয়, এই ব্যপদেশ অনুসারে মুখ্য প্রাণের ন্যায় মনেরও বর্জ্জন হইতে পারে সত্য; কিন্তু একাদশ ইন্দ্রিয়ের গণনা থাকিলেও স্মৃতিতে ইন্দ্রিয়ত্ব পুরস্কারে মনকেও সংগ্রহ করা হইয়াছে, পরন্তু কি স্মৃতি কি শ্রুতি কোথায়ও প্রাণের ইন্দ্রিয়ত্ব কথন নাই। বাধক প্রমাণ না থাকিলে বস্তুভেদ পক্ষেই নামভেদ উপপন্ন হয়, বস্তুর একত্ব

তত্ত্বেকত্বে তু 'স এবৈকঃ সন্ প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যপদেশং লভতে ন লভতে চ' ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। তস্মাত্তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে। কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ॥ ১৭ ॥

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

ভেদেন চ বাগাদিভ্যঃ প্রাণঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়তে। 'তে হ বাচমূচুঃ' ইত্যুপক্রম্য বাগাদিনসুরপাপ্মবিদ্ধস্তানুপক্রম্যোপসংহৃত্য বাগাদি প্রকরণং 'অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ' ইত্যসুরবিধ্বংসিনো মুখ্যস্য প্রাণস্য পৃথগুপক্রমাৎ। তথা 'মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুত' ইত্যেবমাদ্যা অপি ভেদশ্রুতয় উদাহর্ত্তব্যাঃ। তস্মাদপি তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে। কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ॥ ১৮ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

বৈলক্ষণ্যঞ্চ ভবতি মুখ্যপ্রাণস্যেতরেষাঞ্চ সুপ্তেষু বাগাদিষু মুখ্য একো জাগর্ত্তি স এব চৈকো মৃত্যুনানাপ্ত আপ্তাস্তিতরে। তস্যৈব প্রাণস্যাবস্থিত্যুৎক্রান্তিভ্যাং

অনুপপন্নই থাকে। যদি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় একই বস্তু হয়, তাহা হইলে একই প্রাণ একস্থানে ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়, অন্যত্র হয়না, ইহা সমীচিন সিদ্ধান্ত নহে। ইত্যাদি কারণে বলিতে বাধ্য যে, অন্য একাদশ প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ। এই হেতুতেও ইতর প্রাণ মুখ্য হইতে স্বতন্ত্র ॥ ১৭ ॥

যেহেতু ইন্দ্রিয় সর্ব্বত্রই বাগাদি ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের ভেদ শ্রবণ আছে, সেই হেতুতেও অন্যান্য প্রাণ হইতে মুখ্য প্রাণ পৃথক্। শ্রুতি যথা,—"তাহারা বাক্যকে বলিল" এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাপবৃত্তিরূপ অসুরদিগের জয়ার্থ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়োগাদি বর্ণনা করিয়া, তৎপ্রকরণ সমাপ্ত করতঃ "অনন্তর তাহারা মুখস্থ মুখ্য প্রাণকে বলিল" এইরূপ অসুরনাশক মুখ্য প্রাণের পৃথক্ প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। "মন, বাক্য, প্রাণ এই সকলকে আত্মার জন্য সৃজন করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি মুখ্য প্রাণের বিভিন্নতার উদাহরণ ॥ ১৮ ॥

মুখ্য প্রাণের এবং অন্যান্য ইতর প্রাণের পরস্পর লক্ষণ ভেদ আছে। বাগাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে কেবল এক মুখ্য প্রাণই জাগ্রত থাকে। একমাত্র মুখ্য প্রাণই মৃত্যুগ্রস্ত নহে, অন্যান্য প্রাণেরাও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায় না। মুখ্য প্রাণেরই অবস্থানে দেহের অবস্থান এবং তাহারই উৎক্রান্তিতে দেহের পতন

দেহধারণপাতনহেতুত্বং নেন্দ্রিয়াণাম্ বিষয়ালোচনহেতুত্বঞ্চেন্দ্রিয়াণাং ন প্রাণস্যে-ত্যেবঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ লক্ষণভেদঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণাম্। তস্মাদপ্যেষাং তত্ত্বান্তরভাব-সিদ্ধিঃ। যদুক্তং 'তত্র তস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্' ইতি শ্রুতেঃ প্রাণ এবেন্দ্রিয়াণীতি তদযুক্তম্। তত্রাপি পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনাদ্ভেদপ্রতীতেঃ। তথা হি 'বদিষ্যাম্যেবাহ-মিতি বাগ্দধ্রে' ইতি বাগাদীনীন্দ্রিয়াণ্যনুক্রম্য 'তানি মৃত্যু শ্রমো ভূত্বোপযেমে তস্মা-চ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্' ইতি চ শ্রমরূপেণ মৃত্যুনা গ্রস্তত্বং বাগাদীনামভিধায় 'অথেম-মেব নাপ্নোৎ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ' ইতি পৃথক্ প্রাণং মৃত্যুনানভিভূতমনুক্রামতি। 'অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ' ইতি চ শ্রেষ্ঠতামস্যাবধারয়তি। তস্মাত্তদবিরোধেন বাগাদিষু পরিস্পন্দলাভস্য প্রাণায়ত্তত্বং তদ্রূপভবনং বাগাদীনামিতি মন্তব্যং ন তু তাদাত্ম্যম্। অতএব প্রাণশব্দস্যেন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকত্বসিদ্ধিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'তত্র তস্যৈব সর্ব্বে

হয়। ইন্দ্রিয়গণের অবস্থানে এবং অনবস্থানে তাহার কোনও ক্ষতবৃদ্ধি নাই। ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদির আলোচনা করে, প্রাণ রূপরসাদির আলোচনা করেনা, প্রাণেরও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই প্রকার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত হেতু প্রদর্শন দ্বারাও মুখ্য প্রাণ হইতে অমুখ্য প্রাণের বিভিন্নতা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। "তাহারা তাহারই রূপ হইল" এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণই ইন্দ্রিয়, পূর্ব্বে যে এই আপত্তি করিয়াছিলে তাহা নিতান্ত অযুক্ত। একটু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ভেদ প্রতীতি হয় কিনা, তাহা দেখ। "আমিই বলিব, এই ভাবিয়া বাগ্বিন্যাস করিলেন" শ্রুতি এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অনুক্রম করতঃ বলিতেছেন "মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া বাগিন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিলেন, এই কারণে বাগিন্দ্রিয় পরিশ্রান্ত হয়" এইরূপে বাগাদীন্দ্রিয়ের শ্রমরূপ মৃত্যুগ্রস্ততা বর্ণন করিয়া পরে বলিতেছেন, "যিনি মধ্যমপ্রাণ, মৃত্যু তাঁহাকে পায় নাই" এই শ্রুতি মুখ্যপ্রাণকে মৃত্যুর অনধীন বলিতেছেন। অনন্তর "ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" এতদ্বাক্যে শ্রেষ্ঠতাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং এই বাক্যের অবিরোধানুরোধে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাণের তদ্বৎ রূপলাভ তত্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি নহে; কিন্তু তাহাদের যে পরিস্পন্দনক্রিয়া, তাহাই মুখ্য প্রাণের অধীন এবং তাহাই তাহাদের প্রাণসারূপ্য। এতদুক্তির দ্বারা

রূপমভবন্ তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ ইতি মুখ্যপ্রাণবিষয়স্যৈব প্রাণশব্দস্যে-ন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকীং বৃত্তিং দর্শয়তি। তস্মাত্তত্ত্বান্তরাণি প্রাণাদ্বাগাদীন্দ্রিয়াণীতি ॥১৯॥

সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

সৎপ্রক্রিয়ায়াং তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমভিধায়োপদিশ্যতে—সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি। তত্র সংশয়ঃ কিং জীবকর্তৃকমিদং নামরূপব্যাকরণমাহোস্বিৎ পরমেশ্বরকর্তৃকমিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ জীবকর্তৃক-মেবেদং নামরূপব্যাকরণমিতি। কুতঃ। অনেন জীবেনাত্মনেতিবিশেষণাৎ। যথা লোকে চারেণাহহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানীত্যেবঞ্জাতীয়কে প্রয়োগে

প্রাণের লাক্ষণিক ইন্দ্রিয়বোধকতা সিদ্ধ হইল। এবম্বিধ তাৎপর্য্য শ্রুতিতেও বর্ণিত আছে। শ্রুতি যথা—"সেই বিষয়ে তাঁহারা তাঁহারই রূপ হইল, সেই কারণে প্রাণবর্গ তাঁহারই নামে অভিহিত হইল, মুখ্যপ্রাণবিষয়ক প্রাণশব্দের লক্ষণালভ্য অর্থ ইন্দ্রিয়, কিন্তু মুখ্যার্থ ইন্দ্রিয় নহে। মুখ্যার্থ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ, ইহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিই প্রমাণ করিয়াছেন। বহুবিস্তৃত এই প্রবন্ধের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে বাগাদিন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণ হইতে তত্ত্বান্তর অর্থাৎ তদুভয় একপদার্থ নহে, কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মপ্রকরণে অগ্নি, জল এবং পৃথিবী, এই ভূতত্রিতয়ের সৃষ্টি কথনানন্তর কথিত হইয়াছে যে, "সেই দেবগণ আলোচনা করিলেন, অধুনা আমি এই তিন সূক্ষ্ম দেবতায় জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব। এবং এই দেবতা ত্রিতয়ের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তেজ, জল, পৃথিবী, এই ত্রিতয়াত্মক করিব"। এখানে বিপ্রতিপত্তি এই যে, উল্লিখিত নামরূপ ব্যাকরণের অর্থাৎ স্থূল সৃষ্টির কর্ত্তা কে? জীব না পরমেশ্বর? জীব এই নামরূপ ব্যাকরণের কর্ত্তা, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন, যেহেতু কর্ত্তার "এই জীবাত্মার দ্বারা" এই প্রকার বিশেষণ আছে। "আমি চার পুরুষের দ্বারা পরসৈন্যে প্রবেশকরতঃ সৈন্যসঙ্কলন করিব" এইরূপ লৌকিক প্রয়োজনে যেমন চর কর্তৃক সৈন্য সঙ্কলন হেতু কর্তৃত্ব বিধায় নরপালে উত্তম পুরুষ প্রয়োগে

চারকর্ত্তৃকমেব সৎ সৈন্যসঙ্কলনং হেতুকর্ত্তৃত্বাদ্রজাত্মন্যধ্যারোপয়তি সঙ্কলয়ানীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ এবং জীবকর্ত্তৃকমেব সন্নামরূপব্যাকরণং হেতুকর্ত্তৃকত্বাদ্দেবতাত্মন্যধ্যারোপয়তি ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ। অপি চ ডিত্থডবিত্থাদিষু-নামসু ঘটশরাবাদিষু চ রূপেষু জীবস্যৈব ব্যাকর্ত্তৃত্বং দৃষ্টম্। তস্মাজ্জীবকর্ত্তৃকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধত্তে—সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত ইতি। তুশব্দেন পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্তিরিতি নামরূপব্যাক্রিয়েত্যেতৎ ত্রিবৃৎকুর্ব্বত ইতি পরমেশ্বরং লক্ষয়তি ত্রিবৃৎকরণে তস্য নিরপবাদকর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশাৎ। যেয়ং সংজ্ঞাক৯প্তির্মূর্ত্তিক৯প্তিশ্চাগ্নিরাদিত্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যুদিতি তথা কুশকাশপলাশাদিষু পশুমৃগমনুষ্যাদিষু চ প্রত্যাকৃতি প্রতিব্যক্তি চানেকপ্রকারা সা খলু পরমেশ্বরস্যৈব তেজোঽবন্নানাং নির্ম্মাতুঃ কৃতির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ উপদেশাৎ। তথাহি—সেয়ং দেবতেত্যুপক্রম্য ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ পরস্যৈব ব্রহ্মণো

অধ্যারোপিত হইতে দেখা যায়। রাজা নিজে সঙ্কলন না করিয়াও আমি সঙ্কলন করিব বলেন, তেমনি, ঐ জীবকর্ত্তৃক নামরূপ ব্যাকরণ এবং হেতুকর্ত্তৃকত্ব বিধায় দেবতাত্মায় অধ্যারোপিত হইয়াছে, হইয়া ইহা আমি করিব, এইরূপ উত্তমপুরুষ প্রয়োগ হইতেছে। লোকমধ্যেও দেখা যায়, ডিত্থডবিত্থাদি নাম এবং ঘটাদির আকৃতি জীবকর্ত্তৃক ব্যাকৃত হইতেছে। ইহা দৃষ্টান্তোপন্যাস করতঃ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, গো, অশ্ব প্রভৃতি নাম ও সেই সকল আকৃতি সমস্তই জীব কর্ত্তৃক। অতএব, জীবই এই শ্রুত্যুক্ত নামরূপ ব্যাকরণের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষকারীকে ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, "সংজ্ঞাক৯প্তিস্তু" ইত্যাদি। সূত্রার্থ এই।—তুশব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধসূচক অর্থাৎ নামরূপ ব্যাকরণ জীবকর্ত্তৃক সংজ্ঞা নাম, মূর্ত্তি আকৃতি, ক৯প্তি কল্পনা। ফলিতার্থ, নামে ও রূপে ব্যক্ত করা। ইহার স্পষ্টকথা স্থূলসৃষ্টি। ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বর। সেই কার্য্যে তাঁহারই পূর্ণকর্ত্তৃত্ব কথিত আছে। সমুদায় কথার সারাংশ এই যে, পরমেশ্বরই নামকল্পনার এবং রূপকল্পনার কর্ত্তা। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি নাম ব্যক্ত করা এবং কুশ, কাশ, পলাশ, পশু, মৃগ, মনুষ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তর্গত নাম এবং সেই সকলের আকৃতি, সমস্তই অগ্নি, জল ও পৃথিবী ভূতের স্রষ্টা পরমেশ্বরের কার্য্য। ইহাই

ব্যাকর্ত্তৃত্বমিহোপদিশ্যতে। নমু জীবেনেতি বিশেষণাজ্জীবকর্ত্তৃকত্বং ব্যাকরণস্যাধ্যবসিতুং যুক্তম্। নৈতদেবম্। জীবেনেত্যেতদনুপ্রবিশ্যেত্যনেন সম্বধ্যতে আনন্তর্য্যান্ন ব্যাকরবাণীত্যনেন। তেন হি সম্বন্ধে ব্যাকরবাণীত্যয়ং দেবতাবিষয় উত্তমপুরুষ ঔপচারিকঃ কল্প্যেত। ন চ গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষ্বনীশ্বরস্য জীবস্য ব্যাকরণসামর্থ্যমস্তি। যেষপি চাস্তি সামর্থ্যস্তেষপি পরমেশ্বরায়ত্তমেব তৎ। ন চ জীবো নাম পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্নশ্চার ইব রাজ্ঞঃ। আত্মেতি বিশেষণাৎ উপাধিমাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ জীবত্বাংস্য। তেন তৎকৃতমপি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বরকৃতমেব ভবতি। পরমেশ্বর এব চ নামরূপয়োর্ব্যাকর্ত্তেতি সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধান্তঃ। আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ তস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈব ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম নামরূপব্যাকরণম্। ত্রিবৃৎকরণপূর্ব্বকমেবেদমিহ নামরূপব্যাকরণং বিবক্ষ্যতে। প্রত্যেকং নামরূপব্যাকরণস্য তেজোঽবন্নোৎপত্তিবচনেনৈবোক্তত্বাৎ। তচ্চ ত্রিবৃৎকরণমগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎসু শ্রুতির্দ্দর্শয়তি 'যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং

শ্রুতির উপদেশ। শ্রুতির এই উপদেশ যে "সেই দেবতা" এই উপক্রমের পর "ব্যক্ত করিব" এই উত্তমপুরুষের প্রয়োগ থাকায় পরমব্রহ্মেরই ব্যাকরণকর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। "জীবেন" এই বিশেষণ দেখিয়া জীবের কর্ত্তৃত্বাবধারণ করা যাইতে পারে না, কারণ, "জীবেন" এই পদের সহিত "অনুপ্রবিশ্য" পদের সম্বন্ধ, "ব্যাকরবাণি" এই পদের সহিত নহে। কেননা, "অনুপ্রবিশ্য" পদই নিকটে আছে। "ব্যাকরবাণি" পদের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, দেবতাবিষয়ক উত্তমপুরুষ প্রয়োগকে ঔপচারিক বলিতে হইবে। বাস্তবিক তাহা অন্যায়। অপিচ, গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানাবিধ নামের এবং রূপের ব্যাকরণে অনীশ্বর জীবের সামর্থ্য নাই। যদিও কোনও কোনও জীবের তাহা থাকে, তবুও তাহা ঈশ্বরায়ত্ত। দূত যেমন রাজা হইতে ভিন্ন, জীব ব্রহ্ম হইতে সেরূপ ভিন্ন নহে। কেননা, জীব আত্মশব্দে বিশেষিত, এবং সেইভাব অর্থাৎ জীবভাব ঔপাধিক। সুতরাং জীবকৃত সৃষ্টিকে পরমেশ্বরকৃত বলা অযোগ্য নহে। আকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম নামরূপের নির্ব্বাহক, ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরই নামরূপের ব্যাকর্ত্তা এবং তাহাই সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধান্ত। প্রদর্শিত কারণে পরমেশ্বরই নামরূপ ব্যাকরণের কর্ত্তা। প্রথম ত্রিবৃৎ করণ, পরে নামরূপের ব্যাকরণ, ঐ শ্রুতির

তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য' ইত্যাদিনা। তত্রাগ্নিরিতীদং রূপং ব্যাক্রিয়তে। সতি চ রূপব্যাকরণে বিষয়প্রতিলম্ভাদগ্নিরিতীদং নাম ব্যাক্রিয়তে। এবমেবাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্বপি দ্রষ্টব্যম্। অনেন চাগ্ন্যাদ্যুদাহরণেন ভৌমাম্ভসতৈজসেষু ত্রিষ্বপিদ্রব্যেষ্ববিশেষেণ ত্রিবৃৎকরণমুক্তং ভবত্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ সাধারণত্বাৎ। তথা হি—অবিশেষেণৈবোপক্রমঃ 'ইমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি' ইতি। অবিশেষেণৈব চোপসংহারঃ 'যদুরোহিতমিবাভূ'দিতি তেজসস্তদ্রূপমিত্যেবমাদিঃ 'যদবিজ্ঞাতমিবাভূ'দিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাসইত্যেবমন্তঃ। তাসাংতিসৃণাং দেবতানাং বহিস্ত্রিবৃৎকৃতানাং সতীনামধ্যাত্মমপরং ত্রিবৃৎকরণমুক্তং'ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি' ইতি। তদিদানীমাচার্য্যো যথাশ্রুত্যৈবোপদর্শয়ত্যাশঙ্কিতং কঞ্চিৎ দোষং পরিহরিষ্যন্॥ ২০ ॥

বিবক্ষিত। অর্থাৎ প্রথম সূক্ষ্ম ভূতের মিশ্রন, পরে স্থূল ভূতের সৃষ্টি, তৎপরে ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি। ইহা অগ্নি, জল, পৃথিবী সৃষ্টিবচনে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি সেই ত্রিবৃৎকরণ অগ্নিতে, সূর্য্য ও বিদ্যুতে দেখাইয়াছেন। যথা, "অগ্নির যে রক্তরূপ তাহা তেজের, যাহা শুক্লরূপ তাহা জলের, যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা পৃথিবীর ইত্যাদি। অগ্নি ইত্যাকার ভাবনায় অগ্নি আকৃতি ব্যক্ত হইয়াছে। রূপ ব্যক্ত হইলে বিষয় লাভ হওয়ায় অগ্নি এই নাম সৃষ্টি হইয়াছিল। আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে এই প্রণালী অনুসরণ করিবে। অগ্ন্যাদি নিদর্শন করতঃ ইহাই দেখান হইয়াছে যে, পার্থিব, জলীয় ও তৈজস দ্রব্য বিষয়ে সমান ত্রিবৃৎকরণ। সাধারণরূপে উপক্রম ও উপসংহার তাহার বোধক। সাধারণরূপে উপক্রম—"এই দেবতাত্রয় প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ"। সাধারণরূপে উপসংহার—"যাহা রক্তের ন্যায় দেখায়, তাহা তেজেরই রূপ"। এই বাক্য হইতে "যাহা অবিজ্ঞাতের ন্যায় অর্থাৎ যাহা কাল কি রক্তিম কিম্বা শ্বেত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় না, তাহা এই দেবতাত্রয়ের সমাহার"। এই বাক্য পর্য্যন্ত। ইহা তেজ, জল, পৃথিবী এই দেবতাত্রয়ের বাহ্যিক ত্র্যাত্মকতা। এতদ্ভিন্ন আধ্যাত্মিক ত্র্যাত্মকতাও কথিত হইয়াছে। যথা—"এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ হয়"। আচার্য্য ব্যাস এই ত্রিবৃৎ সম্বন্ধীয় পর কর্ত্তৃক আশঙ্কিত কোন এক দোষের পরীহার জন্য শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন ॥ ২০ ॥

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২১॥

ভূমেস্ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ পুরুষেণোপযুজ্যমানায়া মাংসাদিকার্য্যং যথাশব্দং নিষ্প. দ্যতে। তথা হি শ্রুতিঃ 'অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ' ইতি। ত্রিবৃৎ. কৃতা ভূমিরেবৈষা ব্রীহিযববাদ্যন্নরূপেণাদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। স্থবিষ্ঠং রূপং পুরীষ. ভাবেন বহির্নির্গচ্ছতি মধ্যমমধ্যাত্মং , মাংসং বর্দ্ধয়ত্যণিষ্ঠস্তু মনঃ। এবমিতর. য়োরপ্তেজসোর্যথাশব্দং কার্য্যমবগন্তব্যং—'মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চাপাং কার্য্য. মস্থি মজ্জা বাক্ তেজস' ইতি। অত্রাহ—যদি সর্ব্বমেব ত্রিবৃৎকৃতং ভূতভৌতি. কমবিশেষ শ্রুতেঃ 'তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ' ইতি। কুতস্তর্হ্যয়ং বিশেষব্যপদেশঃ 'ইদং তেজ ইমা আপ ইদমন্নং' ইতি। তথা 'অধ্যাত্ম. মিদমন্নস্যাশিতস্য কার্য্যং মাংসাদি, ইদমপাং পীতানাং কার্য্যং লোহিতাদি ইদং তেজসোঽশিতস্য কার্য্যমস্থ্যাদি' ইতি। অত্রোচ্যতে॥ ২১ ॥

পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতেই শাস্ত্রানুযায়ী প্রণালীতে মাংসাদি পদার্থ জন্মে। শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্ন ভক্ষিত হইলে তাহা তিনভাগে বিভক্ত হয়। যাহা তাহার অত্যন্ত স্থূলাংশ, তাহা পুরীষে পরিণত হয়। যাহা মধ্যমাংশ, তাহা মাংসে পরিণত হয় এবং যাহা সূক্ষ্মাংশ তাহাই মন"। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, ত্রিবৃৎকৃত ভূমি-ধাতুই ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি আকারে পরিণতা হইতেছে, সুতরাং ত্রিবৃৎকৃতা ভূমিই জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইতেছে। তাহার স্থূলাংশ মলরূপে বহির্গত হইতেছে, মধ্যমভাগ মাংস জন্মাইতেছে, সূক্ষ্ম ভাগ মনের পোষণ করিতেছে। অন্য ধাতুদ্বয়ের অর্থাৎ জলীয় ধাতুর ও তৈজস ধাতুর কার্য্যও শাস্ত্র হইতে অবগত হইবে। তদ্‌যথা—মূত্র, রক্ত, প্রাণ, এইগুলি জলজ ধাতুর কার্য্য। অস্থি, মজ্জা, বাক্যেন্দ্রিয়, এইগুলি তৈজস ধাতুর কার্য্য। এই স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অবিশেষ শ্রুতির বলে যদি সমুদায়কেই ত্রিবৃৎ বল, কি কারণ এই তেজ, এই জল, এই পৃথিবী, ইত্যাদিবিধ বিশেষ ব্যপদেশ হয়? জলে তেজের ও পৃথিবীর অংশ আছে এবং তেজেও পৃথিবীর ও জলাদির অংশ আছে। এইরূপ স্থলে জলকে তেজ না

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ।

তুশব্দেন চোদিতং দোষমপনুদতি । বিশেষস্য ভাবো বৈশেষ্যং ভূয়স্ত্বমিতি যাবৎ । সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে ক্বচিৎ কস্যচিৎ ভূতধাতোর্ভূয়স্ত্বমুপলক্ষ্যতে— অগ্নেস্তেজোভূয়স্ত্বমুদকস্যাব্ভূয়স্ত্বং পৃথিব্যা অন্নভূয়স্ত্বমিতি । ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থ-ঞ্চেদং ত্রিবৃৎকরণম্ । ব্যবহারশ্চ ত্রিবৃৎকৃতরজ্জুবদেকত্বাপত্তৌ সত্যাং ন ভেদেন ভূতত্রয়গোচরো লোকস্য প্রসিধ্যেৎ । তস্মাৎ সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে বৈশেষ্যাদেব তেজোঽবন্নবিশেষবাদো ভূতভৌতিকবিষয় উপপদ্যতে । তদ্বাদস্তদ্বাদ ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥
অধ্যায়শ্চ দ্বিতীয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

বলিয়া জল বল কেন ? আধ্যাত্মিক পক্ষেও এই প্রকার আপত্তি হইতে কোনও বাধা নাই । মাংসাদি ভক্ষিত অন্নের কার্য্য, রক্তাদি পীতজলের কার্য্য, অস্থ্যাদি ভক্ষিত তেজের কার্য্য, এই সকল বিশেষ উল্লেখ কেন হয় ? ভগবান্ সূত্রকার ব্যাসদেব ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন যে :—॥ ২১ ॥

তু শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দোষের পরীহার করা হইল । বিশেষভাবের নাম বৈশেষ্য, অর্থাৎ আধিক্য । ত্রিবৃৎ কৃত হইলেও কোনও কোনও ভূতে কোন ও কোন ও ভূতের আধিক্য আছে । যেমন অগ্নিতে তেজের আধিক্য, অপ্-ধাতুতে জলের আধিক্য, পার্থিব ধাতুতে অন্নের আধিক্য । ব্যবহারসিদ্ধার্থ ত্রিবৃৎ করণ । ত্রিবৃৎকরণ ব্যতীত প্রথমোৎপন্ন অমিশ্র, সূক্ষ্ম, ভূত ব্যবহারগোচরে আসিতে পারে না ; অপিচ, ত্রিবৃৎকৃত ভূতসমূহ ত্রিবৃৎকৃত রজ্জুর ন্যায় একত্ব প্রাপ্তি হওয়ায় সেই সকলের ভেদ ব্যবহার হইতে পারে না । কাজেই ভাগা-ধিক্যানুসারে তেজ, জল, পৃথিবী, এই সকল বিশেষবাদ উপপন্ন হয় । তদ্বাদ-পদের দ্বিরুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তিবোধক ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

বেদান্তদর্শনম্।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ
প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে স্মৃতিন্যায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্মদর্শনে পরিহৃতঃ। পরপক্ষাণাঞ্চানপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতম্। শ্রুতিবিপ্রতিষেধশ্চ পরিহৃতঃ। তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীবোপকরণানি ব্রহ্মণো জায়ন্ত ইত্যুক্তম্। অথেদানী-মুপকরণোপহিতস্য জীবস্য সংসারগতিপ্রকারস্তদবস্থান্তরাণি ব্রহ্মসতত্ত্বং বিদ্যাভেদা-

---

বেদান্তবিহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের ও ন্যায়ের যে বিপ্রতিপত্তি ছিল, দ্বিতীয়াধ্যায়ে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। পরপক্ষের অনপেক্ষতা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এবং শ্রুতিসমূহের বিরোধভঞ্জনও হইয়াছে। জীবাতি-রিক্ত পদার্থসকল জীবের উপকরণ ও ব্রহ্মজ, এই কথাও দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি এই বক্ষ্যমাণ তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ব্রহ্মভাব, উপাসনার ভেদাভেদ, গুণের সংগ্রহ ও অসংগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞানের উপায় এবং অধিকারের প্রভেদ, মুক্তিফলের ঐকরূপ্য, এই সকল নিরূপিত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অন্যান্য কোনও কোনও

ভেদো গুণোপসংহারানুপসংহারৌ সম্যগ্দর্শনাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনোপায়-বিধিপ্রভেদো মুক্তিফলানিয়মশ্চেত্যতদর্থজাতং• তৃতীয়েঽধ্যায়ে নিরূপয়িষ্যতে প্রসঙ্গাগতঞ্চ কিমপ্যন্যৎ। তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রদর্শ্যতে বৈরাগ্যহেতোঃ। তস্মাজ্জুগুপ্সেতেতি চান্তে শ্রবণাৎ। জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কোঽবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞা-পরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যত ইত্যেতদবগতম্। 'অথৈন-মেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি' ইত্যেবমাদেঃ 'অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে ইত্যেবমন্তাৎ সংসারপ্রকরণস্থাচ্ছব্দাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগসম্ভবাচ্চ। স কিং দেহবীজৈর্ভূতসূক্ষ্মৈরসম্পরিষক্তো গচ্ছত্যাহোস্বিৎ সম্পরিষক্ত ইতি চিন্ত্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। অসম্পরিষক্ত ইতি। কুতঃ। করণোপাদানবদ্ভূতোপাদান-

---

বিষয়ও বিচারিত হইবে। তন্মধ্যে এই প্রথম পাদে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদ-নার্থ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অবলম্বন করিয়া সংসারগতির প্রভেদ বর্ণিত হইবে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যার শেষে "জুগুপ্সা অর্থাৎ হেয় বোধ করিবেক" এই রূপ শুনা যায়, সুতরাং, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার অভিপ্রেত। সংসারপ্রকরণস্থ শ্রুতির "অনন্তর অর্থাৎ মরণকালে এই সকল প্রাণ হৃদয়ে আগমন করে, অনন্তর জীবে একীভূত হয়"; এই স্থানে থাকিয়া "অভিনব ও কল্যাণকর শরীরান্তর ধারণ করে" এই পর্য্যন্ত বাক্য সন্দর্ভের ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলভোগ-সম্ভাবনা-সংস্থাপক যুক্তির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাণসহায় জীব পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করতঃ সেন্দ্রিয়, সমনস্ক ও অবিদ্যা, কর্ম্ম ও জন্মান্তরীয় সংস্কারসহ অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। এই স্থানে সন্দেহ ও বিচার এই যে, তিনি যখন এই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্তির জন্য গমন করেন, তখন তিনি দেহবীজভূতসূক্ষ্মে সমালিঙ্গিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি না? প্রথমত পাওয়া যায়, জীব দেহবীজ-সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায় না। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতাংশ তৎসঙ্গে যায় না। কেননা, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গ্রহণের ন্যায় ভূতসূক্ষ্মগ্রহণের উল্লেখ নাই। শ্রুতি "সেই মুমূর্ষু জীব এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ" এই সন্দর্ভে তেজোমাত্রা-শব্দিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের কীর্ত্তন করিয়া

স্যাচ্ছ্রুতত্বাৎ। 'স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদান' ইত্যত্র তেজোমাত্রাশব্দেন করণানামুপাদানং সঙ্কীর্ত্তয়তি বাক্যশেষে চক্ষুরাদিসঙ্কীর্ত্তনাৎ। নৈবম্ভূতমাত্রোপাদানসঙ্কীর্ত্তনমস্তি, সুলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রাঃ। যত্রৈব দেহ আরব্ধব্যস্তত্রৈব সন্তি। ততশ্চ তাসাং নয়নং নিষ্প্রয়োজনম্। তস্মাদসম্পরিষক্তো যাতীত্যেবং প্রাপ্তে পঠত্যাচার্য্যঃ।—তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি, সম্পরিষক্ত ইতি। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তো রংহতি গচ্ছতীত্যবগন্তব্যম্। কুতঃ। প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্। তথাহি প্রশ্নঃ 'বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি' ইতি। নিরূপণঞ্চ প্রতিবচনং দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতীর্দর্শয়িত্বা 'ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি'

ছেন; কিন্তু ভূতসূক্ষ্ম গ্রহণের কীর্ত্তন করেন নাই। এই সন্দর্ভের শেষভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীর্ত্তন আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার কীর্ত্তন নাই। না থাকাই সঙ্গত। যেহেতু, ভূতমাত্রা সুলভ; সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। যেস্থানে দেহ জন্মিবে, সেই স্থানেই সূক্ষ্মভূত পাওয়া যাইবে, অথবা আছে, সুতরাং সূক্ষ্মভূত সঙ্গে লওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতএব, জীব সূক্ষ্মভূতসমালিঙ্গিত না হইয়াই যায়। এতৎ প্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাস বলিতেছেন, জীব দেহান্তর-প্রাপ্তির উদ্দেশে, সূক্ষ্মভূত পরিষক্ত হইয়া গমন করে। ইহা শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও নিরূপণ দ্বারা জানা যায়।

প্রশ্ন যথা—রাজা প্রবাহন শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপ্‌, পাঁচ প্রকার, অগ্নিতে আহুত হইয়া যে প্রকারে পুরুষ-শব্দবাচ্য হয়, সেই প্রণালী কি জানেন? এতদুত্তরে দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন, এবং রেত, এই পাঁচ আহুতি, ইহা বলিয়া "এই প্রকারে আপ্‌ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়" এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অপ্‌ পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে। যদি বল, অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব জলৌকার ন্যায় যে পর্য্যন্ত দেহান্তর না পায়, সেই পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না। যথা—"যেমন জলৌকা তৃণান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বগৃহীত তৃণ

ইতি। তস্মাদদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতি ব্রজতীতি গম্যতে। নযন্যা শ্রুতি-র্জলৌকাবৎ পূর্ব্বদেহং ন মুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রামতীতি দর্শয়তি।—তদ্যথা তৃণজলায়ুকেতি; তত্রাপ্যপ্পরিবেষ্টিতস্যৈব জীবস্য কর্ম্মোপস্থাপিতপ্রতিপত্তব্যদেহ-বিষয়কভাবনাদীর্ঘীভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়ত ইত্যবিরোধঃ। এবং শ্রুত্যুক্তে দেহান্তরপ্রতিপত্তিপ্রকারে সতি যাঃ পুরুষমতিপ্রভবাঃ প্রকল্পনাঃ—ব্যাপিনাং করণানামাত্মনশ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কর্ম্মবশাৎ বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতি কেবলস্যৈব বাত্মনো বৃত্তিলাভস্তত্র তত্র ভবতীন্দ্রিয়াণি তু দেহবদভিনবান্যেব তত্র তত্র ভোগস্থান উৎপদ্যন্তে মন এব চ কেবলং ভোগস্থানমভিপ্রতিষ্ঠতে। জীব এবোৎপ্লুত্য দেহাদ্দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে শুক ইব বৃক্ষাৎ বৃক্ষান্তরমিত্যেবমাদ্যাঃ।

ত্যাগ করে, তেমনি জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে"। এই শ্রুতি পূর্ব্ব শ্রুতির বিরোধিনী। বাস্তবিক, এই শ্রুতির সহিত কোনও বিরোধ নাই। কারণ, মরণকালে অপ্ পরিবেষ্টিত জীবের যে পূর্ব্বকর্ম্ম ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক ভাবনায় জন্মায়—তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। কথাটার ভাবার্থ এই যে, প্রথম ভাবিদেহবিষয়ক জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয়, অর্থাৎ আমি দেব বা মনুষ্য, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে। তৎপরে দেহ পরিত্যাগ হয়। মরণ-যন্ত্রণা এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়। অনন্তর কর্ম্ম-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে, সুতরাং, অবিরোধ। শ্রুত্যুক্ত পুনর্জ্জন্মগ্রহণ-প্রণালী বিদ্যমানে বুদ্ধিমাত্রকল্পিত জন্মা-ন্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী শ্রুতিবাধিত বিধায় আদরের অযোগ্য। পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মান্তরগ্রহণবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত যথা—আচার্য্য-প্রবর সাঙ্খ্যকর্ত্তা বলেন যে, ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক। কর্ম্মপ্রভাবে যে স্থানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানে সেই সকল বৃত্তিমান্ হইবেক।

বৌদ্ধেরা বলেন, অসহায় আত্মা দেহান্তর প্রাপ্তে তদ্দেহেই বৃত্তিলাভ করেন। যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও সেই সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয়। এই মতে ধারাবাহি নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তিলাভ। বৈশেষিক বলেন, মনমাত্র সঙ্গে যায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়

তাঃ সর্ব্বা এবানাদর্ত্তব্যাঃ শ্রুতিবিরোধাৎ। ননূদাহৃতাভ্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং কেবলাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তো রংহতীতি প্রাপ্নোতি, অপ্‌শব্দশ্রবণসামর্থ্যাৎ, তত্র কথং সামান্যেন প্রতিজ্ঞায়তে সর্ব্বৈরেব ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো রংহতীত্যত উত্তরং পঠতি॥ ১ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

তু শব্দেন চোদিতামাশঙ্কামুচ্ছিনত্তি ত্র্যাত্মিকা হ্যাপঃ। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ। তাস্বারম্ভিকাস্বভ্যুপগতাস্বিতরদপি ভূতদ্বয়মবশ্যমভ্যুপগন্তব্যং ভবতি। ত্র্যাত্মকশ্চ দেহস্ত্রয়াণামপি তেজোঽবন্নানাং তস্মিন্ কার্য্যোপলব্ধেঃ। পুনশ্চ ত্র্যাত্মকস্ত্রিধাতুকত্বাৎ ত্রিভির্ব্বাতপিত্তশ্লেষ্মভিঃ। ন ভূতান্তরাণি স প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিরদ্ভিরারব্ধুং শক্যতে। তস্মাৎ ভূয়স্ত্বাপেক্ষোঽয়মাপঃ পুরুষবচস ইতি প্রশ্নপ্রতিবচন-

---

তদ্দেহে নূতন হয়। জৈনমহাশয় বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায়, সেইরূপ জীবও এই দেহত্যাগ করিয়া দেহান্তর গমন করে। এই সমস্তই শ্রুতি-বাধিত, সুতরাং অগ্রাহ্য। এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন তাহাতে কেবল জলসূক্ষ্মাংশসমেত জীবের গমন প্রতীত হয়। প্রশ্ন প্রতিবচন শ্রুতিতে জলবাচী অপ্‌ শব্দেরই শ্রবণ আছে, অন্যভূতের শ্রবণ নাই। তবে কি প্রকারে বলিলে, জীবসমুদায় ভূতের সূক্ষ্মাংশসহ গমন করে? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন যে,—॥ ১ ॥

সূত্রস্থ তু শব্দ দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে। কেননা, সেই অনুগম্যমান জল ত্র্যাত্মক, কেবল জল নহে। ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি তাহার প্রমাণ। ত্রিবৃৎকৃত ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির ও স্বীকৃত আছে। সুতরাং, জলভূতের আরম্ভকত্ব স্বীকারে অন্য ভূতদ্বয়ের স্বীকার সুতরাং হইয়া থাকে। দেহ ত্র্যাত্মক—ভূতত্রয়ের পরিণাম। কারণ এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনের কার্য্য দেখা যায়। ত্র্যাত্মকতার অন্য নিদর্শন ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব, বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ জন্মিতে পারে না। দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব্য ও তৈজস কার্য্য থাকিত না। ইত্যাদিবিধ কারণে

য়োরপ্‌শব্দো ন কৈবল্যাপেক্ষঃ। সর্ব্বদেহেষু হি রসলোহিতাদিদ্রববহুলত্বং দৃশ্যতে। ননু পার্থিবো ধাতুর্ভূয়িষ্ঠো দেহেষূপলক্ষ্যতে। নৈষ দোষঃ। ইতরাপেক্ষয়াঽপাং বাহুল্যং ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে চ শুক্রশোণিতলক্ষণেঽপি দেহবীজে দ্রববাহুল্যম্। কর্ম্ম চ নিমিত্তকারণম্। দেহান্তরারম্ভে কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি সোমাজ্যপয়ঃপ্রভৃতিদ্রবদ্রব্যব্যপাশ্রয়াণি কর্ম্মসমবায়িন্যশ্চাপঃ শ্রদ্ধাশব্দোদিতাঃ সহ কর্ম্মভির্দ্যুলোকাখ্যেঽগ্নৌ হূয়ন্ত ইতি বক্ষ্যতি। তস্মাদপ্যপাং বাহুল্যপ্রসিদ্ধিঃ বাহুল্যাচ্চাপ্‌শব্দেন সর্ব্বেষামেব দেহবীজানাং ভূতসূক্ষ্মাণামুপাদানমিতি নিরবদ্যম্ ॥ ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

প্রাণানাঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রাব্যতে। 'তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎ-

---

বুঝিতে হইবে, আপের পুরুষশব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা আধিক্যের অনুসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে। অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে অপ্‌ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল জল বুঝাইবার জন্ত নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বুঝাইবার জন্ত। দেখাও যায়, সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক। শরীরে পৃথিবীধাতুর আধিক্য দেখাযায় সত্য; কিন্তু তাহা অন্যাপেক্ষা অধিক, জল-ধাতু অপেক্ষা অধিক নহে। দেহের বীজ শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রববাহুল্য দেখাযায়। সেই সকল ভূত সূক্ষ্ম দেহের উপাদান কারণ এবং কর্ম্ম তাহার নিমিত্ত কারণ। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তৎকালে সোম, আজ্য, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য আশ্রয় করে। সেই কর্ম্মসমবায়ী দ্রবদ্রব্য বা আপ্‌, এতৎ শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশব্দে কথিত হয় এবং তাহাই কর্ম্মকারী পুরুষকে দ্যুলোকাখ্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে; এই সকল কথা পরে বলা হইবে। এতদনুসারে আপেরই আধিক্য প্রসিদ্ধ হয়, সেই আধিক্য অনুসারেই অপ্‌ শব্দের কথন। সুতরাং অপ্‌ শব্দের কথনে সমুদায় দেহবীজ-ভূত সূক্ষ্মের কথন সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২ ॥

দেহান্তর প্রাপ্তির জন্ত প্রাণেরাও জীবাত্মার সঙ্গে যায়, ইহা শ্রুতিও দেখা-ইতেছেন। শ্রুতি যথা—"জীব উৎক্রমোদ্যত হইলে মুখ্যপ্রাণ তাহার অনু-

ক্রামন্তি' প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। সা চ প্রাণানাং গতিরাশ্রয়মন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়ভূতানামপামেপি ভূতান্তরোপসৃষ্টানাং গতিরবগম্যতে। ন হি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ কচিদ্গচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা জীবতোঽদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

স্যাদেতৎ। নৈব প্রাণা দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ সহ জীবেন গচ্ছন্তি। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ। তথাহি শ্রুতির্ম্মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ দেবান্ গচ্ছন্তীতি দর্শয়তি 'তত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাঽগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণা' ইত্যাদিনেতি চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ। বাগাদীনামগ্ন্যাদিগতিশ্রুতির্গৌণী লোমসু কেশেষু চাদর্শনাৎ। 'ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ' ইতি হি তত্রাম্নায়তে। ন হি লোমানি কেশাশ্চোৎপ্লুত্যৌষধীর্ব্বনস্পতীংশ্চ গচ্ছন্তীতি সম্ভবতি। ন চ জীবস্য প্রাণোপাধিপ্রত্যাখ্যানে গমনমবকল্পতে। নাপি প্রাণৈর্ব্বিনা দেহান্তর উপভোগ

গামী হয় এবং মুখ্য প্রাণের উৎক্রমোদ্যমে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রমোদ্যত হয়"। আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে প্রাণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গতি সম্ভব হয় না, সুতরাং বুঝাযায়, ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়স্বরূপ ভূতান্তরপরিমিশ্রিত জলভূত তৎসঙ্গে গমন করে। যখন জীবদ্দশায় প্রাণগণকে নিরাশ্রয়ে অবস্থান ও গমন করিতে দেখাযায় না, তখন অন্য অবস্থাতেও তাহা নহে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

যদি বল, প্রাণাদি অগ্নিপ্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায় প্রাণেরা দেহান্তর প্রাপ্ত্যর্থ জীবসহ গমন করে না ; মরণকালে বাক্ প্রভৃতি প্রাণ অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"তখন এই মৃত পুরুষের বাক্যেন্দ্রিয় অগ্নিদেবতায় ও প্রাণ বায়ুদেবতায় বিলীন হয়"। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ উক্তি ভাক্ত। যখন ঔষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের ও কেশের গমন দৃষ্ট হয় না, তখন অবশ্যই তৎসহপঠিত বাক্যাদির অগ্ন্যাদিগমনও গৌণ। "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি বাক্য যেখানে পঠিত হইয়াছে, সেইখানেই "লোমসকল ওষধিতে ও কেশ বনস্পতিতে গমন করে"। এই বাক্যও

উপপদ্যতে। বিস্পষ্টঞ্চ প্রাণানাং সহ জীবেন গমনমন্যত্র শ্রাবিতম্। অতো বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীণামগ্ন্যাদিদেবতানাং বাগাদ্যুপকারিণীনাং মরণকালে উপকারনিবৃত্তিমাত্রমপেক্ষ্য বাগাদয়োঽগ্ন্যাদীন্ গচ্ছন্তীত্যুপচর্য্যতে ॥৪॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥৫॥

স্যাদেতৎ। কথং পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীত্যেতন্নির্দ্ধারয়িতুং পার্য্যতে যাবতা নৈব প্রথমেঽগ্নাবপাং শ্রবণমস্তি। ইহ হি দ্যুলোকপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চানামাহুতীনামাধারত্বেনাধীতাঃ। তেষাঞ্চ প্রমুখে 'অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ' ইত্যুপক্রম্য 'তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি' ইতি শ্রদ্ধা হোম্যদ্রব্যত্বেনাবেদিতাঃ। ন তত্রাপো হোম্যদ্রব্যতয়া শ্রুতাঃ। যদি নাম পর্জ্জন্যাদিষুত্তরেষু চতুর্ষ্বগ্নিষপাং হোম্যদ্রব্যতা পরিকল্প্যেত পরিকল্প্যতাং নাম। তেষু হোতব্যতয়োপাত্তানাং সোমাদীনামব্বহুলত্বোপপত্তেঃ। প্রথমে ত্বগ্নৌ শ্রুত্যাং

উচ্চারিত হইয়াছে। লোমও কেশ কি চলিয়া গিয়া ওষধি ও বনস্পতিতে লয়প্রাপ্ত হয়? অবশ্যই না, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ প্রাণ জীবের উপাধি, তাহার গমন না মানিয়া কিরূপে জীবের গমন মান্য করিবে, কল্পনা করিবে? প্রাণেরা গমন স্বীকার না করিলে কোনও ক্রমে জীবের দেহান্তরভোগ উপপন্ন হইবেক না। প্রাণেরা যে জীবের সহিত যায়, অন্য শ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন। তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবদ্দশায় অগ্ন্যাদি দেবতা যে বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের উপকার করে, তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা করে, মরণ কালে সে সহায়তা বা সে উপকার থাকেনা। শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাব "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। ৪।

স্বীকার করিলাম, বাক্য অগ্নিতে যায় ইত্যাদি প্রয়োগ মুখ্য নহে, তাহা ঔপচারিক, কিন্তু ভূতান্তরসংযুক্ত আপ্ পঞ্চমী আহুতির পর পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা কিসে তুমি নিশ্চয় করিতে পার? অবশ্যই পারিবেনা, যেহেতু প্রথমাগ্নিতে আপের শ্রবণ নাই, তাহাতে শ্রদ্ধার শ্রবণ আছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাই প্রথমাগ্নির আহুতি, আপ্ নহে। শ্রুতি যেখানে আহুতিপঞ্চকের আধার দ্যুলোক প্রভৃতি অগ্নিপঞ্চকের বর্ণনা করিয়াছেন, তথায় প্রথমই "হে গৌতম! এই লোক অগ্নি"

শ্রদ্ধাং পরিকল্প্যাহুতিত্বেন আপঃ পরিকল্প্যন্ত ইতি সাহসমেবৈতৎ। শ্রদ্ধা চ নাম প্রত্যয়বিশেষঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। তস্মাদযুক্তঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষভাব ইতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। হি যতস্তত্রাপি প্রথমেঽগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনাভি-প্রেয়ন্তে। কুতঃ। উপপত্তেঃ। এবং হ্যাদিমধ্যাবসানসংলানাকুলমেতদেকবা-ক্যমুপপদ্যতে। ইতরথা পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্টে প্রতিবচনাবসরে প্রথমাহুতিস্থানে যদ্যনপো হোম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং নামাবতারয়েৎ ততোঽন্যথা প্রশ্নোঽন্যথা প্রতিবচনমিত্যেকবাক্যতা ন স্যাদিতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবা-পঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি চোপসংহরন্নেতদেব দর্শয়তি। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোমবৃষ্ট্যাদি স্থূলীভবদব্বহুলং লক্ষ্যতে। সা চ শ্রদ্ধায়া অপ্‌ত্বে যুক্তিঃ। কারণানুরূপং হি কার্য্যং

এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন "দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন"। এই শ্রুতি শ্রদ্ধাকেই প্রথমাগ্নির হোমদ্রব্য বলিয়াছেন। আপের আহুতিত্ব বলেন নাই। যদিও পর্জ্জন্য প্রভৃতি অন্যান্য অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতির শ্রবণ নাই, যদিও সেই সকল অগ্নিতে আপ্ আহুতির শ্রবণ নাই, না থাকিলেও কল্পনার বলে তাহার গ্রহণ করিতে পার। কেননা, যে সকল অগ্নির হোমদ্রব্য সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি, সে সকলের আপের আধিক্য আছে, আধিক্য থাকায় সে কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতিকথিত প্রথমাগ্নির আহুতি দ্রব্য শ্রদ্ধা, তাহা ত্যাগ করিয়া আপের গ্রহণ সাহস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রসিদ্ধি আছে, শ্রদ্ধা এক প্রকার বিশ্বাস অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞান-বিশেষ। সুতরাং, তাহায় অপ্ অর্থ গ্রহণার্থ লক্ষণার অবতারণ করা নিতান্ত অন্যায্য। এই সকল কারণে বলিয়াছি, পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষভাব, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিবর্জ্জিত। যদি কেহ এইরূপ বলেন, তবে তদুত্তর প্রদানার্থ বলা হইতেছে যে, এই উক্তি সদোষ অর্থাৎ নির্দ্দোষ নহে। কেন না, সেই আপ্ই প্রথমাগ্নির আহুতিতে শ্রদ্ধাশব্দে কথিত হইয়াছে এবং তাহাই উপপন্ন হয়। আপ্ অর্থই শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, ইহা স্বীকার করিলে প্রোক্ত প্রস্তাবের উপক্রম, উপসংহার ও মধ্য সমস্ত মিলিত, একবাক্য বা একার্থপ্রতিপাদক হইতে পারে, নচেৎ এক প্রকার প্রশ্ন ও অন্য প্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় ঐ বাক্য অসামঞ্জস্য হইবে। আপ্ সকল পঞ্চমী আহুতিতে কি প্রকারে পুরুষশব্দ-

ভবতি । ন চ শ্রদ্ধাখ্যঃ প্রত্যয়ো মনসো জীবস্য বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণো নিষ্কৃষ্য হোমা-য়োপাদাতুং শক্যতে পশ্বাদিভ্য ইব বপাদীনীত্যাপ এব শ্রদ্ধাশব্দা ভবেয়ুঃ । শ্রদ্ধা-শব্দশ্চাপ্সূপপদ্যতে বৈদিকাৎ প্রয়োগদর্শনাৎ 'শ্রদ্ধা বা আপঃ' ইতি । তনুত্বঞ্চ শ্রদ্ধা-সারূপ্যং গচ্ছন্ত্যাপো দেহবীজভূতা ইত্যতঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ স্যুঃ । যথা সিংহপরাক্রমো নরঃ সিংহশব্দোভবতি । শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়াচ্চাপ্সু শ্রদ্ধাশব্দ উপপদ্যতে মঞ্চশব্দ ইব পুরুষেষু । শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তিঃ । 'আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সং নমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে' ইতি শ্রুতেঃ ॥৫ ॥

বাচ্য হয় ? শ্রুতি যদি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রথমাহুতি স্থানে আপ্ নহে, এমন কোনও পদার্থ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই এক প্রকার প্রশ্ন ও অন্য প্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় একবাক্যতা ভঙ্গ ও ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। শ্রুতি "আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষশব্দবাচ্য হয়" এইরূপে উপসংহার করিয়া শ্রদ্ধাশব্দের অন্যার্থতাই দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাহুতি হইতে সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে, সুতরাং সে সকল শ্রদ্ধাজন্য এবং স্থূল হইলে, সে সকলে আপ্ বাহুল্যের লক্ষণা এবং তদনুসারে শ্রদ্ধাশব্দের গৌণার্থ আপ্। কার্য্য মাত্রই কারণের অনুরূপ, কারণের বিরূপ নহে। শ্রদ্ধা নামক জ্ঞান মনের অথবা জীবাত্মার ধর্ম্ম, তাহা কেহ মন হইতে অথবা আত্মা হইতে—পশ্বাদি হইতে মাংসোৎকর্ত্তনের ন্যায় উৎকর্ত্তন করতঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে পারে না, তজ্জন্যও বুঝা উচিত, এই শ্রদ্ধাশব্দ জ্ঞানবিশেষ অর্থে প্রয়োজিত হয় নাই, আপ্ অর্থেই প্রয়োজিত হইয়াছে। বেদেও আপ্ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"শ্রদ্ধাই আপ্"। শ্রদ্ধা সূক্ষ্ম, দেহবীজ আপ্ও সূক্ষ্ম, তদনুসারে শ্রদ্ধাশব্দের আপ্বোধকতা সাধু বলিয়া গণ্য। সিংহপরাক্রম মনুষ্যে সিংহ-শব্দের প্রয়োগ যদ্রূপ, শ্রদ্ধাসম সূক্ষ্ম আপে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগও তদ্রূপ। অর্থাৎ উহা গৌণ প্রয়োগ। অপিচ, শ্রদ্ধাখ্য জ্ঞানের সহিত লৌকিক, বৈদিক ক্রিয়ার হেতু-হেতুমৎ সম্বন্ধ আছে। সেকারণেও তদন্তীভূত আপ্কে শ্রদ্ধাশব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন, পুরুষকে মঞ্চশব্দে উল্লেখ করা যায়, সেইরূপ। উল্লিখিত আপ্ শ্রদ্ধামূলক, সেকারণেও আপে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আপ্ই পুণ্যকর্ম্মে যজমানের শ্রদ্ধা জন্মায়" ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

অথাপি স্যাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামাপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষাকারং প্রতিপদ্যেরন্ ন তু তৎসম্পরিষক্তা জীবা রংহেয়ুরশ্রুতত্বাৎ। ন হ্যত্রাপামিব জীবানাং শ্রাবয়িতা কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। তস্মাদ্রংহতি সম্পরিষক্ত ইত্যযুক্তমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। কুতঃ। ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ। "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যুপক্রম্যেষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন পথা চন্দ্রপ্রাপ্তিং কথয়তি 'আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমোরাজা' ইতি। ত এবেহাপি প্রতীয়ন্তে। 'তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি' ইতি শ্রুতিসামান্যাৎ। তেষাঞ্চাগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মসাধনভূতা দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ো দ্রবদ্রব্যভূয়স্ত্বাৎ প্রত্যক্ষমেবাপঃ

আপ শ্রদ্ধাদি ক্রমে পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন প্রতিবচন দ্বারা নির্ণীত হইলেও, জীব যে আপ বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পাইবার জন্য গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না। কেননা, শ্রুতিতে তাদৃশার্থ বোধক কোনও শব্দ নাই। যেমন আপ বোধক শব্দ আছে, তেমনি যদি জীববোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্দ্বারা জীবের আপের সহিত গতি বুঝা যাইত, কিন্তু তাহা নাই। যেহেতু নাই, সেই হেতু "জীব আপ্সম্বলিত হইয়া গমন করে" একথা অযুক্ত। এই আপত্তির প্রত্যুত্তর বা খণ্ডন এই যে, সেরূপ শব্দ না থাকা দোষনীয়, অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে সাক্ষাৎ তদর্থের বোধক শব্দ না থাকিলেও "ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী জীব চন্দ্রলোকে গমন করে" এই বাক্যের দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয়। "যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত দান করে এবং তদর্থ উপাসনা করে, তাহারা প্রথমে ধূমে অভিসম্ভূত অর্থাৎ ধূমপ্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতি বলিতেছেন, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি ক্রমে পিতৃযানপথে চন্দ্রপ্রাপ্ত হয় এই অর্থ "আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্ত হয়, ইনি সোমরাজ" এতৎ শ্রুতিতেও প্রতীতি হইতেছে। "দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন হন" এই শ্রুতিতেও সোমরাজ শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা শব্দ কথিত আপের সহিত জীবের চন্দ্রলোক গতি প্রতীতি হয়

সম্ভবন্তি, তা আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মা আহুত্যোঽপূর্ব্বরূপাঃ সত্যন্তানিষ্ট্যাদিকারিণ আশ্রয়ন্তি। তেষাঞ্চ শরীরং নৈধনেনবিধানেনান্তেঽগ্নাবৃত্বিজো জুহ্বত্যসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি। ততস্তাঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়িন্য আহুতিময্য আপোঽপূর্ব্বরূপাঃ সত্যন্তানিষ্ট্যাদিকারিণো জীবান্ পরিবেষ্ট্যাঽমুং লোকং ফলদানায় নয়ন্তীতি যত্তদত্র জুহোতিনাভিধীয়তে—শ্রদ্ধাং জুহোতীতি। তথাচাঽগ্নিহোত্রে ষট্ প্রশ্নীনির্ব্বচনরূপেণ বাক্যশেষেণ 'তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ' ইত্যেবমাদিনাঽগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ ফলারম্ভায় লোকান্তরপ্রাপ্তির্দ্দর্শিতা। তস্মাদাহুতিময়ীভিরদ্ভিঃ সম্পরিষক্তা জীবা রংহন্তি স্বকর্ম্মফলোপভোগায়েতি শ্লিষ্যতে। কথং পুনরি-

অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ কর্ম্মের সাধন দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি সমস্তই দ্রববহুল। সুতরাং সে সকল আপ্ বলিয়া গণ্য। হোমকর্ম্মের দ্বারা সেই সকল পরমাণুভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর অদৃষ্ট বা অপূর্ব্বরূপে পরিণত হয়। অনন্তর তাহা যজ্ঞকারীদিগকে আশ্রয় করে। পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণনিমিত্তক অন্ত্যেষ্টিবিধানে অন্ত্যাগ্নিতে হোম করেন। মন্ত্রার্থ এই—"এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন"। অনন্তর সেই শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূর্ব্বদেহানুষ্ঠিত কর্ম্ম-সম্পর্কযুক্তা আহুতিময়ী সূক্ষ্ম আপ্ অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অনুরূপ ফলদানার্থ সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনর্ভোগায়তন লাভ করে। এই তত্ত্বটী "শ্রদ্ধাং জুহোতি"এতদ্বাক্যে জুহোতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র প্রকরণের শেষে ছয়টী প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য আছে। তাহা এই—জনকরাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে অগ্নিহোত্রাহুতি সম্বন্ধে ছয়টী প্রশ্ন করেন। তদ্যথা—তুমি কি সায়ংকালের ও প্রাতঃকালের আহুতির উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের অর্থাৎ ভোগায়তনের উত্থান জান? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ইহার প্রত্যুত্তর দেন যে, সেই এই আহুতিদ্বয় হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরীক্ষপথে দ্যুলোকে যায়, তথায় দ্যুলোকরূপ আহবনীয়কে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দ্যুলোককে পরিতৃপ্ত করে, পরে তাহা পুনরাগত হয়। অনন্তর পৃথিবীতে, পুরুষে ও স্ত্রীদেহে হুত হয়। তৎপরে তাহা পুরুষাকারে উত্থিত অর্থাৎ উৎপন্ন বা পরিণত হয়। এই

দমিষ্টাদিকারিণাং স্বকর্ম্মফলোপভোগায় রংহণং প্রতিজ্ঞায়তে, যাবতা তেষাং ধূমপ্রতীকেন বর্ত্মনা চন্দ্রমসমধিরূঢ়ানামন্নভাবং দর্শয়তি "এষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি। "তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি" ইতি চ সমানবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্। ন চ ব্যাঘ্রাদিভিরিব দেবৈর্ভক্ষ্যমাণানামুপভোগঃ সম্ভবতীত্যত উত্তরং পঠতি। ৬ ॥

ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

বাশব্দশ্চোদিতদোষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। ভাক্তমেষামন্নত্বং ন মুখ্যম্। মুখ্যে হ্যন্নত্বে 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাধিকারশ্রুতিরুপরুধ্যেত। চন্দ্রমণ্ডলে চেদিষ্টাদিকারিণামুপভোগো ন স্যাৎ কিমর্থমধিকারিণ ইষ্টাদ্যায়াসবহুলং কর্ম্ম কুর্য্যুঃ।

বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যজমানের ফলোৎপাদনার্থ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভোগার্থ তৎসঙ্গে সেই সেই সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাহুতিনিচয় লোকান্তর পর্য্যন্ত গমন করে। এই সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব আহুতিময়ী আপ্ পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকর্ম্ম ফলভোগের নিমিত্ত গমন করে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মকারী জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগার্থ আপ্ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এই প্রতিজ্ঞা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা ধূমাবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃযানপথে গমন করতঃ চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়, তাহারা দেবগণের অন্ন হয়। যথা—"এই চন্দ্র রাজা, ইনি দেবতাদিগের অন্ন, দেবতারা ইহাঁদিগকে ভক্ষণ করেন। যাহারা চন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাঁহাদিগকে চন্দ্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতঃ ভক্ষন করেন"। এই শ্রুতিও পূর্ব্বশ্রুতির সমানার্থ। অতএব দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণকরেন, কিপ্রকারে তাহাদের স্বকর্ম্ম ফলভোগ হইতে পারে? ॥ ৬ ॥

অধুনা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলা হইতেছে। সূত্রস্থ বা শব্দ প্রদত্ত দোষের নিষেধ সূচনা করিতেছে। দত্ত দোষ কোনও প্রকারেই হইতে পারেনা। যে হেতু, এই অন্নত্বকথন মুখ্য নহে; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপ-

অন্নশব্দশ্চোপভোগহেতুত্বসামান্যাদনন্নেঽপ্যুপচর্য্যমাণো দৃশ্যতে—যথা বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশাম্, ইতি। তস্মাদিষ্টস্ত্রীপুত্রমিত্রাদিভিরিব গুণভাবোপগতৈরিষ্টাদিকারিভির্যৎ সুখবিহরণং দেবানাং তদেবৈষাং ভক্ষণমভিপ্রেতং ন মোদকাদিবচ্চর্ব্বণং নিগরণং বা। "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" ইতি হি শ্রুতির্দ্দেবানাং চর্ব্বণাদিব্যাপারং বারয়তি। তেষাঞ্চে-ষ্টাদিকারিণাং দেবান্ প্রতি গুণভাবোপগতানামপ্যুপভোগ উপপদ্যতে রাজোপ-জীবিনামিব পরিজনানাম্। অনাত্মবিত্ত্বাচ্চেষ্টাদিকারিণাং দেবোপভোগ্যভাব উপপদ্যতে। তথা হি শ্রুতিরনাত্মবিদাং দেবোপভোগ্যতাং দর্শয়তি—"অথ

চারিক কথন মাত্র। ঐ অন্নত্ব মুখ্য হইলে অর্থাৎ চর্ব্বন পূর্ব্বক f গিরনীয় হইলে "অধিকারী স্বর্গ কামনায় যাগ করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতি নিরর্থকা হয়। লোক সকল সুখভোগ-লোভেই যাগাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু সুখ-ভোগত দূরের কথা, চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গমন করিয়া যদি সুখের পরিবর্ত্তে দেবতার ভক্ষ্য হইতে হয়, তাহা হইলে লোকে কি জন্য ক্লেশসাধ্য বহু-বিত্ত ব্যয়ায়াসলব্ধ যাগাদি কর্ম্ম করিবেক? যদি বল, দুঃখসাধ্যপ্রযুক্ত লোক যাগাদি ক্রিয়া না করে না করুক, তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি বিলক্ষণ আছে। যাগাদি ক্রিয়া না করিলে তত্তৎ শাস্ত্রের আনর্থক্যাপত্তি কে খণ্ডন করিবে? অতএব শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত অবশ্যই তোমাকে স্বীকার পূর্ব্বক মানিতে হইবে যে, ঐ অন্নশব্দ গৌণ, উহা মুখ্য নহে। যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ভোগের সাধন, তেমনি চন্দ্রলোকগত জীবগণ দেবগণের ভোগের সাধন। শ্রুতি এই অভি-প্রায়েই চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত জীবদিগকে দেবগণের অন্ন বলিয়াছেন। শত শত স্থানে ভোগোপকরণত্ব বিধায় অনন্ন পদার্থে অন্নশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, রাজগণের অন্ন বৈশ্য এবং বৈশ্যের অন্ন পশু ইত্যাদি। বৈশ্যেরা রাজাদিগের ভোগের উপায়, সে বিধায় তাহারা রাজাদিগের অন্ন—অর্থাৎ ভোগের জিনিষ। অতএব, ইহলোকে মনুষ্যেরা যেমন বাঞ্ছিত স্ত্রী, পুত্র ও মিত্রাদি লইয়া সুখে বিহার করে, সেই সেই স্ত্রী পুত্রাদি যেমন সেই বিহর্ত্তা পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি দেবতারাও ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্ম-কারী সেই সেই জীবদিগকে লইয়া সুখে বিহার করেন, তদনুসারে তাঁহারা

যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম" ইতি। স চাস্মিন্নপি লোকে ইষ্টাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণয়ন্ পশুবদ্দেবানামুপকরোত্যমুষ্মিন্নপি লোকে তদুপজীবী তদাদিষ্টং ফলমুপভুঞ্জানঃ পশুবদেব দেবানামুপকরোতীতি গম্যতে। অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ইত্যস্যা ব্যাখ্যা। অনাত্মবিদো হ্যেতে কেবলকর্ম্মিণ ইষ্টাদিকারিণো ন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যামিহাত্মবিদ্যেত্যুপচরন্তি প্রকরণাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিহীনত্বাচ্চেদমিষ্টাদিকারিণাং গুণবাদেনান্নত্বমুচ্যতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রশংসায়ৈ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইহ বিধিৎসিতা বাক্যতাৎপর্য্যাবগমাৎ। তথা হি শ্রুত্যন্তরং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগসদ্ভাবং

দেবগণের ভোগের সাধন, অন্নের ন্যায় উপকরণ—সুতরাং অন্ন। প্রোক্ত স্থলে ঐরূপ অন্নই অভিপ্রেত এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্নশ্রুতির তাৎপর্য্য। যে ভক্ষণ চর্ব্বণ ও নিগিরণ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নির্দ্দিষ্ট স্থলে সে ভক্ষণ নহে। মনুষ্য মোদক চর্ব্বণ করে, চর্ব্বণ করিয়া নিগিরণ করে, তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে। কিন্তু দেবতারা চন্দ্রলোকগত জীবকে তদ্বৎ ভক্ষণ করেন না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদির ন্যায় অন্ন নহেন। "দেবতারা গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা সেই সেই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।" এই শ্রুতিও দেবগণের চর্ব্বনাদি ব্যাপার নাই, বলিয়াছেন। যেমন, রাজোপজীবি পরিজনগণের সুখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি দেবানুগামী ইষ্টাদিকারী জীবেরও স্বকর্ম্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয়। ইষ্টাদিকারীরা কর্ম্মী, তাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন, সেই জন্য তাঁহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ। শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়াছেন, যথা—"যে উপাসক আত্ম ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই, ও ইনি আমার উপাস্য, এইরূপ ভেদবুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানে না অর্থাৎ সে অনাত্মজ্ঞ। যে প্রকার পশু, সেও দেবগণের নিকট তদ্রূপ।" সে এ লোকে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর ন্যায় উপকার করে এবং পরলোকেও দেবোপজীবি হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ ও পশুর ন্যায় দেবোপকার করিতে থাকে। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা এই যে, ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা কেবল কর্ম্মী,

দর্শয়তি 'স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে' ইতি তথান্যদপি শ্রুত্যন্তরং 'অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে' ইতীষ্টাদিকারিণাং দেবৈঃ সম্বসতাং ভোগপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। এবং ভাক্তত্বাদন্নভাববচনস্যেষ্টাদিকারিণো জীবা রংহন্তীতি প্রতীয়ন্তে তস্মাদ্রংহতি সম্পরিষক্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্ ॥ ৭ ॥

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥৮॥

ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা বর্ত্মনা চন্দ্রমণ্ডলমধিরূঢ়ানাং ভুক্তভোগানাং ততঃ প্রত্যবরোহ আম্নায়তে 'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নি-

---

আত্মবিৎ নহে, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে। অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে আত্মজ্ঞ বা আত্মবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অনুসারে তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পর্য্যবসিত। অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি বিদ্যাই উপচারক্রমে আত্মবিদ্যা শব্দে কথিত হইয়াছে। ইষ্টাদিকারীরা পঞ্চাগ্নি বিদ্যাবিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাগ্নির উপাসনায় অনভিজ্ঞ বলিয়া পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের নিন্দার্থ ইষ্টাদিকর্ম্মকারীদিগকে দেবগণের অন্ন বলা হইয়াছে। প্রোক্তবাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাগ্নি বিদ্যাই ঐ প্রকরণের বিধিৎসিত। চন্দ্রমণ্ডলে যে ভোগ আছে, তাহা শ্রুত্যন্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়।" এই কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে, যথা, "পিতৃলোকজয়ীর যে আনন্দ, কর্ম্মদেবদিগের সেই আনন্দ। যাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভকরে, তাহারা কর্ম্মদেব"। এই শ্রুতিতেও ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর দেবগণের সহিত বসতি ও সুখভোগ শ্রুত হইতেছে। অতএব, শ্রুতি যে বলিয়াছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যাইয়া দেবগণের অন্ন হয়, প্রদর্শিত কারণে তাহা মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। যেহেতু গৌণ, সেই হেতু সূত্রকারের "রংহতি সম্পরিষক্তঃ" এই কথা যুক্তিযুক্ত ॥ ৭ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী ধূমাদিপথে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে—আবার ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। শ্রুতি যথা—"যাবৎ কর্ম্ম তাবৎ সেই চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করে, পরে যথাগত পথে এতল্লোকে

বর্ত্তন্তে যথেতম্' ইত্যারভ্য যাবৎ 'রমণীয়চরণাঃ ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপদ্যন্তে কপূয়চরণাঃ শ্বাদিযোনিম্' ইতি। তত্রেদং বিচার্য্যতে। কিং নিরনুশয়া ভুক্তকৃৎস্নকর্ম্মাণোঽবরোহন্ত্যাহোস্বিৎ সানুশয়া ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। নিরনুশয়া ইতি। কুতঃ। যাবৎসম্পাতমিতি বিশেষণাৎ। সম্পাতশব্দেনাত্র কর্ম্মাশয় উচ্যতে সম্পতন্ত্যনেনাস্মাল্লোকাদমুং লোকং ফলোপভোগায়েতি। যাবৎসম্পাতমুষিত্বেতি চ কৃৎস্নস্য তস্য তত্রৈব ভুক্ততাং দর্শয়তি। 'তেষাং যদা তৎপর্য্যবৈতি' ইতি চ শ্রুত্যন্তরেণৈষ এবার্থঃ প্রদর্শ্যতে। স্যাদেতৎ। যাবদমুষ্মিল্লোকে উপভোক্তব্যং কর্ম্ম তাবদুপভুঙ্‌ক্ত ইতি কল্পয়িষ্যামীতি নৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে

পুনরাগত হয়। রমণীয়াচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ও পাপাচারীরা কুক্কুরাদি যোনিতে" ইত্যাদি। এই বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত হইতেছে যে, তাহারা নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অবতরণ করে? কি কিছু শেষ থাকিতে অবতরণ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিরনুশয় হইলে—অর্থাৎ সঞ্চিতাদৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে। কেন না ঐস্থানে "যাবৎ সম্পাতং" —সম্পাতম পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি আছে। যাহার দ্বারা ফলভোগার্থ পরলোকে সম্যক্ পরিপতিত হয়,—অর্থাৎ গমন করে, এই ব্যুৎপত্তিতে সম্পাত শব্দে কর্ম্মাশয়, সুতরাং "যাবৎ সম্পাতং", এই শ্রুতি সেখানে সমুদায় কর্ম্মের ফলভোগ বলিয়াছেন। "যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকারীদিগের কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য পরিক্ষীণ হয়—তখন তাহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আইসে।" এই শ্রুতিও এই অর্থ দেখাইয়াছেন। যে পরিমাণ কর্ম্ম সেই লোকের উপভোগ প্রয়োজনে শক্ত—সেখানে সেই পরিমাণ কর্ম্মের ফলভোগ হয়, এই প্রকার কল্পনা করিতে পারা যায় না। যে হেতু, অন্য শ্রুতিতে যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু, এইরূপ বিশেষণ আছে। যথা—"জীব ইহলোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সেই সমস্তের অন্ত—অর্থাৎ নাশ হইলে পুনঃ কর্ম্ম করিবার জন্য ইহলোক আগমন করে"। এই শ্রুতি নির্ব্বিশেষরূপে যৎ কিঞ্চিৎ যে কিছু, এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন, এতল্লোককৃত সমস্ত কর্ম্মই চন্দ্রলোকে ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্য হেতু এই যে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ের যুক্ত্যন্তর এই যে, যখন যাবৎ অনারব্ধফল কর্ম্মের অস্তি-

যৎকিঞ্চেত্যত্র পরামর্শাৎ। 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে' ইত্যপরা শ্রুতির্যৎকিঞ্চেত্যবিশেষপরামর্শেন কৃৎস্নস্যেহকৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ক্ষয়িততাং দর্শয়তি। অপি চ প্রায়ণমনারব্ধফলস্য কর্ম্মণোঽভিব্যঞ্জকম্। প্রাক্ প্রায়ণাদারব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যাভিব্যক্ত্যনুপপত্তেঃ। তচ্চাবিশেষাৎ যাবৎ কিঞ্চিদনারব্ধফলং তস্য সর্ব্বস্যাভিব্যঞ্জকম্। ন হি সাধারণে নিমিত্তে নৈমিত্তিকমসাধারণং ভবিতুমর্হতি। ন হ্যবিশিষ্টে প্রদীপসন্নিধৌ ঘটোঽভিব্যজ্যতে ন পট ইত্যুপপদ্যতে। তস্মান্নিরনুশয়া অবরোহন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।—কৃতাত্যয়েঽনুশয়বানিতি। যেন কর্ম্মবৃন্দেন চন্দ্রমসমারূঢ়াঃ ফলোপভোগায় তস্মিন্নুপভোগেন ক্ষয়িতে তেষাং যদম্ময়ং শরীরং চন্দ্রমস্যুপভোগারব্ধং তদুপভোগক্ষয়দর্শনজশোকাগ্নিসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে

ব্যঞ্জক। যে সকল কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, মরণ উপলক্ষ্যে সে সকল ফলদানে উন্মুখ বা উদ্যত হয়। অতএব, মরণের পূর্ব্বে অনারব্ধফল কর্ম্ম সকল আরব্ধফল কর্ম্মে প্রতিবদ্ধ থাকায় তৎকালে সেই সকলের অভিব্যক্তি হওয়া অযুক্ত। যখন কোনও বিশেষাভিধানে নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত অর্থাৎ অনারব্ধফল কর্ম্ম থাকে—মরণ সে সমুদায়কে অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ করায়। নিমিত্ত বা কারণ সাধারণ; নৈমিত্তিক বা কার্য্য অসাধারণ, ইহা কোনওক্রমে সঙ্গত হয় না। দীপের নৈকট্যাদি সম্বন্ধের কোনওরূপ ইতর বিশেষ নাই, অথচ ঘট অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু পট অভিব্যক্ত হয়না। এই উক্তি উন্মাদপ্রলাপবৎ অগ্রাহ্য। এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রলোকস্থ প্রাণী অনুশয়শূন্য হইয়া অর্থাৎ নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এতল্লোকে আগমন করে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীকে বলা হইতেছে যে—জীব কৃতকর্ম্মের বিনাশ হইলে সানুশয় হইয়া অর্থাৎ যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্মশেষসহ এতল্লোকে অবতরণ করে, নিরনুশয় হইয়া নহে। পুণ্যকর্ম্মে চন্দ্রলোকগামী হইয়াছিল, সে কর্ম্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ভোগের নিমিত্ত সেখানে তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল, সে শরীর তখন ভোগক্ষয়দর্শনোৎপন্ন শোকাগ্নির দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন সূর্য্য-

সবিতৃকিরণসম্পর্কাদিব হিমকরকে হুতভুগর্চ্চিঃসম্পর্কাদিব চ ঘৃতকাঠিন্যম্। ততঃ কৃতাত্যয়ে কৃতস্যেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ ফলোপভোগেনোপক্ষয়ে সতি সানুশয়া এবে-মমবরোহন্তি। কেন হেতুনা। দৃষ্টস্মৃতিভ্যামিত্যাহ। তথা হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ সানুশয়ানামবরোহং দর্শয়তি 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা' ইতি। চরণশব্দেনাত্রাহনুশয়ঃ সূচ্যত ইতি। বর্ণয়িষ্যতে। দৃষ্টশ্চায়ং জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুচ্চাবচরূপ উপভোগঃ প্রবিভজ্যমান

কিরণস্পর্শে হিমসঙ্ঘাত ও করকা দ্রবীভূত হয়, অগ্নিশিখাস্পর্শে যেমন ঘৃত-কাঠিন্য দূরীভূত হয়, তেমনি ভোগনাশ-দর্শনজ শোকাগ্নি দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী ক্ষীণকর্ম্মা জীবের জলময় শরীর দ্রবীভূত হয়। অনন্তর ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর কর্ম্মফল ভোগদ্বারা ক্ষয় হওয়ায় সানুশয়—অর্থাৎ অভুক্ত কর্ম্মশেষ থাকা অবস্থায় তাহারা এতল্লোকে পুনরাগত হয়। এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতি প্রত্যক্ষ ও অনুমান—অর্থাৎ শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রমাণ। শ্রুতিই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সানুশয় জীবের অবরোহণ বলিতেছে। যথা,—"অবতরণকারী জীবের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে এই কর্ম্মভূমিতে রমণীয়চারি অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মা ছিল, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণযোনিতে, ক্ষত্রযোনিতে অথবা বৈশ্যযো-নিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পাপাচারী ছিল, তাহারা পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। হয় কুকুরযোনিতে, না হয় শূকরযোনিতে, অথবা চণ্ডালযোনিতে উদ্ভূত হইয়া থাকে।" শ্রুতিতে যে চরণ শব্দ আছে, তাহার দ্বারা অনু-শয়ের সূচনা বা অনুমান করিতে হইবে। ইহা সূত্রকারই বলিবেন। জন্মের দ্বারাই প্রাণিগণের উচ্চাবচ ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণ নহে। আকস্মিক কোনও কিছু হওয়া একান্তই অসম্ভব। সেই জন্যই বিচিত্র ভোগের কারণস্বরূপ অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। ফল কথা, মনুষ্যজন্মে একরূপ ভোগ, পশুজন্মে অন্যরূপ ভোগ, মনুষ্যজন্মে ব্রাহ্মণ যোনিতে একপ্রকার ভোগ, ক্ষত্রিয়জন্মে একপ্রকার ভোগ; এই সকলের বিভাগের তারতম্যমূলে যে কারণ আছে, সে কারণ অন্য কিছু নহে, শুভা-

আকস্মিকত্বাসম্ভবাদনুশয়সদ্ভাবং সূচয়তি। অভ্যুদয়প্রত্যবায়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতহেতুত্বস্তু সামান্যতঃ শাস্ত্রেণাবগমিতত্বাৎ। স্মৃতিরপি বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রত্যেককর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইতি সানুশয়ানামেবাবরোহং দর্শয়তি। কঃ পুনরনুশয়ো নামেতি। কেচিত্তাবদাহুঃ স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণো ভুক্তফলস্যাবশেষঃ কশ্চিদনুশয়ো নাম ভাণ্ডানুসারিস্নেহবৎ। যথা হি স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সর্ব্বাত্মনা রিচ্যতে ভাণ্ডানুসার্য্যেব কশ্চিৎ স্নেহশেষোঽবতিষ্ঠতে তথানুশয়োঽপীতি। নন্বু কার্য্যবিরোধিত্বাদদৃষ্টস্য ন ভুক্তফলস্যাবশেষাবস্থানং ন্যায্যম্। নায়ং দোষঃ। ন হি সর্ব্বাত্মনা ভুক্তফলত্বং কর্ম্মণঃ প্রতিজানীমহে। নন্বু নিরবশেষকর্ম্মফলোপভোগায় চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়াঃ। বাঢ়ম্। তথাপি স্বল্পকর্ম্মাবশেষমাত্রেণ তত্রা-

---

শুভ কর্ম্মই ইহার কারণ। অভ্যুদয়ের এবং অমঙ্গলের অথবা সুখদুঃখের জনক সুকৃত এবং দুষ্কৃত কর্ম্ম। শাস্ত্র তাহা সামান্য প্রমুখে বলিয়াছেন, বিভাগক্রমে বলেন নাই। অর্থাৎ অমুক সুকৃতে অমুক সুখ—অমুক প্রকার অভ্যুদয়, এই প্রকার শৃঙ্গগ্রাহিকন্যায়ে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলেন নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমী, সকলেই স্বকর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফলের সামর্থ্যে বিশিষ্ট দেশে, জাতিতে, ও কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়ু, অপাপজীবন, পণ্ডিত বা মেধাবী, সদাচারী, ধনী ও বুদ্ধিমান্ হয়। স্মৃতি এইরূপ বলিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, অনুশয়ী জীবেরই অবতরণ হয়। নিরনুশয় অর্থাৎ নিরবশেষ কর্ম্মীর নহে। নিঃশেষিত কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ, তখন জন্মাভাব হয় অর্থাৎ তখন সে আর কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ করেনা। অনুশয় শব্দে কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, অনুশয় ভুক্তকর্ম্মের কোনও অবশেষ। তাহা ভাণ্ডাগত অর্থাৎ পাত্রমধ্যস্থিত তৈল ঘৃতাদি স্নেহপদার্থের নিরবশেষের ন্যায়। যেমন স্নেহভাণ্ড রিক্ত হইলেও তন্মধ্যস্থ ঘৃতাদি নিঃশেষিত হয়না, কিছু-না-কিছু অবশিষ্ট থাকিয়াই যায়, সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়না, সেইরূপ কর্ম্মবৃন্দ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না। কিছুনাকিছু অবশিষ্ট থাকিবেই থাকিবে। যদি বল, সে অদৃষ্ট স্বর্গ ভোগেরই

বস্থাতুং ন শক্যতে। যথা কিল কশ্চিৎ সেবকঃ সকলৈঃ সেবোপকরণৈরাজ-
কুলমুপসৃপ্তশ্চিরপ্রবাসাৎ পরিক্ষীণবহূপকরণচ্ছত্রপাদুকাদিমাত্রাবশেষো ন রাজ-
কুলেঽবস্থাতুং শক্নোত্যেবমনুশয়লেশমাত্রপরিগ্রহো ন চন্দ্রমণ্ডলেঽবস্থাতুং শক্নো-
তীতি। ন চৈতদ্যুক্তমিব। ন হি স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণো ভুক্তফলস্যাবশেষানুবৃত্তি-
রুপপদ্যতে কার্য্যবিরোধিত্বাদিত্যুক্তম্। নন্বেতদপ্যুক্তং ন স্বর্গফলস্য কর্ম্মণো
নিখিলস্য ভুক্তফলত্বং ভবতীতি। তদেতদপেশলম্। স্বর্গার্থং কিল কর্ম্ম স্বর্গস্থ-
স্যৈব স্বর্গফলং নিখিলং জনয়তি স্বর্গচ্যুতস্যাপি কঞ্চিৎ ফললেশং জনয়তীতি
ন শব্দপ্রমাণকানামীদৃশী কল্পনাঽবকল্পতে। স্নেহভাণ্ডে তু স্নেহলেশানুবৃত্তির্দৃষ্ট-

---

জনক, সুতরাং তাহার অনুবৃত্তি বা অবশেষ মর্ত্যভোগ জন্মাইবে কেন? তাহা সর্ব্বথা অযৌক্তিক। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা কখনই যুক্তির বহির্ভূত নহে। যেহেতু সেই স্থানেই সেই কর্ম্মের সার্ব্বাত্মিক অথবা নিরবশেষ ফলভোগ হয়, ইহা আমাদের প্রতিজ্ঞাত নহে। জীব নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই চন্দ্রলোকে গমন করে, সুতরাং জীবের ভোগশেষ না হইলে সে আসিবে কেন? ইহা আমাদেরও স্বীকার্য্য, কিন্তু কথা এই যে, জীব স্বল্পাবশেষ কর্ম্ম লইয়া সেখানে থাকিতে পারেনা। কোনও সেবক সেবার উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকুলে সুখে বাস করে, কিন্তু যখন সে সকলের অধিকাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাদুকাদি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন যেমন সে রাজকুলে অবস্থান করিতে পারনা, তদ্বৎ চন্দ্রমণ্ডলেও কর্ম্মীজীব কর্ম্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয়না। সম্প্রদায় বিশেষের এই উক্তি যুক্তিসহ বলিয়া প্রতিভাত হয়না। যে হেতু যে কর্ম্মের ফল স্বর্গ, সেই কর্ম্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে, ইহাই সঙ্গত কথা—কিন্তু, তাহার অবশেষ মর্ত্যজন্মে অনুবৃত্ত হইবে অর্থাৎ মর্ত্ত্যফল প্রদান করিবে, এই কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিরোধ হেতু উপপন্নও হয়না, এই কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। স্বর্গফলের উদ্দেশ্যে যাহার বিধান তাহার শেষ যদি মর্ত্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে "স্বর্গকামোযজেত" ইত্যাদি বিধির সার্থক্য ও প্রামাণ্য থাকেনা। বলিয়াছিলে যে, স্বর্গফলক কর্ম্মের নিঃশেষ ভোগ হয়না, এই উত্তর সন্তোষ জনক নহে। স্বর্গফলক কর্ম্ম স্বর্গস্থ জীবের সমগ্র

স্যাদুপপদ্যতে। তথা সেবকস্যোপকরণলেশানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। ন ত্বিহ তথা স্বর্গফলস্য কর্ম্মণো লেশানুবৃত্তির্দৃশ্যতে নাপি কল্পয়িতুং শক্যতে। স্বর্গফলত্বশাস্ত্র-বিরোধাৎ। অবশ্যঞ্চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ং ন স্বর্গফলস্যেষ্টাদেঃ কর্ম্মণো ভাণ্ডানু-সারিস্নেহবদেকদেশোঽনুবর্ত্তমানোঽনুশয় ইতি। যদি হি যেন সুকৃ-তেন কর্ম্মণেষ্টাদিনা স্বর্গমন্বভূবন্ তস্যৈব কশ্চিদেকদেশোঽনুশয়ঃ কল্প্যেত ততো রমণীয় এবৈকোঽনুশয়ঃ স্যাৎ ন বিপরীতঃ। তত্রেয়মনুশয়বিভাগ-শ্রুতিরুপরুধ্যেত 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অথ য ইহ কপূয়চরণাঃ' ইতি। তস্মা-দামুষ্মিকফলে কর্ম্মজাতে উপভুক্তে অবশিষ্টমৈহিকফলং কর্ম্মান্তরজাতমনুশয়স্ত-দ্বন্তোঽবরোহন্তীতি যদুক্তং যৎকিঞ্চেত্যবিশেষপরামর্শাৎ সর্ব্বস্যেহকৃতস্য কর্ম্মণঃ

স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মায়, এই কথা শব্দ-প্রমাণবাদী মীমাংসক বলিতে পারেন না। তৈলভাণ্ডে তৈলের অনুবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, সুতরাং সেই স্থলে তাহা অনুপপন্ন নহে। সেবক-গণেরও উপকরণ শেষের অনুবর্ত্তন থাকে, তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কর্ম্মের শেষ অর্থাৎ স্বল্প শেষাংশ যে অনুবৃত্ত হয়, এবং মর্ত্ত্য জন্মের ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখনও দেখেন নাই এবং তাহা কল্পনারও অগোচর। কেননা তাহা স্বর্গফল-বোধক শাস্ত্রের বিরোধী। ইহা নিশ্চয়রূপে জানিও যে, অনুশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকর্ম্মের ভাণ্ডানুগত তৈলাদির ন্যায় শেষানুবর্ত্তন নহে। জীব যে সুকৃতে যে ইষ্টাদিকর্ম্মে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছে, সেই সুকৃতের সেই কর্ম্মের শেষভাগকে অনুশয় বলিতে গেলে রমণীয়াংশই অনুশয় পদবাচ্য বলিতে হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপভাগকে অনুশয় বলা যায় না। পাপ ভাগ অনুশয় মধ্যে নিবিষ্ট না হইলে "যাহারা ইহলোকে রমণীয়চারী, আর যাহারা এতল্লোকে কপূয়কারী অর্থাৎ অশোভন কর্ম্মকারী" এই অনুশয় বিভাগ শ্রুতির ব্যর্থতা হয়। অতএব সেই জন্য বলা উচিত, এতল্লোকীয় ফলপ্রদ কর্ম্ম সমূহের ফলভোগ শেষ হইলে এতল্লোকীয় ফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্ম্মনিচয়ে যাহা তত্তৎকালে কর্ম্মান্তরানুষ্ঠানে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাই অনুশয় এবং জীব তৎসহ অবরোহণ করে অর্থাৎ পরলোক হইতে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বপক্ষ-বাদী বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে "যৎ কিঞ্চিৎ" এই সাধারণ কথা থাকায় ইহলোকে

ফলোপভোগেনাহন্তং প্রাপ্য নিরনুশয়া অবরোহন্তীতি নৈতদেবম্। অনুশয়সদ্ভাবশ্রুত্যবগমিতত্বাৎ। যৎকিঞ্চিদিহকৃতমামুষ্মিকফলং কর্ম্মারব্ধভোগং তৎ সর্ব্বং ফলোপভোগেন ক্ষপয়িত্বেতি গম্যতে। যদপ্যুক্তং প্রায়ণমবিশেষাদনারব্ধফলং কৃৎস্নমেব কর্ম্মাভিব্যনক্তি তত্র কেনচিৎ কর্ম্মণাঽমুষ্মিন্ লোকে ফলমারভ্যতে কেনচিদস্মিন্নিত্যয়ং বিভাগো ন সম্ভবতীতি তদপ্যনুশয়সদ্ভাব প্রতিপাদনেনৈব প্রত্যুক্তম্। অপি চ কেন হেতুনা প্রায়ণমনারব্ধফলস্য কর্ম্মণোঽভিব্যঞ্জকং প্রতিজ্ঞায়ত ইতি বক্তব্যম্। আরব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যেতরস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তেস্তদুপশমাৎ। প্রায়ণকালে বৃত্ত্যুদ্ভবো ভবতীতি যদ্যুচ্যেত তত্র বক্তব্যম্। যথা—তর্হি প্রাক্ প্রায়ণাদারব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যেতরস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিঃ,

---

প্রতীতি হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, তখন জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এই কথাও নিতান্ত অন্যায্য। অবরোহণ কালে যে অনুশয় থাকে তাহা শ্রুতি কর্ত্তৃক জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, পারত্রিক ফলপ্রদ ও আরব্ধ ভোগ এমন যে কিছু কর্ম্ম সেই সমস্তই ফলভোগে ক্ষীণ হইলে জীবের ইহলোকে আসিতে হয়। অন্য যে আরও একটী পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল, মরণনির্ব্বিশেষভাবে সমুদায় অনারব্ধ কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয়; সেই কথায় এই দোষ হয় যে, কোনও কর্ম্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোনও কর্ম্ম এতল্লোকীয় ফল জন্মায়, এই প্রকার বিভাগ সম্ভবপর নহে। মরণই সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ এবং তাহা অনুশয় সদ্ভাব প্রতিপাদনে প্রত্যুক্ত হইয়াছে। আরও একটা কথা এই যে, মরণ সমুদায় অনারব্ধ ফলকর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বপক্ষকারী কি যুক্তিমূলে করিয়াছেন, তাহাও বলা উচিত ছিল, কিন্তু বাদী তাহা দেখান নাই। মরণের নিখিল কর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্বপক্ষে কোনও পরিষ্কার হেতু দেখাইতে পারিবেন না। যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, সেই কর্ম্ম অনারব্ধ ফলকর্ম্মকে রুদ্ধ রাখে। রুদ্ধ থাকায় তাহার ফলাবস্থাপ্রাপ্তি হয় না। তাহা প্রশমিতই থাকে। মরণকালে বৃত্ত্যুদ্ভব হয় বলিলে আমরা বলিব, যেমন মরণের পূর্ব্বে আরব্ধ ফলকর্ম্মে অনারব্ধ ফলকর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ থাকায়

এবং প্রায়ণকালেঽপি বিরুদ্ধফলস্যানেকস্য কর্ম্মণো যুগপৎফলারম্ভাসম্ভবাদ্বলবতা প্রতিবদ্ধস্য দুর্ব্বলস্য বৃত্ত্যন্তরানুপপত্তিরিতি। ন হ্যনারব্ধফলত্বসামান্যেন জাত্যন্তরোপভোগ্যফলমপ্যনেকং কর্ম্মৈকস্মিন্ প্রায়ণে যুগপদভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভত ইতি শক্যং বক্তুম্। প্রতিনিয়তফলত্ববিরোধাৎ। নাপি কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ প্রায়ণেঽভিব্যক্তিঃ কস্যচিদুচ্ছেদ ইতি শক্যতে বক্তুম্, ঐকান্তিকফলত্ববিরোধাৎ। ন হি প্রায়শ্চিত্তাদিভিহেতুভির্ব্বিনা কর্ম্মণামুচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে। স্মৃতিরপি বিরুদ্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্য কর্ম্মান্তরস্য চিরমপ্যবস্থানং দর্শয়তি—

"কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি।
পচ্যমানস্য সংসারে যাবদ্দুঃখাদ্বিমুচ্যতে"॥

বৃত্তিমান্ হয় না, সেইরূপ মরণসময়েও, বিরুদ্ধফল বহুকর্ম্ম যুগপৎ ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না। বলীয়ান্ দুর্ব্বলের অবরোধক, সুতরাং প্রবল কর্ম্মের দ্বারা দুর্ব্বল কর্ম্মের অবরোধ ঘটনা হওয়ায় দুর্ব্বল তৎকালে ফলপ্রদান করিতে পারে না। এই বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ স্বর্গ-নরক দেহোৎপাদক বহুকর্ম্মে একদেহের উৎপত্তি অসম্ভব। স্বর্গফল আরব্ধ হয় নাই, নরক ফলও আরব্ধ হয় নাই, এইরূপ কর্ম্ম নিবহের ইতর বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও যে সকলের ফল দেহান্তরোপভোগ্য সেই সকল কর্ম্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়, অভিব্যক্ত হইয়া একদেহউৎপাদন করে, এইরূপ বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, তাহাতে অনুগত ফলদের বিরোধ আছে। যে কর্ম্মে স্বর্গ হয়, সেই কর্ম্মে নরক হইবে না এবং যে কর্ম্মে নরক হইবে, সেই কর্ম্মে স্বর্গ হয় না। স্বর্গজনক কর্ম্মে স্বর্গই হয়, নরকজনক কর্ম্মে নরকই হয়, ইহাই নিয়মিত; সুতরাং মরণে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। এমন কথাও বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, কতকগুলি লোপ পায়। এই প্রকার বলিলে কর্ম্মের ঐকান্তিক ফলনিয়মত্ব থাকে না। প্রায়শ্চিত্তাদিনাশক হেতু ব্যতীত অন্য কিছুতেই কর্ম্মের উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলিতার্থ, কোনও কালে মরণ কর্ম্মের নাশক হয় না। কোনও এক কর্ম্ম অন্য কোনও বিরুদ্ধফল কর্ম্মের দ্বারায় অবরুদ্ধ হইলে তাহা দীর্ঘকাল শুদবস্থ থাকে, এই কথা

ইত্যেবঞ্জাতীয়া। যদি চ কৃৎস্নমনারব্ধফলং কর্ম্ম একস্মিন্ প্রায়ণেঽভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভেত ততঃ স্বর্গনরকতির্য্যগ্‌যোনিষ্বধিকারানবগমাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মানুৎপত্তৌ নিমিত্তাভাবান্নোৎপদ্যেত কাচিজ্জাতিঃ ব্রহ্মহত্যাদীনাঞ্চৈকৈকস্য কর্ম্মণোঽনেকজন্মনিমিত্তত্বং স্মর্য্যমাণমুপরুধ্যেত। ন চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ স্বরূপফলসাধনাদিসমধিগমে শাস্ত্রাদতিরিক্তং কারণং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্। ন চ দৃষ্টফলস্য কর্ম্মণঃ কারীর্য্যাদেঃ প্রায়ণমভিব্যঞ্জকং সম্ভবতীত্যব্যাপিকেয়ং প্রায়ণস্যাভিব্যঞ্জকত্বকল্পনা। প্রদীপোপন্যাসোঽপি কর্ম্মবলাবলপ্রদর্শনেনৈব প্রতিনীতঃ স্থূলসূক্ষ্মরূপাভিব্যক্তিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি প্রদীপঃ সমানেঽপি সন্নিধানে স্থূলরূপমভিব্যনক্তি ন সূক্ষ্মম্। এবং প্রায়ণং সমানেঽপ্যনারব্ধফলস্য কর্ম্মজাতস্য প্রাপ্তাবসরত্বে বলবতঃ

স্মৃতিতেও আছে। যথা—"কখন কখন এমনও হয় যে, সংসারভোগকারী জীবের যতকাল না সেই সেই দুঃখের অবসান হয়, ততকাল তাহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত সুকৃত কর্ম্ম কূটস্থ থাকে"। মরণ যদি সমুদায় অনারব্ধ ফলকর্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়া একমাত্র জন্ম আরম্ভ করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক, অথবা তির্য্যক্, এতন্মধ্যে যে কোনও জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কর্ম্মে অনধিকার থাকায়, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জিত না হওয়ায়, কারণাভাবে তৎপরে অন্য জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয়। তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে। অপিচ, এই অর্থ স্মৃতিবিরোধী। মরণকালে সমুদায় কর্ম্ম যুগপৎ ফলদানোন্মুখ হইয়া তির্য্যক্, নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপস্থিত করিল, অনধিকার প্রযুক্ত সেই জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হইল না; অথবা পূর্ব্ব কর্ম্মাশয় সমস্তই সেই জন্মের ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহার আর পর জন্ম হওয়ার নিমিত্ত থাকিল না। নিমিত্ত না থাকায় জন্মরূপ নৈমিত্তিক হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক জন্ম এইরূপ হইলে সংসার থাকেনা। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাদি অনেক জন্মের কারণ। "অনেক বৎসর ভোগান্তে কুকুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, পুক্কশাদি যোনিতে উৎপন্ন হয়"। শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণে কি ধর্ম্মের স্বরূপ, ফল ও সাধন জানা যায়? তাহা জানা যায়না। এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। যে সকল কর্ম্মের ফল দৃষ্ট অর্থাৎ

কর্ম্মণো বৃত্তিমুদ্ভাবয়তি ন দুর্ব্বলস্যেতি । তস্মাচ্ছ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাদপি চৈহিকসমস্ত-শেষকর্ম্মাভিব্যক্ত্যভ্যুপগমঃ শেষকর্ম্মসদ্ভাবেঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যয়মপ্যস্থানে সম্ভ্রমঃ সম্যগ্দর্শনাদশেষকর্ম্মক্ষয়শ্রুতেঃ । তস্মাৎ স্থিতমেতদনুশয়বন্তোঽবরোহন্তীতি । তে চাবরোহন্তো যথেতমনেবং চাবরোহন্তি । যথেতমিতি যথাগতমিত্যর্থঃ । অনেবমিতি তদ্বিপর্য্যয়েণেত্যর্থঃ । ধূমাকাশয়োঃ পিতৃযাণেঽধ্বন্যুপাত্তয়োরবরোহে সঙ্কীর্ত্তনাৎ যথেতং শব্দাচ্চ যথাগতমিতি প্রতীয়তে । অভ্রাদ্যসঙ্কীর্ত্তনাদভ্রাদ্যুপসংখ্যানাচ্চ বিপর্য্যয়োঽপি প্রতীয়তে ॥ ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥

তথাপি স্যাৎ যা শ্রুতিরনুশয়সদ্ভাবপ্রতিপাদনায়োদাহৃতা তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ

ঐহিক, মরণ সেই সকল কর্ম্মেরও অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্ভাবিত নহে। বৃষ্টি কামনায় কারীরী যাগ করে, তদ্দিনেই তাহার ফল হয়, সুতরাং তাহা মরণ প্রতীক্ষা করেনা। অতএব মরণ সর্ব্ব কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, এইপ্রকার কল্পনা কল্পনা মাত্রই। প্রদীপ দৃষ্টান্তটী কেবল কর্ম্মের প্রবল দুর্ব্বল বুঝিবার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নহে। প্রদীপ যেমন স্থূল সূক্ষ্মরূপের অভিব্যঞ্জক ও অনভিব্যঞ্জক হয় সেইরূপ। নৈকট্য সমান, অথচ প্রদীপ স্থূলরূপ ব্যক্ত করে, সূক্ষ্ম রূপ ব্যক্ত করেনা। সেইরূপ মরণও অনারব্ধফল কর্ম্মের মধ্যে যাহা প্রবল হইয়াছে, তাহাকেই ফলদানার্থ উন্মুখ করে। কিন্তু যাহা দুর্ব্বল থাকে তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে; প্রত্যুত তাহাকে রুদ্ধই রাখে। এই সকল কারণে শ্রুতি, স্মৃতিও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, মরণকালে সমুদায় কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। অভিব্যক্ত হইয়া জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ্য। কর্ম্মশেষ থাকিলে মোক্ষ অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উপাদানার্থ কর্ম্মের একভাবিকত্ব নিয়ম স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এই আপত্তি বা এই সকল কথা এইস্থানে বিচার্য্য নহে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন,—সম্যক্ জ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, অন্য কিছুতে নহে। এই দীর্ঘ বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, অনুশয়-বিশিষ্ট জীবেরই অবরোহণ এবং সঞ্চিত বা অভুক্ত কর্ম্মের নামই অনুশয়। তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে এবং তদতিরিক্ত ক্রমেও হয়। যথেতং শব্দের অর্থ - যথাগত; অভিপ্রায় এই যে, যে প্রকারে বা যে ক্রমে আরোহণ

ইতি সা খলু চরণাদ্যোন্যাপত্তিং দর্শয়তি নানুশয়াৎ। অন্যচ্চরণমন্যোঽনুশয়ঃ। চরণঞ্চারিত্রমাচার শীলমিত্যনর্থান্তরম্‌ অনুশয়স্তু ভুক্তফলাৎ কর্ম্মণোঽতিরিক্তং কর্ম্মাভিপ্রেতম্। শ্রুতিশ্চ কর্ম্মচরণে ভেদেন ব্যপদিশতি। 'যথাচারী তথা ভবতি' ইতি 'যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি' ইতি চ। তস্মাচ্চরণাদ্যোন্যাপত্তিশ্রুতেরনুশয়-সিদ্ধিরিতি চেন্নৈষ দোষঃ। যতোঽনুশয়োপলক্ষণার্থৈবৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণা-জিনিরাচার্য্যো মন্যতে॥ ৯॥

করিয়াছিল, সেইপ্রকারে বা সেইক্রমে অবরোহণ হয়। অনেবং শব্দে তদ্বি-পরীত অথবা তদতিরিক্ত ক্রম। অবরোহণকালে পিতৃযান পথে ধূমের ও আকাশের কথন আছে, সেইজন্য, যথেতং শব্দে যথাগত, এই অর্থ প্রতীত হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ না থাকায় বিপ-রীতক্রমও প্রতীত হয়।

"যাহারা ইহলোকে রমণীয়াচরণ করে" এই শ্রুতি অনুশয়ের অস্তিত্ব প্রদ-র্শনার্থ উল্লেখ করিয়াছ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই শ্রুতি আচরণের দ্বারা যোনি বা জন্মবিশেষপ্রাপ্তি দেখাইয়াছেন, অনুশয়ের দ্বারা নহে। অনুশয় ও আচরণ এক পদার্থ নহে; প্রত্যুত বিভিন্ন পদার্থ। চরণ, আচরণ, আচার, শীল, চরিত্র বা চারিত্র এই সকল শব্দের অর্থ প্রভেদ নাই। অনুশয় শব্দ ভুক্ত ফল কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্ম, যাহার ভোগ হয় নাই, এই অভিপ্রায়ে প্রযোজিত হয়। শ্রুতিও কর্ম্মকে এবং আচরণকে বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"যেমন আচরণ—তেমনি গতি"। "যে সকল কর্ম্ম আনন্দিত সেই সক-লের সেবা করিবেক। নিন্দিত কর্ম্মের সেবা করিও না। যাহা আমাদের শোভন চরিত্র, তুমি তাহারই উপাসনা করিবে" ইত্যাদি। অতএব, আচার নিমিত্তক যোনিপ্রাপ্তি, এতদ্রূপ শ্রুতি থাকায় অনুশয় থাকা অসিদ্ধ বলিতে পারি-বে না। যেহেতু, ঐচরণ শ্রুতি অনুশয় অর্থের উপলক্ষক, ইহা কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্যের অভিমত। কৃতকর্ম্মের উত্তরাবস্থার অন্যনাম অপূর্ব্ব, যাহার বিভাগ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং তাহাই এতন্মতে অনুশয়। এই অনুশয় কর্ম্মবাচক চরণ-শব্দের লক্ষণালভ্য অর্থাৎ এই অর্থ লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা লব্ধ হয়॥ ৯॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥

স্যাদেতৎ। কস্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রৌতং শীলং বিহায় লাক্ষণিকোঽনুশয়ঃ প্রত্যায্যতে। নহু শীলস্যৈব তু শ্রৌতস্য বিহিতপ্রতিষিদ্ধস্য সাধ্বসাধুরূপস্য শুভাশুভযোন্যাপত্তিঃ ফলং ভবিষ্যতি। অবশ্যঞ্চ শীলস্যাপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা হ্যানর্থক্যমেব শীলস্য প্রসজ্যেতেতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। কুতঃ। তদপেক্ষত্বাৎ। ইষ্টাদি হি কর্ম্মজাতং চরণাপেক্ষম্। ন হি সদাচারহীনঃ কশ্চিদধিকৃতঃ স্যাৎ কর্ম্মণি। 'আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ' ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। পুরুষার্থত্বাদপ্যাচারস্য নানর্থক্যম্। ইষ্টাদৌ হি কর্ম্মজাতে ফলমারভমাণে তদপেক্ষ এবাচারস্তত্রৈব কঞ্চিদতিশয়মারপ্স্যতে। কর্ম্ম চ সর্ব্বার্থকারীতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ কর্ম্মৈব শীলোপলক্ষিতমনুশয়ভূতং যোন্যাপত্তৌ কারণমিতি

মানিলাম, চরণ শব্দের অনুশয় অর্থ কার্ষ্ণাজিনির অভিমত। কিন্তু, কেন চরণ শব্দের শ্রুত্যুক্ত শীল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা অনুশয় অর্থ গ্রহণ কর? শ্রুত্যুক্ত সাধু ও অসাধুরূপ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ শীল কি শুভাশুভ জন্মরূপ ফলদানে সমর্থ নহে? অবশ্যই শীলের কোনরূপ ফল থাকা মানিতে হইবেক। না মানিলে নিশ্চিত শীল-বিধানের আনর্থক্য হইবে। যদি কেহ এইরূপ বলেন বা আপত্তি করেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে, ঐ দোষ অর্থাৎ শীল-বিধানের আনর্থক্য দোষ হয় না। যেহেতু, শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রত্যেক কর্ম্ম শীল সাপেক্ষ। ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্ম সমূহ সমস্তই চরণাপেক্ষ অর্থাৎ শীল সাপেক্ষ। কেহই সদাচার বিহীন হইয়া শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মে অধিকার লাভ করে না। কদাচার পুরুষ সেই সকল কর্ম্মে অনধিকারী, ইহা স্মৃতির দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যথা—"বেদ আচার বিহীনকে পবিত্র করেন না" ইত্যাদি। আচার কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষের সংস্কার সাধন করেন, সুতরাং তদনুসারেও তাহার সাফল্য আছে। ইষ্টাদি কর্ম্ম আরব্ধ হইলে তৎসঙ্গে যে সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, সে অনুষ্ঠান প্রকৃত বা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের কোন-না-কোনও অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ জন্মায়। কর্ম্মই সর্ব্বার্থকারী, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব কর্ম্মই শীলসহ অনুষ্ঠিত হইয়া অবশেষে অনুশয়ত্ব প্রাপ্ত

কার্ষ্ণাজিনের্ম্মতম্। ন হি কর্ম্মণি সত্যপি শীলাদ্যোন্যাপত্তির্যুক্তা। ন হি পদ্ভ্যাং পলায়িতুং পারয়মাণো জানুভ্যাং রংহিতুমর্হতীতি॥ ১০॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ॥ ১১॥

বাদরিস্ত্বাচার্য্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যেতে ইতি মন্যতে। চরণমনুষ্ঠানং কর্ম্মেত্যনর্থান্তরম্। তথা হ্যবিশেষেণ কর্ম্মমাত্রে চরতিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। যো হীষ্টাদিলক্ষণং পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তং লৌকিকা আচক্ষতে ধর্ম্মঞ্চরত্যেষ মহাত্মেতি। আচারোঽপি ধর্ম্মবিশেষ এব। ভেদব্যপদেশস্তু কর্ম্মচরণয়োর্ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েনাপ্যুপপদ্যতে। তস্মাদ্রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকর্ম্মাণঃ, কপূয়চরণা নিন্দিতকর্ম্মাণ ইতি নির্ণয়ঃ॥ ১১॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্॥ ১২॥

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যুক্তম্। যে ত্বিতরেঽনিষ্টাদিকারিণস্তেঽপি

হয় এবং সেই অনুশয়ই যোনিপ্রাপ্তির কারণ, ইহা কার্ষ্ণাজিনি মুনির মত। কর্ম্মের প্রভাবে যোনিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বে শীলের দ্বারা যোনিলাভ হওয়ার কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। পদ সঞ্চালনে পলায়ন করিতে পারিলে জানুদ্বারা পলায়ন করা সঙ্গত নহে॥ ১০॥

মুনিবর বাদরিও বলেন, চরণ শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত বুঝায়। চরণ, অনুষ্ঠান, কর্ম্ম, এই সকল শব্দ একার্থক। লোকদিগকেও কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র বা সামান্যতঃ কর্ম্ম অর্থে চরধাতুর প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। যাহারা ইষ্টাদি পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ইহারা ধর্ম্মাচরণ করিতেছে এবং ইহারা মহাত্মা। আচারও এক প্রকার ধর্ম্ম। তবে যে কোনও কোনও স্থলে কর্ম্মের এবং চরণের প্রভেদ কথন দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক দৃষ্টান্তে সুসঙ্গত হয়। যে ব্রাহ্মণ সেই পরিব্রাজক, এই দৃষ্টান্তে যাহা কর্ম্ম তাহাই চরণ অর্থাৎ সদাচার। অতএব শ্রুত্যুক্ত রমণীয়চরণ শব্দের অর্থ প্রশস্ত কর্ম্মকারী এবং কপূয়চরণ শব্দের অর্থ নিন্দিত কর্ম্মকারী॥ ১১॥

বলা হইয়াছে যে, ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্য কর্ম্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে। কিন্ত

কিং চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, উত ন গচ্ছন্তীতি চিন্ত্যতে। তত্র তাবদাহ—ইষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যেতন্ন। কস্মাৎ। যতোঽনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতম্। তথা হ্যবিশেষেণ কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি 'যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি' ইতি। দেহারম্ভোঽপি চ পুনর্জ্জায়মানানাং নান্তরেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিমবকল্পেত, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতি-সঙ্খ্যানিয়মাৎ। তস্মাৎ সর্ব্ব এব চন্দ্রমসমাসীদেয়ুঃ। ইষ্টাদিকারিণামিতরেষাঞ্চ সমানগতিত্বং ন যুক্তমিতি চেৎ, ন। ইতরেষাং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাভাবাৎ ॥ ১২ ॥

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্তি সর্ব্বে চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীতি। কস্মাৎ। ভোগায়ৈব হি চন্দ্রারোহণং ন নিষ্প্রয়োজনং নাপি প্রত্যবরোহায়ৈব। যথা

যাহারা তদ্বিপরীতকারী অর্থাৎ অনিষ্টাদিকারী তাহারা কোথায় যায়? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায়? অথবা যায় না? এই প্রশ্নের পূর্ব্বপক্ষে বলা যায় যে—কেবল ইষ্টকারীরাই যে চন্দ্রলোকে স্থান পায় এমন নহে, অনিষ্টকারীরাও চন্দ্রলোকে গমন করে। কেননা, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য, ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। শ্রুতি যথা—"যে কেহ এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়"। কৌষিতকি ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি, 'ইষ্টকারী যায়, আর অনিষ্টকারী যায় না', এমন কোনও অবধারণ বাক্য বলেন নাই, সামান্যতঃই বলিয়াছেন। আরও দেখ, যাহারা পুনর্ব্বার জন্মিবে, তাহাদের দেহোৎপত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয়, বলিতে পারিবে না, কারণ, "পঞ্চমী আহুতিতে" এই শ্রুতিতে আহুতি সংখ্যায় নিয়ম আছে। অতএব সামান্যতঃ সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া উচিৎ নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহাদের সুখভোগ হয় না। এইটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র ॥ ১২ ॥

সূত্রস্থ তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধক, অর্থাৎ সকলেই যে চন্দ্রমণ্ডলে যায়, তাহা নহে। কেন যায় না, তাহা বিবেচনা করা হউক। চন্দ্রে আরোহণ

কশ্চিদ্বৃক্ষমারোহতি পুষ্পফলোপাদানায় ন নিষ্প্রয়োজনং নাপি পতনায়ৈব। ভোগশ্চানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমসি নাস্তীত্যুক্তম্। তস্মাদিষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসমারোহন্তি নেতরে। ইতরে তু সংযমনং যমালয়মবগাহ্য স্বদুষ্কৃতানুরূপা যামীর্যাতনা অনুভূয় পুনরেবেমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি। এবম্ভূতৌ তেষামারোহাবরোহৌ ভবতঃ। কুতঃ। তদ্গতিদর্শনাৎ। তথাহি যমবচনস্বরূপা শ্রুতি প্রয়াণমনিষ্টাদিকারিণাং যমবশ্যতাং দর্শয়তি—

'ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে' ॥ ইতি।

'বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং'। ইত্যেবঞ্জাতীয়কঞ্চ বহ্বেব যমবশ্যতাপ্রাপ্তিলিঙ্গং ভবতি ॥ ১৩ ॥

অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যাওয়া ভোগের নিমিত্ত, সুতরাং তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে। লোকে যেমন ফলপুষ্পাদি গ্রহণের নিমিত্তই বৃক্ষে আরোহণ করে, নিষ্প্রয়োজনে অথবা পড়িবার জন্য কেহ বৃক্ষে আরোহণ করে না। সেইরূপ জীবও ভোগের উদ্দেশে চন্দ্রলোকে গমন করে, নিষ্প্রয়োজনে অথবা পতনের জন্য চন্দ্রলোকেও গমন করে না। তথায় তাহাদের চন্দ্রলোকযোগ্য ভোগ হয় না, ইহা তুমি ইতঃপূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছ, সেই জন্য ইহাও তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্রলোকে যায়, অনিষ্টকারীরা যাইতে পারে না। যাহারা নিন্দিত কর্ম্মকারী তাহারা যমালয় গমন পূর্ব্বক সেখানে সেই সেই দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুরূপ যম প্রদত্ত যাতনা অনুভব করিয়া তৎপরে ইহলোকে আগমন করে। তাহাদের যে কথিত প্রকার আরোহণাবরোহণ হয়, তাহা যমবচনরূপা শ্রুতিতে আছে। তাহাদের তদ্রূপ গতি অর্থাৎ যমবশ্যতা শ্রুতিই স্পষ্টতঃ বলিতেছেন। শ্রুতি যথা—"সাম্পরায়ের অর্থাৎ পরলোকের শুভ উপায় অজ্ঞের বিশেষতঃ ধনমুগ্ধের নিকট প্রতিভাত হয় না। তাহারা মনে করে, ইহলোকই আছে পরলোক বলিয়া একটী কিছু নাই। সেই জন্যই তাহারা পুনঃ পুনঃ আমা (যমের) বশতাপন্ন হয়।; যমলোক পাপিজনের গমনীয়"। এইরূপ ও অন্যত্র

স্মরন্তি চ ॥ ১৪ ॥

অপি চ মনুব্যাসপ্রভৃতয়ঃ শিষ্টা সংযমনে পুরে যমায়ত্তং কপূয়কর্ম্মবিপাকং স্মরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু ॥ ১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ১৫ ॥

অপি চ সপ্ত নরকা রৌরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগভূমিত্বেন স্মর্য্যন্তে পৌরাণিকৈঃ। তাননিষ্টাদিকারিণঃ প্রাপ্নুবন্তি। কুতস্তে চন্দ্রং প্রাপ্নুয়ুরিত্যভিপ্রায়ঃ। নন্থ বিরুদ্ধমিদং যমায়ত্তা যাতনাঃ পাপকর্ম্মাণোঽনুভবন্তীতি, যাবতা তেষু রৌরবাদিষু অন্যে চিত্রগুপ্তাদয়ো নানাধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্ত ইতি, নেত্যাহ ॥ ১৫॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৬ ॥

তেষ্বপি সপ্তসু নরকেষু তস্যৈব যমস্যাধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপারাভ্যুপগমাদবিরোধঃ। যমপ্রযুক্তা এব হি তে চিত্রগুপ্তাদয়োঽধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্তে ॥ ১৬ ॥

অনেক বাক্য আছে, যাহাতে পাপীর যমবশ্যতা প্রাপ্তির বোধক কথাবার্ত্তা বহুতর আছে ॥ ১৩ ॥

মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে যমের সংযমন নামক পুরে যমপ্রদত্ত পাপ কর্ম্মের ফলভোগ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

পৌরাণিকেরাও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগস্থান রৌরব প্রভৃতি সপ্ত সংখ্যক নরকের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অনিষ্টকারীরা সেই সকল স্থানেই যায়, চন্দ্র তাহাদের দুর্লভ। লোকে গমন করা বহুদূরের কথা, তাহাদের চন্দ্র দর্শনও হয়না। বলিতে পার যে, পাপীরা যমপ্রদত্ত যাতনা ভোগ করে, এই কথা বিরুদ্ধ। যেহেতু, স্মৃতিতে আছে, চিত্রগুপ্তাদি রৌরবাদি নরকের অধীশ্বর, সুতরাং তাহারাই সেই সেই নরকে নারকী জীবকে যাতনা প্রদান করেন, সেখানে যমের কর্তৃত্ব নাই। যদি কেহ এই প্রকার বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ সূত্র এই :— ॥ ১৫ ॥

সেই সকল স্থান অর্থৎ রৌরবাদি সপ্তনরক যমের কর্তৃত্বাধীন, ইহা স্বীকৃত থাকায়, ঐসিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। চিত্রগুপ্তাদিও যমনিযুক্ত, তৎ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই তাঁহারা পাপীজনপূর্ণ নরকের উপর আধিপত্য করেন ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং 'বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে' ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনাবসরে শ্রূয়তে 'অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে' ইতি। তত্রৈতয়োঃ পথোরিতি বিদ্যাকর্ম্মণোরিত্যেতৎ। কস্মাৎ। প্রকৃতত্বাৎ। বিদ্যাকর্ম্মণী হি দেবযানপিতৃযানয়োঃ পথোঃ প্রতিপত্তৌ প্রকৃতে। 'তদ্ য ইত্থং বিদুঃ' ইতি বিদ্যা তয়া প্রতিপত্তব্যো দেবযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতি কর্ম্ম তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তৎপ্রক্রিয়ায়ামথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ নেতি শ্রুতম্।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রস্তাবে একটী প্রশ্ন আছে, যথা—"তুমি কি তাহা জান, কেন চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয়না"? এই প্রশ্নের উত্তরে শুনাযায়, "যে সকল জীব দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের অন্যতর পথের অনুপযুক্ত—তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণযুক্ত তৃতীয়স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জীব অর্থাৎ দংশমশকাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় শীঘ্রই মরে। ইহারা প্রোক্ত পথদ্বয়াতিরিক্ত তৃতীয় স্থানেই থাকে, চন্দ্রলোকে গমন করেনা, সেই জন্যই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয়না।" এই শ্রুতিতে যে "এই দুই পথের" কথা আছে, তাহার অর্থ উভয় পথের সাধন—বিদ্যা ও কর্ম্ম। উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্ম-প্রকরণে কথিত। সেখানে বিদ্যা ও কর্ম্ম এই দুইটী যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রকারে প্রস্তাব করা হইয়াছে। "যাহারা এই প্রকারে জানে" এইবাক্যে বিদ্যার কথন এবং তদ্দ্বারাই দেবযান পথের প্রাপ্তি হয়। "ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত এই সকল কর্ম্ম", এই সকলের দ্বারা পিতৃযান পথে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরে শ্রুতি "অথ" বলিয়া বলিয়াছেন "এই দুই পথের" ইত্যাদি; ঐ অথ শব্দের দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান সূচিত হইয়াছে। তাহা প্রদর্শিত পথের অতিরিক্ত। ঐ শ্রুতিতে, ইহাই কথিত হইয়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযান পথের অনধিকারী, অথবা যাহারা কর্ম্ম সাধন পিতৃযান পথের অধিকারী

এতদুক্তং ভবতি। যে চ ন বিদ্যাসাধনেন দেবযানে পথ্যধিকৃতাঃ, নাপি কর্ম্মণা পিতৃযানে, তেষামেষ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোঽসকৃদাবর্ত্তী তৃতীয়ঃ পন্থা ভবতীতি। তস্মাদপি নানিষ্টাদিকারিভিশ্চন্দ্রমাঃ প্রাপ্যতে। স্যাদেতৎ। তেঽপি চন্দ্রবিম্বমারুহ্য ততোঽবরুহ্য ক্ষুদ্রজন্তুত্বং প্রতিপৎস্যন্ত ইতি তদপি নাস্তি, আরোহানর্থক্যাৎ। অপি চ সর্ব্বেষু প্রয়ৎসু চন্দ্রলোকং প্রাপ্নুবৎস্বসৌ লোকঃ প্রয়দ্ভিঃ সম্পূর্য্যেতেত্যতঃ প্রশ্নবিরুদ্ধং প্রতিবচনং প্রসজ্যেত। তথাহি প্রতিবচনং দাতব্যং যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে। অবরোহাভ্যুপগমাদসম্পূরণোপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অশ্রুতত্বাৎ। সত্যমবরোহাদপ্যসম্পূরণমুপপদ্যতে। শ্রুতিস্তু তৃতীয়স্থানসঙ্কীর্ত্তনেনাসম্পূরণং দর্শয়তি 'এতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত' ইতি। তেনাঽনারোহাদেবাসম্পূরণমিতি যুক্তম্। অবরোহস্যেষ্টাদিকারিষ্বপ্যবিশিষ্টত্বে

নহে, তাহারা এই সকল শীঘ্র জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র জন্তুরূপ তৃতীয়স্থান বা তৃতীয়াগতি প্রাপ্ত হয়। এই সকল কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায়না। যদি বল, এইরূপ হইলেও ত হইতে পারে যে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ পূর্ব্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ ক্ষুদ্র জন্তুত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে বলিব যে—তাহা হয়না। কেননা, ভোগ না থাকায় আরোহণ নিষ্প্রয়োজন। আরও দেখ, সকলেই যদি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ণতাই স্থির থাকে, সুতরাং চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয়না কেন? এই প্রকার প্রশ্নই আদৌ হইতে পারে না। অতএব, ঐ অর্থ প্রশ্নবিরুদ্ধ। সম্পূরণ হয়না কেন? তাহাই বলিতে হইবে। সম্পূরণের প্রকার বলিতে হইবেনা। যদি বল, অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূরণ বলা হয়, বস্তুত তাহা হয়না। কারণ তাহা অশ্রুত এবং সেইরূপ প্রশ্নও করেন নাই। অবরোহণ স্বীকারে অসম্পূর্ণতা উপপন্ন হয়, সত্য; কিন্তু শ্রুতি সেইরূপে অপূর্ণতা দেখান নাই। শ্রুতি তৃতীয়স্থান কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, ও দেখাইয়াছেন, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোক পূর্ণ হয়না। যথা,—"ইহা তৃতীয়স্থান অর্থাৎ কথিত দেব-যান গতির ও পিতৃযান গতির অতিরিক্তা তৃতীয়া গতি। সেই কারণে এই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয়না। অতএব, আরোহণাবরোহণ ব্যতীত প্রকারান্তরে

সতি তৃতীয়স্থানোক্ত্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। তুশব্দস্তু শাখান্তরীয়বাক্যপ্রভবমশেষগমনা-শঙ্কামুচ্ছিনত্তি। এবং সত্যধিকৃতাপেক্ষঃ শাখান্তরীয়েবাক্যে সর্ব্বশব্দোঽবতিষ্ঠতে। যে বৈ কেচিদধিকৃতা অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি। যৎ পুনরুক্তং দেহলাভোপপত্তয়ে সর্ব্বে চন্দ্রমসং গন্তুমর্হন্তি পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতিসঙ্খ্যানিয়মাদিতি তৎ প্রত্যুচ্যতে॥ ১৭॥

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ॥ ১৮॥

ন তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় পঞ্চসঙ্খ্যানিয়ম আহুতীনামাদর্ত্তব্যঃ। কুতঃ। তথোপলব্ধেঃ। তথা হ্যন্তরেণৈবাহুতিসঙ্খ্যানিয়মং বর্ণিতেন প্রকারেণ তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরুপলভ্যতে ‘জায়স্ব ম্রিয়স্ব’ ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানমিতি। অপি চ ‘পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি’ ইতি মনুষ্যশরীরহেতুত্বেনাহুতি-

---

অসম্পূরণ হওয়াই শ্রুতির ও যুক্তির অনুমত। অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূরণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে ইষ্টাদিকারীর সহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কথনের প্রয়োজন থাকেনা। অন্য শাখাস্থিত শ্রুতিতে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি শুনা যায়—তৎশ্রবণে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা জন্মে, সূত্রকার সে আশঙ্কা তু শব্দের প্রয়োগে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, শাখান্তরীয় বাক্যে যে সর্ব্ব শব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অর্থ অধিকারী সকল। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল অধিকারী এতল্লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্র প্রাপ্ত হয়। বলিয়াছেন যে, আহুতি সংখ্যার নিয়ম থাকায় সকলকেই চন্দ্রলোকে যাইতে হয়, সূত্রকার এইক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধ বলিতেছেন॥১৭॥

তৃতীয় স্থানকে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত আহুতির এবং আহুতিসংখ্যার নিয়ম নাই। শ্রুত্যুক্ত ঐ আহুতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্ত্তব্য নহে। কেননা, তাহাই প্রতীতি হয়। নিয়মিত আহুতি সংখ্যা ব্যতীত কথিত প্রকারে অর্থাৎ “জন্মে আর মরে” এইরূপে তৃতীয়স্থান লাভ হওয়া প্রতীতি হয়। “আপ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ শব্দের বাচ্য হয়” এই যে শ্রুত্যুক্ত আহুতি সংখ্যার নিয়ম, এই নিয়ম মানব-শরীর বিষয়ে, কীটপতঙ্গাদির শরীর বিষয়ে নহে। কারণ,

সঙ্খ্যা সঙ্কীর্ত্ত্যতে ন কীটপতঙ্গাদিশরীরহেতুত্বেন। পুরুষশব্দস্য মনুষ্যজাতিবচনত্বাৎ। অপি চ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বমুপদিশ্যতে নাপঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচস্ত্বং প্রতিষিধ্যতে। বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাদোষাৎ। অত্র যেষামারোহাবরোহৌ সম্ভবতস্তেষাং পঞ্চম্যামাহুতৌ দেহ উদ্ভবিষ্যত্যন্যেষান্তু বিনৈবাহুতিসঙ্খ্যয়া ভূতান্তরোপসৃষ্টাভিরদ্ভির্দেহ আরভ্যতে ॥ ১৮ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে লোকে দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং সীতাদ্রৌপদীপ্রভৃতীনাঞ্চাযোনিজত্বম্। তত্র দ্রোণাদীনাং যোষিদ্বিষয়ৈকাহুতির্নাস্তি। ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনান্তু যোষিৎপুরুষবিষয়ে দ্বে অপ্যাহুতী ন স্তঃ। যথা চ তত্রাহুতিসঙ্খ্যাঽনাদরো ভবতি এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি। বলাকাপ্যন্তরেণৈব রেতঃসেকং গর্ভং ধত্ত ইতি লোকে রূঢ়িঃ ॥ ১৯ ॥

ঐ পুরুষ শব্দ—মনুষ্যজাতিরই বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে। আরও দেখ, শ্রুতি পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষপদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অপ্ পঞ্চমী আহুতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই। পঞ্চম আহুতি স্থান ব্যতীত পুরুষদেহ হইবেনা, এমন কথা বলেন নাই। ঐ এক বাক্যের বিধি নিষেধ উভয়ার্থতা স্বীকার করিতে গেলে তাহার দ্ব্যর্থতা দোষ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বুঝিতে হইবে, যাহাদের আরোহাবরোহ সম্ভব, আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে তাহাদেরই দেহ জন্মায়, তদ্ভিন্ন জীবের দেহ বিনা আহুতিতে ভূতান্তর সংসৃষ্ট আপের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সেই সকল শরীর আহুতি সংখ্যার নিয়মবহির্ভূত ॥ ১৮ ॥

অন্য শরীরের কথা ত দূরে থাকুক, মনুষ্য শরীরোৎপত্তিতেও যে আহুতি সংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদি গ্রন্থে দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতির অযোনিজত্ব কথনদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রোণাদির জন্মে যোষিদ্বিষয়ক এক আহুতির অভাব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির স্ত্রীপুংসংসর্গরূপ আহুতিদ্বয়ের অভাব আছে। যেমন সেই সকল দেহে আহুতি সংখ্যা নিয়মের অভাব আছে, সেইরূপ দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখাযায়। বকী বিনারেতঃসেকে গর্ভিনী হয়, এই সংবাদ লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ॥ ১৯ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥

অপি চ চতুর্ব্বিধে ভূতগ্রামে জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জলক্ষণে স্বেদজোদ্ভিজ্জযোস্তরেণৈব গ্রাম্যধর্ম্মমুৎপত্তিদর্শনাদাহুতিসঙ্খ্যাঽনাদরো ভবতি, এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি নমু 'তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি' অত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রাম শ্রূয়তে কথং চতুর্ব্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ২০ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥

'অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্‌' ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেনৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ, উভয়রপি স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ। স্থাবরোদ্ভেদাত্তু বিলক্ষণো জঙ্গমোদ্ভেদ ইত্যন্যত্র স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাদ্য 'তস্মিন্‌ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা ততঃ সানুশয়া

অপিচ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ, এই চারি প্রকার জীবজাতির বা ভূতগ্রামের মধ্যে স্বেদজও উদ্ভিজ্জ ভূতের বিনাগ্রাম্য ধর্ম্মে উৎপত্তি হইতে দেখাযায়। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে আহুতি সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। যখন স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জন্মে, আহুতি সংখ্যার অনাদর দেখাযায়, তখন যে অন্য জন্মেও আহুতি সংখ্যার অনাদর থাকিবেক তদ্বিষয়ে আর কথা কি। যদি বল, শ্রুতি ত্রিবিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতি বলিয়াছেন, যথা—"অণ্ডজ, জীবজ, বা জরায়ুজ এবং উদ্ভিজ্জ", কিন্তু তুমি বলিতেছে, ভূতজাতি চতুর্ব্বিধ। ইহার কারণ কি ? সূত্রকার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন ॥ ২০ ॥

"অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ" এই শ্রুতিতে যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে, এই উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। কেননা, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুইএর মধ্যে ভূমিজল উদ্ভেদ পূর্ব্বক উৎপন্ন হওয়ার প্রণালী তুল্য। স্থাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদ নাই। সেকারণেও তদ্দুয়ের ভেদবাদ অবিরুদ্ধ ॥ ২১ ॥

অবরোহন্তি' ইত্যুক্তম্ । অথাবরোহপ্রকারঃ পরীক্ষ্যতে । তত্রেয়মবরোহশ্রুতির্ভবতি 'অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি' ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপমেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ। এবং হি শ্রুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণাবিষয়ে চ শ্রুতির্ন্যায্যা ন লক্ষণা। তথা চ 'বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ইত্যেবমাদীন্যক্ষরাণি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে। তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ,—আকাশাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি। চন্দ্রমণ্ডলে যদম্ময়ং শরীরমুপভোগার্থমারব্ধং তদুপভোগক্ষয়ে

ইষ্টাদি পুণ্যকর্ম্মকারীগণ চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে অর্থাৎ পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্মগ্রহণ করে, ইহা বলাহইল। এই ক্ষণে কিরূপে অবরোহণ করে, তাহার বিচার করা হইতেছে। অবরোহণ বিষয়িনী শ্রুতি এইরূপ—"অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগান্তে শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়,ধূমের পর অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়,মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।" এখানে সংশয় এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির শরীর প্রাপ্ত হয়? অথবা আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির শরীর প্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রুত্যর্থ লক্ষনা করিতে হয়। যে স্থানে শ্রৌত অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সেইস্থানে আক্ষরিক অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যায্য বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই "বায়ু হইয়া ধূম হয়" এইরূপ পাঠ, সেই সেই পদার্থের স্বরূপপ্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং পাওয়া গেল, অবরোহণ করিয়া অবরোহণকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশাদির তুল্য হয়না। সূত্রকার এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়না, কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয়। ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া

সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মমাকাশসমঃ ভবতি ততো বায়োর্ব্বশমেতি ততো ধূম্রাদিভিঃ সংসৃজ্যত ইতি। তদেতদুচ্যতে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুমিত্যেবমাদিনা। কুত এতৎ। উপপত্তেঃ। এবং হ্যেতদুপপদ্যতে। ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে। আকাশস্বরূপপ্রতিপত্তৌ চ বায়্বাদিক্রমেণাবরোহো নোপপদ্যতে। বিভুত্বাচ্চাকাশেন নিত্যসম্বন্ধত্বাম তৎসাদৃশ্যাপত্তেরন্যস্তৎসম্বন্ধো ঘটতে। শ্রুত্যসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ন্যায্যমেব। অত আকাশাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিভাব ইত্যুপচর্য্যতে ॥ ২২ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্ ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তের্ভবতি বিশয়ঃ—কিং দীর্ঘং কালং পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্তরসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্পমল্পমিতি। তত্রা-

---

যায়। বিলীন বা বিক্রুত হইয়া সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয়, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু হয় বলিয়া বায়ুর বশ্য হয়, বায়ুবশ্য হইয়া ধূম্রাদির সহিত সংসৃষ্ট হয়। এতদ্রূপক্রমে অভ্র প্রবিষ্ট হইয়া, তৎপরে বৃষ্টি জলপ্রবিষ্ট হয়, তদনন্তর পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি প্রবিষ্ট হয়। শ্রুতি এই তথ্যটী যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন, ইহাই উপপন্ন হয়। এইরূপ হইলেই শ্রুত্যর্থ ঠিক থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের বাধ হয়। জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার বায়্বাদি ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না। আকাশ বিভু, তাহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ। সে কারণ, আকাশসদৃশ হওয়া ব্যতীত অন্যসম্বন্ধ ঘটনা হয় না। যেখানে শ্রুত্যর্থের আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয় আদর্ত্তব্য। সেইজন্যই বলি, শ্রুতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচারক্রমে আকাশভাব প্রাপ্তি বলিয়া স্বীকর্ত্তব্য মনে করেন ॥ ২২ ॥

বলা হইল, অনুশয়ী জীব আকাশাদি প্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধান্যদিভাবপ্রাপ্তির পূর্ব্বে যে আকাশাদি ভাবপ্রাপ্তির ক্রম আছে, সেই ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়? কি বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সাদৃশ্যবিশিষ্ট থাকিয়া পর

নিয়মো নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রাস্যাভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি। অল্পমল্পং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং ভুবমাপতন্তি। কুত এতৎ। বিশেষদর্শনাৎ। তথা হি ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি 'অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্' ইতি। তকার একশ্ছান্দস্যাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ। দুর্নিষ্প্রপতরং দুর্নিষ্ক্রমতরং দুঃখতরমস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণং ভবতীত্যর্থঃ। তদত্র দুঃখং নিষ্প্রপতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্ব্বেষু সুখং নিষ্প্রপতনং দর্শয়তি। সুখদুঃখতা-বিশেষশ্চায়ং নিষ্প্রপতনস্য কালাল্পত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ। তস্মিন্নবধৌ শরীরানিষ্পত্তেরূপ-ভোগাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্পেনৈব কালেনাবরোহঃ স্যাদিতি॥ ২৩॥

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ॥ ২৪॥

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে 'ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়-

---

র পদার্থের সদৃশ হয়? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে? সংশয় হইলেই পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ের নিয়ম নাই। কেননা, নিয়মকারী শাস্ত্র নাই। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ নাতিচরেণ সূত্র বলা হইল, অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদি ভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অটল। সেই বিশেষটী কি? তাহা বলিতেছি। ধান্যাদি শস্যভাব প্রাপ্ত হইলে সেই অবস্থা যে পূর্ব্বা-বস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—"ইহা হইতে দুর্নিষ্প্রপতর ম্"। বৈদিক প্রক্রিয়া অনুসারে একটী ত লুপ্ত আছে। তাহার অর্থ নিষ্ক্রমতর অর্থাৎ জীব অতিদুঃখে ব্রীহ্যাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিষ্ক্রমণই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার সুখনিষ্ক্রমণ বলিতেছে। নিষ্ক্রমণের সুখদুঃখ কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত, অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকালে ব্রীহ্যাদি ভাবে থাকাই দুঃখ। তৎকালে শরীর নিষ্পত্তি হয়না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অস-ম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশয়ী জীব যতদিন ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, ততদিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদি ভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যই পৃথিবীতে আইসে॥ ২৩॥

তিলমাষা ইতি জায়ন্তে' ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমস্মিন্নবরোহে স্থাবরজাত্যাপন্নাঃ স্থাবরসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্ত্যাহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষু স্থাবরশরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। স্থাবরজাত্যাপন্নাস্তৎসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্তীতি। কুত এতৎ। জনের্মুখ্যার্থত্বোপপত্তেঃ, 'স্থাবরভাবস্য চ শ্রুতিস্মৃত্যোরুপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্চেষ্টাদেঃ কর্ম্মজাতস্যানিষ্টফলত্বোপপত্তেঃ। তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্ম শ্বাদিজন্মবৎ। যথা শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং শ্বাদিজন্ম তৎসুখদুঃখান্বিতং ভবতি এবং ব্রীহ্যাদিজন্মাপীতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। অন্যৈর্জীবৈরধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তৎসুখদুঃখভাজো

শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বর্ণনোপলক্ষে বৃষ্টিধারা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। "তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ, ইত্যাদি হয়।" এই স্থানে ইহাই সংশয় হইতেছে যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবর জাতি প্রাপ্ত হইয়া, স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্থাবর শরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? বিচার্য্য বিষয়ের পূর্ব্বপক্ষের প্রথম কোটিতে পাওয়া যাইতেছে যে, স্থাবরজাত্যাপন্ন কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়। ইহা কেন বলি? না এইরূপ হইলেই জন্ ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে। স্থাবর ভাব যে সুখ দুঃখের ভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মে পশুহিংসার সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্ট ফল হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের মত মুখ্য জন্ম। "কুকুরযোনি, চণ্ডালযোনি, শূকরযোনি" ইত্যাদি স্থলে যেমন তত্তৎ সুখদুঃখান্বিত মুখ্য কুকুরাদিযোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও তদ্রূপ জানিবে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে, স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিষ্ঠিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষ মাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্থাবর সুখদুঃখভাগী হয় না। অনুশয়ী অর্থাৎ কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ুধূমাদি ভাব যেমন বাস্তবিক বায়ুধূমাদি ভাব নহে, সংশ্লেষ মাত্র, সেই

ভবন্তি পূর্ব্ববৎ। যথা বায়ুধূমাদিভাবোঽনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রমেবং ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি জাতিস্থাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্। কুত এতৎ। তদ্বদেবেহাপ্যভিলাপাৎ। কোঽভিলাপস্য তদ্বদ্ভাবঃ। কর্ম্মব্যাপারমন্তরেণ সঙ্কীর্ত্তনম্ যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ন কঞ্চিৎ কর্ম্মব্যাপারং পরামৃশত্যেবং ব্রীহ্যাদিজন্মন্যপি। তস্মান্নাস্ত্যত্র সুখদুঃখভাক্‌ত্বমনুশয়িনাম্। যত্র তু সুখদুঃখভাক্‌ত্বমভিপ্রৈতি পরামৃশতি তত্র কর্ম্মব্যাপারং রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতি। অপি চ মুখ্যেঽনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মনি ব্রীহ্যাদিষু লূয়মানেষু কণ্ডামানেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্যমাণেষু চ তদভিমানিনোঽনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো যচ্ছরীরমভিমন্যতে স তস্মিন্ পীড্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্। তত্র ব্রীহ্যাদিভাবাদ্রেতঃসিগ্‌ভাবোঽনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত। অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্যাধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু ভবতি।

রূপ ধান্যাদি ভাবও জাতি স্থাবরের সহিত সংশ্লেষ মাত্র। ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রৌত কথনের তদ্বদ্ভাবের দ্বারা জানা যায়। অভিলাপের তদ্বদ্ভাব কর্ম্মব্যাপারের অকীর্ত্তন। শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবর্ষন পর্য্যন্ত অবস্থায় কোনও রূপ কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি ব্রীহ্যাদি জন্মেও কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই, অতএব স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধান্যাদি ভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় সুখদুঃখভাগী হয় না। যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা এবং জন্মবিশেষ ও কর্ম্মবিশেষ কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন বলা হইয়াছে, রমণীয়চারী রমনীয় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। আরও দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধান্যাদির ছেদনে, কুট্টনে, ভর্জ্জনে, পচনে, ও ভক্ষণে অর্থাৎ ধান্যাদি দেহের নাশে তদ্দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয়, ইহা মানিতে হইবে। তাহা স্বীকার করিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্যাদি দেহোৎপত্তি, এই সিদ্ধান্ত বিঘটিত হইবেক। প্রসিদ্ধিই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী সে সে দেহের পীড়নে দেহত্যাগ করে। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য হইলে শ্রুতি ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তি পূর্ব্বক রেতঃসেক-যোগে দেহোৎপত্তি হয়, এইরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীবান্তরাধিষ্ঠিত স্থাবর দেহে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত অনুশয়ীদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, কিন্তু

এতেন জনেমু খ্যার্থত্বং প্রতি ব্রীহ্যাদ্যুপভোগস্থানত্বঞ্চ স্থাবরভাবস্য। ন চ বয়মুপভোগস্থানত্বং স্থাবরভাবস্যাবজানীমহে। ভবত্বন্যেষাং জন্তূনামপুণ্যসামর্থ্যেন স্থাবরভাবমুপগতানামেতদুপভোগস্থানম্। চন্দ্রমসস্ত্ববরোহন্তোঽনুশয়িনো ন স্থাবরভাবমুপভুঞ্জত ইত্যাচক্ষ্মহে ॥ ২৪ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥

যৎ পুনরুক্তং পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কর্ম্ম তস্যানিষ্টমপি ফলমবকল্পত ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মাঽস্তু তত্র গৌণী কল্পনাঽনর্থিকেতি তৎ পরিহ্রিয়তে। ন। শাস্ত্রহেতুত্বাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য অয়ং ধর্ম্মোঽয়মধর্ম্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণমতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োরনিয়তদেশকালনিমিত্তত্বাচ্চ যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মোঽনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্ত

বাস্তবিক মুখ্য জন্ম হয় না। এই বিচারের ফলিতার্থ এই যে, এই জন্ম শ্রুতিমুখ্য নহে। অধিকন্তু, সেই স্থাবর ভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সামান্যতঃ স্থাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। পাপপ্রভাবে অন্যান্য জীব স্থাবরত্বপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, তাহারা স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহারা স্থাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র। সুতরাং সেই সেই স্থাবর দেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ; সেইজন্য যজ্ঞাদিকর্ম্ম অনিষ্টফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, তাহা গৌণ নহে। ধান্যাদি জন্মের গৌণত্বকল্পনা নিরর্থক। এইসূত্রে পূর্ব্বোক্ত তদ্দোষের পরীহার করা হইতেছে। যজ্ঞাদি জনিত অপূর্ব্বপদবাচ্য ধর্ম্ম অশুদ্ধ অর্থাৎ দুরিতাপূর্ব্ব মিশ্রিত নহে। যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সুতরাং তাহা জানিবার শাস্ত্রব্যতীত অন্য উপায় নাই।

রেষধর্ম্মো ভবতি। তেন ন শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্যচিদস্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম্ম ইত্যবধারিতম্। স কথমশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্। ননু ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধর্ম্ম ইত্যবগময়তি। বাঢ়ম্। উৎসর্গস্তু সঃ, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিতবিষয়ত্বম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং কর্ম্ম শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বাদনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্য প্রতিরূপং ফলং জাতিস্থাবরত্বম্। ন চ শ্বাদিজন্মবদপি ব্রীহ্যাদিজন্ম ভবিতুমর্হতি। তদ্ধি কপূয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে। নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধিকারোঽস্তি। অতশ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ স্খলিতানামনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইত্যুপচর্য্যতে॥ ২৫॥

বিশেষতঃ তদ্দ্বয়ের দেশকালাদির নিয়ম নাই। যেদেশে, যে কালে ও যে উপলক্ষ্যে বা যে নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে, কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি অনুগৃহীত অথবা হিংসা ও অনুগ্রহাদিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধর্ম্মজনক। অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকর্ম্মকে কি হেতু অশুদ্ধ বলিতে পার? বলিতে পার যে, "সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবেক", এই নিষেধ শাস্ত্র প্রাণীবিষয়ক হিংসার অধর্ম্মজনকতা জ্ঞাপন করিতেছে। স্বীকার করি, ইহাও শাস্ত্র; কিন্তু ইহাও উৎসর্গশাস্ত্র। এই সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—"অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক"। সামান্য ও নিষেধ এই দুই বিধি,—নিষেধ দৃষ্ট হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ স্থল ভিন্ন সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। অতএব, বৈদিক কর্ম্মকলাপ অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে ঐসকল কর্ম্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ না হয়, তবে কি জন্য তাহার জাতিস্থাবরত্ব ফল হইবে? ধান্যাদিজন্ম কুকুরাদিজন্মের সমান হইতে পারে না। কেননা, সে সকল পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে। সেস্থলে কোনও বিশেষ অধিকার বা উপলক্ষ্যও নাই। উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে,

রেতঃসিগ্যোগোঽথ ॥ ২৬ ॥

ইতশ্চ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবো যৎকারণং ব্রীহ্যাদিভাবস্যানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্ভাব আম্নায়তে 'যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি' ইতি। ন চাত্র মুখ্যো রেতঃসিগ্ভাবঃ সম্ভবতি। চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌবনো রেতঃসিগ্ভবতি কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমদামানান্নানুগতোঽনুশয়ী প্রতিপদ্যতে। তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্যোগ এব রেতঃসিগ্ভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। তদ্বৎ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি ব্রীহ্যাদিযোগ এবেত্যবিরোধঃ ॥ ২৬ ॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৭ ॥

অথ রেতঃসিগ্ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি যোনেরধি শরীরমনু-

চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়বান্ জীব ব্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ব্রীহি-যবাদি হয় না। শ্রুতি সেই সংশ্লেষ ভাবকেই উপচার বাক্যে ব্রীহ্যাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ব্রীহ্যাদি সংশ্লেষই ব্রীহ্যাদিভাব ; এতৎ প্রতি অন্য হেতু এই যে, ব্রীহ্যাদিভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিক্ভাব প্রাপ্ত হয়। এতদর্থে শ্রুতি এই যে, "যে হেতু অন্নভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, সেই হেতু সে পুনর্ব্বার জন্মে"। বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিক্ভাব সম্ভব হয় না। যে জন্মিয়া অনেককাল অতিবাহন করিয়াছে অথবা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অন্নানুগত অনুশয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? এইস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্ সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিক্ভাব প্রাপ্তি। এবংদৃষ্টান্তে ব্রীহ্যাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ব্রীহ্যাদি ভাবপ্রাপ্তি, এইরূপেই বিরোধভঞ্জন হইতে পারে। সূত্রটীর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না। সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ব্রীহ্যাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয় ॥ ২৬ ॥

রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরেতে অনুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এই কথাও "যাহারা ইহলোকে

শয়িনামনুশয়ফলোপভোগায় জায়ত ইত্যাহ শাস্ত্রং 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা' ইত্যাদি। তস্মাদপ্যবগম্যতে নাবরোহে ব্রীহ্যাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব সুখ-দুঃখান্বিতং ভবতীতি। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং তজ্জন্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

রমণীয়াচরণ করে" ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা জানা যায়, অবরোহকালে যে ব্রীহ্যাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা অথবা সেই ব্রীহ্যাদি শরীর তৎসম্বন্ধীয় সুখদুঃখান্বিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, অনুশয়ীদিগের ব্রীহ্যাদি জন্ম, প্রকৃত জন্ম নহে, তৎ সংশ্লিষ্ট হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ১ ॥

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামুদাহৃত্য জীবস্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং তস্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে। ইদমামনন্তি 'স যত্র প্রস্বপিতি' ইত্যুপক্রম্য 'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়াময়ীতি। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে সন্ধ্যে সৃষ্টিরিতি। সন্ধ্যমিতি স্বপ্নস্থানমাচষ্টে বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ 'সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্' ইতি। দ্বয়োর্লোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্বা সন্ধৌ ভবতীতি সন্ধ্যং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। যতঃ প্রমাণ-

---

প্রথমপাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উদাহরণে জীবের বহু প্রকারে সংসারগতি অতি বিস্তারক্রমে বলা হইয়াছে। অধুনা এই দ্বিতীয়পাদে জীবের বিবিধাবস্থা বলা হইতেছে।

শ্রুতি "সেই জীব যাহাতে সুপ্ত হয়" এই উপক্রমে বলিয়াছেন—"সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই। জীব রথ, রথযোগ ও পথ সৃজন করেন"। এই স্থলে সন্দেহ এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টিটা কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক? অথবা তাহা মায়াময়ী? রজ্জুসর্পাদির ন্যায় মিথ্যা? এই প্রকার সন্দিহান হইয়া প্রথমত পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। সন্ধ্যশব্দেই স্বপ্নস্থান বুঝিতে হইবে। বৈদিক প্রয়োগেও স্বপ্নস্থান অর্থে সন্ধ্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"তৃতীয় স্বপ্নস্থান সন্ধ্য আখ্যায় অভিহিত"। যাহা দুই লোকের অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা অন্তরালে হয়, তাহা সন্ধ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্যশব্দে স্বপ্ন। এই স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি

ভূতা শ্রুতিরেবমাহ 'অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদি। স হি কর্ত্তেতি চোপসংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

অপি চৈকে শাখিনোঽস্মিন্নেব সন্ধ্যে স্থানে কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ' ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভিপ্রেয়ন্তে কাম্যন্ত ইতি। ননু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবোচ্যেরন্, ন, 'শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ' ইতি প্রকৃত্য 'অন্তে কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি' ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুত্রাদিষু কামশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ। প্রাজ্ঞং চৈনং নির্ম্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ। প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং 'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ' ইত্যাদি। তদ্বিষয় এব চ বাক্যশেষোঽপি—

বস্তুভূত, অর্থাৎ ইহা প্রকৃতই মিথ্যা নহে। ইহাকে সত্য বলিবার হেতু এই যে, প্রমাণরূপা শ্রুতি এতাদৃশ স্বপ্নকে সত্য বলিয়াছেন। যথা,—"অনন্তর রথ, রথযোগ ও পথ সৃজন করেন", "তিনিই কর্ত্তা এবং তিনিই সৃষ্টি করেন" এই শেষবাক্যেও উহার যথার্থতা অনুমিত হয় ॥ ১ ॥

অপিচ, ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত হইয়াছে যে, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভিলষিত পুত্রাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র আত্মাই। এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা,—"ইন্দ্রিয় সমুদায় নিদ্রিত হইলে যে মহাপুরুষ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃজন করিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় অবস্থান করেন" ইত্যাদি। এই শ্রুতিস্থ কাম শব্দের দ্বারা পুত্রাদি যাবৎ কাম্যবস্তুর গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহা ইচ্ছার বিষয় তাহাই কাম। কামশব্দের দ্বারা যে ইচ্ছা বিশেষেরই কথন হয়, অন্যকে বুঝায় না এমন নহে। যেহেতু "তুমি শতবর্ষব্যাপী পুত্রপৌত্রাদি প্রার্থনা কর" এই উপক্রমে "শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব" এই শ্রুতিতে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে কামশব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অধিকন্তু, প্রকরণ ও প্রস্তাবের শেষ বাক্য পর্য্যালোচনায় জানা যাইতেছে যে, প্রাজ্ঞ আত্মাই এই সন্ধ্যস্থানীয় পদার্থের নির্ম্মাণকর্ত্তা। প্রকরণটী প্রাজ্ঞ বিষয়ক। যেহেতু, উহা "যাহা ধর্ম্মেরও অতীত, অধর্ম্মেরও অতীত,

'তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥'

ইতি। প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকা চ সৃষ্টিস্তথারূপা সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। তথা চ শ্রুতিঃ 'অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্তঃ' ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমানন্যায়তাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ তথারূপৈব সন্ধ্যে সৃষ্টিরিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ২ ॥

মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নের্ন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্তি—যদুক্তং সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি। মায়ামযৈব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি। কুতঃ। কাৎস্নের্ন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ। ন হি কাৎস্নের্ন্যন পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ।

এরূপ কি কার্য্যকারণেরও অতীত, তাহা বল" ইত্যাদি বাক্যের পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্ম্মাদ্যতীত প্রাজ্ঞ আত্মার কথন আছে। যথা—"সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই আশ্রিত এবং কেহই তদ্বস্তু অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে"। যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞের জগৎ সৃষ্টি যখন নিত্য সত্য, তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে। যথা—"পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইঁহার। ইনি জাগ্রৎ স্থানে যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্নস্থানস্থিত হইয়া দেখেন"। এই শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সমতা দেখাইয়াছেন। সুতরাং সন্ধ্যসৃষ্টিও জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে ভগবান্ সূত্রকার ব্যাসদেব প্রত্যুত্তর দিতেছেন ॥ ২ ॥

"মায়ামাত্রন্তু" এই সূত্রস্থ তু শব্দ উত্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতেছে। আপত্তি হইয়াছিল যে, স্বপ্নকালীন সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় বাস্তবিক। উত্তরে বলা হইতেছে, তাহা বাস্তবিক নহে। স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টি মায়াময়ী, ইহাতে সত্যের

কিং পুনরত্র কাৎস্ন্যমভিপ্রেতম্। দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ। ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তান্যবাধশ্চ স্বপ্নে সম্ভাব্যন্তে। ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতো দেশঃ সম্ভবতি। ন তাবৎ সংবৃতে দেহদেশে রথাদয়োঽবকাশং লভেরন্। স্যাদেতৎ। বহির্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহণাৎ দর্শয়তি চ শ্রুতির্বহির্দেহাৎ স্বপ্নং 'বহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্' ইতি। স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদশ্চানিষ্ক্রান্তে জন্তৌ সামঞ্জস্যমশ্নুবীতেতি। নেত্যুচ্যতে। ন হি সুপ্তস্য জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেণ যোজনশতান্তরিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে। ক্বচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জ্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি 'কুরুষহং শয্যায়াং শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চা-

---

গন্ধ স্পর্শও নাই। যেহেতু, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর যে সকল ধর্ম্ম, সেই সকল ধর্ম্ম স্বপ্নস্বরূপে প্রকাশ পায় না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই সমুদায় সূত্রস্থ কাৎস্ন্য শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সত্যবস্তু, দর্শন বিষয়ক, দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই সকল স্বাপ্নপদার্থে কখনই সম্ভবপর নহে। স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে? না এই সঙ্কুচিত প্রদেশে রথাদি পর্য্যাপ্ত হয়? এখানে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত নয়। এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বহির্ভাগে গমন করতঃ স্বপ্ন দেখে? জীব যে সময় ভিন্নদেশীয় দ্রব্য দর্শন করে, তখন অবশ্যই মনে করিতে পারি যে, জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বপ্নদর্শন করে। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন। যথা—"সেই অমৃত পুরুষ অর্থাৎ আত্মা দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করেন"। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, জীব যদি দেহের বাহিরেই না যায়, তাহা হইলে স্থিতি, গতি ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ আদৌ সঙ্গতই হয় না। অর্থাৎ অমুকস্থানে অবস্থান করিতেছি, অমুকস্থানে যাইতেছি এবং অমুক প্রদেশের অমুক পদার্থ আমার দেখা হইল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার স্বপ্নদর্শন কোনওরূপে উপপত্তিই আদৌ হইতে পারে না। প্রশ্নকর্ত্তার এই আপত্তি সাধু বা সঙ্গত নহে। যেহেতু অসঙ্গত তাহা বিবেচনা কর। নিদ্রিতজীব কি ক্ষণকাল মধ্যে শতযোজন দূরে গমন করতঃ পুনরায় ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয়? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য থাকার

পাঞ্চালানভিগতস্তস্মিন্ প্রতিবুদ্ধশ্চ’ ইতি দেহাচ্ছেদপেক্ষাৎ পঞ্চালেষ্বেব প্রতিবুধ্যেত তানসাবভিগত ইতি কুরুষ্বেব তু প্রতিবুধ্যতে। যেন চায়ং দেহেন দেশান্তরমশ্নুবানো মন্যতে তমন্যে পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশ এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যতি ন তানি তথাভূতান্যেব ভবন্তি। পরিধাবংশ্চেৎ পশ্যেজ্জাগ্রদ্বদ্বস্তুভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরেব দেহে স্বপ্নং ‘স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়াচরতি’ ইত্যুপক্রম্য ‘স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে’ ইতি। অতশ্চ শ্রুত্যুপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়শ্রুতির্গৌণী ব্যাখ্যাতব্যা ‘বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা’ ইতি। যো হি বসন্নপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি স বহিরিব শরীরাদ্ভবতীতি। স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোঽপ্যেবং সতি বিপ্রলম্ভ এবাভ্যুপগন্তব্যঃ। কালবিসংবাদোঽপি চ স্বপ্নে ভবতি রজন্যাং সুপ্তো বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে তথা মুহূর্ত্তমাত্রপ্রবর্ত্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহূন্

সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু, এমন স্বপ্নও আছে, যাহা প্রত্যাগমন বিবর্জ্জিত। শ্রুতি ও এইরূপ একটী স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। যথা—“আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পাঞ্চাল দেশে গেলাম এবং তদ্দণ্ডেই প্রতিবুদ্ধ হইলাম, সেইদেশ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা ঘটিল না”। জীব যদি সত্য সত্যই পাঞ্চাল দেশে যাইত, তাহা হইলে পাঞ্চালদেশেই থাকিত, পাঞ্চালদেশে জাগ্রত হইত, কিন্তু সে পাঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রতও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে ও জাগ্রত হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ লোক তাহার সে দেহশয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক সেই প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া দেখিলে স্বপ্নে অবশ্যই জাগ্রদর্শনের সমান দর্শন হইত, কিন্তু তাহা হয় না। স্বপ্নে অনেক বিপর্য্যয় ও অস্পষ্ট দর্শন হয়। দেহের মধ্যেই স্বপ্নদর্শন হয়, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“যাহাতে দর্শন হয়” এই উপক্রমে বলা হইয়াছে “তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ পরিবর্ত্তিত হন”। অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই শ্রুতির গৌণ ব্যাখ্যা গ্রহনীয়, তাহা হইলে আর শ্রুতিযুক্তি বিরোধ হইবে না। সেই গৌণ ব্যাখ্যা এই—“অমৃত যেন শরীরের বাহিরে গিয়া” ইত্যাদি। যে শরীরে থাকিয়াও

বর্ষপূগানতিবাহয়তি। নিমিত্তান্যপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কর্ম্মণে বোচিতানি বিদ্যন্তে। করণোপসংহারাদ্ধি নাস্য রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীনি সন্তি। রথাদিনির্ব্বর্ত্তনেঽপি কুতোঽস্য নিমেষমাত্রেণ সামর্থ্যং দারূণি বা বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নদৃষ্টাঃ প্রবোধে। স্বপ্ন এব চৈতে সুলভবাধা ভবন্ত্যাদ্যন্তয়োর্ব্যভিচারদর্শনাৎ। রথোঽয়মিতি হি কদাচিৎস্বপ্নে নির্দ্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্পদ্যতে। মনুষ্যোঽয়মিতি বা নির্দ্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ। স্পষ্টঞ্চাভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্ত্রং 'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি' ইত্যাদি। তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্॥ ৩॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ॥ ৪॥

মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি নেত্যুচ্যতে। সূচকশ্চ

শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে না, সে অবশ্যই শরীর বহির্ব্বর্ত্তীর ন্যায়। স্বপ্নে অবস্থান ও যাওয়া প্রভৃতিও এইরূপ অর্থাৎ গৌণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায়। রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবা মাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার এই ভারতবর্ষেই দিবস দর্শন হয়। আরও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। স্বপ্নবিষয়িনী বুদ্ধির অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও নাই। তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, সুতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই। জীবের কি নিমেষকাল মধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আছে? না তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে? আরও দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদ্দশায় রজ্জুসর্পের ন্যায় বাধিত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা লোপ হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এইটী রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে আর তাহা রথ রহিল না। রথের পরিবর্ত্তে তাহা মনুষ্য হইল, দেখিতে দেখিতে আবার তাহা বৃক্ষ হইল। শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। যথা—"সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই" ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক ব্যতীত প্রাকৃত নহে॥ ৩॥

সূত্রার্থ। স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা শুভাশুভের সূচক। এতদ্বিষয়ে বেদ ও পুরাণ প্রভৃতিই প্রমাণ।

হি স্বপ্নো ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্বসাধুনোঃ। তথা হি শ্রূয়তে ,যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে' ইতি। তথা 'পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি' ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি শ্রাবয়তি। আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ 'কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি খরযানাদীন্যধন্যানি' ইতি। মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মন্যন্তে। তত্রাপি ভবতু নাম সূচ্যমানস্য বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্য তু স্ত্রীদর্শনাদের্ভবত্যেব বৈতথ্যং বাধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্। যদুক্তমাহ হীতি তদেবং সতি ভাক্তং ব্যাখ্যাতব্যং যথা লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতীতি। নিমিত্তমাত্রত্বাদেবমুচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব

স্বপ্নে যে সমুদায় রূপ দেখা যায়, তাহা শুভাশুভ সূচক, কেবল মায়া মাত্র নহে। যে মায়া ব্যক্ত করিবার উপায় নাই কিন্তু সে কোনও বস্তু, যেমন অব্যক্ত আত্মা অবস্তুভূত নহে তদ্রূপ। বস্তু যেমন লোকেতে তত্ত্বের দ্বারা জানা যায়, পক্ষী বলিলেই পক্ষী বুঝায়, এই প্রকার স্বপ্নেও রূপ দেখা যায়, কি কারণে শুভাশুভসূচক জানা যায়, এইরূপ শ্রুতি আছে, স্বপ্নে যদি স্ত্রী দেখে তাহা হইলে শুভ, আর স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণ পুরুষ দেখে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হয়। সুতরাং স্বপ্ন শুভাশুভের সূচক। স্বপ্নে পরমাত্মাকে দেখা যায় না কেন? স্বপ্ন মায়িক, তাই বলিয়া তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই, এমন নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক। এই কথা শ্রুতিতে ও শুনা যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন। শ্রুতি যথা,—"যদি স্বপ্নে কাম্যকর্ম্মবিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই সন্দর্শনের দ্বারা সে কার্য্যের সমৃদ্ধি বা সুসিদ্ধি হইবে। স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে বিনষ্ট করে"। ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায়। স্বপ্নাধ্যায়বেত্তৃগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণাদি শুভ এবং গর্দ্দভারোহণাদি অশুভ। মন্ত্রের দ্বারা, দেবতানুগ্রহের দ্বারা ও ওষধি বিশেষ সেবন দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট হয়, সেই সকলের অনেক গুলি সত্য। এতাবৎ প্রবন্ধে এই বলা হইল যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যতে সত্য ঘটনার বোধক। ফলিতার্থ

লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতি। এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতে স হি কর্ত্তেতি চোচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতি। নিমিত্তত্বঞ্চ রথাদিপ্রতিভাননিমিত্তমোদত্রাসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কর্ত্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্। অপি চ জাগরিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদাদিত্যাদিজ্যোতির্ব্যতিকরাচ্চাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং দ্রষ্টৃর্দুর্ব্বিবেচনমিতি তদ্বিবেচনায় স্বপ্ন উপন্যস্তঃ। তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নোচ্যেত স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন নির্ণীতং স্যাৎ। তস্মাদ্রথাদ্যভাববচনশ্রুত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতেন নির্ম্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্। যদপ্যুক্তং 'প্রাজ্ঞমেনং নির্ম্মাতারমামনন্তি' ইতি, তদপ্যসৎ। শ্রুত্যন্তরে 'স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি' ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ। ইহাপি চ 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি' ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব

এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক স্ত্রীসন্দর্শনাদি মিথ্যা। প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব উপপন্ন হয়। স্বপ্নের তথ্যরূপতাপক্ষে যে শ্রুতি প্রমাণ আছে, তাহা গৌণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্ত মাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে লাঙ্গল গোপ্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুত লাঙ্গল গবাদির চালক নহে। সেইরূপ নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, সুপ্ত রথাদি সৃষ্টি করে এবং সুপ্ত রথাদির সৃজনকর্ত্তা। কিন্তু তিনি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না। স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর হর্ষ বিষাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে যে, সেই সেই স্বপ্ন দর্শনের কারণীভূত সুকৃত দুষ্কৃত সেই সেই স্বপ্নদর্শনের কর্ত্তৃরূপ নিমিত্ত কারণ। অন্য কথা এই যে, জাগ্রৎ কালে বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ থাকে, এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের ব্যতিকর থাকে, সেই কারণে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশকতা তৎকালে দুর্ব্বিবেচনীয় হয়। আত্মার সেই দুর্ব্বিবেচ্য স্বয়ম্প্রকাশকতাকে সুবিবেচ্য করিবার জন্য শ্রুতি কথিত প্রকার স্বপ্ন বর্ণন করিয়াছেন। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া যদি রথাদি সৃষ্টি বাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশকতা সুখ নির্ণীত হইবে না। অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির সাহায্যে রথাদি সৃষ্টি বাক্যের গৌণার্থ গ্রহণ করা উচিত। রথাদি সৃষ্টি শ্রুতির ন্যায় নির্ম্মাণ শ্রুতিরও গৌণার্থ

এবাহয়ং কামানাং নির্ম্মাতা সঙ্কীর্ত্ত্যতে। তস্য তু বাক্যশেষেণ তদেব শুক্রন্তদ্‌ব্রহ্মেতি জীবভাবং ব্যাবর্ত্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিবদিতি ন ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুধ্যতে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাজ্ঞব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বাস্বেবাবস্থাস্বধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্তু নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদিত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদিসর্গস্যাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যাস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্॥ ৪॥

গ্রহণ করা হইয়াছে। বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্ন পদার্থের নির্ম্মাণ কর্ত্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা সাধু নহে, কেননা, অন্য শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপার বিশেষ, যথা—"জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদ্দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্ম্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাশ্রিত বুদ্ধি বৃত্তির ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নানুভব করেন"। কঠ শ্রুতিতেও ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে এই যে ইনি জাগ্রত থাকেন, এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য স্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ স্বাপ্নপদার্থের নির্ম্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে তিনিই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম, এই শেষবাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবানুবাদের পর জীবভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্ম ভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্ম প্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে, এই মাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য। আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ মায়িক মিথ্যা, এই সকল "তদনন্যত্বং" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাবৎ না ব্রহ্ম সাক্ষাৎ

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

অথাপি স্যাৎ পরস্যৈব তাবদাত্মনোঽংশো জীবোঽগ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গঃ, তত্রৈবং সতি যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবত এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তী। ততশ্চ জীবস্যৈশ্বর্য্যবশাৎ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি। অত্রোচ্যতে। সত্যপি জীবেশ্বরয়োরংশাংশীভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবেশ্বরবিপরীতধর্ম্মত্বং। কিং পুনর্জ্জীবস্যেশ্বরসমানধর্ম্মত্বং নাস্ত্যেব ন নাস্তীতি। বিদ্যমানমপি তু তৎ তিরোহিতং অবিদ্যাব্যবধানাৎ। তৎপুনস্তিরোহিতং সং

কার হয়, তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিত রূপে থাকে, কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত, এই মাত্র বিশেষ প্রভেদ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ। পরমাত্মা লক্ষ্য করে, যে ধ্যান হইতেছে তাহা স্বপ্নেতে লুক্কায়িত থাকে, তন্নিমিত্ত পরমাত্মার অভিধ্যান ও তিরোহিত ভাব দ্বারা পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ হয়।

সকলের পর যিনি সেই শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করা ব্যক্ত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এই পুরুষের বন্ধ মোক্ষ হয় না। যখন স্বপ্নে অন্য দিকে মন যায় তখনই বন্ধ। যে স্বপ্নে ব্রহ্মের এক ভাব দেখে অর্থাৎ যে স্বপ্নে কিছু দেখেনা, সেই মুক্ত।

বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ-প্রকাশ শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তিও জীবেশ্বরের সমান। জীব যখন ঈশ্বরাংশ ও ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট, তখন এইরূপ হইতেও পারে যে, ঐশ্বর্য্য বলে জীবের সৃষ্টি সঙ্কল্প হয়। সেই সঙ্কল্পে সত্য স্বপ্নরথাদির সৃষ্টি হয়। ফলিতার্থ, সত্য সঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশিভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ। জীব অসত্য সঙ্কল্প, কিন্তু ঈশ্বর সত্য সঙ্কল্প ইত্যাদি। তাহা হইলে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই বলা যায় না, আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত। আবরণ বিধ্বস্ত হইলেই তাহা প্রকাশ পায়। যে জীব পরমেশ্বরের অহংগ্রহ উপাসনায়

পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোর্ব্বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতস্যেব দৃক্শক্তিরৌষধবীর্য্যাদীশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদেবাবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাম্। কুতঃ। ততো হি ঈশ্বরাদ্ধেতোরস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্য স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্বন্ধস্তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাত্তু মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপহানিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ' ইত্যেবমাদ্যা ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

কস্মাৎ পুনর্জ্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি যুক্তস্তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরতিরস্কৃতত্বং বিস্ফুলিঙ্গস্যেব দহনপ্রকাশয়োঃ। অত্রোচ্যতে সত্যমেবৈ-

---

রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্য বিশিষ্ট, ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবে-রই অবিদ্যা আচ্ছাদন তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়। যেমন তিমির যোগে দৃক্শক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঔষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন পূর্ব্ববৎ দৃক্শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও স্বভাবতঃই যে সর্ব্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। সেই কারণেই ঈশ্বর নিমিত্তক বদ্ধভাব ও মুক্ত ভাব। ঈশ্বর স্বরূপত অজ্ঞাত থাকায় বদ্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এই কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন, যথা—"সেই দেবকে অহং জ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাশের অর্থাৎ বন্ধনরজ্জুর বিনাশ হয়। ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়"। তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্ত্যদেহপাত ও সিদ্ধ দেহ লাভ হয়। তাহা হইলেই বন্ধমোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অণিমাদিরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তৎপরে সে কেবল অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বৈতরহিত ও আপ্তকাম হয়। এই শেষার্দ্ধে সগুণজ্ঞানের ক্রমমুক্তি ফল বলা হইল এবং পূর্ব্বার্দ্ধে নির্গুণ জ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবে। মূল কথা পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে স্বাপ্নিক রথাদির তিরোভাব হয়। কেবল পরমেশ্বরই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের নিয়ামক ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ। জগতে পরমাত্মার যাহার অভিধ্যান আছে ও তিরোহিত নহে, তাহার শরীর যোগ থাকায় ও না থাকায় সে পরমাত্মাই হইতেছে।

সোঽপি তু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাত্তবতি। অস্তি চাত্রোপমা যথাগ্নের্দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্যাপ্যরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোভবতঃ। যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্য। এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতদেহাদ্যুপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ। বাশব্দো জীবেশ্বরয়োরন্যত্বাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। নন্বন্য এব জীব ঈশ্বরাদস্ত তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যত্বাৎ কিং দেহযোগকল্পনয়া। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যন্যত্বং জীবস্যেশ্বরাদুপপদ্যতে। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত'ইত্যুপক্রম্য 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য' ইত্যাত্মশব্দেন জীবস্য পরামর্শাৎ। 'তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইতি চ

যে স্বপ্নেতে দেখেনা, সর্ব্বদা ব্রহ্মে থাকে, সে জীবন্মুক্ত, সে বেঁচে থেকে মুক্ত, তাহার পক্ষে বাঁচা মরা দুই সমান'। স্বপ্নেতে বুদ্ধি দ্বারা দেখে।

জীব পরমাত্মার অংশ, অথচ, তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য নাই, ইহার কারণ কি? যেমন বিস্ফুলিঙ্গের দাহশক্তি ও প্রকাশশক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি জীবেরও জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতিরস্কৃত থাকা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু দেহ সম্বন্ধ থাকায় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়ানুভব, এই সকল থাকায় তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত আছে। ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যদ্রূপ দাহশক্তি ও প্রকাশ শক্তি থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে, তদ্রূপ জীবেরও অবিদ্যাজনিত নামরূপকৃত দেহাদি সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত হয়। জীবও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অল্প, দেহসম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব, এই প্রকার কল্পনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে। জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বর ভিন্নতা উপপন্ন হয় না। কেন, তাহা বলিতেছি, "সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন" এই উপক্রমের পর বলা হইয়াছে, "জীবরূপী আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক" এই শ্রুতি আত্মা শব্দের দ্বারা জীবের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, পরমাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিও আছে, যথা—"হে শ্বেতকেতো! সেই সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই

জীবায়োপদিশতীশ্বরাত্মতম্। অতোঽনন্ত এবেশ্বরাৎ জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরো-হিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি। অতশ্চ ন সাঙ্কল্পিকী জীবস্য স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিসিদ্ধির্ঘটতে। যদি চ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে সৃষ্টিসিদ্ধিঃ স্যাৎ নৈবানিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ। ন হি কশ্চিদনিষ্টং সঙ্কল্পয়তে। যৎপুনরুক্তং জাগরিতদেশশ্রুতিঃ স্বপ্নস্য সত্যত্বং খ্যাপয়তীতি ন তৎ সাম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব বিরোধাৎ। শ্রুত্যৈব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্য দর্শিতত্বাৎ। জাগরিতপ্রভববাসনা নির্ম্মিতত্বাত্তু স্বপ্নস্য তত্তুল্য-নির্ভাসত্বাভিপ্রায়ং তৎ। তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্॥ ৬॥

তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ॥ ৭॥

স্বপ্নাবস্থায় পরিক্ষিতা। সুষুপ্তাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে। তত্রৈতাঃ সুষুপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। ক্বচিৎ শ্রূয়তে 'তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন

তুমি।" এই শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ করিয়া তাহারই ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্যই বলিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও দেহ সংযোগ হওয়ায় বিলুপ্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়াছেন। যেহেতু জীব তিরস্কৃত জ্ঞানৈশ্বর্য্য, সেই হেতু তিনি স্বপ্নে সঙ্কল্পের দ্বারা সত্য রথাদি সৃজন করিতে পারেন না। স্বাপ্নিক সৃষ্টি সঙ্কল্প পূর্ব্বিকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কোন্ ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট সঙ্কল্প করে? বলিয়াছিলে যে, জাগরিত দেশ শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিবে, বস্তুতঃ তাহা করিবে না। সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য অভিহিত হয় নাই। স্বপ্ন জাগ্রৎ বাসনা-প্রভব। সেই কারণে স্বপ্নকে জাগ্রৎ তুল্য বলা হইয়াছে। অন্যথা, আত্মার স্বয়ম্প্রকাশকত্বের ব্যাঘাত ও শ্রুতি কর্তৃক স্বাপ্নরথাদির মিথ্যাত্ব কথন বাধিত হইবেক। উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে॥ ৬॥

সূত্রার্থ। যখন নাড়ীতে আত্মার স্থিতি হয়, তখনই স্বপ্ন দর্শনের অভাব হয়, ইহা শ্রুতি বলিতেছেন।

আত্মার দ্বারা আত্মার স্থিতি, ইহা বৃহদারণ্যকোপনিষদীয় শ্রুতি। যখন

বিজানাতি আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি' ইতি। অন্যত্র তু নাড়ীরেবানু-ক্রম্য শ্রূয়তে 'তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে' ইতি। তথান্যত্রাপি না-ড়ীরেবানুক্রম্য 'তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি। অথা-স্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি' ইতি। তথান্যত্রাপি 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ-স্তস্মিন্ শেতে' ইতি। তথান্যত্র 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। তথা প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্' ইতি চ। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতানি নড্যাদীনি পরস্পরনিরপেক্ষতয়া ভিন্নানি সুপ্তিস্থানানি আহোস্বিৎ পরস্পরাপেক্ষতয়ৈকং সুপ্তিস্থানমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। ভিন্নানীতি। কুতঃ। একার্থত্বাৎ নহেকার্থানাং কচিৎপরস্পরাপেক্ষত্বং দৃশ্যতে

সুপ্ত হয় তখন কিছুই জানিতে পারে না। যখন হিতা নামে দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যক নাড়ী হৃদয়ে পূরিত হইয়া ভালরূপে স্থির থাকে, তখন যেন একটী কুমার বা মহারাজার অথবা মহাব্রাহ্মণের মত আত্যন্তিক দুঃখ বিনষ্ট হইয়া অত্যানন্দ অবস্থায় অবস্থিতি করে। তখন কোনও কামনা করে না, কোনও স্বপ্নও দেখে না। বাজপক্ষী যেমন পরিশ্রান্ত হইয়া স্থির থাকে, কেশাগ্র শতধা প্রবিভক্ত স্বরূপ সূক্ষ্ম আত্মাও সুষুপ্তি অবস্থায় তদ্বৎ সুস্থির থাকে। সেখানে আত্মায় অভিভূত হইয়া আত্মা স্বপ্ন দেখে না এবং সকল তত্ত্ব আত্মাতে থাকে, তিনি কিছুই দেখেন না, শুনেন না, তিনিই বিজ্ঞানাত্ম পুরুষ, কূটস্থে থাকেন। কি প্রকারে তাঁহার বিপরীত বোধ হয় অর্থাৎ অন্যদিকে মন যায়, তাহা পরসূত্রে বিবৃত হইতেছে।

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল। এইক্ষণে সুষুপ্ত্যবস্থা বিচারিত হইবে। সুষুপ্তি বিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। একস্থানে শুনা যায়, "যে প্রকারে সুপ্ত হয়, সেই প্রকার এই—জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্যকরণ নির্ব্যাপার হয়, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মানোলয় হেতু প্রসন্ন হয়, জীব তখন নাড়াস্থানগত থাকেন"। স্থানান্তরেও নাড়ী অনুক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, "সেই সকল নাড়ী দ্বারা প্রত্যবসর্পনপূর্ব্বক পুরীতৎ নাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন। অন্য শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে, যখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দর্শন করেন না, তখন অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের

ব্রীহিযবাদীনাম্। নাড্যাদীনাঞ্চৈকার্থতা সুষুপ্তৌ দৃশ্যতে 'নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি পুরীততি শেতে' ইতি চ তত্র তত্র সপ্তমীনির্দ্দেশস্য তুল্যত্বাৎ। ননু নৈবং সতি সপ্তমীনির্দ্দেশো দৃশ্যতে 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি। নৈষ দোষঃ। তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্য গম্যমানত্বাৎ। বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈষী জীবঃ সমুপসর্পতি, ইত্যাহ। 'অন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে' ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্য সত উপাদানাৎ। আয়তনঞ্চ সপ্তম্যর্থঃ। সপ্তমীনির্দ্দেশোঽপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে 'সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে' ইতি। সর্ব্বত্র চ বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং সুষুপ্তং ন বিশিষ্যতে। তস্মাদেকার্থত্বান্না-ড্যাদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপায়োপসর্পতীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—তদভাবো নাড়ীষাত্মনি চেতি। তদভাব ইতি তস্য প্রকৃতস্য

সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।" আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ শুনা যায়, এই যে হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ, এই আকাশে শয়ন করেন। আবার শ্রুতিতে অন্য প্রকারও শুনা যায়, যথা—হে সোম্য শ্বেতকেতো! সেই সময়ে সৎসম্পন্ন হয়, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মার সম্যক্ পরিষক্ত হওয়ায় বাহ্য ও আন্তর জানিতে পারে না, বিশেষ জ্ঞান থাকে না। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই সকল কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক্ পৃথক্ সুপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে ও কখন ব্রহ্মে শয়ন করেন? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে একই সুপ্তিস্থান? কথাটার অর্থ এই যে, জীব কি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে সুপ্ত হন, অথবা নাড়ীপথে পুরীতৎ গমন করতঃ পরমব্রহ্মে শয়ান হন? প্রথমতঃ আপত্তি হইতেছে যে, এই সকল সুপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন, অথবা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ বিকল্প। ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে এই সকলের একার্থতা স্থির থাকিতে পারে। যে সকল পদার্থ একার্থ—একই প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত, সেই সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্পে দৃষ্ট হয়, যেমন ব্রীহি ও যব প্রভৃতি। যেমন উদয়কালীন হোম, অনুদয় কালীন হোম, এই কাল দ্বয়ের ব্যবস্থায় ইচ্ছা বিকল্পে যে কোনও এককালে হোম করিলেই শাস্ত্রার্থ রক্ষিত হইয়া থাকে। মনুও বলিয়াছেন, যথা—

স্বপ্নদর্শনস্যাভাবঃ সুষুপ্তমিত্যর্থঃ। নাড়ীষাত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যা-দীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কুতঃ। তচ্ছ্রুতেঃ। তথা হি সর্ব্বে-ষামেষাং নাড্যাদীনাং তত্র তত্র সুপ্তিস্থানত্বং শ্রূয়তে তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে হ্যেবং পক্ষেঃ বাধঃ স্যাৎ। নম্বেকার্থত্বাদ্বিকল্পে নাড্যাদীনাং ব্রীহিযবাদিবদিত্যুক্তম্। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশমাত্রেণৈকার্থত্বং বিকল্পশ্চাপততি। নানার্থত্বসমুচ্চয়য়োরপ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশদর্শনাৎ। প্রাসাদে শেতে পর্য্যঙ্কে শেত ইত্যেবমাদিষু। তথেহাপি নাড়ীষু পুরীততি ব্রহ্মণি চ স্বপিতীত্যেতদুপপন্নতে সমুচ্চয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি' ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং

"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথাবর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥
একার্থতয়া বিবিধং কল্পতে ইতি বিকল্পঃ"।

পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ব্রীহিযবের উপদেশ, সেই জন্য তাহাদের পর-স্পরাপেক্ষা নাই। ব্রীহিও যব কেহই কাহারও অপেক্ষা করেনা। তাহাতেই ব্রীহি যবের বিকল্প সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ ব্রীহি দ্বারা যাগ করিলেও হইতে পারে, যবের দ্বারা যাগ করিলেও যাগ সিদ্ধি হইবে। সেইরূপ শ্রুতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায়। নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে গমন করেন, এই সমস্ত পদে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস আছে। তাহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সুপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত এই সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত। অর্থাৎ নাড়ীগত হইলেও সুপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইলেও সুপ্তি হয়। যদি বল, "সতা সৌম্য তদা", এই শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইবে না। যেহেতু, এই তৃতীয়া বিভক্তিই সপ্তম্যর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বাক্যের শেষে আছে যে, জীব আয়তনান্বেষী হইয়া ব্রহ্মে উপগত হয়, অন্য কোথায়ও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়। আয়তন বা আশ্রয়ই সপ্তমী বিভক্তির অর্থ। বাক্য শেষে সুস্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে, যথা—"ব্রহ্মে একীভূত হইয়াও তাহা জানেন

প্রাণস্য চ সুষুপ্তৌ শ্রাবয়তি। একবাক্যোপাদানাৎ। প্রাণস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং 'প্রাণস্তথানুগমাদ্' ইত্যত্র। যদ্যপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ী সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি 'আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি' ইতি তত্রাপি প্রদেশান্তর প্রসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোঽপ্রতিবেধান্নাড়ীদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাব তিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে। ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুধ্যতে। নাড়ীভিরপি ব্রহ্মোপসর্পন্ সুপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি। যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি গত এব স গঙ্গায়াং ভবতি। অপি চাত্র রশ্মিনাড়ীদ্বারাত্মকস্য ব্রহ্মলোকমার্গস্য বিবক্ষিতত্বান্নাড়ীস্তুত্যর্থং সুপ্তিসংকীর্ত্তনম্। নাড়ীষু সুপ্তো ভবতীত্যুক্তা 'অতস্তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি' ইতি ব্রুবন্ নাড়ীঃ প্রশংসতি। ব্রবীতি চ পাপ্মস্পর্শাভাবে হেতুং 'তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি। তেজসা নাড়ীগতে পিত্তাখ্যেনাভিব্যাপ্ত-

---

না যে, আমরা ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম সুপ্তি। তাহা সর্ব্বত্রই সমান। নাড়ী স্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে সর্ব্বস্থানেই সমান, কোনও ইতর বিশেষ নাই।" এই সকল দেখিয়া বলা যায়, জীব সুষুপ্তির জন্য নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাত্মা, এই তিনের বিকল্পিত বা অন্যতম প্রদেশে উপগত হন। এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে যে, তদভাব নাড়ীতে ও আত্মায় ঘটনা হয়। তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্ন সন্দর্শনের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি। তাহা নাড়ী ও আত্মা উভয় সমুচ্চিত স্থানে হয়। অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য এক যোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখনও পুরীতৎ প্রভৃতিতে এই প্রকারে উপগত হন না। যে হেতু, শ্রুতি এ প্রকার হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী, পুরীতৎ ও সৎ, এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত আছে। তদ্রূপ কখন সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে তাহা হয় না। এক প্রয়োজনে কথিত ব্রীহিযবাদির ন্যায় সুপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে এক বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেই যে একার্থ বিকল্প হয়, তাহার কোনও নিয়ম নাই। অনেকার্থতা ও সমুচ্চয়, এই উভয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। 'প্রাসাদে শয়ন করে ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করে' ইত্যাদির ন্যায় (কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যঙ্কে, এইরূপ বিকল্প নহে)। নাড়ীতে, পুরীততে ও ব্রহ্মে সু

করণো ন বাহ্যান্ বিষয়ানীক্ষত ইত্যর্থঃ। অথবা তেজসা ইতি ব্রহ্মণ এবায়ং নির্দ্দেশঃ। শ্রুত্যন্তরে 'ব্রহ্মৈব তেজ এব' ইতি তেজঃশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রযুক্তত্বাৎ। ব্রহ্মণা হি তদা সম্পন্নো ভবতি নাড়ীদ্বারেণ অতস্তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতীত্যর্থঃ ব্রহ্মসম্পত্তিশ্চ পাপ্মস্পর্শাভাবে হেতুঃ সমধিগতঃ। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে। অপহত পাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবঞ্চ সতি প্রদেশান্তর প্রসিদ্ধেন ব্রহ্মণা সুপ্তিস্থানেনানুগতো নাড়ীনাং চয়ঃ সমাশ্রিতো ভবতি। তথা পুরীততোঽপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং সঙ্কীর্ত্তনাৎ তদনুগুণমেব সুপ্তিস্থানত্বং বিজ্ঞায়তে। 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে' ইতি হৃদয়াকাশে সুপ্তিস্থানে প্রকৃতে ইদমুচ্যতে 'পুরীততি শেতে' ইতি। পুরীতদিতি হৃদয়পরিবেষ্টনমুচ্যতে, তদন্ত-

---

হয়, এইরূপ সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত। শ্রুতিও সুষুপ্তিতে নাড়ীর ও প্রাণের সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন, যথা—যখন সেই নাড়ী সমূহে থাকেন, তখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার, স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে একীভূত হন। এই স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রুতিস্থ প্রাণ শব্দ যে ব্রহ্মের বোধক, তাহা "প্রাণস্তথানুগমাৎ" এই সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ সুপ্তি স্থান বলিয়া প্রতীত হয়, যথা—সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সুপ্ত হন ইত্যাদি। সেই সকল শ্রুতির অর্থ গ্রহণ কালে বুঝিতে হইবে, শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়ী সঞ্চরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে গিয়া সুপ্ত হন। এইরূপ অর্থে সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ, নাড়ী পথে ব্রহ্মে অবস্থান পূর্ব্বক যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দ্বারা সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায়। এই সমস্ত শ্রুতির এই তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড্যাকার রশ্মি, অথবা রশ্মি সম্বদ্ধ নাড়ীরূপ পথ। সেই কারণে নাড়ীর প্রশংসার্থ এইরূপ নাড়ী সুপ্তির কথন হইয়াছে। শ্রুতি নাড়ীতে সুপ্ত হন, এই বাক্যের পরই এই কারণে কোনও পাপই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এইরূপ বলিয়া নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে পাপ স্পর্শ হয় না, তাহাও বলিয়াছেন, যথা—সেইকালে তিনি তেজঃসম্পন্ন হন। অভিপ্রায় এই যে, নাড়ীগত পিত্ত নামক তেজোদ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সঞ্চার

র্ত্তিত্বপি হৃদয়াকাশে শয়ানঃ শক্যতে পুরীততি শেত ইতি বক্তুম্। প্রাকার পরিক্ষিপ্তেঽপি হি পুরে বর্ত্তমানঃ প্রাকারে বর্ত্তত ইত্যুচ্যতে। হৃদয়াকাশস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং 'দহর উত্তরেভ্যঃ' ইত্যত্র। তথা নাড়ীপুরীতৎসমুচ্চয়োঽপি 'তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে' ইত্যেকবাক্যোপাদানাদবগম্যতে। সৎ-প্রাজ্ঞয়োশ্চ প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মত্বমেতাসু শ্রুতিষু—ত্রীণ্যেব সুপ্তিস্থানানি সঙ্কীর্ত্তিতানি নাড্যঃ পুরীতদ্ব্রহ্ম ইতি। তত্রাপি চ দ্বারমাত্রং নাড্যঃ পুরীতচ্চ। ব্রহ্মৈব ত্বেক-মনপায়ি সুপ্তিস্থানম্। অপি চ নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্যোপাধ্যাধার এব ভবতি, তত্রাস্য করণানি বর্ত্তন্ত ইতি। ন হ্যুপাধিসম্বন্ধমন্তরেণ স্বত এব জীবস্যাধারঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি ব্রহ্মাব্যতিরেকেন স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। ব্রহ্মাধারত্বমপ্যস্য

অভিভূত হয়, সেই কারণে সে আর বাহিক বিষয় ঈক্ষণে সমর্থ থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান রহিত হয়। অথবা এইরূপ বলিতেও পার যে, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম নাড়ী সকরণ করিতে করিতে তাহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তেজঃ শব্দের ব্রহ্মার্থতা শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ। দেখ ব্রহ্মই তেজ, এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে তেজঃ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পাপস্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্ম সম্পন্ন হওয়া। ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, এই তথ্য "যেহেতু এই ব্রহ্মলোক নিষ্পাপ, সেই হেতু সমুদায় পাপ তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়", এই শ্রুতি দ্বারা জানা যায়। তাহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রদেশান্তর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই সুষুপ্তি স্থান, নাড়ী সমূহ তাহার দ্বার মাত্র। অপিচ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীততের কথন থাকায় জানা যায়, পুরীতৎ সুপ্তি স্থানটী ব্রহ্মেরই অনুগুণ। "এই যে হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী আকাশ, জীব এই আকাশে সুপ্ত হয়" শ্রুতি এইরূপে হৃদয়াকাশকে সুপ্তি স্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন; পরে এই প্রস্তাবেই বলিয়াছেন, "পুরীততে শয়ন করে ও সুপ্ত হয়।" পুরীতৎ শব্দে হৃদয় বেষ্টন। যে হৃদয়াগত আকাশে শয়ন করে, অবশ্যই বলা যায়, সে পুরীততে শয়ন করে। যে প্রাচীর পরিবেষ্টিত পুরীতে বিরাজ করে, অবশ্যই বলা যায়, সে প্রাকারে বিরাজ করে। হৃদয়াকাশ শব্দে ব্রহ্ম, ইহা "দহর উত্তরেভ্যঃ" এই সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। "নাড়ীর দ্বারা প্রতিগমন করিয়া পুরীততে সুপ্ত

সুষুপ্তেনৈবাধারাধেয়ভেদাভিপ্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি তাদাত্ম্যাভিপ্রায়েণ যত্ত আহ 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। স্বশব্দেনাত্মাভিলপ্যতে। স্বরূপমাপন্নঃ সুষুপ্তো ভবতীত্যর্থঃ। অপি চ ন কদাচিজ্জীবস্য ব্রহ্মণা সম্পত্তির্নাস্তি স্বরূপস্যানপায়িত্বাৎ। স্বপ্নজাগরিতয়োস্তূপাধিসম্পর্কবশাৎ পররূপাপত্তিমিবাপেক্ষ্য তদুপশমমাত্রাৎ সুষুপ্তে স্বরূপাপত্তির্বিবক্ষ্যতে। অতশ্চ সুষুপ্তাবস্থায়াং কদাচিৎ সতা সম্পদ্যতে কদাচিৎ ন সম্পদ্যত ইত্যযুক্তম্। অপি চ স্থানবিকল্পাভ্যুপগমেঽপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং তাবৎ সুষুপ্তং ন ক্বচিদ্বিশিষ্যতে তত্র সতি সম্পন্নস্তাবদেকত্বাৎ ন বিজানাতীতি যুক্তং 'তৎ কেন কং

হয়", এই শ্রুতিতে একত্র কথন হেতু নাড়ী পুরীততের সমুচ্চয়ই প্রতীতি হয়, বিকল্প প্রতীতি হয় না। সতের ও প্রাজ্ঞের ব্রহ্মতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সৎ শব্দে ও প্রাজ্ঞ শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। এই সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিনই সুপ্তি স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ এই দুইটী সুপ্তি স্থান, ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। বস্তুতঃ, ব্রহ্মই সুপ্তির অনপায়ী, অবিনশ্বর, মুখ্য বা অদ্বিতীয় স্থান। আরও দেখ, নাড়ীই হউক আর পুরীতৎই হউক যাহা জীবোপাধির আধার বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে, অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিবেক। কিন্তু উপাধি সম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব। কারণ জীব উপাধি শূন্য হইলেই ব্রহ্ম ভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অভিপ্রায় এই যে, সুষুপ্তি অবস্থায় উপাধির লয় হয়, সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু পুরীতৎ অথবা নাড়ী মুখ্য সুপ্তি স্থান হইতে পারে না। বলিতে পার যে, জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবপর নহে। যেহেতু, যে জীব সেই ব্রহ্ম, অথচ সুষুপ্তিতে আধার আধেয় ভাবের ভেদ কথন দৃষ্ট হয়। সেই অভেদ শ্রুতি, যথা—"হে সোম্য! জীব সেই সময়ে সতের সহিত সম্পন্ন হয়। স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ার পর সুপ্ত হয়। অন্য কথা এই যে—যাহা যাহার স্বরূপ, তাহা তাহা হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে কোনও কালে জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হওয়া নাই, এমন নহে। স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধি সম্পর্ক থাকায় পররূপাপত্তির ন্যায় থাকেন, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহার উপশম হয়। তাহাই তাহার স্বরূপ প্রাপ্তি ও সৎ সম্পা।

বিজানীয়াৎ' ইতি শ্রুতেঃ। নাড়ীষু পুরীততি চ শয়ানস্য ন কিঞ্চিদবিজ্ঞানে কারণং শক্যং বিজ্ঞাতুং ভেদবিষয়ত্বাৎ 'যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ' ইতি শ্রুতেঃ। নমু ভেদবিষয়স্যাপ্যতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞানে স্যাৎ। বাঢ়মেবং স্যাৎ যদি জীবঃ স্বতঃ পরিচ্ছিন্নোঽভ্যুপগম্যেত যথা বিষ্ণুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্যতীতি ন তু জীবস্যোপাধিব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদো বিদ্যতে। উপাধিগত-মেবাতিদূরাদিকারণবিজ্ঞান ইতি যদ্যুচ্যেত তথাপ্যুপাধেরুপশান্তত্বাৎ সত্যেব সম্পন্নো ন বিজানাতীতি যুক্তম্ ন চ বয়মিহ তুল্যবং নাড়্যাদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদ-য়ামঃ। ন হি নাড্যঃ সুপ্তিস্থানং পুরীতচ্চেত্যনেন বিজ্ঞানেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি।

হওয়া এবং এই অর্থই শ্রুতির বিবক্ষিত। অতএব সুষুপ্তাবস্থায় কখন সং-সম্পন্ন নহে, এই কথা অসঙ্গত। ইচ্ছা হয়, স্থান বিকল্প স্বীকার কর, কিন্তু তাহাতে বিশেষ বিজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ সুষুপ্তির ভেদ হইবে না। সর্ব্বত্রই একত্ব ও সং সম্পন্নতা হেতু বিজ্ঞান রহিত হয়। ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয় সিদ্ধ। শ্রুতি যথা—সেই সময় কে কি দিয়া কি দেখিবে ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পুরীততে শয়ন করিলে যে বিশেষ বিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ নাই। আত্মৈকত্ব ব্যতীত অন্য সমস্তই ভেদের বিষয়। ভেদ জ্ঞানের স্থান। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আত্মা যে সময়ে অন্যের ন্যায় থাকেন, সেই সময়ে অন্য হইয়া অন্য দর্শন করেন।" যদি বল, দ্বৈতাজ্ঞানের প্রতি দূরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই দ্বৈত অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে, কিন্তু জীবের সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক নহে। বিষ্ণু-মিত্র দূরদেশে, সেই জন্য সে আপন গৃহে দেখে না। কিন্তু জীব তদ্বৎ দূরবর্ত্তী নহে। জীবের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, দৃশ্য হইতে যে দ্রষ্টার দূরবর্ত্তিত্ব তাহা সোপা-ধিক। যেহেতু, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে, উপাধি দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। যদি উপাধিনিষ্ঠ দূরতা তাদৃশ অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিত স্থলে উপাধি নাই, উপাধি প্রশমিত হইয়াছে। সুতরাং সং সম্পন্ন হওয়ায় দ্বৈতাভাব প্রযুক্ত তৎকালে দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়তা মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করি না। কেননা, নাড়ী সুপ্তি স্থান, কি পুরীতৎ সুপ্তি স্থান? ইহা জানি-

ন হ্যেতদ্বিজ্ঞানপ্রতিবদ্ধং ফলং কিঞ্চিৎ শ্রূয়তে। নাপ্যেতদ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কস্যচিদঙ্গমুপদিশ্যতে। ব্রহ্ম ত্বনপায়ি সুপ্তিস্থানমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়ামঃ। তেন তু বিজ্ঞানেন প্রয়োজনমস্তি। জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণং স্বপ্নজাগরিতব্যবহার বিমুক্তত্বাবধারণঞ্চ। তস্মাদাত্মৈব সুপ্তিস্থানম্ ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥

যস্মাচ্চাত্মৈব সুপ্তিস্থানমত এব কারণাৎ নিত্যবদেবাঽস্মাদাত্মনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে। কুত এতদাগাদিত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনাবসরে 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ' ইত্যাদি। 'সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে' ইতি চ। বিকল্প্যমানেষু তু সুষুপ্তিস্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ প্রতিবুধ্যতে কদাচিৎ পুরীততঃ কদাচিদাত্মন ইত্যশাসিষ্যৎ। তস্মাদপ্যাত্মৈব তু সুপ্তিস্থানমিতি ॥ ৮ ॥

বার অল্প মাত্রও প্রয়োজন নাই। তদ্বিজ্ঞানের কোনও রূপ ফলও নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে। একমাত্র ব্রহ্মই অনপায়ি সুপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই জানিবার প্রয়োজন। ইহাতে জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন জাগ্রৎ ব্যবহার হইতে তিনি মুক্ত হন, এই নিশ্চয় তত্ত্ব। ইহা দ্বারা উভয় প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সকল কারণে স্বীকার্য্য যে, আত্মাই সুপ্তি স্থান ॥ ৭ ॥

যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান, সেই হেতু শ্রুতি সুষুপ্ত্যধিকারে নিত্য নিয়মিতরূপে আত্মা হইতে প্রবুদ্ধ হওয়া উপদেশ করিয়াছেন। "এইসকল আবার কোথা হইতে আসিল ?" এইপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন, "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ বহির্গত হয়" ইত্যাদি। সৎ হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি। সুপ্তিস্থান যদি বিকল্পিত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখন নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, কখন বা পুরীতৎ হইতে প্রবুদ্ধ হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। অতএব আত্মাই সুপ্তিস্থান, ইহা অসংশয়িত সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

তস্যাঃ পুনঃ সৎসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ কিং য এব সৎসম্পন্নঃ স এব প্রতিবুধ্যতে উতান্যো বেতি চিন্ত্যতে। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ অনিয়ম ইতি। কুতঃ। যদা হি জলরাশৌ কশ্চিজ্জলবিন্দুঃ প্রক্ষিপ্যতে জলরাশিরেব স তদা ভবতি। পুনরুদ্ধরণে স এব জলবিন্দুর্ভবতীতি দুঃসম্পাদম্। তদ্বৎ সুপ্তঃ পরেণৈকত্বমাপন্নঃ সম্প্রসীদতি ন স এব পুনরুত্থাতুমর্হতি। তস্মাৎ স এবেশ্বরো বান্যো বা জীবঃ প্রতিবুধ্যত ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ। স এব তু জীবঃ সুপ্তঃ স্বাস্থ্যং গতঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি নান্যঃ। কস্মাৎ। কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ। বিভজ্য হেতূন্ দর্শয়িষ্যামি কর্ম্মশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ স এবোত্থাতুমর্হতি নান্যঃ। তথা হি পূর্ব্বেদ্যুরনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণোঽপরেদ্যুঃ শেষমনুতিষ্ঠন্ দৃশ্যতে। ন চান্যেন সামিকৃতস্য কর্ম্মণোঽন্যঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তিতুমর্হতি অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদেব এব পূর্ব্বেদ্যুরপরে

বলা হইল, জীব সুষুপ্তিতে সৎসম্পন্ন হয় এবং পুনর্ব্বার তাহা হইতে উত্থিত হয়। এই স্থানে প্রশ্ন এই যে, যে সৎসম্পন্ন হয়, সেই কি প্রতিবুদ্ধ হয়? অথবা অন্য কেহ হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, তাহার কোনও নিয়ম নাই। কেন কোনও নিয়ম নাই, তাহা বলিতেছি। যখন কোনও জলরাশিতে বিন্দুপরিমিত জল প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্ষিপ্ত জল জলরাশিসম্পন্ন হয়। পরে যদি সেই জলরাশি হইতে জলবিন্দু উঠান যায়, তাহা হইলে সেই জলবিন্দু — যে জলবিন্দু পূর্ব্বপ্রক্ষিপ্ত সেই জলবিন্দু, অন্য জলবিন্দু নহে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি সুষুপ্ত জীব সৎসম্পন্ন হওয়ার পর যখন প্রতিবোধ আইসে, তখন যে সুপ্ত হইয়াছিল, সেই যে প্রতিবুদ্ধ তাহা হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ এই সূত্র বলা হইল। সেই জীবই অগ্রে সুপ্ত, পরে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনঃ প্রবুদ্ধ হয়। অন্য অভিনব কেহ উত্থিত হয় না। তৎপ্রতি হেতু, কর্ম্ম, অনুস্মরণ, শব্দ ও বিধি, এই সকল হেতু বিভাগ পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু কর্ম্মের শেষ অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেই হেতু তাহার উত্থান, অন্যের নহে। দেখ, যে পূর্ব্ব দিবসে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, পর দিবসে সেই সে কর্ম্মের শেষ করে। অন্যকৃত কর্ম্মের শেষ করিতে অন্যের প্রবৃত্তি

ত্বাচ্চৈকস্তকর্ম্মণঃ কর্ত্তেতি গম্যতে। ইতশ্চ স এবোত্তিষ্ঠতি যৎকারণমতীতেঽহন্যহ-মদ্রাক্ষমিতি পূর্ব্বানুভূতস্য পশ্চাৎ স্মরণমন্যস্যোত্থানে নোপপদ্যতে। ন হ্যন্যদৃষ্টম-ন্যোঽনুস্মর্ত্তুমর্হতি। 'সোঽহমস্মি' ইতি চাত্মানুস্মরণমাত্মান্তরোত্থানে নাবকল্পতে। শব্দেভ্যশ্চ তস্যৈবোত্থানমবগম্যতে 'তথা হি পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌যদ্ভবন্তি তদাভবন্তি' ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধাধিকারে পঠিতা নাত্মান্তরোত্থানে সামঞ্জস্যমীয়ুঃ। কর্ম্মবিদ্যাবিধিভ্যশ্চৈবমেব গম্যতে। অন্যথা হি কর্ম্মবিদ্যাবিধয়োঽনর্থকাঃ স্যুঃ। অন্যোত্থানপক্ষে হি সুপ্তমাত্রো মু-

---

হইবে কেন? হয় বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেক। অতএব, পূর্ব্বাপর দিবসে অনুষ্ঠিত একই কর্ম্ম এবং তাহার কর্ত্তাও এক। যে সুপ্ত হয়, সেই যে পুনরুত্থিত হয়, তৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, পূর্ব্বদিবসে আমি দেখিয়াছি, এইপ্রকার অনুভব করিয়া পরদিবসে তাহার স্মরণ করে—আমি ইহা দেখিয়া-ছিলাম। এই অনুস্মৃতি অন্যের উত্থানে সঙ্গত হয় না। একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। "সেই আমি আজও আছি" এই যে আত্মানু-স্মৃতি, এই অনুস্মৃতিও আত্মান্তরের উত্থানে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুপ্ত আত্মারই উত্থান, ইহা শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি যথা—"সুষুপ্ত পুরুষ জাগরণের উদ্দেশে পুনর্ব্বার যেরূপে সেই সেই ইন্দ্রিয়স্থানে গমন করে, সেই-রূপে প্রতিযোনিতে আগমন করেন" "এইসকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে, অথচ জানেনা যে, আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি। পূর্ব্বপ্রবোধে যেরূপ ছিল, সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক প্রভৃতি যেরূপ ছিল, পরপ্রবোধে সে তাহাই হয়"। সুষুপ্ত্যধিকারে পরিপঠিত এই সকল শব্দ আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয় না। কর্ম্মের ও উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকাতেও সুপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয়। যদি সুপ্তের উত্থান না হইয়া আত্মা-ন্তরের উত্থান নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবিধি ও বিদ্যাবিধি ব্যর্থ হইবে। যাহাদের মতে অন্যের উত্থান, তাহাদের মতে কর্ম্ম অথবা জ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন নাই। কেননা, সুষুপ্তি হইলেই মুক্তি হয়। সুষুপ্তিই শেষ, এইরূপ হইলে

চ্যেত ইত্যাপদ্যেত। এবং চেৎ স্যাৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কর্ম্মণা বিদ্যয়া বা কৃতং স্যাৎ। অপি চান্যোত্থানপক্ষে যদি তাবচ্ছরীরান্তরে ব্যবহারমাণো জীব উত্তিষ্ঠেৎ তত্রব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠেত কল্পনা-নর্থক্যং স্যাৎ। যো হি যস্মিন্ শরীরে সুপ্তঃ স তস্মিন্নোত্তিষ্ঠতি, অন্যস্মিন্ শরীরে সুপ্তোঽন্যস্মিন্নুত্তিষ্ঠতি ইতি কোঽস্যাং কল্পনায়াং লাভঃ স্যাৎ। অথ মুক্ত উত্তিষ্ঠেৎ অন্তবান্মোক্ষঃ আপদ্যেত। নিবৃত্তাবিদ্যস্য চ পুনরুত্থানমনুপপন্নম্। এতেনেশ্বরোত্থানং প্রত্যুক্তম্। নিত্যনিবৃত্তাবিদ্যত্বাৎ। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশৌ চ দুর্নিবারবন্যোত্থানপক্ষে স্যাতাম্। তস্মাৎ স এবোত্তিষ্ঠতি নান্য ইতি। যৎপুনরুক্তং যথা জলরাশৌ প্রক্ষিপ্তো জলবিন্দুর্নোদ্ধর্তুং শক্যতে এবং সতি সম্পন্নো জীবো নোৎপতিতুমর্হতীতি, তৎ পরিহ্রিয়তে। যুক্তং তত্র বিবেককারণাভাবাজ্জলবিন্দো-

---

কালান্তরফল কর্ম্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি? মানুষ কেন মিছামিছি সেই সকল কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? যে সুপ্ত হয়, তাহার উত্থান হয় না, নূতনের উত্থান হয়, এতৎপক্ষে শরীরান্তর ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, সুতরাং সে পক্ষে ব্যবহারলোপপ্রাপ্তি দোষ আছে। যদি বল, তাহা নহে, সুপ্ত জীবই উঠে, তাহা ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে। যে যে শরীরে সুপ্ত হয়, সে যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে সুপ্ত হইয়া অন্য শরীরে উঠে, এইরূপ কল্পনার প্রয়োজন? সেইরূপ কল্পনায় লাভ কি? মুক্তাত্মার উত্থান হয় বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব আপত্তি হইবে। অপিচ, যাহার অবিদ্যা বিনাশ হইয়াছে, তাহার উত্থান উপপন্নই হয় না। মুক্তাত্মার উত্থান নিষেধ দ্বারা ঈশ্বরাত্মার উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে। তিনি নিত্যমুক্ত, কোনও কালে তিনি অবিদ্যাস্পৃষ্ট নহেন। অন্য আত্মার উত্থান পক্ষে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতপ্রনাশ এই দুই দোষ দুর্নিবার্য্য। এইসকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত, সেই আত্মাই প্রবুদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, যেমন জলবিন্দু জলরাশিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য, তেমনি জীব সতে একীভূত হইয়া যাওয়ায় সে জীবের উত্থান অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশিমধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য, কেননা, সেস্থলে বিবেক কারণের অভাব আছে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে তাহার অভাব নাই। প্রকৃত স্থলে বিবেক কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে।

রনুকরণম্। ইহ তু বিদ্যতে বিবেককারণং কর্ম্ম চ বিদ্যা চেতিবৈষম্যম্। দৃশ্যতে চ দুর্ব্বিবেচনয়োরপ্যংস্মজ্জাতীয়ৈঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংসৃষ্টয়োর্হংসেন বিবেচনম্। অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোঽন্যো বিদ্যতে যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সতো বিবিচ্যেত। সদেব তূপাধিসম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যত ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্। এবং সতি যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুবৃত্তিস্তাবদেকজীবব্যবহারঃ। উপাধ্যন্তরগতায়ন্তু বন্ধানুবৃত্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ। স এবায়মুপাধিঃ স্বাপপ্রবোধয়োর্ব্বীজাঙ্কুরন্যায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ প্রতিবুধ্যত ইতি যুক্তম্॥ ৯॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ॥ ১০॥

অস্তি মুগ্ধো নাম যং মূর্চ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি। স তু কিমবস্থ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে। তিস্রস্তাবদবস্থাঃ শরীরস্থস্য জীবস্য প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ

জীবের কর্ম্ম ও বিদ্যা এই দুই এর দ্বারা সেই কিনা তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাত্মায় জীবের প্রবেশ সমান নহে। তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে। ক্ষীরনীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অস্মদাদির না থাকিলেও তাহা হংস জাতীয় জীবের আছে। অন্য কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীব নামক পদার্থ নাই যে তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিবে। পরমাত্মাই উপাধি সম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা অনেকবার বলা হইয়াছে ও দেখান হইয়াছে। অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অনুবর্ত্তন, তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার এবং উপাধ্যন্তরে বন্ধানুবর্ত্তন হইলে তাহা অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বীজাঙ্কুর সমান। সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুই এর মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় স্থিত॥ ৯॥

মুগ্ধ নামক একটী অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মূর্চ্ছা বলে, সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। এতদ্ভিন্ন আর একটী অবস্থা আছে, তাহা শরীর হইতে অপসর্পন। এই অবস্থাটী চতুর্থী বলিয়া গণ্য। জীবের এই

সুষুপ্তমিতি। চতুর্থী শরীরাদপসৃপ্তিঃ। ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবস্য শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধাস্তি। তস্মাচ্চতসৃণামেবাবস্থানামন্যতমাবস্থা মূর্চ্ছেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন তাবন্মুগ্ধো জাগরিতাবস্থো ভবিতুমর্হতি। ন হ্যয়মিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানীক্ষতে। স্যাদেতৎ। ইষুকারন্যায়েন মুগ্ধো ভবিষ্যতি। যথেষুকারো জাগ্রদপি ইষ্বাসক্তমনস্তয়া নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত এবং মুগ্ধো মুষলসম্পাতাদিজনিতদুঃখানুভবব্যগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত ইতি। ন। অচেতয়মানত্বাৎ। ইষুকারো হি ব্যাপৃতমনা ব্রবীতীষুমেবাহমেতাবন্তং কালমুপলভমানোঽভূবমিতি মুগ্ধস্তু লব্ধসংজ্ঞো ব্রবীত্যন্ধে তমস্যহমেতাবন্তং কালং প্রক্ষিপ্তোঽভূবং ন কিঞ্চিন্ময়া চেতিতমিতি। জাগ্রতশ্চৈকবিষয়াসক্তচেতসোঽপি দেহো বিধ্রিয়তে মুগ্ধস্য তু দেহো ধরণ্যাং পততি। তস্মাৎ ন জাগর্ত্তি। নাপি স্বপ্নান্ পশ্যতি

চারি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও অবস্থা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে কথিত হয় নাই। সেই কারণে পাওয়া যায়, মুগ্ধাবস্থাটী এই চারিটীর মধ্যে একটী। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল, "মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ"। মুগ্ধাবস্থাটী জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট নহে। কেননা, মূর্চ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করেন না। আচ্ছা এমন হইতেও ত পারে যে, মুগ্ধ ইষুকারের ন্যায়? ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্তচিত্ত হওয়ায় বিষয়ান্তর দর্শন করে না, তেমনি, মূর্চ্ছিত ব্যক্তিও প্রহার জনিত দুঃখানুভবনিমগ্ন থাকায় বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তরে বক্তব্য তাহা নহে। কেননা, মুগ্ধের চৈতন্য থাকে না, চৈতন্য লুপ্ত থাকে। ইষুকার ইষু নির্ম্মান ব্যাপারে লিপ্ত থাকে বটে, কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে, এতক্ষণ আমি ইষু মাত্র দেখিতে ছিলাম, অন্য কিছু দেখি নাই। কিন্তু মূর্চ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এই পর্য্যন্ত আমি ঘোর অন্ধকারে নিপতিত ছিলাম। আরও দেখ, জাগ্রৎ-কালে চিত্ত এক বিষয়াসক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধৃত থাকে, কিন্তু মূর্চ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়। প্রদর্শিত কারণে মুগ্ধ পুরুষ জাগ্রৎ নহে। মুগ্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, মূর্চ্ছিতের তাহা থাকে না। মূর্চ্ছিত মৃতও নহে। তৎপ্রতি কারণ, মূর্চ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উষ্মা থাকে। অত মূর্চ্ছিত হইলে লোকে জীবিত আছে কি

নিঃসংজ্ঞত্বাৎ। নাপি মৃতঃ প্রাণোষ্মণোর্ভাবাৎ। মুগ্ধে হি জন্তৌ মৃতোঽয়ং স্যাৎ ন বা মৃত ইতি সংশয়ানা উষ্মাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালভন্তে নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোঽস্তি নাস্তীতি চ নাসিকাদেশম্। যদি প্রাণোষ্মণোরস্তিত্বং নাবগচ্ছন্তি ততো মৃতোঽয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারণ্যং নয়ন্ত্যথ তু প্রাণমুষ্মাণং বা প্রতিপদ্যন্তে ততো নায়ং মৃত ইত্যধ্যবসায় সংজ্ঞালাভায়াভিষজ্যন্তি। পুনরুত্থানাচ্চ ন দিষ্টং গতঃ। ন হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি। অস্তু তর্হি সুষুপ্তো নিঃসংজ্ঞত্বাদমৃতত্বাচ্চ। ন। বৈলক্ষণ্যাৎ। মুগ্ধঃ কদাচিচ্চিরমপি নোচ্ছ্বসিতি সবেপথুরস্য দেহো ভবতি ভয়ানকঞ্চ বদনং বিস্ফারিতে নেত্রে। সুষুপ্তস্তু প্রসন্নবদনস্তুল্যকালং পুনঃ পুনরুচ্ছ্বসিতি নিমীলিতে অস্য নেত্রে ভবতঃ। ন চাস্য দেহো বেপতে পাণিপেষণমাত্রেণ চ সুষুপ্তমুত্থাপয়ন্তি ন তু মুগ্ধং মুদ্গরঘাতেনাপি। নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ। মুষলসম্পাতাদিনিমিত্ত-

---

মৃত হইয়াছে বলিয়া সংশয় করে, অনন্তর উষ্মা আছে কিনা জানিবার জন্য তাহার হৃদয়দেশে হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কিনা জানিবার জন্য নাসিকা দেশে হস্তার্পন করে। যদি প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব অনুভব না হয় তবে তখন তাহারা নিশ্চয় করে, এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাহার দেহ দাহার্থ শ্মশান ভূমে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব জানিতে পারে তাহা হইলে নিশ্চয় করে, এই ব্যক্তি মরে নাই, জীবিত আছে, তখন তাহারা তাহার সংজ্ঞালাভার্থ যত্নবান্ হয়। অপিচ মুগ্ধের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। যে যমলোকে গিয়াছে, সে কি আর ভদ্দেহে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয়? মূর্চ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, সুখ দুঃখ মুক্তও হয়, সুতরাং মূর্চ্ছা সুষুপ্তিমধ্যে নিবিষ্ট। ইহার প্রত্যুত্তর তাহা নহে। কেননা, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। মূর্চ্ছিত জন্তু যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধপ্রাণ থাকে, তাহার দেহ অনেক সময় সকম্প থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ্য হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয়; কিন্তু সুষুপ্তের বদন সুপ্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ নিষ্কম্প এবং তাহার শ্বাস প্রশ্বাস সমান নিয়মে নির্ব্বাহিত হয়। অপিচ, হস্তাবমর্দ্দনদ্বারা সুপ্তকে উত্থিত করা যায়, কিন্তু মুদ্গরপ্রহারেও মূর্চ্ছিতের উত্থান হয় না। মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির কারণ এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদি কারণে মূর্চ্ছা হয়, শ্রান্তিবশ

স্থান্মোহস্ত শ্রমনিমিত্তত্বাচ্চ স্বাপস্ত। ন চ লোকেঽস্তি প্রসিদ্ধির্মুগ্ধঃ সুপ্ত ইতি। পরিশেষাদর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধতেত্যবগচ্ছামঃ। নিঃসংজ্ঞত্বাৎ সম্পন্ন ইতরস্মাচ্চ বৈলক্ষণ্যাদসম্পন্ন ইতি। কথং পুনরর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধতেতি শক্যতে বক্তুম্। যাবতা সুপ্তং প্রতি তাবদুক্তং শ্রুত্যা 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নোভবতি। অত্র স্তেনোঽস্তেনোভবতি। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্' ইত্যাদি। জীবে হি 'সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ প্রাপ্তিঃ সুখিত্বদুঃখিত্বপ্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি। ন চ সুখিত্বপ্রত্যয়ো দুঃখিত্বপ্রত্যয়োবা সুষুপ্তে বিদ্যতে। মুগ্ধেঽপি তৌ প্রত্যয়ৌ নৈব বিদ্যেতে। তস্মাদুপাধ্যুপশমাৎ সুষুপ্তবন্মুগ্ধেঽপি কৃৎস্নসম্পত্তিরেব ভবিতুমর্হতি নার্দ্ধসম্পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে। ন ব্রুমো মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তির্জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি। কিং তর্হি। অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্য ভবতি মুগ্ধত্বমর্দ্ধেনাবস্থান্তরপক্ষস্যেতি ব্রুমঃ। দর্শিতে চ মোহস্য স্বাপেন সাম্যবৈষম্যে। দ্বারঞ্চৈতন্মরণস্য। যদাস্য সাবশেষং কর্ম্ম ভবতি তদা বাঙ্মনসে প্রত্যা-

---

শ্রমকারণে সুষুপ্তি হয়। অপিচ, কোনও লোকে মূর্চ্ছিতকে সুপ্ত বলে না। এই সকল কারণে, পরিশেষ প্রযুক্ত, মুগ্ধতা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। সংজ্ঞা শূন্যতা বিধায় সম্পন্ন এবং সুষুপ্তি ও মরণ হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। যদি বল, মূর্চ্ছা অর্দ্ধ সম্পত্তিরূপা, এই কথা বলিতে পার কৈ? শ্রুতি সুষুপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন - "তখন সৎসম্পন্ন হয়, এই সময়ে চোরও সাধু হয়, দিন ও রাত্রি ঐ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না, জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত এই সকল কিছুই থাকে না" ইত্যাদি। জীব যে সুকৃত দুষ্কৃত প্রাপ্ত হয়, তাহা সুখিত্ব দুঃখিত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক, কিন্তু সুষুপ্তিতে সুখিত্ব জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত হওয়ায় মূর্চ্ছাও সুষুপ্তির ন্যায় পূর্ণ সম্পত্তি, অর্দ্ধসম্পত্তি নহে। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা বলি না যে, মূর্চ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্দ্ধ সম্পত্তি হয়। আমরা বলি, মূর্চ্ছায় সুষুপ্ত পক্ষের অর্দ্ধলক্ষণ ও অবস্থান্তরের অর্দ্ধ লক্ষণ আছে। মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মূর্চ্ছা মরণের দ্বারস্বরূপ। যদি তাহার কর্ম্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগত হয়, নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উষ্মা পর্য্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে ব্রহ্মজ্ঞগণ অর্দ্ধ সম্পত্তি বলিতে

গচ্ছতঃ। যদা তু নিরবশেষং কর্ম্ম ভবতি তদা প্রাণোঽপ্যপগচ্ছতঃ। তস্মাদর্দ্ধসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি। যত্তূক্তং ন পঞ্চমীকাচিদবস্থা প্রসিদ্ধাস্তীতি, নৈব দোষঃ। কদাচিৎকীয়মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ। প্রসিদ্ধা চৈষা লোকায়ুর্ব্বেদয়োঃ। অর্দ্ধসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পঞ্চমী গণ্যত ইত্যনবদ্যম্॥ ১০॥

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ১১॥

যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্ত্যাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে তস্যেদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্দ্ধার্য্যতে। সন্ত্যুভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ'সর্ব্বকর্ম্মাঃ সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। কিমাসু শ্রুতিষূভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমুতান্যতরলিঙ্গম্ যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং তদাপি সবিশেষমুত নির্ব্বিশেষমিতি মীমাংসা-

---

ইচ্ছা করেন। বলিয়াছিলে যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মূর্চ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ নহে, কদাচিৎ হয়। তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোকে ও আয়ুর্ব্বেদে উহার প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্দ্ধ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ায় উহা পঞ্চমস্থানে গণ্য হইতে পারে না॥১০॥

সুষুপ্ত্যাদিতে উপাধি বিলয় হওয়ায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, ইদানীং শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইবে। শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে। "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মবোধক এবং "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন" ইত্যাদি বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিব? ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ? না অন্যতর লিঙ্গ? যদি অন্যতর রূপ বুঝিতে হয়, তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোন্ রূপ? সবিশেষরূপ? না নির্ব্বিশেষ রূপ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষত্রয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, উভয় চিহ্নান্বিত শ্রুতি বাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ। এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে সূত্রকার বলিতেছেন, পরব্রহ্মের স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা উপপন্ন হয় না। বস্তু এক-

ন্তে। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রুত্যনুগ্রহাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ। অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। ন হ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশঃ স্বভাবঃ সম্ভবতি। ন হি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি। ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

অথাপি স্যাৎ, যদুক্তং নির্ব্বিকল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম নাস্য স্বতঃ স্থানতো

অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্ত ও বটে, এবং তদ্বিপরীত ও বটে, ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য নহে। কেননা তাহা বিরুদ্ধ। একবস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ না হউক, কিন্তু স্থানাদি উপাধি দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে? দেখিতে গেলে তাহাও অযুক্ত। উপাধি যোগেও এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না, হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কি কখনও অলক্তকাদি উপাধির যোগে অস্বচ্ছ স্বভাব হয়? তবে যে রক্ত স্ফটিক বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রম। পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা ও অবিদ্যা জনিত পদার্থ, সেই জন্য সে সকল মিথ্যা। মিথ্যা দ্বারা আবরণ ব্যতীত সত্যের অন্য কোন বৈপরীত্য ঘটে না। অতএব, অন্যতর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্ব্বিশেষ রূপই স্বীকার্য্য। ব্রহ্ম স্বরূপ প্রতিপাদক। "তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ" ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদয় বেদান্ত বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ করিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সর্ব্ব প্রকার বিশেষ রহিত নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মই উপাসকের জ্ঞেয় ॥ ১১ ॥

যদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পক একরূপ ও তাঁহার কি স্বতঃ কি

বোভয়লিঙ্গত্বমস্তীতি, তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতি-বিদ্যং ব্রহ্মণ আকার উপদিশ্যন্তে 'চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম ষোড়শকলং ব্রহ্ম বামনত্বাদিলক্ষণং ব্রহ্মত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ। তস্মাৎ সবি-শেষত্বমপি ব্রহ্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্। ননূক্তং নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অয়মপ্যবিরোধঃ। উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্য। অন্যথা হি নির্ব্বিষয়মেব ভেদ-শাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ। নেতি ব্রূমঃ। কুতঃ। প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ। প্রত্যুপাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রং 'যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজো-ময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা' ইত্যাদি। অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগো ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি শক্যতে বক্তুম্। ভেদস্যোপাসনার্থত্বাদভেদে তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

পরন্তঃ কোনও রূপ ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা উপপন্ন হয় কৈ? প্রতি উপাসনাতেই যে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ আছে? যথা—চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনত্বাদি গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে। সুতরাং ঐ সকল অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য্য। যদি বল, ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হইয়াছে। তাহার প্রত্যুত্তর, সেইরূপ দ্বৈরূপ্য বিরুদ্ধ নহে। যেহেতু তাহা উপাধিকৃত। ইহা স্বীকার না করিলে ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না। এই মতের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলেন, তাহাও নহে। কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক ঔপাধিক ভেদে ভেদ বিপরীত বলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধ শব্দেও তাহা শুনাইয়াছেন, যথা—"যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা"।

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় নহে, এমন কথা বলা হইল না। বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ পারমার্থিক নহে। ভেদের কথন উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অভেদে ॥ ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

অপি চৈবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্ব্বকমভেদদর্শনমেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি—

"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ॥ ইতি তথান্যেঽপি 'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ' ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকস্বভাবত্বমধীয়তে। কথং পুনরাকারবদুপদেশিনীষনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষু সতীষনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্ব্বিপরীতমিত্যোতদুত্তরং পঠতি ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ। কস্মাৎ। তৎপ্রধানত্বাৎ। 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম, দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ' ইত্যেবমাদীনি

এক শাখা ভেদ দর্শনের নিন্দা ও অভেদ দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন, যথা—"এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইহাঁতে কোনও রূপ নানাত্ব নাই। যে ইহাতে বৃথা নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যুর দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়। জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদি বিষয় ও তদুভয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর, এই তিন মনন করিলে কথিত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে পারিবেক"। এই শ্রুতি ভোগ্য ও ভোক্তা ও নিয়ন্তা—এতল্লক্ষণ প্রপঞ্চের ব্রহ্মস্বভাবতা বলিয়াছেন। যদি কেহ বলেন, সাকার নিরাকার উভয় বোধক শ্রুতিবাক্য আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা হয়, সাকার স্থির করা হয় না, এতৎ প্রতি কারণ? সূত্রকার তাহার উত্তর দিতেছেন ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্ম রূপাদিরহিত, ইহাই স্থিরকরা কর্ত্তব্য। রূপাদি সৎ অর্থাৎ সাকার স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যনিচয় নিরাকার ব্রহ্ম প্রধান। সে সকল বাক্য নিরাকার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করে। "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্ব্বাহক, নাম ও রূপ যাঁহার

হি বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং 'তত্তু সমন্বয়াৎ' ইত্যত্র। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাশ্রুতং নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যমিতরাণি ত্বাকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি। উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি তানি। তেষসতি বিরোধে, যথাশ্রুতমাশ্রয়িতব্যং সতি তু বিরোধে তৎপ্রধানান্যতৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি—এষ বিনিগমনায়াং হেতুর্যেনোভয়াস্বপি শ্রুতিষু সতীষু নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্বিপরীতমিতি। কা তর্হ্যাকারবদ্বিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিরিত্যত আহ ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

যথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোঽঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাত্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবম্প্রতিপদ্যমানেষু তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যত এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারমিব প্রতিপদ্যতে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ আকার-

---

অন্তরে তিনি ব্রহ্ম, তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, তিনি অজ, সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, এই আত্মা ব্রহ্ম ও সকলের অনুভূতিস্বরূপ" এই সকল বাক্য যে মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাববোধ করায় তাহা "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সেই জন্য বলি, ঐ সকল শ্রুতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্ম প্রধান এবং সাকার ব্রহ্মবোধক বাক্যরাশিকে উপাসনাবিধি প্রধান বলিয়া অবধারণ কর। অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ কর। বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয় কর। এই বিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু সাকার নিরাকার এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ। বলিতে পার যে, তবে সাকার বোধিকা শ্রুতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন ॥ ১৪ ॥

যেমন সূর্য্য সম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও তাহা ঋজু বক্রাদি ভাবপ্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে ঋজুবক্রাদি ভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে পৃথিব্যাদির আকারপ্রাপ্তের ন্যায় হন। অতএব উপাসনার উদ্দেশে পৃথি-

বিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুধ্যতে। এবমর্থবত্ত্বমাকারবদ্‌ব্রহ্মবিষয়াণামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নন্বেবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাতং নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণোঽস্তীতি তদ্বিরুধ্যতে, নেতি ব্রূমঃ। উপাধিনিমিত্তস্য বস্তুধর্মতানুপপত্তেঃ। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। সত্যামেব চ নৈসর্গিক্যামবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি তত্র তত্রাবোচাম ॥ ১৫ ॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥

আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম 'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। নাস্যাত্মনোঽন্তর্ব্বহির্ব্বা চৈত-

---

ব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকার বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ জানিবে। বেদান্তবাক্যের কতক সার্থক কতক নিরর্থক, এইরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। সমস্ত বেদবাক্য প্রমাণ। সেই বিষয়ে কোনও রূপ ইতরবিশেষ নাই। যদি এমন বল যে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধিযোগেও পরব্রহ্মের উভয়লিঙ্গতা অসম্ভব। সম্প্রতি আবার বলা হইল, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম আকার প্রাপ্তের ন্যায় হন, সুতরাং পূর্ব্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আমরা বলি বিরুদ্ধ হয় নাই। যেহেতু যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত, তাহা বস্তুর ধর্ম নহে। তাহা অবিদ্যাকৃত। উপাধি মাত্রেই অবিদ্যাকর্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাতেই লৌকিক ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার অবতারিত হইয়াছে, একথা তত্তৎপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ও হইবে। ১৫।

শ্রুতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য। যথা, "যেমন লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মা অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন"। ইহাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই; চৈতন্য ভিন্ন অন্যরূপ নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্ব্বকালিক

ন্তাদন্যদ্রূপমস্তি। চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্য স্বরূপম্। যথা সৈন্ধবঘনস্যান্তর্বহিশ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি ন রসান্তরন্তথৈবায়মপীতি॥ ১৬॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে॥ ১৭॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং 'অথাত আদেশো নেতি নেতি। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যেবমাদ্যা। বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে 'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তূষ্ণীং বভূব। তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ব্রূমঃ খলু ত্বন্তু ন বিজানাস্যুপশান্তোঽয়মাত্মা' ইতি। তথা স্মৃতিষ্বপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে"॥

রূপ। যদ্রূপ লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ আত্মা অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী—তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই॥ ১৬॥

শ্রুতি পররূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, "দ্বৈত কথনের পর জ্ঞান কারণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে, তাহাও ব্রহ্ম নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়, তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক্, বাক্য ও মন যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে আরও শুনা যায়, বাস্কলি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্ম বলিয়াছিলেন। বাস্কলী "হে ভগবন্! ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান" এই রূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার "ব্রহ্ম বলুন" বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি জানিতে পারিতেছ না যে, এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈক রস অদ্বৈত"। অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিশেষতা হেতু তাহা বাক্য পথের অতীত, বলিবার অযোগ্য; সুতরাং নিরুত্তর, তাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর। স্মৃতিতেও পররূপ নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা, "যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি;

ইত্যেবমাদ্যাহুঃ। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি"॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

যত এব চায়মাত্মা চৈতন্যস্বরূপো নির্ব্বিশেষো বাঙ্মনসাতীতঃ পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্যোঽত এব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমোপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু—

'যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা' ইতি।

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ"।

ইতি চৈবমাদিষু। অত্র প্রত্যবস্থীয়তে ॥ ১৮ ॥

যাহার জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে তাহাই জ্ঞেয়। জ্ঞেয় পরব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এই রূপে অভিহিত হন"। স্মৃত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন, "তুমি যে আমাকে দিব্য গন্ধাদিযুক্ত দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না" ॥ ১৭ ॥

যেহেতু আত্মা চৈতন্য স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং পররূপ প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার উপাধিকৃত মিথ্যা বিশেষ ভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যথা—"যদ্রূপ এই জ্যোতির্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত হওয়ায় বহুর ন্যায় হইয়াছেন, এই আত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্নভূতে অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় এক ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন" ইত্যাদি। এই স্থানে পূর্ব্বপক্ষবাদীগণ এই মতে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক প্রৌঢ়িতার সহিত আপত্তি করেন ॥ ১৮ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ১৯ ॥

ন জলসূর্য্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে তদ্বদগ্রহণাৎ। সূর্য্যাদিভ্যো হি মূর্ত্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্ত্তং জলং গৃহ্যতে তত্র যুক্তঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বোদয়ো ন ত্বাত্মাঽমূর্ত্তো ন চাস্মাৎ পৃথগ্‌ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ। সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বানন্যত্বাচ্চ। তস্মাদযুক্তোঽয়ং দৃষ্টান্ত ইতি। অত্র প্রতিবিধীয়তে ॥ ১৯ ॥

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয় সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥

যুক্ত এব ত্বয়ং দৃষ্টান্তো বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষিতমংশং মুক্ত্বা সর্ব্বসারূপ্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যতে। সর্ব্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যকাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নম্। শাস্ত্রপ্রণীতস্য তস্য প্রয়োজনমাত্রমুপন্যস্যতে। কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যমিতি তদুচ্যতে বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। জলগতং হি

আত্মাতে জলসূর্য্যের সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, সে প্রকারে তাঁহার গ্রহণ হয় না। জল মূর্ত্ত, সূর্য্যও মূর্ত্ত পদার্থ, পরন্তু সূর্য্যাদি মূর্ত্ত পদার্থ হইতে মূর্ত্তজল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয়। অতএব জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের উদয় যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং তাহা হইতে পৃথক্ ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই। না থাকার কারণ, তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বাভিন্ন। সেই জন্যই বলা হইল, আত্মায় জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। বিষম দৃষ্টান্তে অভ্রান্ত অনুমান হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান এই—॥ ১৯ ॥

এই দৃষ্টান্ত ন্যায্য যেহেতু, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ সুসম্ভব। বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বসারূপ্য কেহ কখনও দেখাইতে পারিবেন না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত, কে দার্ষ্টান্তিক, তাহা জানা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক ভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। অপিচ, এই যে জলসূর্য্যক দৃষ্টান্ত, এই দৃষ্টান্ত অস্মদাদির কল্পিত নহে, উহা শাস্ত্র প্রণীত। সূত্রে এই শাস্ত্র প্রণীত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য বিবক্ষিত? সেইজন্য

সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে জলহ্রাসে হ্রসতি জলচলনে চলতি জলভেদে ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ সূর্য্যস্য তথাত্বমস্তি। এবং পরমার্থতোঽবিকৃতমেকরূপমপি সৎ ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্। এবমুভয়োর্দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবিরোধঃ॥ ২০॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণো দেহাদিষূপাধিষ্বন্তরনুপ্রবেশং·

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥

ইতি। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ইতি চ। তস্মাদ্যুক্তমেতৎ—অত

বলিতেছেন, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল হ্রস্ব বা অল্প হইলে প্রতিবিম্ব হ্রস্ব বা অল্প হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাত্বে নানা প্রকার দেখায়। এইরূপে সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী কিন্তু পরমার্থ পক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি পরমার্থ পক্ষে ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায় উপাধি ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধ্যাদি ভজনা করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং ঐ রূপেই দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ বৈষম্য নাই॥ ২০॥

শ্রুতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন, যথা— সেই ঈশ্বর দ্বিপদের দেহ এবং চতুষ্পদের দেহ সৃজন করিয়া চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্ব্বে লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল দেহে প্রবেশ করিলেন, দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পূর্ণ, জীবরূপ আত্মা রূপে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক" ইত্যাদি। অতএব "সূর্য্যের ন্যায়" এই উপমা নাহ্য উপমা, সুতরাং ব্রহ্ম একরূপ নির্ব্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন। ইহা প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটী বিচার কল্পনা করেন। প্রথম

এবোপমা সূর্য্যকাদিবদিতি। তস্মাৎ নির্ব্বিকল্পকৈকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম নোভয়লিঙ্গং ন বিপরীতলিঙ্গঞ্চেতি সিদ্ধম্। অত্র কেচিৎ দ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তি। প্রথমং তাবৎ কিং প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম উত প্রপঞ্চবদনেকাকারোপেতমিতি। দ্বিতীয়ন্তু স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিতি। অত্র বয়ং বদামঃ—সর্ব্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরারম্ভস্যেতি। যদি তাবদনেকলিঙ্গত্বং পরস্য ব্রহ্মণো নিরাকর্ত্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াসস্তৎ পূর্ব্বেণৈব—ন স্থানতোঽপীত্যনেনাধিকরণেন নিরাকৃতমিত্যুত্তরমধিকরণং প্রকাশবচ্চেতি ব্যর্থমেব ভবেৎ। ন চ সল্লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্। বিজ্ঞানঘন এবেত্যাদি শ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ।

বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম কি নিষ্প্রপঞ্চ, একরূপ? অথবা সপ্রপঞ্চ অনেক রূপ? দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ, ইহা সিদ্ধ হইলেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ অন্বেষণীয়। তাহাতে এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি কি সৎ স্বরূপ? না বোধরূপ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয় রূপ? এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত বিচারদ্বয়ের আরম্ভ সর্ব্ব প্রকারে নিষ্ফল। যদি ব্রহ্মের অনেক লিঙ্গতা নিরাকরণের জন্য এ প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুতরাং তাহা ব্যর্থ। কেন না, তাহা "নস্থানতোঽপি" এই পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। পরে যে "প্রকাশাচ্চ" এই সূত্রে দ্বিতীয় বিচার আরম্ভ হইয়াছে, সেই বিচার ব্যর্থ হইতেছে। ব্রহ্ম কেবল সৎ, বোধ লক্ষণ নহেন, এই প্রকার বলিতে পার না। কেননা, তাহাতে বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি শ্রুতির সামর্থক্য ভঙ্গ হয়। এইরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন নিরন্ত চৈতন্য অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে চেতন জীবের আত্মা বলিয়া উপদেশ করিবেন? বোধই ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা নহে, ইহাও বলিতে পারনা। বলিতে গেলে, অস্তি—আছেন, এতদ্রূপে উপলব্ধব্য, ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক। যাহার সত্তানাই, কি প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে পার? সত্তা ও বোধ এই দুইটীই ব্রহ্মের লক্ষণ, এমন কথাও বলিতে পার না। যেহেতু তাহা পূর্ব্বস্বীকৃতের বিরোধী। যে ব্যক্তি সত্তাবিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিতে প্রস্তুত, সেই ব্যক্তির

কথং বা নিরস্তচৈতন্যং ব্রহ্ম চেতনস্য জীবস্যাত্মত্বেনোপদিশ্যেত। নাপি বোধলক্ষণমেব ব্রহ্ম ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্। 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ' ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্তসত্তাকো বোধোঽভ্যুপগম্যেত। নাপ্যুভয়লক্ষণমেব ব্রহ্মেতি শক্যং বক্তুম্। পূর্ব্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। সত্তাব্যাবৃত্তেন বোধেন বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়োপেতং ব্রহ্ম প্রতিজানানস্য তদেব পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত। শ্রুতত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্যানেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ। অথ সত্তৈব বোধো বোধ এব চ সত্তা নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তিরস্তীতি যদ্যুচ্যেত তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিত্যয়ং বিকল্পো নিরালম্বন এব স্যাৎ। সূত্রাণি ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভি-

---

সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্ব বিচারে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা দোষে আপতিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন সুতরাং নির্দ্দোষ,এই কথাও বক্তব্য নহে। কেননা, একের অনেক স্বভাবতা অসিদ্ধ। যদি এমন বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, উভয়ের পরস্পর ব্যাবৃত্তি নাই, তথাপি ব্রহ্ম কি সদ্রূপী না বোধরূপী? এই বিকল্প নিরালম্বন হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে, আমরা এই কয়েকটী সূত্রকে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি। অন্য কথা এই যে, ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য সন্দিগ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের কোনও একটা গতি বলিতে হইবে। সেই গতি বলিবার জন্যই "প্রকাশবচ্চ" ইত্যাদি সূত্রের উত্থান এবং তাহাতেই সেই সকলের সার্থক্য সিদ্ধি হইবেক। অন্য এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিনী শ্রুতিগণও প্রপঞ্চবিলয় দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের বোধক হয়। সেই জন্য সেই সকল শ্রুতির পৃথক্ অর্থ নাই। এই ব্যাখ্যাও সমীচীনা নহে। পরবিদ্যাধিকারে যে প্রপঞ্চ পরিপঠিত, প্রপঞ্চ বিলয় অর্থে সেই সকলের সমাধান হইতে পারে। যেমন এই জীবভাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটী ইন্দ্রিয়। এই ঈশ্বরই ঐ দশ, শত ও সহস্র ইন্দ্রিয় ইত্যাদি। এই সকল ও সেই সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রবিলয়, ইহা হইতেও পারে। কেন না, এই প্রস্তাব সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য এই রূপে অনাকার ব্রহ্ম তাৎপর্য্যে উপসংহৃত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাদিকারে পঠিত,

নীতানি। অপি চ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন বিপ্রতিপন্নাস্বনাকারে ব্রহ্মণি পরিগৃহীতেঽবশ্যং বক্তব্যেতরাসাং শ্রুতীনাং গতিঃ। তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্চেত্যাদীনি সূত্রাণ্যর্থবন্তরাণি সম্পদ্যন্তে। যদপ্যাহুরাকারবাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্রবিলয়মুখেনানাকারপ্রতিপত্ত্যর্থা এব ন পৃথগর্থা ইতি তদপি ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে। কথম্। যে হি পরবিদ্যাধিকারে কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ' ইত্যেবমাদয়স্তে ভবন্তু প্রবিলয়ার্থাঃ। 'তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং' ইত্যুপসংহারাৎ। যে পুনরুপাসনাধিকারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' ইত্যেবমাদয়ো ন তেষাং প্রবিলয়ার্থত্বং ন্যায্যং স ক্রতুং কুর্ব্বীতেত্যেবঞ্জাতীয়কেন, প্রকৃতেনৈবোপাসনবিধিনা তেষাং সম্বন্ধাৎ।

যথা তিনি মনোময়, প্রাণ, শরীর ও দীপ্তিরূপ, ইত্যাদি এ সকলও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা নায্য নহে, যেহেতু, "সেই উপাসক ক্রতু করিবেক" এই রূপ প্রকৃত উপাসনা বিধির সহিতই ঐ সকলের সম্বন্ধ। যদি শব্দার্থ দ্বারা ঐসকল গুণের উপাসনার্থতা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া সে সকলের লয় প্রয়োজন কল্পনা করিতে পারনা। সমুদয় গুণেরই সাধারণ রূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে "অরূপবদেবহি তৎপ্রধানত্বাৎ" এইসূত্র নির্ব্বিষয় হইয়া পড়িবে। এই সকল উপসনার ফলও উপদেশানুসারে কোথায়ও পাপক্ষয়, কোথায়ও ঐশ্বর্য্যলাভ, কোথায়ও বা ক্রমমুক্তি। অতএব, উপাসনা বাক্যের ও ব্রহ্ম বোধক বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই ন্যায্য। একবাক্যতা বা একার্থ হওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে। কি প্রকারেই বা এক বাক্যতা করিবে, তাহাও বলিতে হইবে। এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজও দর্শ পৌর্ণমাস বাক্যের ন্যায় একার্থ হইবে বলিবে, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু, ব্রহ্মবোধক বাক্যে নিয়োগ নাই, নিয়োগ অসম্ভব। ব্রহ্ম বাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য নিয়োগের উপদেশক নহে। এ সকল সবিস্তারে "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে। অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা কিরূপে নিয়োগ অভিপ্রেত, তাহা নিয়োগবাদীকে বলিতে হইবে। কেননা, যে "কর"

শ্রুত্যা চৈবঞ্জাতীয়কানাং গুণানামুপাসনার্থত্বেঽবকল্প্যমানে ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্প্যতে। সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি 'অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ' ইতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্যাৎ। ফলমপ্যেষাং যথোপদেশং কচিৎ দুরিতক্ষয়ঃ কচিদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ কচিৎ ক্রমমুক্তিরিত্যবগম্যত এবেতি। অতঃ পার্থগর্থ্যমেবোপাসনাবাক্যানাং ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ ন্যায্যং নৈকবাক্যত্বম্। কথঞ্চৈষামেকবাক্যতোৎপ্রেক্ষ্যেতেতি বক্তব্যম্। একনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজ দর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিতি চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগাঽভাবাৎ। বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগোপদেশীনীতি। এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং 'তত্তু সমন্বয়াৎ' [বেদা০ অ০ ১। পা০ ১সূ০ ৪] ইত্যত্র। কিংবিষয়কশ্চাত্র

ইত্যাদি প্রকারে নিযুজ্যমান, নিয়োগের সামর্থ্যে সে কোনও এক নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয়। সুতরাং উদাহৃতস্থলে কথিত প্রকার নিয়োগ অভিপ্রেত কিনা, তাহা বলা আবশ্যক। কিন্তু বলিবার বা দেখাইবার উপায় নাই। যদি বল, দ্বৈত প্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়, কেননা, দ্বৈত প্রপঞ্চ বিলাপিত না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শত্রুস্বরূপ দ্বৈত প্রপঞ্চ প্রবিলাপিত করিতে হয়। যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য, প্রপঞ্চবিলাপন তেমনি মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য। ঘট আছে, কিন্তু অন্ধকার নিবন্ধন তাহার জ্ঞান হইতেছে না। এই বিশ্বাসের অনুবলে ঘটতত্ত্বজিজ্ঞাসু যেমন ঘটতত্ত্ব জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অন্ধকার বিলাপিত করে, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক মিথ্যা প্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন। প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বভাব নহেন। তাই নামরূপ প্রপঞ্চ বিলীন হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধ হয়। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চ বিলয় কি? অগ্নিসম্পর্কে যে ঘৃতকাঠিন্য বিলীন হয়, জগৎ প্রপঞ্চকে কি তাহার ন্যায় বিলাপিত করিতে হইবে? অথবা চন্দ্রে নেত্রদোষজনিত দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলাপন যদ্রূপ, ব্রহ্মে অবিদ্যা দোষজনিত নামরূপ প্রপঞ্চের তদ্রূপ বিলাপন করিতে হইবে? এই দৃশ্যমান দেহাদি লক্ষণ আধ্যাত্মিক প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদি লক্ষণ বাহ্যিক প্রপঞ্চ, এই দ্বিবিধ প্রপঞ্চকে যদি ঘৃতকাঠিন্য বিলাপনের ন্যায় বিলাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহা কোনও ব্যক্তির

নিয়োগাঽভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্। পুরুষো হি নিযুজ্যমানঃ কুর্ব্বিতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুজ্যতে। নম্ন দ্বৈতপ্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বাববোধপ্রত্যনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ। যথা স্বর্গকামস্য যাগোঽনুষ্ঠাতব্য উপদিশ্যতে, এবমপবর্গকামস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ। যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটনাদিতত্ত্বং অববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্মতত্ত্বমববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়িতব্যঃ। ব্রহ্মস্বভাবো হি প্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম। তেন নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি। অত্র বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোঽয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নাম। কিমগ্নিপ্রতাপসম্পর্কাৎ ঘৃতকাঠিন্যপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্ত্তব্যঃ, আহোস্বিদেকস্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিদ্যাকৃতে ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চো

শক্য নহে। সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়করণের উপদেশ প্রলাপতুল্য নিরর্থক। অপিচ, প্রথমমুক্তপুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ায় ইদানীং পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত। যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ অদ্বয় ব্রহ্মে অবিদ্যার দ্বারা আরোপিত, সুতরাং এই আরোপিত প্রপঞ্চ বিদ্যার দ্বারা বিলাপিত করিতে হইবেক। এইরূপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত, তিনিই সত্য, তাহাই আত্মা এবং তিনিই তুমি, ইত্যাদি প্রকারে অবিদ্যাধ্যস্ত প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মযাথার্থ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী উপাসককে জ্ঞানগম্য করা শাস্ত্রের কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম যাথার্থ্য জ্ঞানগোচর করাইতে পারিলে আপনা হইতেই বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদূরিত করিবেক, অবিদ্যার অভাব হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপ প্রপঞ্চ স্বাপ্নপদার্থের ন্যায় বিলীন হইবে। ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ ব্রহ্মজ্ঞান কর, এই দুই কথা শতবার বল, তাহা হইলে কস্মিন্কালেও ব্রহ্ম বিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ বিলয়ও হইবে না। যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয়, এই দুই বিষয়ের নিয়োগ নিষ্প্রয়োজনীয়। যেহেতু, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যাথার্থ্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। যেমন রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত হইলে রজ্জু,

বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি। তত্র যদি তাবদ্বিদ্যমানোঽয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিকো বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত স পুরুষমাত্রে-ণাশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রলয়োপদেশোঽশক্যবিষয় এব স্যাৎ। একেন চাদিমুক্তেনপৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ কৃতঃ ইদানীং পৃথিব্যাদিশূন্যং জগদভবিষ্যৎ অথা-বিদ্যাধ্যস্তো ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্নয়ং প্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপ্যেত ইতি ব্রূয়াৎ, ততো ব্রহ্মৈবাবিদ্যাধ্যস্তপ্রপঞ্চপ্রত্যাখ্যানেনাবেদয়িতব্যং 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি' ইতি। তস্মিন্নাবেদিতে বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে তয়া চাবিদ্যা বাধ্যতে ততশ্চাবিদ্যাধ্যস্তঃ সকলোঽয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে। অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিজ্ঞানং কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঞ্চেতি শতকৃত্বোঽপ্যুক্তে ন ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো বা জায়তে। নন্বাবেদিতে ব্রহ্মণি তদ্বিজ্ঞানবিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ো বা নিয়োগঃ স্যাৎ, ন, নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্ম-ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ। রজ্জুস্বরূপপ্রকাশনেনৈব হি তৎস্বরূপবিজ্ঞানমবি-

---

যাথার্থ্যের জ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ মিথ্যা জ্ঞান বিজৃম্ভিত সর্পাদি প্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ হইবে। যাহা কৃত তাহা কৃতির অবিষয়। অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞানে ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিযোজ্যের ন্যায় নিযোজ্য থাকা অসম্ভব। কেন? তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিযোজ্য প্রপঞ্চা-বস্থায় ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইবে, সে নিযোজ্য কে? সেই নিযোজ্য জীব। ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্য হইবে, জীব কি প্রপঞ্চান্তর্গত? না ব্রহ্ম? প্রপঞ্চান্তর্গত হইলে জীব নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা পৃথিব্যাদির ন্যায় বিলাপিত হইবে, জীব বিলাপিত হইলে কে তখন প্রপঞ্চ বিলয় করিবে? কেই বা নিয়োগনিষ্ঠ থাকিয়া মুক্ত হইবে? জীব যদি প্রপঞ্চান্তর্গত না হয় ও ব্রহ্মই হয়, তবে সেপক্ষেও ব্রহ্মের অনিযোজ্যতা আছে। তাহা র যে জীবভাব অবিদ্যাকৃত, সুতরাং ব্রহ্ম বিজ্ঞাপনের নিযোজ্য না থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে। ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন ঘটাদি জ্ঞান ও নিয়োগের অনধীন? ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণে দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক নহে। সে সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র। ইহা দেখ, ইহা শুন, তাহাই জ্ঞান, এই-রূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়, অন্য কিছু অর্থাৎ

দ্যাধ্যস্তসর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি। ন চ কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে। নিযো- জ্যোঽপি চ প্রপঞ্চাবস্থায়াং যোঽবগম্যতে জীবো নাম স প্রপঞ্চপক্ষস্যৈব বা স্যাৎ ব্রহ্মপক্ষস্যৈব বা। প্রথমে বিকল্পে নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনেন পৃথিব্যা- দিবজ্জীবস্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ে নিয়োগ উচ্যেত কস্য বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষোঽবাপ্তব্য উচ্যেত। দ্বিতীয়েঽপি ব্রহ্মৈবানিযোজ্য- স্বভাবং জীবস্য স্বরূপম্। জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে ব্রহ্মণি নিযোজ্যাভাবাৎ নিয়োগভাব এব। দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি পরবিদ্যাধিকারপঠি- তাস্তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানাঃ ভবন্তি। লোকেঽপীদং পশ্যেদমাকর্ণয়েতি চৈবঞ্জাতীয়কেষু নির্দ্দেশেষু প্রণিধানমাত্রং কুর্ব্বিত্যুচ্যতে ন সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্ব্বিতি। জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপি জ্ঞানং কদাচিজ্জায়তে কদাচিৎ ন জায়তে, তস্মাত্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এবদর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন। তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথাবিষয়ং যথাপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ন চ প্রমাণান্তরেনা-

---

জ্ঞান কর, এরূপ বলা হয় না। জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে থাকিলেও কখন কখন প্রতি- বন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতিবন্ধকাভাবে জ্ঞান হয়। সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাসু পুরুষকে জ্ঞানের বিষয় দেখাইয়া দেয়। বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি জ্ঞান জন্মে। বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে আকারে প্রসিদ্ধ, নিযুক্ত পুরুষ তদ্বস্তুকে অন্য আকারে জানিবে, ইহা যুক্তি- বহির্ভূত। আমি শাস্ত্র কর্ত্তৃক নিযুক্ত, শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন, এই জ্ঞানের বশ্য হইয়া যদি কোনও শাস্ত্র নিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণু প্রকারক জ্ঞান জন্মান, তবে সে স্থলে তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না। তাহা একপ্রকার মানসী ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ বিনা চেষ্টায়, আপনা আপনি, এইরূপ অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তবে সেস্থলে তাহা ভ্রান্তি জ্ঞান বলিয়া গণ্য হইবে। জ্ঞান বিষয়ের ও প্রমাণের দ্বারাই জন্মে। এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং শত শত নিয়োগ তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। এবং শত শত নিষেধেও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না। জ্ঞান পুরুষের অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন। যেমন বস্তু তেমনি জ্ঞান হই-

তথাপ্রসিদ্ধেঽর্থেঽন্যথাজ্ঞানং নিযুক্তস্যাপ্যুপপদ্যতে। যদি পুনর্নিযুক্তোঽহমিত্যন্যথা জ্ঞানং কুর্য্যাৎ ন তু তজ্জ্ঞানম্। কিং তর্হি। মানসী সা ক্রিয়া। স্বয়মেব চেদন্যথোৎপদ্যেত ভ্রান্তিরেব স্যাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যং যথাভূতবিষয়ঞ্চ ন তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে ন বা প্রতিষেধশতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে। ন হি তৎ পুরুষতন্ত্রম্। বস্তুতন্ত্রমেব হি তৎ। অতোঽপি নিয়োগাভাবঃ। কিঞ্চান্যৎ—নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব পর্য্যবসন্ত্যাম্নায়ে যদভ্যুপগতমনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্য তদপ্রমাণকমেব স্যাৎ। অথ শাস্ত্রমেবানিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত তদববোধে চ পুরুষং নিযুঞ্জীত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রস্যৈকস্য দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধার্থপরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্। নিয়োগপরতায়াঞ্চ শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা কর্ম্মফলবন্মোক্ষফলস্যাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বঞ্চেত্যেবমাদয়ো দোষা নাপি কেনচিৎ পরিহর্ত্তুং শক্যাঃ। তস্মাদবগতিনিষ্ঠান্যেব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি। অতশ্চৈকনিয়োগপ্রতীতেরেকবাক্যতেত্যযুক্তম্। অভ্যুপগম্যমানেঽপি চ ব্রহ্ম-

---

বেই হইবে। পুরুষ তাহা অন্যথা করিতে পারিবে না। এই জন্যই বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই। নিয়োগ কেবল অনুষ্ঠেয় পদার্থেই সম্ভবে। অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি নিয়োগ প্রধান বল, তাহা হইলে বেদে যে জীবের অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতা কথন আছে, তাহা নিরর্থক ও নিষ্প্রমাণ হইবে। যদি এমন হয় যে, শাস্ত্র অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বলেন ও তজ্-জ্ঞানার্থ পুরুষকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের স্কন্ধে বিরুদ্ধ দুই অর্থ বলার দোষ অর্পণ করা হয়। ব্রহ্ম শাস্ত্রকে নিয়োগ প্রধান বলিতে গেলে শ্রুতিহানি দোষ, অশ্রুত কল্পনাদোষ, কর্ম্মফলের ন্যায় মোক্ষের অদৃষ্টো-ৎপাদ্যতা ও অনিত্যতা, এই দুই দোষ এবং এইরূপ অন্যান্য অপরিহার্য্য অনেক দোষ হইবে; কেহই নিবারণ করিতে পারিবেনা। অতএব, সমু-দায় বেদান্তবাক্য অবগতি অর্থেই পর্য্যবসিত, নিয়োগ অর্থে নহে। বেদান্ত বাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্ব্বোক্ত "এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে" এইকথা যুক্তিবহির্ভূত হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ স্বীকার করিলেও তাহার একত্ব স্বীকার দুর্ঘট। নির্গুণ অথবা সগুণের যে কোনও প্রকারের উপদেশ হউক, বেদান্ত বাক্যে নিয়োগের একত্ব

বাক্যেষু নিয়োগসম্ভাবে তদেকত্বং নিষ্প্রপঞ্চোপদেশেষু সপ্রপঞ্চোপদেশেষু বাঽসিদ্ধম্। ন হি শব্দান্তরাদিভিঃ প্রমাণৈর্নিয়োগভেদেঽবগম্যমান সর্ব্বত্রৈকো নিয়োগ ইতি শক্যমাশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেষু ত্বধিকারাংশেনাহভেদাদযুক্তমেকত্বম্। ন ত্বিহ সগুণনির্গুণচোদনাসু কশ্চিদেকত্বাকারাংশোঽস্তি। ন হি ভারূপত্বাদয়ো গুণা প্রপঞ্চবিলয়োপকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারূপত্বাদিগুণোপকারিণঃ পরস্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কৃৎস্নপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনং প্রপঞ্চৈকদেশাপেক্ষণঞ্চৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুক্তং সমাবেশয়িতুম্। তস্মাদস্মদুক্ত এব বিভাগ আকারবদনাকারোপদেশানাং যুক্ততর ইতি॥ ২১॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ॥ ২২॥

'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ 'মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ' ইত্যুপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরাশ্যেন প্রবিভজ্যাঽমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মহারাজনাদীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, 'অথাত আদেশো নেতি

সিদ্ধ হয়না। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন নিয়োগ প্রতীতি হয় সত্য, কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। সর্ব্বত্র্যাক নিয়োগ প্রথা অবলম্বিত হইতে পারেনা। যেহেতু তাহা অযুক্ত। প্রযাজ ও দর্শপূর্ণ মাস স্থলে অধিকারাংশের ঐক্য থাকায় একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তের সগুণ নির্গুণ উপদেশ স্থলে কোনওরূপ ঐক্যাংশ নাই। বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপত্ব গুণকে প্রপঞ্চ বিলয়ের ও প্রপঞ্চ বিলয়কে দীপ্তিরূপগুণের উপকারী বলা যায় কি? তাহা যায়না। কারণ এই যে, ঐ গুণদ্বয় পরস্পর বিরোধী। বিরুদ্ধতা বিধায় এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চ মধ্যপাতী একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পারনা। অতএব, সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অন্যের কথিত বিভাগ অপেক্ষা অস্মদীয় বিভাগ যুক্ততর॥ ২১॥

"ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্তরূপটী মর্ত্ত্য অর্থাৎ নশ্বর অমূর্ত্তরূপটী অবিনাশী, স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন। সৎ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা বিশেষ বা অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট। ত্যৎ ও এতত্ত্য অর্থাৎ নিত্য-পরোক্ষ" প্রভৃতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিদ্বয়ে বিভক্ত

নেতি। ন হ্যেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণো নেত্যন্যং পরমস্তি' ইতি। তত্র কোঽস্য প্রতিষেধস্য বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে। ন হ্যত্রেদং তদিতি বিশেষিতং কিঞ্চিৎ প্রতিষেধ্যমুপলভ্যতে। ইতি শব্দেন ত্বত্র প্রতিষেধ্যং কিমপি সমর্প্যতে নেতি নেতীতি ইতিপরত্বান্নঞঃ প্রয়োগস্য। ইতি শব্দশ্চায়ং সন্নিহিতালম্বন এবংশব্দসমানবৃত্তিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে 'ইতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ কথয়তি' ইত্যেবমাদিষু। সন্নিহিতঞ্চাত্র প্রকরণসামর্থ্যাদ্রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ। তচ্চ ব্রহ্ম যস্য তে দ্বে রূপে। তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে কিময়ং প্রতিষেধো রূপে রূপবচ্চোভয়মপি প্রতিষেধতি আহোস্বিদেকতরম্। যদাপ্যেকতরং তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি রূপে পরিশিনষ্টি আহোস্বিদ্রূপে প্রতিষেধতি ব্রহ্ম পরিশিনষ্টীতি। তত্র

করিয়া বলিয়াছেন, "অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের সারলিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ, যিনি ঐ সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ। মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণচক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার। তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা। এইরূপে শ্রুতি পরমাত্মার উপাধি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মূর্ত্তামূর্ত্ত বিভাগ কথন পুরঃসর লিঙ্গাত্মার উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রূপ বর্ণন কালে মহারাজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন মহারাজন বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিকবাস, যেমন ইন্দ্রগোপ, তিনিও তেমনি। তাঁহার রূপ বাসনাময়, সুতরাং স্বাপ্নিক বা মায়িক। সেই জন্য তাঁহার স্বরূপ বিচিত্র। ফলিতার্থ এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের সংস্কারীভূত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক আধিভৌতিক লিঙ্গাত্মার, ইন্দ্রিয়ময় আত্মার অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক সূত্রাত্মার স্বরূপ। সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "অতঃপর এই সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ কথন বা বলা যায়, তাহা নহে। যাহা প্রকৃত আদেশ্য, তাহা "তাহা নহে, তাহা নহে" এই নিষেধের নিষেধ্য হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অস্তিরূপ। এখানে জিজ্ঞাসা এই যে, "না বা নহে" এই নিষেধের বিষয় কি? শ্রুতি ঐ নিষেধ বাক্যে কাহার নিষেধ করিয়াছেন। সংশয় হইবার কারণ এই যে, ঐ স্থানে কোনও রূপ নাম নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্যের উল্লেখ নাই। ইহা, তাহা, অমুক, এরূপ কোনও কথা নাই। না থাকায় ঐ নিষেধের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধি হয় না। কেবল ন+ইতি

প্রকৃতত্বাবিশেষাদুভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাশঙ্কামহে। দ্বৌ তৌ প্রতিষেধৌ। দ্বির্নেতিশব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতেঽপরেণ রূপবদ্ ব্রহ্মেতি ভবতি মতিঃ। অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে। তদ্ধি বাঙ্মনসাতীতত্বাদসম্ভাব্যমানসদ্ভাবং প্রতিষেধার্হং ন তু রূপপ্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধার্হম্। অভ্যাসস্ত্বাদরার্থম্। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তচ্চ পরিশিষ্যমাণে কস্মিংশ্চিদ্ভাবেঽবকল্পতে। কৃৎস্নপ্রতিষেধে হি কোঽন্যো ভাবঃ পরিশিষ্যেত। অপরিশিষ্যমাণে চান্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্যৈব পরমার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপদ্যতে। 'ব্রহ্ম তেব্রবাণি'

নেতি এইরূপে ঐ নকারের ইতি শব্দ থাকায় সেই ইতি শব্দে সামান্যতঃ কোন এক অনির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয়। ইতি শব্দ সন্নিহিতবাচী। যেমন এবং শব্দ, তেমনি ইতি শব্দ। বেদেও এবং শব্দের অর্থে ইতিশব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—"উপাধ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ বলিয়াছেন" ইত্যাদি। অতএব, যব সন্নিহিত তাহাই ইতি শব্দের বোধ্য। সন্নিধানে অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রহ্ম, এই রূপদ্বয় যাঁহার এইরূপে বর্ণিত আছে। সুতরাং সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপদ্বয় ও রূপদ্বয় যোগী ব্রহ্ম এতদুভয়ের নিষেধক? অথবা একতরের নিষেধক? যদি একতরের নিষেধক হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কি ব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে? না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে? প্রকৃত স্থলে বিশেষ কথন না থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয়। অপিচ, বারদ্বয়ে নেতি শব্দের প্রয়োগ থাকাতে মনে হয়, এই স্থলে দুইটী নিষেধ। একটীর দ্বারা ব্রহ্মের প্রপঞ্চরূপের ও অন্যটীর দ্বারা রূপবদ্ ব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে। অথবা যাহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে, তাঁহারই নিষেধ হইয়াছে। তিনি বাক্য মনের অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সদ্ভাব অসম্ভাব্যমান। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে। রূপ প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহা নিষেধের অযোগ্য। দুইবার নিষেধ আছে সত্য; তাহার এক উল্লেখের

ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ। 'অসন্নেব স ভবত্যসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ। 'অস্তিত্যেবোপলব্ধব্যঃ' ইত্যবধারণবিরোধাৎ। সর্ব্ববেদান্তব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ। বাঙ্মনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবাভিপ্রায়েণাভিধীয়তে। নহি মহতা পরিকরবন্ধেন 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং' 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যেবমাদিনা বেদান্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তস্যৈব পুনরভাবোঽভিলপ্যেত। প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরমিতি ন্যায়াৎ। অতঃ প্রতিপাদনপ্রক্রিয়া হ্যেষা 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। বাঙ্মনসাতীতমবিষয়ান্তঃপাতিপ্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি। তস্মাৎ ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্তব্যম্। তদেতদুচ্যতে—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতীতি। প্রকৃতং যদেতাবত্ত্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো

আদরার্থতা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন বাক্য মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ দ্বিরুক্তি কৃত হইয়াছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা যায়, উভয় নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ নহে। উভয় নিষেধে শূন্যবাদ আইসে। যদ্রূপ রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক পরমার্থ সৎ আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে মিথ্যার নিষেধ হইয়া থাকে। নিষেধ সঙ্গত হইতে পারে, যদি কিছু শেষ থাকে। সর্ব্ব নিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকেনা। যদি অবশেষ না থাকে তাহা হইলে যাহাতে অন্যের নিষেধ অর্থাৎ যাহাতে নাই বলিবে, তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, এক পরমার্থ সৎ থাকায় তাহার নিষেধে যুক্তিবহির্ভূত হয়। অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হইবে না। যেহেতু, তাহা "তোমাকে ব্রহ্ম বলিব" এই প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ। এবং তাহা, সেও অসৎ হয়, যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, ইত্যাদি বাক্যে যে অসৎ ব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধও বটে। অস্তি আছেন, এই রূপে তিনি উপলব্ধব্য, এই যে অবধারণ অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্ম নিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী। অধিক কি বলিব, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতেগেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে। শ্রুতি তাঁহাকে বাক্য মনের অগোচর বলিয়াছেন

রূপং তদেব শব্দঃ প্রতিষেধতি। তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থেঽধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরং রূপমমূর্ত্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মহারজনাদ্যুপমাভির্দ্দর্শিতমমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ যোগিত্বানুপপত্তেঃ। তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং সন্নিহিতালম্বনেনেতি করণেন প্রতিষেধকনঞং প্রত্যুপনীয়ত ইতি গম্যতে। ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্টং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে ন স্বপ্রধানত্বেন। প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে রূপবতঃ স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' ইতি। তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে। তদাস্পদং হীদং সমস্তং কার্য্যং নেতি নেতীতি

সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব কথিত হয় নাই। প্রমানভূতা শ্রুতি মহাসমারোহে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তহন, ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপ বলিবার প্রয়োজনও নাই। কাদা মাখিয়া তাহা ধৌত করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই ভাল। বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, এই শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই। কিন্তু, ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রণালীমাত্র বলিয়াছেন। ইহাতে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্য মনের অতীত। প্রত্যগাত্মা অবিষয় ও নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ, ঐ নেতি নেতি বাক্য প্রপঞ্চকের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, ইহাই বলিয়াছেন। সূত্রকারও "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি" এই অংশের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ নেতিশব্দের দ্বারা তাহারই নিষেধ হইয়াছে। যাহা প্রকৃত তাহা পূর্ব্বে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দ্বিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটীরূপ যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সার তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাত্মা শব্দে শব্দিত হইয়াছে। এবং সেইরূপটী মহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমান দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অমূর্ত্তভূতের সার স্বরূপ মূর্ত্তবাসনাময় হিরণ্যগর্ভের চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ নাই বলিয়াই উপমান

প্রতিষিদ্ধম্। মুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণশব্দাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনং ন তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ। ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কর্ত্তব্যা—কথং হি শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ প্রতিষেধতি 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং' ইতি। যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দ্দিশতি, লোকপ্রসিদ্ধন্ত্বিদং রূপদ্বয়ং ব্রহ্মণি কল্পিতং পরামৃশতি প্রতিষেধায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি নিরবদ্যম্। দ্বৌ চৈতৌ প্রতিষেধৌ যথাসংখ্যন্যায়েন দ্বে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতিষেধতঃ। যদ্বা পূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভূতরাশিং প্রতিষেধতি। উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা 'নেতি নেতি' ইতি

দ্বারা বুঝাইতে হইয়াছে। এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি শব্দে উপস্থাপিত হইয়া নিষেধাত্মক নকারে উপনীত অর্থাৎ নিষেধ হইয়াছে। পূর্ব্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্মশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণ ভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছেন। রূপদ্বয় প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ যাঁহার সেই দুইরূপ, তাঁহার অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা স্বতঃই জন্মে। তৎপরিপূরণার্থ অথাতো নেতি নেতি আদেশঃ, এই উপক্রম। এই উপক্রমবাক্যে ব্রহ্মের কল্পিতরূপ প্রত্যাখ্যান এবং স্বরূপের বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয়। এই যে কিছু কার্য্য, যে কিছু রূপবান্ বস্তু, সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত। সেই কারণে এসকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এইসকল ব্রহ্মাস্পদ। কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এই সকল মিথ্যা অর্থাৎ আদৌ নাই।

কার্য্যমাত্রেই বাক্যারম্ভ অর্থাৎ কথামাত্র, বস্তু সৎ নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার মূল; সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের উপায় নাই। শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন কেন? কর্দ্দম মাখিয়া ধৌতকরণ অপেক্ষা কর্দ্দম না মাখাই ভাল, এ আশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপদ্বয় প্রতিপাদ্যভাবে উল্লেখ করেন নাই। লৌকিক প্রমাণ প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত কল্পিত তদ্বয়ের অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। এই মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপদ্বয়ের পরামর্শ ও নিষেধাভা কথন শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই কৃত হইয়াছে। ঐ প্রতিষেধদ্বয় যথাসংখ্য ন্যায়ে মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের

বীপ্সেয়মিতীতি যাবৎ। যৎ কিঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যতে তৎ সর্ব্বং ন ভবতীতি তদর্থঃ। পরিগণিতপ্রতিষেধে হি ক্রিয়মাণে যদি নৈতৎ ব্রহ্ম কিমন্যদ্ব্রহ্ম ভবেদিতি জিজ্ঞাসা স্যাৎ বীপ্সায়াস্তু সত্যাং সমস্তস্য বিষয়জাতস্য প্রতিষেধাদবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মেতি জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ। ইতশ্চৈষ এব নির্ণয়ো যতস্ততঃ প্রতিষেধাদ্ভূয়ো ব্রবীতি—অন্যৎ পরমস্তি ইতি। অভাবাবসানে হি প্রতিষেধে ক্রিয়মাণে কিমন্যৎ পরমস্তীতি ব্রূয়াৎ। তত্রৈবাঽক্ষরযোজনা—নেতি নেতীতি ব্রহ্মাদিশ্য তমেবাদেশং পুনর্নির্ব্বক্তি। নেতি নেতীত্যস্য কোঽর্থঃ। ন হ্যেতস্মাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তমস্তীতি। অতো নেতি নেতীত্যুচ্যতে ন পুনঃ স্বয়মেব নাস্তীত্যর্থঃ। তচ্চ দর্শয়তি 'অন্যতঃ পরমপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্মাস্তি' ইতি। যদা পুনরেবমক্ষরাণি যোজ্যন্তে ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চপ্রতিষেধরূপা-

---

প্রতিষেধ করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয় নিষেধে বাসনা রাশির নিষেধ হইয়াছে। কিম্বা "নেতি, নেতি" এই দ্বিরুক্তি প্রয়োগ দ্বারা বীপ্সা প্রয়োগের ফল এই যে, ব্রহ্মে যে কিছু উৎপ্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে, সেই সমস্তই তাহাতে নাই। ইহা নহে, এতাবৎমাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, তবে কি অন্য কিছু? এইরূপ জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। আর বীপ্সা হইলে সমুদায় বিষয়ের ব্রহ্মত্ব নিষেধ হয়, তাহাতে অবিষয় প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মতা নিশ্চিত হয়। নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই জিজ্ঞাসা ও সংশয় থাকে না। প্রদর্শিত যুক্তিতে সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে, শ্রুতি ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চ নিষেধ করিয়া কেবল ব্রহ্মকে অবশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। হেত্বন্তর দ্বারাও এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। হেতুটী এই - শ্রুতি ঐ প্রতিষেধের পর বলিয়াছেন "যাবৎ নিষেধ্য ভিন্ন পরমাত্মা আছেন"। সমুদায় নিষেধযোগ্যের নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম। অর্থাৎ যাহা নিষেধের অযোগ্য, অথচ যাহা নিষেধ সীমা, তাহাই ব্রহ্ম নিষেধ করিতে করিতে যদি কিছু না থাকে, যদি সর্ব্বাভাবই অভিপ্রেত হয়, তবে শ্রুতি পরমস্তি শব্দে কাহাকে বলিলেন? এই ব্যাখ্যা অনুসারে সূত্রস্থ পদের অর্থ এইরূপ—শ্রুতি নেতি, ব্রহ্ম, এরূপ সেরূপ নহে, এইরূপে ব্রহ্মো-

দেশস্মাদন্যৎ পরমাদেশনং ন ব্রহ্মণোঽস্তীতি তদা ততো ব্রবীতি চ ভূয় ইত্যেতন্না-মধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্ । অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং ইতি হি ব্রবীতি' ইতি । তচ্চ ব্রহ্মাবসানে প্রতিষেধে সমঞ্জ-সম্ভবতি । অভাবাবসানে তু প্রতিষেধে কিং সত্যস্য সত্যমিত্যুচ্যেত । তস্মাদ্ ব্রহ্মাবসানোঽয়ং প্রতিষেধো নাভাবাবসান ইত্যধ্যবস্যামঃ ॥ ২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

যত্তৎ প্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম তদস্তি চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি । উচ্যতে । তদব্যক্তমনিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং সর্ব্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ আহ হ্যেবং শ্রুতিঃ 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা । স এষ নেতি নেত্যাত্মা'

পদেশ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, নেতি নেতি, এরূপ নহে । এরূপ নহে এই কথার অর্থ কি ? অর্থ এই যে, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই । সুতরাং নেতি নেতি বলা হইল । ঐ কথায় এমন অর্থ হয় না যে, তিনি স্বয়ং নাস্তি । সেই তাৎপর্য্যই এই বাক্যে দর্শিত হইয়াছে । এই প্রকা-রেও অক্ষর যোজনা করিতে পারা যায় যে, নেতি নেতি এই প্রপঞ্চ নিষেধাত্মক উপদেশ ব্যতীত উৎকৃষ্ট উপদেশ আর নাই । এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে "ততোব্রবীতি চ ভূয়ঃ" এই সূত্রশেষকে নাম কথন অর্থে যোজনা করিতে হইবে । যথা "ব্রহ্ম সত্যের সত্য, প্রাণই সত্য, তৎসমূহের মধ্যে ব্রহ্মই সত্য" ইত্যাদি । নিষেধ পক্ষ যদি ব্রহ্মে অবসান প্রাপ্ত হয়, তবেই ঐ নাম কথন সঙ্গত হয় । সর্ব্ব নিষেধে ইহা সঙ্গত হয় না । যে নিষেধের চরমে অভাব, সে নিষেধ অভিপ্রেত হইলে 'সত্যের সত্য' বলিবেন কেন ? অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ নিষেধ ব্রহ্মাবসান, অভাবাবসান নহে ॥ ২২ ॥

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রহ্ম আছেন । যদি থাকেন, তাহা হইলে গৃহীত হইবেন না কেন ? কেনই বা জ্ঞানবিষয়ীভূত না হইবেন ? এই প্রকার একটা আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার উত্তরও আছে । ব্রহ্ম অনিন্দ্রিয় গ্রাহ্য । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণগ্রাহ্য । সেই প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাধি সংস্কৃত মানস-জ্ঞান বিশেষ । তৎ প্রতিহেতু এই

অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে' ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি 'অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে' ইত্যেবমাদ্যা॥ ২৩॥

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥ ২৪॥

অপি চৈনমাত্মানং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চমব্যক্তং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তীতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতিঃ—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্' ॥ ইতি।

যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের দ্রষ্টা। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন, যথা—চক্ষু তাঁহাকে গ্রহণ করে না, বাক্য তাহাকে বিষয় করে না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে গ্রহণ করে না। তপস্যার ও কর্ম্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না, আত্মার কোনও রূপ নাই। যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গৃহীত হন না, সেইহেতু তিনি গ্রহণীয় নহেন। তিনি অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়। যখন এই সুপ্রসিদ্ধ, অদৃশ্য, অনাত্ম্য ও নির্ব্বচনের অযোগ্য আত্মা ইত্যাদি। ইহার অনুকূলে স্মৃতিও এই প্রকারই বলিতেছেন, যথা—তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং অবিকার্য্য ইত্যাদি॥ ২৩॥

যোগী মহর্ষিগণই আরাধনার সময় এই অব্যক্ত ও নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন। চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ হইলে তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান, এই ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার নাম সংরাধনা ও আরাধনা। যদি বল, যোগী মহর্ষিগণ যে আরাধনকালে তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা তোমরা কি প্রকারে জান? এতদুত্তরে বক্তব্য, শ্রুতি প্রমাণে ও

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান ইতি চৈবমাদ্যা স্মৃতিরপি—

"যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্।" ইতি

চৈবমাদ্যা। নমু সংরাধ্যসংরাধকভাবাভ্যুপগমাৎ পরাপরাত্মনোরন্যত্বং স্যাদিতি। নেত্যুচ্যতে॥ ২৪॥

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ॥২৫॥

যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়োঽঙ্গুলিকরকোদকপ্রভৃতিষু কর্ম্মস্বুপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে ন চ স্বাভাবিকীমবিশেষাত্মতাং জহতি, এবং

স্মৃতিপ্রমাণে তাহা জ্ঞাতব্য। শ্রুতি যথা—"স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে পরাগ্দর্শী অর্থাৎ অনাত্মদর্শী করিয়াই বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই কারণে তাহারা বাহ্যবস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। সেই জন্য কোন কোন মোক্ষার্থী তাঁহাকে ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক কেবল মাত্র জ্ঞান ধ্যানাদি সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে দেখিতে পান। কামনা বর্জ্জন পুরঃসর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যে সত্ত্ব শুদ্ধি হয়, তাহার অন্য নাম জ্ঞানপ্রসাদ। যোগী জ্ঞানাখ্য সত্ত্বোৎকর্ষবিশিষ্ট ও ধ্যানরত হইয়া সেই নিরাকার পুরুষকে দর্শন করেন ইত্যাদি। স্মৃতি প্রমাণ, যথা—"শ্বাসজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়ামতৎপর, তমোগুণবর্জ্জিত সুতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন, সেই যোগলভ্য জ্যোতির উদ্দেশে আমার নমস্কার। "যোগিগণই সেই সনাতন ভগবান্কে দেখিতে পান।" এইস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সেব্য সেবক ভাব স্বীকার করিতে গেলে জীব পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিতে হয় কিনা? ভগবান্ সূত্রকার ব্যাসদেব তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, হয় না॥২৪॥

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অঙ্গুলি, করকা ও জল প্রভৃতি উপাধিতে ও সে সকলের প্রচলনাদি ক্রিয়ারূপ উপাধিতে সবিশেষের ন্যায় দৃষ্ট

মুপাধিনিমিত্ত এবাঽমাত্মভেদঃ স্বতস্ত্বৈকাত্মমেব। তথা হি বেদান্তেম্বভ্যাসেনা-সকৃজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদস্যাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদস্য বিদ্যয়াঽবিদ্যাং বিধূয় জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং গচ্ছতি। তথা হি লিঙ্গং 'স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্নেব সংরাধ্যসংরাধকভাবে মতান্তরমুপন্যস্যতি স্বমতবিশুদ্ধয়ে। কচিজ্জীব-প্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যপদিশ্যতে 'ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' ইতি ধ্যাতৃ-ধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যত্বেন চ। 'পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং' ইতি গন্তৃগন্তব্য-ত্বেন। 'যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরোযময়তি' ইতি নিয়ন্তৃ নিয়ন্তব্যত্বেন চ। ক্বচিত্তু

হয়, তাহাতে সূর্য্যাদির স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না, সেইরূপ এই আত্মাও উপাধি অনুসারে সেই সেইরূপে পরিদৃষ্ট হন। কিন্তু আত্মার একত্বই স্বাভাবিক। আত্মার সেই স্বতঃসিদ্ধ ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে অভ্যাস বাক্যে জীবাত্ম পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যকতা আছে বলিয়াই জীব বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং অবিদ্যা নিবারিত হইলেই সেই অপরিমিত পরমাত্মার সহিত এক হয়। ইহার নিদর্শন অর্থাৎ অনুমাপক শাস্ত্র এই—"যে কিছু এই পরম ব্রহ্মকে জানে, সে পরম ব্রহ্ম হয়"। উপাসক জীব পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হইলেন অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞতার নাশ হইল ॥ ২৬ ॥

স্বমত পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য আরাধকভাব বিষয়ে অন্য একমত উত্থাপিত হইতেছে। কোনও শ্রুতিতে জীব পরমাত্মার ভিন্নতা কথন আছে। যথা—ধ্যানকারী সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। এই শ্রুতিতে ধ্যান কর্ত্তার ও ধ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক্ ব্যপদেশ দেখা যায়। এবং এই শ্রুতি দ্রষ্টৃ দ্রষ্টব্যভাবেও জীব-পরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন। আবার অপর এক শ্রুতি

তয়োরেবাভেদো ব্যপদিশ্যতে'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'এষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ' ইতি। তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্যাৎ। অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথাঽহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদ এব মহাপীতি॥ ২৭॥

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ॥ ২৮॥

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিন্নাবুভাবপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি॥ ২৮॥

প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অন্য শ্রুতি নিয়ম্যনিয়ামকভাব দেখাইয়া তদুভয়ের ভিন্নতা বলিয়াছেন। যথা—উপাসক সেই দিব্য পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন। যিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায় ভূতকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন, অথবা নিয়মের অধীন রাখিয়াছেন ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, শ্রুত্যন্তরে অভেদকথনও আছে। যথা, 'তিনিই তুমি। আমিই ব্রহ্ম। ইনিই তোমার আত্মা। ইনিই সকলের অন্তরে। এই আত্মাই অন্তর্য্যামী ও অমর।' শাস্ত্রে এই দ্বিবিধ প্রকার ব্যপদেশ দৃষ্ট হয়। যদি অভেদ পক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাদিনী শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার যথার্থতা অহিকুণ্ডলের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন সর্পত্বপ্রকারে অভেদ এবং কুণ্ডলাকারত্ব, আভোগত্ব ও প্রাংশুত্ব এবং উন্নতমুখত্ব প্রকারে বিভিন্ন; তেমনি জীবও ব্রহ্মত্ব প্রকারে অভিন্ন, কিন্তু জীবত্ব প্রকারে ভিন্ন॥ ২৭॥

জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অনুরূপ জানিবে। যেমন সূর্য্যালোক ও সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্থে সমান, অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ জীব পরমাত্মা অত্যন্ত ভিন্ন না হইলেও কাল্পনিক ভেদ ব্যবহারাস্পদ হয়॥ ২৮॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ২৯ ॥

যথা বা পূর্ব্বমুপন্যস্তং প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি তথৈবৈ তদ্ভবিতুমর্হতি। তথা হ্যবিদ্যাকৃতত্বাদ্বন্ধস্য বিদ্যয়া মোক্ষ উপপদ্যতে। যদি পুনঃ পরমার্থত এব বদ্ধঃ কশ্চিদাত্মাঽহিকুণ্ডলন্যায়েন বা পরস্যাত্মনঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাশ্রয়ন্যায়েনৈবৈক-দেশভূতোঽভ্যুপগম্যেত ততঃ পারমার্থিকস্য বন্ধস্য তিরস্কর্ত্তুমশক্যত্বান্মোক্ষশাস্ত্র-বৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। ন চাত্রোভাবপি ভেদাভেদৌ শ্রুতিস্তুল্যবদ্ব্যপদিশতি। অভেদমেব হি প্রতিপাদ্যত্বেন নির্দ্দিশতি ভেদন্তু পূর্ব্বপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্যর্থান্তর-বিবক্ষয়া। তস্মাৎ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৯ ॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩০ ॥

ইতশ্চৈষ এব সিদ্ধান্তো যৎকারণং পরস্মাদাত্মনোঽন্যৎ চেতনং প্রতিষেধতি শাস্ত্রং 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যেবমাদি। 'অথাত আদেশো নেতি নেতি।

অথবা ইতি পূর্ব্বে যে 'প্রকাশবচ্চাবৈষম্যং' সূত্র বলা হইয়াছে, তদনুসারে উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পার। তাহার বিবরণ বা ফলিতার্থ বন্ধন অবিদ্যাকৃত, সেই জন্যই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়। জীব যদি সত্য সত্যই বদ্ধস্বভাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্মার অবস্থা বিশেষ হইতে পারে, প্রকাশাশ্রয়ের দৃষ্টান্তে এক দেশরূপীও হইতে পারে। কিন্তু তদুভয় পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না। বন্ধনের মোচন ব্যতীত মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না। শ্রুতি ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার বলিয়াছেন সত্য, পরন্তু তাঁহা তুল্য রূপে বলেন নাই। শ্রুতি অভেদ-কেই প্রতিপাদ্য রূপে বলিয়াছেন। ভেদ লৌকসিদ্ধ, সুতরাং অন্য এক উদ্দেশে তাহার অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন অতএব, প্রকাশের ন্যায় অভেদ, এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত ॥ ২৯ ॥

অন্য প্রকার হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বকও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত করা যাইতে পারে। যেহেতু "ইহা হইতে ভিন্ন এমন দ্রষ্টা নাই" এই শাস্ত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য চেতন নাই, বলিয়াছেন। অনন্তর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে। সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন এবং এক রস। এই শাস্ত্রও ব্রহ্মাতিরিক্ত

ৎদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং' ইতি চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাকরণাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চৈষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩০ ॥

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥

যদেতন্নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্ধারিতমত্রাস্মাৎ পরমন্যত্তত্ত্বমস্তি নাস্তীতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কানিচিদ্বাক্যান্যাপাতেনৈব প্রতিভাসমানানি ব্রহ্মণোঽপি পরমন্যৎ তত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তীব। তেষাং পরিহারমভিধাতুময়মুপক্রমঃ ক্রিয়তে। পরমতো ব্রহ্মণোঽন্যৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। সেতুব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যপদেশাৎ, ভেদব্যপদেশাচ্চ। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ 'অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিঃ' ইত্যাত্মশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীর্ত্তয়তি। সেতুশব্দশ্চ হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে মৃদ্দার্ব্বাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ। ইহ চ সেতু-

---

চেতনের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অনস্তিত্ব, ব্রহ্মই নিষেধের সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন। এইরূপ শাস্ত্র থাকায় প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৩০ ॥

পরমাত্মা হইতে পরতত্ত্ব নাই, এই সিদ্ধান্তে শ্রুতিবিরোধ থাকায় অভ্রান্ত নহে, এই প্রকার একটী পূর্ব্বপক্ষ করা হইতেছে। কোনও কোনও শ্রুতির শ্রবণ মাত্রে প্রতীতি হয়, সেই সকল শ্রুতি যেন ব্রহ্মভিন্ন জীব আছে, ইহা বলিতেছেন। সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনার্থ এই সূত্র বলা হইল। উপর্য্যুক্ত সন্দেহের প্রথমপক্ষ এই যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এই প্রকার তত্ত্বান্তর আছে। যেহেতু, শ্রুতিতে সেতুর ব্যপদেশ, উন্মানের ব্যপদেশ, সম্বন্ধের ব্যপদেশ ও ভেদের ব্যপদেশ দেখিতে পাই। সেতুর ব্যপদেশ, যথা—যিনি আত্মা, তিনিই লোকমর্য্যাদা বিধায়ক সেতু। এই শ্রুতি আত্ম শব্দে ব্রহ্মকে বলিতেছেন। এবং সেই ব্রহ্মকেই সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। মানবগণ জলপ্রবাহ-বিচ্ছেদকারক মৃন্নির্ম্মিত অথবা কাষ্ঠাদি বিনির্ম্মিত স্বনামপ্রসিদ্ধ বস্তুকেই সেতু বলে। এই স্থানেও শ্রুতি আত্মাকে সেতু বলাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আত্মসেতু এবং তদ্ভিন্ন আরও

শব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি লৌকিকসেতোরিবাত্মসেতোরন্যস্য বস্তুনোঽস্তিত্বং গময়তি। 'সেতুং তীর্ত্বা' ইতি চ তরতিশব্দপ্রয়োগাৎ। যথা লৌকিকং সেতুং তীর্ত্বা জাঙ্গলসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে,এবমাত্মানং সেতুং তীর্ত্বাঽনাত্মানমসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে উন্মানব্যপদেশশ্চ ভবতি 'তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়শকলং'ইতি। যচ্চ লোকে উন্মিতমেতাবদিদমিতি পরিচ্ছিন্নং কার্ষাপণাদি ততোঽন্যদস্তীতি প্রসিদ্ধং তথা ব্রহ্মণোঽপ্যুন্মানাৎ ততোঽন্যেন বস্তুনা ভবিতব্যমিতি গম্যতে। তথা সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' 'শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ' ইতি চ। অমিতানাঞ্চ মিতেন সম্বন্ধো দৃষ্টো যথা নরাণাং নগরেণ। জীবানাঞ্চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধং ব্যপদিশতি সুষুপ্তৌ। অতস্ততঃ পরমন্যদমিতমস্তীতি গম্যতে। ভেদব্যপদেশশ্চৈনমর্থং গময়তি। তথাহি 'অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশ্য

একটা পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে। শ্রুতিমধ্যে "সেতুং তীর্ত্বা" অর্থাৎ সেতু পার হইয়া এইপ্রকার প্রয়োগও দেখিতে পাই। মানবগণ যেমন মানবিক সেতু অতিক্রম করিয়া স্থলে উপস্থিত হয়, সেইরূপ সাধকও আত্ম-সেতু সমুত্তীর্ণ হইয়া অনাত্ম পদার্থকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম বিজ্ঞানকথনপ্রসঙ্গে উন্মানের ব্যপদেশও শ্রুতিতে দেখিতেছি, যথা—সেই এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ, ও ষোড়শকলাত্মক, লোক সমাজে যাহা কিছু পরিমিত হয় অর্থাৎ এই দ্রব্য এই পরিমাণ বড়, অমুক দ্রব্য এই পরিমাণ আছে, ইত্যাদি প্রকারে পরিমিত হইয়া ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যব্যতিরেকে যে অন্য বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন দ্বারা প্রতীত হয়। তৎ দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন সম্বন্ধের কথন ও আছে, যথা—হে সৌম্য! হে শ্বেতকেতো! সেই সময়ে জীব সৎসম্পন্ন হয়। তখন এই শরীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিষক্ত হয়। সেই কারণে সে বাহিক ও আন্তরিক জ্ঞেয় জানে না। যেমন নরের সহিত নগরের সম্বন্ধ, তেমনি এই সকল শ্রুতিতে অপরিমিতের সহিত পরিমিতের সম্বন্ধ বিশেষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি যখন সুষুপ্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হওয়া বর্ণন

ততোভেদেনাহক্ষ্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশতি 'অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইতি। অতিদেশক্যায়মুনা রূপাদিষু করোতি 'তস্যৈতস্য যদ্রূপং তদেব রূপং যদমুষ্যরূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম' ইতি। সাবধিকঞ্চৈশ্বর-মমুতয়োর্ব্যপদিশতি' যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ' ইত্যেকস্য। 'যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ' ইত্যেকস্য। যথেদং মাগধস্য রাজ্যমিদং বৈদেহস্যেতি। এবমেতেভ্যঃ সেত্বাদিব্যপদেশেভ্যো ব্রহ্মণঃ পরমস্তীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে॥ ৩১॥

সামান্যাত্তু॥ ৩২॥

তুশব্দেন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং নিরুণদ্ধি। ন ব্রহ্মণোঽন্যৎ কিঞ্চিদ্বস্তুমর্হতি

করিয়াছেন, তখন কেননা বুঝিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এমন এক পদার্থ আছে? শ্রুতিতে যে ভেদ ব্যপদেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থের বোধক। ভেদ ব্যপদেশ যথা,—আদিত্যের অন্তরে ঐ যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়, এইরূপে শ্রুতি আদিত্যাধার ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঈশ্বরকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন। যথা—এই যে চক্ষুর অন্তরে পুরুষ ইত্যাদি। তাহার পরে শ্রুতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ করিয়াছেন। যথা—এই চাক্ষুষ পুরুষের সেইরূপ। আদিত্য পুরুষের যেইরূপ, অক্ষিপুরুষেরও সেইরূপ। আদিত্য পুরুষের যেই গেষ্ণ, অক্ষিপুরুষেরও সেই গেষ্ণ। আদিত্য পুরুষের যেই নাম অক্ষি পুরুষেরও সেই নাম ইত্যাদি। শ্রুতি আদিত্যাধার ঈশ্বরের এবং নেত্রাধার ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বলিয়াছেন। অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা বলেন নাই। যথা—সেই লোকের উপর যে দেবভোগ্য লোক, এই আদিত্য পুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিয়ন্তা। যাহা হইতে মনুষ্য ভোগ্য নিম্নলোক, এই অক্ষি পুরুষ তাহার নিয়ন্তা। লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বর্ণন করে, যেমন বলে এই রাজ্য মগধরাজের এবং এই রাজ্য বিদেহ রাজের ইত্যাদি, তেমনি শ্রুতিও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন। অতএব, শ্রুতি যখন সেতু প্রভৃতি নির্দ্দেশের দ্বারা তত্ত্বর্ণন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য তত্ত্বও আছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিপুণকে বলা হইতেছে যে—॥ ৩১॥

প্রমাণাভাবাৎ। ন হ্যন্তাস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণমুপলভামহে। সর্ব্বস্য হি জনিমতো বস্তুজাতস্য জন্মাদি ব্রহ্মণো ভবতীতি নির্দ্ধারিতমনন্যত্বঞ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদজং সম্ভবতি। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং' ইত্যবধারণাৎ। একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুত্বমবকল্পতে। নম্ন সেত্বাদিব্যপদেশাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং সূচয়ন্তীত্যুক্তম্। নেত্যুচ্যতে। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ ন ব্রহ্মণো বাহ্যস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদয়িতুং ক্ষমতে 'সেতুরাত্মেতি হ্যাহ ন পুনস্ততঃ পরমস্তি' ইতি। তত্র পরস্মিন্নসতি সেতুত্বং নাবকল্পত ইতি পরং কিমপি কল্পয়েত। ন চৈতন্ন্যায্যম্ হঠো হ্যপ্রসিদ্ধকল্পনা। অপি চ সেতুব্যপদেশাত্মনো লৌকিক সেতুনিদর্শনেন

সূত্রস্থ তু শব্দ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করা হইয়াছে। অর্থ এই যে, প্রমাণ না থাকায় কিছুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। আমরা ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ থাকা দেখিতে পাই না। ব্রহ্ম হইতেই সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের জন্মাদি হয়। এবং যাহা জন্মে, তাহাই কারণের অনতিরিক্ত, ইহা নিশ্চিত। ব্রহ্মাতিরিক্ত নিত্যবস্তু আদৌ নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল। এই অবধারণ এবং এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর পৃথক্ সত্তা বিদূরিত হয়। বলিতে পার সেতু ব্যপদেশ প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বের সূচক, যেরূপে সূচক তাহা বলা হইয়াছে। তদুত্তরে বক্তব্য, তাহা নহে। সেতু ব্যপদেশে ব্রহ্ম বহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে না। ঋষি বলিয়াছেন, আত্মা সেতুস্বরূপ, তদতিরিক্ত বস্তু নাই। এই শ্রুত্যন্তর তাহার পোষকপ্রমাণ। বস্তু-ন্তর না থাকিলে সেতু কল্পনা হয় না। তদনুরোধের জন্য অন্য কিছুর বাস্তবিক কল্পনা করিবে, তাহা অন্যায়। অপ্রসিদ্ধ কল্পনা বলপ্রকাশের পরিচায়িকা মাত্র। সেতু ব্যপদেশ আছে, তাহা দেখিয়া যদি আত্মাকে বাহ্য বস্তুবিশিষ্ট বল, তবে তৎসঙ্গে ইহাও কল্পনা কর যে, আত্মাও মৃণ্ময় অথবা কাষ্ঠময়; পরন্তু তাহা অন্যায়। তাহাতে, আত্মা অনাদি, অজর, অমর, এই শ্রুতির বিরোধ আছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আত্মায় যে সেতুশব্দ প্রয়োগ হইয়াছে তাহা কোনও এক সেতু ভাব লক্ষ্য করিয়াই

সেতুবাহুবত্ত্বাৎ প্রসজ্যেত মৃদাত্মকমত্বাপি প্রাসজ্যেত। ন চ তত্ত্যাগাযোগ্যত্বাদিশ্রুতিবিরোধাৎ। সেতুসামান্যাত্তু সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি নিশ্চীয়তে জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং সেতুসামান্যমাত্মনঃ। অতঃ সেতুরিব সেতুরিতি প্রকৃত আত্মা স্তূয়তে। সেতুং তীর্ত্বেত্যপিতরত্তেরতিক্রমাসম্ভবাৎ প্রাপ্ত্যোর্থ এব বর্ত্ততে। যথা ব্যাকরণং তীর্ণ ইতি প্রাপ্ত ইত্যুচ্যতে নাতিক্রান্তস্তদ্বৎ ॥ ৩২ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৩ ॥

যদপ্যুক্তমুন্মানব্যপদেশাদস্তি পরমিতি তত্রাভিধীয়তে। উন্মানব্যপদেশোঽপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। কিমর্থস্তর্হি। বুদ্ধ্যর্থ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়শকলমিত্যেবংরূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা স্যাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উন্মানকল্পনৈব ক্রিয়তে। ন হ্যবিকারেঽনন্তে ব্রহ্মণি

হইয়াছে। জগৎও তদন্তর্গত মর্য্যাদা আত্মার দ্বারা বিধৃত ও সংরক্ষিত হইতেছে। সেই কারণে তিনি সেতু। অর্থাৎ তিনি জগৎ বিধারণে সেতুর মত। আত্মা সেতুর ন্যায় বিধারক ও মর্য্যাদা-রক্ষক, শ্রুতি এই কথার দ্বারা প্রকাশিত পরমাত্মার স্তব করিয়াছেন মাত্র। বস্তন্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। "সেতুং তীর্ত্বা" সেই আত্মা সেতু উত্তরণ করিয়া এই বাক্যে যে উত্তরণ শব্দ আছে, এই স্থলে তাহার অতিক্রমার্থ অসম্ভব। সুতরাং প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার্য্য। ব্যাকরণ উত্তীর্ণ, এই প্রয়োগে যেমন তৃ ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ, তেমনি আত্মা 'সেতুং তীর্ত্বা' এই প্রয়োগেও তৃ ধাতুর প্রাপ্ত্যর্থ অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ৩২ ॥

বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় পৃথক্ পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তাহার প্রত্যুত্তর শ্রবণ কর। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন ব্রহ্মভিন্নের প্রতিপাদক নহে। তাহার কথন উপাসনার জন্য, সুতরাং উপাসনারই প্রতিপাদক। যদি আপত্তি কর, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ষোড়শকল ইত্যাদি জ্ঞান ব্রহ্মে কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারে? ব্রহ্ম অসীম, তাঁহাতে এইরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয়? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ব্রহ্মে পরিমাণ কল্পনা বিকারবর্জ্জিত। নচেৎ কোনও পুরুষ নির্ব্বিকার

সর্ব্বৈঃ পুম্ভিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপয়িতুং মন্দমধ্যোত্তমবুদ্ধিত্বাৎ পুংসামিতি । পাদবৎ । যথা মনস্যাকাশয়োরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োরাম্নাতয়োশ্চত্বারো বাগাদয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে, চত্বারশ্চাগ্ন্যাদয় আকাশসম্বন্ধিন আধ্যানায়, তদ্বৎ । অথবা পাদবদিতি যথা কার্ষাপণে পাদবিভাগো ব্যবহারপ্রাচুর্য্যায় কল্প্যতে । ন হি সকলেনৈব কার্ষাপণেন সর্ব্বদা সর্ব্বে জনা ব্যবহর্ত্তুমীশতে ক্রয়বিক্রয়পরিমাণানিয়মাৎ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥

ইহ সূত্রে দ্বয়োরপি ব্যপদেশয়োঃ পরিহারোঽভিধীয়তে । যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যপদেশাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চ পরমতঃ স্যাদিতি । তদপ্যসৎ । যত একস্যাঽপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ ব্যপদেশাবুপপদ্যেতে । সম্বন্ধব্যপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যোপাধ্যুপশমে য উপশমঃ

অসীম ব্রহ্মে এবম্বিধ পরিমিত জ্ঞান স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন না । ব্রহ্ম ধ্যানের প্রতীক মন ও আকাশ । যেমন ধ্যানের জন্য তদুভয়ের পাদকল্পনা করা হয়, সেইরূপ ধ্যানার্থ ব্রহ্মেরও পাদ, শফ ও কলা প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে । অথবা যেমন লৌকিক ব্যবহারে কার্ষাপণ প্রভৃতির পাদ কল্পনা দৃষ্ট হয়, তেমনি ধ্যান সৌকর্য্যার্থ অপরিমিত ব্রহ্মে এই প্রকার পরিমাণ বিশেষ কল্পিত হইয়া থাকে । ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ নিশ্চিত না থাকায় সকল সময়ে কার্ষাপন লইয়া ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিতে পারে না, সেই কারণে কার্ষাপণের পাদ কল্পনা হইয়াছে । সেইরূপ সকল উপাসক ব্রহ্মের পূর্ণতা ধারণ ও মনন করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের জন্য এই সকল কল্পনা প্রদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

এই সূত্রে সম্বন্ধ ব্যপদেশের ও ভেদব্যপদেশের পরীহার করা হইতেছে । আপত্তি হইয়াছিল যে, শাস্ত্রসম্বন্ধের ও ভেদের উল্লেখ আছে । অতএব জীব ব্যতীত পরমাত্মা আছে, তাহা মিথ্যা । যেহেতু একই বস্তুর এইরূপ স্থানবিশেষে ব্যপদেশ হইতে পারে । সম্বন্ধপ্রদর্শন বাক্যের অর্থ এই যে, বুদ্ধ্যাদি উপাধির যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে, সুতরাং সেই সকল উপাধির

স পরমাত্মনা সম্বন্ধ ইত্যুপাধ্যপেক্ষয়োপচর্য্যতে ন পরিমিতত্বাপেক্ষয়া। তথা ভেদব্যপদেশোঽপি ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষয়ৈবোপচর্য্যতে ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া। প্রকাশাদিবদিত্যুপমানোপাদানম্। যথৈকস্য প্রকাশস্য সৌর্য্যস্য চান্দ্রমসস্য বোপাধিযোগাদৃজুবক্রাদিবিশেষতোপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশো ভবত্যুপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। যথা বা সূচ্যাকাশাদিষূপাধ্যপেক্ষয়ৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভবতস্তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ এব সম্বন্ধো নান্যাদৃশঃ। যথা স্বমপীতো ভবতি, ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধমেনমাম্নন্তি। স্বরূপস্য চানপায়িত্বাৎ ন নরনগরন্যায়েন সম্বন্ধো

অভাবে একা চৈতন্যই অবশিষ্ট হয়। ইহার দ্বারা বুঝাযাইতেছে যে, একমাত্র পরমাত্মাই বুদ্ধ্যাদি স্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্তের মতন হন।

অতএব আত্মার সহিত বুদ্ধ্যাদির যে সম্বন্ধ তাহা ঔপচারিক। অপিচ, সেই ব্যপদেশ বুদ্ধ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন। কথাগুলির সার মর্ম্ম এই যে, বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি পরিমিত পদার্থও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্মও তদ্রূপ প্রায়। ভেদ ব্যপদেশও উপাধিভেদ অনুসারী, সুতরাং তাহাও ঔপচারিক। ফলতঃ, তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্নই। যেমন একই সৌরালোক অথবা একই চন্দ্রালোক অঙ্গুল্যাদি উপাধির দ্বারায় বিশেষভাবে পরিণত হয়, আবার উপাধিনাশে তাহা একরূপ হয়, সেই স্থলে যেমন সেই সকলের সে সম্বন্ধ ও সেই ভিন্নতা সেই সেই উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি আত্মবিষয়ক সম্বন্ধ ও ভেদও উপাধিযোগে পরিকল্পিত।

সূত্রার্থ এই যে—সেই পরব্যোমের পরম ব্যোমরূপ ধর্ম্ম দ্বারা সকলেতে সমান ধর্ম্ম থাকাতে ও স্থানবিশেষ জন্য অধ, মধ্য, ঊর্দ্ধভাগেতে পাদাদির ন্যায় পর্ম্ম জন্য ব্যপদেশ হইয়াছে, যেমন প্রকাশাদি ॥ ৩৪ ॥

এবম্ বিষয়ে ভেদনিবৃত্তিরূপ সম্বন্ধই উপপন্ন হয়। সংযোগাদি সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। সুষুপ্তিকালে আপনাতেই লয়প্রাপ্ত হন, এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিতেছেন। স্বরূপ অবিনশ্বর। সুতরাং নরের সহিত নগরের যেমন

ঘটতে। উপাধিকৃতস্বরূপতিরোভাবাত্তু, 'স্বমপীতো ভবতি' ইত্যুপপদ্যতে। তথা ভেদোঽপি নাস্মাদৃশঃ সম্ভবতি বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বরত্ববিরোধাৎ। তথা চ শ্রুতিরেকস্যাপ্যাকাশস্য স্থানকৃতং ভেদব্যপদেশমুপপাদয়তি 'যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যোঽয়মন্তঃ' পুরুষ আকাশঃ 'যোঽয়মন্তর্হৃদয়' আকাশঃ ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥

এবং সেত্বাদিব্যপদেশান্ পরপক্ষহেতূনুন্মথ্য সম্প্রতি স্বপক্ষং হেত্বন্তরেণোপসংহরতি। তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ অপি ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্ত্বন্তরমস্তীতি গম্যতে। তথা হি 'স এবাধস্তাদহমেবাধস্তাদাত্মৈবাধস্তাৎ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ। তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্' ইত্যেবমাদি-

---

সম্পর্ক, সেইরূপ সম্পর্ক জীব ও পরমাত্মার হইতে পারে না। উপাধির দ্বারা স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকায়, আপনাতে লয় প্রাপ্ত হন, এই কথা সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। ভেদও স্বরূপতঃ নহে, ইহাও ঔপাধিক। যেহেতু, ভেদ একেশ্বরবাদিনী বহুশ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি একই আকাশের স্থানকৃত ভেদ উপপাদন করিয়াছেন, যথা—এই যে পুরুষের বহির্ভাগে আকাশ, এই যে পুরুষের অভ্যন্তরে আকাশ, এই যে, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ ইত্যাদি। এই দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ উপপন্ন হয় ॥ ৩৫ ॥

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত শ্রুতিস্থ সেত্বাদি ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত সমাধান করিয়া সূত্রকার হেত্বন্তর আহরণপূর্ব্ব স্বমতের উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বস্তুর সত্তার নিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভেদবিশিষ্ট পদার্থ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। যথা—তিনিই নিম্নে, আমিও নীচে, আত্মাও অধোদেশে, সমুদ বস্তুই তলদেশে। যে ব্যক্তি এই পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া মনে করে, সে কখনও ব্রহ্ম সমীপে গমন করিতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এমন কোনও বস্তুই নাই। সেই এই ব্রহ্ম অনাদি, অনপর, অনন্তর ও তাঁহার পর নাই। ব্রহ্মের বিচ্ছেদ নাই, ব্রহ্মের বাহিরেও কিছু

বাক্যানি স্বপ্রকরণস্থান্যন্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুত্বং বারয়ন্তি। সর্বান্তরশ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনোঽন্তরোঽন্য আত্মাঽস্তীত্যবগম্যতে ॥ ৩৬॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেনাঽন্যপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ সর্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা হি তন্ন সিধ্যেৎ। সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষ্বঙ্গীক্রিয়মাণেষু পরিচ্ছেদ আত্মনঃ প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনামেবমাত্মকত্বাৎ। তথাঽন্যপ্রতিষেধেঽপ্যসতি বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ব্যাবর্ত্তত ইতি পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত। সর্ব্বগতত্বঞ্চাস্যায়ামশব্দাদিভ্যোঽবগম্যতে। আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবচনঃ শব্দঃ। 'যাবান্ বাঽয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ' 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' 'জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানাকাশাৎ' 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্' ইত্যেবমাদয়ো হি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়াঃ সর্ব্বগতত্বমাত্মনোঽববোধয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥

নাই। এই সমস্ত বাক্যই ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত, অতএব, অন্য কোনওরূপ অর্থে যোজনা করা যাইতে পারে না। যদি ঐ সকল বাক্যের অন্যরূপ অর্থ না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, ঐ সমস্ত বাক্য ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধক। ইহা ছাড়াও তিনি সকলেরই অন্তরে, এই সর্ব্বান্তর শ্রুতির দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিদেহে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনও আত্মা নাই ॥ ৩৬ ॥

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহার নিরাস ও বস্তুন্তরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ, এই দুইয়ের দ্বারা আত্মার সর্ব্বব্যাপিতাও সিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু এই সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না। সেত্বাদি ব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আত্মার সর্ব্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয়। যেহেতু সেতুপ্রভৃতি তদাত্মক বস্তুন্তরের নিষেধ না থাকিলেও এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেই পরমাত্মারও পরিচ্ছিন্নতা স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। অন্য পক্ষে ব্যাপ্তিবাচী শব্দ থাকাতেও পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিতা বুঝা যাইতেছে। ব্যাপ্তিবোধক শব্দ, যথা—এই আকাশ যদ্রূপ, এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশও তদ্রূপ। ইনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য। ইনি অন্তরীক্ষ অপেক্ষাও মহান্। ইনি আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ। নিত্য,

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্যৈব ব্রহ্মণো ব্যবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাঽবস্থায়ামযমন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে। যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্রলক্ষণং কর্ম্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তূনাং, কিমেতৎ কর্ম্মণো ভবত্যাহোস্বিদীশ্বরাদিতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে, ফলমতঃ ঈশ্বরাদ্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। উপপত্তেঃ। স হি সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে। কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষবিনাশিনঃ কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্। অভাবাৎ ভাবানুৎপত্তেঃ। স্যাদেতৎ।

সর্ব্বগত, স্থিতিশীল ও অচল ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি আত্মার সর্ব্বব্যাপিতা বুঝাইয়া দিতেছে ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মের আর একটী ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশিতব্য নামে প্রসিদ্ধ। এই জগৎ ও জগতস্থ জীব নিয়ম্য এবং ঈশ্বর ইহাদের নিয়ন্তা। এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগে ব্রহ্মের অন্য একটী স্বভাব বর্ণিত হইবে। সংসারে জীবমাত্রেই ইষ্ট ও অনিষ্ট এবং ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সর্ব্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কর্ম্মপ্রভাবেই উপস্থিত হয়? না তাহা ঈশ্বর হইতে জন্মে? কর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা, কি ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা? এইরূপ বিচার উপস্থিত হইয়া থাকে। বিচারের পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই পাইয়া থাকে। ঈশ্বরের দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিসংহারযুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ কাল, কর্ম্ম, জ্ঞাত আছেন। সুতরাং কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুরূপ ফল তাহা হইতেই সম্পন্ন হয়। ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কর্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ, সুতরাং অভাবগ্রস্ত কর্ম্ম হইতে কালান্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। কখনই ভাব-বস্তুর জনক অভাব পদার্থ হইবেনা। যদি আপত্তি কর, এইপ্রকারও ত সম্ভব হয় যে, কর্ম্ম স্বীয় অবস্থান-কাল মধ্যে সদৃশ ফল উৎপন্ন করিয়া পরে বিনাশ পায়, তদনন্তর কর্ম্ম-কর্ত্তা তাহা যথাকালে ভোগ করেন।

কর্ম্ম বিনশ্যৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কর্ত্রা ভোক্ত্রা ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি। প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ। যৎকালং হি যৎসুখং দুঃখং বাত্মনা ভুজ্যতে তদৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্। ন হ্যসম্বদ্ধস্যাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ। অথোচ্যেত মাভূৎ, কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ কর্ম্মকার্য্যাদপূর্ব্বাত্তু ভবেদিতি, তদপি নোপপদ্যতে। অপূর্ব্বস্যাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্য চেতনেনাপ্রবর্ত্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ। অর্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি চেৎ, ন। ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থাপত্তিক্ষয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উক্তি সদোষ বলিয়া অগ্রাহ্য। যেহেতু, যতক্ষণ আত্মার সহিত না সম্বন্ধ হয়, তাবৎ কাল তাহা ফল বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যে সুখ ও যে দুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। আত্মার সহিত অসম্বন্ধ এমন সুখকে অথবা এতাদৃশ দুঃখকে কোনও ব্যক্তিই ফল বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কর্মজন্য অপূর্ব্ব হইতে ফলের জন্ম হয়। কর্ম্ম স্বকীয় আত্মায় অপূর্ব্ব নামক শক্তি জন্মায়, পরে সেই শক্তি ফল প্রসব করে। কিন্তু তাহাতেও উপপন্ন হয় না। অপূর্ব্ব অচেতন, তাহা কাষ্ঠলোষ্ট্রের তুল্য, চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে না। প্রবৃত্তি ঈশ্বরের বিনা অধিষ্ঠানে হয় না। অপিচ, তদ্রূপ অপূর্ব্বের অস্তিতা বিষয়ে কোনও প্রমাণও পাই না। ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ হইলে অর্থাপত্তিপ্রমাণ ক্ষীণ অর্থাৎ তাহা কার্য্যকর হইবে না। যাগ ক্ষণস্থায়ী, অথচ শ্রুতি বলিতেছেন, যাগই স্বর্গ জন্মাইবে। শ্রুতি মিথ্যা বলেন না। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হয়, এইরূপ একটা কিছু স্বীকার করিতে হইবে। এই কল্পনামূলক স্বীকার অর্থাপত্তি প্রমাণ নামে কথিত হয়। কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বরই সর্ব্বদাই বিরাজিত, জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃক কর্ম্ম ফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবলা। অতএব পূর্ব্বোক্ত কল্পনা অর্থাৎ অর্থাপত্তি প্রমাণ দুর্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবল দ্বারা বাধিত হইবে ॥ ৩৮ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কিং তর্হি। শ্রুতত্বাদপীশ্বরমেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি 'স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ ॥ ৩৯ ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥ ৪০ ॥

জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। অতএব হেতোঃ শ্রুতেরুপপত্তেশ্চ। শ্রূয়তে তাবদয়মর্থঃ 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু। তত্র চ বিধিশ্রুতের্বিষয়ভাবোপগমাদ্যাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে। অন্যথা হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত। তত্রাস্যোপদেশবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। নন্বনুক্ষণবিনাশিনঃ কর্ম্মণঃ ফলং নোপপদ্যত ইতি পরিত্যক্তোঽয়ং

ঈশ্বর ফলদাতা, এই কথাটা কেবল নিরপেক্ষ যুক্তিমূলক নহে। শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন, যথা—"সেই এই জন্মরহিত মহানাত্মা সমস্ত প্রাণীকে অন্নপ্রদান করিয়া থাকেন" ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

আপত্তিপ্রয়াসী হয়ত মনে করিবেন, জৈমিনি মহর্ষি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। মহর্ষিপ্রবর জৈমিনিও ধর্ম্মের ফলদাতৃত্বে শ্রুতি ও যুক্তি উপন্যাস করেন। ধর্ম্ম ফলদানকর্ত্তা, এই অর্থ "স্বর্গ কামো যজেত" ইত্যাদি বাক্যে শুনা যায়। এই বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে অর্থাৎ করিবেক ইত্যাদি নিয়োগ আছে, তাহার বিষয় যাগ এবং তাহাতেই বুঝা যায়, যাগই স্বর্গের উৎপাদক। এই বাক্যে এই অর্থ না বুঝাইলে কেহ যাগে প্রবৃত্ত হইবে না এবং যাগ অনুষ্ঠান-গোচরে উপস্থিত না হওয়াতে যাগোপদেশও ব্যর্থ হইত। আপত্তি করিতে পার, কর্ম্ম মাত্রেই প্রত্যক্ষ বিনাশী, প্রত্যক্ষেই দেখাযায় তাহা থাকেনা, যাহা থাকেনা কি প্রকারে সে ফল জন্মাইতে পারে? কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্য জন্মায় না, অতএব যাগ কি প্রকারে অবিদ্যমানাবস্থাতে স্বর্গ-ফল প্রদানে সমর্থ হইবে? অভাব ভাব পদার্থের উৎপাদক হইতে পারেনা, এই জন্য কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব পক্ষ ইতঃপূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলেও শ্রুতিপ্রমাণ স্বীকার্য্য

পক্ষঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রুতিপ্রমাণ্যাৎ। শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথাঽয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে তথা কল্পয়িতব্যঃ। ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্ব্বং কর্ম্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি। অতঃ কর্ম্মণো বা কাচিদবস্থা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থাঽপূর্ব্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে। উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ। ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতীত্যনুপপন্নম্। অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তের্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ। তস্মাৎকর্ম্মাদেব ফলমিতি ॥৪০॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে। কেবলাৎ কর্ম্মণোঽপূর্ব্বাদ্বা কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষস্তুশব্দেন ব্যাবর্ত্ত্যতে। কর্ম্মাপেক্ষাদপূর্ব্বাপে-

---

বলিয়া মনে করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ কখনই হইতে পারে না। শ্রুতি যখন নির্দোষ প্রমাণ, তখন যে প্রকারে কর্ম্মের সহিত ফলের সম্পর্ক থাকিতে পারে এবং যাহাতে তাহা উপপন্ন হয়, তদনুরূপ অনুমান করাই বিধেয়। যখন দেখিতেছি, বিনাশশীল কর্ম্ম অপূর্ব্ব নামে কোনও এক পদার্থ না জন্মাইয়া কালান্তরে ফলপ্রদানে সক্ষম হয়না, তখন নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারি যে, অপূর্ব্ব নামধেয় কোনও না কোনও এক শক্তি-পদার্থ অবশ্যই আছে। যাহা কর্ম্মের শেষ দশায় কর্ম্মকর্ত্তার আত্মায় জন্মিয়া থাকে এবং তাহা ফলোৎপাদনকালস্থায়ী। সেই অপূর্ব্বই ফলের জনক এবং সেই অপূর্ব্বকে হয় কৃতকার্য্যের অবান্তর ব্যাপার, না হয় ফলের পূর্ব্বাবস্থা অথবা বীজাবস্থা বলিতে পারি। এই তথ্যও তদুক্ত প্রণালীতে সঙ্গত হইতে পারে। ঈশ্বর ফলপ্রদাতা, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। অবিচিত্র কারণ হইতে বিচিত্র কার্য্য হইতেই পারেনা। অধিকন্তু ঈশ্বর ফল-দানকর্ত্তা হইলে তাঁহাতে বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়তা, এই দুই দোষ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের ও আনর্থক্যাপত্তি হয়। সুতরাং বলিতে হয় যে, ধর্ম্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বর দ্বারা নহে ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই পক্ষ নির্দ্দোষ নহে। সেই জন্য ভগবান্ বাদরায়ণ মহর্ষি

স্যাত্ যথাস্তু তথাঽস্তীশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। কুতঃ। হেতুব্যপদেশাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরপি হি কারয়িতৃত্বেনেশ্বরো হেতুর্ব্যপদিশ্যতে, ফলস্য চ দাতৃত্বেন। 'এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে' ইতি। স্মর্য্যতে চায়মর্থো ভগবদ্গীতাসু—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াঽর্চ্চিতুমিচ্ছতি॥
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্"॥ ইতি

সর্ব্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব সৃষ্টয়ো ব্যপদিশ্যন্তে। তদেব চেশ্বরস্য

বলেন যে—পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই ফলের জনক। সেইজন্য ব্যাসদেব সূত্রে তু শব্দ প্রদান করিয়া কেবল কর্ম্মের ও অপূর্ব্বের ফলদাতৃত্ব পক্ষ নিরস্ত করিয়াছেন। হয় কর্ম্মানুসারে না হয় কর্ম্ম জন্য অপূর্ব্বানুসারে ঈশ্বরই কর্ম্মিগণকে ফল বিতরণ করিয়া থাকেন, ইহাই যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত। যেহেতু, শ্রুতি ঈশ্বরকেই জীবের কর্ম্মের, কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ও ফলের কারয়িতা এবং প্রদাতা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—ঈশ্বর যাহাকে এই লোক হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম্মসম্পন্ন করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে মনে করেন, তাহার দ্বারাই অসৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। এই প্রকার অর্থ ভগবৎগীতাতেও কথিত হইয়াছে। যথা—যে ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে মূর্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হয়, আমি সেই সেই মূর্ত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি, সেও সেই শ্রদ্ধায় অন্বিত হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনায় নিযুক্ত হয়। অনন্তর সে আমার সৃষ্ট প্রার্থিত বস্তু লাভ করে। সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি হওয়ার ব্যপদেশ আছে এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়। যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকর্ম্মানুযায়ী করিয়া সৃজন করেন, সেই হেতুতেই তাহার ফল হেতুতা সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, ঈশ্বর ফল-প্রদাতা হইলে এইরূপ বিচিত্রকার্য্য হইতে পারে না। সেই দোষ উক্তরূপে পরীহার হইবে। ঈশ্বর প্রাণিগণের কর্ম্ম অনুসারে ফল বিধান করেন, এই

ফলহেতুত্বং বং স্বকর্ম্মানুরূপাঃ প্রজাঃ সৃজতি। বিচিত্রকার্য্যানুপপত্ত্যাদয়োঽপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বাদীশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-
কৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

প্রকার হইলে আর উক্ত দোষ স্থান পাইবে না। কর্ম্ম বিচিত্র, অতএব ফলও বিচিত্র ॥ ৪১ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিদানীন্তু প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানানি ভিদ্যন্তে ন বেতি বিচার্য্যতে নন্থ বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম পূর্ব্বাপরাদিভেদরহিতমেকরসং সৈন্ধবঘনবদবধারিতম্, তত্র কুতো বিজ্ঞান ভেদাভেদচিন্তাবতারঃ। ন হি কর্ম্মবহুত্ববৎ ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি শক্যং বক্তুম্। ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি। ন হ্যন্যথার্থোহন্যথাজ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি। যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহূনি বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেষু প্রতিপিপাদয়িষিতানি তেষামেকমভ্রান্তং ভ্রান্তানিতরাণীত্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গো বেদান্তেষু। তস্মাৎ ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞা-

---

জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সম্প্রতি তদ্বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান কি বিভিন্ন বিজ্ঞান তাহার বিবেচনা করা হইতেছে। সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা? কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা? তাহাও নিশ্চয় করা হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর যে— জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম সর্ব্বথা ভেদবর্জ্জিত অদ্বৈত, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, অতএব কি প্রকারে তদ্বিষয়ক জ্ঞান ভেদাভেদের বিচারে অবসর প্রাপ্ত হইবে? স্বীকার করিতে পারিবে না যে, বেদের পূর্ব্বকাণ্ড যেমন কর্ম্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্ত সেই রকম ব্রহ্মবাহুল্য প্রতিপন্ন করে। যেহেতু ব্রহ্ম এক ও একরূপ. সুতরাং ব্রহ্মে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞান সম্ভব হয় না। বস্তু-সদৃশ জ্ঞান না হইয়া বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইলে তাহা প্রমাজ্ঞান হইবে না। যদি অদ্বৈত ব্রহ্মে নানাপ্রকার জ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তন্মধ্যে একটী সত্য ও অপরটী মিথ্যা হইবে। অধিকন্তু,

মভেদ আশঙ্কিতুং শক্যতে। নাপ্যস্ত চোদনাদ্যবিশেষাদভেদ উচ্যতে ব্রহ্মবিজ্ঞানস্যাচোদনালক্ষণত্বাৎ। অবিধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্য্যবসায়িভির্ব্রহ্মবাক্যৈর্ব্রহ্মবিজ্ঞানং জন্যত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ 'তত্তু সমন্বয়াৎ' [বে০অ০১। পা০ ১। সূ০৪] ইত্যত্র। তৎ কথমিমাং ভেদাভেদচিন্তামারভত ইতি। তদুচ্যতে। সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণাদিবিষয়া চেয়ং বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তেত্যদোষঃ। অত্র হি কর্ম্মবদুপাসনানাং ভেদাভেদৌ সম্ভবতঃ কর্ম্মবদেব চোপাসনানি দৃষ্টফলান্যদৃষ্টফলানি চোচ্যন্তে ক্রমমুক্তিফলানি চ কানিচিৎ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ। তেম্বেষা চিন্তা সম্ভবতি কিং প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ আহোস্বিৎ নেতি। তত্র পূর্ব্বপক্ষহেতবস্তাবদুপন্যস্যন্তে – নাম্নস্তাবদ্ভেদপ্রতিপত্তিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং

এবম্বিধ বৈরূপ্যাঙ্গীকারে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস হইবে। সুতরাং, প্রতিবেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান, এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারিবে না এবং নিয়োগাদির অভেদ কল্পনা করিয়া একও বলিতে পারিবেক না। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন নহে। ব্রহ্ম জ্ঞান কর, ইহা বলিলে ব্রহ্মজ্ঞান করা যায় না। যাহাতে বিধির প্রাধান্য নাই, যাহা বস্তুমাত্র পর্য্যবসায়ী, তাদৃশ ব্রহ্ম বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। এই কথা ব্যাসদেব 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই সূত্রে বলিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহাহইলে কি নিমিত্ত এই ভেদাভেদ চিন্তা আরম্ভ করিতেছ। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, এই বিজ্ঞান-ভেদাভেদের বিচার সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক। এইরূপ উত্তর দিলে আর পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গত দোষ হয় না। বেদের প্রথমকাণ্ডে যেমন কর্ম্মের ভেদাভেদ বিচারিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই বেদান্তকাণ্ডেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত হইবে। যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় বেদান্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল উক্ত আছে। কোনও উপাসনার ফল ঐহিক এবং কোনও উপাসনার ফল পারত্রিক। আবার আর এক উপাসনার ফল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ক্রমশঃ মুক্তি। সেই হেতু, বেদান্তোক্ত তত্তৎ উপাসনা লইয়া এই বিচার আরম্ভ করা হইতেছে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সেই বিজ্ঞান সমুদায়তঃ এক না অনেক? এই প্রকার সন্দেহের যে যমস্ত কারণ আছে, তাহা দেখান যাইতেছে। নাম একটী কর্ম্মভেদের কারণ। জ্যোতিষ্টোম অশ্বমেধ, সোম ইত্যাদি বিভিন্ন নাম

জ্যোতিরাদিষু। অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষু বিজ্ঞানেষ্বন্যদন্যন্নাম—তৈত্তিরীয়কং বাজসনেয়কং কৌথুমকং কৌশীতকং শাট্যায়নমিত্যেবমাদি। তথা রূপভেদোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—'বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্' ইত্যেবমাদিষু। অস্তি চাত্র রূপভেদঃ। তদ্যথা কেচিচ্ছাখিনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি। অপরে পুনঃ পঞ্চৈব পঠন্তি। তথা প্রাণসম্বাদাদিষু কেচিদূনান্ বাগাদিনামনন্তি কেচিদধিকান্। তথা ধর্ম্মবিশেষোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদক আশঙ্কিতঃ কারীর্য্যাদিষু। অস্তি চাত্র ধর্ম্মবিশেষো যথাথর্ব্বণিকানাং শিরোব্রতমিতি। এবং পুনরুক্তাদয়োঽপি ভেদহেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যাঃ। তস্মাৎ প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তানি তান্যেব ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ চোদনাদ্যবিশেষাৎ।

দ্বারা তত্তন্নামক পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে। এই প্রকার বেদান্তেরও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তদনুসারে সেই সকলও ভিন্ন হইতে পারে। বেদান্তের নামভেদ, যথা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কৌথুমক, কৌশিতক, শাট্যায়ন ইত্যাদি। পূর্ব্বতন্ত্রে বৈশ্বদেবী আমিক্ষা, সর্ব্বদেবতার বাজী, ইত্যাদি রূপভেদ দৃষ্টে কর্ম্মভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তেও তৎ উপাসনার রূপভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন কোনও শাখা পঞ্চাগ্নি উপাসনায় অন্য এক ষষ্ঠাগ্নি পাঠ করেন। আবার অন্য শাখাধ্যায়ীরা তাহা পাঠ করেন না। তাঁহারা কেবল পঞ্চাগ্নির উল্লেখ করেন। প্রাণোপাসনা বিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের ন্যূনসংখ্যা কেহ বা অধিক সংখ্যা কীর্ত্তন করেন। কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র ধর্ম্মভেদকে কর্ম্মভেদের কারণ স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তবিহিত উপাসনাতেও ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারেও উপাসনার বিভিন্নতা হইতে পারে। অধিক কি, পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে কর্ম্মভেদের যতগুলি হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্তই বেদান্তশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সমুদায়ই যথাসম্ভব যোজনাও করিতে পারা যায়। অতএব, উপাসনা সমূহ এক নহে, ইহা পৃথক্ পৃথক্। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নহে অর্থাৎ ইহা অভিন্ন বা

আদিগ্রহণেন শাখান্তরাধিকরণসিদ্ধান্তসূত্রোদিতা অভেদহেতব ইহাকৃষ্যন্তে। সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাদিত্যর্থঃ। যথৈকস্যাগ্নিহোত্রস্য শাখাভেদেঽপি পুরুষপ্রযত্নস্তাদৃশ এব চোদ্যতে জুহুয়াদিতি এবং 'যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ' ইতি বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ তাদৃশ্যেব চোদনা। প্রয়োজনসংযোগোঽপ্যবিশিষ্ট এব 'জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি' ইতি। রূপমপ্যুভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানস্য যদুত জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠাদিগুণবিশেষণান্বিতং প্রাণতত্ত্বম্। যথা চ দ্রব্যদেবতে যাগস্য রূপং এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানস্য। তেন হি তদ্রূপ্যতে। সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি। তস্মাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাম্। এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবৈশ্বানরবিদ্যাশাণ্ডিল্যবিদ্যেত্যেবমাদিষু যোজয়িতব্যম্। যে তু

এক। কেননা চোদনা প্রভৃতির অভেদ দৃষ্ট হয়। সূত্রস্থ আদিশব্দে শাখান্তরাধিকরণোক্ত অভেদবোধের কারণকূট সংগৃহীত হইয়াছে। সংযোগ, রূপ, চোদনা এবং সমাখ্যার অবিশেষ হেতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান। অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কথিত হই-লেও জুহুয়াৎ হোতৃ পুরুষের হোমপ্রযত্ন একরূপ, একরূপে অভিহিত বলি-য়াই অভিন্ন। তদ্বৎ এক বিষয়ক এক বেদান্তোক্ত চোদনা ও অন্য বেদান্তোক্ত চোদনার সহিত সমান, সুতরাং তাহা একেরই বিধায়ক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বাজসনেয়ি বেদান্তোক্ত যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, এই চোদনাই ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত এই চোদনার ঐক্য আছে বলিয়া উক্ত উভয় চোদনা এক। ফলের ও ঐক্য আছে। যথা—সেই ব্যক্তি জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠও শ্রেষ্ঠ হয়। এই ফল উভয় বেদান্তে সমভাবে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে অভিন্ন। উভয় স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বাদি বিশেষণে কথিত হইয়াছে। যেমন যাগের রূপ, দ্রব্য, দেবতা, তেমনি বিজ্ঞানের রূপ ও বিজ্ঞেয়। যেহেতু বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হয়। সমাখ্যাও উভয় সমান অর্থাৎ এক। বাজ-সনেয়ীরাও ঐ উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে। ইত্যাদি কারণে বলিতে হয়, উপাসনা সকলের সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব আছে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা সর্ব্বত্রই এই অনুসারে ব্যাখ্যা করিবে।* নাম ও রূপ প্রভৃতি

নামরূপাদয়ো ভেদহেত্বাভাসাস্তে প্রথম এব কাণ্ডে 'ন নাম্না স্যাদচোদনাভিধানত্বাৎ' ইত্যারভ্য পরিহৃতা ইহাপি কঞ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পরিহরতি ॥ ১ ॥

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥

স্যাদেতৎ, সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাং গুণভেদান্নোপপদ্যতে । তথা হি বাজসনেয়িনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রস্তুত্য ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি 'তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি' ইত্যাদিনা। ছন্দোগাস্তু তং নামনন্তি পঞ্চসংখ্যয়ৈব চোপসংহরন্তি 'অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ' ইতি। যেষাঞ্চ স গুণোঽস্তি যেষাঞ্চ নাস্তি তেষাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যেত। ন চাত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং পঞ্চসংখ্যাবিরোধাৎ। তথা প্রাণসংবাদে শ্রেষ্ঠাদন্যাংশ্চতুরঃ প্রাণান্

আপাততঃ ভেদ হেতু বলিয়া প্রতীতি হয় সত্য ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হেতু নহে, ইহা হেত্বাভাস মাত্র। সেই সকল যথার্থ হেতু নয় বলিয়াই সেই সমস্ত পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে মহর্ষি জৈমিনী পরীহার করিয়াছেন। তবং সেই সমস্ত এখানেও কোনও এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সেই সকলের পরিহার প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম আশঙ্কা, তৎপরে তাহার বিনাশ। আশঙ্কা ও তাহার বিনাশ-ক্রম এই প্রকার— ॥ ১ ॥

একই বিজ্ঞান সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়াছে, এই কথা সঙ্গত নহে। কেননা, উপাসনার প্রকার সকল বেদান্তে সমান নহে। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা দেখান যাইতেছে। বাজসনেয়ীশাখাধ্যায়ীরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রস্তাবে, "সেই উপাসকের অগ্নিও অগ্নি, এই প্রকারে ষষ্ঠাগ্নি কল্পনা করেন। ছন্দোগেরা কিন্তু তাহা কল্পনা করেন না। ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াই তাহা শেষ করেন। যথা—অনন্তর যে উপাসক এই প্রকারে এই পঞ্চাগ্নি উপাসনা করেন ইত্যাদি। যখন এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অন্য শাখায় সেই গুণের উল্লেখ নাই, তখন কিরূপে উভয় শাখায় উপাসনা এক হইতে পারে ? যাঁহাদের গুণোল্লেখ নাই, তাঁহারা অন্য শাখোক্ত গুণকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কেননা তাহাতে পঞ্চ সংখ্যার ব্যাঘাত হয়। এই প্রকারে ছান্দোগ্য-উপনিষৎ-অধ্যায়ীরা প্রাণোপাসনায় মুখ্য প্রাণ ছাড়া আরও চারিটী

বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসি ছন্দোগা আমনন্তি। বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চমমপ্যামনন্তি 'রেতো বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ' ইতি। আবাপোদ্বাপভেদাচ্চ বেদ্যভেদো ভবতি বেদ্যভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো দ্রব্যদেবতা-ভেদাদিব যাগস্যেতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। যত একস্যামপি বিদ্যায়ামেবঞ্জা-তীয়কো গুণভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষষ্ঠস্যাগ্নেরুপসংহারো ন সম্ভবতি তথাপি দ্যুপ্রভৃতীনাং পঞ্চানামগ্নীনামুভয়ত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো ভবিতুমর্হতি। ন হি ষোড়শীগ্রহণাগ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে। পঠ্যতে-ঽপি চ ষষ্ঠোঽগ্নিশ্ছন্দোগৈঃ 'তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি' ইতি।

প্রাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই চারিটী—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, ও মন। এই স্থানে বৃহদারণ্যক-অধ্যেতারা মাত্র পাঁচটী প্রাণ বলেন। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ, এই পাঁচ। এখানে একটা আপত্তি হইতে পারে যে, দ্রব্য ও দেবতার পার্থক্য নিবন্ধন যাগের বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়। বিভিন্ন প্রক্ষেপ, নিক্ষেপ দ্বারাও উপাস্যের বিভিন্নতা ঘটে। উপাস্যের ভেদেই উপাসনার পার্থক্য হইয়া থাকে। এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, রূপা-ভেদাদি উপাসনার একতার বিরোধী নহে। কেননা, অভিন্ন উপাসনায় এইরূপ অল্প-গুণভেদ উপপন্ন বা স্বীকৃত হইয়া থাকে। যদি ও ষষ্ঠাগ্নির গ্রহণ পূর্ব্বক এক বাক্য করার সম্ভব নাই, যেহেতু ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ ও দেখিতে পাই না। তথাপি বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উভয়েই এই দিব প্রভৃতি অগ্নিপঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হইয়েছে, উক্ত উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কথিত হইতেছে। সুতরাং উপাসনাভেদ অন্যায়। অতিরাত্র যোগে ষোড়শী গ্রহণ ও বর্জ্জন এই দুইরূপ বাক্য আছে। (ষোড়শী সসোমক পাত্র বিশেষ) সেইজন্য অতিরাত্র যাগ দুইটা হইবেনা। পূর্ব্বমীমাংসায় অতিরাত্র যাগ একটাই সিদ্ধা-ন্তিত হইয়াছে। সেইরূপ এই উত্তরমীমাংসায়ও একত্র ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ এবং অন্যত্র পঞ্চাগ্নির উল্লেখ দৃষ্টে পঞ্চাগ্নির বিকল্প হইবে না, প্রত্যুত একই হইবেক। ছান্দোগ্যেরা আদৌ ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখই করেন না, এমন নহে। তাঁহারাও অন্তত ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—ঋত্বিগণ এই লোক

বাজসনেয়িনস্তু সাম্পাদিকেষু পঞ্চস্বগ্নিষ্বনুবৃত্তায়াঃ সমিদ্ধূমাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে 'তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিৎ' ইত্যাদি সমামনন্তি, স নিত্যানুবাদঃ। অথাপ্যুপাসনার্থ এষ বাদস্তথাপি স গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈরপ্যুপসংহর্ত্তুম্। ন চাত্র পঞ্চসংখ্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ। সাম্পাদিকাগ্ন্যভিপ্রায়া হ্যেষা পঞ্চসংখ্যা নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসমবায়িনীত্যদোষঃ। এবং প্রাণসংবাদাদিষ্বপ্যধিকস্য গুণস্যেতরত্রোপসংহারো ন বিরুধ্যতে। ন চাবাপোদ্বাপভেদাদ্বেদ্যভেদো বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ কস্যচিদ্বেদ্যাংশস্যাবাপোদ্বাপয়োরপি ভূয়সোর্বেদ্যবেদিত্রোরভেদাবগমাৎ। তস্মাদেকবিদ্যমেব ॥ ২ ॥

হইতে পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসাৎ করিবার জন্য লইয়া যায়। যদিও সাম-বেদাধ্যায়ীরা অগ্নিমাত্রের উল্লেখ করেন, আর যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীরা সমিধ্‌বিশেষের উল্লেখ করেন, তথাপি সেই সমস্ত নিত্যপ্রসঙ্গের অনুবাদ মাত্র। যজুর্ব্বেদীয়েরা সাম্পাদিক অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্ত্তনে যে সমিধ্‌ধূমাদির কল্পনা করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তির কারণ তাঁহারাও "তাঁহার অগ্নিই অগ্নি, সমিধ্‌ই সমিধ্‌" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। এই সকল উপাসনার্থ কথিত, সুতরাং অনুসারে রূপভেদ স্বীকার্য্য, এই কথা বলিতে পারনা। বলিলেও সাম-বেদাধ্যায়ীরা এই ষষ্ঠাগ্নিরূপ অঙ্গগ্রহণ করিতে পারে। তাহা তাঁহাদের পঞ্চসংখ্যার বিরোধী কিনা, সেই আশঙ্কাও হয়না। যেহেতু পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিকাগ্নি অভিপ্রায়ে কথিত। সুতরাং তাহা প্রায় অনুবাদতুল্য। বিধির সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। কাজেই কথিতরূপে অর্পিত দোষের পরীহার হয়। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সম্বন্ধে এই যেমন একস্থানস্থ অধিক গুণ অন্যস্থানে উপসংহৃত হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ প্রাণবিদ্যাতেও এক বেদান্তোক্ত অধিকগুণ অন্য বেদান্তে উপসংহার করিলে তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। প্রক্ষেপ-বিক্ষেপ-ঘটিত ভেদদৃষ্টে বিদ্যাভেদের আশঙ্কা করিতে পারনা। কেননা কোনও এক বস্ত্বংশের আবাপ উদ্বাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং সেই অনুসারেও এক বিদ্যা, একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ
সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩ ॥

ননু আথর্বণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষণাদন্যেষাং তদনপেক্ষণাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। এতৎপ্রত্যুচ্যতে। স্বাধ্যায়স্যৈষ ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ। কথমিদমবগম্যতে। যতস্তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্বণিকা ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমামনন্তি। নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীত ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছব্দাদধ্যয়নশব্দাচ্চ স্বোপনিষধ্যয়নধর্ম এবৈষ ইতি নির্দ্ধার্য্যতে। ননু চ 'তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্ত চীর্ণম্' ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যেতি সঙ্কীর্য্যেতৈষ ধর্মঃ। ন, তত্রাপ্যেতামিতি প্রকৃতপরামর্শাৎ। প্রকৃ-

---

আপত্তি হইয়াছিল যে, ঐ উপাসনায় আথর্বণিকদিগের শিরোব্রত অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে, কিন্তু অন্যের তাহা নাই। সেইজন্য বলিতে হয়, শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, ঐ শিরোব্রত তাহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। কেন নহে, তাহা বলা হইতেছে। যেস্থানে বেদব্রতের উপদেশ আছে, সেইস্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাহারা অধ্যয়নাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, শিরোব্রতটী আথর্বণিকদের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার অঙ্গ না হওয়াতে তাহা উপাসনার ভেদকও নহে। যে এই ব্রতানুষ্ঠান না করে, সে মুণ্ডকাধ্যয়ন করে না। এতদ্বাক্যস্থ অধিকৃত বিষয়, এতৎ শব্দ এবং অধ্যয়ন শব্দ এই তিনের দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হয় যে, ঐ ব্রতটী আথর্বণিকদিগের স্বকীয়োপনিষৎ অধ্যয়নের ধর্ম, উপাসনার ধর্ম নহে। যদি বল, যাহারা এই শিরোব্রতবিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করে, তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা, এই শ্রুতিতে শিরোব্রতের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ শুনা যায়। সুতরাং সর্ব্বশাখার একই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা নিশ্চয় হয়। এইপ্রকার নিশ্চয় হইলেই শিরোব্রত ধর্মটী সর্ব্বগ হইয়া পড়ে। সেই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না। যেহেতু, ঐ শ্রুতির 'এতাং' এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক। প্রস্তাবিত

ততশ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়া গ্রন্থবিশেষাপেক্ষত্বমিতি গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেব ধর্ম্মঃ। সবচ্চ তন্নিয়ম ইতি নিদর্শননির্দ্দেশঃ যথা চ সবাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনপর্য্যন্তা বেদান্তরোদিতত্রেতাগ্ন্যনভিসম্বন্ধাদাথর্ব্বণোদিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাচ্চ আথর্ব্বণিকানামেব নিয়ম্যন্তে তথায়মপি ধর্ম্ম স্বাধ্যায়বিশেষসম্বন্ধাৎ তৈরেব নিয়ম্যতে। তস্মাদপ্যনবদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥

দর্শয়তি চ বেদোঽপি বিদ্যৈকত্বং সর্ব্ববেদান্তেষু বেদ্যৈকত্বোপদেশাৎ 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' ইতি। 'তথৈতমেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবধ্বর্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ' ইতি। তথা 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' ইতি কাঠকে চ। উক্তস্যেশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে 'যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য

ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থবিশেষ সাপেক্ষ, সুতরাং এই ধর্ম্মটী গ্রন্থবিশেষ সম্পর্কীয় এবং সবের ন্যায় তাহা নিয়মিত। এই সূত্রাংশ দৃষ্টান্তার্থ কথিত হইয়াছে। যেমন সৌর্য্যাদি শতৌদন পর্য্যন্ত সাত প্রকার সব অর্থাৎ হোম অন্য বেদোক্ত অগ্নিত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্ব্বনিকদিগের একাগ্নির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় উহা আথর্ব্বনিকদিগেরই নিয়মিত, সেইরূপ এই বেদাধ্যয়ন বিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই ধর্ম্মটী তদধিকরণেই নিয়মিত। অতএব, বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব-পক্ষই অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত ॥ ৩ ॥

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—সমুদায় বেদ যে প্রাপ্যকে বলেন, এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্ববেদান্তবেদ্য; উপাস্য এক, সুতরাং উপাসনাও এক। উপাসনাও বিদ্যা সমান কথা। একত্ববোধক বেদান্তরও আছে, তাহা এই ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে ইঁহাকেই চিন্তা করেন, যজুর্ব্বেদীরা যাঁহাকে চিন্তা করেন তিনিও ইনিই এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইঁহারই পূজা করেন। ইনি ভেদজ্ঞের পক্ষে উদ্যত বজ্রকপ ভয়ঙ্কর। ঈশ্বরের এই লোকভয়-হেতুত্ব গুণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরামৃষ্ট হইতে দেখা যায়। যথা—এই নর যদি এই অভয় ব্রহ্মে অল্পমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন

তদেবৈকং বিজ্ঞানম্। তস্মাদুপসংহারঃ। বিধিশেষবৎ—যথা বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্রেত্যর্থাৎ তেষামুপসংহার এবমিহাপি। যদি হি বিজ্ঞানভেদোঽভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবদ্ধত্বাদ্‌গুণানাং প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবাচ্চ ন স্যাদুপসংহারঃ। বিজ্ঞানৈকত্বে তু নৈবমিতি। অস্যৈব চ প্রয়োজনসূত্রস্য প্রপঞ্চঃ সর্ব্বাভেদাদিত্যারভ্য ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৬ ॥

বাজসনেয়কে 'তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাঽত্যয়মেতি। তে

অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটী এক বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অন্য বেদান্তোক্ত তন্নামক উপাসনাতেও সেই অঙ্গটী তদনুরূপ উপকারক, সুতরাং তাহা তাহাতেও যোজনীয়। অতএব, উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই এক বেদান্তোক্ত উপাসনার অঙ্গের অন্যত্রোক্ত উপাসনায় সংগ্রহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন বিধিশেষের একত্র সংগ্রহণ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে। অগ্নিহোত্রাদি যাগ বিধিবোধিত, তাহার অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টান্তে বেদান্তেও এক উপাসনার একস্থানের ধর্ম্ম অন্যস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয়। উপাসনা এক না হইলে সেই সেই উপাসনা সম্বন্ধীয় গুণসমূহের প্রকৃতিবিকৃতিভাব অভাবে উপসংহার হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, উপাসনার ঐক্য থাকাতেই বিজ্ঞানগুণের ঐক্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে এক নামক উপাসনা কথিত আছে। সেই এক নামক উপাসনা বেদান্তভেদ থাকাতে ভিন্ন কি অভিন্ন, এই বিচারের পর যে একই উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল জানিবার জন্য এই উপসংহার সূত্র বলা হইল। পরে যে সর্ব্বাভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র কথিত হইবে, তাহা এই সিদ্ধান্তেরই বিবৃতিমাত্র, সুতরাং তাহাতে পুনরুক্তত্বাদি দোষ আশঙ্কা হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে আছে,"সেই দেবগণ একে অন্যে বলাবলি করিল, আমরা

ং বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি। তথা'—ইতি প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে 'অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ' ইতি। তথা ছান্দোগ্যেঽপি 'তদ্ধদেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম' ইতি প্রক্রম্যেতরান্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা তথৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে 'অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে' ইতি। উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশংসয়া প্রাণবিদ্যাবিধিরধ্যবসীয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যাভেদঃ স্যাদাহোস্বিৎ বিদ্যৈকত্বমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। পূর্বেণ ন্যায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি। ননু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্বং প্রক্রম-

যজ্ঞে ঔদ্গাত্র কর্ম দ্বারা অসুরগণকে সংহার করিব। অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমাদের ঔদ্গাত্র কর্ম কর" যজুর্ব্রাহ্মণ এইপ্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পরে বাক্য প্রভৃতি প্রাণের আসুর-দোষ-দুষ্টতা দেখিয়া সেই সকলকে নিন্দা করিলেন। পরে তৎকার্যযোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্যপ্রাণকে গ্রহণপূর্বক বলিলেন, "অনন্তর তাহারা এই মুখস্থ প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের ঔদ্গাত্র কর্ম কর। অনন্তর সে তাহা করিব, এই বলিল এবং সে দেবগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতে লাগিল।" ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক্ এইরূপ প্রস্তাব আছে, যথা"—দেবগণ উদ্গীথানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা এই উদ্গীথ দ্বারা এই দানবগণকে পরাভব করিব। ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণও এইরূপ প্রক্রমের পর হইতে ইতর প্রাণসমূহকে অসুর-পাপস্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তাহার পর যজুর্ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখ্যপ্রাণকেই তৎকার্যকরণে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করতঃ বলিলেন, "এই যে মুখ্যপ্রাণ ইনিই আমাদের উদ্গীথ ও উপাস্য।" প্রণিধানপুরঃসর বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে। সুতরাং নিশ্চয় হইতেছে যে, উভয় বেদান্তেই প্রাণ-বিদ্যার কথন। এইস্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণোপাসনা ভিন্ন কি অভিন্ন? পূর্বোক্ত যুক্তিতে পাওয়া যায়, একই উপাসনা উক্ত উভয়ত্র কথিত হইয়াছে। অবশ্য আপত্তি করিতে পার, যখন প্রক্রিয়া ভিন্ন তখন এক উপাসনা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। যজুর্বেদীয়েরা এক প্রকারে প্রস্তাব করিয়াছেন, সামবেদীরা

ভেদাৎ। অন্যথা হি প্রক্রমন্তে বাজসনেয়িনোঽন্যথা ছন্দোগাঃ। 'ত্বং ন উদ্গায়' ইতি বাজসনেয়িন উদ্গীথস্য কর্তৃত্বেন প্রাণমামনন্তি, ছন্দোগা উদ্গীথত্বেন তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে ইতি। তৎকথং বিদ্যৈকত্বং স্যাদিতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। ন হ্যেতাবতা বিশেষেণ বিদ্যৈকত্বমপগচ্ছত্যবিশেষ স্যাঽপি বহুতরস্য প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হি দেবাসুরসংগ্রামোপক্রমত্বং অসুরাত্যয়াভিপ্রায় উদ্গীথোপন্যাসো বাগাদিসঙ্কীর্ত্তনং তন্নিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যপাশ্রয়স্তদ্বীর্য্যাচ্চসুরবিধ্বংসনমশ্মমৃল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং বহবোঽর্থা উভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে। বাজসনেয়কেঽপি চোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য শ্রুতং 'এষ উ বা উদ্গীথঃ' ইতি। তস্মাচ্ছান্দোগ্যেঽপি কর্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্। তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি ॥ ৬ ॥

ঽপ্রকারে প্রস্তাবনা করিয়া ভিন্নপ্রকারে বলিয়াছেন। প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা হেতু ইহা কখনই এক হইতে পারে না। বাজসনেয়ীরা "তুমি আমাদের উদ্গীথ কার্য্য কর, এই প্রকারে প্রাণকে উদ্গীথ কর্ম্মের কর্তা বলিয়াছেন, পরন্তু সামগেরা বলেন, প্রাণই উদ্গীথ ও উপাস্য।" যখন ইহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই, তখন কিরূপে এক উপাসনা বলা যাইতে পারে? যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে, এবম্বিধ উক্তি দোষণীয় নহে। এই যৎসামান্য বিন্যাস-ভেদদ্বারা উপাসনার একতা নষ্ট হয় না। যেহেতু উহার বহু অংশে একরূপতা আছে। দেবাসুর যুদ্ধের বর্ণনা, অসুরাভিভব, উদ্গীথের উল্লেখ, বাগিন্দ্রিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা, তাহারই সামর্থ্যে অসুরবিজয়, প্রস্তর-মৃত্তিকা-লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত, এই সমস্তই উভয় বেদান্তে সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে। অপিচ, উদাহৃত যজুর্ব্বেদবাক্যানুসারে উদ্গীথ-কর্ম্মকর্তা প্রাণই উপাস্য, ইহা সত্য, কিন্তু ঐ বেদের অন্য বাক্যে প্রাণের ও উদ্গীথের অভেদ শ্রবণ আছে। যথা, এই প্রাণই উদ্গীথ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সামগ ব্রাহ্মণ কর্ম্মভাবে উদ্গীথের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্তৃত্বে পর্য্যবসান করা যাইতে পারে। সার কথা এই যে, প্রাণই উভয় বেদান্তে উদ্গীথরূপে উপাস্য, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপাসনা অভিন্ন ॥ ৬ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৭ ॥

ন বা বিদ্যৈকত্বমত্র স্যাৎ, বিদ্যাভেদ এবাত্র স্যাৎ। কস্মাৎ। প্রকরণভেদাৎ। প্রক্রমভেদাদিত্যর্থঃ। তথা হি—ইহ প্রক্রমভেদো দৃশ্যতে। ছান্দোগ্যে তাবৎ 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' ইতি। এবমুদ্গীথাবয়বস্যোঙ্কারস্য উপাস্যত্বং প্রস্তুত্য রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা 'অথ খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি' ইতি পুনরপি তস্যৈবোদ্গীথাবয়বস্যোঙ্কারস্যানুবর্ত্ত্য দেবাসুরাখ্যায়িকাদ্বারেণ তং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যাহ। তত্র যদ্যুদ্গীথশব্দেন সকলাভক্তির্গ্রহীষ্যেত তদা তত্কর্ত্তোদ্গাতৃর্ত্বিক্ তত উপক্রমশ্চোপরুধ্যেত লক্ষণা চ প্রসজ্যেত। উপক্রমতন্ত্রেণ চৈকস্মিন্ বাক্যে উপসংহারেণ

পুনরায় আপত্তি হইতেছে যে, যেহেতু প্রক্রমের বিভিন্নতা, সেইহেতু প্রাণোপাসনার একত্ব বলা যাইতে পারে না। এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন প্রকারে উক্ত হইয়াছে। কি প্রকার বিভিন্ন, তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্যে যে প্রক্রমে কথিত, আরণ্যকে তাহা নহে। সুতরাং, আরম্ভ প্রকারের পার্থক্য থাকায় উক্ত উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন বলিতে হইবে। ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রথমে ওঁ এই অক্ষরকে উদ্গীথজ্ঞানে উপাসনা করিবেক, এইরূপে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারকে উপাস্য বলিয়া প্রস্তাবকরতঃ রসতমত্বাদিগুণে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনন্তর বলিয়াছেন, এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যাখ্যানের পর পুনর্ব্বার সেই উদ্গীথাবয়ব ওঁকারের অনুবর্ত্তন করিয়া দেবাসুরের গল্প বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন যে, প্রাণ সেই উদ্গীথ। দেবতারা তাহার উপাসনা করিল। এখানে যদি উদ্গীথশব্দে সমুদায় ভক্তি বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্ত্তা উদ্গাতা ঋত্বিক্ হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা, এই দুই দোষ হয়। উপসংহার উপক্রমেরই অনুরূপে হয়, তাহার বিরোধীভাবে হয় না। তদনুসারে বুঝিতে হইবে, ছান্দোগ্যোক্ত উদ্গীথাবয়ব ওঁকার প্রাণদৃষ্টিতে উপাস্য, কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদ্গীথশব্দে উদ্গীথাবয়ব ওঁকার গ্রহণ করিবার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদ্গীথের গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গানকর্ত্তা, ইহা নিরূপিত হয়। সুতরাং বাজসনেয় ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দোগ্যোক্ত পথ বিভিন্ন। বাজসনেয় ব্রাহ্মণে

ভবিতব্যম্। তস্মাদত্র হাবচ্ছদ্গীথাবয়বে ওঙ্কারে প্রাণদৃষ্টিরুপদিশ্যতে। বাজসনেয়কে তু উদ্গীথশব্দেনাবয়বগ্রহণকারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে—ত্বং ন উদ্গায়েত্যপি তস্যাঃ কর্ত্তোদ্গাতর্ত্বিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যত ইতি প্রস্থানান্তরম্। যদপি তত্রোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য তদপ্যুদ্গাতৃত্বেনৈব নির্দ্দিষ্টস্য প্রাণস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রতিপাদনার্থমিতি ন বিদ্যৈকত্বমাবহতি সকলভক্তিবিষয় এব চ তত্রাপ্যুদ্গীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্। ন চ প্রাণস্যোদ্গাতৃত্বমসম্ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত। উদ্গীথভাববদুদ্গাতৃভাবস্যোপাসনার্থত্বেনোপদিশ্যমানত্বাৎ। প্রাণবীর্য্যেণৈব চোদ্গাতোদ্গাত্রং কর্ম্ম করোতীতি নাত্যসম্ভবঃ। তথা চ তত্রৈব শ্রাবিতং 'বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ' ইতি। ন চ বিবক্ষিতার্থভেদে গম্যমানে বাক্যচ্ছায়ানুসারমাত্রেণ সমানার্থত্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্। তথা হ্যভ্যুদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে চ 'ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ' পশুকামবাক্যে চ—

উদ্গীথের সহিত প্রাণের সামানাধিকরণ্য আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্ব্বাত্মতা ও গানকর্ত্তৃত্বমাত্র প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং, সেই সামানাধিকরণ্যে উপাসনার অভেদ গৃহীত হইতে পারে না।

এই উপনিষদে সম্পূর্ণ উদ্গীথ অর্থেই উদ্গীথশব্দের প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থে নহে। সুতরাং ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যদি আপত্তি কর, প্রাণের ঔদ্গাতৃত্ব অসম্ভব বলিয়া প্রাণের উদ্গাতৃত্ব অর্থ পরিত্যাজ্য। উপাসনার জন্য যেমন উদ্গীথভাবের বর্ণন, তেমনি উপাসনার জন্যই ঐ উদ্গাতৃত্বের কথন। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে পারি, ঔদ্গাত্রকর্ম্ম প্রাণের সামর্থ্যেই নির্ব্বাহিত হয়, তদনুসারে প্রাণকে অবশ্য উদ্গীথকর্ত্তা বলা অসম্ভব নহে। শ্রুতিও এইকথা সেইস্থানেই বলিয়াছেন; যথা—"যেহেতু বাক্যের ও প্রাণের দ্বারা উদ্গান করিতেছে", ইত্যাদি। যখন বলা যাইতেছে, উভয় বেদান্তে অভিপ্রেতার্থ বা উদ্দেশ্য ভিন্ন, তখন আর বাক্যাভাস অবলম্বনে তদুভয়ের সমানার্থতা নিশ্চয় করা যুক্ত নহে। ইহার নিদর্শন পূর্ব্বমীমাংসায় অভ্যুদয়বাক্য ও পশুকামবাক্য। যথা—তণ্ডুলসমূহকে ত্রেধা বিভাগ করিবে; ইহা অভ্যুদয়বাক্যের অংশ। আর একটী বাক্য আছে, যাহার নাম পশুকামবাক্য। তাহাতে এইরূপ আছে। মধ্যম ভাগ লইয়া

সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে। উক্তং হ্যেতৎ ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি। তদেব চাত্র ন্যায্যতরং, শ্রুত্যক্ষরানুগতং হি তৎ। সংজ্ঞৈকত্বন্তু শ্রুত্যক্ষরবাহ্যমুদ্গীথশব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈর্বহুবৃত্তিরূপচর্যাতে। অস্তি চৈতৎ সংজ্ঞৈকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষ্বপি পরোবরীয়স্ত্বাদ্যুপাসনেষুদ্গীথবিদ্যেতি। তথা প্রসিদ্ধভেদানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং কাঠকসংজ্ঞৈকত্বং দৃশ্যতে তথেহাপি ভবিষ্যতি। যত্র তু নাস্তি কশ্চিদেবঞ্জাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র ভবতু সংজ্ঞৈকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বং যথা সম্বর্গবিদ্যাদিষু॥ ৮॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্॥ ৯॥

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ইত্যত্রাক্ষরোদ্গীথশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যে শ্রূয়মাণেঽধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানাৎ কতমোঽত্র পক্ষো ন্যায্যঃ

ব্যক্তিই সমর্থন করিতে পারিবেন না। কেন তাহা "ন বা প্রকরণভেদাৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে। সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই ন্যায্যতর। কেননা, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ। সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দের বহির্ভূত। উক্ত স্থলে উদ্গীথ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্যসংজ্ঞার ব্যবহার করে। কিন্তু তুল্যসংজ্ঞার ব্যবহার উপচারমাত্র। সুতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণের উপাসনা অক্ষিপুরুষ উপাসনা হইতে ভিন্ন। তথাপি লোকে তদুভয়কে উদ্গীথবিদ্যা বলে। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, এই যাগত্রয় পরস্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠক নাম প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। যেস্থানে বিশিষ্ট কারণ থাকে, সেইস্থলেই নামভেদ দ্বারা বিদ্যা ভেদ হয়। যেমন সম্বর্গবিদ্যা স্থলে হইয়াছে॥ ৮॥

ওঁ ইহা অক্ষর ও উদ্গীথ, ইহার উপাসনা করিবেক। এই শ্রুতিতে ওঁ অক্ষরের ও উদ্গীথের সামানাধিকরণ্য স্থাপিত হইয়াছে। সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষচতুষ্টয়ের অন্যতম গৃহীত হইতে পারে বটে; কিন্তু কোন্ পক্ষের গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে ন্যায়যুক্ত) তাহা

ত্যাদিতি বিচারঃ। তত্রাধ্যাসো নাম যত্র দ্বয়োর্ব্বস্তুনোরনিবর্ত্তিতায়ামেবান্যতরবুদ্ধাবন্যতরবুদ্ধিরধ্যস্যতে। যস্মিন্নিতরবুদ্ধিরধ্যস্যতেঽনুবর্ত্তত এব তস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরধ্যস্তেতরবুদ্ধাবপি। যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধাবধ্যস্যমানায়ামপ্যনুবর্ত্তত এব নামবুদ্ধির্ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে। যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধ্যধ্যাসঃ এবমিহাপ্যক্ষরে উদ্গীথবুদ্ধিরধ্যস্যেত উদ্গীথে বাঽক্ষরবুদ্ধিরিতি। অপবাদো নাম যত্র কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি পূর্ব্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চিতায়াং পশ্চাদুপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্ব্বনিবিষ্টায়া মিথ্যাবুদ্ধের্নিবর্ত্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে আত্মবুদ্ধিরাত্মন্যেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাদ্ভাবিন্যা 'তত্ত্বমসি' ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে। যথা বা দিগ্‌ভ্রান্তিবুদ্ধির্দ্দিগ্‌যাথার্থ্যবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধ্যোদ্গীথবুদ্ধির্নিবর্ত্ত্যেত উদ্গীথবুদ্ধ্যা বাঽক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বক্ষরোদ্‌গীথশব্দয়োরনতি-

---

বিবেচনাসাপেক্ষ। অনেক স্থলে দুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত হয় না, অথচ একে আর জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে। যাহাতে অন্যপ্রকারের জ্ঞান আরূঢ় করান হয় এবং সেই আরূঢ় জ্ঞানের সঙ্গে যদি সেই বস্তুর জ্ঞান অনুবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আরোপিত জ্ঞান অধ্যাসসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই অধ্যাস লক্ষণটী অল্পকথায় বলিতে হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা জ্ঞানপূর্ব্বক একপদার্থে অপর পদার্থের অভেদচিন্তা করার নাম অধ্যাস, এইরূপ বলাই সঙ্গত। যেমন নাম ব্রহ্ম ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত করিলেও ব্রহ্মবুদ্ধি নামবুদ্ধির অনুবর্ত্তন নিষেধ করে না। ইহার নিদর্শন নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা। নামোপাসনাই অধ্যাসের অন্যতম নিদর্শন। প্রতিমায় ও শালগ্রামশিলায় যে বিষ্ণ্বাদিজ্ঞান, তাহাও অধ্যাস। এতন্নিদর্শনানুসারে ওঁ অক্ষরে উদ্গীথের অধ্যাস, কি উদ্গীথে ওঁ অক্ষরের অধ্যাস, তাহাই বিবেচনাসাপেক্ষ। অপবাদ কাহাকে বলে, তাহাও বলিতেছি। কোনও এক পদার্থে পূর্ব্বস্থাপিত মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ়ীভূত আছে, এমতাবস্থায় যদি যথার্থজ্ঞান জন্মিয়া পূর্ব্ববিনষ্ট মিথ্যা জ্ঞানকে বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাই অপবাদ বলিয়া গৃহীত হইবেক। এই অপবাদের অন্য নাম বাধ। এখন এই দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতে আত্মবুদ্ধি স্থির আছে, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের শ্রবণ ও তদর্থমনন নিদিধ্যাসনের পর, ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবেনা। আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে। আত্মবুদ্ধি

রিকার্থবৃত্তিত্বম্। যথা দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি বিশেষণং পুনঃ সর্ব্ববেদব্যাপিনঃ ওমিত্যেতস্যাক্ষরস্য গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্গাত্রবিষয়স্য সমর্পণম্। যথা নীলং যদুৎপলং তদানয়েতি। এবমিহাপ্যুদ্গীথো য ওঙ্কারস্তমুপাসীতেতি। এব মেতস্মিন্ সামানাধিকরণ্যবাক্যে বিমৃশ্যমানে এতে পক্ষাঃ প্রতিভান্তি। তত্রান্যতমনির্দ্ধারণে কারণাভাবাদনির্দ্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে।—ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসমিতি। চশব্দোঽয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী পরপক্ষত্রয়ব্যাবর্ত্তন প্রয়োজনঃ। তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা ইতি পর্য্যুদস্যন্তে বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবদ্য ইত্যুপাদীয়তে। তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্যস্যতে তচ্ছব্দস্য লক্ষণাবৃত্তিঃ প্রসজ্যেত ফলঞ্চ কল্প্যেত। শ্রূয়ত এব ফলং 'আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি' ত্যাদীতি

জন্মিয়া পূর্ব্বাবিষ্ট মিথ্যা বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিবেক। তাহাতেই ইহার অপবাদ বা বাধ সুসম্পন্ন হইবে। এই সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে দিগ্ভ্রান্তির অপবাদ হয়, তদ্বৎ। এতদ্ভিন্ন দর্শনানুসারে প্রস্তাবিত ওঁ অক্ষরে অক্ষর বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপ্রথিত উদ্গীথ-বুদ্ধি নিবারণীয়, এরূপ বিচারও হইতে পারে। একত্ব শব্দের অর্থ বাস্ত বা ভেদ, অর্থাৎ অক্ষর ও উদ্গীথ এই দুইএর অর্থ প্রভেদ না থাকা। দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব এই সকল শব্দ যেরূপ, ওঁ অক্ষর উদ্গীথ কি তদ্রূপ? ইহার মধ্যে কি কোনওরূপ প্রভেদ নাই। এইরূপ সংশয় বা প্রশ্ন হইতেও পারে। বিশেষণ শব্দে ব্যাবর্ত্তক ও বিশেষণ তুল্যার্থ। ওঁ অক্ষরটী সর্ব্ববেদব্যাপী সেইজন্য ওঁ বলিলে সর্ব্ববেদব্যাপী প্রণবের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃত স্থলে তাহার ব্যাবর্ত্তন করিয়া ওঁ অক্ষরকে কেবলমাত্র ঔদ্গাত্র বিষয়ে সমর্পণ করা হইতেছে বলিয়া উদ্গীথ শব্দ ওঁ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন লোকে বলে যে, উৎপলটী নীল, তাহা আন; তেমনি শাস্ত্রও বলিয়াছেন যে, উদ্গীথ ওঁকার, তাহার উপাসনা কর। ওঁ অক্ষর উদ্গীথ, এই বাক্যের বিচারণা আরম্ভ করিলে প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং বিস্পষ্ট কারণের অভাবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকার পক্ষ স্থির হয়না। সেই জন্য সূত্রকার পক্ষ স্থিরকরণার্থ সূত্র বলিলেন, "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্", পরাভিমত পক্ষত্রয় ব্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু শব্দ নিবেশের পরিবর্ত্তে চ শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে।

চেৎ, ন। তত্তাত্ফলত্বাৎ। আপ্ত্যাদিদৃষ্টিফলং হি তৎ নোদ্গীথাধ্যাসফলম্। অপবাদেহপি সমানঃ ফলাভাবঃ। মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন, পুরুষার্থোপযোগানবগমাৎ। ন চ কদাচিদপ্যোঙ্কারাদোঙ্কারবুদ্ধির্নিবর্ত্ততে উদ্গীথাদ্বোদ্গীথবুদ্ধিঃ। ন চেদং বাক্যং বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরম্। উপাসনবিধিপরত্বাৎ। নাপ্যেকত্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। নিষ্প্রয়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্যাৎ। একেনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ। ন চ হোতৃবিষয়ে বাহধ্বর্য্যবিষয়ে বাহক্ষরে ওঙ্কারশব্দবাচ্যে উদ্গীথপ্রসিদ্ধিরস্তি। নাপি সকলায়াং সাম্নাং দ্বিতীয়ায়াং ভক্তাবুদ্গীথশব্দবাচ্যায়ামোঙ্কারশব্দপ্রসিদ্ধির্যেনানতিরিক্তার্থতা স্যাৎ। পরিশেষাদ্বিশেষণপক্ষঃ পরিগৃহ্যতে। ব্যাপ্তেঃ সর্ব্ববেদসাধারণ্যাৎ। সর্ব্বব্যাপ্যক্ষ-

---

সদোষ বলিয়া অধ্যাসাদি পক্ষের পরিত্যাগ এবং নির্দ্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশেষণ পক্ষের গ্রহণ করা। অধ্যাস পক্ষের দোষ এই যে, উদ্গীথের জ্ঞান ওঁকারে আরোপ করিলে, ওঁকারে তদ্বাচক শব্দের লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে এবং পৃথক্ ফল কল্পনাও করিতে হইবে। লক্ষণা করিতে গেলে যে সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়, অবিদ্যমান বিধায় সেই সম্বন্ধও কল্পনীয় হয়। সম্বন্ধের, লক্ষণার ও ফলের কল্পনা অবশ্যই গৌরবপরাহত। যদি জিজ্ঞাসা কর, ফল শ্রুতি আছে, ক্রমার্থক চশব্দের প্রয়োগে ইহাই জ্ঞান হইয়াছে যে, এই উপাসনা উপাসকের কামনাসমূহের প্রাপক। যে উপাসনা করে, সে অভিলষিত বস্তু লাভ করে। এই শ্রুত ফলই হইবে, কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঐ শ্রুত ফল অধ্যাসের নহে, উহা আপ্ত্যাদি জ্ঞানের ফল। অপবাদ পক্ষেও কোনও রূপ ফল নাই। মিথ্যাজ্ঞান-নিবৃত্তিই ফল, এই কথাও বলা যাইতে পারেনা। যেহেতু, তাদৃশ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে পরিগণিত নহে। তাহাতে কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? অপিচ, কোনও কালে ওঁকারে ওঁকারবুদ্ধির ও উদ্গীথে উদ্গীথবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আরও কথা এই যে, এই বাক্য উপাসনা-বিধায়ক, তাহা বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে না। বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদন করিলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য থাকিত। ঐক্যপক্ষও সঙ্গত নহে। ঐক্যপক্ষে ওঁ, উদ্গীথ এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ অনর্থক। ওঁ অথবা উদ্গীথ, এই দুইটির একটীতেই বিবক্ষিতার্থ লাভ

বয়িহ মা প্রসঙ্গীত্যেত্যাত উদ্গীথশব্দেনাক্ষরং বিশিষ্যতে। কথং নামোদ্গীথা-বয়বভূত ওঙ্কারো গৃহ্যত ইতি। নম্বস্মিন্নপি পক্ষে সমানা লক্ষণা উদ্গীথশব্দ-স্যাবয়বলক্ষণার্থত্বাৎ। সত্যমেবমেতৎ, লক্ষণায়ামপি তু সন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষৌ ভবত এব। অধ্যাসপক্ষে হ্যর্থান্তরবুদ্ধিরর্থান্তরে নিক্ষিপ্যত ইতি বিপ্রকৃষ্টা লক্ষণা, বিশেষণপক্ষে ত্ববয়বিবচনেন শব্দেনাবয়বঃ সমর্প্যত ইতি সন্নিকৃষ্টা লক্ষণা। সমুদায়েষু হি প্রবৃত্তাঃ শব্দা অবয়বেষ্বপি বর্ত্তমানা দৃষ্টাঃ পটগ্রামাদিষু। অতশ্চ ব্যাপ্তের্হেতোরোমিত্যেতস্যোদ্গীথমিত্যেতদ্বিশেষণমিতি সমঞ্জসমেতন্নিরবদ্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১০ ॥

বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ প্রাণসম্বাদে শ্রৈষ্ঠ্যগুণান্বিতস্য প্রাণস্যোপাস্য-

---

হইতে পারে। হোতৃকার্য্যে ও আধ্বর্য্যব কার্য্যে যে ওঁ প্রযুক্ত হয়, সেই ওঁ উদ্-গীথ নহে, সমুদায় সামও উদ্গীথ নহে। সামের যে দ্বিতীয়া ভক্তি, অংশবিশেষ তাহাই উদ্গীথএবং সেইই উদ্গীথ নামে প্রসিদ্ধ। এই ক্ষেত্রে একার্থতা কি প্রকারে স্থির হইবে? এক্ষণে বিশেষণ পক্ষ অবশিষ্ট এবং নির্দ্দোষ বলিয়াই সেই পক্ষই গ্রাহ্য। ওঁকার ব্যাপ্তি আছে, সুতরাং ওঁ ইত্যক্ষরং উপাসীত, এতৎ স্থলে উপাসক মনে করিতে পারেন যে, সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁকার প্রস্তাবিত উপা-সনায় গ্রহণীয়, শ্রুতি তন্নিষেধার্থ উদ্গীথ শব্দ বিশেষণ দিয়াছেন। উদ্গীথ বিশেষণ দেওয়া বিশেষ ওঁকারের গ্রহণ হয়। আপত্তি করিতে পার যে, উদ্গীথ শব্দে উদ্গীথাবয়ব গ্রহণীয়; কিন্তু লক্ষণা ব্যতীত এই কথা স্বীকারনীয়া নহে। সুতরাং অন্যান্য পক্ষবৎ এতৎপক্ষেও দোষ থাকিয়াই গেল। তাহা হইলে বিশেষণ পক্ষ গ্রহণের আবশ্যক কি? সত্য বটে, কিন্তু লক্ষণার সান্নিধ্য ও অসান্নিধ্য আছে। অধ্যাসপক্ষে এক বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুতে অর্পিত হয়, সুতরাং, অধ্যাসপক্ষের লক্ষণা বিপ্রকৃষ্ট, কিন্তু বিশেষণ পক্ষের লক্ষণার অবয়বীর সন্নিকৃষ্ট অবয়বকে পাওয়া যায়, সুতরাং বিশেষণ পক্ষের লক্ষণা সান্নিধ্য লক্ষণা। সমুদায় প্রবৃত্তশব্দকে অবয়বার্থে পবৃত্ত হইতেও দেখা যায়, যেমন বস্ত্র ও গ্রাম প্রভৃতি। প্রদর্শিত কারণে সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁ অক্ষরের উদ্গীথ বিশেষণ ব্যাবর্ত্তনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই সমঞ্জস অর্থাৎ নির্দ্দোষ ॥ ৯ ॥

যযুক্তং বাগাদয়োঽপি তত্র বসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতা উক্তাঃ তে চ গুণাঃ প্রাণে পুনঃ প্রত্যর্পিতাঃ 'যদ্বা অহং বসিষ্ঠোঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি' ইত্যাদিনা। অন্যেষামপি তু শাখিনাং কৌষীতকিপ্রভৃতীনাং প্রাণসম্বাদেষু 'অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানমেতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কেষু প্রাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং ন ত্বিমে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উক্তাঃ। তত্র সংশয়ঃ কিমেতে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণাঃ কচিদুক্তা অন্যত্রাপ্যস্যোরন্ উত নাস্যোরন্নিতি তত্র প্রাপ্তং তাবন্নাস্যোরন্নিতি। কুতঃ। এবংশব্দপ্রয়োগাৎ। তথা 'এবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা' ইতি হি তত্র তত্রৈবংশব্দেন বেদ্যং বস্তু নিবেদ্যতে। এবংশব্দশ্চ সন্নিহিতাবলম্বনো ন শাখান্তরপরিপঠিতমেবঞ্জাতীয়কং গুণজাতং শক্নোতি নিবেদয়িতুম্। তস্মাৎ স্বপ্রকরণস্থৈরেব গুণৈর্নিরাকাঙ্ক্ষত্বমিত্যেবং প্রাপ্তে

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত প্রাণের উপাসনা কথিত হইয়াছে। তৎপরে বাক্ প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ বর্ণিত হইয়া, সেই সমুদ গুণ প্রাণে সমর্পিত হইয়াছে। যথা, আমি বসিষ্ঠ, তুমিও বসিষ্ঠ হইলে। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা মাত্র উক্ত হইয়াছে। পরন্তু বসিষ্ঠত্বাদি গুণ কথিত হয় নাই। এইস্থানে সন্দেহ এই যে, কোনও কোনও শাখায় যে বসিষ্ঠত্বাদিগুণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল অন্য শাখায় সংগ্রহ করিতে হইবে কি না? আপত্তিপ্রমুখ প্রথমতঃ বলা যায় যে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে না। যেহেতু, অন্য শাখায় এবং শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা, এইরূপে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জানিয়া। এই স্থানে এবং শব্দ বিজ্ঞেয় বস্তু সমর্পন করিতেছে। এবং শব্দ সন্নিহিতবাচী, যাহা নিকটে থাকে তাহাই এবং শব্দে বুঝায়। সুতরাং শাখান্তর পঠিত এই সকল গুণ বুঝাইতে সমর্থ হইবে কেন? উহা স্বপ্রকরণোক্ত গুণ বুঝাইয়াই নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, সেই জন্য অন্য প্রকরণোক্ত গুণ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষে সূত্র বলা হইল, সর্ব্বাভেদাৎ। কোনও কোনও স্থানের কথিত বসিষ্ঠত্বাদিগুণ অন্য স্থানেও প্রক্ষিপ্ত হইবেক। তাহার হেতু এই যে, সর্ব্বশাখাই সমুদায় বিদ্যা এক। যে কোনও শাখা হউক, সর্ব্বত্রই একই প্রাণ-বিজ্ঞান, ইহা প্রাণ-সংবাদের সারূপ্যেই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানের বিষয় হয়। যদি প্রাণ-বিজ্ঞান এক হয়, তাহা হইলে এক শাখায় বসিষ্ঠত্বাদি অন্য

প্রত্যাহ ;-অস্যোরমিমে গুণাঃ কচিদুক্তা বসিষ্ঠত্বাদয়োঽন্যত্রাপি। কুতঃ। সর্ব্বাভেদাৎ। সর্ব্বত্রৈব হি তদেবৈকং প্রাণবিজ্ঞানমভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে প্রাণসম্বাদাদিসারূপ্যাৎ। অভেদে চ বিজ্ঞানস্য কথমিমে গুণাঃ কচিদুক্তা অন্যত্র নাস্যোরন্। নম্বেবংশব্দস্তত্র তত্র ভেদেনৈবপ্রাতীয়কং গুণজাতং বেদ্যত্বায় সমর্পয়তীত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। যদ্যপি কৌষীতকীব্রাহ্মণগতেনৈবংশব্দেন বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতং গুণজাতমসংশব্দিতমসন্নিহিতত্বাৎ, তথাপি তস্মিন্নেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতেনৈবংশব্দেন তৎসংশব্দিতমিতি ন পরশাখাগতমপ্যভিন্নবিজ্ঞানাববদ্ধং গুণজাতং স্বশাখাগতান্বিশিষ্যতে। ন চৈবং সতি শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা বা ভবতি। একস্যামপি হি শাখায়াং শ্রুতা গুণাঃ শ্রুতা এব সর্ব্বত্র ভবন্তি গুণবতো ভেদাভাবাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শৌর্য্যাদিগুণত্বেন স্বদেশে প্রসিদ্ধো দেশান্তরগতস্তদ্দেশ্যৈরবিভাবিতশৌর্য্যাদিগুণোঽপাতদ্গুণো ভবতি, যথা চ তত্র পরিচয়বিশেষাদ্দেশান্তরেঽপি দেবদত্তগুণা বিভাব্যন্তে, এবমভিযোগ-

---

শাখায় নিক্ষিপ্ত না হইবার কারণ কি? আপত্তি করিয়াছিলে, কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কথিত এবং শব্দ তৎপ্রকরণোক্ত গুণনিচয়কেই বুঝায় ও বাজিব্রাহ্মণোক্ত গুণ অসন্নিহিত বলিয়া পৃথক্ থাকে, তাহার প্রত্যুত্তর এই। যদিও কৌষিতকী ব্রাহ্মণের এবং শব্দ বাজি ব্রাহ্মণোক্ত গুণের সূচক হয় না, তথাপি প্রোক্ত উপাসনায় সেই সকল গুণ বাজি ব্রাহ্মণোক্ত এবং শব্দে অভিহিত হইতে পারে। যেহেতু উপাসনা এক, সেই হেতু শাখান্তরপরিপঠিত তৎসম্বন্ধীয় গুণনিচয় স্ব শাখায় কথিত না হইলেও পৃথক্ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাহাতে শ্রুত-হানি এবং অশ্রুতকল্পনা-দোষও হয় না। যে সকল গুণ এক শাখায় শ্রুত হইয়াছে, গুণীর ভেদ না থাকায় সেই সকল গুণ সেই শাখাতেও শ্রুত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। স্বদেশে শৌর্য্যাদি গুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে, তদ্দেশবাসীরা সে সকল গুণ জানে নাই, সেইজন্য কি বলিতে হইবে যে, দেবদত্তের তাদৃশ কোনও গুণ নাই। সেই দেশেও যেমন পরিচয়বিশেষ দ্বারা দেবদত্তের সেই সকল পরিগৃহীত হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ হেতুর দ্বারা শাখান্তরোক্ত উপাস্য ব্রহ্মের গুণ অন্যান্য শাখাতেও পরিগৃহীত হয়। পরিশেষে বিচারের উপসংহার এই যে, এক প্রাণ

বিশেষাচ্ছাখান্তরেহপ্যুপাস্যা তথাঃ শাখান্তরেহপ্যুপেয়েরন্। তস্মাদেক প্রধানসম্বদ্ধা ধর্ম্মা একত্রাপ্যুচ্যমানাঃ সর্ব্বত্রৈবোপসংহর্ত্তব্যা ইতি ॥ ১০ ॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাসু শ্রুতিষানন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মত্বমিত্যেবংজাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ ক্বচিৎ কেচিৎ শ্রূয়ন্তে। তেষু সংশয়ঃ—কিমানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা যাবন্তো যত্র শ্রূয়ন্তে তাবন্ত এব তত্র প্রতিপত্তব্যাঃ কিং বা সর্ব্বে সর্ব্বত্রেতি। তত্র যথাশ্রুতিবিভাগং ধর্ম্মপ্রতিপত্তৌ প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে, আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতিপত্তব্যাঃ। কস্মাৎ। সর্ব্বাভেদাদেব। সর্ব্বত্র হি তদেবৈকং প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিদ্যতে। তস্মাৎ সার্ব্বত্রিকত্বং ব্রহ্মধর্ম্মাণাং তেনৈব পূর্ব্বাধিকরণোদিতেন দেবদত্তশৌর্য্যাদিনিদর্শনেন। নন্বেবং সতি প্রিয়শিরস্ত্বাদয়োহপি ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র সঙ্কীর্য্যেরন্, তথাহি তৈত্তিরীয়কে আনন্দময়মাত্মানং প্রক্রম্যাম্নায়তে 'তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো

প্রকারে এইরূপ উপাস্য সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসকল কোন এক স্থানে শ্রুত না হইলেও সেই সকল প্রদর্শিত প্রকারে ও কারণে সংগৃহীত হইবেক ॥ ১০ ॥

যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্যস্তসমস্তক্রমে আনন্দরূপত্ব, জ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব এবং সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি কোনও কোনও ব্রহ্মধর্ম্ম শুনা যায়। ইহাতেই সন্দেহ হয় যে, আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্মসকল যেখানে যেইটী শুনা গিয়াছে, সেই স্থানে সেইটীই গৃহীত হইবে, কি একবাক্যতানুযায়ী সর্ব্বত্রই সমুদায় গুলির গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ আপত্তি হইতে পারে যে, ঐ সকল ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রৌত বিভাগানুসারেই গ্রহণীয়। এবম্বিধ পূর্ব্বপক্ষোত্থিত আপাত ভ্রম দূরাসার্থ "আনন্দাদয়ঃ" ইত্যাদি সূত্র বলিতে হইল। সূত্রীয় অর্থ এই যে, আনন্দাদি সমুদায় ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক। তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই এক। সমুদায় বেদান্তে একমাত্র ব্রহ্ম কথিত। সেই ব্রহ্ম কোনও শাখায় কোনও এক বিশেষণ উক্ত না হইলেও, তাহা একটীও [illegible] পূর্ব্বে যে শৌর্য্যাদিগুণের উদাহরণ দেখান

দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ১১ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১২ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তৈত্তিরীয়কে আম্নাতানাং নান্যত্র প্রাপ্তিঃ। যৎকারণং প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদ আনন্দ ইত্যেতে পরস্পরাপেক্ষয়া ভোক্ত্রন্তরাপেক্ষয়া চোপচিতাপচিতরূপা উপলভ্যন্তে। উপচয়াপচয়ৌ চ সতি ভেদে সম্ভবতঃ। নির্ভেদন্তু ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চৈতে প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ। কোশধর্ম্মাস্ত্বেতে ইত্যুপদিষ্টমস্মাভিঃ 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' ইত্যত্র [বে০সূ০১।১।১২]। অপি চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চিত্তাবতারোপায়মাত্রত্বেনৈতে পরিকল্প্যন্তে ন দ্রষ্টব্যত্বেন। এবমপি সুতরামন্যত্রাপ্রাপ্তিঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্।

হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মগুণের সার্ব্বত্রিকতা অনুমান কর। এই সিদ্ধান্তে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মও সর্ব্বত্র যোজনা করিতে আপত্তি চলিবেনা। এই প্রত্যাপত্তির খণ্ডনার্থ দ্বাদশ সূত্র বলা হইল ॥ ১২ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরিপঠিত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম অন্যশাখায় গ্রহণ করা হইবে না। কেননা, মোদ, প্রমোদ, আনন্দ এইসকল আপেক্ষিক এবং বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত। আপেক্ষিক অর্থাৎ নিমিত্তাধীন, সুতরাং তারতম্যযুক্ত ও হ্রাস-বৃদ্ধিমান। সুখের তারতম্য অথবা ভোক্তার ইতরবিশেষভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যথা পুত্রদর্শনজসুখ প্রিয়, পুত্রের কুশলাদি জানিলে মোদ এবং তাহাতে বিদ্যাদি আতিশয্য দেখিলে প্রমোদ জন্মে। অতএব, প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এই সকল সুখের তারতম্য বা অবস্থা-প্রভেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয়াপচয় ধর্ম্ম থাকে, তাহা অভেদে থাকিবার সম্ভাবনা কি? ব্রহ্ম নির্ভেদ, তাঁহাতে বৃদ্ধি, হ্রাস অথবা তারতম্য কিছুই নাই। অপিচ, এই প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, এইসকল আনন্দময় কোষের ধর্ম্ম। এই কথা "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"-এই সূত্রে বলা হইয়াছে। অন্য কথা এইযে, পরব্রহ্মে চিত্তনিবেশ করাইবার জন্যই এইসকল কল্পিত হইয়াছে মাত্র, উহা ব্রহ্ম-

ব্রহ্মণ্যাবেত্মান্ কৃত্বা ন্যায়মাত্রমিহাচার্য্যেণাদর্শিতং প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরিতি। স চ ন্যায়োঽন্যেষু নিশ্চিতেষু ব্রহ্মধর্ম্মেষূপাসনায়োপদিশ্যমানেষু নেতব্যঃ সম্পদ্বামত্বাদিষু সত্যকামত্বাদিষু চ। তেষু হি সত্যপ্যুপাস্যব্রাহ্মণ একত্বে প্রক্রমভেদাদুপাসনভেদে সতি নান্যোন্যধর্ম্মাণামন্যোন্যত্র প্রাপ্তিঃ। যথা চ দ্বে ভার্য্যে একং নৃপতিমুপাসাতে চামরেণান্যা ছত্রেণান্যা, তত্র চোপাস্যৈকত্বেঽপ্যুপাসনভেদে ধর্ম্মব্যবস্থা চ ভবতি এবমিহাপীতি। উপচিতাপচিতগুণত্বং হি সতি ভেদব্যবহারে সগুণে ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে ন, নির্গুণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অতো ন সত্যকামত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং কচিচ্ছ্রুতানাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৩ ॥

ইতরে ত্বানন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা অর্থসামান্যাৎ

জ্ঞানার্থ নহে। মহাবাক্যসমূহ ব্রহ্মজ্ঞানে এই সকলের অল্পমাত্রও উপযোগ নাই। যদি তাহাই না থাকিল, তবে আর কি জন্য এই সকল অন্য ব্রহ্মবাক্যে নীত হইবে? বলিতে পার, তাহা হইলে এই সূত্রের আবশ্যক কি? এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন, এই সকল ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া এই প্রিয়শিরস্ত্বাদি সূত্রে যুক্তিমাত্র দেখান হইয়াছে। যুক্তিরচনার ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, যেসকল ধর্ম্ম বা গুণ উপাসনার্থ উপদিষ্ট এবং যেসকল ব্রহ্ম ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত, সেই সকলের বিনিয়োগে উক্ত ন্যায় প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যেমন, সম্পদ্বামত্ব ধর্ম্ম ও সত্যকামত্ব ধর্ম্ম। সর্ব্বত্রই উপাস্য ব্রহ্ম এক সত্য, তথাপি প্রকরণের বিভেদে উপাসনার ভেদ স্বীকৃত হয় এবং সেই সেই স্থানেই অন্যান্য ধর্ম্ম অন্যান্য উপাসনায় নীত হইয়া থাকে। যেমন দুই স্ত্রী একই রাজার উপাসনা করে, এক স্ত্রী চামর দ্বারা এবং অন্য স্ত্রী ছত্রের দ্বারা, সেখানে যেমন উপাস্য এক হইলেও উপাসনার প্রকার ভিন্নহেতু উপাসনার ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, এই স্থলেও সেইপ্রকার বুঝিতে হইবে। সগুণ ব্রহ্মে ভেদ-ব্যবহার হয়, সেইজন্য সগুণ ব্রহ্মেই ঐসকল বৃদ্ধিহ্রাসঘটিত গুণ উপপন্ন হয়। নির্গুণ পরব্রহ্মে ভেদ-ব্যবহার হয় না, সুতরাং তাহাতে এইসকল বৃদ্ধিহ্রাসযুক্ত গুণের সমাবেশও হয় না। অতএব, কচিৎ উক্ত সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম অসার্ব্বত্রিক ॥ ১২ ॥

প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্নিতি বৈষম্যম্। প্রতি-পত্তিমাত্রপ্রয়োজনা হি ত ইতি ॥ ১৩ ॥

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

কাঠকে পঠ্যতে 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ' ইত্যারভ্য 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে সর্ব্ব এবার্থাদয়স্তত্তস্তত্তঃ পরত্বেন প্রতিপাদ্যন্তে উত পুরুষ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরঃ প্রতিপাদ্যত ইতি। তত্র তাবৎ সর্ব্বেষামেবৈষাং পরত্বেন প্রতিপাদনমিতি ভবতি মতিঃ। তথা হি শ্রূয়তে—ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিতি। নন্বহু-ষ্বর্থেষু পরত্বেন প্রতিপিপাদয়িষিতেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ। নৈষ দোষঃ। বাক্য-বহুত্বোপপত্তেঃ। বহূন্যেব হ্যেতানি বাক্যানি প্রভবন্তি বহূনর্থান্ পরত্বোপেতান্ প্রতিপাদয়িতুম্। তস্মাৎ প্রত্যেকমেষাং পরত্বপ্রতিপাদনমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।

প্রিয়শিরস্ত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মব্যতীত অন্যান্য ব্রহ্মধর্ম্মসকল অর্থাৎ আনন্দরূপত্ব ও বিজ্ঞানঘনত্ব প্রভৃতি যেসকল ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিপাদনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর একত্ব বিধায় সর্ব্বত্রই প্রতীত হয়। অতএব প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মও স্বরূপবোধক, আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্ম সমান নহে। সমান নহে বলিয়াই তাহাতে এই ন্যায়ের বিষয় নাই। ১৩ ॥

কঠ উপনিষদে পঠিত হইয়াছে, "ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ পর, অর্থাপেক্ষা মন পর" ইত্যাদি। ঐবাক্যের শেষে আছে, পুরুষ অপেক্ষা পর এমন কিছু নাই। পুরুষই পরাকাষ্ঠা এবং পরমাগতি। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এই সকল অর্থাদি কি উক্তবাক্যে পর পর শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, কি ঐ বাক্য একমাত্র পুরুষেরই সর্ব্বপরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে? এই বিষয়ে বলা যায়, প্রত্যেক পদার্থেরই উত্তরোত্তর প্রধানত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ইহা ইহা অপেক্ষা প্রধান, ইহা ইহা অপেক্ষা প্রধান" ইত্যাদি। যদি আপত্তি কর, বহুবস্তুর প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে গেলে বাক্য-ভেদ হইবে। আমরা বলি, বাক্যভেদ দোষ হয় না। বহু বাক্যই হইবে। এই স্থলে বহুবাক্যই উপপন্ন হয়। বাক্য বহু হইলে অবশ্যই সেই সকল বহুপরত্ব

পুরুষ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরঃ প্রতিপাদ্যত ইতি যুক্তং ন প্রত্যেকমেষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্। কস্মাৎ। প্রয়োজনাভাবাৎ। ন হীতরেষু পরত্বেন প্রতিপন্নেষু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। পুরুষে ত্বিন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরস্মিন্ সর্ব্বানর্থব্রাতাতীতে প্রতিপন্নে দৃশ্যতে প্রয়োজনং মোক্ষসিদ্ধিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে' ইতি। অপি চ পরপ্রতিষেধেন কাষ্ঠাদিশব্দেন চ পুরুষবিষয়মাদরং দর্শয়ন্ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈব পূর্ব্বাপরপ্রবাহোক্তিরিতি দর্শয়তি—আধ্যানায়েতি। আধ্যানপূর্ব্বকায় সম্যগ্দর্শনায়েত্যর্থঃ। সম্যগ্দর্শনার্থমেব হীহাধ্যানমুপদিশ্যতে ন ত্বাধ্যানমেব স্বপ্রধানম্ ॥ ১৪ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৫ ॥

ইতশ্চ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈবেয়মিন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তিঃ, যৎকারণং—

যুক্ত অর্থ প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে। অতএব, ঐ বাক্যে ঐ সকলের প্রত্যেকের পরত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তে চতুর্দ্দশ সূত্র বলা হইল। একমাত্র পুরুষই ঐ সকলের পর, ইহাই ঐবাক্যের প্রতিপাদ্য। এই বাক্যে উল্লিখিত পদার্থরাশির প্রত্যেকের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হয় নাই, পুরুষেরই সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ এই যে, পুরুষাতিরিক্ত পদার্থের প্রাধান্য প্রতিপাদন করার প্রয়োজন বা কোনওরূপ ফল নাই। অর্থাদি পদার্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করায় কোনওরূপ ফল দেখিতে পাই না; তাহা শাস্ত্রেও শুনি নাই। অধিকন্তু সর্ব্বপর ও সর্ব্বানর্থাতীত পরমপুরুষজ্ঞানে মোক্ষরূপ ফল দেখা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতি যথা—"অধিকারী পরাৎপর পুরুষ সাক্ষাৎকারের অনন্তর মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়"। আরও দেখ, শ্রুতি পরপ্রতিষেধ এবং কাষ্ঠাদিশব্দের প্রয়োগ করিয়া পুরুষের পরত্বেই পরমাদর প্রদর্শন করাইতেছেন। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, কেবল পুরুষ-জ্ঞানের জন্যই এই পরোক্তিপ্রবাহের কথন। আচার্য্য ব্যাস এই শ্রৌত তাৎপর্য্য প্রদর্শনার্থ এই চতুর্দ্দশ সূত্র বলিয়াছেন। সূত্রার্থ এই—এই উক্তি ধ্যানমূলক তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভাবনার্থ, ইতর পদার্থের প্রাধান্য খ্যাপনার্থ নহে। অমুকাপেক্ষা অমুক পর, এই ভাবনা তত্ত্বজ্ঞানদর্শনার্থ উপদিষ্ট; ধ্যান প্রাধান্যার্থ অথবা অর্থাদি প্রাধান্যার্থ উপদিষ্ট নহে ॥ ১৪ ॥

'এস সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ'॥ ইতি

প্রকৃতং পুরুষমাম্নোত্যাহ। অতশ্চানাত্মত্বমিতরেষাং বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। তস্যৈব চ দুর্ব্বিজ্ঞানতাং সুসংস্কৃতমতিগম্যতাঞ্চ দর্শয়তি তদ্বিজ্ঞানায়ৈব চ 'যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ' ইত্যাধ্যানং বিদধাতি। তদ্ব্যাখ্যাতমানুমানিকমপ্যেকেষামিত্যত্র [বে॰সূ॰১।৪।১]। এবমনেকপ্রকার আশয়াতিশয়ঃ শ্রুতেঃ পুরুষে লক্ষ্যতে নেতরেষু। অপি চ 'সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' ইত্যুক্তে কিন্তদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়ামিন্দ্রিয়াদ্যনুক্রমণাৎ পরমপদপ্রতিপত্ত্যর্থ এবায়মায়াস ইত্যবসীয়তে॥ ১৫॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ॥ ১৬॥

ঐতরেয়কে শ্রূয়তে 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমাল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচীর্ম্মর আপঃ' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ কিং পর এবাত্মা ইহাত্মশব্দেনাভিলপ্যতে উতান্যঃ কশ্চি-

---

অধ্যান হইয়াছে, যে শান্তি তাহাতেই আত্মশব্দ আছে, ইহারই নিমিত্ত শান্তি প্রয়োজন হইয়াছে, আনন্দ থাকাতে সেই শান্তি হয়।

ধ্যানেতে যে শান্তিত্ব, সে আত্মা শব্দ দ্বারা শান্তি প্রয়োজন হইতেছে, তাহা আনন্দ হইলেই হয়। ধ্যানের ক্রম কঠবল্লী উপনিষদে বলিয়াছেন। সর্ব্বদা আত্মাতে থাকায় শান্তি পাওয়া যায়। প্রথমে বাক্য মনেতে, মন প্রজ্ঞাতে, প্রজ্ঞা জ্ঞানেতে, জ্ঞান আত্মাতে, আত্মার জ্ঞান মহতে সংযম করিবে; এইরূপে আত্মার শান্তি হয়। যাঁহাদের আত্মা শান্তিপদ পাইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মাশব্দ দ্বারা কাহার গ্রহণ হইবে? দেবের আত্মশক্তি ব্রহ্ম পরমাত্মা দেবপরমাত্মা চিৎসম্প্রসাদ। যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি প্রাজ্ঞ উপাধিতে প্রাজ্ঞ সুষুপ্তিস্থানে অবস্থিত। তাহাই পঞ্চভূত উপাধিযুক্ত, তৈজসধাম, স্বপ্নস্থান, সেই স্থূল ভুক্তোপাধি, বৈশ্বানর জাগরিত স্থান॥ ১৫॥

যখন এই সকল সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র আত্মা ছিলেন, এই ঐতরেয় শ্রুতিতে আত্মশব্দ আছে; অন্যান্য সৃষ্টি বাক্যের দৃষ্টান্তে এই আত্মশব্দে পর-

দিতি। কিং তাবৎ। প্রাপ্তং ন পরমাত্মেহাত্মশব্দাভিলপ্যো ভবিতুমর্হতীতি। কস্মাৎ। বাক্যান্বয়দর্শনাৎ। নন্বাক্যান্বয়ঃ সুতরাং পরমাত্মবিষয়ো দৃশ্যতে প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণাৎ ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্ববচনাচ্চ। নেত্যুচ্যতে। লোকসৃষ্টিবচনাৎ। পরমাত্মনি হি স্রষ্টরি পরিগৃহ্যমাণে মহাভূতসৃষ্টিরাদৌ বক্তব্যা। লোকসৃষ্টিস্ত্বিহাদাবুচ্যতে। লোকাশ্চ মহাভূতসন্নিবেশবিশেষাঃ। তথা চাম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকানেবমেব নির্ব্বক্তি 'অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবম্' ইত্যাদিনা। লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরুপলভ্যতে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ' ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি—

'স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত' ॥ ইতি।

ঐতরেয়িণোঽপি "অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ। প্রজাপতে রেতো দেবাঃ" ইত্যত্র পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃকাং বিচিত্রাং সৃষ্টিমামনন্তি। আত্মশব্দোঽপি তস্মিন্ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে— আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইত্যত্র। একত্বাবধারণমপি প্রাগুৎপত্তেঃ স্ববিকারাপেক্ষমুপপদ্যতে। ঈক্ষণমপি তস্য চেতনত্বাভ্যুপগমাদুপপন্নম্। অপি চ তাভ্যো গামানয়ৎ তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তাশ্চাব্রুবন্ ইত্যেবঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ ব্যাপারবিশেষো লৌকিকেষু বিশেষবৎস্বাত্মসু প্রসিদ্ধ ইহানুগম্যতে। তস্মাৎ বিশেষবানেব কশ্চিদিহাত্মা স্যাদিত্যেবং

আত্মাই গ্রহণীয়। কেননা, ইহাই প্রস্তাবের শেষবাক্য পরমাত্মগ্রাহ বিশেষণও আছে। আত্মাই প্রথমে ছিলেন, তবে এখানে আত্মা পরমাত্মাকে গ্রহণ করার ন্যায় গ্রহণ, (এইরূপ গ্রহণ যোগীদের প্রত্যহই হয়) কি প্রকারে অর্থাৎ সেই আত্মাই পরমাত্মা, তবে সৃষ্টির প্রসঙ্গ। যেমন ব্রহ্ম হইতে সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, এবং আত্মা হইতে পরমাত্মা হইয়াছে। এই আত্মারও সৃষ্টিপ্রসঙ্গ হইয়াছে। তিনি যে সমস্ত দেখেন, আত্মা পরমাত্মাকে দেখেন, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? ক্রিয়ার পরাবস্থায় দেখাদেখি নাই, সমস্ত এক ব্রহ্ম। আমি দ্রষ্টার ন্যায় হইব, আবার তাহা নাই। যেমন অন্যান্য সৃষ্টিবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হয়, তদ্রূপ এইবাক্যেও আত্মশব্দে পর-

প্রাপ্তে ক্রমঃ। পর এবাত্মেহাত্মশব্দেন গৃহ্যতে। ইতরবৎ। যথেতরেষু সৃষ্টি-শ্রবণেষু 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যেবমাদিষু পরস্যাত্মনো গ্রহণং যথা বেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দপ্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব মুখ্য আত্মশব্দেন গৃহ্যতে তথেহাপি ভবিতুমর্হতি। যত্র তু 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ' ইত্যেবমাদৌ পুরুষবিধ ইত্যেবমাদি বিশেষণান্তরং শ্রূয়তে ভবেৎ তত্র বিশেষবত আত্মনো গ্রহণম্। অত্র পুনঃ পরমাত্মগ্রহণানুগুণমেব বিশেষণমপ্যুত্তরমুপলভ্যতে 'স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজৈ' ইতি 'স ইমাঁল্লোকানসৃজত' ইত্যেবমাদি। তস্মাৎ তস্যৈব গ্রহণমিতি ন্যায্যম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৭ ॥

বাক্যান্বয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণমিতি পুনর্যদুক্তং তৎপরিহর্তব্যমিত্যত্রোচ্যতে —স্যাদবধারণাদিতি। ভবেদুপপন্নং পরমাত্মন ইহ গ্রহণম্। কস্মাদবধারণাৎ। পরমাত্মগ্রহণং হি প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণমাঞ্জসমবকল্পতে। অন্যথা হ্যনাঞ্জসং তৎ পরিকল্প্যেত। লোকসৃষ্টিবচনন্তু শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধমহাভূতসৃষ্ট্যন্তরমিতি যোজয়িষ্যামি। যথা 'তত্তেজোঽসৃজত' ইত্যেতচ্ছ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধবিয়দ্বায়ুসৃষ্ট্যনন্তরমিত্যয়ু-যুজমেবমিহাপি। শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধোহি সমানবিষয়ো বিশেষঃ শ্রুত্যন্তরেষূপসংহর্তব্যো।

মাত্মাই গ্রাহ্য। আত্মা হইতে আকাশ হইয়াছে, এইবাক্যে যেমন আত্মশব্দে পরমাত্মা, তদ্বৎ লৌকিক প্রয়োগেও আত্মশব্দে পরমাত্মা গ্রাহ্য। তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াই এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বিরাট পুরুষই এই বিশ্বসর্গের স্রষ্টা ইত্যাদি অনুগুণা শ্রুতি ও অনুসন্ধেয়া ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল, বাক্যান্বয় দেখা যায়, সেই হেতু আত্মশব্দে পরমাত্মা নহে। আপত্তি নিরাসার্থ সূত্র 'অন্বয়াদিতি'। বাক্যান্বয় দোষ হেতু আত্ম শব্দে পরমাত্মা নহে; এই কথার উত্তর এই, অবধারণ হেতু পরমাত্মাই গ্রাহ্য। এইস্থলে একত্ব শ্রুতও আছে। আত্মৈকত্ব পরমাত্ম পক্ষেই সঙ্গত। তিনি সৃজন করিলেন, এই শ্রুতিতে যে সৃজন আছে, তাহা ভূতসৃষ্টির পরে প্রযোজ্য। তেজ সৃষ্টি করিলেন, এই শ্রুতিতে যেমন শ্রুত্যন্তরোক্ত বায়ু সৃষ্টি আকর্ষণ-

ভবতি। যোঽপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষানুগমবান্ গামানয়দিত্যাদিঃ সোঽপি বিবক্ষিতার্থাবধারণানুগুণ্যেনৈব গ্রহীতব্যঃ। ন হ্যয়ং সকলঃ কথাপ্রবন্ধো বিবক্ষিত ইতি শক্যতে বক্তুম্। তৎপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থাভাবাৎ। ব্রহ্মাত্মত্বং ত্বিহ বিবক্ষিতম্। তথা হ্যম্ভঃপ্রভৃতীনাং লোকানাং লোকপালানাং চাগ্ন্যাদীনাং সৃষ্টিং শিষ্ট্বা করণানি করণায়তনঞ্চ শরীরং উপদিশ্য স এব স্রষ্টা কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি বীক্ষ্যেদং শরীরং প্রবিবেশেতি দর্শয়তি 'স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত' ইতি। পুনশ্চ 'যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্' ইত্যেবমাদিনা করণব্যাপারবিবেচনপূর্ব্বকং 'অথ কোঽহম্' ইতি বীক্ষ্য 'স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যৎ' ইতি ব্রহ্মাত্মদর্শনমবধারয়তি। তথোপরিষ্টাদপি 'এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্রঃ' ইত্যাদিনা সমস্তং ভেদজাতং সহ মহাভূতৈরনুক্রম্য 'সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মাত্মদর্শনমেবাবধারয়তি। তস্মাদিহাত্মগৃহীতিরিত্যনপবাদম্। অপরা যোজনা—

পূর্ব্বক যোজনা করা হয় এখানেও তদ্বৎ সৃষ্টিযোজনা ন্যায্য। বিষয় ভেদ না হইলে এক শ্রুতির বিশেষণ অন্য শ্রুতিতে গ্রাহ্য।

ঐ স্থানে গো আনয়ন করিলেন, অশ্ব আনয়ন করিলেন, ইত্যাদি ব্যাপার কথিত হইয়াছে, এই সকল উল্লেখকে বিবক্ষিতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিব। এই সমুদায় বাক্য বিবক্ষিত হওয়া অসম্ভব হেতু মূলকারণ ব্রহ্মকে বিবক্ষিত জ্ঞান করিয়া অনুকূলে অন্য বাক্য যোজনীয়, যেহেতু অশ্বআনয়ন, গোআনয়ন প্রভৃতির জ্ঞানে মোক্ষ নাই। এই সকল শ্রৌত কথায় এক-বাক্যতা-লব্ধ এই তাৎপর্য্য পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতি স্বর্গপ্রভৃতি লোকের এবং অগ্ন্যাদির সৃষ্টি উপদেশ করতঃ ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়াশ্রয় দেহের উপদেশান্তে দেখাইয়াছেন যে, স্রষ্টা আলোচনা পূর্ব্বক স্বকীয় শরীরে আছেন। আলোচনার আকার এই, আমা ভিন্ন ইহা কি হইবে, কোন্ কার্য্যে লাগিবে, আমার আশ্রয় ভিন্ন ইহা বৃথা ও অকর্ম্মণ্য। এইরূপ আলোচনা করতঃ স্বশরীরে প্রবেশ করিলেন এইরূপে লোক লোকপাল ইন্দ্রিয় সৃষ্টি বলিয়া স্বশরীরপ্রবেশের কথা বলিয়াছেন।

তৎপর ঈশ্বর ইহাকে ছিদ্রিত, করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিলেন।

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ । বাজসনেয়কে 'কতম আত্মেতি । যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' ইত্যাত্মশব্দেনোপক্রম্য তস্যৈব সর্ব্বসঙ্গবিমুক্তত্বপ্রতিপাদনেন ব্রহ্মাত্মতামবধারয়তি । তথা হ্যুপসংহরতি 'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' ইতি । ছন্দোগ্যে তু 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যন্তরেণৈবাত্মশব্দমুপক্রম্য উদর্কে 'স আত্মা তত্ত্বমসি' ইতি তাদাত্ম্যমুপদিশতি । তত্র সংশয়ঃ । তুল্যার্থত্বং কিমনয়োরাম্নানয়োঃ স্যাদতুল্যার্থত্বং বেতি । অতুল্যার্থত্বমিতি তাবৎ প্রাপ্তম্ । অতুল্যত্বাদাম্নানয়োঃ । ন হ্যাম্নানবৈষম্যে সত্যর্থসাম্যং যুক্তং প্রতিপত্তুমাম্নানতন্ত্রত্বাদর্থপরিগ্রহস্য । বাজসনেয়কে চাত্মশব্দোপক্রমাদাত্মতত্ত্বোপদেশ ইতি গম্যতে । ছান্দোগ্যে তূপক্রমবিপর্য্যয়াদুপদেশবিপর্য্যয়ঃ । নমু চ ছন্দোগানামপ্যস্তি উদর্কে তাদাত্ম্যোপদেশ ইত্যুক্তং সত্যমুক্তমুপক্রমতন্ত্রত্বাদুপসংহারস্য ন তাদাত্ম্যসম্পত্তিঃ সেতি মন্যতে । তথা প্রাপ্তেঽভিধীয়তে । আত্মগৃহীতিঃ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যত্র ছন্দোগানামপি ভবিতুমর্হতি । ইতরবৎ । যথা 'কতম আত্মা' ইত্যত্র

তিনি দেহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাগিন্দ্রিয় কথা বলে, প্রাণ জীবন ধারণ করে, তবে আমি কে ? এইরূপে তাবৎ ইন্দ্রিয়কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিচার করিলেন, আমি কে ? বিচারে জানাগেল আমিই ব্রহ্ম । এইরূপে ব্রহ্মাত্মতাবধারণ হেতু বুঝা যায়, এই কথা প্রবন্ধের বিবক্ষতার্থ ব্রহ্ম । আরও শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই ব্রহ্ম । এইরূপে সমস্ত ভিন্ন পদার্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সমস্তই চিদাত্মায় অবস্থিত । লোকসকল প্রজ্ঞানিয়ম্য অর্থাৎ ব্রহ্মই ইহাদের নিয়োগকর্ত্তা । এই শ্রুতিবাক্য শেষেও আত্মজ্ঞানের অবধারণ দেখাইয়াছেন । সুতরাং সর্ব্বথা আত্মশব্দে পরমাত্মা গ্রাহ্য । ১৭ শ সূত্রের অন্যব্যাখ্যাও আছে । যথা আরণ্যকে আত্মা কি ? আত্মা কে ? ইহার উত্তর, হৃদয়ে প্রাণগণের মধ্যে বিজ্ঞানময় পুরুষই আত্মা । আরণ্যক শ্রুতি এইরূপে আত্মশব্দোল্লেখে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া প্রস্তাবিত আত্মার অসঙ্গ ভাব প্রতিপাদন করায় ব্রহ্মাত্মতাই স্থির করিয়াছেন । সেই হেতু এই প্রস্তাবের উপসংহার, সেই আত্মা মহান্, অজর, অমর এবং ব্রহ্ম । ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, হে শ্বেতকেতো ! সেই আত্মা তুমি । বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে আত্ম শব্দের

বাজসনেয়িনামাত্মগৃহীতিস্তথৈব। কস্মাৎ। উত্তরাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাৎ। অন্ব-
য়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ। যদুক্তং উপক্রমাধীনত্বাৎ উপক্রমে চাত্মশব্দশ্রবণাভাবাৎ
নাত্মগৃহীতিরিতি তস্য কঃ পরিহার ইতি চেৎ, সোঽভিধীয়তে। স্যাদবধারণাদিতি।
অত্রেহপ্যুপক্রমে হ্যাত্মগৃহীতিরবধারণাৎ। তথা হি 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম-
বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্' ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমবধার্য্য তৎসম্পিপাদয়িষয়া
সদেবেত্যাহ। তচ্চাত্মগৃহীতাং সত্যাং সম্পদ্যতে। অন্যথা হি যোঽয়ং মুখ্য
আত্মা স ন বিজ্ঞাত ইতি নৈব সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যেত। তথা প্রাগুৎ-
পত্তেরৈকত্বাবধারণং জীবস্য চাত্মশব্দেন পরামর্শঃ স্বাপাবস্থায়াঞ্চ তৎস্বভাব-
সম্পত্তিকথনং পরিচোদনাপূর্ব্বকঞ্চ পুনঃ পুনঃ 'তত্ত্বমসি' ইত্যবধারণমিতি চ
সর্ব্বমেতৎ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনায়ামেবাবকল্পতে ন তাদাত্ম্যসম্পাদনায়াম্। ন চা-
ত্রোপক্রমতন্ত্রতোপন্যাসো ন্যায্যঃ। ন হ্যুপক্রমে আত্মত্বসংকীর্ত্তনমনাত্মত্বসংকীর্ত্তনং
বাস্তি। সাধারণোপক্রমশ্চ ন বাক্যশেষগতেন বিশেষেণ বিরুধ্যতে বিশেষাকাঙ্ক্ষি-

---

উল্লেখে দেখা যায়, আত্মতত্ত্বোপদেশ হইয়াছে। ছান্দোগ্যে উপসংহারকালে
স্পষ্ট তাদাত্ম্যের উপদেশ থাকিলেও তাহা প্রকৃত তাদাত্ম্য-বোধক হইবেক না।
উপসংহার মাত্রই উপক্রমের অধীন। এই পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল, অগ্রে এই
সকল সৎই ছিল। ছান্দোগ্য প্রস্তাবের উপসংহারে সৎ তাদাত্ম্যোপদেশ
আছে। সৎ শব্দে আত্মার্থতা বুঝায়। উপক্রম উপসংহারের অধীন, সুতরাং
উপক্রম উপসংহারে সম্বন্ধ আছে। উপক্রমে আত্মশব্দ না থাকায় উপসংহারে
আত্মা প্রতীতি হয় না; ইহার অর্থ এই, অবধারণ থাকাতেই আত্মা প্রতীতি
হয়। যাহার শ্রবণে অশ্রুতও শ্রুত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নিখিলের জ্ঞান
হওয়ার অবধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞাত অবধারণকে সিদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সৎ
ইত্যাদি বলিয়াছেন। সৎশব্দে অনাত্ম গ্রহণে প্রতিজ্ঞাতাবধারণ সিদ্ধ হইবেনা।
সুতরাং যাহার শ্রবণে সর্ব্বশ্রুতি হয়, ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা হানি হইল। তাদাত্ম্য-প্রতি-
পাদন পক্ষেই "সেই এই তুমিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! এই আত্মাই তুমি"
ইত্যাদি কথন সঙ্গত হয়, অন্যথা অসঙ্গত হয়। উপক্রমের প্রাধান্য স্বীকার
করিয়া বাক্যবিন্যাস করা যাইতে পারে না। প্রথমে আত্মা কি অনাত্মা
কিছুরই উল্লেখ নাই, সাধারণরূপে অভিহিত হইয়াছে। বাক্য শেষেও

ত্বাৎ সামান্যস্য সচ্ছব্দার্থোঽপি চ পর্য্যালোচ্যমানো ন মুখ্যাদাত্মনোঽন্যঃ সম্ভবতি। অতোঽন্যস্য বস্তুজাতস্যারম্ভণশব্দাদিভ্যোঽনৃতত্বোপপত্তেরাম্নানবৈষম্যমপি নাবস্তু- মর্থবৈষম্যমাবহতি। আহর পাত্রং পাত্রমাহরেত্যাদিষ্বর্থসাম্যেঽপি তদ্দর্শনাৎ। তস্মা- দেবঞ্জাতীয়কেষু বাক্যেষু প্রতিপাদনপ্রকারভেদেঽপি প্রতিপাদ্যার্থাভেদ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৭ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৮ ॥

ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ প্রাণসম্বাদে শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণস্যান্নমাম্নায় তস্যৈ- বাপো বাস ইত্যামনন্তি। অনন্তরঞ্চ ছন্দোগা আমনন্তি 'তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাদদ্ভিঃ পরিদধতি' ইতি। বাজসনেয়িনশ্চামনন্তি 'তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে। তস্মাদেবংবিদশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদেতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে' ইতি। অত্রাচমনমনগ্নতাচিন্তনঞ্চ প্রাণস্য প্রতীয়তে। তৎ কিমুভয়মপি বিধীয়তে উতাচমনমেবোতানগ্নতাচিন্তনমেবেতি বিচার্য্যতে। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। উভয়মপি

কোনও বিশেষ না থাকায় তাহা উপক্রমের বিরোধী নহে। সামান্য উল্লেখ বিশেষেই পর্য্যবসিত হয়। উপক্রমস্থ সৎশব্দ দ্বারা মুখ্যাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না। আত্মা ব্যতীত অন্য সমস্তই মিথ্যা। ইহাতেও বুঝা যায়, বাক্য উচ্চারণের বৈপরীত্য বস্তু তত্ত্বের বিপরীত বুঝায় না। পাত্র আন, আন পাত্র, এই দুই এর অর্থের কোনও বৈষম্য নাই। বিচারের সারকথা, বাক্যের প্রতি- পাদন-প্রণালী ভিন্ন হইলে প্রতিপাদ্যের ভেদ নাই ॥ ১৭ ॥

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে প্রাণোপাসনা-বিধায়ক প্রস্তাব আছে। কৃমি হইতে কুক্কুরপর্য্যন্ত জীব প্রাণের অন্ন এবং জল বস্ত্র। এই কথাটী সামান্য রূপে থাকায় ও পরে বিশেষ শাখায় কিছু বিশেষ দেখা যায়। যে হেতু জলে প্রাণের অবস্থা বিশেষ আছে, সেই হেতু ভোজনকারীরা আচমনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করে। এই স্থলে আরণ্যকেরা বলেন, "সেই জন্য প্রাচীন শ্রোত্রিয়গণ ভোজনের আদিতে ও অন্তে আচমন করেন। অধুনা উপাসকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়া ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করেন

বিধীয়ত ইতি। কুতঃ। উভয়স্যাপ্যবগম্যমানত্বাৎ। উভয়মপি চৈতদপূর্ব্বত্বাদ্বিধ্যর্হম্। অথ বাচমনমেব বিধীয়তে। বিস্পষ্টা হি তস্মিন্ বিধিবিভক্তিঃ। তস্মাদেবংবিদশিষ্য-ন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদিতি তস্যৈব তু স্তুত্যর্থমনগ্নতাসংকীর্ত্তনমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। নাচমনস্য বিধেয়ত্বমুপপদ্যতে কার্য্যাখ্যানাৎ। প্রাপ্তমেব হীদং কার্য্যত্বেনাচমনং প্রায়ত্যার্থং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমন্বাখ্যায়তে। নন্বিয়ং শ্রুতিস্তস্যাঃ স্মৃতের্মূলং স্যাৎ। নেত্যু-চ্যতে বিষয়নানাত্বাৎ। সামান্যবিষয়া হি স্মৃতিঃ পুরুষমাত্রসম্বদ্ধং প্রায়ত্যার্থ-মাচমনং প্রাপয়তি শ্রুতিস্তু প্রাণবিদ্যাপ্রকরণপঠিতা তদ্বিষয়মেবাচমনং বিদধতী বিদধ্যাৎ নচ ভিন্নবিষয়য়োঃ শ্রুতিস্মৃত্যোর্মূলমূলিভাবোঽবকল্পতে। ন চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণবিদ্যাসংযোগ্যপূর্ব্বমাচমনং বিধাস্যতীতি শক্যমাশ্রয়িতুং পূর্ব্বস্যৈব পুরুষমাত্রসংযোগিন আচমনস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। অতএব নোভয়-বিধানম্। উভয়বিধানে চ বাক্যং ভিদ্যেত। তস্মাৎ প্রাপ্তমেবাশিশিষি-তাশিতবতোরুভয়ত আচমনমনূদ্য 'এতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে' ইতি প্রাণস্যানগ্নতাকরণসংকল্পনেন বাক্যেনাচমনীয়াস্বপ্সু প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধিত্বেনাপূর্ব্ব উপদিশ্যতে। ন চায়মনগ্নতাবাদ আচমনস্তুত্যর্থ ইতি ন্যায্যম্। আচমনস্যাবি-

---

এবং চিন্তা করেন, ইহা দ্বারা প্রাণ অনগ্ন হইল।" এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত উভয় শাখায় কি উভয়ের বিধান, না আচমনের অথবা অনগ্নতা বিধান? আচমনও অনগ্নতা, এই উভয়েরই অপূর্ব্বতাপ্রযুক্ত বিধান। অপিচ, আচমনেরই বিধান, অনগ্নতা তাহার প্রশংসাসূচক। আচমনাংশেই বিধিলিঙ্ দেখা যায়। ইহার উত্তর এই যে, আচমনের বিধেয়তা সঙ্গত হয় না। যেহেতু, তাহা শাস্ত্রা-ন্তরে বিহিত হইয়াছে। স্মৃতি বলিয়াছেন, শুদ্ধির জন্য আচমন করিবেক। সুতরাং কর্ত্তব্যাচমনানুবাদ হেতু বিধান হয় নাই। এই শ্রুতি সেই স্মৃতির মূল নহে। যেহেতু ইহা বিভিন্ন। স্মৃতি শুদ্ধির উদ্দেশে আচমনের কর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন। পুরুষের শুদ্ধি হেতুভূত আচমন, ইহাই পাওয়া যায়। প্রাণ-বিদ্যা প্রকরণে বিহিত বলিয়া শ্রুত্যুক্তাচমন প্রাণবিদ্যাবিষয়েই বিহিত। ভিন্ন বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতির মূল মূলিভাব থাকেনা। পূর্ব্বপরিজ্ঞাত আচমন সর্ব্ব পুরুষ সম্বন্ধীয়। প্রাণোপাসক ও সর্ব্বসম্পাতী। প্রদর্শিত কারণে উভ-বিধান পক্ষ খণ্ডিত হইতেছে। শ্রুতিতে যে ভোজনের আগে ও আচমনবিধা-

ধেয়ত্বাৎ। অনগ্নতানসঙ্কল্পস্য বিধেয়ত্বপ্রতীতেঃ। ন চৈবং সত্যেকস্যাচমনস্যো-ভয়ার্থতাভ্যুপগন্তা ভবতি প্রায়ত্যার্থতা পরিধানার্থতা চেতি ক্রিয়ান্তরত্বাভ্যুপ-গমাৎ। ক্রিয়ান্তরমেব হ্যাচমনং নাম প্রায়ত্যার্থং পুরুষস্যাভ্যুপগম্যতে তদীয়াস্বপ্সু বাসঃ সঙ্কল্পনং নাম ক্রিয়ান্তরমেব পরিধানার্থং প্রাণস্যাভ্যুপগম্যত ইত্যনবদ্যম্। অপি চ 'যদিদং কিং চাশ্বভ্য আশকুনিভ্য আকৃমিভ্য আকীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেহন্ন-মিতি' অত্র তাবন্ন সর্ব্বান্নাভ্যবহারশ্চোদ্যত ইতি শক্যতে বক্তুমশব্দত্বাদশক্যত্বাচ্চ। সর্ব্বস্তু প্রাণস্যান্নমিতীয়মন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে। তৎসাহচর্য্যাচ্চাপো বাস ইত্যত্রাপি নাপামাচমনং চোদ্যতে প্রসিদ্ধাস্বেবাচমনীয়াস্বপ্সু পরিধানদৃষ্টিশ্চোদ্যত ইতি যুক্তম্। ন হ্যর্দ্ধবৈশসং সম্ভবতি। অপি চাচামন্তীতি বর্ত্তমানাপদেশিত্বাদায়ং শব্দো বিধি-ক্ষমঃ। নন্বমনস্ত ইত্যত্রাপি সমানং বর্ত্তমানাপদেশত্বম্। সত্যমেব তৎ। অবশ্য-বিধেয়ত্বমন্যতরস্মিন্ বাসঃ কার্য্যাখ্যানাৎ অপাং বাসঃসঙ্কল্পনমেবাপূর্ব্বং বিধীয়তে নাচমনং পূর্ব্ববদ্ধি তদিত্যুপপাদিতম্। যদপ্যুক্তং বিস্পষ্টা চাচমনে বিধিবিভক্তি-রিতি তদপি পূর্ব্বত্বেনৈবাচমনস্য প্রত্যুক্তম্। অত এবাচমনস্যাবিবক্ষিতত্বাদেত-

---

আছে, শ্রুতি তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। বুঝিতে হইবে যে, প্রাণোপাসক-দিগের আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্র সংকল্পের পৃথক্ বিধান হইয়াছে, পূর্ব্ব-প্রাপ্ত হেতুই অনগ্নতা চিন্তন, এই বাক্যে বিধেয়। এই স্থলে অনগ্নতা ধ্যানই অপূর্ব্ব, সুতরাং তাহাই বিধেয়। আচমন একটী পৃথক্ ক্রিয়া, তাহা কর্ত্তার শুদ্ধার্থে বিহিত। তৎ সম্বন্ধীয় জলে যে প্রাণের বস্ত্রভাব চিন্তা, তাহা অন্য একটী পৃথক্ ক্রিয়া। "কুকুর, কৃমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই তোমার অন্ন।" এই বাক্যে যে অন্নত্ব কথন আছে, ঐ কথন এই সকল ভক্ষণ-বিধায়ক নহে। ভক্ষয়েৎ, এইরূপ শব্দ না থাকায় এবং মনুষ্য উপাসকের এই সকল ভক্ষণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায়, এই বাক্যে ভক্ষণ ক্রিয়ার বিধান হয় নাই।

এই বাক্য মধ্যে যে জল তাহার বস্ত্র, এইরূপ অভিধান আছে, তাহাতেও পরিধানক্রিয়ার অর্থ আচমনক্রিয়ার বিহিত হয় নাই। আচমনীয় জলে প্রাণসম্বন্ধীয় বস্ত্রজ্ঞানের বিধান হইয়াছে। আচামন্তি, এই বর্ত্তমান প্রয়োগ থাকায় আচমনবিধানে অক্ষম। বস্ত্রকার্য্যের আখ্যান থাকায় উক্তবাক্যে

মেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্ত ইত্যত্রৈব কাথাঃ পর্য্যবস্যন্তি নামনন্তি তস্মাদেব-মিতিত্যাদি। তস্মাৎ মাধ্যন্দিনানামপি পাঠে আচমনানুবাদেনৈবাম্বিদামেব প্রকৃত-প্রাণবাসোবিধিৎসং বিধীয়ত ইতি প্রতিপত্তব্যম্। যোঽপ্যয়মভ্যুপগমঃ ক্বচিদাচমনং বিধীয়তে কচিদ্বাসোবিজ্ঞানমিতি সোঽপি ন সাধুঃ। আপো বাস ইত্যাদিকায়া বাক্যপ্রবৃত্তেঃ সর্ব্বত্রৈবৈকরূপ্যাৎ। তস্মাদ্বাসোবিজ্ঞানমেবেহ বিধীয়তে নাচমন-মিতি ন্যায্যম্ ॥ ১৮ ॥

সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ১৯ ॥

বাজসনেয়িশাখায়ামগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যনামাঙ্কিতা বিদ্যা বিজ্ঞাতা। তত্র গুণাঃ শ্রূয়ন্তে 'স আত্মানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপম্' ইত্যেবমাদয়ঃ। তস্যা-মেব শাখায়াং বৃহদারণ্যকে পুনঃ পঠ্যতে—'মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্য-স্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ' ইতি। তত্র সংশয়ঃ কিমিয়মেকা বিদ্যাঽগ্নিরহস্যবৃহদা-রণ্যকয়োর্গুণোপসংহারশ্চ উত যে ইমে বিদ্যে গুণানুপসংহারশ্চেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিদ্যাঽভেদো গুণব্যবস্থা চেতি। কুতঃ। পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ।

পূর্ব্বাপ্রাণবস্ত্রচিন্তারই বিধান ব্যতীত আচমনের বিধান হইতে পারে না। আচমন শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত। বলিয়াছিলে যে, আচমন বিষয়ে বিস্পষ্ট বিধি বিভক্তি আছে। সেই জন্যই কাণ্বশাখাধ্যায়ীরা তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্ত মন্ত্রে ইত্যাও পাঠ করেন। তাহারা মন্ত্রে পাঠের পরেই তস্মাৎ এবম্বিৎ পাঠ করেন। মাধ্যন্দিন-শাখাধ্যায়ীরাও আচমনের অনুবাদে প্রাণবিদ্‌দিগের প্রাণবস্ত্রবিধি উপদেশ করেন। ইত্যাদি কারণে নিশ্চয় হয়, উদাহৃত বাক্যে আচমনের বিধান হয় নাই। জলে প্রাণের বস্ত্রাবধান বিহিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

বাজসনেয়ী শাখায় অগ্নিরহস্যকাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে। তাহাতে আত্মার উপাসনা করিবেক, আত্মা মনোময়, প্রাণ, শরীরপ্রকাশরূপ ইত্যাদি কথা শুনা যায়। বৃহদারণ্যকে ইনি হৃদয়ে ব্রীহির ন্যায় অবস্থিত, ইনি এই সমুদায় শাসন করিতেছেন। এখানে সংশয় এই যে, একই উপাসনা কি উক্ত উভয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে? সংশয়ের পর পাওয়া যায়, দুই স্থানে দুই

ভিন্নাসু হি শাখাস্বধ্যেতৃবেদিতৃভেদাৎ পৌনরুক্ত্যপরিহারমালোচ্য বিদ্যৈকত্বমধ্যবসায়ৈকত্রাতিরিক্তা গুণা ইতরত্রোপসংহ্রিয়ন্তে প্রাণসম্বাদাদাবিতিযুক্তম্। একস্যাং পুনঃ শাখায়ামধ্যেতৃবেদিতৃভেদাভাবাদশক্যপরিহারে পৌনরুক্ত্যে ন বিপ্রকৃষ্টদেশস্থৈকা বিদ্যা ভবিতুমর্হতি। ন চাত্রৈকমাম্নানং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি বিভাগঃ সম্ভবতি। তদা হ্যতিরিক্তা এব গুণা ইতরত্রেতরত্র চাম্নায়েরন্ অসমানাঃ সমানা অপি তু উভয়ত্রাম্নায়ন্তে মনোময়ত্বাদয়ঃ। তস্মান্নাস্ত্যোন্যগুণোপসংহার ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমহে যথা ভিন্নাসু শাখাসু বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চ ভবতি, এবমেকস্যামপি শাখায়াং ভবিতুমর্হতি। উপাস্যাভেদাৎ। তদেব হি ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুভয়ত্রাপ্যুপাস্যমভিন্নং প্রত্যভিজানীমহে। উপাস্যঞ্চ রূপং বিদ্যায়াঃ। ন চ বিদ্যমানে রূপাভেদে বিদ্যাভেদমধ্যবসাতুং শক্নুমঃ। নাপি বিদ্যাঽভেদে গুণব্যবস্থানম্। ননু পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ বিদ্যাভেদোঽধ্যবসিতঃ; নেত্যুচ্যতে। অর্থবিভাগোপপত্তেঃ। একং হ্যাম্নানং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি ন কিঞ্চিন্নোপপদ্যতে। নম্বেবং সতি যদপঠিতমগ্নিরহস্যে তদেব বৃহদারণ্যকে পঠিতব্যং 'স এষ সর্ব্বস্যেশান' ইত্যাদি। যত্তু পঠিতমেব মনোময়ত্বাদি তন্ন পঠিতব্যম্। নৈষ দোষঃ। তদ্বলেনৈব প্রদেশান্তর-

---

উপাসনা কথিত হইয়াছে। শাখা বিভিন্ন হইলে অধ্যেতা ও উপাসক ভিন্ন হয়, সুতরাং পুনরুক্তি সহজেই পরীহার করা যায়। এই কথা প্রাণোপাসনা প্রভৃতি বিচারে বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু যেস্থলে শাখা-ভেদ নাই, তথায় অধ্যেতার ও উপাসকের ভেদ থাকে না; তথায় পুনরুক্তি হয়। সুতরাং সুদূরস্থ সেই দুই এক বলিয়া গণ্য হয় না। গুণসমূহ পরস্পর একত্র সঙ্কলিত হয় না। এবং উপাসনাও এক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার উত্তর এই যে, যেমন ভিন্ন শাখায় বিদ্যার একত্ব ও অন্যাধিক গুণের একত্র সঙ্কলন করা হয়, তেমনি একশাখাতেও হইতে পারে, যদি উপাসকের ঐক্য থাকে। উল্লিখিত স্থলে উপাস্যের ঐক্য আছে, সুতরাং উপাসনাও এক। পুনরুক্তি-দোষ সম্ভাবনায় উপাসনায় ভেদস্বীকার করিতেছিলে, বস্তুত তাহা ন্যায্য নহে। বাক্যদ্বয়ের অবিভাগই উপপন্ন। একস্থানের পাঠ উপাসনা বিধানার্থ, পরস্থানের পাঠ তাহার গুণ-বিধানার্থ, ইহা এস্থলে সঙ্গত নহে। সমান গুণের

পঠিতবিদ্যাপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সমানগুণাম্নানেন হি বিপ্রকৃষ্টদেশাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য তস্যামীশানবাদ্যুপদিশ্যতে। অন্যথা হি কথং তস্যাময়ং গুণবিধিঃ প্রতীয়তে। অপি চাপ্রাপ্তাংশোপদেশেনার্থবতি বাক্যে সঞ্জাতে প্রাপ্তাংশপরামর্শস্য নিত্যানুবাদতয়াপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ। ন তদ্বলেন প্রত্যভিজ্ঞোপেক্ষিতুং শক্যতে তস্মাদত্র সমানায়ামপি শাখায়াং বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চেত্যুপপন্নম্॥ ১৯॥

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি॥ ২০॥

বৃহদারণ্যকে 'সত্যং ব্রহ্ম' ইত্যুপক্রম্য 'তদ্‌যত্তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষৈতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ' ইতি তস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণোঽধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চায়তনবিশেষমুপদিশ্য ব্যাহৃতিশরীরত্বঞ্চ সম্পাদ্য দ্বে উপনিষদাবুপদিশ্যেতে, তস্যোপনিষদহরিত্যধিদৈবতং, তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্। তত্র সংশয়ঃ—কিমবিভাগেনৈবোভে অপ্যুপনিষদাবুভয়ত্রানুসন্ধাতব্যে উত বিভাগেনৈকাধিদৈবতমেকাধ্যাত্মমিতি। তত্র সূত্রেণৈবো-

---

উল্লেখ থাকাতেই অগ্রে সুদূরস্থ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানের গোচর হয়। ইহা অস্বীকার করিলে কিরূপে ইহা গুণবিধি বলিতে পার? সুতরাং নিত্যানুবাদরূপী বাক্যের বলে প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণকে অপহ্নব করিতে পার না। প্রদর্শিত হেতুবাদে ইহাই উপপন্ন হইতেছে, উপাসনা এক, সেইহেতু গুণসমূহের একত্র সমাবেশ হইবে। ১৯॥

বৃহদারণ্যকে সত্য ব্রহ্ম এই উপক্রমের পর উপক্রান্ত সত্যব্রহ্মের অধিদৈব ও অধ্যাত্ম আয়তনবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—যাহা সেই সত্য, এই সেই পুরুষ, আদিত্যে আদিত্য পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে চাক্ষুষ পুরুষ। ইহারই পরে সত্যব্রহ্মের ব্যাহৃতিময় শরীর উক্ত হইয়াছে। এবং পরে তাহারই দুই রহস্য দেবতা কথিত হইয়াছে।

এখানে আপত্তি এই। ঐ উপনিষৎদ্বয় কি উভয়ত্র অবিভাগে পরিজ্ঞেয়? অথবা বিভাগে পরিজ্ঞেয়? সূত্রকার সূত্রের দ্বারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং বিভাগশব্দে অধ্যয়ন বা পাঠ থাকিলেও শাণ্ডিল্যবিদ্যার যে

পক্রমত্বে—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনাপ্যধীতায়াং গুণোপসংহার উক্ত এবমত্রাপ্যেবঞ্জাতীয়কে বিষয়ে ভবিতুমর্হত্যেকবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। একা হীয়ং সত্যবিদ্যাঽধিদৈবমধ্যাত্মঞ্চাধীতা উপক্রমাভেদাৎ ব্যতিষক্তপাঠাচ্চ। কথং হ্যস্যা মুদিতো ধর্ম্মস্তত্রৈব ন স্যাৎ যো হ্যাচার্যে কশ্চিদনুগমাদিরাচারশ্চোদিতঃ সংগ্রামগতে অরণ্যগতে চ তুল্যবদেব ভবতি। তস্মাদুভয়োরপ্যুপনিষদোরুভ-য়ত্র প্রাপ্তিরিতি। এবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥ ২০ ॥

ন বা বিশেষাৎ ॥ ২১ ॥

নৈবোভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ। কস্মাৎ। বিশেষাৎ। উপাসনস্থানবিশেষোপ-নিবন্ধাদিত্যর্থঃ। কথং স্থানবিশেষোপনিবন্ধ ইতি। উচ্যতে। য এষ এত-স্মিন্মণ্ডলে পুরুষ ইতি হ্যাধিদৈবিকং পুরুষং প্রকৃত্য তস্যোপনিষদহরিতি শ্রাবয়তি। 'যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ' ইতি চাধ্যাত্মিকং পুরুষং প্রকৃত্য তস্যোপনিষদহমিতি। তস্যেতি চৈতৎ সন্নিহিতালম্বনং সর্ব্বনাম। তস্মাদায়-তনবিশেষব্যপাশ্রয়েণৈবৈতে উপনিষদাবুপদিশ্যেতে। কুত উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ। নন্বেক এবায়মধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ পুরুষঃ। একস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণ

প্রণালীতে একত্র সঙ্কলন হইয়া থাকে, সেই প্রণালীতে গুণের একত্র সংগ্রহই উচিত। সেইস্থলে একই উপাসনার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। উপক্রমের অভেদ হেতু বুঝা যায় যে, একই সত্যবিদ্যা দ্বিবিধ নিদর্শনে অধীত হইয়াছে। আচার্য্য বিষয়ে উপদিষ্ট আচার যুদ্ধস্থলে ও অরণ্যস্থলে উভয়ত্রই সমান প্রাপ্ত জানিবে। তৎ দৃষ্টান্তে উভয়স্থলেই উভয় উপনিষদের প্রাপ্তি, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বা এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই— ॥ ২০ ॥

উভয় স্থলেই উক্ত উভয়ের প্রমাণ সম্ভবপর নহে। কেননা, উপাসনার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি আদিত্যমণ্ডলে ঐ যে পুরুষ, এই-রূপে আধিদৈবিক পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, তাহার রহস্যদেবতা অহঃ। এবং দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ, এইরূপে আধ্যাত্মিক পুরুষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহার উপনিষৎ অহম্। তৎশব্দে ও এতৎশব্দে সেই ও এই বুঝায়। উক্ত শব্দদ্বয় একত্র হইলে সন্নিহিতবাচী হইয়া থাকে। যদি বল, ঐ

আরুতবৎপ্রতিপাদনাৎ। সত্যমেবমেতৎ। একস্যাঽপি স্ববস্থাবিশেষোপাদা-নেনৈবোপনিষদ্বিশেষোপদেশাৎ তদবস্থস্যৈব সা ভবিতুমর্হতি। অস্তি চায়ং দৃষ্টান্তঃ—সত্যপ্যাচার্য্যস্বরূপানপায়ে যথাচার্য্যস্যাসীনস্যানুবর্ত্তনমুক্তং ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি। যচ্চ তিষ্ঠত উক্তং ন তদাসীনস্যেতি। গ্রামারণ্যয়োস্ত্বাচা-র্য্যস্বরূপানপায়াৎ তৎস্বরূপপানুবন্ধ্যা ন ধর্ম্মস্য গ্রামারণ্যকৃতবিশেষাভাবাত্তত্র তুল্যত্বমেব ইত্যদৃষ্টান্তঃ সঃ। তস্মাদ্ব্যবস্থাঽনয়োরুপনিষদোঃ॥ ২১॥

দর্শয়তি চ॥ ২২॥

অপি চৈবঞ্জাতীয়কানাং ধর্ম্মাণাং ব্যবস্থিতিলিঙ্গদর্শনং ভবতি 'তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম' তন্নাম ইতি। তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপঃ কথমস্য লিঙ্গত্বম্। তদুচ্যতে। অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদ-ভিন্নান্ ধর্ম্মানন্যোন্যস্মিন্নুপসংহার্য্যান্ পশ্যন্নিহাতিদেশেনাদিত্যপুরুষগতান্ রূপা-দীনক্ষিপুরুষ উপসংহরতি 'তস্যৈতস্য তদেব রূপম্' ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ব্য-বস্থিতে এবৈতে উপনিষদাবিতি নির্ণয়ঃ॥ ২২॥

অধিদৈবিক পুরুষ একই বস্তু। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, তাহা সত্য, তথাপি উক্ত উভয়রূপে প্রাপিত হয় না। প্রত্যাবিত হলেও দুই বিভিন্ন উপনিষদের দুই উপনিষদের উপদেশ হওয়ায় তাহা তদবস্থাপন্নেরই হওয়া উচিত। আচার্য্যের স্বরূপ পরিবর্ত্তন না হইলেও উপবেশনাবস্থায় যদ্রূপ অনুবর্ত্তন উক্ত ও কর্ত্তব্য হয়, সেইরূপ অনুবর্ত্তন উত্থানাবস্থায় হয় না। যদিও গ্রামে ও অরণ্যে আচার্য্য স্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না, তথাপি গ্রামও অরণ্য আচার্য্যানুগত ধর্ম্মের ভেদ উৎপাদন করে না। প্রদর্শিত হেতুবাদ দ্বারা উভয় উপনিষদের ব্যবস্থাভাবই প্রতীতি হয়, তুল্যরূপে গ্রহণ প্রতীতি হয় না॥ ২১॥

এইরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থার নিয়মিতরূপে প্রাপ্তির শ্রৌত নিদর্শনও আছে, যথা—সেই এই পুরুষের তাহাই রূপ, যাহা এই আদিত্যপুরুষের রূপ। এখানে চক্ষু ও আদিত্য এই দুই বিভিন্ন স্থান উক্ত হইয়াছে, অথচ সেই সেই স্থানে রূপাদির তুল্যতা কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকলের একত্র উপসংগ্রাহ্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শ্রুতি সেই বিষয়ে অন্য কিছু না বলিয়া কেবল অতিদেশ বাক্য আদিত্যপুরু

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৩ ॥

'ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান' ইত্যেবং রাণায়নীয়ানাং খিলেষু বীর্য্যসম্ভৃতিদ্যুনিবেশপ্রভৃতয়ো ব্রহ্মণো বিভূতয়ঃ পঠ্যন্তে। তেষামেব চোপনিষদি শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতয়ো ব্রহ্মবিদ্যাঃ পঠ্যন্তে। 'তাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু তা ব্রহ্মবিভূতয় উপসংহ্রিয়েরন্ ন বৈতি বিচারণায়াং ব্রহ্মসম্বন্ধাদুপসংহারপ্রাপ্তৌ পঠতি—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ো বিভূতয়ঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতিষু নোপসংহর্ত্তব্যাঃ। অতএব চায়তনবিশেষযোগাৎ। তথা হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং হৃদয়ায়তনত্বং ব্রহ্মণ উক্তং 'এষ আত্মান্তর্হৃদয়' ইতি। তদ্বদেব দহরবিদ্যায়ামপি 'দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ' ইতি। উপকোশলবিদ্যায়ান্তু অক্ষ্যায়তনত্বং 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইতি। এবং তত্র তত্র তত্তদাধ্যাত্মিকমায়তনমেতাসু বিদ্যাসু প্রতীয়তে। আধিদৈবিকাস্ত্বেতা বিভূতয়ঃ সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ। তাসাং কুত এতাসু প্রাপ্তিঃ। নন্বেতাস্বপ্যাধিদৈবিক্যো বিভূতয়ঃ শ্রূয়ন্তে 'জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্য এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু ভূতেষু ভাতি যাবান্ বায়-

---

রূপাদি ধর্ম্ম-নিচয়ের চাক্ষুষপুরুষে সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। এতদনুসারে উক্ত উপনিষদ্দ্বয়ের ব্যবস্থা-পক্ষই সিদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

রাণায়নীয় শাখার খিল শ্রুতিতে ব্রহ্মের বীর্য্যবত্তা এবং স্বর্গস্থান প্রভৃতি ধর্ম্ম ও পঠিত হইয়াছে, যথা —ব্রহ্মের বীর্য্য অব্যাহত। সেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম দেবাদি উৎপাদনের পূর্ব্বে স্বর্গ ব্যাপিয়া ছিলেন। এই শাখার উপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, তাহাতে এই সকল ব্রহ্মবিভূতি হইবে কি না, এই ত্রয়োবিংশতি সূত্র সেই প্রাপ্ত উপসংহার পক্ষের নিরাসক। অর্থ এই যে, সৃষ্টিশক্তি এবং স্বর্গব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিকে উপসংহৃত করিবে না। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের আয়তন হৃদয়। দহরবিদ্যায় হৃদয়ে দহর অর্থাৎ পদ্মরূপ গৃহ। তন্মধ্যে দহর পরিমাণ আকাশ। কোশলবিদ্যায় চক্ষুঃ আধারে ব্রহ্মোপাসনা করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এইরূপে শ্রুতিতে অভিহিত আধ্যাত্মিক আয়তন

মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে' ইত্যেবমাদ্যাঃ। যদি চাত্রা আয়তনবিশেষহীনা অপি ব্রহ্মবিদ্যাঃ ষোড়শকলাদ্যাঃ সন্ত্যমেবৈতৎ। তথাপ্যত্র বিদ্যতে বিশেষঃ সম্ভৃত্যাদ্যনুপসংহারহেতুঃ। সমানগুণাম্নানেন হি প্রত্যুপস্থাপিতাসু বিপ্রকৃষ্টদেশাস্বপি বিদ্যাসু বিপ্রকৃষ্টদেশগুণা উপসংহ্রিয়েরন্নিতি যুক্তম্। সম্ভৃত্যাদয়স্তু শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চ গুণাঃ পরস্পরব্যাবৃত্তস্বরূপত্বাৎ ন প্রদেশান্তরবর্ত্তিবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনক্ষমাঃ। ন চ ব্রহ্মসম্বন্ধমাত্রেণ প্রদেশান্তরবর্ত্তিবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনমুচ্যতে। বিদ্যাভেদেঽপি তদুপপত্তেঃ। একমপি ব্রহ্ম বিভূতিভেদৈরনেকৈরনেকধোপাস্যত ইতি স্থিতিঃ পরোবরীয়স্ত্বাদিবদ্ভেদদর্শনাৎ। তস্মাৎ বীর্য্যসম্ভৃত্যাদীনাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিষ্বনুপসংহার ইতি ॥ ২৩ ॥

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৪ ॥

অস্তি তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ রহস্যব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা, তত্র পুরুষো যজ্ঞঃ কল্পিতঃ, তদীয়মায়ুস্ত্রেধা বিভজ্য সবনত্রয়ং কল্পিতং, অশিশিষাদীনি চ দীক্ষাদিভাবেন কল্পিতানি, অন্যে চ ধর্ম্মাস্তত্র সমধিগতাশ্চাশীর্ম্মন্ত্রপ্রয়োগা-

---

কথিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতিতে এই সকলের স্বর্গ-ব্যাপ্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য, যথা—দিব্ হইতেও বড়, ইনি সমুদায় ভূতে বিদ্যমান, এই দিব্ ও এই পৃথিবী হৃদয়াভ্যন্তরে ইহারই বিরাজ করিতেছে। অন্যান্য উপাসনায় আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্যের শ্রবণ ও ষোড়শকল প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনায় সম্ভৃত্যাদি গুণের উপসংহার না হইবার হেতুও আছে। কিন্তু শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যায় সম্ভৃত্যাদি গুণ পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অসমান। যদিও ব্রহ্ম এক, তথাপি বিভূতি ভেদ দৃষ্টে তাঁহাকে অনেক প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকে। গুণ ভেদেই উপাসনাভেদ স্বীকৃত হয়। অতএব, শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতেই বীর্য্য সম্ভৃতি গুণ উপসংহৃত হয়, অন্যত্র নহে। ২৩।

তাণ্ডিদিগের ও পৈঙ্গিদিগের রহস্য ব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে। তাহাতে পুরুষকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ যে পান ভোজন

দয়ঃ। তৈত্তিরীয়কা অপি কঞ্চিৎ পুরুষযজ্ঞং কল্পয়ন্তি 'তস্যৈব বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী' ইত্যেতেনানুবাকেন। অত্র সংশয়ঃ কিমিতরেষামুক্তাঃ পুরুষযজ্ঞস্য ধর্ম্মাস্তে তৈত্তিরীয়কেষূপসংহর্ত্তব্যাঃ কিং বা নোপসংহর্ত্তব্যা ইতি। পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষাদুপসংহার প্রাপ্তাবাচক্ষ্মহে নোপসংহর্ত্তব্যেতি। কস্মাৎ। তদ্রূপ-প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ। তদাহাচার্য্যঃ পুরুষবিদ্যায়ামেবেতি। যথৈকেষাং শাখিনাং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষবিদ্যায়ামাম্নানং নৈবমিতরেষাং তৈত্তিরীয়াণামাম্নানমস্তি। তেষাং হীতরবিলক্ষণমেব যজ্ঞসম্পাদনং দৃশ্যতে। পত্নী যজমানবেদ-বেদিবর্হির্যূপাজ্যাপশ্বৃত্বিগাদ্যনুক্রমণাৎ। যদপি সবনসম্পাদনং তদপীতরবিলক্ষণমেব। 'যৎ সায়ং প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনঞ্চ তানি সবনানি' ইতি। যদপি কিঞ্চিন্মরণাবভৃথত্বাদিসামান্যং তদপ্যল্পীয়স্ত্বাদ্ভূয়সা বৈলক্ষণ্যেনাভিভূয়মানং ন প্রত্যভিজ্ঞাপনক্ষমম্। ন চ তৈত্তিরীয়কে পুরুষস্য যজ্ঞত্বং শ্রূয়তে। বিদুষো যজ্ঞস্যেতি হি নৈতে সমানাধিকরণে ষষ্ঠ্যৌ বিদ্বানেব যো যজ্ঞস্তস্যেতি ন হি পুরুষস্য মুখ্যং যজ্ঞত্বমস্তি। ব্যধিকরণে ত্বেতে ষষ্ঠ্যৌ বিদুষো যো যজ্ঞস্তস্যেতি। ভবতি হি পুরুষস্য মুখ্যো যজ্ঞসম্বন্ধঃ। সত্যাঞ্চ গতৌ মুখ্য এবার্থ আশ্রয়িতব্যো ন ভাক্তঃ। আত্মা যজমান ইতি চ যজমানত্বং পুরুষস্য নির্ব্রুবন্ বৈয়ধিকরণ্যেনৈবাস্য যজ্ঞসম্বন্ধং

করে, সেই পান ভোজনই যজ্ঞীয় দীক্ষা। তৈত্তরীয় শ্রুতিতেও অন্য এক পুরুষযজ্ঞের কথা আছে। এতৎ দৃষ্টে সংশয় হয়, তাণ্ডি ও পৈঙ্গীদিগের পুরুষযজ্ঞের ধর্ম্ম তৈত্তরীয়দিগের পুরুষযজ্ঞে সংগৃহীত হইবে কি না? দেখিতে গেলে ধর্ম্মসংগ্রহের প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু তাণ্ড্যুক্ত পুরুষযজ্ঞই যে তৈত্তরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান না থাকায় তদুক্ত ধর্ম্ম তৈত্তরীয়োক্ত উপাসনায় সংযোজিত হইবেনা, তাণ্ডী ও পৈঙ্গীদিগের যজ্ঞ কল্পনা অন্য প্রকার। তৈত্তরীয়েরা পত্নী, যজমান, বেদ, বেদী, কুশা, যূপ, ঘৃত, পশু ও ঋত্বিক্ প্রভৃতির কল্পনা করে। উভয় যজ্ঞেই সবনের কল্পনা আছে; কিন্তু কল্পনার আকার ভিন্ন। মরণই অবভৃথ অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তি-সূচক স্নান, এই কথা উক্ত উভয় শাখায় আছে বটে, কিন্তু সেই অল্পসাম্য বহু সাম্যের নিকট দুর্ব্বল। তৈত্তরীয় শ্রুতিতে বিদ্বানের যজ্ঞ, এইরূপ উক্তি আছে। ষষ্ঠী বিভক্তি অভেদার্থের বোধক নহে। যে স্থলে মুখ্যার্থের গ্রহ-

দর্শয়তি। অপি চ তস্যৈবংবিদুষ ইতি সিদ্ধবদনুবাদশ্রুতৌ সত্যাং পুরুষস্য যজ্ঞভাব-মাত্মাদীনাঞ্চ যজমানাদিভাবং প্রতিপিৎসমানস্য বাক্যভেদঃ স্যাৎ। অপি চ সসন্ন্যাসামাত্মবিদ্যাং পুরস্তাদুপদিশ্যানন্তরং তস্যৈবংবিদুষ ইত্যাদ্যনুক্রমণং পশ্যন্তঃ পূর্ব্বশেষ এবৈষ আম্নায়ো ন স্বতন্ত্র ইতি প্রতীমঃ। তথা চৈকমেব ফলং উভ-য়োরপ্যনুবাকয়োরুপলভামহে 'ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি' ইতি। ইতরেষাত্বন্য-রূপৈষঃ পুরুষবিদ্যায়াঃ। আয়ুরভিবৃদ্ধিফলো হ্যসৌ 'এষ হ ষোড়শবর্ষশতং জীবতীতি য এবং বেদ' ইতি সমভিব্যাহারাৎ। তস্মাচ্ছাখান্তরাধীতানাং পুরুষ-বিদ্যাধর্ম্মাণামাশীর্ম্মন্ত্রাদীনামপ্রাপ্তিস্তৈত্তিরীয়কে ॥ ২৪ ॥

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৫ ॥

অস্ত্যাথর্ব্বণিকানামুপনিষদারম্ভে মন্ত্রসমাম্নায়ঃ 'সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য শিরোঽভিপ্রবৃজ্য ত্রিধা বিপৃক্ত' ইত্যাদিঃ। তাণ্ডিনাং 'দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞম্' ইত্যাদিঃ। শাট্যায়নিনাং 'শ্বেতাশ্বো হরিতনীলোঽসী'ত্যাদিঃ। কঠানাং তৈত্তিরীয়কাণাঞ্চ 'শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ' ইত্যাদিঃ। বাজসনেয়িনান্তূপনিষদা-রম্ভে প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠ্যতে। 'দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ' ইত্যাদিঃ। কৌষী-তকিনামপ্যগ্নিষ্টোমব্রাহ্মণং 'ব্রহ্ম বা অগ্নিষ্টোমো ব্রহ্মৈব তদহর্ব্রহ্মণৈব তে ব্রহ্মো-

---

পের প্রাপ্তি থাকে, সেই স্থলে মুখ্যার্থই গ্রাহ্য। আত্মাই যজমান, এই বাক্যে পুরুষের যজমানভাব বর্ণিত হওয়ায় পুরুষের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধভাব দেখান হইয়াছে। প্রথমে সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা আত্মবিদ্যার উপদেশ, তৎপর এই রূপ জানীর ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ, ইহা দেখিলে অবশ্যই বুঝা যায়, এই উল্লেখ পূর্ব্ব উপদেশেরই পোষক, ইহা স্বতন্ত্র নহে। অতএব, শাখান্তরে পরি-পঠিত পুরুষবিদ্যার আশীরাদি ধর্ম্মনিচয় তৈত্তিরীয়দিগের লাভ-সম্ভাবনা নাই ॥ ২৪ ॥

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের প্রারম্ভে একটী মন্ত্র আছে, যথা—হে দেবতে! তুমি আমার শত্রুর সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর। তাহার হৃদয় বিশেষরূপে ভগ্ন কর, শরীরস্থ শিরাজাল ছিঁড়িয়া ফেল, মস্তক দ্বিধা কর। কঠ ও তৈত্তিরীয় এই দুই শাখাতেও উপনিষদারম্ভে মিত্র ও বরুণ দেবতা আমাদের সুখকর হউন,

পদ্যন্তি তেঽমৃতত্বমাপ্নুবন্তি য এতদহরুপসংযন্তী'তি । কিমিমে 'সর্ব্বং প্রবিধ্য' ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিদ্যাসূপসংহ্রিয়েরন্ কিং বা নোপসংহ্রিয়েরন্নিতি মীমাংসামহে । কিং তাবৎ নঃ প্রতিভাতি । উপসংহার এষাং বিদ্যাস্বিতি । কুতঃ । বিদ্যাপ্রধানানামুপনিষদ্গ্রন্থানাং সমীপে পাঠাৎ । নন্বেষাং বিদ্যার্থতয়া বিধানং নোপলভামহে । বাঢ়ম্ । 'অনুপলভমানা অপি ত্বনুমাস্যামহে সন্নিধিসামর্থ্যাৎ । ন হি সন্নিধেরর্থবত্ত্বে সম্ভবত্যকস্মাদসাবনাশ্রয়িতুং যুক্তঃ । নন্বু নৈষাং মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়ং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যং পশ্যামঃ । কথঞ্চ প্রবর্গ্যাদীনি কর্ম্মাণি অন্যার্থত্বেনৈব বিনিযুক্তানি সন্তি বিদ্যার্থত্বেনাপি প্রতিপদ্যেমহীতি । নৈষ দোষঃ । সামর্থ্যং তাবন্মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়মপি কিঞ্চিৎ শক্যং কল্পয়িতুং হৃদয়াদি-সঙ্কীর্ত্তনাৎ । হৃদয়াদীনি হি প্রায়েণোপাসনেষ্বায়তনাদিভাবেনোপদিষ্টানি তদ্দ্বারেণ চ হৃদয়ং প্রবিধ্যেত্যেবঞ্জাতীয়কানাং মন্ত্রাণামুপপন্নমুপাসনাঙ্গত্বম্ । দৃষ্টশ্চোপাসনেষ্বপি মন্ত্রবিনিয়োগঃ 'ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনামুনামুনা' ইত্যেবমাদিঃ । তথা প্রবর্গ্যাদীনাং কর্ম্মণামন্যত্রাপি বিনিযুক্তানাং সতামবিরুদ্ধো বিদ্যাসু বিনিয়োগো বাজপেয় ইব বৃহস্পতিসবস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ, নৈষামুপসংহারো বিদ্যাস্বিতি ।

ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে । বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে দেবতারা সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কৌশীতকীশাখায় যাহা অগ্নিষ্টোম, তাহাই ব্রহ্ম । তাদৃশ অগ্নিষ্টোম যে দিবসে আরম্ভ হয়, সেই দিনও ব্রহ্ম । এখানে সংশয় এই যে, এই সকল মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম উপসনায় গৃহীত হইবে কি না ? প্রথমতঃ বলি, গৃহীত হইবে । যদি বল, উপাসনার্থ ঐ সকলের বিধান হওয়া দৃষ্ট হয় না, তাহাতে বলিব, দৃষ্ট না হইলেও তাহা সন্নিধানসামর্থ্যে অনুমিত হয় । সন্নিধি পাঠের সার্থক্য সম্ভব থাকিলে বাক্যের আকস্মিকত্ব অবলম্বন অযুক্ত । প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মও অন্যান্য কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিহিত । এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, হৃদয়াদি স্থানের উল্লেখ থাকায় এই সকল মন্ত্র উপসনাসম্বন্ধীয় অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ, ইহা অনুমেয় । উপাসনায় প্রায়ই উপাস্যের আয়তন বলিয়া হৃদয়াদি স্থানের উপদেশ হইতে দেখা যায়, সুতরাং তদ্দ্বারা হৃদয়ং প্রবিধ্য, ইত্যাদি মন্ত্রের উপাসনাঙ্গতা সঙ্গত হয় । কর্ম্মান্তর প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মের বিনিয়োগ থাকিলেও উপাসনায় বিনিয়োগ হইবার বাধা হয় না । এই পূর্ব্ব-

বিনিয়োগান্তরং 'বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত' ইতি। অপি চৈকো-ঽয়ং প্রবর্গ্যঃ সকৃদুৎপন্নো বলীয়সা প্রমাণেনান্যত্র বিনিযুক্তো ন দুর্বলপ্রমাণেন নান্যত্রাপি বিনিয়োগমর্হতি। অগৃহ্যমাণবিশেষত্বে হি প্রমাণয়োরেতদেবং স্যাৎ। ন তু বলবদবলবতোঃ প্রমাণয়োরগৃহ্যমাণবিশেষতা সম্ভবতি বলবদবলবত্ত্ববিশে-ষাদেব। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কানাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং বা ন সন্নিধিপাঠমাত্রেণ বিদ্যাশেষত্বমাশঙ্কিতব্যমরণ্যানুবচনত্বাদিধর্ম্মসামান্যাত্তু সন্নিধি পাঠ ইতি সন্তো-ষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যু-

পগানবৎ তদুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

অস্তি তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ 'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহো-র্মুখাৎ তু প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি' ইতি। তথা আথর্ব্বণিকানাং 'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য-মুপৈতি' ইতি। তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি 'তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইতি। তথৈব কৌষীতকিনঃ 'তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্' ইতি। ক্বচিৎ

করিতে পারে না। অতএব, সন্নিধিপ্রমাণের বলে উদাহৃত প্রকারের মন্ত্রের ও কর্ম্মের উপাসনাঙ্গ আশঙ্কা করা ন্যায্য নহে। উপনিষৎ বানপ্রস্থাশ্রমিদিগে-রও পাঠ্য এবং এই সকল মন্ত্রও তাহাদিগের উচ্চার্য্য, এই সামান্য ধর্ম্মের অনুরোধে উপনিষৎপ্রারম্ভে এই সকল পঠিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

তাণ্ডি শাখায় শ্রুতি আছে, "যেমন অশ্বধূলিধূসরিত জীর্ণ রোম ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র রাহুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্পষ্ট হন, তেমনি আমিও পাপ বিধূনিত করতঃ নির্ম্মলীকৃত চিত্ত এবং শরীরাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিকার কূটস্থ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছি।" শাট্যায়নশাখাধ্যায়ীরা পাঠ করেন, পুত্রেরা তাহার দায়, সুহৃদেরা পুণ্য, শত্রুরা তাহার পাপ কার্য্য প্রাপ্ত করে। এইরূপ কোনও কোনও শ্রুতি জ্ঞানীর সুকৃতদুষ্কৃতের হানি, কোনও কোনও শ্রুতি তদুভয়ের বিভাগপূর্ব্বক অন্য কর্তৃক গ্রহণ বলিয়াছেন। যে

কচিৎ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানং শ্রূয়তে কচিত্তয়োরেব বিভাগেন প্রিয়ৈরপ্রিয়ৈশ্চোপা-য়নং কচিত্তূভয়ং হানমুপায়নঞ্চেতি তত্রযত্রোভয়ং শ্রূয়তে তত্র তাবৎ ন কিঞ্চিদ্বক্ত-ব্যমস্তি। যত্রাপ্যুপায়নমেব শ্রূয়তে ন হানং তত্রাপ্যর্থাদেব হানং সন্নি-পতত্যন্যৈরাত্মীয়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োরুপেয়মানয়োরাবশ্যকত্বাৎ। তদ্ধানস্য। যত্র তু হানমেব শ্রূয়তে ন তূপায়নং তত্রোপায়নং সন্নিপতেদ্বা ন বেতি বিচিকিৎসায়ামশ্রবণাদসন্নিপাতো বিদ্যান্তরগোচরত্বাচ্চ শাখান্তরীয়স্য শ্রবণস্য। অপি চাত্মকর্তৃকং সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানং পরকর্তৃকং তূপায়নং তয়োরসত্যাবশ্যক-ভাবে কথং হানেনোপায়নমাক্ষিপ্যেত। তস্মাদসন্নিপাতো হানাবুপায়নস্যে-ত্যস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি—হানাবিতি। হানৌ ত্বেতস্যাং কেবলায়ামপি শ্রূয়মাণায়ামুপায়নং সন্নিপতিতুমর্হতি তচ্ছেষত্বাৎ। হানশব্দশেষো হ্যুপা-য়নশব্দঃ সমধিগতঃ কৌষীতকিরহস্যে। তস্মাদন্যত্র কেবলহানশব্দশ্রবণেঽ-প্যুপায়নানুবৃত্তিঃ। যদুক্তমশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরগোচরত্বাদনাবশ্যকত্বাচ্চাসন্নি-পাত ইতি। তদুচ্যতে। তদেবেষা ব্যবস্থোক্তির্যদ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদন্যত্র শ্রুতমন্যত্র নিনীষ্যেত। ন হিহ হানমুপায়নং বানুষ্ঠেয়ত্বেন সঙ্কীর্ত্ত্যতে। বিদ্যাস্তুত্যর্থং ত্বনয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনং—ইত্থং মহাভাগা বিদ্যা যত্তৎসামর্থ্যাদস্য বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে সংসারকারণভূতে বিধূয়েতে তে চাস্য সুহৃদ্দ্বিষৎসু নিবিশেতে ইতি।

শ্রুতিতে উভয়ের শ্রবণ আছে সেখানে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। কিন্তু যেখানে কেবল হান শ্রুতি আছে, উপায়নের কথা নাই, সেখানেই সংশয় হয়। তাহাকে পাওয়া যায়, যখন শ্রবণ নাই, তখন তাহার সন্নিপাত হইবে না। আরও দেখ, সুকৃতদুষ্কৃতের ত্যাগ আত্মকর্তৃক, কিন্তু তদুভয়ের গ্রহণ পরকর্তৃক। হান-শ্রুতিতে উপায়নের সন্নিপাত হইবেক না। এইজন্য সূত্রকার বলি-তেছেন, কেবল হানি শ্রুত হইলেও তাহাতে উপায়নের সন্নিপাত হইতে পারে। উপায়ন হানসাপেক্ষ, ইহা কৌষীতকী ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। বলিয়াছিলেন যে, শ্রবণ না থাকায় বিদ্যান্তরের বিষয় বলিয়া উপায়নের উত্থান হইবে না। উক্ত ব্যবস্থা অবিচাল্য হইত, যদি আমরা একস্থান শ্রুত কোন এক অনুষ্ঠেয়কে অন্যস্থানে নিবার ইচ্ছা করি-তাম। বিদ্যা বা জ্ঞান এতই প্রশংসনীয় যে, তাহারই সামর্থ্যে বিদ্বানের সংসার-

স্তুত্যর্থে চাস্মিন্ সঙ্কীর্ত্তনে হানান্তরভাবিত্বেনোপায়নস্য কচিচ্ছ্রুতত্বাদন্যত্রাপি হানশ্রুতাবুপায়নানুবৃত্তিং মন্যতে স্তুতিপ্রকর্ষলাভায়। প্রসিদ্ধা চার্থবাদান্তরাপেক্ষা অর্থবাদান্তর প্রবৃত্তিঃ 'একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যঃ' ইত্যেবমাদিষু। কথং হীহৈকবিংশতাদিত্যস্যাভিধীয়েত অনপেক্ষ্যমাণেঽর্থবাদান্তরে 'দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ' ইত্যেতস্মিন্। তথা 'ত্রিষ্টুভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়ত্বায়' ইত্যেবমাদিষর্থবাদেষ্বপি 'ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুভম্' ইত্যেবমাদ্যর্থবাদান্তরাপেক্ষা দৃশ্যতে। বিদ্যাস্তুত্যর্থত্বাচ্চাস্যোপায়নবাদস্য কথমন্যদীয়ে সুকৃতদুষ্কৃতে অন্যৈরভ্যুপেয়েতে ইতি নাতীবাভিনিবেষ্টব্যম্। উপায়নশব্দশেষত্বাদিতি চ শব্দশব্দং সমুচ্চারয়ন্ স্তুত্যর্থমেব হানাবুপায়নানুবৃত্তিং সূচয়তি। গুণোপসংহারবিবক্ষায়াং হ্যুপায়নার্থস্যৈব হানাবনুবৃত্তিং ব্রূয়াৎ। তস্মাৎ গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন স্তুত্যুপসংহারপ্রকারদর্শনার্থমিদং সূত্রম্। কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদিত্যুপমোপাদানম্। তদ্যথা ভাল্লবিনাং 'কুশা বানস্পত্যাঃ স্থ তা মা পাত' ইত্যস্মিন্নিগমে কুশানামবিশেষেণ বনস্পতিযোনিত্বশ্রবণে শাট্যায়নিনাং 'ঔদুম্বরাঃ কুশাঃ' ইতি বিশেষবচনাদৌদুম্বর্য্যঃ কুশা আশ্রীয়ন্তে। যথা চ ক্বচিদ্দেবাসুরচ্ছন্দসামবিশেষেণ পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্গে 'দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণি' ইতি পৈঙ্গ্যাম্নায়াৎ প্রতীয়তে। যথা চ ষোড়শিস্তোত্রে কেষাঞ্চিৎ কালাবিশেষপ্রাপ্তৌ 'সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে' ইত্যার্চ্চাভিশ্রুতেঃ কালবিশেষপ্রতীতিঃ। যথৈব চাবিশে-

---

ীজ সুকৃত দুষ্কৃত বিনাশ পায়। এক অর্থবাদে অন্য অর্থবাদের প্রবৃত্তি হয়, ইহা এই আদিত্য একবিংশ ইত্যাদি স্থলে প্রসিদ্ধ আছে। ১২ মাস ৬ ঋতু ৩ লোক ও এই আদিত্য এইরূপ একবিংশ এই অর্থবাদ উপেক্ষা না করিলে কি আদিত্যের একবিংশত্ব হইতে পারে? একের পুণ্যপাপ কি অপরে গ্রহণ করিতে পারে? এইখানে এইমাত্র বুঝা উচিত যে, উপায়নবাদ কেবল প্রশংসার নিমিত্ত অভিহিত। উদ্ঘাটিত কারণসমূহের দ্বারা ইহাই স্বীকৃত হয় যে, গুণোপসংহার বিচারের প্রসঙ্গে স্তুত্যুপসংহার প্রণালীও তৎসূত্রে দর্শিত হইয়াছে। উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ স্তোত্র গান করে, অপরে তাহার সংখ্যা রাখে। তাল্লবীশাখাধ্যায়ীরা সংখ্যা রাখার কাষ্ঠকে কুশ বলে। ...বিদিগের মন্ত্রে যে কুশ উল্লেখ আছে, তাহা সাধারণ। এই জন্য তাল্ল-

যেণোপগানং কেচিৎ সমামনন্তি বিশেষেণ তাণ্ডিনঃ ন যথৈতেষু কুশাদিষু শ্রুত্যন্তরগতবিশেষান্বয় এবং হানাবপ্যুপায়নমাত্রম্ ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরকৃতং হি বিশেষং শ্রুত্যন্তরেঽনভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্রৈব বিকল্পঃ স্যাৎ স চান্যায্যং সত্যাং গতৌ তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাং 'অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ' ইতি। অথবৈতাস্বেব বিধূননশ্রুতিষেতেনৈব সূত্রেণৈতচ্চিন্তয়িতব্যং কিমনেন বিধূননবচনেন সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানমভিধীয়তে কিং বাঽর্থান্তরমিতি। তত্রৈবং প্রাপয়িতব্যং ন হানং বিধূননমভিধীয়তে। ধূঞ্ কম্পন ইতি স্মরণাৎ। দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণীতি চ বায়ুনা চাল্যমানেষু ধ্বজাগ্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ। তস্মাচ্চালনং বিধূননমভিধীয়তে। চালনন্তু সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কঞ্চিৎ কালং ফলপ্রতিবন্ধাদিত্যেবং প্রাপয্য প্রতিবক্তব্যং—হানাবেবৈষ বিধূননশব্দোঽনুবর্ত্তিতু মর্হত্যুপায়নশব্দশেষত্বাৎ। ন হি পরপরিগ্রহভূতয়োরপ্রহীণয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং সম্ভবতি। যদ্যপীদং পরকীয়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং নাঞ্জসং সম্ভাব্যতে তথাপি তৎসঙ্কীর্ত্তনাৎ তাবৎ তদানুগুণ্যেন হানমেব বিধূননং নান্যেতি নির্ণেতুং শক্যতে। কচিদপি চেদং বিধূননসন্নিধাবুপায়নং শ্রূয়মাণং কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদ্বিধূননশ্রুত্যা সর্ব্বত্রাপ্যপেক্ষ্যমাণং সার্ব্বত্রিকং নির্ণয়কারণং

বিশাখাধ্যায়ীরা শাট্যায়ন শাখোক্ত বিশেষের গ্রহণ করিতে বাধ্য। শাট্যায়ন শাখায় আছে, কুশসকল উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত। ঋত্বিক্ উপগান করিবেক। এই শ্রুতিতে কোন্ ঋত্বিক্ তাহার উল্লেখ না থাকিলেও শ্রুত্যন্তরোক্ত উপায়নের অন্বয় বা সম্বন্ধ হইবেক। এক শ্রুতির কথিত বিশেষ অন্য শ্রুতিতে নীত হয়, এই কথা অস্বীকার করিলে সমুদায় স্থলেই বিকল্পপ্রসক্তি হয়, পরন্তু তাহা অন্যায়। গত্যন্তর থাকিতে অষ্ট দোষদুষ্ট বিকল্পবিধান কুত্রাপি স্বীকার্য্য নহে। যেমন বাক্যশেষত্ব হেতুক ইতর পর্য্যুদাস স্বীকার করিবেক। নিষেধপক্ষে বিকল্পঘটনা হয়, পরন্তু তাহা ন্যায্য নহে। ধূঞ্ ধাতুর অর্থ কম্পন। বায়ু পরিচালিত ধ্বজাগ্রভাগ দৃষ্টে লোকে বলে, ধ্বজাগ্র দোধূয়মান হইতেছে। সুতরাং বিধূনন শব্দের অর্থ পরিচালন। পাপ-পুণ্যের পরিচালন তদুভয়ের ফলপ্রতিবন্ধ। বিধূনন শব্দের অর্থ হানি। একের হানি ব্যতীত অন্যের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। সেই জন্য স্বীকার করিতে হয়, হানিতে উপায়নের

সম্পাদ্যতে। ন চ চালনং ধ্বজাগ্রবৎ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্মুখ্যং সম্ভবতি। অদ্রব্যত্বাৎ। অশ্বশ্চ রোমাণি বিধূন্বানঃ ত্যজন্ রজঃ সহৈতেন রোমাণ্যপি জীর্ণানি শাতয়তি। 'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্' ইতি চ ব্রাহ্মণম্। অনেকার্থত্বাভ্যুপগমাচ্চ ধাতূনাং ন স্মরণবিরোধঃ। তদুক্তমিতি ব্যাখ্যাতম্॥ ২৬॥

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে॥ ২৭॥

দেবযানেন পথা পর্য্যঙ্কস্থং ব্রহ্মাভিপ্রস্থিতস্য অধ্বনি সুকৃতদুষ্কৃতবিয়োগং কৌষীতকিনঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যায়ামামনন্তি। 'স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নি-লোকমাগচ্ছতি' ইত্যুপক্রম্য 'স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবা-ত্যেতি তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে' ইতি। তৎ কিং যথাশ্রুতং অধ্বন্যেব বিয়োগবচনং প্রতিপত্তব্যমাহোস্বিদাদাবেব দেহাদপসর্পণ ইতি বিচারণায়াং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ যথাশ্রুতপ্রতিপত্তিপ্রসক্তৌ পঠতি—সাম্পরায় ইতি সাম্পরায়ে গমন এব দেহাদপসর্পণ ইদং বিদ্যাসামর্থ্যাৎ সুকৃতদুষ্কৃতহানং ভবতীতি প্রতিজানীতে। হেতুমাচষ্টে—তর্ত্তব্যাঽভাবাদিতি। ন হি বিদুষঃ সম্পরেতস্য বিদ্যয়া ব্রহ্ম প্রেপ্সতোঽন্তরালে সুকৃতদুষ্কৃতাভ্যাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তব্যমস্তি যদর্থং কতিচিৎ ক্ষণানক্ষীণে তে কল্পেয়াতাম্। বিদ্যাবিরুদ্ধফলত্বাত্তু বিদ্যাসামর্থ্যেন

অনুবর্ত্তন আছে। পুণ্যাপাপের বিধূনন অর্থাৎ চালনা ধ্বজাগ্রচালনার ন্যায় মুখ্য নহে। তাহা দ্রব্যপদার্থ নহে। অশ্ব যেমন জীর্ণ রোম পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, তেমনি জ্ঞানীও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হন॥ ২৬॥

কৌষিতকীশাখাধ্যায়ীরা পর্য্যঙ্কবিদ্যা পাঠ করেন, জ্ঞানী দেবযানপথে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে অর্দ্ধপথে তাহার সুকৃত দুষ্কৃত বিনাশ হয়। কৌষিতকীশ্রুতি সেই জ্ঞানী দেবযানপথপ্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে। এইস্থানে বিচার্য্য, জ্ঞানি কি এতৎ শ্রুতি অনুসারে সেই অর্দ্ধপথে পাপ-পুণ্য-শূন্য হয়? আচার্য্য এই সংশয়ের সিদ্ধান্তার্থ সূত্র করিতেছেন, সাম্পরায়ে ইত্যাদি। জ্ঞানী যখন দেহ পরিত্যাগ করে, তখনই জ্ঞানের শক্তিতে তাহার সুকৃত দুষ্কৃত প্রক্ষয় হইয়া থাকে। পুণ্যাপুণ্যের ফলভোগ যদি তৎকালে নাই থাকে, তাহা হইলে তৎকালে তাহার অস্তিত্ব কিসের জন্য স্বীকার করিবে?

তয়োঃ ক্ষয়ঃ। স চ তদৈব বিদ্যা ফলাভিমুখী তদৈব ভবিতুমর্হতি। তস্মাং প্রাগেব সময়ং সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ পশ্চাৎ পঠ্যতে। তথা হ্যাম্বেহপি শাখিনস্তাণ্ডিনঃ শাট্যায়নিশ্চ প্রাগবস্থায়ামেব সুকৃতদুষ্কৃতহানমামনন্তি অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্' ইতি তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইতি চ॥ ২৭॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ॥ ২৮॥

যদি চ দেহাদপসৃপ্তস্য দেবযানেন পথা প্রস্থিতস্যার্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়োহভ্যুপগম্যেত ততঃ পতিতে দেহে যমনিয়মবিদ্যাভ্যাসাত্মকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়হেতোঃ পুরুষপ্রযত্নস্যেচ্ছাতোহনুষ্ঠানানুপপত্তেরনুপপত্তিরেব তদ্ধেতুকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়স্য স্যাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বমেব সাধকাবস্থায়াং ছন্দতোহনুষ্ঠানং তস্য স্যাৎ। তৎপূর্ব্বকঞ্চ সুকৃতদুষ্কৃতহানমিতি দ্রষ্টব্যম্। এবং নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরুপপত্তিস্তাণ্ডিশাট্যায়নিশ্রুত্যোশ্চ সঙ্গতিরিতি॥ ২৮॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ॥ ২৯॥

কচিৎ পুণ্যপাপহানসন্নিধৌ দেবযানঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে কচিৎ ন। তত্র সংশয়ঃ—

শ্রুতিতে যে অর্দ্ধপথে তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া পঠিত হইয়াছে, প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা বুঝিতে হইবে, তাহা ঔপচারিক। শাট্যায়নী শাখা নদী সন্তরণের পূর্ব্বে সুকৃত দুষ্কৃত ক্ষয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। অশ্ব যেমন রোমরাজি বিধূত করিয়া নির্ম্মল হয়, সেইরূপ জ্ঞানীও পাপ বিধূনন করিয়া থাকেন। তাহার পুত্রেরা তাহার দায়, সুহৃৎ সৎকার্য্য এবং শত্রু পাপলাভ করে॥ ২৭॥

ত্যক্ত দেহ ও দেবযান পথে প্রস্থিত জ্ঞানীর যদি অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ ক্ষয় হওয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে দেহপাতের পর সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যমনিয়মাদি বিদ্যাভ্যাসাত্মক পুণ্যপাপক্ষয় কারণ উপার্জ্জন করিতে না পারায় বিদ্যার এবং বিদ্যাফল পুণ্যের বা পাপের ক্ষয়ের কার্য্যকারণতার সংরক্ষিত হইবে না। কিন্তু দেহপাতের পূর্ব্বে সাধকাবস্থায় যেমন ইচ্ছা তেমনি বিদ্যানুষ্ঠান করে। এইরূপ হইলেই তাণ্ডিশ্রুতির সঙ্গতি হয় ও বিদ্যার এবং বিদ্যাফল পুণ্যপাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাবও সংরক্ষিত হয়॥ ২৮॥

কিং স্থানাববিশেষেণৈব দেবযানঃ পন্থাঃ সন্নিপতেৎ উত বিভাগেন কচিৎ সন্নিপতেৎ কচিন্নেতি। যথা তাবজ্জ্ঞানাববিশেষেণৈবোপায়নানুবৃত্তিরুক্তা এবং দেবযানানুবৃত্তিরপি ভবিতুমর্হতীত্যস্যাং প্রাপ্তাবাচক্ষ্মহে। গতের্দ্দেবযানস্য পথোঽর্থবত্ত্বং উভয়থা বিভাগেন ভবিতুমর্হতি। কচিদর্থবতী গতিঃ কচিন্নেতি নাবিশেষেণ। অন্যথা হ্যবিশেষেণৈবৈতস্যাঙ্গতাবঙ্গীক্রিয়মাণায়াং বিরোধঃ স্যাৎ। 'পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যস্যাং শ্রুতৌ দেশান্তরপ্রাপণী গতির্ব্বিরুধ্যেত। কথং হি নিরঞ্জনোঽগন্তা দেশান্তরং গচ্ছেৎ গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং ন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তমিত্যানর্থক্যমেবাত্র গতের্ম্মন্যামহে ॥ ২৯ ॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩০ ॥

উপপন্নশ্চায়মুভয়থাভাবঃ কচিদর্থবতী গতিঃ কচিন্নেতি। তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ। গতেঃ কারণভূতো হ্যর্থঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যাদিষু সগুণেষূপলভ্যতে। তত্র হি পর্য্যঙ্কারোহণং পর্য্যঙ্কস্থেন ব্রহ্মণা সহ সম্বদনং বিশিষ্টগন্ধাদিপ্রাপ্তিশ্চেত্যেবমাদি বহু দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তং ফলং শ্রূয়তে। তত্রার্থবতী গতিঃ। ন তু সম্যগ্দর্শনে তল্লক্ষণার্থোপলব্ধিরস্তি। ন হ্যাত্মৈকত্বদর্শিনামাপ্তকামানামিহৈব

কোনও কোনও শ্রুতিতে পাপপুণ্য বিনাশের সন্নিধানে দেবযানপথের শ্রবণ আছে এবং কোনও শ্রুতিতে তাহা নাই। তাহাতে সংশয় হয়, সর্ব্বত্রই কি পুণ্যপাপ বিনাশের সঙ্গে অবিশেষ দেবযানগতি অন্বিত হইবে। পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্ব্বত্র সমানরূপে দেবযানগতি লব্ধ হইতে পারে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, বিভাগক্রমেই দেবযানপথ, অবিভাগক্রমে নহে। দেবযানগতি জ্ঞানী পুণ্যপাপ বিধূত করিয়া নিরঞ্জন ও পরমসাম্য প্রাপ্ত হন। যে নিরঞ্জন, সে কি দেশান্তরে গমন করিতে পারে? অতএব, পরমসাম্যপ্রাপ্তিস্থলে গতিশ্রুতির আনর্থক্যই বিবেচিত হয় ॥ ২৯ ॥

এই উভয়াভাব অযুক্ত নহে। যেহেতু পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতিস্থলে গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধ হয় না; সুতরাং সগুণ উপাসকের গতিশ্রুতির সার্থক্য, কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে তাহা নিরর্থক। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই তাহারা কৃতার্থ হয়। যেমন লোকমধ্যে দেখা যায়, গ্রাম পাইতে হইলে

দগ্ধাশেষক্লেশবীজানামারব্ধভোগকর্ম্মাশয়ক্ষপণব্যতিরেকেণাপেক্ষিতব্যং কিঞ্চিদস্তি। তস্মান্নিরর্থিকা গতিঃ। লোকবচ্চৈষ বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। যথা লোকে গ্রামপ্রাপ্তৌ দেশান্তরপ্রাপণঃ পন্থা অপেক্ষ্যতে নারোগ্যপ্রাপ্তাবেবমিহাপীতি। ভূয়শ্চৈতং বিভাগং চতুর্থেঽধ্যায়ে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩০ ॥

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

সগুণাসু বিদ্যাসু গতিরর্থবতী ন নির্গুণায়াং পরমাত্মবিদ্যায়ামিত্যুক্তম্। সগুণাস্বপি বিদ্যাসু কাসুচিদ্গতিঃ শ্রূয়তে। যথা পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামুপকোশলবিদ্যায়াং দহরবিদ্যায়াঞ্চেতি। নান্যাসু যথা মধুবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং ষোড়শকলবিদ্যায়াং বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিতি। তত্র সংশয়ঃ— কিং যাস্বেবৈষা গতিঃ শ্রূয়তে তাস্বেব নিয়ম্যেতোতাহনিয়মেন সর্ব্বাভিরেবৈং-জাতীয়কাভির্বিদ্যাভিঃ সম্বধ্যেতেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নিয়ম ইতি। যত্রৈব শ্রূয়তে তত্রৈব ভবিতুমর্হতি প্রকরণস্য নিয়ামকত্বাৎ। যদ্যন্যত্র শ্রূয়মাণাপি গতির্বিদ্যান্তরং গচ্ছেৎ শ্রুত্যাদীনাং প্রামাণ্যং হীয়েত সর্ব্বস্য সর্ব্বার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপি চার্চ্চিরাদিকৈকৈব গতিরুপকোশলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ তুল্যবৎ

দেশান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন। সেইরূপ জ্ঞানীর পক্ষেও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে লোকান্তরপ্রাপক পথের প্রয়োজন নাই। চতুর্থাধ্যায়ে এ বিভাগ বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে। ৩০।

উক্ত হইল যে, সগুণ বিদ্যাতেই গতিশ্রুতির সার্থক্য, নির্গুণ পরমাত্মবিদ্যায় নহে। পর্য্যঙ্কবিদ্যায়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়, উপকোশল বিদ্যায় এবং দহর বিদ্যায় দেবযানগতি শুনা যায়, অন্যত্র নহে। সেইজন্য সংশয় হয় যে, যে বিদ্যায় তদ্গতির শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই কি দেবযানগতি লব্ধ হইবে? কিন্তু যে যে বিদ্যায় গতি শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই এই গতির প্রাপ্তি, এইরূপার্থই ন্যায্য। এক উপাসনার অঙ্গ পদার্থ যদি অন্য উপাসনার সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রুত্যাদির প্রামাণ্য থাকিত না। আরও দেখ, এক অর্চ্চিরাদি গতি উপকোশলবিদ্যায় এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় তুল্যরূপে পঠিত হইয়াছে। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উহা যথাশ্রুত বিদ্যাতেই প্রাপ্য। এই পূর্ব্বপক্ষের

পঠ্যতে তৎ সর্ব্বার্থত্বেঽনর্থকং পুনর্ব্বচনং স্যাৎ। তস্মাৎ নিয়ম ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি—অনিয়ম ইতি। সর্ব্বাসামেবাভ্যুদয়প্রাপ্তিফলানাং সগুণানাং বিদ্যানাং বিশেষৈণৈব দেবযানাখ্যা গতির্ভবিতুমর্হতি। নম্বনিয়মাভ্যুপগমে প্রকরণবিরোধ উক্তঃ। নৈষোঽস্তি বিরোধঃ। শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথা হি শ্রুতিঃ 'তদ্য ইত্থং বিদুঃ' ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতাং দেবযানং পন্থানমবতারয়ন্তী 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে' ইতি বিদ্যান্তরশীলানামপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ভিঃ সমানমার্গত্বং গময়তি। কথং পুনরবগম্যতে বিদ্যান্তরশীলানামিয়ং গতিশ্রুতিরিতি। নম্ব শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানামেব স্যাৎ তন্মাত্রশ্রবণাৎ। নৈষ দোষঃ। ন হি কেবলাভ্যাং শ্রদ্ধাতপোভ্যামন্তরেণ বিদ্যাবলমেষা গতির্লভ্যতে।

'বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ'॥ ইতি

শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদিহ শ্রদ্ধাতপোভ্যাং বিদ্যান্তরোপলক্ষণম্। বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারেঽধীয়তে 'য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে' ইতি। তত্র শ্রদ্ধালবো যে সত্যং ব্রহ্মোপাসত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণ্যসকৃৎ প্রযুক্তত্বাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদাং কেবলং ইত্থংবিত্তয়া যোগাত্তথা

উত্তর এই, অনিয়মঃ সর্ব্বাসামিত্যাদিশ্রুতি। এবম্বিধ অনিয়মের স্বীকার প্রকরণ বিরুদ্ধও নহে। কারণ এই যে, উহা শ্রুতিস্মৃতি উভয় প্রমাণেই পাওয়া যায়। যদি বল, অন্য বিদ্যানুশীলীদিগের গতি ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীদিগের গতির সহিত সমান, ইহা তুমি কিসে জানিলে? যে শ্রুতির উল্লেখ করিলে সেই শ্রুতিতে শ্রদ্ধা ও তপঃপরায়ণদিগেরই এই গতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উত্তর এই, বিদ্যার অনুল্লেখ থাকিলেও দোষ হইতেছে না। এই কথা অন্য শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যথা, যে লোকে কামদোষ পরাস্ত, জ্ঞানী সেই ব্রহ্মলোকে আরোহণ করে। বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়ীরা পঞ্চাগ্নি বিদ্যাধিকারে বলিয়াছেন, যাহারা ইহাকে এইরূপে জানে, তাহারা দেবযানপথে আরোহণ করে। প্রদর্শিত শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ যে এইরূপে জানে এইরূপে উল্লিখিত হওয়াতে বিদ্যান্তর পরায়ণ ব্যক্তির গ্রহণও ন্যায্য হইবেক। যাহারা এই দুই পথ না জানে, তাহারা কীট পতঙ্গ হয়। এই শ্রুতি পথদ্বয়ভ্রষ্টদিগের কষ্টদায়িনী

বিদ্যান্তরপরায়ণানামেবেদমুপাদানং ন্যায্যম্। 'অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকং' ইতি চ মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টামধোগতিং গময়ন্তী দেবযানপিতৃযানয়োরেবৈতামন্তর্ভাবয়তি। তত্রাপি বিদ্যাবিশেষাদেবাং দেবযানপ্রতিপত্তিঃ। স্মৃতিরপি—

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ" ॥ ইতি।

যৎপুনর্দেবযানস্য পথোঽর্চ্চিরাদেরভিধানমুপকোশলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ তদুভয়ত্রাপ্যনুচিন্তনার্থম্। তস্মাদনিয়মঃ ॥ ৩১ ॥

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩২ ॥

বিদুষো বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরমুৎপদ্যতে ন বেতি চিন্ত্যতে। ননু বিদ্যায়াঃ সাধনভূতায়াঃ সম্পত্তৌ কৈবল্যনির্বৃত্তিঃ স্যান্ন বেতি নেয়ং চিন্তোপপদ্যতে। ন হি পাকসাধনসম্পত্তাবোদনো ভবেন্ন বেতি চিন্তা সম্ভবতি। নাপি ভুঞ্জানস্তৃপ্যেৎ ন বেতি চিন্ত্যতে। উপপন্না ত্বিয়ং চিন্তা। ব্রহ্মবিদামপি কেষাঞ্চিদিতিহাসপুরাণয়োর্দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা হ্যপান্তরতমা নাম

অধোগতি বুঝাইয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত গতির দেবযান পিতৃযানের অন্তর্ভাবতা দেখাইয়াছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন, শ্রুতিতে জগতের দ্বিবিধা গতি কথিত হইয়াছে। জীব শুক্লাগতিদ্বারা মোক্ষ ও কৃষ্ণাগতি দ্বারা পুনর্জ্জন্ম পায়। সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত দেবযানগতি অনিয়মিত ॥ ৩১ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীর দেহপাত হইলে, তাহাদের পুনর্দ্দেহ হয় কিনা তাহা বিচারিত হইতেছে। যদি বল, মোক্ষসাধন জ্ঞান সুসম্পন্ন হইলে মোক্ষ হয় কিনা এই বিচারের অবতারণা অযোগ্য। ইহার উত্তর এই যে, এই বিচার অনর্থক নহে। পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জ্জন্ম হয়, এই সংবাদ আছে। বশিষ্ঠ একজন ঋষি, বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তিনিও নিমিরাজার শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনর্ব্বার মিত্রাবরুণের দ্বারা পুনর্জ্জন্মলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ স্মৃতিতে দেখা যায় প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে দেখা যায়। সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিকত্ব পাওয়া যায়। এতৎ সংশয়-

বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষির্বিষ্ণুনিয়োগাৎ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্বভূবেতি স্মরণম্। বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সন্নিমিশাপাদপগতপূর্ব্বদেহঃ পুনর্ব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্বভূবেতি। ভৃগ্বাদীনামপি ব্রহ্মণ এব মানসানাং পুত্রাণাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে। সনৎকুমারোঽপি ব্রহ্মণ এব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাৎ স্কন্দত্বেন প্রাদুর্ব্বভূব। এবমেব দক্ষনারদপ্রভৃতীনামপি ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি স্মৃতৌ। শ্রুতাবপি মন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রায়েণোপলক্ষ্যতে। তে চ কেচিৎ পতিতে পূর্ব্বদেহে দেহান্তরমাদদতে কেচিত্তু স্থিত এব তস্মিন্ যোগৈশ্বর্য্যবশাদনেকদেহাদানন্যায়েন। সর্ব্বে চৈতে সমধিগতসকলবেদার্থাঃ স্মর্য্যন্তে। অদেতেষাং দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বেত্যত উত্তরমুচ্যতে। ন। তেষামপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং বেদপ্রবর্ত্তনাদিষু লোকস্থিতিহেতুষধিকারেষু নিযুক্তানামধিকারতন্ত্রত্বাৎ স্থিতেঃ। যথাসৌ ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্য্যন্তং জগতোঽধিকারং চরিত্বা তদবসানে উদয়াস্তমবর্জ্জিতং কৈবল্যমনুভবতি—'অথ তত ঊর্দ্ধ্ব উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা' ইতি শ্রুতেঃ। যথা চ বর্ত্তমানা ব্রহ্মবিদঃ প্রারব্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্যমনুভবন্তি। "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ। এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োঽপীশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্দর্শনে কৈবল্যহেতাবক্ষীণকর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে তদবসানে চাপবৃজ্যন্ত ইত্যবিরুদ্ধম্। সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে কর্ম্মাশয়মধিকারফলদানায়াতিবাহয়ন্তঃ স্বাতন্ত্র্যেণ গৃহাদিব গৃহান্তরমন্য-

---

চ্ছেদনার্থ সূত্র বলা হইতেছে যে, অপান্তরতম প্রভৃতি আধিকারিকেরা অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান করেন। সূর্য্য যেমন প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে উদয়াস্তবর্জ্জিত কৈবল্য অনুভব করেন, তদ্বৎ। সূর্য্য যেমন অধিকার সমাপ্তির পরে সৌরদেহ ত্যাগ করিয়া উদিত এবং অস্তমিত হন না, সেইরূপ। প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়ের পর মুক্তি বিষয়ে শ্রুতিও আছে। তাঁহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব, যাবৎ তিনি দেহবিমুক্ত না হন। কৈবল্য উৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও অপান্তরাদি ঋষিগণ কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। মূলভাষ্যে

কদেশদাহ একদেশপ্ররোহশ্চেত্যুপপদ্যতে। ন হ্যগ্নিদগ্ধস্য শালিবীজস্যৈক-দেশপ্ররোহো দৃশ্যতে। প্রবৃত্তফলস্য তু কর্ম্মণো মুক্তেষোরিব বেগক্ষয়াৎ নিবৃত্তিঃ। 'তস্য তাবদেব চিরম্' ইতি শরীরপাতক্ষেপকরণাৎ। তস্মাদুপপন্না যাবদধিকারমাধিকারিকাণামবস্থিতিঃ। ন চ জ্ঞানফলস্যানৈকান্তিকত্বম্। তথা চ শ্রুতিরবিশেষেণৈব সর্ব্বেষাং জ্ঞানান্মোক্ষং দর্শয়তি 'তদ্যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্' ইতি। জ্ঞানান্তরেষু চৈশ্বর্য্যাদিফলেষ্বাসক্তাঃ স্যুর্ম্মহর্ষয়স্তে পশ্চাদৈশ্বর্য্যক্ষয়দর্শনেন নির্ব্বিণ্ণাঃ পরমাত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠায় কৈবল্যং প্রাপুরিত্যুপপদ্যতে।

'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্' ॥ ইতি

স্মরণাৎ। প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ জ্ঞানস্য ফলবিরহাশঙ্কানুপপত্তিঃ। কর্ম্মফলে হি স্বর্গাদাবনুভবানারূঢে স্যাদপি কদাচিদাশঙ্কা ভবেদ্বা নবেতি। অনুভবারূঢন্তু জ্ঞানফলং 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ। 'তত্ত্বমসি' ইতি চ সিদ্ধবদুপদেশাৎ। ন হি তত্ত্বমসীত্যস্য বাক্যস্যার্থস্তৎ ত্বং মৃতো ভবিষ্যসীত্যেবং শক্যঃ পরিণেতুম্। 'তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' ইতি সম্যগ্দর্শনকালমেব তৎফলং সর্ব্বাত্মত্বং দর্শয়তি। তস্মাদৈকান্তিকী বিদুষঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

প্রারব্ধফলকর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীরপাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধিকারে অবস্থিত রাখে। মহর্ষিরা প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্যফলক বিভিন্ন জ্ঞানে আসক্ত হন সত্য, পরন্তু তাঁহারা অবশেষে ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়িষ্ণুতা দর্শনে নির্ব্বিণ্ণ হন, তৎপরে পরমাত্মজ্ঞানে অবস্থান করতঃ কৈবল্যপথে গমন করেন। সেই সকল জ্ঞানীরা ব্রহ্মার সহিত পরমপদে প্রবেশ করেন।

জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ। কর্ম্মফলে কখন কখন সংশয় হইতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন; ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, সেইজন্য তিনিই তুমি, এই রূপে আত্মার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধপ্রায়রূপে উপদেশ করিয়াছেন। ঋষি বামদেব জানিয়াছিলেন, আমিই মনু হইয়াছিলাম এবং আমিই সূর্য্য। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানীর কৈবল্য আত্যন্তিক, ইহা নিশ্চিত ॥ ৩২ ॥

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপস-
দবত্তদুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

বাজসনেয়কে শ্রূয়তে 'এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যাদি। তথাথর্বণে শ্রূয়তে 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্' ইত্যাদি। তথৈবান্যত্রাপি বিশেষনিরাকরণদ্বারেণাক্ষরং পরং ব্রহ্ম শ্রাব্যতে। তত্র কচিৎ কেচিদতিরিক্তা বিশেষাঃ প্রতিষিধ্যন্তে। তাসাং বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধীনাং কিং সর্ব্বাসাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিরুত ব্যবস্থেতি সংশয়ে শ্রুতিবিভাগাৎ ব্যবস্থাপ্রাপ্তাবুচ্যতে—অক্ষরবিষয়াস্তু বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্রাবরোদ্ধব্যাঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্। সমানো হি সর্ব্বত্র বিশেষনিরাকরণরূপো ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রকারঃ। তদেব চ হি সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্যং ব্রহ্মাভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তত্র কিমিত্যন্যত্র কৃতা বুদ্ধয়োঽন্যত্র ন স্যুঃ। তথা চানন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ইত্যত্র [বে০ সূ০ ৩।৩।১১] ব্যাখ্যাতম্। তত্র বিধিরূপাণি বিশেষণানি চিন্তিতানি। ইহ তু প্রতিষেধরূপাণীতি বিশেষঃ প্রপঞ্চার্থশ্চায়ং চিন্তাভেদঃ। ঔপসদবদিতি নিদর্শনম্। যথা জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিনীষূপসৎসু চোদিতাসু পুরোডা-

---

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে শুনা যায়, ব্রহ্মবাদিরা বলেন, এই অক্ষর স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব ও দীর্ঘ নহে। মুণ্ডকোপনিষদে শুনা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা অক্ষর, তাহা অদৃশ্য, অগোত্র, অবর্ণ। এতন্মধ্যে কোন কোন শ্রুতি অতিরিক্ত বিশেষ প্রতিষিদ্ধ হইতে দেখা যায়। ইহাতে সংশয় হয় যে, এই সমস্ত নিষেধ সর্ব্বত্র নীত হইবে, কি ব্যবস্থাপূর্ব্বক পরিগৃহীত হইবে? এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি সকল [illegible] ভিন্ন, অতএব ব্যবস্থাপক্ষই গ্রহীতব্য। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই, সর্ব্বত্রই সমস্ত নিষেধ পর্য্যন্ত বিশেষণ একত্রিত করিয়া অদ্বয় ব্রহ্ম [illegible] হইবে। সর্ব্বত্রই সমান প্রক্রিয়ায় ব্রহ্ম বুঝান হইয়াছে, এবং একই [illegible] হইতেছে। [illegible] "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" [illegible] প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই বিচার, [illegible] সেই স্থলে কেবলমাত্র বিধেয় বিশেষণ [illegible] চিন্তিত হইয়াছে। এই স্থলে নিষেধ বিশেষণ, ইহাই বিচারের প্রভেদ। [illegible] হইয়া থাকে, তাহাতে যে অহীননামে পুরোডাশিনী উপসদের অনুষ্ঠান [illegible]

শপ্রদানমন্ত্রাণাং 'অগ্নের্বেহোত্রং বেরধ্বরম্' ইত্যেবমাদীনামুদ্গাতৃবেদোৎপন্নানাম-প্যাধ্বর্য্যবত্বমিতিসম্বন্ধো ভবতি। অধ্বর্য্যুকর্তৃকত্বাৎ পুরোডাশপ্রদানস্য প্রধান-তন্ত্রত্বাচ্চাঙ্গানাম্। এবমিহাপ্যক্ষরতন্ত্রত্বাৎ তদ্বিশেষণানাং যত্র কচিদপ্যুৎপন্নানা-মক্ষরেণ সর্ব্বত্রাভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে 'গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ' [জৈ০ সূ০] ইত্যত্র ॥ ৩৩ ॥

ইয়দামননাৎ ॥ ৩৪ ॥

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' ॥

ইত্যধ্যাত্মাধিকারে মন্ত্রমাথর্ব্বণিকাঃ শ্বেতাশ্বতরাশ্চ পঠন্তি। তথা কঠাঃ—

'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ' ॥

ইতি। কিমত্র বিদ্যৈকত্বমুত বিদ্যানানাত্বমিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্।

পুরোডাশ প্রধানের মন্ত্র পঠিত হয়, সে মন্ত্র উদ্গাতৃ বেদোৎপন্ন। পুরোডাশ উদ্গাতৃ কর্তৃক প্রদত্ত না হইয়া অধ্বর্য্যু কর্তৃক প্রদত্ত হয়। অধ্বর্য্যুই সর্ব্বত্র পুরোডাশ প্রধান মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। যেমন সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশ প্রাদানিক মন্ত্র সার্ব্বত্রিক, তদ্বৎ, কচিদুৎপন্ন বিশেষণগুলিও সার্ব্বত্রিক, ইহা জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় উক্ত হইয়াছে। গুণ ও মুখ্য উভয়ের বিরোধে মুখ্যের সহিত অঙ্গেরই সম্বন্ধ হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্বেতাশ্বতর শাখাপাঠীরা অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকরণে একটী মন্ত্র বলিয়াছেন, যথা—একই বৃক্ষে দুইটী পক্ষী একসঙ্গে বাস করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা; একজনের একটী তত্রত্য স্বাদুফলভক্ষণ হয়, অন্যটী ভক্ষণ না করিয়াই দেদীপ্যমান আছে। কঠ উপনিষদে ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যেমন ছায়া ও আতপ, সেইরূপ দুইটী সুকৃতের লোকে ঋতপানকর্তা হইয়া গুহাপ্রবিষ্ট আছে। এই দুই বাক্যে কি একই বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, না বিভিন্ন বিদ্যা কথিত

বিদ্যানানাত্বমিতি। কুতঃ। বিশেষদর্শনাৎ। দ্বা সুপর্ণেত্যত্র হ্যেকস্য ভোক্তৃত্বং দৃশ্যত একস্য চাভোক্তৃত্বম্। ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র তু দ্বয়োরপি ভোক্তৃত্বং দৃশ্যতে। অতো বেদ্যরূপং ভিদ্যমানং বিদ্যাং ভিনত্তীত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—বিদ্যৈকত্বমিতি। কুতঃ, যত উভয়োরপ্যনয়োর্মন্ত্রয়োরিয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং দ্বিত্বোপেতং বেদ্যরূপমভিন্নমামনন্তি। ননু দর্শিতো রূপভেদঃ। নেত্যুচ্যতে। উভাবপ্যেতৌ মন্ত্রৌ জীবদ্বিতীয়মীশ্বরং প্রতিপাদয়তো নার্থান্তরম্। 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যত্র তাবৎ 'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' ইত্যশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মা প্রতিপাদ্যতে। বাক্যশেষেঽপি চ স এব প্রতিপাদ্যমানো দৃশ্যতে 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্' ইতি। 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যত্র তু জীবে পিবত্যশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মাপি তৎসাহচর্য্যাৎ ছত্রিন্যায়েন পিবতীত্যুপচর্য্যতে। পরমাত্মপ্রকরণং হ্যেতৎ 'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ' ইত্যুপক্রমাৎ। তদ্বিষয় এবাত্রাপি বাক্যশেষো ভবতি 'যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্' ইতি। 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি' ইত্যত্র চৈতৎ প্রপঞ্চিতম্। তস্মান্নাস্তি বেদ্যভেদঃ। তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বম্। অপি চ ত্রিষপ্যেতেষু বেদান্তেষু পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যৈবাবগম্যতে তাদাত্ম্যবিবক্ষয়ৈব জীবোপাদানং নার্থান্তরবিবক্ষয়া। ন চ পরমাত্মবিদ্যায়াং ভেদাভেদবিচারাবতারোঽস্তীত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রপঞ্চার্থ এবৈষ প্রযোগঃ। তস্মাচ্চাধিকধর্ম্মোপসংহার ইতি ॥ ৩৪ ॥

হইয়াছে। বেদে যে এই দুই মন্ত্র বিধিনির্দিষ্ট জ্ঞেয়বস্তু বলিয়াছেন, তাহা একই বস্তু। যাহা বিজ্ঞেয়ের রূপভেদ বলিয়া দেখাইয়াছ, বস্তুতঃ তাহা ভেদপ্রবোধক নহে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে যে অশনায়াদি অতীত পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা তৎসন্দর্ভের শেষবাক্য দেখিলেও বুঝা যায়। উক্ত সন্দর্ভের প্রারম্ভে যাহা ধর্ম্মাদির অতীত, তাহাই ব্রহ্ম। ইহার শেষ বাক্যও—যিনি কূটবন্নির্বিকার পরব্রহ্ম ইত্যাদি এইসকল কথা, 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি' সূত্রে বিস্তাররূপে বলা হইয়াছে। অপিচ, বেদান্তত্রয়ের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিতে গেলে তাহাতে পরমাত্মবিদ্যাই বিজ্ঞাত হওয়া যায়। জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে, ইহা বলিবার জন্যই ব্রহ্মসান্নিধ্যে জীবের কথন হইয়াছে, জানিবে। আরও কথা এই যে, পরমাত্মজ্ঞানে ভেদাভেদ বিচার আসিতেই পারে না। সুতরাং এই বিদ্যৈক্যের বশ, উক্ত হেতুতে অধিক গুণগুলির উপসংহার হইবেক ॥ ৩৪ ॥

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' ইত্যেবং বিরুষস্তিকহোল-প্রশ্নয়োর্নৈরন্তর্যেণ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি। তত্র সংশয়ঃ। বিদ্যৈকত্বং বা স্যাদ্বিজ্ঞানানাত্বং বেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিজ্ঞানানাত্বমিতি। কুতঃ। অভ্যাসসামর্থ্যাৎ। অন্যথা হ্যন্যূনাতিরিক্তার্থং দ্বিরাম্নানমনর্থকমেব স্যাৎ। তস্মাৎ যথাভ্যাসাৎ কর্ম্মভেদ এবমভ্যাসাৎ বিদ্যাভেদ ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ। 'অন্তরাম্নানাবিশেষাৎ স্বাত্মনো বিদ্যৈকত্বমিতি। সর্ব্বান্তরো হি স্বাত্মোভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টঃ পৃচ্ছ্যতে প্রত্যুচ্যতে চ। ন হি দ্বাবাত্মানাবেকস্মিন্ দেহে সর্ব্বান্তরৌ সম্ভবতঃ। তদা হ্যেকস্যাঞ্জসং সর্ব্বান্তরত্বং কল্পেত। একস্য তু ভূতগ্রামবন্নৈব সর্ব্বান্তরত্বং স্যাৎ। যথা পঞ্চভূতসমূহে দেহে পৃথিব্যা আপোঽন্তরা অদ্ভ্যশ্চ তেজোঽন্তরমিতি সত্যপ্যাপেক্ষিকে সর্ব্বান্তরত্বে নৈব মুখ্যং সর্ব্বান্তরত্বং ভবতি তথেহাপীত্যর্থঃ। অথবা ভূতগ্রামবদিতি শ্রুত্যন্তরং নিদর্শয়তি। যথা 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে সমস্তেষু ভূতগ্রামেষ্বেক

বাজসনেয়ী শাখায় উশস্তি ও কহোল এই দুই মুনির প্রশ্নঘটিত আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে একবার এইপ্রকার অভিহিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। অন্যবার কথিত হইয়াছে যে, আত্মা সর্ব্বান্তর। এখানে আপত্তি এই যে, উক্ত উভয় প্রশ্নে জ্ঞানের ঐক্য আছে, কি প্রভেদ আছে? পর পর প্রশ্নদ্বয়দৃষ্টে পূর্ব্বপক্ষকারী বলেন, বিভিন্ন জ্ঞান জন্মায়। এই পক্ষ দ্বিরুক্তিবলেই স্থিরীকৃত হয়। যে স্থলে অর্থের বৈষম্য না থাকে, তাদৃশস্থলে দ্বিরুচ্চারণ অনর্থক। অতএব, যেমন অভ্যাসের বলে কর্ম্মভেদ স্বীকৃত হয়, তেমনি বিদ্যাভেদও স্বীকৃত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই, আত্মসম্বন্ধীয় আন্তর্য্য কথনের অবিশেষ থাকায় বিদ্যার একত্বপক্ষই গ্রাহ্য। একই দেহে দুই আত্মার সর্ব্বান্তরতা অসম্ভব। সুতরাং একের মুখ্য সর্ব্বান্তরতা এবং অপরের আপেক্ষিক সর্ব্বান্তরতা, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেমন এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পৃথ্বী হইতে জলের অন্তরতা, জল অপেক্ষা তেজের, এইরূপ সকলগুলিই অপেক্ষাকৃত সর্ব্বান্তর। সেইরূপ একদেহে আত্মাদ্বয়ের সর্ব্বান্তরতা

এব সর্বান্তর আত্মা উভয়ত্র এবমনয়োরপি ব্রাহ্মণয়োরিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বেদ্যৈক্যাদ্বিদ্যৈকত্বম্॥ ৩৫॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৬ ॥

অথ যদুক্তমেকত্বাঙ্গীকারে বিদ্যাভেদে আম্নানভেদানুপপত্তিরিতি তৎপরিহর্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। উপদেশান্তরবদুপপত্তেঃ। যথা তাণ্ড্যিনামুপনিষদি ষষ্ঠে প্রপাঠকে 'স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইতি নবকৃত্বোঽপ্যুপদেশেন বিদ্যাভেদো ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি। কথঞ্চ ন নবকৃত্ব উপদেশে বিদ্যাভেদো ভবতি। উপক্রমোপসংহারাভ্যামৈকার্থ্যাবগমাৎ। 'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু' ইতি চৈকস্যৈবার্থস্য পুনঃপুনঃ প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেনোপক্ষেপাদাশঙ্কান্তরনিরাকরণেন চাসকৃদুপদেশোপপত্তেঃ। এবমিহাপি প্রশ্নরূপাভেদাৎ 'অতোঽন্যদার্তম্' ইতি চ পরিসমাপ্ত্যবিশেষাদুপক্রমোপসংহারৌ তাবদেকার্থবিষয়ৌ দৃশ্যেতে। 'যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম' ইতি দ্বিতীয়েঽপি প্রশ্ন এব-কারং প্রযুঞ্জানঃ পূর্বপ্রশ্নগতমেবার্থমুত্তরত্রাকৃষ্যমাণং দর্শয়তি। পূর্বস্মিংশ্চ ব্রাহ্মণে কার্য্যকরণব্যতিরিক্তস্যাত্মনঃ সদ্ভাবঃ কথ্যতে। উত্তরস্মিংস্তু তস্যৈবাশনায়াদিসংসারধর্মাতীতত্বং বিশেষঃ কথ্যতে। ইত্যেকার্থতোপপত্তিস্তস্মাদেকা বিদ্যেতি ॥ ৩৬ ॥

আপেক্ষিক ব্যতীত মুখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই একই দেব সমুদায় ভূতে গূঢ়, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা। অতএব নির্দিষ্ট শ্রুতিদ্বয়ের প্রতিপাদ্য এক। সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞানও এক ॥ ৩৫ ॥

বলা হইয়াছিল, জ্ঞানভেদ স্বীকার ব্যতীত প্রত্যুক্ত বিরুদ্ধোচ্চারণ সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তর এই, বিরুক্তি দোষাবহ নহে। হে শ্বেতকেতো! সেই আত্মা, তাহাই তুমি, এইরূপ নয়বার উপদেশ হইলেও সেইস্থলে জ্ঞানভেদ হয় নাই। একার্থ বা জ্ঞেয় পদার্থের একত্ব আরম্ভ ও সমাপ্তি দুইএর দ্বারা নির্ণীত হয়। শ্রুতির তাদৃশ ইচ্ছার কারণ এই যে, আপতিত আনুষঙ্গিক আশঙ্কা নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা কর্তব্য। এই সর্বান্তর আত্মা ব্যতীত সমস্তই আর্ত, এইরূপে ঐ উভয় প্রবন্ধের উপসংহার হইয়াছে। প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণে কার্য্যকারণ ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব কথিত

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৭ ॥

'তদ্যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্' ইত্যৈতরেয়িণ আদিত্যপুরুষং প্রকৃত্য সমামনন্তি। তথা জাবালাঃ 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবতি দেবতে অহং বা ত্বমসি' ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ ব্যতিহারেণোভয়রূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা, উত একরূপৈবেতি। একরূপৈবেতি, তাবদাহ। ন হ্যত্রাত্মন ঈশ্বরেণৈকত্বং মুক্ত্বাঽন্যৎ কিঞ্চিৎ চিন্তয়িতব্যমস্তি। যদি চৈবং চিন্তয়িতব্যমবিশেষঃ পরিকল্প্যেত সংসারিণশ্চেশ্বরাত্মত্বমীশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্বমিতি তত্র সংসারিণস্তাবদীশ্বরাত্মত্ব উৎকর্ষো ভবেৎ। ঈশ্বরস্য তু সংসার্য্যাত্মত্বে নিকর্ষঃ কৃতঃ স্যাৎ। তস্মাদেকরূপ্যমেব মতেঃ। ব্যতিহারাম্নায়স্তাবদেকত্বদৃঢ়ীকরণার্থঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—ব্যতিহার ইতি। অয়মাধ্যানায়াম্নায়তে। ইতরবৎ। যথেতরে গুণাঃ সর্ব্বাত্মত্বপ্রভৃতয় আধ্যানায়াম্নায়ন্তে তদ্বৎ। তথা হি বিশিংষন্তি সমাম্নাতার উভয়োচ্চারণেন 'ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসি' ইতি। তচ্চোভয়রূপায়াং মতৌ কর্ত্তব্যায়মর্থবত্তি। অন্যথা হীদং বিশেষেণোভয়াম্নানমনর্থকং স্যাৎ। একেনৈব কৃতত্বাৎ। ননূভয়াম্নানস্যার্থবিশেষে পরিকল্প্যমানে দেবতায়াঃ সংসা-

---

হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী শ্রুতিতে সেই আত্মরাই সংসার ধর্ম্মাতীতত্ব রূপবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই কারণেই বিদ্যার একত্ব সিদ্ধান্তিত হয়॥ ৩৬॥

ঐতরেয় শাখীরা আদিত্য পুরুষ লক্ষ্য করিয়া আমিই ইনি, ইনিই আমি, এইরূপ বলিয়া থাকেন। এখানে সংশয় এই যে, উপাসক এই ব্যতিহার পাঠ দৃষ্টে উভয় প্রকার জ্ঞান উৎপাদন করিবেক, কি একই প্রকার জ্ঞান আহরণ করিবেক? এতন্মধ্যে প্রথম কল্পে সংসারী আত্মার উৎকৃষ্ট সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সংসারিত্ব পক্ষ স্বীকার করিতে গেলে, তাহাকে নিকৃষ্ট করা হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে, এই ব্যতিহার ধ্যানের নিমিত্তই অভিহিত।

যেমন অন্যান্য গুণ বা ধর্ম্ম ধ্যানের নিমিত্ত কথিত, তেমনি এই ব্যতিহার ও ধ্যানের নিমিত্ত অভিহিত। বলিয়াছিলে যে, ঐ ব্যতিহার-উচ্চারণের সম্পূর্ণ সার্থক্য রাখিতে গেলে নির্দ্দিষ্ট অর্থের কল্পনা করিতে

ব্যতিহারাপত্তেনিকর্ষঃ প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্। নৈষ দোষঃ। ঐকাত্ম্যস্যৈবানেন প্রকারেণানুচিন্ত্যমানত্বাৎ। নচৈবং সতি স এবৈকত্বদৃঢ়ীকার আপদ্যেত। ন বয়মেকত্বদৃঢ়ীকারং বারয়ামঃ কিন্তু হি ব্যতিহারেণৈব দ্বিরূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা বচনপ্রামাণ্যাৎ। নৈকরূপেণোপাত্তাবহূপপাদয়ামঃ ফলতস্ত্বেকত্বমপি দৃঢ়ীভবতি। যথা ধ্যানার্থেঽপি সত্যকামত্বাদিগুণোপদেশে তদ্গুণক ঈশ্বরঃ প্রসিধ্যতি তদ্বৎ। তস্মাদস্মিন্নাধ্যাতব্যো ব্যতিহারঃ সমানে চ বিষয় উপসংহর্ত্তব্য ইতি ॥ ৩৭ ॥

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

'স যো হৈতমেবং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম' ইত্যাদিনা বাজসনেয়কে সত্যবিদ্যাং সনামাক্ষরোপাসনাং বিধায়ানন্তরমাম্নায়তে 'তদ্যৎ তৎসত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ - কিং দ্বে এতে সত্যবিদ্যে কিং বৈকৈবেতি। দ্বে ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভেদেন হি ফলসংযোগো ভবতি। "জয়তীমাংল্লোকান্" ইতি পুরস্তাৎ, "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ" ইত্যুপরিষ্টাৎ। প্রকৃতাকর্ষণং তূপাস্যৈকত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। একৈবেয়ং সত্যা বিদ্যেতি। কুতঃ। "তদ্যৎ তৎসত্যম্" ইতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ। ননু বিদ্যাভেদেঽপি

হয়, কেননা, এইরূপেই ঐকাত্ম্য চিন্তা হইয়া থাকে। আমরা বলি, বচন প্রমাণ অনুসারে এইরূপ বিনিময় ভাবনা করিতে হইবেক। ধ্যানের নিমিত্তই সত্যকামত্বাদি গুণের উপদেশ, কিন্তু ফলদানকালে ঈশ্বর তদ্গুণবিশিষ্ট হন। অতএব, ঈশ্বর বা উপাস্য দেবতা কথিত প্রকার ক্রমেই ধ্যাতব্য ॥ ৩৭ ॥

বাজসনেয়ী শাখায় যে উপাসক এই মহৎ পূজনীয় প্রথমজ সত্য ব্রহ্ম জানে ইত্যাদি ক্রমে সত্যবিদ্যা নাম্নী উপাসনা বিহিত হইয়াছে। অনন্তর অভিহিত হইয়াছে যে, সেই যে সত্য তাহাই এই আদিত্য। এখানে আপত্তি এই যে, ঐ বাক্যে দুই সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে, কি একই সত্যবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে? এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষকারীকে বলা হইতেছে যে, উভয়ই একই সত্য বিদ্যা বলিয়াছিলে যে, উপাসনা বিভিন্ন হইলেও উপায় এক

প্রকৃতাকর্ষণমুপাদেয়কত্বাদুপপদ্যত ইত্যুক্তম্। নৈতদেব। যত্র হি বিস্পষ্টাং কারণান্তরাদ্বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়তে তত্রৈতদেবং স্যাৎ। অত্র তূভয়থাসম্ভবে তদ্যৎ তৎ সত্যমিতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ পূর্ব্ববিদ্যাসম্বন্ধমেব সত্যমুত্তরত্রাকৃষ্যত ইত্যেকবিদ্যাত্বনিশ্চয়ঃ। যৎ পুনরুক্তং ফলান্তরশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরমিতি। অত্রোচ্যতে। তস্যোপনিষদহরহমিতি চাঙ্গান্তরোপদেশস্য স্তাবকত্বমিদং ফলান্তরশ্রবণমিত্যদোষঃ। অপি চার্থবাদাদেব ফলে কল্পয়িতব্যে সতি বিদ্যৈকত্বে চাবয়বেষু শ্রূয়মাণানি বহূন্যপি ফলান্যবয়বিবিদ্যামেব বিদ্যামামুপসংহর্ত্তব্যানি ভবন্তি। তস্মাৎ সৈবেয়মেকা সত্যবিদ্যা তেন তেন বিশেষেণোপেতাম্নায়ত ইত্যতঃ সর্ব্ব এব সত্যাদয়ো গুণা একস্মিন্ প্রয়োগে উপসংহর্ত্তব্যা ভবন্তি। কেচিৎ পুনরস্মিন্ সূত্র ইদং বাজসনেয়কমক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিষয়ং বাক্যম্। ছান্দোগ্যে চ 'অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতেঽথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যাদ্যাহৃত্য সৈবেয়মক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিষয়া বিদ্যোভয়ত্রৈকেতি কৃত্বা সত্যাদিগুণান্ বাজসনেয়িভ্যশ্ছন্দোগানামুপসংহার্য্যাম্মন্যন্তে তন্ন সাধু লক্ষ্যতে। ছান্দোগ্যে হি কর্ম্মসম্বন্ধিনীয়মুদ্গীথব্যপাশ্রয়া বিদ্যা বিজ্ঞায়েত। তত্র হ্যাদি-

---

বলিয়া পূর্ব্ব প্রস্তাবিতসত্যের আকর্ষণ হইয়াছে, তাহাতে দোষ কি? যেস্থলে বিস্পষ্ট কারণান্তর বশতঃ উপাসনা ভেদ প্রতীত হয়, সেই স্থলে উপাসনাভেদ হইলেও প্রকৃতাকর্ষণ দোষাবহ হয়না। বলিয়াছিলে যে, ফলভেদ শ্রুতিহেতুক উপাসনার ভেদ স্বীকৃত হয়; এইক্ষণে তাহার প্রতিবাদ বলিতেছি। যখন অঙ্গ বিশেষের প্রশংসার্থ এই ফলভেদ কথিত হইয়াছে, তখন কি জন্য উক্ত দোষ হইবে? যেস্থলে অর্থবাদ অনুসারে ফলকল্পনা করিতে হয়, যেস্থলে বিদ্যার একত্ব থাকে, সেই স্থলে অঙ্গকর্ম্মে বহুফল শ্রুত থাকিলেও সেইসকল ফল প্রধান উপাসনায় সমাবেশ করিতে হয়। সেই জন্য সেই একই সত্য বিদ্যা সেই সেই বিশেষণে অন্বিত হইয়া শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে যে অক্ষি পুরুষ উপাসনা বোধক বাক্য আছে, সেই বাক্যই এই সূত্রের বিষয়। বাদিগণের এই ব্যাখ্যা সাধু নহে। কেমনা, ছান্দোগ্যোক্ত বিদ্যা উদ্গীথঘটিত এবং তাহা কর্ম্মসম্প-

মধ্যাবসানেষু কর্ম্মসম্বন্ধিচিহ্নানি ভবন্তি 'ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম' ইত্যুপক্রমে 'তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাৎ উদ্গীথঃ' ইতি মধ্যে 'য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি' ইত্যুপসংহারে। নৈবং বাজসনেয়কে কিঞ্চিৎ কর্ম্মসম্বন্ধি চিহ্নমস্তি। তত্র প্রক্রমভেদাৎ বিদ্যাভেদে সতি গুণব্যবস্থৈব যুক্তেতি। ৩৮ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ' ইতি প্রস্তুত্য ছন্দোগা অধীয়তে 'এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প' ইত্যাদি। তথা বাজসনেয়িনঃ 'স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিংশ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী' ইত্যাদি। তত্র বিদ্যৈকত্বং পরস্পরগুণোপসংহারশ্চ কিং বা নেতি সংশয়ে বিদ্যৈকত্বমিতি প্রাপ্তম্। তত্রেদমুচ্যতে কামাদীতি। সত্যকামাদীত্যর্থঃ। যথা দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি। যদেতচ্ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্য সত্যকামত্বাদিগুণজাতমুপলভ্যতে

কীয়। বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে এইরূপ কোন কর্ম্মসম্পর্কীয় চিহ্ন দেখা যায় না। যেস্থলে অঙ্গের ও প্রধানের বিরোধ, সেস্থলে প্রধানের আশ্রয়েই অঙ্গের প্রবেশ। কেননা প্রধানই বলবৎ। ৩৮ ॥

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে সগুণ নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। তাহাতে সত্যকামত্বাদি ও সর্ব্ববশিত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্ম বা গুণ উভয়ত্রই উপসংহার্য্য। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্যে নীত হইবে কি না? ইহার প্রত্যুত্তর এই, উক্ত উভয় ব্রাহ্মণে একই বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ব্রহ্মপুরে এই যে দহর-পরিমাণ পদ্ম ও দহর-পরিমাণ গৃহ, তাহাতে যে অন্তরাকাশ, এইরূপ বলিয়া বলিয়াছেন, তাহাই আত্মা। এই আত্মা নিষ্পাপ, অজর, অমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসাদিবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি। বাজসনেয়শাখাধ্যায়িরাও সেই এই মহান্ ও জন্মাদিরহিত আত্মা, যিনি এই প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়। ইনিই হৃদন্তর্বর্ত্তি আকাশ, তাহাতে শয়ান। ইনিই সর্ব্বনিয়ন্তা। এইরূপ বলেন বা

তদিতরত্র বাজসনেয়কে 'স বা এষ মহানজ আত্মা' ইত্যত্র সম্বধ্যেত। যচ্চ বাজসনেয়কে বশিত্বাদ্যুপলভ্যতে তদপীতরত্রচ্ছান্দোগ্যে 'এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা' ইত্যত্র সম্বধ্যেত। কুতঃ। আয়তনাদিসামান্যাৎ। সমানং হ্যুভয়ত্রাঽপি হৃদয়মায়তনং সমানশ্চ বেদ্য ঈশ্বরঃ সমানঞ্চ তস্য সেতুত্বং লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনমিত্যেবমাদি বহুতরং সামান্যং দৃশ্যতে। ননু বিশেষোঽপি দৃশ্যতে ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্য গুণযোগো বাজসনেয়কে আকাশস্থস্য ব্রহ্মণ ইতি। ন। 'দহর উত্তরেভ্যঃ' ইত্যত্র [বে০সূ০ ১।৩।১৪] ছান্দোগ্যেঽপ্যাকাশশব্দং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অয়ন্ত্বত্র বিদ্যতে বিশেষঃ। সগুণা হি ব্রহ্মবিদ্যা ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইত্যাত্মবৎ কামানামপি বেদ্যত্বশ্রবণাৎ। বাজসনেয়কে তু

পাঠ করেন। এই দুই শ্রুতিতেও বিদ্যার একত্ব ও পরস্পর গুণ সমাবেশ হইবে কিনা, তাহা সংশয়িত। সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষে বিদ্যার একত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেই বলা হইল, কামাদীতরত্র। কামাদি অর্থাৎ সত্যকামত্বাদি। লোকে যেমন দেবদত্তকে দত্ত বলিয়া ডাকে, সত্যভামাকে ভামা বলে, তেমনি সূত্রকার সত্যশব্দের পরিলোপে কামাদি বলিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ যে হৃদয়াকাশের সত্যকামত্বাদি গুণ বলিয়াছেন, সে সকল গুণ ইতরত্র সংগৃহীত হইবেক। আবার বাজসনেয় ব্রাহ্মণে যে সর্ব্ববশিত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাও ছান্দোগ্যোক্ত সেই আত্মা নিষ্পাপ ইত্যাদি বাক্যে যুক্ত হইবেক। কারণ এই যে, উভয়ত্র আয়তনের ও উপাস্য দেবতার সমানতা আছে। হৃদয়রূপ আয়তন ধ্যেয় ঈশ্বর, তাঁহার লোকসাঙ্কর্য্য নিবারক সেতুভাব, এসমস্তই উভয় শাখাতে সমান। যদি বল, ছান্দোগ্যের সহিত বাজসনেয়ীর বিশেষ আছে; কেননা, ছান্দোগ্যে আছে, ঐ সকল গুণ হৃদয়াকাশের, কিন্তু বাজসনেয় শাখায় আছে, ঐসকল ধর্ম্ম আকাশস্থ ব্রহ্মের। এবিষয়ে আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা, ছান্দোগ্যে যে আকাশ শব্দ কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থেই সেই আকাশ শব্দের প্রয়োগ। এ সিদ্ধান্ত আমরা, দহর উত্তরেভ্যঃ সূত্রে স্থাপনা করিয়াছি। সে বিচারের সহিত এ বিচারের প্রভেদ এই যে, ছান্দোগ্যোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সগুণ। যথা,

নির্গুণমেব পরং ব্রহ্মোপদিশ্যমানং দৃশ্যতে "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদিপ্রশ্নপ্রতিবচনসমন্বয়াৎ। বশিত্বাদি তু তত্ত্বৎস্তুত্যর্থমেব গুণজাতং বাজসনেয়কে সঙ্কীর্ত্ত্যতে। তথা চোপরিষ্টাৎ 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' ইত্যাদিনা নির্গুণমেব ব্রহ্মোপসংহরতি। গুণবতস্তু ব্রহ্মণ একত্বাদ্বিভূতিপ্রদর্শনায়ায়ং গুণোপসংহারঃ সূত্রিতো নোপাসনায়েতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৩৯॥

আদরাদলোপঃ॥ ৪০॥

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্য শ্রূয়তে 'তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা' ইতি। তত্র পঞ্চ প্রাণাহুতয়ো বিহিতাঃ। তাসু চ পরস্তাদগ্নিহোত্রশব্দঃ প্রযুক্তঃ 'য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি—

যে উপাসক এতৎ শরীরে আত্মা ও এই সকল সত্য কামনা বিদিত হয়, হইয়া পরলোকগামী হয়, ইত্যাদি। এ উপদেশে আত্মার ন্যায় কামনাসমূহেরও কেবল শুনা যাইতেছে। কিন্তু বাজসনেয়ী শাখায় নির্গুণ পরব্রহ্মের উপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা, অতঃপর যাহা বিমোক্ষের জন্য, মোক্ষের হেতু, তাহাই বলুন। এই পুরুষ অসঙ্গ। এসকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর নির্গুণ বিদ্যাতেই সঙ্গত হয়। বাজসনেয়োক্ত সন্দর্ভে যে বশিত্বাদি গুণের উল্লেখ আছে, তাহা তাদৃশী ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ। অতএব, শ্রুতি প্রস্তাবশেষে সেই এই আত্মা, ন ইতি ন, এইরূপ বাক্যে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন। এতৎ সূত্রে যে গুণোপসংহারপ্রণালী বলা হইল, তাহা উপাসনা প্রয়োজনে নহে। সগুণ ব্রহ্ম এক, অথচ বিভূতিশালী, ইহা দেখাইবার জন্যই এই গুণোপসংহার সূত্রিত হইয়াছে॥ ৩৯॥

ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে, যাহা ভক্ষ্য, তাহাই হোমীয়। উপাসক প্রথমতঃ প্রাণায় স্বাহা বলিয়া আহুতি দিবেন। তাহার পরে অগ্নিহোত্র হোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভোজনকালে বিহিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক পরিমিত ভক্ষ্য গ্রহণকে শাস্ত্রান্তরে অগ্নিহোত্র বলেন। এখানে সংশ

"যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।
এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে"। ইতি চ।

তত্রেদং বিচার্য্যতে কিং ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্যোতালোপ- ইতি। 'তদ্যদ্ভক্তং' ইতি ভক্তাগমনসংযোগাৎ ভক্তাগমনস্য চ ভোজনার্থত্বাৎ ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি। এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ। কস্মাৎ। আদরাৎ। তথা হি বৈশ্বানরবিদ্যায়ামেব জাবালানাং শ্রুতিঃ "পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াৎ যথা বৈ স্বয়মহুত্বাঽগ্নিহোত্রং পরস্য জুহুয়াদেবং তৎ" ইত্যতিথিভোজনস্য প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নি- হোত্রে আদরং করোতি। যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে ন তরাং সা প্রাথম্যবতোঽগ্নিহোত্রস্য লোপং সহেতেতি মন্যতে। ননু ভোজনার্থভক্তা- গমনসংযোগাৎ ভোজনলোপে লোপঃ প্রাপিতঃ। ন। তস্য দ্রব্যবিশেষবিধানার্থ- ত্বাৎ। প্রাকৃতেঽগ্নিহোত্রে পয়ঃপ্রভৃতীনাং দ্রব্যাণাং নিয়তত্বাদিহাপ্যগ্নিহোত্রশ- ব্দাৎ কৌণ্ডপায়িনাময়নবৎ তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্তদ্রব্যকতাগুণবিশেষবিধা- নার্থমিদং বাক্যং তদ্যদ্ভক্তমিতি। অতো গুণলোপে চ ন মুখ্যস্যেত্যেবং

এই যে, বৈশ্বানর উপাসকদিগের উপবাস দিবসে এই প্রাণাগ্নি হোত্র লোপ হইবে কিনা। এই সংশয়ের নিবারণার্থ বলা হইল, ভোজন লোপ হইলেও প্রাণাগ্নি হোত্রের লোপ হয় না। বৈশ্বানর উপাসকদিগের একটী বাক্য আছে, অতিথি ভোজনের পূর্ব্বকালবিশিষ্ট হইয়াও ভোজন করিবেক। বলিয়াছিলে যে, ভোজনের অন্ন গ্রাস পরিমিত ভক্ষ্যান্নের উপস্থাপনা, সুতরাং ভোজন- লোপে তাহারও লোপ, সে কথা অসার। কেননা, ঐ বাক্য দ্রব্যবিশেষের বিধানার্থ। প্রকৃত অগ্নিহোত্রে দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ত আছে। এখানে ঠরাগ্নিতে গ্রাস নিক্ষেপ করা হোম ও অগ্নিহোত্র শব্দে অভিহিত হইয়াছে। যমন কৌণ্ডপায়িযাগের ধর্ম্ম অয়নযাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি এখানেও ক্তদ্রব্যরূপ অঙ্গবিশেষ পাওয়া যাইবে বলিয়া তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ ক্য বলা হইয়াছে। অতএব, অঙ্গহানি হইলেও প্রোক্তস্থলে মুখ্যের হানি হবে না। যদিও কদাচিৎ ভোজনের লোপ হয়, তথাপি প্রতিনিধি ন্যায় বলম্বনে অন্য কোন অবিরুদ্ধ জলাদি দ্রব্য দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান

প্রাপ্তে ভোজনলোপেঽপ্যন্তিরস্তেন বা দ্রব্যেনাবিরুদ্ধেন প্রতিনিধ্যানন্যায়েন প্রাণাগ্নিহোত্রস্যানুষ্ঠানমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৪০ ॥

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪১ ॥

উপস্থিতে ভোজনে অতস্তস্মাদেব ভোজনদ্রব্যাৎ প্রথমোপনিপতিতাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যম্। কস্মাৎ। তদ্বচনাৎ। তথা হি "তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ম্" ইতি সিদ্ধবদ্ভক্তোপনিপাতপরামর্শেন পরার্থদ্রব্যসাধ্যতাং প্রাণাহুতীনাং বিদধাতি। তা অপ্রযোজকলক্ষণাপন্নাঃ সত্যঃ কথং ভোজনলোপে দ্রব্যান্তরং প্রতিনিধাপয়েয়ুঃ। ন চাত্র প্রাকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম্মপ্রাপ্তিরস্তি। কুণ্ডপায়িনাময়নে হি 'মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি' ইতি বিধ্যুদ্দেশগতোঽগ্নিহোত্রশব্দস্তদ্বদ্ভাবং বিধাপয়েদিতি যুক্তা তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তিঃ। ইহ পুনরর্থবাদ-

---

নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক, এই অর্থের অসাধুত্ব সমর্থনার্থ সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন ॥ ৪০ ॥

যদি ভোজন উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেই উক্ত দ্রব্যের দ্বারা ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিবে। ভোজন না থাকিলে ভক্তান্নের আগমন হয় না এবং ভক্তান্নাভাবে প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ করিতেও হয় না। কারণ এই যে, উত্থাপিত প্রস্তাব প্রতিনিধি ন্যায়ের স্থল নহে। যেস্থলে আরব্ধ নিত্য কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়, সেই স্থলেই শ্রুত দ্রব্যের অভাবে প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই প্রাণাগ্নিহোত্র নিত্য। সুতরাং, ভক্তদ্রব্যের অভাবে তাহার লোপও দোষাবহ নহে। একথা এই নিমিত্ত বলি যে, ঐ বিধানবাক্য তৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া, এই কথাই অর্থাৎ ভক্তদ্বারাই হোম করিতে বলা হইয়াছে। সেই যে ভক্ত, যাহা প্রথমে পাওয়া যায়, এই বাক্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ গ্রাসপরিমিত ভক্ত্যান্ন উদ্দেশ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণাহুতি নির্ব্বাহ করিবার বিধান করা হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যদি তাদৃশ অগ্নিহোত্রের অপ্রযোজকই হয়, তবে কি প্রকারে সে সকল ভোজনলোপকালে প্রতিনিহিত দ্রব্যের স্থানে সমাকৃষ্ট হইবে? প্রদর্শিত স্থলে প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কুণ্ডপায়িযজ্ঞে মাসব্যাপক অগ্নিহোত্র

গতোঽগ্নিহোত্রশব্দো ন তদ্ধর্মভাবং বিধাপয়িতুমর্হতি। তদ্ধর্ম প্রাপ্তৌ বাগ্ন্যু-পগম্যমানায়ামগ্ন্যুদ্ধরণাদয়োঽপি প্রাপ্যেরন্ ন চাস্তি সম্ভবঃ। অগ্ন্যুদ্ধরণং তাবদ্ধোমাধিকরণভাবায়। ন চায়মগ্নৌ হোমোভোজনার্থতাব্যাঘাতপ্রসঙ্গাৎ। ভোজনার্থোপনীতদ্রব্যসম্বন্ধাচ্চাস্য এবৈব হোমঃ। তথা চ জাবালশ্রুতিঃ 'পূর্ব্বো-ঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াৎ' ইত্যাস্যাধারামেবৈমাং হোমনির্বৃত্তিং দর্শয়তি। অত এব চেহাপি সাম্পাদিকান্যেবাগ্নিহোত্রাঙ্গানি দর্শয়তি—'উর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ' ইতি। বেদিশ্রুতি-শ্চাত্র স্থণ্ডিলমাত্রোপলক্ষনার্থা দ্রষ্টব্যা মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদ্যভাবাৎ তদঙ্গানাঞ্চেহ সম্পিপাদয়িষিতত্বাৎ। ভোজনেনৈব চ কৃতকালেন সংযোগান্নাগ্নিহোত্রকালা-বরোধসম্ভবঃ। এবমন্যেঽপ্যুপস্থানাদয়ো ধর্ম্মাঃ কেচিৎ কথঞ্চিদ্বিরুধ্যন্তে। তস্মাৎ ভোজনপক্ষ এবৈতে মন্ত্রদ্রব্যদেবতাসংযোগাৎ পঞ্চ হোমা নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যাঃ।

হোম করিবে এই বাক্যের দ্বারা মূল অগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম নীত হইতে পারে। কেননা, ঐ অগ্নিহোত্রশব্দ বিধির উদ্দেশে প্রযুক্ত। কিন্তু প্রদর্শিত স্থলের অগ্নিহোত্রশব্দ অর্থবাদ প্রাপ্ত। সে জন্য তাহা প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম বিধান করিতে অসমর্থ। প্রকৃতাগ্নি হোত্রের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে গেলে অগ্নি-উদ্ধারাদিও করিতে হয়। পরন্তু প্রাণাগ্নিহোত্রে সে সকল ধর্ম্মের অসম্ভব আছে। প্রকৃতাগ্নিহোত্রে অগ্নি-উদ্ধার, অরণি ও মন্থনকাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা হোমের জন্য, পরন্তু প্রাণাগ্নিহোত্রের হোম অগ্নিতে নহে। অগ্নিতে ভক্ষ্যান্নগ্রাস নিক্ষেপ করিলে ভোজন সিদ্ধ হয় না। এবং ভোজনার্থ উপস্থিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকায় এ হোমের আধার (স্থান) মুখ। এ হোম মুখেই অনুষ্ঠিন হয়, অগ্নিতে নহে। সেই নিমিত্তই জাবালশ্রুতিতে হু ধাতুর প্রয়োগ না করিয়া ভক্ষণার্থ অশ্ ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা, "উপাসক অতিথি-ভোজনের পূর্ব্বে ভোজন করিবেন। এই শ্রুতি বলিতেছেন, প্রাণাগ্নি-হোত্র-হোমের আধার মুখ। প্রাণাগ্নি-হোত্রের প্রকৃতাগ্নিহোত্রের সকল ধর্ম্ম না থাকাতেই প্রাণাগ্নিহোত্রের অঙ্গসকল সাম্পাদিকরূপ অভিহিত হই-য়াছে। বক্ষস্থল এই অগ্নিহোত্রের বেদী, লোমই কুশা, হৃদয় গার্হপত্য, মনই অন্বাহার্য্যপচন, মুখই আহবনীয়।

যদ্বাদরদর্শনমিতি তৎ ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্। ন হ্যস্তি বচনস্যাতি-ভারঃ। ন ত্বনেনাস্য নিত্যতা শক্যতে দর্শয়িতুম্। তস্মাৎ ভোজনলোপে লোপ এব প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি। ৪১ ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্য প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪২ ॥

সন্তি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়াণি বিজ্ঞানানি 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসিত' ইত্যেব-মাদীনি। কিন্তানি নিত্যান্যেব স্যুঃ কর্ম্মসু পর্ণময়ীত্বাদিবৎ, উতানিত্যানি গোদো-হনাদিবদিতি বিচারয়ামঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নিত্যানীতি। কুতঃ। প্রয়োগবচনপরিগ্রহাৎ। অনারভ্যাধীতান্যপি হ্যেতান্যুদ্গীথাদিদ্বারেণ ক্রতুসম্বন্ধাৎ ক্রতুপ্রয়োগবচনেনাঙ্গান্তরবৎ সংস্পৃশ্যন্তে। যত্ত্বেষাং স্ববাক্যেষু ফলশ্রবণং "আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি" ইত্যাদি, তদ্বর্ত্তমানাপদেশরূপত্বাদর্থবাদমাত্রমপাপ-শ্লোকশ্রবণাদিবৎ ন ফলপ্রধানম্। তস্মাৎ যথা 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি' ইত্যেবমাদীনামপ্রকরণপঠিতানামপি জুহ্বাদিদ্বারেণ

অতএব প্রাণাগ্নি হোত্রের মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্য ভোজন পক্ষে সঙ্গত থাকায় তদাত্মক হোমপঞ্চক নিষ্পাদন করিতে হয়।

পূর্ব্বে যে প্রাণাগ্নিহোত্রের আদরাতিশয় দেখান হইয়াছে, তাহা ভোজনের প্রাথম্যবিধানার্থ। সুতরাং, ভোজনলোপে প্রাণাগ্নিহোত্রেরও লোপ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ ৪১ ॥

কতকগুলি কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা আছে। যেমন ওঁ অক্ষরের উপাসনা করিবেক। সেই সকল উপাসনা কর্ম্মকালে নিত্য প্রয়োজ্য, কিম্বা গোদোহনের ন্যায় অনিত্য? এই সকল উপাসনা কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পঠিত হয় নাই। সুতরাং ইহা অনিত্য। উহা যাগের অন্য অন্য অঙ্গের সদৃশ। উদ্গীথ উপাসনাও যজ্ঞের একটী অঙ্গ। যদিও স্ববাক্যে ফলকথন আছে, তবুও তাহা অর্থবাদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেহেতু, সেই সকল ফলজ্ঞাপক বাক্য বিধি-লিঙ্ যুক্ত নহে। প্রত্যুত বর্ত্তমান-বিভক্তিযুক্ত। যাহার পর্ণময়ী জুহূ হইবে, তিনিই পুণ্যশ্লোক হইবেন। এই বাক্য যেমন অন্য প্রকরণে পঠিত হইলেও

ক্রতুপ্রবেশাৎ স্বপ্রকরণপঠিতবন্নিত্যতা এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনানামপীতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তন্নির্ধারণানিয়ম ইতি। যান্যেতান্যুদ্গীথাদি কর্ম্মগুণযাথাত্ম্য-নির্ধারণানি 'রসতম আপ্তিঃ সমৃদ্ধির্মুখ্যঃ প্রাণ আদিত্যঃ,' ইত্যেবমাদীনি নৈতানি নিত্যবৎ কর্ম্মসু নিয়ম্যেরন্। কুতঃ। তদ্দৃষ্টেঃ। তথা হ্যনিয়ত-ত্বমেবৈবঞ্জাতীয়কানাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ "তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ" ইতি। অবিদুষোঽপি ক্রিয়াভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রস্তাবাদিদেবতাবিজ্ঞান বিহীনানামপি প্রস্তোত্রাদীনাং যাজনাধ্যবসানদর্শনাৎ 'প্রস্তোতর্ যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি' ইতি। অপি চৈবঞ্জাতীয়কস্য কর্ম্মব্যপাশ্রয়স্য বিজ্ঞানস্য পৃথ-গেব কর্ম্মণঃ ফলমুপলভ্যতে কর্ম্মফলসিদ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ তৎসমৃদ্ধিরতিশয়বিশেষঃ। কশ্চিৎ "তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্য-বত্তরং ভবতি" ইতি। তত্র নানা ত্বিতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগয়োঃ পৃথক্করণাৎ বীর্য্যবত্তরমিতি চ তরপ্প্রত্যয়প্রয়োগাৎ বিদ্যাবিহীনমপি কর্ম্ম বীর্য্যবদিতি গম্যতে। তচ্চানিত্যত্বে বিদ্যায়া উপপদ্যতে। নিত্যত্বে তু কথং তদ্বিহীনং

জুহূ উদ্দেশে যজ্ঞবাক্যে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞ প্রকরণপঠিতের ন্যায় নিত্যতা প্রাপ্ত হয়; উদ্গীথাদি উপাসনাও কর্ম্মের নিত্যাঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক। এই পূর্ব্ব-পক্ষের উত্তর এই, যে সকল অঙ্গ সেই সেই বাক্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই কর্ম্মের অঙ্গ। যেমন, রসতমত্ব, প্রাপকত্ব, সমৃদ্ধিত্ব ও মুখ্যত্ব প্রভৃতি। ফলিতার্থ, সে সকল অঙ্গ নিত্যাঙ্গ নহে। এখানে দ্রষ্টব্য, হে প্রস্তোত! যিনি প্রস্তাবের রহস্য দেবতা, যদি তাহাকে না জানিয়া স্তুতি বা গান অথবা সমাপ্তি কর ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তাবাদি দেবতার জ্ঞান না থাকিলেও যাজনাদি নির্ব্বাহ হয়। কর্ম্ম নানা প্রকার বিদ্যাযুক্ত ও অবিদ্যাযুক্ত। যাহা বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং দেবতাধ্যানাদি পূর্ব্বক কৃত হয়, তাহা বীর্য্যবত্তর। উদা-হৃত শ্রুতিতেও বীর্য্যবত্তর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানীর কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর এবং অজ্ঞের কর্ম্ম বীর্য্যবৎ। যদি সমুদায় অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা বীর্য্যবান্ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত।

কর্ম্ম বীর্য্যবদভ্যনুজ্ঞায়েত। সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে হি বীর্য্যবৎ কর্ম্মেতি স্থিতিঃ। তথা লোকসামান্যাদিষু প্রতিনিয়তানি প্রত্যুপাসনং ফলানি শিষ্যন্তে "কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ" ইত্যেবমাদীনি। ন চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রং যুক্তং প্রতিপত্তুম্। তথাহি গুণবাদ আপদ্যেত। ফলোপদেশে তু মুখ্যবাদোপপত্তিঃ। প্রযাজাদিষু ত্বিতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষস্য ক্রতোঃ প্রকৃতত্বাত্তাদর্থ্যে সতি যুক্তং ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্। তথাঽনারভ্যাধীতেষ্বপি পর্ণময়ীত্বাদিষু। ন হি পর্ণময়ীত্বাদীনামক্রিয়াত্মকানামাশ্রয়মন্তরেণ ফলসম্বন্ধোঽবকল্পতে। গোদোহনাদীনাং হি প্রকৃতাপ্প্রণয়নাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ। তথা বৈল্বাদীনামপি প্রকৃতযূপাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ। ন তু পর্ণময়ীত্বাদীষ্বেবংবিধঃ কশ্চিদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোঽস্তি। বাক্যেনৈব তু জুহ্বাদ্যাশ্রয়তাং বিবক্ষিত্বা ফলে চ বিধিং বিবক্ষিতো বাক্যভেদঃ স্যাৎ। উপাসনানান্তু ক্রিয়াত্মকত্বাৎ বিশিষ্টবিধানোপপত্তেরুদ্গীথাদ্যাশ্রয়াণাং ফলবিধানং ন বিরুধ্যতে। তস্মাৎ যথা ক্রত্বাশ্রয়াণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যান্যেবমুদ্গীথাদ্যুপাসনান্যপীতি দ্রষ্টব্যম্। অত এব চ কল্পসূত্রকারা নৈবংজাতীয়কান্যুপাসনানি ক্রতুষু কল্পয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৪২ ॥

আরও দেখ, শ্রুতি লোক সাধারণ্যে প্রত্যেক উপাসনার নির্দ্দিষ্ট ফল বলিয়াছেন। অর্থবাদ পক্ষ স্বীকার করিতে গেলে গুণবাদত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যজ্ঞের উপদেশ হইলে তাহাতে যে কর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরনার্থ প্রযাজাদি অঙ্গের উপদেশ। সুতরাং তদ্গত ফল শ্রুতি ও অর্থবাদ।

অনারভ্যাধীত পর্ণময়ী বাক্যও ঐরূপ। পর্ণময়ীত্বাদি পদার্থ ক্রিয়া নহে, সেইজন্য আশ্রয় ব্যতীত সেই সকলের সহিত ফলের সম্বন্ধ ঘটনা হয় না।

গোদোহন বাক্য প্রকরণপঠিত। সেই জন্য তাহা অপ্প্রণয়নকে আশ্রয়রূপ প্রাপ্ত হয়। অন্নাদ্যকামী বৈল্বযূপ করিবেক, এইস্থলেও প্রস্তাবিত যূপ আশ্রয়রূপে লব্ধ হইয়াছে। প্রদর্শিত উদাহরণে যেমন প্রকরণলব্ধ আশ্রয় দৃষ্ট হয়, পর্ণময়ীত্বাদিতে তদ্রূপ কোনও আশ্রয় উল্লিখিত নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, যেমন গোদোহনাদি কার্য্য ক্রতুর আশ্রয় হইলেও ফলসম্বন্ধ থাকায় অনিত্য, তদ্রূপ উপাসনাও কর্ম্মাশ্রয়ে অনিত্য ॥ ৪২ ॥

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৩ ॥

বাজসনেয়কে "বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধ্রে" ইত্যত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ শ্রেষ্ঠোঽবধারিতোঽধিদৈবমগ্ন্যাদীনাং বায়ুঃ। তথা ছান্দোগ্যে "বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ" ইত্যত্রাধিদৈবমগ্ন্যাদীনাং বায়ু সম্বর্গোঽবধারিতঃ 'প্রাণো বাব সম্বর্গঃ' ইত্যত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিং পৃথগেমৌ বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যৌ স্যাতামুতাপৃথগেতি। অপৃথগিতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তত্ত্বাভেদাৎ। ন হ্যভিন্নে তত্ত্বে পৃথগনুচিন্তনং ন্যায্যম্। দর্শয়তি চ শ্রুতিরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ তত্ত্বাভেদং 'অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ' ইত্যারভ্য। তথা 'অন্ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ' ইত্যাধ্যাত্মিকানাং প্রাণানামাধিদৈবিকীং বিভূতিমাত্মভূতাং দর্শয়তি। তথান্যত্রাপি তত্র তত্রাধ্যাত্মমধিদৈবঞ্চ বহুধা তত্ত্বাভেদদর্শনম্ ভবতি। ক্বচিচ্চ 'য প্রাণঃ স বায়ুঃ' ইতি বিস্পষ্টমেব বায়ুং প্রাণঞ্চৈকীকরোতি। তথোদাহৃতেঽপি বাজসনেয়িব্রাহ্মণে "যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ" ইত্যস্মিন্নুপসংহারশ্লোকে 'প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি' ইতি প্রাণেনৈবোপসংহরন্নেকত্বং দর্শয়তি। "তস্মাদেকমেব ব্রতঞ্চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ" ইতি চ প্রাণব্রতেনৈবৈকেনোপসংহরন্নেতদেব দ্রঢ়য়তি। তথা ছান্দোগ্যেঽপি "মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ সো জগার ইত্যেকমেব সম্বর্গং গময়তি ন ব্রবীত্যেক

বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে আছে, আমি বলিব, এই মনে করতঃ বাগিন্দ্রিয় ধারণ করিলেন। এই শ্রুতি বাগিন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বায়ুই সম্বর্গ ইত্যাদিক্রমে বচনেন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রাণের সম্বর্গত্ব কথিত হইয়াছে। এখানে সংশয়, বায়ু ও প্রাণ পৃথক পদার্থ না এক পদার্থ? শ্রুতি অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবক্রমে তত্ত্বের অভেদ দেখাইয়াছেন। "অগ্নিই বাগিন্দ্রিয়, মুখে প্রবিষ্ট আছেন।" শ্রুত্যন্তরেও অধ্যাত্ম অধিদৈব গণনায় নানাভাবে বস্তুতত্ত্বের অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেই প্রাণ, সেই বায়ু। এই শ্রুত্যুক্ত প্রাণ ব্রতও ঐ একত্বকে দৃঢ় করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, ভেদ নাই। এই ৪টীর মধ্যে এক একের সম্বর্গ, অপর অপরের সম্বর্গ। অতএব, উভয়ে অপৃথক্। প্রাণও বায়ু পৃথক্, এই পক্ষই স্বীকার্য্য। বস্তু ভেদ না থাকিলেই অভেদ ধ্যান করা

একেষাঞ্চতুর্ণাং সম্বর্গোঽপরোঽপরেষাম্।" তস্মাদপৃথক্ত্বমুপগমনন্তেভ্যোঽং প্রাপ্তে ক্রমঃ। পৃথগেব বায়ুপ্রাণবুপগন্তব্যাবিতি। কস্মাৎ। পৃথগুপদেশাৎ। আধ্যানার্থো হ্যয়মধ্যাত্মাধিদৈববিভাগোপদেশঃ সোঽসত্যাধ্যানপৃথক্ত্বেঽনর্থক এব স্যাৎ ননূক্তমপৃথগনুচিন্তনং তত্ত্বাভেদাদিতি। নৈষ দোষঃ। তত্ত্বাভেদেঽপ্যবস্থাভেদাদুপদেশভেদবশেনানুচিন্তনভেদোপপত্তেঃ। শ্লোকোপন্যাসস্য চ তত্ত্বাভেদাভিপ্রায়েনাপ্যুপপদ্যমানস্য পূর্ব্বোদিতধ্যেয়ভেদনিরাকরণসামর্থ্যাভাবাৎ। "স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ" ইতি চোপমানোপমেয়করণাৎ। এতেন ব্রতোপদেশো ব্যাখ্যাতঃ। একমেব ব্রতমিতি চৈবকারো বাগাদিব্রতনিবর্ত্তনেন প্রাণব্রতপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ভগ্নব্রতানি হি বাগাদীন্যুক্তানি 'তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে' ইতি শ্রুতেন বায়ুব্রতনিবৃত্ত্যর্থঃ। 'অথাতো ব্রতমীমাংসা' ইতি প্রস্তুত্য তুল্যবদ্বায়ুপ্রাণয়োরভগ্নব্রতত্বস্য নির্দ্ধারিতত্বাৎ। 'একমেব ব্রতঞ্চরেৎ' ইতি চোক্ত্বা 'তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি' ইতি বায়ুপ্রাপ্তিং ফলং ক্রবন্ বায়ুব্রতমনিবর্ত্তিতং দর্শয়তি। দেবতেত্যত্র বায়ুঃ স্যাদপরিচ্ছিন্নাত্মকত্বস্য প্রেপ্সিতত্বাৎ পুরস্তাৎ প্রয়োগাচ্চ "সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" ইতি। তথা "তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু" ইতি ভেদেন ব্যপদিশতি "তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎকৃতম্" ইতি চ ভেদে-

---

কর্ত্তব্য; এই যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা নাষ্য নহে। বস্তুতত্ত্বের অভেদ থাকিলেও ভেদোপদেশ হইতে পারে। যদিও শ্লোকপরিপাটী তত্ত্বাভেদ পক্ষই সঙ্গত, তথাপি তাহার পূর্ব্বোদিত ধ্যেয় ভেদ নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই। ইনি যেমন প্রাণগণের মধ্যে মধ্যম, তেমনি দেবগণের মধ্যে বায়ু। এইরূপে প্রোক্ত প্রস্তাব আরম্ভ হইয়া পরে বায়ু প্রাণ-ব্রততুল্য অভগ্ন, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রোক্ত বাক্যস্থ উপাসনার উপাস্য দেব বায়ু, কেননা তাদৃশ উপাসক বায়ুর ন্যায় অপরিচ্ছিন্নাত্মতা লাভ করিতে ইচ্ছুক। আরও দেখ, শ্রুতি উভয়েই সম্বর্গ। দেবতার মধ্যে বায়ু এবং প্রাণগণের মধ্যে প্রাণ, এইরূপ উক্ত উভয়ের ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। অতএব, প্রদানের দৃষ্টান্তে বায়ু প্রাণের পার্থক্য জ্ঞাত হইবে। শাস্ত্রে আছে, ইন্দ্রিয়ের উদ্দেশে একাদশক পাল পুরোডাশযাগ

নৈবোপসংহরতি। তস্মাৎ পৃথগেবোপগমনম্। প্রদানবৎ যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালমিন্দ্রায়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" ইত্যস্যাং ত্রিপুরোডাশিন্যামিষ্টাং 'সর্ব্বেষামভিগমরন্নবস্ত্যচ্ছং বট্‌কারম্' ইত্যতো বচনাদিন্দ্রাভেদাচ্চ সহপ্রদানাশঙ্কায়াং রাজাদিগুণভেদাৎ যাজ্যানুবাক্যাব্যত্যাসবিধানচ্চ যথান্যাসমেব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বং ভবত্যেবং তত্ত্বাভেদেঽপ্যাধ্যেয়াংশপৃথক্ত্বাদাধ্যানপৃথক্ত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং সঙ্কর্ষে "নানা বা দেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ" ইতি [বৈ০ সূত্র০]। তত্র তু দ্রব্যদেবতাভেদাৎ যাগভেদোঽপি বিদ্যতে নৈবমিহ বিদ্যাভেদোঽস্তি। উপক্রমোপসংহারাভ্যামধ্যাত্মাদিদৈবোপদেশেষেকবিদ্যাবিধানপ্রতীতেঃ। বিদ্যৈক্যেঽপি ত্বধ্যাত্মাধিদৈবত্বভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদো ভবত্যগ্নিহোত্র ইব সায়ংপ্রাতঃকালভেদাদিত্যভিপ্রেত্য প্রদানবদিত্যুক্তম্॥ ৪৩॥

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৪॥

বাজসনেয়িনোঽগ্নিরহস্যে 'নৈব বা ইদমগ্রে সদাসীৎ' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে মনোঽধিকৃত্যাধীয়তে 'ষট্‌ত্রিংশতং সহস্রাণ্যপশ্যদাত্মনোঽগ্নীনর্কান্ মনোময়ান্মনশ্চিতঃ"

করিবেক। এই শ্রুতিতে ত্রিপুরোডাশিনী ইষ্টি অভিহিত হইয়াছে। এই ইষ্টিতে ঐ তিন দেবতাকে স্বাভিমুখে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বট্‌কারাখ্য দেবতার ভাগস্বরূপ হোম গ্রহণ অথবা সমুদায় দেবতার উদ্দেশে এককালে হবির্গ্রহণ করিবেক। এইবাক্যে ইন্দ্রের অভেদ প্রযুক্ত সহপ্রদান আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রবাজাদি গুণ পরস্পর বিভিন্ন। সেই হেতু যাজ্যানুবাক্যা মন্ত্রের প্রয়োগ বৈপরীত্য হেতু পার্থক্য নিশ্চয় হওয়ায় পাঠানুরূপ পৃথক্ প্রদান স্বীকার্য্য। এই সিদ্ধান্ত সঙ্কর্ষণ কাণ্ডে কথিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই দেবতা নানা, যেহেতু রাজাদিগুণভেদে দৃষ্টে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। উপাসনায় প্রকারান্তরে ঐক্য থাকিলেও অধ্যাত্ম অধিদৈব ভেদ থাকায় প্রবৃত্তির ভেদ হইবেক। যেমন সায়ং প্রাতঃকাল ভেদ থাকায় অগ্নিহোত্রের ভেদও স্বীকৃত হয়। অবস্থাভেদ, দেবতাভেদ, এবং প্রয়োগভেদ, এই তিন অংশে দৃষ্টান্ত॥ ৪৩॥

বাজসনেয়ীরা তাহাদের অগ্নিরহস্য কাণ্ডে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল সৎ ছিলনা;

ইত্যাদি। তথৈব 'বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ শ্রোত্রচিতঃ কর্ম্মচিতোঽগ্নি-চিতঃ' ইতি পৃথগগ্নীনামনন্তি সাম্পাদিকান্। তেষু সংশয়ঃ। কিমেতে মনশ্চিদাদয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশিনস্তচ্ছেষভূতা উত স্বতন্ত্রাঃ কেবলবিদ্যাত্মকা ইতি। তত্র প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশে প্রাপ্তে স্বাতন্ত্র্যং তাবৎ প্রতিজানীতে লিঙ্গভূয়স্ত্বাদিতি। ভূয়াংসি হি লিঙ্গান্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে কেবলবিদ্যাত্মকত্বমেষামুপোদ্বলয়ন্তি দৃশ্যন্তে। 'তদ্‌যৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষামেব সা কৃতিরিতি। তান্ হৈতানেবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি স্বপতে' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কানি। তদ্ধি লিঙ্গং প্রকরণাদ্বলীয়ঃ। তদপ্যুক্তং পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে শ্রুতিলিঙ্গবাক্য প্রকরণ-স্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ' ইতি [জৈ০ সূ০] ॥ ৪৪ ।

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥ ৪৫ ॥

নৈতদযুক্তং স্বতন্ত্রা এতেঽগ্নয়োঽন্যশেষভূতা ইতি। পূর্ব্বস্য ক্রিয়াময়স্যাগ্নেঃ প্রকরণাৎ তদ্বিষয় এবায়ং বিকল্পবিশেষোপদেশঃ স্যান্ন স্বতন্ত্রঃ। নন্বু প্রকরণাল্লিঙ্গং বলীয়ঃ, সত্যমেব তৎ, লিঙ্গমপি ত্বেবঞ্জাতীয়কং ন প্রকরণাৎ বলীয়ো ভবতি।

অসৎ ও ছিলনা, ইত্যাকার কথনের পর মনের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে সংশয় এই, এই সকল অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি কিনা ? প্রকরণ অনুসারে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই প্রতীত হয়। স্বাতন্ত্র্যপক্ষে স্বাতন্ত্র্য বোধক বহুতর চিহ্ন বিদ্যমান থাকায় এই সকল অগ্নি সক্রিয়াঙ্গ নহে। বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে এমন অনেক চিহ্ন আছে যে, ঐ সকল চিহ্ন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাঙ্গিতা বোধ করায়। সর্ব্ব প্রাণী সর্ব্বদা জাগ্রত অথবা সুপ্ত তদ্‌জ্ঞানীর উদ্দেশে সেই সকল অগ্নি চয়ন করে। যাহা ক্রিয়াঙ্গ, তাহা যৎ কিঞ্চিৎ প্রকরণে সিদ্ধ হয় না। যে অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ, সেই অগ্নি শাস্ত্রোক্ত সময়ে অনুষ্ঠেয়। অপিচ, ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যাও উপাসনাঙ্গতার বোধক চিহ্ন। এইকথা পূর্ব্বকাণ্ডেও কথিত হইয়াছে ; যথা, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা, এই সকলের সমবায় হইলে অর্থের দূরতা হেতু এই সকলের পর পর দুর্ব্বল জানিবে ॥ ৪৪ ॥

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করা হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্তার্থ যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু এই সকল অগ্নি পূর্ব্বকথিত ক্রিয়াময় অগ্নির প্রকরণে পঠিত। সুতরাং তাহা

অন্যার্থদর্শনং হ্যেতৎ সাম্পাদিকাগ্নিপ্রশংসারূপত্বাৎ। অন্যার্থদর্শনস্তাস ত্যামন্যস্যাং প্রাপ্তৌ গুণবাদেনাপ্যুপপদ্যমানং ন প্রকরণং বাধিতুমুৎসহতে। তস্মাৎ সাম্পাদিকা অপ্যেতেঽগ্নয়ঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশিন এব স্যুঃ। মানসবৎ। যথা দ্বাদশরাত্রস্য দশমেঽহন্যবিবাক্যে পৃথিব্যা পাত্রেণ সমুদ্রস্য সোমস্য প্রজাপতয়ে দেবতায়ৈ গৃহ্যমাণস্য গ্রহণাসাদনহবনাহরণোপাহ্বানভক্ষণানি মানসান্যেবাম্নায়ন্তে। স চ মানসোঽপি গ্রহকল্পঃ ক্রিয়াপ্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষ এব ভবতি, এবমমমপ্যগ্নিকল্প ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৬ ॥

অতীদেশশ্চৈষামগ্নীনাং ক্রিয়ানুপ্রবেশমুপোদ্বলয়তি 'ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণ্যগ্নয়োঽর্কাস্তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ' ইতি। সতি হি সামান্যেঽতিদেশঃ প্রবর্ত্ততে। ততশ্চ পূর্ব্বেণেষ্টকাচিতেন ক্রিয়ানুপ্রবেশিনাঽগ্নিনা সাম্পাদিকানগ্নীনতিদিশন্ ক্রিয়ানুপ্রবেশমেবৈষাং দ্যোতয়তি ॥ ৪৬ ॥

ক্রিয়াঙ্গ অগ্নিরই বৈকল্পিক উপদেশ। যদি বল, প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা আছে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু কথিত প্রকারের লিঙ্গ প্রকরণাপেক্ষা বলবৎ নহে। কেননা, উহা সাম্পাদিক অগ্নির প্রশংসাকারক। অতএব ঐ সকল অগ্নি সাম্পাদিক হইলেও প্রকরনবলে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গণ্য। ক্রিয়াঙ্গে মানস উক্তি যথা, বেদে দ্বাদশ রাত্র সাধ্য একটী যাগ অভিহিত হইয়াছে। সেই যাগের দশম দিবসে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে পৃথিবী-পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ, আসাদন, হরণ, আহরণ, উপাহ্বান ও ভক্ষণ করিবার বিধান আছে। সমুদ্ররূপ সোমরস'ও তাহার গ্রহণ মানস্ হইলেও তাহা উপাসনা মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু ক্রিয়াপ্রকরণে উক্ত হওয়ায় ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গণ্য ॥ ৪৫ ॥

এই সকল অগ্নির অতিদেশও দেখা যায়। সেই অতিদেশ ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া বুঝাইতে সমর্থ। ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র অগ্নি ও অর্ক, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকটীই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সামান্যের উপদেশ থাকিলেই বিশেষ প্রাপ্তির জন্য অতিদেশ বাক্যের উল্লেখ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সামান্যতঃ ইষ্টকাগ্নির উপদেশ আছে, তাহা ক্রিয়াঙ্গ। সেই ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির দ্বারা অতিদেশ করায় ঐ সকল সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ ॥ ৪৭ ॥

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বিদ্যাত্মকা এবৈতে স্বতন্ত্রা মনশ্চিদাদয়োঽগ্নয়ঃ স্যুর্ন ক্রিয়াশেষভূতাঃ। তথা হি নির্ধারয়তি 'তে হৈতে বিদ্যাচিত এব' ইতি 'বিদ্যয়া হৈবৈত এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি' ইতি চ ॥ ৪৭ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৮ ॥

দৃশ্যতে চৈষাং স্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গং তৎ পুরস্তাদ্দর্শিতং 'লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ' ইত্যত্র [বে॰ সূ॰ ৩।৩।৪৪]। ননু লিঙ্গমপ্যসত্যামন্যস্যাং প্রাপ্তাবসাধকং কস্যচিদর্থস্যেত্যপাস্য তৎপ্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বমধ্যবসিতমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥৪৮॥

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৪৯ ॥

নৈবং প্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বমধ্যবসায় স্বাতন্ত্র্যপক্ষো বাধিতব্যঃ শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ। বলীয়াংসি হি প্রকরণাৎ শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানীতি স্থিতং শ্রুতিলিঙ্গসূত্রে। তানি চেহ স্বাতন্ত্র্যপক্ষং সাধয়ন্তি দৃশ্যন্তে। কথম্। শ্রুতিস্তাবৎ 'তে হৈতে বিদ্যাচিত এব' ইতি। তথা লিঙ্গং 'সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি

সূত্রস্থ তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধক। যেহেতু, শ্রুতিতে নির্দ্ধারণ বাক্য আছে। সেই সকল মনশ্চিতাদি অগ্নি যে ক্রিয়াঙ্গ নহে, প্রত্যুত, স্বতন্ত্র ও উপাসনাঙ্গ, শ্রুতি তাহা অবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অগ্নি সকল নিশ্চিত বিদ্যাচিত। বিদ্যার বা উপাসনার দ্বারা ঐরূপ জ্ঞানীর অগ্নি-সম্পত্তি হয় ॥ ৪৭ ॥

এই সকল যে ক্রিয়াঙ্গ নহে, প্রত্যুত স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে লিঙ্গদর্শন আছে। যদি কেহ বলেন, অন্যের প্রাপ্তি থাকিলে লিঙ্গ দর্শন অসাধক হয়, তাহা হইলে প্রকরণের বলে ঐ সকলের ক্রিয়াঙ্গতা নিশ্চিত হইতে পারে। তাহার প্রত্যুত্তর এই— ॥ ৪৮ ॥

এইরূপ প্রকরণের বলে ঐ সকলের ক্রিয়াঙ্গতা স্থির করিয়া স্বাতন্ত্র্যপক্ষ বাধিত করিতে পারনা। প্রকরণ অপেক্ষা এই সকলের বল অধিক। এই কথা পূর্ব্বমীমাংসার শ্রুতিলিঙ্গাদির বলাবলনির্ণয়-সূত্রে অভিহিত হইয়াছে। সেই এই মনশ্চিতাদি অগ্নি বিদ্যাচিত ব্যতীত সাক্ষাৎ ক্রিয়াগ্নি

স্বপতে' ইতি। তথা বাক্যমপি 'হৈবৈত এবংবিদশ্চিত্যা ভবন্তি' ইতি। 'বিদ্যাচিত এব' ইতি হি সাবধারণেয়ং শ্রুতিঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশেঽমীষামভ্যুপগম্যমানে বাধিতা স্যাৎ। নন্ববাহ্যসাধনত্বাভিপ্রায়মিদমবধারণং ভবিষ্যতি। নেত্যুচ্যতে। তদভিপ্রায়তায়াং হি বিদ্যাচিত ইতীয়তা বিদ্যাস্বরূপসঙ্কীর্ত্তনেনৈব কৃতত্বাদনর্থকমিদমবধারণং ভবেৎ। স্বরূপমেব হ্যেষামবাহ্যসাধনত্বমিতি। অবাহ্যসাধনত্বেঽপি মানসগ্রহবৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশশঙ্কায়াং তন্নিবৃত্তিফলমবধারণমর্থবৎ ভবিষ্যতি। তথা 'স্বপতে জাগ্রতে চৈবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতান্যেতানগ্নীন্ চিন্বন্তি' ইতি সাতত্যদর্শনমেতেষাং স্বাতন্ত্র্যেণৈব কল্পতে। যথা সাম্পাদিকে বাক্প্রাণময়ে অগ্নিহোত্রে 'প্রাণং তদা বাচি জুহোতি বাচং তদা প্রাণে জুহোতি' ইত্যুক্ত্বা উচ্যতে 'এতে অনন্তে অমৃতে আহুতী জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সততং জুহোতি' ইতি তদ্বৎ। ক্রিয়ানুপ্রবেশে তু ক্রিয়াপ্রয়োগস্যাঽল্পকালত্বাৎ ন সাতত্যেনৈষাং প্রয়োগঃ কল্প্যেত। ন চেদমর্থবাদমাত্রমিতি ন্যায্যম্। যত্র হি বিস্পষ্টো বিধায়কো লিঙাদিরুপলভ্যতে যুক্তং তত্র সঙ্কীর্ত্তনমাত্রস্যার্থবাদত্বমিহ তু বিস্পষ্টবিধ্যন্তরানুপলব্ধেঃ সঙ্কীর্ত্তনা-

---

নহে। সমুদায় প্রাণী সকলসময়ে এই অগ্নির চয়ন করিবে। ধ্যানরূপ উপাসনা দ্বারা এই সকল সেই সেই উপাসক কর্ত্তৃক চিত হইয়া থাকে। মনশ্চিতাদি অগ্নিকে ক্রিয়াঙ্গ বলিতে গেলে 'বিদ্যাচিত ইব' এই শ্রুতি বাধিত হইবেক। এই স্থলে শ্রুতি শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ অর্থ প্রকাশক শব্দ। বিদ্যাচিত এব, এই দুই শব্দের দ্বারায় উক্ত অর্থের প্রতীতি হয়। সুতরাং ইহা শ্রুতি।

যদি বল, ঐ অবধারণ অবাহ্য সাধনাভিপ্রায়ে কথিত; আমরা বলি, তাহা নহে। এই সকল অবাহ্য সাধনাভিপ্রায়ে কথিত হইলে বিদ্যাচিত এই অংশের দ্বারাই এই সকলের উপাসনারূপিত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং এব শব্দের সার্থক্য থাকেনা। সেই জন্য মানসগ্রহের ন্যায় ঐ সকল ক্রিয়াঙ্গ কিনা সেই আশঙ্কা হইতে পারে। আরও দেখ, সমুদায় প্রাণী সর্ব্বদাই সুপ্ত ও জাগ্রৎ, এইরূপ জ্ঞানীর উদ্দেশে এই সকল অগ্নি চয়ন করিতেছে। বিবেচনা কর, সাম্পাদিক প্রাণময় অগ্নিহোত্রের বিবরণে ধ্যানকালে প্রাণকে বাক্যে এবং বাক্যকে প্রাণে আহুতি দেওয়া হয়, এই উক্তির পর কথিত হইয়াছে, এই দুই অনন্ত ও অমৃত আহুতি সর্ব্বদাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন উভয়াবস্থায় হুত হয়। শ্রুতি

দেবৈষাং বিজ্ঞানানাং বিধানং কল্পনীয়ম্। তচ্চ যথাসঙ্কীর্ত্তনমেব কল্পয়িতুং শক্যত ইতি সাতত্যদর্শনাৎ তথাভূতমেব কল্প্যতে। ততশ্চ সামর্থ্যাদেষাং স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধিঃ। এতেন "তদ্যৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষামেব সা কৃতিঃ" ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। তথা বাক্যমপি "এবংবিদে" ইতি পুরুষবিশেষসম্বন্ধমেবৈষামাচক্ষাণং ন ক্রতুসম্বন্ধং মৃষ্যতে। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যপক্ষ এব জ্যায়ানিতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫০ ॥

ইতশ্চ প্রকরণমুপমৃদ্য স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং প্রতিপত্তব্যং যৎ ক্রিয়াবয়বানাং মনআদিব্যাপারেষ্বনুবধ্নাতি 'তে মনসৈবাধীয়ন্ত মনসৈবাচীয়ন্ত মনসৈব গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তুবন্ মনসাশংসন্ যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম মনসৈব তেষু তন্মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়মক্রিয়ত' ইত্যাদিনা। সম্পৎফলো হ্যয়মনুবন্ধঃ। ন চ প্রত্যক্ষাঃ ক্রিয়াবয়বাঃ সন্তঃ সম্পদা লিপ্সিতব্যাঃ। ন চাত্রো-

---

যখন সততং জুহোতি বলিতেছেন, তখন নিশ্চিত উহা উপাসনাবিশেষ, ক্রিয়ার অঙ্গবিশেষ নহে। যেস্থলে স্পষ্টরূপ বিধায়ক লিঙ্গ উপলব্ধি হয়, সেই স্থলে কীর্ত্তনমাত্রের অর্থবাদতা বলা যুক্তিসিদ্ধ। উদাহৃত শ্রুতিতে সাতত্যকীর্ত্তন আছে, সুতরাং সাতত্য রক্ষা করিতে গেলে এইরূপ কল্পনা করাই সঙ্গত। অপিচ, যে এবং বিৎ এই বাক্যেও ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি কথিত হয় নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত যুক্তিতে মনশ্চিৎ ও বাক্‌চিৎ প্রভৃতি অগ্নির স্বাতন্ত্র্য পক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৪৯ ॥

প্রকরণ ভঙ্গ করিয়া মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র পক্ষে নিক্ষেপ করিবার অন্য হেতুও আছে। সেই অগ্নিসকল অগ্নিমানের দ্বারাই আহিত হয়। মনের দ্বারাই চিত হয়। গ্রহ পাত্রমানের দ্বারাই গৃহীত হয় এবং মনের দ্বারাই শংসিত হয়। অধিক কি বলিব, যজ্ঞরূপের নির্ব্বাহক সমস্তই মনের দ্বারা, সমস্তই মনোময়। মনোবৃত্তিতে যজ্ঞাঙ্গ যোজনার ফল সম্পৎ। অগ্নি অগ্ন্যাধান, অগ্নিচয়ন, পাত্রগ্রহণ, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, তাহাদের কর্ত্তৃক হোম ও যজ্ঞপাত্র স্তুতি, এই সকল যজ্ঞাঙ্গ যদি প্রত্যক্ষে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে কেন

দ্গীথাদ্যুপাসনবৎ ক্রিয়াঙ্গসম্বন্ধাৎ তদনুপ্রবেশিত্বমাশঙ্কিতব্যং শ্রুতিবৈরূপ্যাৎ। ন হ্যত্র ক্রিয়াঙ্গং কিঞ্চিদাদায় তস্মিন্নদো নামাধ্যাসিতব্যমিতি বদতি। ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি মনোবৃত্তিভেদানাদায় তেষগ্নিত্বং গ্রহাদীংশ্চ কল্পয়তি পুরুষযজ্ঞাদিবৎ। সঙ্খ্যা চেয়ং পুরুষায়ুষস্যাহঃসু দৃষ্টা সতী তৎসম্বন্ধিনীষু মনোবৃত্তিষ্বারোপ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। এবমনুবন্ধাৎ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাম্। আদিশব্দাদতিদেশাদ্যপি যথাসম্ভবং যোজয়িতব্যম্। তথা হি 'তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ' ইতি ক্রিয়াময়স্যাগ্নের্মাহাত্ম্যং জ্ঞানময়ানামেকৈকস্যাতিদিশন্ ক্রিয়ায়ামনাদরং দর্শয়তি। ন চ সত্যেব ক্রিয়াসম্বন্ধে বিকল্পঃ পূর্ব্বেণোত্তরেষামিতি শক্যতে বক্তুম্। ন হি যেন ব্যাপারেণাহবনীয়ধারণাদিনা পূর্ব্বঃ ক্রিয়ায়া উপকরোতি তেনোত্তরে উপকর্ত্তুং শক্নুবন্তি। যত্তু পূর্ব্বপক্ষেঽপ্যতিদেশ উপোদ্বলক ইত্যুক্তং সতি হি সামান্যেঽতিদেশঃ প্রবর্ত্তত ইতি, তদস্মৎপক্ষেঽপ্যগ্নিত্বসামান্যেনাতিদেশসম্ভবাৎ প্রত্যুক্তম্। অস্তি হি সাম্পাদিকানামপ্যগ্নীনামগ্নিত্বমিতি। শ্রুত্যাদীনি চ কারণানি দর্শিতানি। এবমনুবন্ধাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ

বা কোন্ ব্যক্তি সে সকলকে সম্পংভাবে পাইতে ইচ্ছা করে? সমস্তই যখন মানস, তখন আর ঐ সকলকে প্রকৃত যজ্ঞাঙ্গ বলিতে ক্ষমবান্ নহ। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সকল অগ্নি প্রকৃতাগ্নি নহে। ক্রিয়াঙ্গের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই উদ্গীথাদি উপাসনার ন্যায় মনশ্চিদাদিও ক্রিয়াঙ্গ হইবেনা। এখানে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র মনোবৃত্তি লইয়াই তৎসমুদায়ের অগ্নিত্ব ও গ্রহত্ব প্রভৃতি কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। আদি শব্দের প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, অনুবন্ধের ন্যায় অতিদেশ, শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য সম্ভব অনুসারে যোজনা করিবে। শ্রুতি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির মাহাত্ম্য জ্ঞানাঙ্গ অগ্নির এক একটীর সহিত তুলিত করায় ক্রিয়া বিষয়ে সে সকলের অনাদর দেখাইয়াছেন। যেস্থলে পূর্ব্বে সামান্য কথন থাকে, সেই স্থলেই পরে অতিদেশ হয়। এই বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল তাহার উত্তরে আমরা বলি; অগ্নিত্ব সামান্যের অতিদেশ সম্ভবে, পূর্ব্ববাদীর পক্ষে তাহার সম্ভব নাই। এই কথা বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে। এইপ্রকার অনুবন্ধাদি কারণচতুষ্টয়ে প্রোক্ত মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির স্বতন্ত্রতাই নির্দ্ধারিত হয়। শাণ্ডিল্যবিদ্যা,

স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং প্রজ্ঞান্তরপৃথক্‌ত্ববৎ। যথা প্রজ্ঞান্তরাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যা-প্রভৃতীনি স্বেন স্বেনানুবন্ধেনানুবধ্যমানানি পৃথগেব কর্ম্মভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরেভ্যশ্চ স্বতন্ত্রাণি ভবন্ত্যেবমিতি। দৃষ্টশ্চাবেষ্টে রাজসূয়প্রকরণপঠিতায়াঃ প্রকরণাদুৎকর্ষঃ। বর্ণত্রয়ানুবন্ধত্বাদ্রাজযজ্ঞত্বাচ্চ রাজসূয়স্য। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে 'ক্রত্বর্থা-য়ামিতি চেৎ ন বর্ণত্রয়সংযোগাৎ' ইতি [জৈ ০ সূ০] ॥ ৫০ ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫১ ॥

যদুক্তং মানসবদিতি তৎ প্রত্যুচ্যতে। ন মানসগ্রহসামান্যাদপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যম্‌। পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ শ্রুত্যাদিভ্যো হেতুভ্যঃ কেবলপুরুষার্থত্বো-পলব্ধেঃ। ন হি কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ কেনচিৎ সামান্যং ন সম্ভবতি। ন চ তাবতা যথাস্বং বৈষম্যং নিবর্ত্ততে। মৃত্যুবৎ। যথা 'স বা এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ' ইতি 'অগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ' ইতি চাগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানেঽপি মৃত্যু-শব্দপ্রয়োগে নাত্যন্তসাম্যাপত্তিঃ। যথা চ 'অসৌ বাব লোকোঽগ্নির্গৌতমাঽস্যাদিত্য এব সমিৎ' ইত্যত্র ন সমিদাদিসামান্যাল্লোকস্যাঽগ্নিভাবাপত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৫১ ॥

দহরবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি উপাসনা প্রজ্ঞান্তর শব্দের অভিধেয়। আবেষ্টি নামক যাগ রাজসূয়প্রকরণে পঠিত, অথচ তাহার তৎপ্রকরণাপেক্ষা উৎ-কৃষ্টতা দেখা যায়। বর্ণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ এবং রাজযজ্ঞতা এই দুই হেতুতেই তদুৎকর্ষের কারণ। ইহা পূর্ব্বমীমাংসায় অভিহিত আছে। বর্ণত্রয় সংযোগ হেতুতে আবেষ্টির রাজসূয়ান্তর্গততা নাই ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বে যে মানসগ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রতিবাদ অবধারণ কর। মানসগ্রহের সহিত মমতা আছে বলিয়াই মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি বলিতে পারনা। এমন কিছু নাই যাহা কোনও না কোন অংশে সমান হয়। কেবল একাংশে সাম্য আছে বলিয়াই তাহার আত্যন্তিক সমানতা হইবে না। শ্রুতিতে আছে, সেই মৃত্যু ইনি, যিনি এতন্মণ্ডলের পুরুষ। এখানে দেখ, অগ্নি ও আদিত্য পুরুষ মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ বিষয়ে সমান হইলেও উক্ত উভয় অত্যন্ত সমান নহে। হে গৌতম! প্রসিদ্ধ এই লোক, অগ্নি ইহার সমিধ, আদিত্য এখানেও সমিধ প্রভৃতির সাম্য থাকিলেও উক্ত শ্লোকের

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

পরস্তাদপি 'অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ' ইত্যেতস্মিন্ অনন্তরে ব্রাহ্মণে তাদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধিত্বং শব্দস্য প্রয়োজনং লভ্যতে ন শুদ্ধকর্ম্মাঙ্গবিধিত্বম্। তত্র হি —

'বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিনঃ' ॥

ইত্যনেন শ্লোকেন কেবলং কর্ম্ম নিন্দন্ বিদ্যাঞ্চ প্রসংশয়ন্নেতদ্দর্শয়তি। তথা পুরস্তাদপি 'যদেতন্মণ্ডলং তপতি' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে বিদ্যাপ্রধাণত্বমেব লক্ষ্যতে। 'সোঽমৃতো ভবতি মৃত্যুর্যস্যাত্মা ভবতি' ইতি বিদ্যাফলেনৈবোপসংহারাৎ ন কর্ম্মপ্রধানতা তৎসামান্যাদিহাপি তথাত্বমু। ভূয়াংসস্ত্বগ্নাবয়বাঃ সম্পাদয়িতব্যা বিদ্যায়ামিত্যেতস্মাচ্চ কারণাদগ্নিনানুবধ্যতে বিদ্যা ন কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ। তস্মাৎ মনশ্চিদাদীনাং কেবলবিদ্যাত্মকত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৫২ ॥

যদ্রূপ অগ্নিভাবাপত্তি অভিহিত, উদাহৃত স্থলেও তদ্রূপ অভিহিত হইয়াছে, জানিবে ॥ ৫১ ॥

চিত অগ্নিই এই লোক, এই মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণ বাক্যের দ্বারাও কেবল বিদ্যাঙ্গতা লব্ধ হইতেছে। সুতরাং প্রোক্ত বাক্যে মাত্র বিদ্যাঙ্গ অগ্নিরই বিধান, কর্ম্মাঙ্গ অগ্নির নহে। যেখানে কামসকল পরাস্ত, উপাসক উপাসনা দ্বারা সেইস্থানে আরোহণ করেন। শ্রুতি এই শ্লোকের দ্বারা কেবল কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। তৎপরে যে ব্রাহ্মণ-বাক্য আছে, তাহাতেও বিদ্যা-প্রধানতা লব্ধ হয়। এই যে মণ্ডল তাপ বর্ষন করিতেছেন। সে অমর, এই মৃত্যু যাহার আত্মা, শ্রুতি এইরূপে বিদ্যাফল বর্ণনা পূর্ব্বক প্রস্তাব পরিসমাপ্তি করায় প্রস্তাবের কর্ম্মপ্রধানতা নিবারণ এবং উপাসনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উপাসনায় অগ্নি সম্বন্ধীয় বহু অবয়ব সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই হেতু শ্রুতি বিদ্যাকে অগ্নিরূপ অনুবন্ধে নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া সেই রূপ অনুবন্ধ বলেন নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত যুক্তিসমূহে মনশ্চিদাদি অগ্নির কেবল বিদ্যাঙ্গতাই লাভ হয় ॥ ৫২ ॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৩ ॥

ইহ দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনঃ সদ্ভাবঃ সমর্থ্যতে বন্ধমোক্ষাধিকারসিদ্ধয়ে। ন হ্যসতি দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি পরলোকফলাশ্চোদনা উপপদ্যেরন্। কস্য বা ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যেত। নমু শাস্ত্রপ্রমুখ এব প্রথমে পাদে শাস্ত্রফলোপভোগযোগ্যস্য দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বমুক্তম্। সত্যমুক্তং ভাষ্যকৃতা ন তু তত্রাত্মাঽস্তিত্বে সূত্রমস্তি। ইহ তু স্বয়মেব সূত্রকৃতা তদস্তিত্বমাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ইত এবাকৃষ্যাচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্। অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ। ইহ চেদং চোদনালক্ষণেষূপাসনেষু বিচার্য্যমাণেষ্বাত্মাস্তিত্বং বিচার্য্যতে কৃৎস্নশাস্ত্রশেষত্বপ্রদর্শনায়। অপি চ পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে প্রকরণোৎকর্ষাভ্যুপ-

---

সম্প্রতি বন্ধমোক্ষাধিকার সিদ্ধির উদ্দেশে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইবে। যদি দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকে তবে পারলৌকিক ফলের উপদেশ উপপন্ন হয় না। অপিচ এই বেদান্ত শাস্ত্র কাহার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ করিবেন? এই প্রত্যক্ষ গোচরস্থিত নশ্বর দেহের ব্রহ্মত্ব উপদেশ উন্মত্ত প্রলাপোপ দেশের ন্যায় গণ্য হইবে। যদি বল, আদ্য মীমাংসার প্রথম পাদে শাস্ত্র ফলও কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার উপযুক্ত, এতৎ দেহে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়াছে, সে কথা আবার কেন? তদুত্তরে বক্তব্য, আদ্য মীমাংসার প্রথমপাদে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সমর্থন ভাষ্যকারের। আদ্য মীমাংসায় পারলৌকিক ফলভোগযোগ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থক জৈমিনি মহর্ষি কৃত সূত্র নাই। সেখানে তৎ সমর্থক সূত্র না থাকায় এখানে সূত্রকার ব্যাস স্বয়ংই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাবন পূর্ব্বক তাদৃশ অমর আত্মার অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শবর স্বামী যে পূর্ব্ব মীমাংসায় প্রথমপাদস্থ প্রমাণ লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব বিচার উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল এই সূত্র। শবরস্বামী যে এই শারীরক সূত্রের সার উৎকর্ষণ করতঃ সেই বিচার লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ বৃত্তিকারের বাক্য। বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ

গমেন মনশ্চিদাদীনাং পুরুষার্থত্বং বর্ণিতম্। কোঽসৌ পুরুষো যদর্থা এতে মনশ্চি-দাদয় ইত্যস্যাং প্রসক্তাবিদং দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বমুচ্যতে তদস্তিত্বাক্ষে-পার্থকেদমাদ্যং সূত্রম্। আক্ষেপপূর্ব্বিকা হি পরিহারোক্তির্ব্বিবক্ষিতেঽর্থে স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়েদিতি। অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকা-য়তিকা দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদি-ষ্বদৃষ্টমপি চৈতন্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্যাদিতি সম্ভাবয়ন্তস্তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানং চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চাহুঃ। ন স্বর্গগমনায়া-পবর্গগমনায় বা সমর্থো দেহব্যতিরিক্ত আত্মাঽস্তি যৎকৃতং চৈতন্যং দেহে স্যাৎ। দেহ এব তু চেতনশ্চাত্মা চেতি প্রতিজানতে হেতুঞ্চাচক্ষতে, শরীরে ভাবাদিতি। যদ্ধি যস্মিন্ সতি ভবত্যসতি চ ন ভবতি তৎ তদ্ধর্ম্মত্বেনাধ্যবসীয়তে যথাগ্নিধর্ম্মা-বৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ। প্রাণচেষ্টাচৈতন্যস্মৃত্যাদয়শ্চাত্মধর্ম্মত্বেনাভিমতা আত্মবাদিনাং

অদ্য মীমাংসায় যজ্ঞায়ুধ যজমান স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। এই বাক্যের প্রামাণ্য বিচারে বলিয়াছেন, স্বর্গ-ফল-ভোক্তা আত্মা না থাকিলে উক্ত বাক্যের প্রামাণ্য ক্ষতি হয়। সুতরাং তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব নির্ণয় করা একান্ত উপযুক্ত। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসায় তৎ সমর্থক সূত্র না থাকায় এবং উত্তরমীমাংসায় তৎ সমর্থক সূত্র থাকায় সেই নির্ণয় সেই শারীরিকেই করিব। এই বলিয়া উপবর্ষ পূর্ব্ব-মীমাংসায় বিচার করেন নাই। এই বেদান্ত শাস্ত্রেও পারলৌকিক ফল উপা-সনার বিধায়ক বহু বাক্য আছে। সেই সকল বাক্যও বিচার্য্য, সুতরাং তৎপ্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব ও বিচার্য্য। এই বিচারে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না। এই বিচারসমুদায় শাস্ত্রের অঙ্গ। অস্তিত্ব বিচার করিতে গেলে পূর্ব্বে নাস্তিত্ব পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়। আত্ম বিষয়ে দেহাত্মবাদী লৌকায়তিকেরা মনে করে, দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। তাহারা বলে, বিজ্ঞানের নাম চৈতন্য। তাহা মদশক্তির ন্যায় শরীরাকারে সংহত ভূতনিচয় হইতে উৎপন্ন। তদ্বিশিষ্ট দেহই আত্মা, মরণের পর থাকে, স্বর্গে যায় ইত্যাদি কোনও আত্মা নাই। এই দেহই চেতন ও আত্মা, ইহাই তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা। যাহা যাহার বিদ্যমানতায় থাকে, যাহা যাহার অবিদ্যমানতায় থাকে না,

তেঽপ্যন্তরেব দেহ উপলভ্যমানা বহিশ্চানুপলভ্যমানা অসিদ্ধে দেহব্যতিরিক্তে ধর্ম্মিণি দেহধর্ম্মা এব ভবিতুমর্হন্তি। তস্মাদব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ॥ ৫৩॥

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৪ ॥

ন ত্বেতদস্তি যদুক্তমব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি ব্যতিরেক এবাঽস্য দেহাদ্ভবিতুমর্হতি। তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ। যদি হি দেহভাবে ভাবাৎ দেহধর্ম্মত্বমাত্মধর্ম্মাণাং মন্যেত ততো দেহভাবেঽপ্যভাবাদতদ্ধর্ম্মত্বমেষাং কিং ন মন্যেত। দেহধর্ম্মবৈলক্ষণ্যাৎ। যে হি দেহধর্ম্মা রূপাদয়স্তে যাবদ্দেহং ভবন্তু প্রাণচেষ্টাদয়স্তু সত্যপি দেহে মৃতাবস্থায়াং ন ভবন্তি। দেহধর্ম্মাশ্চ রূপাদয়ঃ পরৈরপ্যুপলভ্যন্তে ন ত্বাত্মধর্ম্মাশ্চৈতন্যস্মৃত্যাদয়ঃ। অপি চ সতি তাবদ্দেহে জীবদবস্থায়ামেষাং ভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং নত্বসত্যভাবঃ। পতিতেঽপি কদাচিদস্মিন্ দেহে দেহান্তরসঞ্চারেণাত্মধর্ম্মা অনুবর্ত্তেরন্। সংশয়মাত্রেণাপি পরপক্ষঃ প্রতি-

---

তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির ধর্ম্ম। স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম বলিয়া আত্মবাদীদিগের মধ্যে বিদিত। বাহিরে ইহাদের সত্তা উপলব্ধি হয় না। এই সকল ধর্ম্মের দেহাতিরিক্ত ধর্ম্মী সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই সকলকে দেহধর্ম্ম বলা উচিত। অতএব, দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই॥ ৫৩॥

দেহ ব্যতীত আত্মা নাই, এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। তদ্বিদ্যমানেও তদ্ধর্ম্মের অভাব। দেহ আছে, অথচ চৈতন্য নাই। যদি দেহের বিদ্যমানতায় বিদ্যমান দেখিয়া আত্মধর্ম্মগুলিকে দেহধর্ম্ম বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে দেহের বিদ্যমানতায় সে সকলের অবিদ্যমানতায় কেননা সেই গুলিকে দেহান্য ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে! যতকাল দেহ, ততকাল রূপ প্রভৃতি দেহধর্ম্ম থাকে থাকুক, প্রাণ চেষ্টা প্রভৃতি দেহ সত্ত্বেও মৃতাবস্থায় থাকে না। আরও দেখ, দেহধর্ম্মরূপাদি সে সকল অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়। অপর বক্তব্য এই যে, যতকাল দেহের সদ্ভাব, ততকালই জীবিতাবস্থায় এই সকলের সত্তা অবধারণ করিতে পার। এতৎ দেহের পতন হইলেও আত্মধর্ম্মসকল কদাচিৎ

সিধ্যতে! কিমাত্মকঞ্চ পুনরিদং চৈতন্যং মন্যতে যস্য ভূতেভ্য উৎপত্তিমিচ্ছন্তীতি পরঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ। ন হি ভূতচতুষ্টয়ব্যতিরেকেণ লোকায়তিকাঃ কিঞ্চিৎ তত্ত্বং প্রতিযন্তি। যদনুভবনং ভূতভৌতিকানাং তচ্চৈতন্যমিতি চেৎ। তর্হি বিষয়ত্বাৎ তেষাং ন তদ্ধর্ম্মত্বমশ্নুবীত স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ সন্ স্বাত্মানং দহতি। ন হি নটঃ শিক্ষিতঃ সন্ স্বস্কন্ধমধিরোক্ষ্যতি। ন হি ভূতভৌতিকধর্ম্মেণ সতা চৈতন্যেন ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্। ন হি রূপাদিভিঃ স্বং রূপং পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাধ্যাত্মিকানি ভূতভৌতিকানি চৈতন্যেন। অতশ্চ যথৈবাস্যা ভূতভৌতিকবিষয়ায়া উপলব্ধের্ভাবোঽভ্যুপগম্যতে এবং ব্যতিরেকোঽপ্যস্যাস্তেভ্যোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। উপলব্ধিস্বরূপমেব চ নঃ আত্মা ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বঞ্চোপলব্ধেরৈকরূপ্যাৎ। 'অহমিদমদ্রাক্ষম্' ইতি চাবস্থান্তরযোগেঽপ্যুপলব্ধৃত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ। যত্তূক্তং শরীরে ভাবাচ্ছরীরধর্ম্ম উপলব্ধিরিতি তদ্বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্। অপি চ

দেহান্তরে সঞ্চারিত হইলেও হইতে পারে। এইরূপ সংশয়জ্ঞানও নাস্তিক পক্ষ প্রতিষেধক। দেহাত্মবাদীকে আরও একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের অভিমত চৈতন্য কিংস্বরূপ ? আত্মা কি রূপাদির ন্যায় অতিরিক্ত ধর্ম্ম ? তোমরা ভূতাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব মাননা, সেই জন্য তোমরা ভূতসমুৎপন্ন চৈতন্যকে ভূতাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া মানিতে পার না। তোমরা হয়ত বলিবে, যাহা ভূত-ভৌতিক পদার্থ বিষয়ক অনুমান, তাহাই চৈতন্য। ভাবিয়া দেখ, ভূত ও ভৌতিক সমস্তই সেই চৈতন্য পদার্থের বিষয়। সুতরাং তাদৃশ চৈতন্য কোনও ক্রমে ভূতধর্ম্ম হইবার যোগ্য নহে। কেননা তাহাতে স্বাত্মনি ক্রিয়া-বিরোধ দেখা যায়। অগ্নি উষ্ণ হইলেও আপনাকে দগ্ধ করিতে পারে না। সুশিক্ষিত নটও স্বস্কন্ধে আরোহন করিতে পারে না। অতএব তোমরা যেমন ভূত-ভৌতিক বিষয়িনী উপলব্ধির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও উপলব্ধি নামক বস্তুর দেহাতিরিক্ততা স্বীকার করি। আমিই ইহা দেখিয়াছিলাম, এইরূপ জ্ঞান অন্য অবস্থাতেও অব্যভিচরিত দৃষ্ট হয়। যে হেতু একই জ্ঞান ত্রিকাল উপলব্ধি; সেই হেতু স্মৃতি প্রভৃতি সমস্তই উপপন্ন হয়। আরও দেখ, যদি আলোকপ্রদ প্রদীপাদি উপস্থিত থাকে, তবেই বস্তুর উপলব্ধি হয়, অন্যথা

সৎস্থ প্রদীপাদিষূপকরণেষূপলব্ধির্ভবত্যসৎস্থ ন ভবতি। ন চৈতাবতা প্রদীপাদিধর্ম্ম এবোপলব্ধির্ভবতি। এবঞ্চ সতি দেহভাবে উপলব্ধির্ভবত্যসতি চ ন ভবতীতি ন দেহধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। উপকরণত্বমাত্রেণাপি প্রদীপাদিবৎ দেহোপযোগোপপত্তেঃ। ন চাত্যন্তং দেহস্তোপলব্ধাবুপযোগো দৃশ্যতে। নিশ্চেষ্টেঽপি হ্যস্মিন্ দেহে স্বপ্নে নানাবিধোপলব্ধিদর্শনাৎ। তস্মাদনবদ্যং দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বম্ ॥ ৫৪ ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৫ ॥

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকীয়ং কথা। সম্প্রতি প্রকৃতামেবানুবর্ত্তামহে। 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' 'লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত' 'উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি। তদিদমেবোক্থমিয়মেব পৃথিবী। অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ' ইত্যেবমাদ্যা যে উদ্গীথাদিকর্ম্মাঙ্গাববদ্ধাঃ প্রত্যয়াঃ প্রতিবেদং শাখাভেদেষু বিহিতাস্তে তচ্ছাখাগতেষেবোদ্গীথাদিষু ভবেয়ুরথবা সর্ব্বশাখাগতেষ্বিতি বিশয়ঃ। প্রতিশাখঞ্চ স্বরাদিভেদাদুদ্গীথাদিভেদমাদায়ায়মুপন্যাসঃ। কিং তাবৎ

হয় না। ইহা দেখিয়া কি উহাকে প্রদীপাদির ধর্ম্ম বলিতে পার? যদি না পার তাহা হইলে দেহ বিদ্যমানে উপলব্ধির বিদ্যমানতা এবং দেহ অবিদ্যমানে উপলব্ধির অবিদ্যমানতা অবধারণ করিতে সমর্থ নহ। এতৎ দেহ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও স্বপ্নকালে নানাপ্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইত্যাদি যুক্তি অনুভব এবং শাস্ত্রবাক্য দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব পক্ষই সাধু বলিয়া অবধারিত হয় ॥ ৫৪ ॥

প্রসঙ্গাপতিত বিচার শেষ হইল। এইক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের বিচার করা হইতেছে। উদ্গীথাংশ ওঁ অক্ষরকে উপাসনা করিবেক ইত্যাদি শ্রুতিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চভেদবিশিষ্ট সামে পৃথিব্যাদি বুদ্ধি আরোপিত করতঃ উপাসনা করিবার উপদেশও আছে। এই লোক, ইহা এই ইষ্টকাচিত অগ্নি, ইত্যাদি প্রত্যেক বেদের শাখার কর্ম্মাঙ্গ প্রতীকে উৎপাদন করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। তাহাতে সংশয় এই, এই সকল কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা কি সেই সেই শাখাতে বিহিত, কি সমুদায় শাখায় বিহিত? উক্ত উদ্গীথাদি উপাসনা সেই সেই

প্রাপ্তম্ স্বশাখাগতেষ্বেবোদ্গীথাদিষু বিধীয়েরন্নিতি। কুতঃ। সন্নিধানাৎ। 'উদ্গীথমুপাসীত' ইতি হি সামান্যবিহিতানাং বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং সন্নিকৃষ্টেনৈব স্বশাখাগতেন বিশেষেণাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তেস্তদতিলঙ্ঘনেন শাখান্তরবিহিতবিশেষোপদানে কারণং নাস্তি। তস্মাৎ প্রতিশাখং ব্যবস্থেতি। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি "অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইতি। তুশব্দঃ পরপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতে প্রতিবেদং স্বশাখাস্বেব ব্যবতিষ্ঠেরন্ অপি তু সর্ব্বশাখাস্বনুবর্ত্তেরন্। কুতঃ। উদ্গীথাদিশ্রুত্যবিশেষাৎ। স্বশাখাব্যবস্থায়াং হ্যুদ্গীথমুপাসীতেতি সামান্যশ্রুতিরবিশেষপ্রবৃত্তা সতী সন্নিধানবশেন বিশেষে ব্যবস্থাপ্যমানা পীড়িতা স্যাৎ। ন চৈতন্ন্যায্যম্। সন্নিধানাদ্ধি শ্রুতির্ব্বলীয়সী। ন চ সামান্যাশ্রয়ঃ প্রত্যয়ো নোপপদ্যতে। তস্মাৎ স্বরাদিভেদে সত্যপ্যুদ্গীথত্বাদ্যবিশেষাৎ সর্ব্বশাখাগতেষ্বেবোদ্গীথাদিষ্বেবঞ্জাতীয়কাঃ প্রত্যয়াঃ স্যুঃ॥ ৫৫॥

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ॥ ৫৬॥

অথবা নৈবাত্র বিরোধ আশঙ্কিতব্যঃ কথমন্যশাখাগতেষূদ্গীথাদিষন্যশাখাবিহিতাঃ প্রত্যয়া ভবেয়ুরিতি। মন্ত্রাদিবদবিরোধোপপত্তেঃ। তথা হি মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং গুণানাঞ্চ শাখান্তরোৎপন্নানামপি শাখান্তর উপসংগ্রহোদৃশ্যতে।

শাখায় বিহিত। সর্ব্ব শাখায় নহে। উদ্গীথ উপাসনা করিবেক, এই সামান্য বিধান বিশেষের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। বুদ্ধিস্থ হইলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। স্বশাখা বিহিত বিশেষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাখা বিহিত বিশেষ গ্রহণ করিবার অল্প মাত্রও কারণ দেখিনা। এই পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবৃত্তার্থ সূত্রে তু শব্দ দেওয়া হইল। এই সকল উপাসনা সমুদায় শাখাতেই অনুবর্ত্তন করে, এই পক্ষই ন্যায্য। কেননা উদ্গীথ এই শব্দরূপের কোনও রূপ-ভেদ নাই। উক্থাদি উপাসনা সর্ব্ব শাখায় সমান। শ্রুতি সন্নিধি অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। অতএব স্বরভেদ, প্রকৃতিভেদ থাকিলেও উদ্গীথস্বরূপের ভেদ না থাকায় সমুদায় শাখায় একই ও এক জাতীয়॥ ৫৫॥

কেমন করিয়া এক শাখায় কথিত উদ্গীথ প্রভৃতিতে অন্য শাখোক্ত জ্ঞান সংযোজিত হইবেক। মন্ত্র, কর্ম্ম ও গুণ, এই সকল এক শাখায় প্রথমোপদিষ্ট।

যেষামপি হি শাখিনাং 'কুটরুরসি' ইত্যশ্মাদানমন্ত্রো নাম্নাতস্তেষামপ্যসৌ বিনিয়োগো দৃশ্যতে 'কুক্কুটোঽসীত্যশ্মানমাদত্তে কুটরুরসীতি বা' ইতি। যেষামপি চ সমিদাদয়ঃ প্রযাজা নামাম্নাতাস্তেষামপি তেষু গুণবিধিরাম্নায়তে 'ঋতবো বৈ প্রযাজাঃ সমানত্র হোতব্যাঃ' ইতি। তথা যেষামপি 'অজোঽগ্নীষোমীয়ঃ' ইতি জাতিবিশেষোপদেশো নাস্তি তেষামপি তদ্বিশেষো মন্ত্রবর্ণ উপলভ্যতে 'ছাগস্য বপায়া মেদসোঽনুব্রূহি' ইতি। তথা বেদান্তরোৎপন্নানামপি 'অগ্নের্বৈ হোত্রং বেরধ্বরম্' ইত্যাদিমন্ত্রাণাং বেদান্তরে পরিগ্রহো দৃষ্টঃ। তথা বহ্বৃচপঠিতস্য সূক্তস্য 'যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্' ইত্যস্য 'অধ্বর্য্যবে সজনীয়ং শস্যম্' ইত্যত্র পরিগ্রহো দৃষ্টঃ। তস্মাৎ যথাশ্রয়াণাং কর্ম্মাঙ্গানাং সর্ব্বত্রানুবৃত্তিরেবমাশ্রিতানামপি প্রত্যয়ানামিত্যবিরোধঃ ॥ ৫৬ ॥

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥ ৫৭॥

'প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ' ইত্যস্যামাখ্যায়িকায়াং ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ বৈশ্বানরস্যোপাসনং শ্রূয়তে। ব্যস্তোপাসনং তাবৎ 'ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্স্ব ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মান-

---

যজুঃ শাখায় কুটরুরসি ইত্যাদি মন্ত্র নাই। না থাকিলেও তাহা শাখান্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। মৈত্রায়নী শাখায় প্রযাজ নামক যাগের অন্তর্গত সমিধ্ যাগ প্রভৃতি অভিহিত হয় নাই। অগ্নি ও সোম এতন্নামক দেবতাযুগ্মের উদ্দেশে ছাগ পশু সংজ্ঞপন করিবেক। অন্য শাখায় ছাগের বপা ও মেদ সম্বন্ধে অনুজ্ঞা দাও ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ছাগপশু গৃহীত হয়। যিনি জন্মিয়াই গুণজ্যেষ্ঠ ও বিবেকী ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদোৎপন্ন, অথচ সে সকল মন্ত্র অধ্বর্য্যুগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। অতএব যেমন একত্রস্থিত কর্ম্মাঙ্গনিচয় সর্ব্বত্র গমন করে, তেমনি একত্র শ্রুত প্রত্যয় বা উপাসনাও অন্যত্র গমন করে। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে তাহা বিরুদ্ধ নহে। ৫৬॥

উপনিষদে প্রাচীনশাল ও ঔপমন্যব প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ও রাজর্ষি ঘটিত একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে ব্যস্ত বৈশ্বানর ও সমস্ত বৈশ্বানর উপাসনা দৃষ্ট হয়। "হে ঔপমন্যব! তুমি কোন্ আত্মাকে বৈশ্বানর ভাবনায় উপাসনা

মুপাস্স্ব' ইত্যাদি। তথা সমস্তোপাসনমপি 'তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহোভয়থাপ্যুপাসনং স্যাৎ ব্যস্তস্য সমস্তস্য চোত সমস্তস্যৈবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। প্রত্যবয়বং সুতেজঃপ্রভৃতিষূপাসস্বেতি ক্রিয়াপদশ্রবণাৎ 'তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে' ইত্যাদিফলভেদশ্রবণাচ্চ ব্যস্তান্যপ্যুপাসনানি স্যুরিতি প্রাপ্তম্। ততোঽভিধীয়তে, ভূমঃ পদার্থোপচয়াত্মকস্য সমস্তস্য বৈশ্বানরোপাসনস্য জ্যায়স্ত্বং প্রাধান্যেনাঽস্মিন্ বাক্যে বিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতি ন প্রত্যেকমবয়বোপাসনানামপি। ক্রতুবৎ। যথা ক্রতুষু দর্শপূর্ণমাসপ্রভৃতিষু সামস্ত্যেন সাঙ্গপ্রধানপ্রয়োগ এবৈকো বিবক্ষ্যতে ন ব্যস্তানামপি প্রয়োগঃ প্রয়াজাদীনাং নাপ্যেকদেশাঙ্গযুক্তস্য প্রধানস্য তদ্বৎ। কুত এতৎ। ভূমৈব জ্যায়ানিতি। তথা হি শ্রুতির্ভূম্নো জ্যায়স্ত্বং দর্শয়তি। একবাক্যত্বাবগমাৎ। একং হীদং বাক্যং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনাৎ প্রতীয়তে। তথা হি প্রাচীনশালপ্রভৃতয় উদ্দালকাবসানাঃ ষড় ঋষয়ো

কর।" "রাজন্! আমি দ্যুলোক বৈশ্বানরের উপাসনা করি।" প্রাচীনশাল বলিলেন, তুমি বৈশ্বানর আত্মার একাংশ উপাসনা কর, তাহাতে সমগ্র উপাসনা সিদ্ধ হয় না। দ্যুলোক প্রস্তাবিত আত্মার মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, হৃদয় অন্তরীক্ষ। এখানে সংশয় এই, শ্রুতি কি এই সকল বাক্যে ব্যস্ত সমস্ত দ্বিপ্রকার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। দেখাযায়, সুতেজ ও বিশ্বরূপ প্রভৃতি প্রত্যেক প্রতীকে 'উপাস্স্ব' এইরূপ ক্রিয়াপদের শ্রবণ আছে। তৎদৃষ্টে পাওয়া যায়, পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাই বিহিত। ইহার সিদ্ধান্তের নিমিত্ত সপ্তপঞ্চাশৎ সূত্র। ইহার অর্থ এই, এই বাক্যে সমগ্র উপাসনার লক্ষ্য হয়। অবয়ব উপাসনার প্রাধান্য নাই। যেমন দর্শযাগ, পৌর্ণমাস যাগ প্রভৃতি তদন্তর্গত প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গযাগ, এই সমস্ত পর পর যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলে এক সাঙ্গোপাসনা প্রধান যাগ নিষ্পত্তি হয়। তেমনি এসকল পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব উপাসনা পর পর যথাবিধানে সাধিত হইয়া সম্পূর্ণ বৈশ্বানর উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কথা এই জন্য বলি, বহুর জ্যায়স্ত্ব আছে। আখ্যায়িকাস্থ সন্দর্ভের পূর্ব্বাপর পর্য্যা-

বৈশ্বানরবিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠামপ্রতিপদ্যমানা অশ্বপতিং কৈকেয়ং রাজানমভ্যাজগ্মুরিত্যুপক্রম্যৈকৈকস্যর্ষেরুপাস্যং দ্যু প্রভৃতীনামেকৈকং শ্রাবয়িত্বা 'মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ' ইত্যাদিনা মূর্দ্ধাদিভাবং তেষাং বিদধাতি। 'মূর্দ্ধ তে ব্যপতিষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্যঃ' ইত্যাদিনা চ ব্যস্তোপাসনমপবদতি। পুনশ্চ ব্যস্তোপাসনং ব্যাবর্ত্ত্য সমস্তোপাসনমেবানুবর্ত্ত্য 'স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি' ইতি ভূমাশ্রয়মেব ফলং দর্শয়তি। যত্তু প্রত্যেকং সুতেজঃপ্রভৃতিষু ফলভেদশ্রবণং তদেবং সত্যঙ্গফলানি প্রধান এবাভ্যুচ্চিনোতীতি দ্রষ্টব্যম্। তথা উপাস্স্বেত্যপি প্রত্যবয়বমাখ্যাতশ্রবণং পরাভিপ্রায়ানুবাদার্থং ন ব্যস্তোপাসনবিধানার্থম্। তস্মাৎ সমস্তোপাসনপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি। কেচিত্ত্বত্র সমস্তোপাসনপক্ষং জ্যায়াংসম্প্রতিষ্ঠাপ্য জ্যায়স্ত্ববচনাদেব কিল ব্যস্তোপাসনপক্ষমপি সূত্রকারোঽনুমন্যত ইতি কল্পয়ন্তি তদযুক্তম্। একবাক্যাবগতৌ সত্যাং বাক্যভেদকল্পনস্যান্যায্যত্বাৎ 'মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ' ইতি চৈবমাদিনিন্দাবচনবিরোধাৎ।

লোচনা করিলে প্রতীতি হইবে, বৈশ্বানর বিদ্যা বিষয়েই মিলিত এসমুদায় একটী বাক্য। বিবেচনা কর, প্রাচীনশাল প্রভৃতি ছয় জন ঋষি বৈশ্বানর বিদ্যার নিষ্ঠা স্থির করিতে না পারিয়া কেকয় বংশীয় অশ্বপতি রাজার নিকট গমন করিলেন। শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া মধ্যে এক এক ঋষির দিব্ প্রভৃতির উপাস্যতা বর্ণনা করিয়া ইহা বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, এইরূপ বলিয়াছেন। তৎপরে পুনরায় ব্যস্ত উপাসনার নিন্দা করিয়াছেন। সুতেজঃ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে ব্যস্ত ফল কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল প্রধান উপাসনারই অঙ্গ। সুতরাং ব্যস্ত উপাসনা-পক্ষ দুর্ব্বল এবং সমস্ত উপাসনা পক্ষই প্রবল। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার এইস্থানে সমস্ত উপাসনার পক্ষে শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিয়া পশ্চাৎ জ্যায়স্ত্বং শব্দদৃষ্টে ব্যস্ত উপাসনাও সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইহা অযুক্ত। যখন সমুদায় সন্দর্ভ একই বাক্য বলিয়া স্থির জানাগেল, তখন আর তাহার এক ব্যতীত দুই অভিপ্রায় থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ ব্যস্ত পক্ষে তোমার মস্তক পতনপ্রাপ্ত হইত ইত্যাদি নিন্দা শ্রুতির সহিত বিরোধ

স্পষ্টে চোপসংহারে সমস্তোপাসনাবগমে তদভাবস্ত পূর্ব্বপক্ষে বক্তুমশক্যত্বাৎ সৌত্রস্ত চ জ্যায়স্ত্ববচনস্ত প্রমাণবত্ত্বাভিপ্রায়েণাপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ॥ ৫৭॥

নানা শব্দাদিভেদাৎ॥ ৫৮॥

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে সত্যামপি সুতেজঃপ্রভৃতীনাং ফলভেদশ্রুতৌ সমস্তোপাসনং জ্যায় ইত্যুক্তম্। অতঃ প্রাপ্তা বুদ্ধিরন্যান্যপি চ ভিন্নশ্রুতীন্যুপাসনানি সমস্যোপাশিষ্যন্ত ইতি। অপি চ নৈব বেদ্যাভেদে বিদ্যাভেদো বিজ্ঞাতুং শক্যতে। বেদ্যং হি রূপং বিদ্যায়া দ্রব্যদৈবতমিব যাগস্য। বেদ্যশ্চৈক এবেশ্বরঃ শ্রুতিনানাত্বেঽপ্যবগম্যতে। 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ' কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' ইত্যেবমাদিষু। তথা 'এক এব প্রাণঃ, প্রাণো বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা' ইত্যেবাদিষু বেদ্যৈকত্বাচ্চ বিদ্যৈকত্বং শ্রুতম্। শ্রুতিনানাত্বমপ্যস্মিন্ পক্ষে গুণান্তরপরত্বাৎ নানর্থকম্। তস্মাৎ স্বপরশাখাবিহিতমেকবেদ্যব্যপাশ্রয়ং গুণজাতমুপসংহর্ত্তব্যং

হয়। সুতরাং সমস্ত পক্ষের অভাব স্থাপন করিতে পারনা। সূত্রে জ্যায়স্ত্ব শব্দ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য সমস্ত পক্ষই সপ্রমাণ এবং ব্যস্তপক্ষ অপ্রমাণ॥ ৫৭॥

পূর্ব্ববিচারে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুতেজস্ত ইত্যাদি গুণে বৈশ্বানর আত্মার পৃথক্ উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল অভিহিত থাকিলেও সমগ্র উপাসনাই অগ্রগণ্য। এই সিদ্ধান্তে মনে হয়, অনান্য উপাসনার ব্যস্ত পক্ষ অগ্রাহ্য। উপাস্যের ঐক্য থাকিলে উপাসনার ভেদ গ্রাহ্য নহে। পরন্তু দেখা যায়, নানা প্রকার শ্রুতি থাকিলেও একই ঈশ্বর বেদ্য। মনোময় প্রাণময় শরীর ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রুতি আছে সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্রই একমাত্র ঈশ্বর বেদ্য। যখন বেদ্যের এক দেখা যায়, তখন বিদ্যাও এক, বহু নহে। উক্ত হেতুতে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, বিদ্যার পূর্ণতার জন্য স্বশাখা পরশাখা বিহিত এক উপাস্যের আশ্রিত যেকিছু গুণ সমস্তই সেই অদ্বিতীয় উপাস্যে যোজিত করা কর্ত্তব্য। যদিও উপাস্য এক, তথাপি বিদ্যা এক নহে। যেহেতু বিধায়ক শব্দ ও গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন। শব্দের ভিন্নতা যে কর্ম্মভেদের হেতু, তাহা জৈমিনী কৃত পূর্ব্বমীমাংসায় জানা গিয়াছে। ধাত্বর্থের ভেদ থাকায় শব্দভেদ হইতে

বিদ্যাকাৎস্ন্যায়েত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে, নানেতি। বেদ্যাভেদেঽপ্যেবঞ্জা-তীয়কা বিদ্যা ভিন্না ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ। শব্দাদিভেদাৎ। ভবতি হি শব্দভেদঃ'বেদ' 'উপাসীত' 'স ক্রতুং কুর্ব্বীত' ইত্যেবমাদিঃ। শব্দভেদশ্চ কর্ম্মভেদহেতুঃ সমধিগতঃ পুরস্তাৎ—শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাদিতি। আদিগ্রহণাৎ গুণাদয়োঽপি যথাসম্ভবং ভেদহেতবো যোজয়িতব্যাঃ। ননু বেদেত্যাদিষু শব্দভেদ এবাবগম্যতে ন যজতি ইত্যাদিবদর্থভেদঃ সর্ব্বেষামে-বৈষাং মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদাদর্থান্তরাসম্ভবাচ্চ তৎ কথং শব্দভেদাৎ বিদ্যাভেদ ইতি। নৈষ দোষঃ। মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদেঽন্যানুবন্ধভেদাৎ বিদ্যাভেদো-পপত্তেঃ। একস্যাপি হীশ্বরস্যোপাস্যস্য প্রতিপ্রকরণং ব্যাবৃত্তা গুণাঃ শিষ্যন্তে তথৈকস্যাপি প্রাণস্য তত্র তত্রোপাস্যত্বাভেদেঽপ্যন্যাদৃক্ গুণোঽন্যত্রোপাসিত-ব্যোঽন্যাদৃক্ গুণশ্চান্যত্রেত্যেবমনুবন্ধভেদাৎ বিধিভেদে সতি বিদ্যাভেদো বিজ্ঞায়তে। ন চাত্রৈকো বিদ্যাবিধিরিতরে গুণবিধয় ইতি শক্যং বক্তুং, বিনিগমনহেত্বভাবাৎ অনেকত্বাচ্চ প্রতিপ্রকরণং গুণানাং প্রাপ্তবিদ্যানুবাদেন গুণবিধানানুপপত্তেঃ। ন চাস্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সন্তঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা অসকৃচ্ছ্রাবয়িতব্যাঃ। প্রতিপ্রকরণং চেদঙ্কামেনেদমুপাসিতব্যমিদঙ্কামেন চেদমিতি নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাবগমাৎ নৈকবাক্যতাপত্তিঃ। ন চাত্র বৈশ্বানরবিদ্যা-

---

কর্ম্মের ভেদ অবধারিত হয়। বেদ উপাসীত ইত্যাদি প্রকারের শব্দভেদ দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু সেই সকল শব্দের যজতি জুহোতির ন্যায় অর্থভেদ নাই। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, তাহা দোষনীয় নহে। একই ঈশ্বর উপাস্য সত্য, পরন্তু তিনি সর্ব্বত্র সমানরূপে উপাস্য নহেন। অমুক শাখার অমুক প্রকরণ অনুসারে তাঁহাকে অমুক অমুক গুণে উপাসনা করিবেক ইত্যাদি অনুবন্ধ দৃষ্টে জানা যায়, উপাসনা এক নহে, বাস্তবিক ভেদ আছে। কোনও বিশিষ্ট কারণ না থাকায় কোন্‌টী বিদ্যাবিধি কোন্‌টী উপাসনাবিধি তাহা নিশ্চয় করা যায় না। বিধিপ্রাপ্ত বিদ্যা অনুসারে প্রত্যেক প্রকরণে নানাগুণের বিধান উপপন্নও হয় না। একই বিদ্যা এপক্ষে পুনঃ পুনঃ সত্যকামত্বাদি গুণের উল্লেখ বৃথা। অপিচ, সমুদায় প্রকরণকে এক বাক্য জ্ঞান করিয়া একই অর্থ অবধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং সমুদায় একবাক্য হইয়া এক বিধি বুঝাইতে পারে না।

স্নামিব সমস্তচোদনাঽপরাস্তি যদ্বলেন প্রতিপ্রকরণবর্ত্তীন্যবয়বোপাসনানি ভূয়ৈক-বাক্যতাং যয়ুঃ। বৈদ্যোকত্বনিমিত্তে চ বিদ্যৈকত্বে সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশে প্রতিজ্ঞা-য়মানে সমস্তগুণোপসংহারোঽশক্যঃ প্রতিজ্ঞায়েত। তস্মাৎ সুষ্ঠুচ্যতে, নানা শব্দাদিভেদাদিতি। স্থিতে চৈতস্মিন্নধিকরণে সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়মিত্যাদি দ্রষ্ট-ব্যম্॥ ৫৮॥

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥ ৫৯॥

স্থিতে বিদ্যাভেদে বিচার্য্যতে কিমাসামিচ্ছয়া সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা স্যাদথবা বিকল্প এব নিয়মেনেতি। তত্র স্থিতত্বাৎ তাবৎ বিদ্যাভেদস্য ন সমুচ্চয়-নিয়মে কিঞ্চিৎ কারণমস্তি ননু ভিন্নানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং সমু-চ্চয়নিয়মো দৃশ্যতে। নৈষ দোষঃ। নিত্যতাশ্রুতির্হি তত্র কারণং নৈবং বিদ্যানাং কাচিৎ নিত্যতাশ্রুতিরস্তি। তস্মাৎ ন সমুচ্চয়নিয়মঃ, নাপি বিকল্পনিয়মঃ বিদ্যান্তরাধিকৃতস্য বিদ্যান্তরাপ্রতিষেধাৎ। পারিশেষ্যাৎ যাথাকা-ম্যমাপদ্যতে। নন্ববিশিষ্টফলত্বাদাসাং বিকল্পো ন্যায্যঃ, তথা হি 'মনোময়ঃ

বৈশ্বানর বিদ্যায় সমগ্র উপাসনা সম্বন্ধে যেরূপ স্বতন্ত্র বিধিবাক্য আছে, এখানে সেইরূপ পরিধি বাক্য নাই। সেই জন্যই সূত্রকার নানা শব্দাদির ভেদ থাকায় উপাসনা নানা, এক নহে, এইরূপ বলিয়া ভালই করিয়াছেন॥ ৫৮॥

সিদ্ধান্তে বিদ্যার নানাত্ব স্থির হওয়ায় তৎসংক্রান্ত অন্য এক বিচার উপস্থিত হইল। উপাসক কি ইচ্ছা পূর্ব্বক ক্রমে সমুদায় গুলির অনুষ্ঠান করিবেন, না বিকল্প আশ্রয় করিবেন। এতন্মধ্যে কারণাভাবপ্রযুক্ত সমুচ্চয় পক্ষ বাধিত হইয়া গেল। অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ যাগ; কিন্তু যে অগ্নি-হোত্রযাগ করে সে দর্শযাগও করে। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, এই সমস্ত যাগের নিত্যতা শ্রবণ আছে, পরন্তু উপাসনায় তদ্বৎ কোনও শ্রুতি নাই। উপাসনায় বিকল্প পক্ষও নিয়মিত নহে; এক উপাসনায় অধিকৃত পুরুষ অন্য উপাসনা করিবেক না, এমন কোনও নিষেধ দেখা যায় না। বলিতে পার যে, যখন ফল বিষয়ে কোনওরূপ বিশেষ নাই, তখন নিয়মিত বিকল্প গ্রহণে দোষ কি? দোষ এই, ফলসাম্য থাকিলেও সেইরূপ বিকল্পের পরিত্যাগ

প্রাণশরীরঃ, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' ইত্যেবমাদ্যাস্তুল্যবদীশ্বরত্বপ্রাপ্তিফলা লক্ষ্যন্তে। নৈষ দোষঃ। সমানফলেষ্বপি স্বর্গাদিসাধনেষু কর্ম্মসু যথা কামাদর্শনাৎ। তস্মাৎ যথাকাম্যপ্রাপ্তাবুচ্যতে বিকল্প এবাসাং ভবিতুমর্হতি ন সমুচ্চয়ঃ। কস্মাৎ। অবিশিষ্টফলত্বাৎ। অবিশিষ্টং হ্যাসাং ফলমুপাস্যবিষয়সাক্ষাৎকরণমেকেন চোপাসনেন সাক্ষাৎ কৃতে উপাস্যবিষয়ে ঈশ্বরাদৌ দ্বিতীয়মনর্থম্। অপি চাসম্ভব এব সাক্ষাৎকরণস্য সমুচ্চয়পক্ষে চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। সাক্ষাৎকরণসাধ্যঞ্চ বিদ্যাফলং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ 'যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি' ইতি দেবোভূত্বা দেবানপ্যেতি' ইত্যেবমাদ্যাঃ। স্মৃতয়শ্চ 'সদা তদ্ভাব ভাবিতাঃ' ইত্যেবমাদ্যাঃ।। তস্মাদবিশিষ্টফলানাং বিদ্যানামন্যতমমাদায় তৎপরঃ স্যাৎ যাবদুপাস্য বিষয়সাক্ষাৎকরণেন তৎফলপ্রাপ্তিরিতি ॥ ৫৯ ॥

কাম্যস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্ন বা

পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬০ ॥

'অবিশিষ্টফলত্বাৎ' ইত্যস্য প্রত্যুদাহরণম্। যাসু পুনঃ কাম্যাসু বিদ্যাসু

দোষাবহ নহে। স্বর্গাদিসাধন কাম্যকর্ম্মসমূহ ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক অসংগ্রহ উপাসনার ফল উপাস্য সাক্ষাৎকার, তাহা সেই সেই উপাসনার এক উপাসনায় লব্ধ হইলে অন্যান্য উপাসনার প্রয়োজন থাকেনা। সেই জন্যই বিকল্প পক্ষ বিনাচেষ্টায় উপপন্ন হয়। সমুচ্চয় পক্ষে উপাস্য সাক্ষাৎকার অসম্ভব। শ্রুতিও বিদ্যাফলের সাক্ষাৎকারতা দেখাইয়াছেন, যথা—যাহার অহমীশ্বর অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর এতদ্বিধ সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর কিনা এই সন্দেহ না থাকে, সেই ঈশ্বর জানিতে পারে। যে জীবিতাবস্থায় দেবত্বসাক্ষাৎকার লাভ করে, সে দেহপাতের পর দেবতাতেই লীন হয়। যাহারা সর্ব্বদা উপাস্য ভাব লইয়া তনুত্যাগ করে ইত্যাদি স্মৃতিও আছে। অতএব, যতক্ষণ উপাস্য সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ সমফল অহংগ্রহ যে কোন ও এক উপাসনায় তৎপর হইতে হইবেক ॥ ৫৯ ॥

অবিশিষ্ট ফল এই, হেতু বাক্যের প্রত্যুদাহরণে উপাসনাত্বধর্ম্ম লইয়া অহংগ্রহ উপাসনার ন্যায় ভটস্থোপাসনাও বিকল্পানুষ্ঠেয়, এই রূপ পূর্ব্বপক্ষান্তে তাহার

'স য এতমেব বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি। স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য কামচারো ভবতি' ইতি চৈবমাস্বাসু ক্রিয়াবদদৃষ্টেনাত্মনাত্মীয়ং তত্তৎফলং সাধয়ন্তীষু সাক্ষাৎকরণাপেক্ষা নাস্তি তা যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ বা সমুচ্চীয়েরন্ পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ 'পূর্ব্বস্যাবিশিষ্টফলত্বাৎ স্যাদিত্যস্য বিকল্পহেতোরভাবাৎ ॥ ৬০ ॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

কর্ম্মাঙ্গেষূদ্গীথাদিষু যে আশ্রিতাঃ প্রত্যয়া বেদত্রয়বিহিতাঃ কিং তে সমুচ্চীয়েরন্ কিং বা যথাকামং স্যুরিতি সংশয়ে যথাশ্রয়ভাব ইত্যাহ। যথৈষামাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ সম্ভূয় ভবন্ত্যেবং প্রত্যয়া অপি। আশ্রয়তন্ত্রত্বাৎ প্রত্যয়ানাম্ ॥ ৬১ ॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬২ ॥

যথা চাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়স্ত্রিষু বেদেষু শিষ্যন্ত এবমাশ্রিতা অপি প্রত্যয়া নোপদেশকৃতোঽপি কশ্চিদ্বিশেষোঽঙ্গানাং তদাশ্রয়াণাঞ্চ প্রত্যয়ানামিত্যর্থঃ ॥৬২॥

সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। যে কোনও উপাসক এই বায়ুকে অঙ্গকল্পনায় কল্পিত দিক্‌সমূহকে বৎস বলিয়া জানে, সে পুত্রমরণনিমিত্তক রোদন প্রাপ্ত হয়না। এইরূপ কাম্য উপাসনায় অদৃষ্টোৎপাদন দ্বারা সেই সেই ফল লাভ করিতে হয়। সেই সকল উপাসনা ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয়। যেহেতু তাদৃশ উপাসনার বিকল্পপক্ষে পূর্ব্বোক্ত হেতুর অভাব আছে। এই সকল উপাসনার ফল প্রত্যেক ভিন্ন। এই সকল উপাসনায় সুতরাং বিকল্প কারণের অভাব আছে। সুতরাং সেই সকল সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয় ॥ ৬০ ॥

যজ্ঞের উদ্গীথাদি অঙ্গে যে সকল উপাসনা বেদত্রয় কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, সে সকলের সমুচ্চয় হইবেক না। এই সংশয়ের সিদ্ধান্ত এই, স্তোত্রাদি যেমন যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বৎ তদাশ্রিত উপাসনাগুলিও সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হইবেক ॥ ৬১ ॥

যজ্ঞকর্ম্মের আশ্রয় স্তোত্রাদি যদ্রূপে বেদত্রয়ে উপদিষ্ট, তদাশ্রিত উপাসনা সকল সেইরূপেই উপদিষ্ট। বাস্তবিক যজ্ঞাঙ্গ ও তদাশ্রিত উপাসনার ঔপদেশিক

সমাহারাৎ ॥ ৬৩ ॥

'হোতৃষদনাদ্ধৈবাহপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতি' ইতি চ প্রণবোদ্গীথৈকত্ব-বিজ্ঞানমাহাত্ম্যাদুদ্গাতা স্বকর্ম্মণ্যুৎপন্নং ক্ষতং হোত্রাৎ কর্ম্মণঃ প্রতিসমাদধাতীতি ব্রুবন্ বেদান্তরোদিতস্য প্রত্যয়স্য বেদান্তরোদিতপদার্থসম্বন্ধসামান্যাৎ সর্ব্ববেদো-দিতপ্রত্যয়োপসংহারং সূচয়তীতি লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৪ ॥

বিদ্যাগুণঞ্চ বিদ্যাশ্রয়ং সন্তমোঙ্কারং বেদত্রয়সাধারণং শ্রাবয়তি। 'তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে। ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়তি' ইতি। ততশ্চাশ্রয়সাধারণ্যাদাশ্রিতসাধারণ্যমিতি লিঙ্গদর্শনমেব। অথ বা গুণসাধারণ্য-শ্রুতেশ্চেতি। যদীমে কর্ম্মগুণা উদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণা ন স্যুর্ন স্যাৎ ততস্তদাশ্রয়াণাং প্রত্যয়ানাং সহভাবঃ। তে তূদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বাঙ্গ-

---

বিশেষ প্রভেদ নাই। গোদোহন যেমন চমসস্থানে বিহিত, অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সকল সেইরূপ বিহিত নহে। সুতরাং অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল সমুচ্চয় নিয়মের বিরোধী নহে, ইহা স্বীকর্ত্তব্য ॥ ৬২ ॥

যাহা ঋগ্বেদীদিগের প্রণব, তাহাই সামবেদীদিগের উদ্গীথ। এই প্রকারে প্রণবোদ্গীথের ঐক্য ধ্যান করিবার বিধান ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে। এখানে উদ্গাতা আপন কর্ম্মে ক্ষত হইলেও তিনি হোতার প্রণবোদ্গীথের ঐক্য-জ্ঞান-সামর্থ্যে প্রতিবিধান করিতে সমর্থ। শ্রুতি এই কথা বলায় জানা যাইতেছে যে, এক বেদের উপদিষ্ট জ্ঞানের সহিত অন্য বেদীয় পদার্থের সামান্য সম্বন্ধ আছে। এতন্নিদর্শনে সর্ব্ববেদোক্ত উপাসনার একত্র সঙ্কলন হইতে পারে ॥ ৬৩ ॥

প্রণব উপাসনার আশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাহার বেদত্রয় সাধারণতা বলিয়াছেন। বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম যে প্রণবপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়ে শ্রুতি বাক্য এই। হোতা ওঁ বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে, প্রশস্তা ওঁ বলিয়া সামগান করে, উদ্গাতা ওঁ বলিয়া স্তুতি করে। যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গ প্রণব এবং উদ্গীথ। যদি সাধারণ না হইত, তাহা হইলে তদাশ্রিত উপাসনাসমূহের সহভাব

গ্রাহিনা প্রয়োগবচনেন সর্ব্বে সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণাঃ প্রাপ্যন্তে। ততশ্চাশ্রয়সহভাবাৎ প্রত্যয়সহভাব ইতি ॥ ৬৪ ॥

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৫ ॥

ন বেতি পক্ষব্যাবর্ত্তনম্। ন যথাশ্রয়ভাব আশ্রিতানামুপাসনানাং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। তৎসহভাবাশ্রুতেঃ। যথা হি ত্রিবেদীবিহিতানামঙ্গানাং স্তোত্রাদীনাং সহভাবঃ শ্রূয়তে 'গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোন্নীয় স্তোত্রমুপাকরোতি স্তুতমনুশংসয়তি প্রস্তোতঃ সামগায় হোতরেতৎ যজ' ইত্যাদীনাং, নৈবমুপাসনানাং সহভাবশ্রুতিরস্তি। ননু প্রয়োগবচন এবাসাং সহভাবং প্রাপয়তি। নেতি ব্রূমঃ। পুরুষার্থত্বাদুপাসনানাম্। প্রয়োগবচনো হি ক্রত্বর্থানামুদ্গীথাদীনাং সহভাবং প্রাপয়তি। উদ্গীথাদ্যুপাসনানি তু ক্রত্বঙ্গাশ্রাণ্যপি গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থানীত্যবোচাম 'পৃথগ্‌ঘাপ্রতিবন্ধঃ ফলম্' ইত্যত্র [বে০ সূত্রাংশঃ ৩।৩।৪২] অয়মেব চোপদেশাশ্রয়ো বিশেষোঽঙ্গানাং তদালম্বনানাং চোপাসনানাং যদেকেষাং ক্রত্বর্থমেকেষাং পুরুষার্থত্বমিতি।

থাকিত না। অতএব, যখন আশ্রয়ের সহভাব আছে, তখন তদাশ্রিত উপাসনার সহভাব না থাকিবে কেন ? ॥ ৬৪ ॥

সূত্রস্থ ন বা শব্দ সমুচ্চয় নিয়মপক্ষ ব্যাবর্ত্তক। সমুচ্চয় নিয়মের কোনও কারণ নাই। উপাসনাসমূহের সহভাব শ্রুত হয় নাই। বেদত্রয়বিহিত স্তোত্রাদি যজ্ঞাঙ্গ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যদ্রূপ সহভাব শুনা যায়।—হে তাত ! তুমি যাগ কর, ইত্যাদি বাক্যে একসঙ্গে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিবার বিধান শ্রুত হয় ; উপাসনার সম্বন্ধে তদ্রূপ সহভাব শ্রুত হয় নাই। বলিয়াছিলে যে, প্রয়োগ বাক্যের দ্বারা ঐসকলের সহভাব পাওয়া যায়, কিন্তু তদ্দ্বারাও সহভাব পাওয়া যায় না। সাঙ্গপ্রধানানুষ্ঠাপক বিধিবাক্য উদ্গীথাদি যজ্ঞাঙ্গের সংগ্রাহক হইতে পারে, কিন্তু উপাসনার সংগ্রাহক হইতে পারে না। যজ্ঞের উদ্গীথাদি অঙ্গ ও তদবলম্বনে উপাসনা এই সম্বন্ধে এই বিশেষ উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, একের যজ্ঞাঙ্গতা ও অপরের পুরুষ গুণতা। সেই জন্যই অঙ্গাবলম্বিত উপাসনার সমুচ্চয় নিয়ম প্রমাণ পরিনিষ্ঠিত নহে। সমাহার এবং গুণসাধারণ্য

পরন্তু লিঙ্গদ্বয়মকারণমুপাসনসহভাবস্ত শ্রুতিন্যায়াভাবাৎ। ন চ প্রতিপ্রয়োগ-সাশ্রয়কাৎস্ন্যো'পসংহারাদাশ্রিতানামপি তথাত্বং বিজ্ঞাতুং শক্যতে। অতৎপ্র-যুক্তত্বাদুপাসনানাম্। 'আশ্রয়তন্ত্রাণ্যপি হ্যুপাসনানি কামমাশ্রয়াভাবে মাভূ-বন্ন ত্বাশ্রয়সহভাবে সহভাবনিয়মমর্হন্তি তৎসহভাবাশ্রুতেরেব। তস্মাৎ যথা-কামমেবোপাসনান্যনুষ্ঠীয়েরন্॥ ৬৫॥

দর্শনাচ্চ॥ ৬৬॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃসহভাবং প্রত্যয়ানাম্, এবম্বিদ্ধো বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতি' ইতি। সর্ব্বপ্রত্যয়োপসংহারে হি 'সর্ব্বে সর্ব্ব-বিদ' ইতি ন বিজ্ঞানবতা ব্রহ্মণা পরিপাল্যত্বমিতরেষাং সঙ্কীর্ত্ত্যেত। তস্মাৎ যথাকামমুপাসনানাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ॥

এই দুইটীও সমুচ্চয় নিয়মের কারণ নহে। যেহেতু উক্ত উপাসনার সমুচ্চয় বিষয়ে শ্রুতিযুক্তি কিছুই নাই। প্রত্যেকানুষ্ঠানে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের আশ্রিত সমুদায় অঙ্গের এক প্রয়োগে উপসংহার হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তন্নিবন্ধন উপাসনাগুলির সমুচ্চয় হইবে না। অঙ্গাশ্রিত উপাসনা অঙ্গের অধীন হইলেও সহভাব নিয়ম হইতে পারে না। এই সকল কারণে সিদ্ধ হয়, উপাসনার সহভাব নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কাম্যানুসারে সেই সকলের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া স্বীকর্ত্তব্য॥ ৬৫॥

শ্রুতিও উপাসনাসমূহের পৃথক্‌ভাব দেখাইয়াছেন। যে ব্রহ্ম এবংবিৎ সে যজ্ঞ, যজমান এবং ঋত্বিককে রক্ষা করে। এখন বিবেচনা কর, যদি সর্ব্ব-জ্ঞানের উপসংহারই শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তবে সকলেই সর্ব্ববিৎ; সুতরাং ব্রহ্ম-বিজ্ঞানবান্ হইয়া কি করিবেন। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে উপাসনাসকল সমুচ্চয়ে অথবা বিকল্পে অনুষ্ঠিত হইবেক! সে সকল যে সমুচ্চয়ই অনুষ্ঠেয়, বিকল্প নহে, এরূপ নিয়মের কোনওরূপ কারণ নাই। ইহার সমুচ্চয় ও বিকল্প উপাসকের ইচ্ছার অধীন॥ ৬৬॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ ।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥

অথেদানীমৌপনিষদমাত্মজ্ঞানং কিমধিকারিদ্বারেণ কর্ম্মণ্যেবানুপ্রবিশত্যা-হোস্বিৎ স্বতন্ত্রমেব পুরুষার্থসাধনং ভবতীতি মীমাংসমানঃ সিদ্ধান্তেনৈব তাবদুপক্রমতে 'পুরুষার্থোঽতঃ' ইতি। অত অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ স্বতন্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুত এতদবগম্যতে। শব্দাদিত্যাহ। তথা হি 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' 'স যো হ বৈতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে' ইতি। 'য আত্মাঽপহত পাপ্মা' ইত্যুপক্রম্য 'স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইতি চোপক্রম্য 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শ্রুতির্বিদ্যায়াঃ কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং শ্রাবয়তি। অথাঽত্র পরঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ১ ॥

এই পাদে ঊপনিষৎপ্রসূত আত্মজ্ঞান বিচারিত হইবে। সেই সম্বন্ধে সংশয় এই যে, ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান কি অধিকারীক্রমে কর্ম্মাঙ্গ অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষণ হইয়া কি কর্ম্মের সহায়তায় ফলসাধন করে, কি তাহা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের সাধক হয়? সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন, বেদান্তবিহিত আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র। সুতরাং তাহা হইতে কেবল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা বাদরায়নি-মুনির মত। শ্রুতি যথা,—আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়। আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে, তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব যাবৎ না সে শরীর-বিনির্ম্মুক্ত হয়। অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। অনন্তর যে বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মা জানে, এইরূপ বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, ইহাই অমৃত। শ্রুতি কেবল বিদ্যারই পুরুষার্থসাধনতা শুনাইয়াছেন। এই বিষয়ে অন্যান্য আচার্য্য নিম্নোক্তপথে প্রত্যবস্থান করেন ॥ ১ ॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাহন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥

কর্ত্তৃত্বেনাত্মনঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানমপি ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধোবেত্যতস্তস্মিন্নবগতপ্রয়োজন আত্মজ্ঞানে যা ফলশ্রুতিঃ সাহর্থবাদ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। যথান্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি। যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা এতৎ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে বর্ম্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ফলশ্রুতিরর্থবাদস্তদ্বৎ। কথং পুনরস্যানারভ্যাধীতস্যাত্মজ্ঞানস্য প্রকরণাদীনামন্যতমেনাপি হেতুনা বিনা ক্রতু-প্রবেশ আশঙ্ক্যতে। কর্ত্তৃদ্বারেণ তদ্বিজ্ঞানস্য বাক্যাৎ ক্রতুসম্বন্ধ ইতি চেৎ, ন,বাক্যবিনিয়োগানুপপত্তেঃ। অব্যভিচারিণা হি কেনচিৎ দ্বারেণানারভ্যাধী-তানামপি বাক্যনিমিত্তঃ ক্রতুসম্বন্ধোহবকল্পতে। কর্ত্তা তু ব্যভিচারি দ্বারং লৌকিকবৈদিককর্ম্মসাধারণ্যাৎ। তস্মান্ন তদ্দ্বারেণাত্মজ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধসিদ্ধিরিতি।

আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা, সেই হেতু আত্মাও কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ। যেহেতু আত্মা কর্ম্মাঙ্গ, সেইহেতু তদ্বিজ্ঞানের ব্রীহিপ্রোক্ষণের ন্যায় বিষয় আছে; সুতরাং আত্মজ্ঞানও কর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় প্রয়োজনীয়, ইহা জৈমিনিমুনির মত। যেমন যাগকর্ত্তা যে প্রযাজ অনুযাজ করে,তাহাতে তাহার যজ্ঞ বর্ম্মাচ্ছাদিত করা হয়। যজ্ঞে এই সকল কর্ম্ম যজমানের শত্রুবিজয়ের কারণ, এই সকল বাক্য অর্থবাদ; তেমনি আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাক্যও অর্থবাদ। এইস্থানে বাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, আত্মবিজ্ঞান কোনও কর্ম্মপ্রস্তাবে পঠিত নহে এবং সেইজন্য তাহার প্রকরণ প্রভৃতি কোনও বিনিয়োজক প্রমাণ নাই। আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা, তদনুসারে তাহার জ্ঞানও বাক্য প্রমাণে যজ্ঞ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, এইরূপ বলিলেও আপত্তি হইবে। আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা সত্য, কিন্তু তিনি সেই সম্বন্ধে লোক বেদ উভয় সাধারণ; সুতরাং তম্মাত্র নির্দ্দিষ্ট নহেন। বাদিগণের এই আপত্তি অপ্রমাণ। কারণ বৈদোক্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্যত্র দেহাতিরিক্ত আত্মবিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। ব্যতিরেক জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক উভয় প্রকারেই স্বার্থ প্রবৃত্তি উপপন্ন হয়। কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞান

ন। ব্যতিরেকবিজ্ঞানস্য বৈদিকেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽন্যত্রানুপযোগাৎ। ন হি দেহ-ব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানং লৌকিকেষু কর্ম্মস্বুপযুজ্যতে। সর্ব্বথা দৃষ্টার্থপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। বৈদিকেষু তু দেহপাতোত্তরকালফলেষু দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানমন্তরেণ প্রবৃত্তির্নোপপদ্যত ইত্যুপযুজ্যতে ব্যতিরেকবিজ্ঞানম্। নন্বপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণাদসংসার্য্যাত্মবিষয়মৌপনিষদং দর্শনং ন প্রবৃত্ত্যঙ্গং স্যাৎ। ন। প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণ এবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপদেশাৎ। অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণত্বস্তুতার্থং ভবিষ্যতি। ননু তত্র তত্র প্রসাধিতমেতদধিকমসংসারি ব্রহ্ম জগৎকারণং, তদেব সংসারিণ আত্মনঃ পারমার্থিকং স্বরূপমুপনিষৎস্বুপদিশ্যত ইতি। সত্যং প্রসাধিতম্। তস্যৈব তু স্থূণানিখননবৎ ফলদ্বারেণাক্ষেপপ্রতিসমাধানে ক্রিয়েতে দার্ঢ্যায় ॥ ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

'জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে' 'যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তো়হমস্মি' ইত্যেবমাদীনি ব্রহ্মবিদামপ্যন্যপরেষু বাক্যেষু কর্ম্মসম্বন্ধদর্শনানি

ব্যতীত বৈদিককর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু বেদোক্ত কর্ম্মের ফল মরণের পরে হয়।

যে কর্ম্মের ফল মরণের পর লভ্য, ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। উপনিষদে আত্মার অপাপত্ব প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় এবং তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত নিবৃত্তিই হইতে পারে। এই কথাও বলা যায় না, যেহেতু উপনিষদে প্রিয়াদিসংসূচিত সংসারী আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি বল, অসংসারী ব্রহ্মই জগৎ কারণ, ইহা প্রত্যেক উপনিষদে উপদিষ্ট; এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে, আবার সেই সকল কথা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই, তাহাই দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত স্থূণানিখননবৎ পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ ও পুনঃ সমাধান করা হইতেছে ॥ ২ ॥

জনক বহু দক্ষিণযজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে মহাভাগ গণ! আমি যাগদীক্ষিত হইয়াছি, ইত্যাদি শাস্ত্রে দেখাযায়, ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন।

ভবন্তি। যথোদ্দালকাদীনামপি পুত্রানুশাসনাদিদর্শনাৎ গার্হস্থ্যসম্বন্ধোঽবগম্যতে; কেবলাৎ চেৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ কিমর্থমনেকায়াসসমন্বিতানি কর্ম্মাণি তে কুর্য্যুঃ। অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' ইতি চ কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ বিদ্যয়া ন কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বম্ ॥ ৪ ॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥

'তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে' ইতি চ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলারম্ভে সাহিত্য-দর্শনাৎ ন স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ৫ ॥

তদ্বতোবিধানাৎ ॥ ৬ ॥

'আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা শ্রুতিঃ সমস্তবেদার্থ-বিজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারং দর্শয়তি তস্মাদপি ন বিজ্ঞানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ

উদ্দালক প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি পুত্রের অনুশাসন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া জ্ঞানের সহিত গার্হস্থ্যের সম্বন্ধ থাকা অনুমিত হয়। কেবল জ্ঞানে পুরুষার্থ লাভ হইলে কি জন্য তাহারা ক্লেশবহুল যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবেন! সমীপে মধু পাইলে কে পর্ব্বতে যায়? ॥ ৩ ॥

যাহা বিদ্যায় নিষ্পন্ন হয়, তাহা শ্রদ্ধায় ও উপনিষদের দ্বারা বীর্য্যবত্তর হয়। এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা থাকায় কেবল জ্ঞানের পুরুষার্থ জনকতার অভাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই সেই পরলোক প্রস্থিত জীবের অনুগমন করে। এই শ্রুতিতে দেখা যায়, ফলারম্ভের প্রতিজ্ঞান কর্ম্মের সহভাব আছে। কেবল জ্ঞান কিছুই করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর সমুদায় কার্য্যকলাপ শেষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত শেষ করিয়া ইত্যাদি শ্রুতি সর্ব্ববেদার্থজ্ঞানীরই কর্ম্মা-ধিকার দেখাইতেছেন। সুতরাং জ্ঞানের স্বাধীনভাবে ফল-প্রদান-সামর্থ্য নাই।

ফলহেতুত্বম্। নবত্রাধীত্যৈত্যধ্যয়নমাত্রং বেদস্য শ্রূয়তে নার্থবিজ্ঞানম্। নৈষ দোষো দৃষ্টার্থত্বাৎ। বেদাধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তমিতি স্থিতম্॥ ৬॥

নিয়মাচ্চ॥ ৭॥

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে'॥ ইতি

তথা 'এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং জরয়া বা হ্যেবাস্মান্ মুচ্যতে মৃত্যুনা বা' ইত্যেবঞ্জাতীয়কান্নিয়মাদপি কর্ম্মশেষত্বমেব বিদ্যায়া ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে॥ ৭॥

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ॥ ৮॥

তু-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে। যদুক্তং 'শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ' ইতি [বে০ সূ০৩।৪।২] তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। অধিকোপদেশাৎ। যদি সংসার্য্যেবাত্মা শারীরঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ শরীরমাত্রব্যতিরেকেণ বেদান্তেষূপদিষ্টঃ স্যাত্ততো বর্ণিতেন প্রকারেণ ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্। অধিকস্তু শারীরাদাত্মনোঽসংসারীশ্বরঃ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিতোঽপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণকঃ পরমাত্মা

বেদমধীত্য স্থলে অর্থ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। অধ্যয়ন শব্দে যে উচ্চারণানন্তর অর্থবোধ পর্য্যন্ত বুঝায়, তাহা পূর্ব্বমীমাংসায় বর্ণিত হইয়াছে॥ ৬॥

কর্ম্মের জন্য শতবৎসর এই দেহ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেক। এই সত্রের নাম অগ্নিহোত্র; ইহা জরা আসিলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেক, এই সকল কর্ম্মনিয়ামক বিধান দ্বারাও জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা পাওয়া যাইতেছে॥ ৭॥

সূত্রস্থ তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিবর্ত্তক। ফলবাক্য, অর্থবাদ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। বেদান্তে যদি কেবল দেহাতিরিক্ত কর্ত্তা ও কর্ম্মফল-ভোক্তা সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সেই ফলশ্রুতিকে কথিত প্রকারে অর্থবাদ বাক্য বলিতে পার। কিন্তু কেবল তাহা অভিহিত হয় নাই। তদতিরিক্তরূপে অসংসারী ঈশ্বরাত্মাও বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু সেই জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, কর্ম্মের উচ্ছেদই

বেদ্যত্বেনোপদিশ্যতে বেদান্তেষু। ন চ তদ্বিজ্ঞানং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকং ভবতি প্রত্যুত তৎ কর্ম্মাণ্যুচ্ছিনত্তীতি বক্ষতি 'উপমর্দ্দঞ্চ' ইত্যত্র [বে॰সূ॰৩।৪।১৬] তস্মাৎ 'পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ' ইতি [বে॰সূ॰৩।৪।১]। যদুক্তং ভগবতো বাদরায়ণস্য তত্তথৈব তিষ্ঠতি ন শেষত্বপ্রভৃতিভির্হেত্বাভাসৈশ্চালয়িতুং শক্যতে। তথা হি তমধিকং শারীরাদীশ্বরমাত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' 'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ' 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি' 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত' ইত্যেবমাদ্যাঃ। যত্তু, প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণ এবাত্মনো বেদ্যতয়ানুকর্ষণম্ 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' 'যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যুপক্রম্য 'এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি' ইতি চৈবমাদি, তদপি 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ' 'যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ' ইত্যেবমাদিভির্ব্বাক্যশেষৈঃ সত্যামেবাধিকোপদিদিক্ষায়াং নাত্যন্তভেদা-

---

হইয়া থাকে। অতএব ভগবান্ বাদরায়ন যে বলিয়াছেন, কেবল বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, তাহা স্থিরতরই থাকিবেক। শেষত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাস তাহাকে চালিত করিতে পারিবে না। যে সকল শ্রুতিশরীরাভিমানী জীবাত্মা, অধিক ঈশ্বরাত্মা বা পরমাত্মা বলিয়াছেন, সে সকল শ্রুতি এই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। বায়ু তাঁহারই ভয়ে বহমান হয়, সূর্য্য তাঁহারই ভয়ে তাপ দেন ইত্যাদি। বেদান্তে প্রিয়াদি সূচিত সংসারী আত্মাও বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। সে সকল বাক্যও জীবপরমাত্মার আত্যন্তিক ভেদ অভিপ্রায়ে বর্ণিত হয় নাই, কারণ সেই প্রস্তাবের শেষে আছে, ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্র তাহা হইতে বিনাপ্রযত্নে বহির্ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি ক্ষুধা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরমরূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ। ইত্যাদি বাক্যশেষ দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয় যে, শ্রুতি অসংসারী ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং উত্থাপিত আপত্তির বিরোধভঞ্জন এবং খণ্ডন সুসঙ্গত।

ভিপ্রায়মিত্যবিরোধঃ পারমেশ্বরমেব হি শারীরস্য পারমার্থিকং স্বরূপমুপাধিকৃতন্তু শারীরত্বং 'তত্ত্বমসি' 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বঞ্চৈতৎ বিস্তরেণাস্মাভিঃ পুরস্তাৎ তত্র তত্র নির্ণীতম্॥ ৮॥

তুল্যন্তু দর্শনম্॥ ৯॥

যদুক্তমাচারদর্শনাৎ কর্ম্মশেষো বিদ্যেত্যত্র ব্রূমঃ—তুল্যমাচারদর্শনকর্ম্মশেষত্বেঽপি বিদ্যায়াঃ। তথাহি শ্রুতির্ভবতি 'এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঋর্ষয়ঃ কারষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্যাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা। যাজ্ঞবল্ক্যাদীনামপি ব্রহ্মবিদামকর্ম্মনিষ্ঠত্বং দৃশ্যতে 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজ' ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। অপি চ 'যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি' ইত্যেতল্লিঙ্গদর্শনং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ম্। সম্ভবতি চ সোপাধিকায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং কর্ম্মসাহিত্যদর্শনং ন ত্বত্রাপি কর্ম্মাঙ্গত্বমস্তি প্রকরণাদ্যভাবাৎ। যৎ পুনরুক্তং 'তচ্ছ্রুতেঃ' ইত্যত্র তত্র ব্রূমঃ॥ ৯॥

পরমাত্মার শারীরিত্ব উপাধিকৃত। ইহা তত্ত্বমসি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। যথাস্থানে সবিস্তারে বলা হইয়াছে॥ ৮॥

বলিয়াছিলে যে, জ্ঞানীদিগকেও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সুতরাং কেবল জ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। তাহার উত্তর এই—শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান বর্ণিত আছে, তেমনি কর্ম্ম পরিত্যাগও বর্ণিত আছে। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা বলিয়াছিলেন, আমরা কি জন্য যজ্ঞ করিব। যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী ছিলেন, অথচ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেননা। এখানে জ্ঞানীগণের কর্ম্মত্যাগ শুনা যায়। যদিও সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মসাহিত্য থাকা অসম্ভব নহে, তথাপি তাহা প্রকরণস্থ নহে বলিয়া, সে স্থলে কর্ম্মত্যাগসাহিত্যাভাব আছে। আপত্তি করিয়াছিলে যে, উপনিষদা এই তৃতীয়া বিভক্তির বলে, উপনিষৎপ্রভব জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা হইতে পারে; তাহার উত্তর এই॥ ৯॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যেষা শ্রুতি ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া প্রকৃতবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। প্রকৃতা চোদ্গীথবিদ্যা 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' ইত্যত্র [ছা০] ॥ ১০ ॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

যদপ্যুক্তং 'তং বিদ্যাকর্ম্মণী স মন্বারভেতে' ইত্যেতৎ সমন্বারম্ভবচনমস্বাতন্ত্র্যে বিদ্যায়া লিঙ্গমিতি তৎ প্রত্যুচ্যতে। বিভাগোহত্র দ্রষ্টব্যঃ বিদ্যা অন্যং পুরুষং সমন্বারভতে কর্ম্মান্যমিতি। শতবৎ। যথা শতমাভ্যাং দীয়তামিত্যুক্তে বিভজ্য দীয়তে পঞ্চাশদেকস্মৈ পঞ্চাশদপরস্মৈ তদ্বৎ। ন চেদং সমন্বারম্ভবচনং মুমুক্ষুবিষয়ম্ 'ইতি নু কাময়মানঃ' ইতি সংসারিবিষয়ত্বোপসংহারাৎ। 'অথাহকাময়মানঃ' ইতি চ মুমুক্ষোঃ পৃথগুপক্রমাৎ। তত্র সংসারিবিষয়া যথা বিহিতা প্রতিষিদ্ধা চ পরিগৃহ্যতে বিশেষাভাবাৎ কর্ম্মাপি বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ যথাপ্রাপ্তানুবাদিত্বাৎ। এবং সত্যবিভাগেনাপীদং সমন্বারম্ভবচনমবকল্পতে। যচ্চোক্তং 'তদ্বতো বিধানাৎ' ইত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ১১ ॥

"বিদ্যা যাহা করে" এই শ্রুতি সর্ব্ববিদ্যাবোধিকা নহে। যেহেতু প্রস্তাবিত বিদ্যারই সহিত উহার সম্বন্ধ। উদ্গীথজ্ঞানে ওঁ এই অক্ষরের উপাসনা করিবেক। এই প্রস্তাবে ঐকথা অভিহিত হওয়ায়, উদ্গীথবিদ্যার সহিতই ঐ শ্রুতির সম্বন্ধ ॥ ১০ ॥

বলিয়াছিলে যে, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ই পরলোকগমনে উদ্যত পুরুষের অনুগমন করে, এই বাক্য অস্বাতন্ত্র্য পক্ষের গমক; তাহার উত্তর এই। জ্ঞান যে পুরুষকে যেরূপে আরম্ভ করে, কর্ম্ম সেই পুরুষকে সেইরূপে আরম্ভ করে না। এখন বলিতে পারনা যে, ঐ সমারম্ভ বাক্য মুমুক্ষুবিষয়ে অভিহিত। কারণ শ্রুতি মুমুক্ষুবিষয়ক সন্দর্ভ পৃথক্ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে সকল বিদ্যা সংসারগোচর, সে সকল বিদ্যা অবিশেষবিহিত ও প্রতিষিদ্ধ। বলিয়াছিলে যে, কর্ম্ম বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষের জন্য বিহিত, তদনুসারেও বৈদিক জ্ঞানের কর্ম্মশেষতা প্রতীত হয়। আচার্য্য ব্যাস সে কথার উত্তর দিয়াছেন ॥ ১১ ॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২॥

'আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য' ইত্যত্রাধ্যায়নমাত্রস্য শ্রবণাদধ্যয়নমাত্রবত এব কর্ম্মবিধিরিত্যধ্যবসায়ঃ। নন্বেবং সত্যবিদ্বত্ত্বাদনধিকারঃ কর্ম্মসু প্রসজ্যেত। নৈষ দোষঃ। ন বয়মধ্যয়নপ্রভবং কর্ম্মাববোধনমধিকারকারণং বারয়ামঃ। কিং তর্হি। ঔপনিষদমাত্মজ্ঞানং স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন কর্ম্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদ্যত ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদয়ামঃ। যথা চ ন ক্রত্বন্তরজ্ঞানং ক্রত্বন্তরাধিকারিণাপেক্ষ্যতে এবমেতদপি দ্রষ্টব্যমিতি। যদপ্যুক্তং 'নিয়মাচ্চ' ইতি। অত্রাভিধীয়তে॥ ১২ ॥

নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ'' ইত্যেবমাদিষু নিয়মশ্রবণেষু ন বিদুষ ইতি বিশেষোঽস্তি। অবিশেষেণ নিয়মবিধানাৎ॥ ১৩ ॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৪ ॥

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যত্রাপরো বিশেষ আখ্যায়তে। যদ্যপ্যত্র প্রকরণ-

---

গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ, এই শ্রুতিতে অধ্যয়ন শব্দ থাকায় নিশ্চয় হয় যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদ উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, সেও কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারী। অর্থবোধ ব্যতীত প্রকৃত কর্ম্মাধিকার হয় না সত্য; কিন্তু আমরা ইহাই দেখাইতেছি, উপনিষৎপ্রসূত আত্মজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র এবং তাহাই কর্ম্মাধিকারের অপ্রযোজক। যে কর্ম্ম করিবে, সে উপনিষৎপ্রসূত আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করেনা। যে হেতু অর্থ জানুক আর নাই জানুক, উপনিষদুক্ত মন্ত্র অভ্যস্ত হইলেই সে কর্ম্মবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। অপর কথা এই যে, কর্ম্ম করিবার নিয়মও দেখিতেছি, তাহার উত্তর এই ॥ ১২ ॥

কর্ম্মতৎপর অবস্থায় শতবর্ষব্যাপী জীবন ইচ্ছা করিবেক। ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মের নিয়মাদিও শুনা যায় সত্য, কিন্তু সেই নিয়ম জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই সাধারণ। শুদ্ধ জ্ঞানীর পক্ষে তাহার কোনও বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৩ ॥

সামর্থ্যাৎ বিদ্বানেব কুর্ব্বন্নিতি সম্বধ্যতে তথাপি বিদ্যাস্তুতয়ে কর্ম্মানুজ্ঞানমেতৎ দ্রষ্টব্যম্। 'ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে' ইতি হি বক্ষ্যতি। এতদুক্তং ভবতি। যাবজ্জীবং কর্ম্ম কুর্ব্বত্যাপি পুরুষে বিদুষি ন কর্ম্ম লেপায় ভবতি বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি তদেবং বিদ্যা স্তূয়তে ॥ ১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

অপি চৈকে বিদ্বাংসঃ প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফলাঃ সন্তস্তদবষ্টম্ভাৎ ফলান্তরসাধনেষু প্রযাজাদিষু প্রয়োজনাভাবং পরামৃশন্তি। কামকারেণেতি। শ্রুতির্ভবতি বাজসনেয়িনাম্ 'এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক' ইতি। অনুভবারূঢ়মেব চ বিদ্যাফলং ন ক্রিয়াফলবৎ কালান্তরভাবীত্যসকৃদাবেদিতম্। অতোঽপি ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বং নাপি তদ্বিষয়ায়াঃ ফলশ্রুতেরযথার্থত্বং শক্যমাশ্রয়িতুম্ ॥ ১৫ ॥

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

অপি চ কর্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সমস্তস্য প্রপঞ্চস্যা-

---

কর্ম্ম করিতে করিতে এই দেহপাত করিবেক, এই বাক্য যদিও প্রকরণবলাৎ বিদ্বানেরই কর্ম্মসম্বন্ধ বুঝাইতেছে, তথাপি তাহা দোষণীয় নহে। যেহেতু ঐ কর্ম্মানুজ্ঞা জ্ঞানপ্রশংসার্থ ব্যতীত অন্য অর্থে নিয়োজিত হয় নাই। বিদ্যার এমনই প্রভাব যে, যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিলেও তাহা বিদ্বানকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন পদ্মপত্রে জল স্থিতি পায় না, তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

কোনও কোনও জ্ঞানী কাম্যফলোপায় প্রযাজ প্রভৃতি যাগে প্রয়োজন নাই মনে করেন। এই সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখায় শ্রুতি আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানীরা প্রজা কামনা করেন নাই। যেহেতু আত্মাই প্রত্যক্ষ বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানফল কর্ম্মফলের ন্যায় কালান্তরভাবী নহে জ্ঞানের পরেই জ্ঞানফল অনুভূত হয়। সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মের সহচর অঙ্গ নহে ॥ ১৫ ॥

শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহা ক্রিয়া ও কারক, সেই সমুদায়ই মিথ্যা প্রপঞ্চ অ-

বিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দ্দমামনন্তি 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ' ইত্যাদিনা। বেদান্তোদিতাত্মজ্ঞান-পূর্ব্বিকাস্তু কর্ম্মাধিকারসিদ্ধিং প্রত্যাশাসানস্য কর্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তিরেব প্রসজ্যেত। তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ১৬ ॥

ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৭ ॥

ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু চাশ্রমেষু বিদ্যা শ্রূয়তে। ন চ তত্র কর্ম্মাঙ্গত্বং বিদ্যায়া উপপদ্যতে কর্ম্মাভাবাৎ। ন হ্যগ্নিহোত্রাদীনি বৈদিকানি কর্ম্মাণি তেষাং সন্তি। স্যাদেতৎ। ঊর্দ্ধ্বরেতস আশ্রমা ন শ্রূয়ন্তে বেদ ইতি তদপি নাস্তি। তেঽপি হি বৈদিকেষু শব্দেষ্ববগম্যন্তে। 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইত্যুপাসতে' 'তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে' 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' 'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ' ইত্যেবমাদিষু। প্রতিপন্না-প্রতিপন্নগার্হস্থ্যানামপাকৃতানপাকৃতর্ণানাঞ্চোর্দ্ধ্বরেতস্ত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়া ইতি ॥ ১৭ ॥

অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। সেই জন্যই সে সকল বিদ্যার উদরে বিলীন হইয়া যায়। যে সময়ে জ্ঞানীর এই সমস্তই আত্মভূত হয়, সেই সময়কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে। যাহারা বেদান্তোক্ত জ্ঞানের পর কর্ম্মাধিকারের আশা করেন, তাহারা নিশ্চয়ই দুরাশাগ্রস্ত। বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মাধিকার হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদই হইয়া থাকে। সুতরাং বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যপক্ষই সিদ্ধান্তসম্মত; সাহিত্যপক্ষ নহে ॥ ১৬ ॥

ঊর্দ্ধ্বরেতঃ আশ্রমে বিদ্যার শ্রবণ আছে। সেই আশ্রমে কি প্রকারে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা স্থির রাখিবে? তথায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম নাই। বেদেও ঊর্দ্ধ্বরেতঃ আশ্রমের কথা শুনা যায়। যথা, ধর্ম্মস্কন্ধ তিন,—দান, অধ্যয়ন, ও তপঃ। যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপঃ করে। যাহারা অরণ্যে তপঃশ্রদ্ধার উপাসনা করে। পরিব্রাজক লোক ইচ্ছা করিয়াই যাহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে। ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলেই প্রব্রজ্যাশ্রমী হইবে ইত্যাদি। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হউক আর নাই হউক, ঋণত্রয় অপাকৃত হউক আর না হউক, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥

"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদয়ো যে শব্দা উর্দ্ধরেতসামাশ্রমাণাং সম্ভাবায়োদাহৃতা ন তে তৎপ্রতিপাদনায় প্রভবন্তি। যতঃ পরামর্শমেষু শব্দেষাশ্রমান্তরাণাং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে ন বিধিম্। কুতঃ। ন হ্যত্র লিঙাদীনামন্যতমশ্চোদনা-শব্দোঽস্তি। অর্থান্তরপরত্বঞ্চৈতেষাং প্রত্যেকমুপলভ্যতে। ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যত্র তাবদ্যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচা-র্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবাসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি পরামর্শপূর্ব্বকমাশ্রমাণামনাত্যন্তিকফলত্বং সঙ্কীর্ত্ত্যাত্যন্তিকফলতয়া ব্রহ্মসংস্থতা স্তূয়তে 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' ইতি। ননু পরমর্শেঽপ্যাশ্রমা গম্যন্ত এব। সত্যং গম্যন্তে। স্মৃত্যাচারাভ্যান্তু তেষাং প্রসিদ্ধির্ন প্রত্যক্ষায়াঃ শ্রুতেঃ। অতশ্চ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে সত্যনাদরণীয়াস্তে ভবিষ্যন্ত্যনধিকৃতবিষয়া বা। ননু গার্হস্থ্যমপি সহৈবোর্দ্ধরেতোভিঃ পরামৃষ্টং যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথম

উর্দ্ধরেতঃ আশ্রম আছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারাও চতুর্থাশ্রম সদ্ভাব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ জৈমিনি বলেন, এই সকল শব্দে বিধিবিভক্তি নাই। বিধি-বিভক্তি না থাকায় চতুর্থাশ্রম প্রতিপাদিত হয় নাই। ধর্ম্মস্কন্ধ তিন, তন্মধ্যে প্রথম স্কন্ধ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান। দ্বিতীয় স্কন্ধ তপশ্চরণ। তৃতীয় স্কন্ধ ব্রহ্মচর্য্য। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতি আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ করতঃ সেই সকল আশ্রমের ফলের অনিত্যতা ব্যক্ত করিয়াছেন। গার্হস্থ্য ব্যতীত অন্যাশ্রমের গ্রহণ করিবেক, এমন কোনও বিধান এই বাক্যে নাই। যদি বল, আশ্রমবোধক শব্দের উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহা অনুবাদ। অনুবাদ দেখিলেই প্রতীতি হয়, পূর্ব্বে অন্যত্র তাহার বিধান বা পরামর্শ আছে। ইহা সত্য হইলেও সাক্ষাৎ কোনও শ্রুতি ঐ সকল আশ্রমের বিধান করেন নাই। যেহেতু সেই সকল আশ্রম শ্রুতিবিরুদ্ধ, সেই হেতু সেই সকল অনুপাদেয়। অথবা গার্হস্থ্যাশ্রমে অনধিকারীই আশ্রমান্তরে অধিকারী। আপত্তি করিতে পার যে, যজ্ঞাদি দ্বারা গার্হস্থ্যাশ্রম পরামৃষ্ট হইয়াছে, তাহা উর্দ্ধ-রেতঃ আশ্রমবাক্যের একাংশ। অতএব, সন্ন্যাসাশ্রম অপ্রসিদ্ধ হইলে গার্হস্থ্যা-

ইতি। সত্যমেবং তথাপি তু গৃহস্থং প্রত্যেবাগ্নিহোত্রাদীনাং কর্ম্মণাং বিধানাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেবং তদস্তিত্বম্। তস্মাৎ স্তুত্যর্থ এবাঽয়ং পরামর্শো ন চোদনার্থঃ। অপি চাপবদতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাশ্রমান্তরং 'বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীর্নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি। তৎসর্ব্বে পশবো বিদুঃ' ইত্যেবমাদ্যা। তথা 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে। তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে' ইতি চ দেবযানোপদেশো নাশ্রমান্তরোপদেশঃ। সন্দিগ্ধঞ্চাশ্রমান্তরাভিধানং 'তপ এব দ্বিতীয়ঃ' ইত্যেবমাদিষু। তথা 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' এতদপি লোকসংস্তবনপরং ন পারিব্রাজ্যবিধিঃ। নন্বু ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদিতি বিস্পষ্টমিদং প্রত্যক্ষং পারিব্রাজ্যবিধানং জাবালানাম্। সত্যমেবমিদনপেক্ষ্য ত্বেতাং শ্রুতিময়ং বিচার ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ॥ ১৯॥

অনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। বেদেষু শ্রবণাদগ্নিহোত্রা-

---

শ্রমও অপ্রসিদ্ধ। তাহার উত্তর এই। গার্হস্থ্যাশ্রম সাক্ষাৎ শ্রুতিবোধ্য। যেহেতু তাহা সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত, সেই হেতু উদাহৃত বাক্য তাহার অনুবাদ মাত্র। আরও দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ নিন্দার্থবাচী শব্দে অন্যান্য আশ্রমের নিন্দা করিয়াছেন। যে অগ্নি পরিচর্য্যা করে, সেই দেবতাদের শত্রুহন্তা হয়। অপুত্রের স্বর্গাদি লোক নাই, তাহারা সকলেই পশুতুল্য। তপস্যাই দ্বিতীয় ইত্যাদি বাক্যে আশ্রমান্তরের কথন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পরিব্রাজকগণ মোক্ষ ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করেন, এই বাক্যে বিধিবিভক্তি না থাকায় কেবল লোকস্তুতির জন্যই ইহার উল্লেখ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদি বল, ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রব্রজ্যা করিবেক, এই ত জাবালদিগের স্পষ্ট বিধান আছে। প্রব্রজেৎ, এই ত সন্ন্যাস বিধায়ক প্রত্যক্ষ শ্রুতি আছে। ইহার উত্তর, ঐ শ্রুতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই এই বিচার উত্থাপিত হইয়াছিল॥ ১৮॥

অন্যান্য আশ্রমও গার্হস্থ্যাশ্রমবৎ অনুষ্ঠেয়। বেদে সামান্যত আশ্রমচতুষ্টয় শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অসমর্থ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতির জন্যই

দীনাকাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাত্তদ্বিরোধাদনধিকৃতানুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরমিতি হীমাং মতিং নিরাকরোতি গার্হস্থ্যবদেবাশ্রমান্তরমপ্যনিচ্ছতা প্রতিপত্তব্যমিতি মন্যমানঃ। কুতঃ। সাম্যশ্রুতেঃ। সমানা হি গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্য পরামর্শশ্রুতির্দৃশ্যতে 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদ্যা। যথেহ শ্রুত্যন্তরবিহিতমেব গার্হস্থ্যং পরামৃষ্টমেবমাশ্রমান্তরমপীতি প্রতিপত্তব্যম্। যথা চ শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তয়োরেব নিবীত প্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ উপবীতবিধিপরে বাক্যে। তস্মাৎ তুল্যমনুষ্ঠেয়ত্বং গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্য। তথা 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' ইত্যস্য বেদানুবচনাদিভিঃ সমভিব্যাহারঃ। 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে' ইত্যস্য চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া। যত্তূক্তং 'তপ এব দ্বিতীয়ঃ' ইত্যাদিষ্বাশ্রমান্তরাভিধানং সন্দিগ্ধমিতি নৈষ দোষঃ। নিশ্চয়কারণ। সম্ভবাৎত্রয়োধর্মস্কন্ধা ইতি হি স্কন্ধত্রিত্বং প্রতিজ্ঞাতং ন চ যজ্ঞাদয়ো ভূয়াংসো ধর্ম্মা উৎপত্তিভিন্নাঃ সন্তোঽন্যত্রাশ্রমসম্বন্ধাৎ ত্রিত্বেঽন্তর্ভাবয়িতুং শক্যন্তে। তত্র যজ্ঞাদিলিঙ্গো গৃহাশ্রম একো ধর্মস্কন্ধো নির্দ্দিষ্টঃ। ব্রহ্মচারীতি চ স্পষ্ট আশ্রমনির্দ্দেশঃ। তপ ইত্যপি কোঽন্যস্তপঃপ্রধানাদাশ্রমাদ্ধর্ম্মস্কন্ধোঽভ্যুপগম্যেত। যে 'চেমেঽরণ্যে' ইতি চারণ্যলিঙ্গাৎ শ্রদ্ধাতপোভ্যামাশ্রমগৃহীতিঃ। তস্মাৎ পরামর্শেঽপ্যনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরম্॥ ১৯॥

কর্ম্মবর্জ্জিত আশ্রমান্তরের বিধান, এইরূপ মতি এতৎ সূত্রে নিরাকৃত হইতেছে। কারণ পরামর্শ শ্রুতি দুই দিকেই সমান। ধর্ম্মস্কন্ধবাক্যে শ্রুত্যন্তর বিহিত গার্হস্থ্যের যদ্রূপ পরামর্শ, শাস্ত্রান্তরবিহিত আশ্রমান্তরেরও তদ্বৎ পরামর্শ। যেমন উপবীত বাক্যে শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত নিবীত এবং প্রাচীনাবীত পরামৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বৎ। অপিচ, পরিব্রাজকগণ এই আত্মলোকলাভার্থ প্রব্রজ্যা করেন। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন যজ্ঞদান ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা করেন।

বলিয়াছিলে যে, তপ এব দ্বিতীয়,এই বাক্যে আশ্রমান্তর বিধান হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যখন নিশ্চায়ক হেতু আছে, তখন আর তাহাতে সন্দেহ করা সঙ্গত নহে। শাস্ত্রে যজ্ঞাদি বহুকর্ম্ম অভিহিত থাকায় আশ্রমবিভাগ ব্যতীত সেই সমুদায় তিনের অন্তর্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। তপোনামক অন্যস্কন্ধ তৃতীয়। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে,তপঃ শব্দে তপস্যা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিতে পার কি না? অবশ্যই অরণ্য শব্দসামর্থ্যে ও শ্রদ্ধাতপঃ শব্দ দ্বারা অতিরিক্ত এক

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥

বিধির্ব্বায়মাশ্রমান্তরস্য ন পরামর্শমাত্রম্। ননু বিধিত্বাভ্যুপগম একবাক্যতাপ্রতীতিরুপরুধ্যেত। প্রতীয়তে চাত্রৈকবাক্যতাপুণ্যলোকফলাস্ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ব্রহ্মসংস্থতা ত্বমৃতত্বফলেতি। সত্যমেতৎ। সতীমপি ত্বেকবাক্যতাপ্রতীতিং পরিত্যজ্য বিধিরেবাভ্যুপগন্তব্যঃ। অপূর্ব্বত্বাদ্বিধ্যন্তরস্যাদর্শনাৎ বিস্পষ্টাচ্চাশ্রমান্তরপ্রত্যয়াৎ গুণবাদকল্পনয়ৈকবাক্যত্বপ্রয়োজনানুপপত্তেঃ। ধারণবৎ। যথা 'অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি' ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈবাক্যতাপ্রতীতৌ বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাৎ। তথা চোক্তং শেষলক্ষণে 'বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ' ইতি। তদ্বদিহাপ্যাশ্রমপরামর্শশ্রুতির্ব্বিধিরেবেতি কল্প্যতে। যদ্যপি পরামর্শ এবায়মাশ্রমান্তরাণাং তদাপি ব্রহ্মসংস্থতা তাবৎ সংস্তবসামর্থ্যাদবশ্যবিধেয়াঽভ্যুপগন্তব্যা। সা চ কিং চতুর্ষাশ্রমেষু যস্য কস্যচিদাহোস্বিৎ পরিব্রাজকস্যৈবেতি বিবেক্তব্যম্। যদি চ ব্রহ্মচার্য্যন্তেষ্বাশ্রমেষু

আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহা চতুর্থাশ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অতএব, অনুবাদবাক্য হইলেও তদ্দ্বারা গার্হস্থ্য ব্যতীত চতুর্থাশ্রমের বৈধতা অবধারণ হয় ॥ ১৯ ॥

অথবা এইটাই বিধায়ক বাক্য। এই বাক্যকে বিধিবাক্য বলিয়া অস্বীকার করিতে গেলে একবাক্যতা প্রতীতির বাধা জন্মে সত্য; কিন্তু ব্রহ্মসংস্থতার ফল মোক্ষ। এক জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া বিধিত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত। বিধ্যন্তর দৃষ্ট না হওয়াতে উদাহৃত বাক্যেই প্রোক্ত আশ্রমের বিধান অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন ধারণ বাক্যের বিধিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, এই উত্তরমীমাংসায়ও সেইরূপেই উদাহৃত বাক্যের বিধিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রতীত হয়, প্রদর্শিত তদুভয় বাক্য এক হইয়া এক অর্থকে বলবৎ করিতেছে। ইহাই স্থির হয় যে, প্রোক্ত বাক্যদ্বয়েই এই সন্দর্ভ বিভক্ত। উপরি ধারণ করিতেছে; এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও তাহা বিধি বলিয়া গণ্য। বাক্যান্তর প্রাপ্ত নহে বলিয়াই ধারণ-বাক্য বিধিবাক্য, অনুবাদ বাক্য নহে। পূর্ব্বমীমাংসার এই বাক্যে যেমন ধারণের বিধিত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তদ্বৎ

পরামৃশ্যমানেষু পরিব্রাজকোঽপি পরামৃষ্টস্ততশ্চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং পরামৃষ্টত্বাবিশেষাদনাশ্রমিত্বানুপপত্তেশ্চ যঃ কশ্চিচ্চতুর্ষ্বাশ্রমেষু ব্রহ্মসংস্থো ভবিষ্যতি। অথ ন পরামৃষ্টস্ততঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়েব ব্রহ্মসংস্থ ইতি সেৎস্যতি। তত্র তপঃশব্দেন বৈখানসগ্রাহিণা পরামৃষ্টঃ পরিব্রাড়পীতি কেচিৎ। তদযুক্তম্। ন হি সত্যাং গতৌ বানপ্রস্থবিশেষণেন পরিব্রাজকো গ্রহণমর্হতি। যথাত্র ব্রহ্মচারিগৃহমেধিনাবসাধারণেনৈব স্বেন স্বেন বিশেষণেন বিশেষিতাবেবং ভিক্ষুবৈখানসাবপীতি যুক্তম্। তপশ্চাসাধারণো ধর্ম্মো বাণপ্রস্থানাং কায়ক্লেশপ্রধানত্বাত্তপঃশব্দস্য তত্র রূঢ়েঃ। ভিক্ষোস্তু ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদিলক্ষণো নৈব তপঃশব্দেনাভিলপ্যেত। চতুষ্ট্বেন চ প্রসিদ্ধা আশ্রমাস্ত্রিত্বেন পরামৃশ্যন্ত ইত্যান্যায্যম্। অপি চ ব্যপদেশো বা ভবতি, 'ত্রয় এতে পুণ্য লোকভাজ একোঽমৃতত্বভাক্' ইতি। পৃথক্ত্বে চ ব্যপদেশোঽবকল্পতে। ন হ্যেবম্ভবতি দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞাবন্যতরস্তয়োর্ম্মহাপ্রজ্ঞ ইতি। ভবতি ত্বেবং দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞৌ বিষ্ণুমিত্রস্তু মহাপ্রজ্ঞ ইতি। তস্মাৎ পূর্ব্বে ত্রয় আশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়মৃতত্বভাক্। কথং পুনর্ব্রহ্মসংস্থশব্দো যোগাৎ প্রবর্ত্তমানঃ সর্ব্বত্র সম্ভবন্ পরিব্রাজক এবাবতিষ্ঠেত, রূঢ়্যভ্যুপগমে

এই উত্তরমীমাংসাতেও আশ্রমশ্রুতির বিধিত্ব স্থির হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠতাও বিধেয়, ইহা স্থিরীকৃত হইলে, বিবেচ্য হইবে যে, ব্রহ্মসংস্থতাও কোন আশ্রমের জন্য বিধেয়। তাহাতে এইরূপ বিধান নিষ্পত্তি হইবে যে, আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোনও আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে; আর যদি আশ্রমত্রয়ের সঙ্গে পারিব্রাজ্য পরামর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাত্র পরিব্রাজক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, এই পক্ষই সঙ্গত। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, তপঃশব্দ বাণপ্রস্থ আশ্রমের বোধক। যাহারা একথা বলেন, তাহাদের কথা যুক্তিযুক্ত নহে। বানপ্রস্থীদিগের নিজ অসাধারণ ধর্ম্ম তপস্যা, এবং ভিক্ষুর অসাধারণ ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদি, তাহা তপঃশব্দ বোধ্য নহে। প্রসিদ্ধ চতুরাশ্রমের এক আশ্রম লুপ্ত হইবে, এই কথা সর্ব্ববাদীর পক্ষেই অসঙ্গত। আশ্রম বিষয়ে ভেদ ব্যপদেশও দেখা যায়। আশ্রমের ভেদব্যপদেশ ভিন্নপক্ষেই সঙ্গত। একাশ্রমপক্ষে অসঙ্গত। প্রোক্ত কারণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিভিন্নাশ্রমী পুণ্যলোকভাগী এবং অবশিষ্ট

বাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রাপ্তের্জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইতি। অত্রোচ্যতে। ব্রহ্মসংস্থ ইতি হি ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিরনন্যব্যাপারতারূপতন্নিষ্ঠত্বমভিধীয়তে। তচ্চ ত্রয়াণামাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানমুষ্ঠানে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। পরিব্রাজকস্য তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়ো ন সম্ভবত্যননুষ্ঠাননিমিত্তঃ। শমদমাদিস্তু তদীয়ো ধর্ম্মো ব্রহ্মসংস্থতায়া উপোদ্বলকো ন বিরোধি। ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমেব হি তস্য শমদমাদ্যুপবৃংহিতং স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্মযজ্ঞাদি চেতরেষাং তদ্ব্যতিক্রমে চ তস্য প্রত্যবায়ঃ। তথা চ 'ন্যাসোব্রহ্মা। ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা' 'তানি বা এতান্যববাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ' 'বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ' ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। স্মৃতয়শ্চ 'তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ' ইত্যাদ্যা ব্রহ্মসংস্থস্য কর্ম্মাভাবং দর্শয়ন্তি। তস্মাৎ পরিব্রাজকস্যাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রাপ্তের্জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইত্যেষোঽপি দোষো নাবতরতি। তদেবং পরামর্শেঽপীতরেষামাশ্রমাণাং পারিব্রাজ্যং তাবদ্ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণং লভ্যত এব। অনপেক্ষ্যৈব জাবালশ্রুতিমাশ্রমান্তরবিধায়িনীময়মাচার্য্যেণ বিচারঃ প্রবর্ত্তিতঃ। বিদ্যত এব ত্বাশ্রমান্তরবিধিশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা। 'ব্রহ্মচর্য্যং

পরিব্রাজক মোক্ষভাগী। যদি বল, ব্রহ্মসংস্থে শব্দের যোগার্থ সকল আশ্রমেই সম্ভবে, তখন কিরূপে মাত্র পরিব্রাজক বলিতে পার? কারণ যদি আশ্রমমাত্র অবলম্বনে মোক্ষ হয়, তাহা হইলে, জ্ঞানের প্রয়োজন কি? অনন্য চিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওয়া, আর ব্রহ্মসংস্থ হওয়া তুল্যার্থ। পরিব্রাজকবিধি বিধানক্রমে সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাস করিয়াছেন। পরিব্রাজকধর্ম্ম শমাদি। যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে গৃহস্থাদি আশ্রমীর পাপ হয়, সন্ন্যাসীর তাহা হয় না। সন্ন্যাস পরমাত্ম বিজ্ঞানের হেতু, সুতরাং তাহা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সংস্থতার দ্বারা মুক্তি হয়, সে জন্য তাহা মুক্তির কারণ। বিশুদ্ধ বুদ্ধি বৈরাগ্যবান্ যতিরা সন্ন্যাসের সাহায্যে বেদান্তবিজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হন। এপর্য্যন্ত যেরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি আহরণ পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইল, তৎ সমুদায়ে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, প্রব্রজ্যাশ্রমবিধায়িনী জাবাল শ্রুতির প্রতীক্ষা না করিয়াই আচার্য্য ব্যাস এই বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবেক। গার্হস্থ্যান্তে বানপ্রস্থী, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা করিবেক।

সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনীভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা' ইতি। ন চেয়ং শ্রুতিরনধিকৃতবিষয়া শক্যা বক্তুমবিশেষশ্রবণাৎ পৃথগ্বিধানাচ্চানধিকৃতানাম্। 'অথপুনরেব ব্রতী বাঽব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নি রনগ্নিকো বা' ইত্যাদিনা ব্রহ্মজ্ঞানপরিপাকাঙ্গত্বাচ্চ পারিব্রাজ্যস্য নানধিকৃতবিষয়ত্বম্। তচ্চ দর্শয়তি 'অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি' ইতি। তস্মাৎ সিদ্ধা উর্দ্ধরেতস আশ্রমাঃ সিদ্ধশ্চোর্দ্ধরেতঃসু বিধানাদ্বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যমিতি ॥ ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

'স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ। ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম। অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ। তদিদমেবোক্থমিয়মেব পৃথিবী' [ছা০ উ০] ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ কিমুদ্গীথাদিস্তুত্যর্থা আহোস্বিদুপাসনবিধ্যর্থা ইত্যস্মিন্ সংশয়ে স্তুত্যর্থা ইতি যুক্তম্। উদ্গীথাদীনি কর্ম্মাঙ্গান্যুপাদায় শ্রবণাৎ। যথা 'ইয়মেব পৃথিবী জুহূরাদিত্যঃ কূর্ম্মঃ স্বর্লোক আহ-

---

ব্রতচারী হউক অব্রতচারী হউক, স্নাতক হউক অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবেক। পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের অসাধারণ উপায়। সে জন্য তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের জন্য বিহিত। অনন্তর জ্ঞানী প্রব্রজ্যাগ্রহণ, বিবর্ণবস্ত্র পরিধান, মস্তকমুণ্ডন, বিত্তাদিস্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধস্বভাব থাকা, পরাপকার বর্জ্জন, ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। উর্দ্ধরেতঃ আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ এবং জ্ঞানও তদাশ্রম বিহিত বলিয়া স্বতন্ত্র ॥ ২০ ॥

এই অষ্টম রস উদ্গীথ, ইহা পূর্ব্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, "ইহাই ঋক্ অগ্নি এবং ইহাই পৃথিবী। এই সকল শ্রুতি কি উদ্গীথ নিমিত্ত যজ্ঞাঙ্গের স্তুতির নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত। এইরূপ সংশয় হওয়াতে পাওয়া যায়, স্তুতির নিমিত্তই প্রবর্ত্তিত। যেমন যজ্ঞবিদ্যামধ্যে জুহুর স্তুতির নিমিত্ত "ইহাই পৃথিবী"—এখানেও উদ্গীথাদির স্তুতির নিমিত্ত ও স এব রসানাং ইতি শ্রুতি

বনীয়ঃ’ ইত্যাস্থা জুহ্বাদিস্তুত্যর্থাস্তদ্বদিতি চেৎ। নেত্যাহ। ন স্তুতিমাত্রমাসাং শ্রুতীনাং প্রয়োজনং যুক্তমপূর্ব্বত্বাৎ। বিধ্যর্থতায়াং হ্যপূর্ব্বার্থো বিহিতো ভবতি স্তুত্যর্থতায়াং ত্বানর্থক্যমেব স্যাৎ। বিধায়কস্য হি শব্দস্য বাক্যশেষভাবং প্রতিপদ্যমানা স্তুতিরুপযুজ্যত ইত্যুক্তম্ ‘বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিত্যত্র’ [মীমাংসা]। প্রদেশান্তরবিহিতানাং তূদ্গীথাদীনামিয়ং প্রদেশান্তর-পঠিতা স্তুতির্ব্বাক্যশেষভাবমপ্রতিপদ্যমানাঽনর্থিকৈব স্যাৎ। ইয়মেব জুহূরিত্যাদি তু বিধিসন্নিধাবেবাম্নাতমিতি বৈষম্যম্। তস্মাদ্বিধ্যর্থা এবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ॥ ২১॥

ভাবশব্দাচ্চ॥ ২২॥

‘উদ্গীথমুপাসীত সামোপাসীতাহমুক্থমস্মীতি বিদ্যাৎ’ [ছা০ উ০] ইত্যাদয়শ্চ বিস্পষ্টা বিধিশব্দাঃ শ্রূয়ন্তে তে চ স্তুতিমাত্রপ্রয়োজনতায়াং ব্যাহন্যেরন্। তথা চ ন্যায়বিদাং স্মরণং—

> ‘কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
> এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥’ ইতি।

প্রবর্ত্তিত। স্তুতি করাই এই সকল শ্রুতির প্রয়োজন, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এই সকল বাক্য বিধানের নিমিত্ত, ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপরি-জ্ঞাত প্রণবাদি উপাসনার বিধান সিদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্ববাক্যে যদি বিধায়ক শব্দ থাকে, তবেই পরবাক্য তাহার স্তাবক হইতে পারে, এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসায় সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। উদ্গীথ এক প্রদেশে বিহিত, অন্য প্রদেশে তাহার প্রশংসা, ইহা সঙ্গত নহে। অতএব, জুহুস্তাবক বাক্য রস-তমাদি বাক্যের সহিত সমান নহে। অতএব, এসকল শ্রুতি বিধির উদ্দেশেই প্রবর্ত্তিত॥ ২১॥

উদ্গীথ উপাসনা করিবেক, আমি উক্থ হইতেছি, এইরূপ ভাবিবেক ইত্যাদি স্থলে বিধি শব্দের স্পষ্ট শ্রবণও আছে। স্তুতি পক্ষ স্বীকার করিতে গেলে সেই সকলের ব্যাঘাত হইবে। কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্য, ভবেৎ, স্যাৎ, এই পাঁচটীই বিধিবোধক শব্দ। অপিচ, প্রত্যেক প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন

লিঙাদ্যর্থো বিধিরিতি মন্যমানাস্ত এবং স্মরতি। প্রতিপ্রকরণঞ্চ ফলানি শ্রাব্যন্তে 'আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি। এষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্টে। কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা উর্দ্ধ্বাশ্চাবৃত্তাশ্চ' ইত্যেবমাদীনি তস্মাদপ্যুপাসনবিধনার্থা উদ্গীথাদিশ্রুতয়ঃ ॥ ২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

'অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ' 'প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম' 'জানশ্রুতিহ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস' ইত্যেবমাদিষু বেদান্তপঠিতেষ্বাখ্যানেষু সংশয়ঃ কিমিমানি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থান্যাহোস্বিৎ সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থানীতি। পারিপ্লবার্থা ইমা আখ্যানশ্রুতয়ঃ। আখ্যানসামান্যাপ্রয়োগস্য চ পারিপ্লবে চোদিতত্বাৎ। ততশ্চ বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদান্তানাং ন স্যাৎ মন্ত্রবৎ প্রয়োগশেষত্বাদিতি চেৎ। ন। কস্মাৎ। বিশেষিতত্বাৎ। তথা হি 'পারিপ্লবমাচক্ষীত' ইতি হি প্রকৃত্য 'মনুর্বৈবস্বতো

ফল শ্রবণ আছে, তাহাতেও বিধান অনুমিত হয়। অতএব, উদ্গীথাদি শ্রুতি উপাসনা বিধান করিতে প্রবৃত্ত। উদ্গীথের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত নহে ॥ ২২ ॥

বেদান্ত মধ্যে কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিল। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন। তিনি ভোজন করিতেন। বেদান্তপঠিত এই সকল আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সংশয় হয়, এসকল আখ্যায়িকা কি পরিপ্লবার্থ। সংশয়ে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, এসকল আখ্যায়িকা শ্রুতি পারিপ্লবের নিমিত্ত অভিহিত। পূর্ব্ব পক্ষের ফল এই যে, বেদান্ত শাস্ত্র বিদ্যাপ্রধান নহে। বেদান্তপঠিত আখ্যানগুলিকেও কর্ম্মাঙ্গ বলা যায়। শ্রুতি প্রথমতঃ সামান্যাকারে 'পারিপ্লবমাচক্ষীত'—ঋত্বিকগণ যজ্ঞদীক্ষিত রাজাকে পরিপ্লব আখ্যান শুনাইবেন। এইরূপ বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারাই বলিয়াছেন।—প্রথম দিনে রাজা বৈবস্বত মনু, দ্বিতীয় দিনে যম, তৃতীয় দিনে বরুণ ও আদিত্য উপাখ্যান শুনাইবেন। এখন

রাজা' ইত্যেবমাদীনি কানিচিদেবাখ্যানানি তত্র বিশেষ্যন্তে। আখ্যানসামান্যাৎ চেৎ সর্ব্বগৃহীতিঃ স্যাদনর্থকবেদং বিশেষণং ভবেৎ। তস্মান্ন পারিপ্লবার্থা এতা আখ্যানশ্রুতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

অসতি চ পারিপ্লবার্থত্বে আখ্যানানাং সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপাদনোপযোগিতৈব ন্যায্যা। একবাক্যতোপবন্ধনাৎ। তথা হি তত্র তত্র সন্নিহিতাভির্বিদ্যাভিরেকা-বাক্যতা দৃশ্যতে। প্ররোচনোপযোগাৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যোপযোগাচ্চ। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে তাবৎ 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদ্যয়া বিদ্যয়ৈকবাক্যতা দৃশ্যতে। প্রাত-র্দ্দনেঽপি 'প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা' ইত্যাদ্যয়া। 'জানশ্রুতিঃ' ইত্যত্রাপি 'বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ' ইত্যাদ্যয়া। যথা চ 'স আত্মনো বপামুদখিদৎ' ইত্যেবমাদীনাং কর্ম্মশ্রুতি-গতানামাখ্যানানাং সন্নিহিতবিধিস্তুত্যর্থতা তদ্বৎ। তস্মান্ন পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥ ২৪ ॥

বিবেচনা কর, প্রথমে সামান্যাকারে বলিয়া পশ্চাৎ নিষেধ হইতেছে কিনা। প্রথম দিনে রাজা বৈবস্বত মনুর আখ্যান এইরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব, উক্ত বিশেষণের সামর্থ্যে স্থির হইতেছে যে, বেদান্ত কথিত আখ্যায়িকা শ্রুতি পারিপ্লবের অঙ্গ নহে ॥ ২৩ ॥

বেদান্তপঠিত আখ্যায়িকা পারিপ্লবে পা.ı নহে। আখ্যায়িকাস্থ সমুদায় বাক্য উপক্রমাদির সহিত মিলিত করিয়া একই অর্থ গ্রহণ করা ন্যায্য। প্রত্যেক আখ্যায়িকায় প্ররোচনারও বোধসৌকার্য্যের উপযোগ আছে। মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে যে যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকা অভিহিত আছে, তাহার সহিত আত্মাই দ্রষ্টব্য ইত্যাদি জ্ঞানোপদেশের একবাক্যতা দেখা যায়। ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকার সহিত আমিই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্ম ইত্যাদি জ্ঞানের একবাক্যতা দেখা যায়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় তিনি হোমের নিমিত্ত আপনার বপা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইত্যাদিবিধ কর্ম্মকাণ্ডীয় উপাখ্যান শ্রুতির নিকটস্থ বিধির স্তাবকতা অর্থ স্বীকৃত আছে। এই সকল কারণেই বলিতেছি, বেদান্ত পঠিত আখ্যানশ্রুতির পারিপ্লবার্থতা নাই ॥ ২৪ ॥

অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

'পুরুষার্থোঽতঃশব্দাৎ' [বে০ সূ০ ৩।৪।১] ইতোঽতশ্চাবহিতমপি সম্ভবাদত ইতি পরামৃশ্যতে। অত এব চ বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানীত্যাদ্যস্যৈবাধিকরণস্য ফলমুপসংহরত্যধিকবিবক্ষয়া ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে। কিং বিদ্যায়া অত্যন্তমেবানপেক্ষাশ্রমকর্ম্মণামুতাস্তি কাচিদপেক্ষেতি। তত্রাঽত এবাগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়াঃ স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্ত ইত্যেবমত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে—সর্ব্বাপেক্ষা চেতি। অপেক্ষতে চ বিদ্যা সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নাত্যন্তমনপেক্ষৈব। নন্বিরুদ্ধমিদং বচনমপেক্ষতে চাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যা নাপেক্ষতে চেতি। নেতি ব্রূমঃ। উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতে। উৎপত্তিং প্রতি ত্বপেক্ষতে। কুতঃ। যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ। তথা হি শ্রুতিঃ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন' ইতি যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবং দর্শয়তি।

কতিপয় সূত্রের পূর্ব্বে যে পুরুষার্থ ইত্যাদি সূত্র আছে, এখানে সেই সূত্রের অতঃশব্দ সম্ভব বলিয়া আকর্ষণ করা হইয়াছে। যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের হেতু, সেই হেতু গার্হস্থ্যবিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যাফলে নিষ্পত্তি বিষয়ে অনপেক্ষ। একথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। এই কথাটী বলিবার জন্যই এই পঞ্চবিংশতি সূত্র বলা হইল ॥ ২৫ ॥

পঞ্চবিংশতি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা আশ্রমবিহিত অগ্নি ইন্ধনাদি কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে না। সুতরাং পাওয়া গেল, বিদ্যা অল্পমাত্রও কর্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের উক্তরূপ আত্যন্তিক অনপেক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার তৎসংশোধনার্থ ২৬শ সূত্র বলা হইল। ২৬শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা-মোক্ষ বিষয়ে কর্ম্মের অপেক্ষা থাকুক আর না থাকুক, বিদ্যার উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা আছে। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উহা বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান জন্মিলে তখন তাহা ফল দিবার জন্য অন্য কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা করে

বিবিদিষাসংযোগাচ্চৈষামুৎপত্তিসাধনভাবোঽবসীয়তে। 'অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ' ইত্যত্র চ বিদ্যাসাধনভূতস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ সংস্তবাদ্‌যজ্ঞাদীনামপি সাধনভাবঃ সূচ্যতে। 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্' ইত্যেবমাদ্যা চ শ্রুতিরাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনভাবং সূচয়তি। স্মৃতিরপি—

'কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে'॥

ইত্যেবমাদ্যা। অশ্বাদিতি যোগ্যতানিদর্শনম্। যথা যোগ্যতাবশেনাশ্বো ন লাঙ্গলাকর্ষণে যুজ্যতে রথচর্য্যায়ান্তু যুজ্যতে এবমাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যায়া ফলসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্তে উৎপত্তৌ ত্বপেক্ষ্যন্ত ইতি॥ ২৬॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ॥ ২৭॥

যদি কশ্চিন্মন্যেত ন যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবো ন্যায্যো বিধ্যভাবাৎ।

না। ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে বেদানুবচন, যজ্ঞদান, তপস্যা, সন্ন্যাস, এই সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। বিবিদিষন্তি এই বাক্যে যে বিবিদিষা এই কথাটী আছে, সেই কথাতেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদিকর্ম্মের সাধনভাব অবধারিত হয়। সমুদায় বেদ যে প্রাপনীয় বস্তু বলে, সমুদায় তপস্যা যাহাকে বলে, যাহা পাইবার ইচ্ছায় কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্য করে, সেই প্রাপনীয় কি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কর্ম্মসকল জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক পাপনাশক। কর্ম্মের দ্বারা কষায় অর্থাৎ পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মোক্ষফল দিতে উন্মুখ হয়। যোগ্যাযোগ্য বিচার সর্ব্বত্রই আছে। যোগ্য নহে বলিয়া লোকে অশ্বকে লাঙ্গলাকর্ষণে নিযুক্ত করে না। কিন্তু রথকার্য্যে যোজনা করে। তদ্রূপ আশ্রমকর্ম্মও বিদ্যাফল মোক্ষনিষ্পত্তির উপযোগী না হইলেও বিদ্যা-জন্মের উপযোগী॥ ২৬॥

যদি কেহ মনে করেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে বিদ্যাসাধন বলা ন্যায়সঙ্গত নহে। সেই বিষয়ে বিধিশ্রুতি নাই। যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, এই সকল শ্রুতি

'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইত্যেবমাদিকা হি শ্রুতিরনুবাদস্বরূপা বিদ্যাস্তুতিপরা ন যজ্ঞাদিবিধিপরা। ইত্থং মহাভাগা বিদ্যা যৎ যজ্ঞাদিভিরেবৈতামবাপ্তুমিচ্ছন্তীতি। তথাপি তু শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাদ্বিদ্যার্থী 'তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি' ইতি বিদ্যাসাধনত্বেন শমদমাদীনাং বিধানাৎ বিহিতানাঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। নন্বত্রাপি শমাদ্যুপেতো ভূত্বা পশ্যতীতি বর্ত্তমানাপদেশ উপলভ্যতে ন বিধিঃ। নেতি ব্রূমঃ। তস্মাদিতি প্রকৃতপ্রশংসাপরিগ্রহাদ্বিধিত্বপ্রতীতেঃ। পশ্যেদিতি'চ মাধ্যন্দিনা বিস্পষ্টমেব বিধিমধীয়তে। তস্মাদযজ্ঞাদ্যনপেক্ষায়ামপি শমাদীন্যপেক্ষিতব্যানি যজ্ঞাদীন্যপি ত্বপেক্ষিতব্যানি যজ্ঞাদিশ্রুতেরেব। নন্বুক্তং যজ্ঞাদিভির্বিবিদিষন্তি ইত্যত্র ন বিধিরুপলভ্যত ইতি। সত্যমুক্তম্। তথাপি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ সংযোগস্য বিধিঃ পরিকল্প্যতে। ন হ্যয়ং যজ্ঞাদীনাং বিবিদিষাসম্বন্ধঃ পূর্ব্বং প্রাপ্তো যেনানূদ্যেত। তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগোঽদন্তকো হীত্যেবমাদিষু চাশ্রুতবিধিকেষ্বপি বাক্যেষ্বপূর্ব্বত্বাদ্বিধিং পরিকল্প্য পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েতেত্যাদিবিচারঃ প্রথমে তন্ত্রে প্রবর্ত্তিতঃ। তথা চোক্তং 'বিধির্ব্বা ধারণবৎ' ইত্যত্র। স্মৃতিষ্বপি ভগবদ্গীতাস্বনভিসন্ধায় ফলমনুষ্ঠিতানি যজ্ঞাদীনি মুমুক্ষোর্জ্ঞানসাধনানি ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীনি শমাদীনি

অনুবাদরূপিণী, সুতরাং এ শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞাদির বিধান নিষ্পন্ন হয় না। সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতি না থাকিলেও জ্ঞানার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবেন, এইরূপ বিধান থাকায় অবান্তরবাক্যের ভেদস্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞানের উদ্দেশে যজ্ঞাদি কার্য্যের বিধান স্বীকৃত হইতে পারে। স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ না থাকিলেও তদ্বাক্যের উপক্রমে তস্মাৎ শব্দ থাকায় তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত পদার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব উক্ত শ্রুতিতে যেমন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যজ্ঞাদির অপেক্ষা প্রতীত না হইলেও শমদমাদির অপেক্ষা প্রতীত হয় জানিবেক; এইরূপ স্পষ্ট বিধি নাই সত্য, না থাকিলেও যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার সম্বন্ধ পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ প্রয়োগেই বিধির কল্পনা করা হয়। যেহেতু দন্তহীন, সেইহেতু পূষাপিষ্টভাগী ইত্যাদি বাক্যে বিধিশ্রবণ না থাকিলেও অপূর্ব্বতাদৃষ্টে বিধির পরিকল্পনা করিবে, এইরূপ একটী বিচার পূর্ব্বমীমাংসায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থেও ফলাভিসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদিকর্ম্ম করিলে সেই সকল মুমুক্ষুর

চ যথাশ্রমং সর্ব্বাণ্যোবাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি। তত্রাপ্যেবন্বিদিতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি বিবিদিষাসংযোগাত্, বাহ্যানীতরাণি যজ্ঞাদীনিতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রাণসম্বাদে শ্রূয়তে ছন্দোগানাং 'ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি' ইতি। তথা বাজসনেয়িনাং 'ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতং' ইতি। সর্ব্বমস্যাদনীয়মেব ভবতীত্যর্থঃ। কিমিদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদ্বিদ্যাঙ্গং বিধীয়ত উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যত ইতি সংশয়ে বিধিরিতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তথা হি প্রবৃত্তিবিশেষকর উপদেশো ভবতি। অতঃ প্রাণবিদ্যাসন্নিধানাত্তদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরুপদিশ্যতে। নন্বেবং সতি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রব্যাঘাতঃ স্যাৎ। নৈষ দোষঃ। সামান্যবিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ। যথা প্রাণিহিংসাপ্রতিষেধস্য পশুসংজ্ঞপনবিধিনা বাধো যথা চ 'ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্ব্রতম্' ইত্যনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বস্ত্র্যপরিহারবচনেন সামান্যবিষয়ং

সম্বন্ধে জ্ঞানের উপকারক হয়। অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গসাধন এবং যজ্ঞাদি বহিরঙ্গসাধন ॥ ২৭ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণসংবাদ-সন্দর্ভে শুনা যায়, যে প্রাণোপাসক হয়, তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু অনন্ন নহে। ফলিতার্থ, সমস্তই তাহার ভক্ষ্য। প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। প্রদর্শিত শ্রুতি ভক্ষ্যাভক্ষ্যব্যবস্থাভঙ্গ করিয়া প্রাণোপাসককে সর্ব্বভক্ষ্য হইতে উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ এই,—ইহা কি স্তুতিমাত্র, না শমাদির অঙ্গ, না উপাসনার অঙ্গ? এই বাক্য প্রাণোপাসনার নিকটে পঠিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার অঙ্গ। বাদী হয়ত ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে, বিধানের সামান্য বিশেষ দৃষ্ট হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধ হওয়া শাস্ত্র যুক্তি উভয়সিদ্ধ। সুতরাং সে বাধ দোষ নহে। যেমন বামদেব্যবিদ্যাধিকারে কোনও স্ত্রী পরিত্যাগ করিবেক না, এই বিশেষ বিধান দ্বারা সামান্যতঃ গম্যাগম্য শাস্ত্র বাধ প্রাপ্ত হয়,

গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে এবমনেনাপি প্রাণবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বান্নভক্ষণ-বচনেন ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যেতেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—নেদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি। ন হ্যত্র বিধায়কঃ শব্দ উপলভ্যতে। 'ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি' ইতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ। ন চাসত্যামপি বিধি-প্রতীতৌ প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বলোভেনৈব বিধিরভ্যুপগন্তুং শক্যতে। অপি চ শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণস্যান্নমিত্যুক্তেদমুচ্যতে 'নৈবম্বিদি কিঞ্চিদনন্নং ভবতি' ইতি। ন চ শ্বাদিমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যদেহনোপভোক্তুং শক্যতে তু প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্ব-মিতি বিচিন্তয়িতুম্। তস্মাৎ প্রাণান্নবিজ্ঞানপ্রশংসার্থোঽয়মর্থবাদো ন সর্ব্বান্নানু-জ্ঞানবিধিঃ। তদ্দর্শয়তি—সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি। এতদুক্তং ভবতি—প্রাণাত্যয় এব হি পরস্যামাপদি সর্ব্বমন্নমদনীয়ত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে তদ্দর্শনাৎ। তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—'মটচীহতেষু কুরুষু' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে। চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদ্গত

তদ্বৎ সর্ব্ব ভক্ষণ শাস্ত্রও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধা জন্মাইবে। প্রাণোপা-সকের কিছুই অভক্ষ্য নহে। এই বাক্যে বিধায়ক শব্দ নাই। কিন্তু হয় এই-মাত্র আছে। সর্ব্ব ভক্ষণ করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত। বিধিভাবের প্রতীতিও হয় না। সুতরাং সর্ব্বভক্ষণ বাক্যের বিধিত্ব স্বীকার সঙ্গত নহে। আরও দেখ কুক্কুর, শকুনি, কীট, পতঙ্গ সমস্তই তোমার অন্ন। এখন বিবেচনা কর মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি শৃগাল, কুক্কুর, শকুনি, কীট পতঙ্গ এই সমুদায় ভক্ষণ করিতে পারে? অশক্যবিষয়ে বিধি হয় না। অতএব ঐ বাক্য প্রাণান্নবিজ্ঞানের প্রশংসাকারক অর্থবাদ বিধি নহে। সূত্র-কার সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। প্রাণ-সঙ্কটকালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধি উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে দোষ হইবে না, ইহাই শ্রুতির অনুমতি। শ্রুতি আখ্যায়িকায় দেখাইয়াছেন কষ্টদশায় চাক্রায়ণ ঋষির অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। মটচীকর্তৃক কুরুদেশীয় শস্য বিনষ্ট হইলে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইলে কৌরবগণ পতঙ্গ ভক্ষণে জীবিত ছিলেন। সেই সময় চাক্রায়ণ ঋষি বিপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত তদ্দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথিলাদেশের হস্তীপক পল্লীতে গমন করিয়া হস্তীপকের অর্দ্ধোচ্ছিষ্ট কুৎসিত কলায় ভক্ষণ করিয়া

ইভ্যেন সামিখাদিতান্ কুল্মাষাংশ্চখাদানুপানস্তু তদীয়মুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে কারণঞ্চাত্রোবাচ 'ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্' ইতি 'কামো ম উদপানম্' ইতি চ। পুনশ্চোত্তরেদ্যুস্তানেব স্বপরোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়াম্বভুব ইতি। তদেতদুচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেরাশয়াতিশয়ো লক্ষ্যতে। প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসন্ধারণায়াভক্ষ্যমপি ভক্ষয়িতব্যমিতি স্বাস্থাবস্থায়ান্তু তন্ন কর্ত্তব্যং বিদ্যাবতাপীত্যনুপানপ্রত্যাখ্যানাদ্গম্যতে। তস্মাদর্থবাদো 'ন হ বা এবংবিদি' ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥

এবঞ্চ সত্যাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরিত্যেবমাদি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

অপি চ আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণমপি স্মর্য্যতে বিদুষোঽবিদুষশ্চাবিশেষেণ।

পানীয় জল পান না করাতে হস্তীপক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—পানীয় জল পান কর না কেন? তখন চাক্রায়ণী বলিলেন,—জল সেচ্ছালভ্য সুতরাং তোমার উচ্ছিষ্ট পানীয় আমি পান করিব না। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলাম। চাক্রায়ণ পত্নীকে সেই উচ্ছিষ্টাংশ প্রদান করিলে পত্নী তাহা না খাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরদিন ক্ষুধার্ত্ত চাক্রায়ণী তাহা পুনরায় ভক্ষণ করত জনকসভায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য আহারাদি পাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় প্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক অপেয় পান করুক কিন্তু স্বস্থাবস্থায় যেন অভক্ষ্য ভক্ষণ না করে। বিচারের উপসংহার এই যে প্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তাবক। সর্ব্বভক্ষ্যতার বিধায়ক নহে। কিন্তু প্রাণের সর্ব্বভোজিত্ব ভাবনার প্রশংসা ॥ ২৮ ॥

স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়ায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিভাগশাস্ত্র পীড়াপ্রাপ্ত হয় না। অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় এইরূপে ক্রমপরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকিয়া যায় ॥ ২৯ ॥

'জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'॥ ইতি।

তথা 'মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ। সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে। সুরাপাঃ কৃময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ' ইতি চ স্মর্য্যতে বর্জ্জনমনন্নস্য॥ ৩০ ॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩১ ॥

শব্দশ্চানন্নস্য প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ কঠানাং সংহিতায়াং শ্রূয়তে 'তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ' ইতি। সোঽপি 'ন হ বা এবংবিদি' ইত্যস্যার্থবাদত্বাদুপপন্নতরো ভবতি। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয় ইতি॥ ৩১ ॥

বিদ্বান্ হউক আর অবিদ্বান্ হউক বিপৎকালে সকলেই সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করেন। ইহা স্মৃতিতেও আছে। যে ব্যক্তি জীবন-সঙ্কটকালে যাহার তাহার যে সে অন্ন ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তি পাপলিপ্ত হয় না। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না সেইরূপ। প্রাণ-সঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মদ্য বর্জ্জন করিবেন এই কথাও আছে। ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতে সুরাপান বর্জ্জন করিবেন। রাজা সুরাপেয়ী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত করিয়া সুরা ঢালিবেন। যাহারা সুরাপায়ী তাহারা কৃমি-জন্ম প্রাপ্ত হয়॥ ৩০॥

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধক ও স্বেচ্ছাচারনিবর্ত্তক শ্রুতিও আছে। যেহেতু মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না। সেই সেই শ্রুত্যুক্ত নিষেধ ন হ বা ইত্যাদি বাক্যে অর্থবাদ হইলে সঙ্গতার্থ হইতে পারে, অতএব কথিত প্রকার বাক্যমাত্রই অর্থবাদ॥ ৩১ ॥*

---

* প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরবাক্যমর্থবাদঃ স চ ত্রিধা। তদুক্তং——

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ অনুবাদোঽবধারিতে
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানৌ অর্থবাদস্ত্রিধামতঃ॥
আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং বিধিনা
ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাং স্যুঃ॥

ইতি জৈমিনীয়।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

'সর্ব্বাপেক্ষা চ' [বে০সূ০৩।৪।২৬] ইত্যত্রাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্। ইদানীন্তু কিমমুমুক্ষোরপ্যাশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্য বিদ্যামকাময়মানস্য তান্যনুষ্ঠেয়ান্যুতাহো নেতি চিন্ত্যতে। তত্র 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিনা আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাদ্বিদ্যামনিচ্ছতঃ ফলান্তরং কাময়মানস্য নিত্যান্যননুষ্ঠেয়ানি। অথ তস্যাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ন তর্হ্যেষাং বিদ্যাসাধনত্বং নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাদিত্যাস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি। আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ-

---

সর্ব্বাপেক্ষা চ সূত্রে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিদ্যা সাধনতা নিশ্চিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মুমুক্ষু নহে, জ্ঞানপ্রার্থী নহে, কেবল আশ্রমী, সেই ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কিনা এই সন্দেহে প্রথমতঃ পাওয়া যায় যদি ফলান্তরের কামনা থাকে তাহা হইলে—জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানের কোনও আবশ্যক নাই। জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলান্তর কামনায় বিহিত নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য। ইহাতেও বিদ্যাসাধকতার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু নিত্য ও অনিত্য পরস্পর বিরোধী †

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীকে বলা হইয়াছে যে অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেন। যে হেতু শ্রুতিতে যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যতারূপে বিহিত হইয়াছে।*

গুণবাদো যথা যজমানঃ প্রস্তরঃ। অনুবাদঃ নান্তরীক্ষে অগ্নিশ্চেতব্যঃ। ভূতার্থবাদো যথা ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছদিতি ॥

† নিত্যত্বমবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বং। কাম্যত্বমানিত্যত্বমর্থাৎ কামেপরিত্যক্তুং শক্যত্বাৎ। তথাসতি একস্য কর্ম্মণো নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধঃ ইতি প্রাপ্তে এমঃ একস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বং ইতিরাদ্ধান্তায় চতুর্থাধ্যায়সূত্রং। খাদিরে পশুং বধ্নাতি, খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্ব্বীতেত্যাদিকপ্যাদাহর্ত্তব্যং ॥

* যাবজ্জীবং জুহোতীতি ধর্ম্মঃ কর্ম্মণি পুংসি বা কালত্বাৎ কর্ম্ম ধর্ম্মোৎক্তঃ কাম্য একঃ প্রযুজ্যতাং ন কালঃ জীবনং তেন নিমিত্তপ্রবিভাগতঃ কাম্যপ্রয়োগঃ ভিন্নঃ স্যাৎ যাবজ্জীবপ্রয়োগতঃ

ইতি ২য় অধ্যায় ॥

স্যাপ্যমুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যান্যেব নিত্যানি কর্ম্মাণি 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুবতি' ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ। ন হি বচনস্যাতিভারো নাম কশ্চিদস্তি। অথ যদুক্তং নৈবং সতি বিদ্যাসাধনত্বমেষাং স্যাদিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩॥

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্যুঃ। বিহিতত্বাদেব 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিনা। তদুক্তং 'সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববং' ইতি [বে°সূ°৩।৪।২৬] ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমাশ্রমকর্ম্মণাং প্রযাজাদিবৎ বিদ্যাফলবিষয়ং মন্তব্যম্। অবিধিলক্ষণত্বাদ্‌বিদ্যয়া অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্য।

বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে।—অর্থাৎ বচনে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা অস্মদাদির অনুযোজ্য নহে। বলিয়াছিলে যে, বিদ্যাসাধকতা থাকিবেক না, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

ঐ সকল কর্ম্ম বিদ্যার সহকারী—অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে উপকারক। কারণ, ঐ সকল "ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত। এ নির্ণয় "সর্ব্বাপেক্ষা" সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ জ্ঞানের সহকারী সত্য; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির ন্যায় জ্ঞানফল মোক্ষ বিষয়ে নহে। যদ্রূপ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাজ প্রধান যাগের সাহায্য করে,—অর্থাৎ স্বরূপ নির্ব্বাহ করে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য করে না, সেইরূপ, আশ্রমবিহিত কর্ম্মও চিত্তশুদ্ধি পরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের সাহায্য করে, কিন্তু বিদ্যাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহয্য করে না। কারণ, বিদ্যার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, সুতরাং বিধির অধীন নহে। যাহা সাধননিষ্পাদ্য—অর্থাৎ যাহা জন্মায়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য। দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ—অর্থাৎ তাহাতেই বিধি সম্ভব হয়। অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গফল জন্মাইবার সাধন, তাহা যেমন অঙ্গ বর্গের

বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফলসিষাধয়িষয়া সহকারিসাধনান্তরমা-কাঙ্ক্ষতে নৈবং বিদ্যা। তথা চোক্তং 'অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা' ইতি [বেং সূ॰৩।৪।২৬] তস্মাদুৎপত্তিসাধনত্ব এবৈষাং সহকারিত্ববাচো যুক্তিঃ। ন চাত্র নিত্যা-নিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ। কর্ম্মাভেদেঽপি সংযোগভেদাৎ। নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাবজ্জীবাদিবাক্যকল্পিতো ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্। অনিত্যস্ত্বপরঃ সংযোগঃ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিবাক্যকল্পিতঃ। তস্য বিদ্যাফলত্বম্। যথা একস্যাপি খাদিরস্য নিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থতা চ তদ্বৎ॥ ৩৩॥

সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা করে না।—অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত অন্য কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা করে না। স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ-জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। একথা "অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষ." সূত্রে বিচারিত নির্ণীত হইয়াছে। প্রদর্শিত হেতু কূটের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কর্ম্ম-কলাপের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল মোক্ষের পক্ষে নহে। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা করে, তৎপরে আর কিছু করে না।

এই সিদ্ধান্তে বিরোধের আশঙ্কা করিও না। একই কর্ম্ম অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য, একথা বিরুদ্ধ, এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ, কর্ম্ম এক হইলেও সংযোগের পার্থক্য আছে। তদনুসারে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঞ্জন হয়। কর্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই। কর্ম্ম একই, পরন্তু তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ। এক সংযোগ নিত্য, তাহা "যতকাল জীবন ততকাল অগ্নিহোত্র" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক সংযোগ অনিত্য, তাহা "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত। প্রথমোক্ত নিত্য সংযোগ বিদ্যাফলের অভাব আছে এবং শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিদ্যমানতাই আছে। এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপিতা অবশ্যই অবিরুদ্ধ। খদিরযূপ একই কিন্তু যে খদিরযূপ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক হয়, আবার

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বথাপ্যাশ্রমধর্ম্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবাগ্নিহোত্রাদয়ো ধ-অনুষ্ঠেয়াঃ। ত এবেত্যবধারয়ন্নাচার্য্যঃ কিং নিবর্ত্তয়তি। কর্ম্মভেদাশঙ্কামিতি ব্রূমঃ। যথা কুণ্ডপায়িনাময়নে 'মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি' ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ কর্ম্মান্তরমুপদিশ্যতে নৈবমিহ কর্ম্মভেদোহস্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ। শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইতি সিদ্ধবদুৎপন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুঙ্ক্তে ন জুহ্বতীত্যাদিবদপূর্ব্বমেবৈষাং রূপমুৎপাদয়-

---

সেই খাদিরযূপই অনিত্য সংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা পুরুষের উপকারক হয়। সকলিত সিদ্ধান্তও পূর্ব্বমীমাংসানুগত প্রোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ॥ ৩৩॥

অগ্নিহোত্রাদি আশ্রমধর্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও বটে। সুতরাং একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অনুষ্ঠেয়।—অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্ম বলিয়াই হউক আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্ব্বপ্রকারে অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য ব্যাস সূত্রে এব—সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই" এইরূপ সাধারণ বাক্যে সকলের ভেদাশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। কুম্ভপায়ীদিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র যেমন সর্ব্ববিদিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কর্ম্ম এখানে সেরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই।—অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন"—ইত্যাদি উপনিষদ্ বাক্যে জ্ঞান সাধনত্বরূপে,—অর্থাৎ জ্ঞান সাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই উক্ত সিদ্ধান্তের পোষকবাক্য আছে।

শ্রুতিস্থ পোষকবাক্য বা ভৌতচিহ্ন এই যে, শ্রুতি "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মা জানিবেন" এই বলিয়া পূর্ব্বপরিচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে আত্মবিবিদিষায় বিনিয়োগ করিয়াছেন। অপরিচিতরূপ—অর্থাৎ অন্য কোন নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই। স্মৃতিস্থ পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি "যে ব্যক্তি ফল অনুসন্ধান না

তীতি। স্মৃতিলিঙ্গমপি 'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং করোতি যঃ' ইতি বিজ্ঞাতকর্ত্তব্যতাকমেব কর্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি। "যস্যৈতে অষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারা" ইত্যাদ্যা চ সংস্কারপ্রসিদ্ধির্বৈদিকেষু কর্ম্মসু তৎসংস্কৃতস্য বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রেত্য স্মৃতৌ ভবতি। তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্॥ ৩৪॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি॥ ৩৫॥

সহকারিত্বস্যৈবৈতদুপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি শ্রুতির্ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিভিঃ ক্লেশৈঃ 'এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে' ইত্যাদিনা। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি চ ভবন্তি বিদ্যাসহকারীণি চেতি স্থিতম্॥ ৩৫॥

করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে" এই বলিয়া জ্ঞাত কর্ত্তব্যতাকে কর্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তি সহায়তা বর্ণন করিয়াছেন। স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মকলাপের সংস্কার নাম দেখা যায়। সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কার নামের সার্থকবলেও কর্ম্মভেদাশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে। যে স্মৃতিতে বৈদিক কর্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ আছে, সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—"যাহার এই অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার—" ইত্যাদি। যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত তাহারই জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া সুসম্ভব। প্রদর্শিত প্রকারে কর্ম্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জন্য ঐ সাবধারণ প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য॥ ৩৪॥

যেমন প্রদর্শিত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রম-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিদ্যা সহকারিতা নিশ্চিত হয়, তেমনি ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মেরও বিদ্যা হেতুতা অবধারিত হয়। কারণ, শ্রুতিই দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্ন পুরুষ রাগ দ্বেষাদি ক্লেশে অভিভূত হয় না। ক্লেশে অভিভূত না হইলেই নিষ্প্রতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়। যথা—"যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অনুভবারূঢ় হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন্ না।" ইত্যাদি। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম আশ্রমি-কর্ত্তব্যও বটে; তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্যকারীও বটে॥ ৩৫॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিং বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্। আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেষামিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিত্বেনাঽন্তরালে বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে। কুতঃ। তদ্দৃষ্টেঃ। রৈক্কবাচক্রবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্যুপলব্ধেঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোপাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যত ইতিহাসে। নমু লিঙ্গমিদং শ্রুতিস্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং কা নু খলু প্রাপ্তিরিতি সাঽভিধীয়তে ॥ ৩৭ ॥

আশ্রম কর্ম্ম বিদ্যালাভের উপায়, এতৎপ্রসঙ্গে অন্য এক সংশয় উপস্থিত। সে সংশয় এই,—কোন এক আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে নাই এরূপ বিধুর নামক অন্তরালবর্ত্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র তাহাদের বিদ্যাধিকার আছে কি নাই। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম কর্ম্মই বিদ্যালাভের উপায় তখন তাহাদের—অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিদ্যাধিকার অসম্ভাব্য। উত্তর পক্ষ—অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিরূপে অন্তরালে অবস্থান করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধর্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের দেবারাধনা ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব হয়। রৈক্ক ও বাচক্রবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৩৬ ॥

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্নচর্য্যায় থাকিতেন, কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস স্মৃতিতে লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শাস্ত্র কে? বিধায়ক শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সূত্র এতৎ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভির্জ্জপোপবাসদেবতারাধনাদিভির্ধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ—

'জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে' ॥

ইত্যসম্ভবাদাশ্রমকর্ম্মণোঽপি জপেঽধিকারং দর্শয়তি। জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চাশ্রমকর্ম্মভিঃ সম্ভবত্যেব বিদ্যায়া অনুগ্রহঃ। তথাচ স্মৃতিঃ—

'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌'।

ইতি জন্মান্তরসঞ্চিতানপি সংস্কারবিশেষানুগ্রহীতৄন্‌ বিদ্যায়া দর্শয়তি। দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা প্রতিষেধাভাবমাত্রেণাপ্যর্থিনমধিকরোতি শ্রবণাদিষু। তস্মাদ্বিধুরাদীনামপ্যধিকারো ন বিরুধ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অতস্ত্বন্তরালবর্ত্তিত্বাদিতরদাশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়োবিদ্যাসাধনং শ্রুতিস্মৃতিসন্দৃষ্ট-

---

জ্ঞানের অবিরোধী কেবল মাত্র পুরুষ সম্বন্ধীয়—জপ, উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পরে। স্মৃতি বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণ জপকর্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ হন। অন্য কোন আশ্রমধর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ"। এই স্মৃতি বিধুর ও দরিদ্রদিগের আশ্রম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে বলিয়াছেন। অন্য স্মৃতিতেও আছে "বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।" এই স্মৃতি জন্মান্তর-সঞ্চিত ধর্ম্মসংস্কার-বিশিষ্ট-দিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন। বিদ্যার—অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট—অর্থাৎ ঐহিক বা প্রত্যক্ষ। সুতরাং প্রতিবন্ধকের অভাব বা প্রতিবন্ধক মোচন হইলেই বিদ্যা সাধক শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিদ্যা-ধিকার জন্মে। অতএব বিধুর প্রভৃতির বিদ্যাধিকার অবিরুদ্ধ ॥ ৩৮ ॥

বিধুর—অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমাবস্থান শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যে, আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রাম-বিহিত অনুষ্ঠান উপচিত হইতে থাকে।

স্থাৎ। শ্রুতিলিঙ্গাচ্চ 'তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ' ইতি। 'অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ'। 'সম্বৎসরমনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রমেকঞ্চরেৎ' ইতি চ স্মৃতিলিঙ্গাৎ॥ ৩৯॥

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি
নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ॥ ৪০॥

সন্ত্যূর্দ্ধরেতস আশ্রমা ইতি স্থাপিতম্। তাংস্ত প্রাপ্তস্য কথঞ্চিত্ততঃ প্রচ্যুতিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বধর্ম্মস্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া রাগাদিবশেন বা প্রচ্যুতোঽপি স্যাৎ বিশেষাভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। তদ্ভূতস্য তু প্রতিপন্নোর্দ্ধরেতোভাবস্য ন কথঞ্চিদপ্যতদ্ভাবো ন ততঃ প্রচ্যুতিঃ স্যাৎ। কুতঃ। নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ। তথা হি—অত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্নিতি অরণ্যমিয়াদিতি পদস্ততো ন পুনরেয়াদিত্যুপনিষদিতি।

তৎকারণে আশ্রমীবস্থানের জ্ঞানসাধনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ। আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন এবং স্মৃতিও বলিয়াছেন। অধিকন্তু স্মৃতি অনাশ্রমীর নিন্দা করিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"আশ্রমধর্ম্মে রত থাকিলে ক্রমে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ও তেজঃসম্পন্ন হয়।" স্মৃতি যথা—"দ্বিজ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না। যদি পূর্ণ এক বৎসর অনাশ্রমী থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তাত্মক কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে।" ৩৯॥

শাস্ত্রে ঊর্দ্ধরেত আশ্রমের—অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান আছে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে সংশয়—সে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার তাহা হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে কি না?—অর্থাৎ ফিরিয়া আবার গার্হস্থ্যাদি গ্রহণ করিতে পারে কি না? কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আর একবার পূর্ব্বধর্ম্ম সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ ইচ্ছার দ্বারা ফিরিতেও পারে। আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়, দোষশ্রুতি থাকায় পুনর্গার্হস্থ্য অশাস্ত্রীয়। এইরূপ পক্ষাপক্ষ লাভ হয় বলিয়াই সূত্রকার তন্নির্ণয়ার্থ সূত্র বলিলেন। সূত্রের অর্থ এই যে, তদ্ভূত একবার সেই ভাব প্রাপ্ত

"আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আবিমোক্ষাৎ শরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেদ্যথাবিধি ॥"

ইতি চৈবজ্জাতীয়কো নিয়মঃ প্রচ্যুত্যভাবং দর্শয়তি। যথা চ 'ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ' ইতি চৈবমাদীন্যারোহরূপাণি বচাংস্যুপলভ্যন্তে নৈবম্প্রত্যবরোহরূপাণি। ন চৈবমাচারাঃ শিষ্টা বিদ্যন্তে। যত্তু পূর্ব্বধর্ম্মস্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া প্রত্যবরোহণমিতি তদসৎ। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' ইতি স্মরণাৎ। ন্যায়াচ্চ। যো হি যং প্রতি

অর্থাৎ চতুর্থাশ্রম প্রাপ্ত হইলে আর তাহার অতদ্ভাব—অর্থাৎ কোনও প্রকারে ইচ্ছোদ্রেক হইলেও তাহা হইতে অবরোহণ নাই। তৎপ্রতি হেতু—নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব। নিয়ম—অর্থাৎ মরণান্ত অরণ্যবাস প্রভৃতির নিয়ম। —শাস্ত্রও সেইরূপে থাকিবার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। অতদ্রূপতা—অর্থাৎ সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়া পুনর্গার্হস্থ্য না করা। শাস্ত্র সেরূপ করার দোষোদ্‌ঘোষণ করিয়াছেন। অভাব—অর্থাৎ শিষ্টাচারের অভাব। কোনও শিষ্ট সেরূপ করেন নাই।

নিয়ম যথা—"আপনাকে গুরুগৃহে অতিশায়িত ক্লেশসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা ক্লিষ্ট করত পরে অরণ্যে গমন করিবে ;—অর্থাৎ নির্জ্জনসেবিত্ব উপলক্ষিত উদ্ধরেত আশ্রম অবলম্বন করিবেক। ইহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ। তাহা হইতে আর পুনরাগত হইবেক না—অর্থাৎ পুনর্গার্হস্থ্যে আসিবেক না। ইহাই উপনিষৎ—অর্থাৎ রহস্য"। "গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া চার আশ্রমের কোনও এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধি-বিধানক্রমে অনুষ্ঠান করিবেক।" এইরূপ এইরূপ নিয়ম বা নিয়ামক শাস্ত্র উত্তরাশ্রমগৃহীতার পূর্ব্বাশ্রমে ফিরিয়া আসা নাই বলিয়াছেন। অতদ্রূপ—অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের ন্যায় অবরোহণ ক্রমের অভাব দেখা যায়। "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবেক, অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক।"

এই যেমন পর পর উচ্চ আশ্রম গমনের ক্রম দেখা যায়, এরূপ অবরোহণ-ক্রম কুত্রাপি বা কোনও শাস্ত্রবাক্য দৃষ্ট হয় না, অপিচ ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে শিষ্টাচারও নাই। কোনও শিষ্টকে উত্তরাশ্রম গ্রহণের পর পুনর্গার্হস্থ্য করিতে

বিধীয়তে স তস্য ধর্ম্মো ন তু যো যেন স্বনুষ্ঠাতুং শক্যতে। চোদনালক্ষণত্বাদ্ধর্ম্মস্য। ন চ রাগাদিবশাৎ প্রচ্যুতিঃ। নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ। জৈমিনেরপীত্যপিশব্দেন জৈমিনিবাদরায়ণয়োরত্র সম্প্রতিপত্তিং শাস্তি প্রতিপত্তিদার্ঢ্যায় ॥ ৪০ ॥

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ ॥ ৪১ ॥

যদি নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী প্রমাদাদবকীর্য্যেত কিং তস্য 'ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভমালভেত' ইত্যেতৎ প্রায়শ্চিত্তং স্যাদুত নেতি। নেত্যুচ্যতে। যদপ্যধিকারলক্ষণে নির্ণীতং প্রায়শ্চিত্তং—অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাদিতি তদপি ন নৈষ্ঠিকস্য ভবিতুমর্হতি। কিং কারণম্।

দেখা যায় নাই। বলিয়াছিলে যে,পূর্ব্বধর্ম্ম সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছায় পুনরাবর্ত্তন ঘটিতে পারে, আমরা বলি, ঘটিতে পারে না; কারণ এই যে, স্মৃতির অনুশাসন আছে। "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরধর্ম্ম অপেক্ষা অল্প কিছু স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।" এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, যে যাহা ভালরূপ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ—তাহাই তাহার ধর্ম্ম, এমন নহে, কিন্তু যাহা যাহার জন্য বিহিত—তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ইহাই বিধিবাক্যসমূহের" ধর্ম্ম বা ধর্ম্মলক্ষণের রহস্য। চতুর্থাশ্রমী স্বাবলম্বিত আশ্রম হইতে চ্যুত হইতে পারিত যদি রাগের—অর্থাৎ ঐচ্ছিক ব্যবহারের প্রাবল্য থাকিত; কিন্তু রাগ প্রাবল্যের সম্ভাবনা নাই। কারণ, ভাল অপেক্ষা নিয়ম শাস্ত্র বলবান্ এবং তাহারই বলে রাগের খর্ব্বতা সংঘটন হয়। এ সিদ্ধান্ত কেবল বাদরায়ণসম্মত নহে, জৈমিনিসম্মতও বটে ॥ ৪০ ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দৈবাৎ বা অনবধানতা প্রযুক্ত অবকীর্ণী—অর্থাৎ ভগ্নব্রত বা ব্রহ্মচর্য্য চ্যুত হন তাহা হইলে তাঁহাকে "অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নির্ঋতি দেবতার উদ্দেশে গর্দ্দভ পশু আলম্ভন করিবেন" এতৎ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কিনা তাহা এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে। বিচারের নিষ্কর্ষ এই যে, হইবে না। যদিও অধিকারনির্ণয় প্রকরণে কথিত-প্রকার প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে, কথিত হইয়াছে, তথাপি সে নির্ণয় নৈষ্ঠিকের জন্য নহে।

কেন না নৈষ্ঠিকের অগ্ন্যাধান নাই। অগ্ন্যাধান না থাকায় উক্ত প্রায়শ্চিত্ত

'আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা'॥

ইত্যপ্রতিসমাধেয়পতনস্মরণাৎ ছিন্নশিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপপত্তেঃ। উপকুর্ব্বাণস্য তু তাদৃক্‌পতনস্মরণাভাবাদুপপদ্যতে তৎ প্রায়শ্চিত্তম্॥ ৪১॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্॥ ৪২॥

অপি ত্বেকে আচার্য্যা উপপাতকমেবৈতদিতি মন্যন্তে যন্নৈষ্ঠিকস্য গুরুদারাদিভ্যোঽন্যত্র ব্রহ্মচর্য্যং বিশীর্য্যতে ন তন্মহাপাতকং ভবতি গুরুতল্পাদিষু মহাপাতকেষ্বপরিগণনাৎ। তস্মাদুপকুর্ব্বাণবন্নৈষ্ঠিকস্যাপি প্রায়শ্চিত্তভাবমিচ্ছন্তি। ব্রহ্মচারিত্বাবি-

---

অসম্ভব। তাঁহার অগ্ন্যাধানের যথাযোগ্য কাল অতিক্রান্ত। শাস্ত্রে আছে "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে চ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিনা যে, তদ্দ্বারা সেই আত্মঘাতী অতিপাতকী শুদ্ধ হইতে পারে।" এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিকের বিবাহকরণজনিত পাপের নাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকা অভিহিত হইয়াছে। পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকায় তৎকর্ম্মকরণে পতিত হইতে হয়, সুতরাং অজ্ঞানকৃত সকৃৎ ব্রহ্মচর্য ভঙ্গের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে, সে প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণের পক্ষেই বিহিত। নৈষ্ঠিকের পক্ষে নহে। যেমন শিরশ্ছেদের চিকিৎসা নাই, তেমনি নৈষ্ঠিক আশ্রম আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ করিলে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত নাই। উপকুর্ব্বাণের সেরূপ পাতিত্য শুনা যায় না, সুতরাং উক্ত প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিহিত॥ ৪১॥

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন ও বলেন, তাহা উপপাতক মধ্যে গণ্য। যদি নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তির গুরুপত্ন্যাদি ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাতে মহাপাতক হয় না, কিন্তু উপপাতক হয়। কারণ, শাস্ত্রে তাহা মহাপাতক গণনায় পরিগণিত হয় নাই। যাহাতে যাহাতে মহাপাতক জন্মে তাহা তাহা স্মৃতিতে পরিগণিত আছে; পরন্তু সে গণনায় গুরুশয্যাভিগম প্রভৃতি গণিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য স্ত্র্যভিগম গণিত হয় নাই; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, নৈষ্ঠিকের গুরুপত্নী ব্যতীত অন্য নারীতে ব্রহ্মচর্য্য অবসন্ন হইলে, মহাপাতক না হউক উপপাতক হয়।

শেষাদবকীর্ণিত্বাবিশেষাচ্চ। অশনবৎ। যথা ব্রহ্মচারিণো মধুমাংসাশনে ব্রতলোপঃ পুনঃ সংস্কারশ্চৈবমিতি। যে হি প্রায়শ্চিত্তাভাবমিচ্ছন্তি ন তেষাং মূলমুপলভ্যতে। যে তু ভাবমিচ্ছন্তি তেষাং ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী স্বেতদবিশেষশ্রবণং মূলম্। তস্মাদ্ভাবো যুক্ততরঃ। তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে—'সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ' ইতি। প্রায়শ্চিত্তাভাবস্মরণন্ত্বেবং সতি যত্নগৌরবোৎপাদনার্থমিতি ব্যাখ্যাতব্যম্। এবং ভিক্ষুবৈখানসয়োরপি বানপ্রস্থো দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রঞ্চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ। ভিক্ষুর্ব্বানপ্রস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জ্জং স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ, ইত্যেবমাদিপ্রায়শ্চিত্তস্মরণমনুসর্ত্তব্যম্॥ ৪২॥

যে হেতু উপপাতক হয়, সেই হেতু উপকুর্ব্বাণের ন্যায় নৈষ্ঠিকেরও উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিতে হয়। ব্রহ্মচারিত্ব ও অবকীর্ণিত্ব দু'এতেই আছে, সুতরাং দুই-ই প্রায়শ্চিত্তার্হ। ইহার দৃষ্টান্ত অশন—অর্থাৎ অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয় পান। যেমন মদ্য পানে ও মাংস ভক্ষণে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য থাকে না, নষ্ট হয়, অনন্তর তাহার পুনঃ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়, সামান্যতঃ রেতঃসেক নিবন্ধন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলেও সেইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। মদ্য মাংস ভক্ষণ করিলে তাহারা যেরূপ প্রায়শ্চিত্তী হয়, রেতঃসেক করিলেও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তী হয়।

যাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত নাই বলেন, তাঁহার নির্মূল ব্যবস্থা দেন।—অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না থাকা পক্ষে কোনরূপ মূল দেখা যায় না। যাঁহারা তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের ভাব—অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে বলেন, তাঁহারা অমূলক বলেন না, সমূল কথাই বলেন। "ব্রহ্মচারী অবকীর্ণী—অর্থাৎ ব্রত ভঙ্গ হইলে—এই শাস্ত্র তাঁহাদের মূল। অতএব, ভাব পক্ষই ন্যায্য ও শাস্ত্রসঙ্গত। এসিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার যববরাহাধিকরণ সম্মত। পূর্ব্বমীমাংসার প্রথমাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে "প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতীতি সমান হইলে শাস্ত্রীয় প্রতীতিই গ্রাহ্য। কেননা শাস্ত্রীয় প্রতীতিই ধর্ম্মের নিমিত্ত—ধর্ম্মলাভের উপায়"। "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি—প্রায়শ্চিত্ত দেখি না" একথা যত্নাধিক্য উৎপাদনের জন্যই বলা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তাভাব সমর্থনের জন্য নহে। পশ্চাদুক্ত প্রমাণ অনুসারে ভিক্ষু ও বৈখানস সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

যদূর্দ্ধরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং যদি বোপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্ত্তব্যাঃ।

'আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা' ॥ ইতি
'আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্।
উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ' ॥ ইতি

চৈবমাদিনিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যঃ শিষ্টাচারাচ্চ। ন হি যজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অঙ্গেষপাসনেষু সংশয়ঃ। কিন্তানি যজমানকর্ম্মাণ্যাহোস্বিদৃত্বিক্‌কর্ম্মাণি।

জানিবে। "ব্রতভঙ্গ—অর্থাৎ অনবধানতায় ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইলে বানপ্রস্থ দ্বাদশরাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিয়া বহু-তৃণকাষ্ঠ বর্দ্ধন করিবেন। সকৃৎ ও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্য্য ভ্রংশ হইলে বানপ্রস্থের ন্যায় ভিক্ষুও সোমবৃদ্ধি বর্জ্জিত কৃচ্ছ্রব্রত করিবেন এবং সশাস্ত্রোক্ত সংস্কার করিবেন।" ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥

ঊর্দ্ধরেত আশ্রমীরা স্বকীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে মহাপাতক হউক আর উপপাতক হউক, প্রায়শ্চিত্ত করুক বা না করুক, সাধু কর্ত্তৃক তাঁহারা সমাজ চ্যুত হইবেন। এই বিষয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয় প্রমাণ আছে। শাস্ত্র কথা "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না যে, সেই আত্মঘ্ন সে পাপ হইতে শুদ্ধ হয়—অর্থাৎ নিষ্কৃতি পায়।" "আরূঢ় পতিত ব্রাহ্মণকে সমাজ চ্যুত—অর্থাৎ রাজার দ্বারা নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিবেক। উদ্বন্ধন মৃত ও কৃমিদষ্টক মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেক।" অতিশয়িত নিন্দাবোধিকা এই সকল স্মৃতি প্রোক্ত অর্থের পোষক প্রমাণ। অপিচ, সাধুলোক যে তাদৃশ ব্যক্তির সহিত একত্রে জাগযজ্ঞ করেন না বৈবাহিক সম্বন্ধও করেন না, সে সকল ব্যবহারও শাস্ত্রব্য প্রমাণ ॥ ৪৩ ॥

কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। 'যজমানকর্ম্মাণীতি। কুতঃ। ফলশ্রুতেঃ। ফলং হি শ্রূয়তে 'বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে' ইত্যাদি [ছা•উ•]। তচ্চ স্বামিগামি ন্যায্যং তস্য সাঙ্গে প্রয়োগেঽধিকৃতত্বাদধিকৃতাধিকারত্বাচ্চৈবঞ্জাতীয়কস্য। ফলঞ্চ কর্ত্তৃর্য্যুপাসনানাং শ্রূয়তে 'বর্ষত্যস্মৈ য উপাস্তে' ইত্যাদি [ছা•উ•]। নমু ঋত্বিজোঽপি ফলং দৃষ্টং—আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তীতি। ন। তস্য বাচনিকত্বাৎ। তস্মাৎ স্বামিন এব ফলবৎসূপাসনেষু কর্ত্তৃত্বমিত্যাত্রেয় আচার্য্যোমন্যতে ॥ ৪৪ ॥

যজ্ঞাঙ্গ প্রণব প্রভৃতিতে যে সকল উপাসনা বিহিত, সে সকলে অপর এক সংশয় হইতে পারে। সে সকল যজমানের কি পুরোহিতের?

পূর্ব্বপক্ষে প্রতীত হয়, তাহা যজমানেরই। কারণ, যজমানের সম্বন্ধেই ফল শ্রবণ আছে। যথা—"যে এবম্প্রকার জ্ঞানে জানিয়া বৃষ্টিতে সাম-পঞ্চক উপাসনা করে, দেবতারা তাহারই সম্বন্ধে জল বর্ষণ করেন।" এখানে দেখ কথিত ফল স্বামিগামী—অর্থাৎ যজমানগামী বলিয়া শ্রুত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতার ফল লাভ হওয়া ন্যায্য। ঐ রূপ ফলে যজমানেরই অধিকার। কেননা যজ্ঞ যজমানেরই অধিকৃত। অভিপ্রায় এই যে, যজমানই যজ্ঞ করে এবং যজমানই উপাসনা করে; সুতরাং প্রোক্ত ফল যজমানেরই হয়, পুরোহিতের হয় না। পুরোহিত কর্ত্তা নহেন, কর্ত্তার নিযুক্ত মাত্র। উপাসনাকারী ফল প্রাপ্ত হন, ইহা অন্য শ্রুতিতেও শুনা যায়। যথা—"যে উপাসনা করে তাহারই উদ্দেশে বর্ষণ হয়।" ইত্যাদি।

যদি বল যে ঋত্বিগ্‌গামী ফল শ্রবণও আছে, যথা—"আপনার জন্য অথবা যজমানের জন্য যে কাম্যের কামনা করে পুরোহিত সেই কাম্যের গান করিতেছে।" ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমরা বলিব, তাহা নহে।—অর্থাৎ প্রদর্শিত ফলও ঋত্বিক্‌গামী নহে। কারণ, তাহা বাচনিক বচন প্রতিপাদিত। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, ফলার্থ যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল স্বামীর—অর্থাৎ যজমানের কর্ত্তব্য, পুরোহিতের নহে। যজমানই সেই সকল উপাসনা করিবেন, পুরোহিত করিবেন না। এ নির্ণয় আত্রেয় নামক আচার্য্যের অভিমত ॥ ৪৪ ॥

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥

নৈতদস্তি স্বামিকর্ম্মাণ্যুপাসনানীতি। ঋত্বিক্কর্ম্মাণ্যেতানি স্যুরিত্যৌডুলোমিরাচার্য্যোমন্যতে। কিং কারণম্। তস্মৈ হি সাঙ্গায় কর্ম্মণে ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে। তৎপ্রয়োগান্তঃপাতীনি চোদ্গীথাদ্যুপাসনান্যধিকৃতাধিকারত্বাৎ। তস্মাৎ গোদোহনাদিকর্ম্মনিয়মবদেব ঋত্বিগ্‌ভির্নির্ব্বর্ত্তেরন্। তথা চ—'তং হ বকো দাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার স হ নৈমিষীয়াণামুদ্গাতা বভূব' ইত্যুদ্গাতৃকর্ত্তৃকতাং বিজ্ঞানস্য দর্শয়তি। যত্তূক্তং কর্ত্রাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। পরার্থত্বাদৃত্বিজোঽন্যত্র বচনাৎ ফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

'যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি যজমানায়ৈব তামাশাসত

ঔডুলোমী বলেন তাহা নহে।—অর্থাৎ সে সকল উপাসনা স্বামীর—অর্থাৎ যাগকর্ত্তা যজমানের কর্ত্তব্য নহে। সে সকল ঋত্বিকের—অর্থাৎ যজ্ঞ-পুরোহিতেরই কর্ত্তব্য। হেতু এই যে, ঋত্বিক্ সেই সকল কর্ম্মের জন্যই যজমান কর্ত্তৃক ক্রীত—অর্থাৎ যজমান তাঁহাদিগকে আত্মগামী যজ্ঞফল উৎপাদনার্থ দ্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন। উদ্গীথাদি উপাসনা যজ্ঞেরই অন্তঃপাতী, সে জন্য তাঁহা যজ্ঞনির্ব্বাহক ঋত্বিকেরই নির্ব্বাহ্য।

ঋত্বিক্‌গণ যজমানের নিকট যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই কারণে তাঁহারা যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার অধিকারী। অতএব, যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত গোদোহনাদি কর্ম্ম যেমন ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়, যজমান তাহা করেন না, সেইরূপ উদ্গীথাদি উপাসনাও ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবেক, যজমান তাহা করিবেন না। "দলভগোত্রীয় বকনামা ঋষি নৈমিষ্যারণ্যবাসীদিগের যজ্ঞে উদ্গাতা হইয়াছিলেন এবং তিনিই তাহা জানিয়াছিলেন—অর্থাৎ উপাসনা করিয়াছিলেন।" এই শ্রুতি বিজ্ঞানে উদ্গাতারই কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়াছেন। আত্রেয় যে বলিয়াছেন,—শ্রুতি দেখাইয়াছেন, ফল যজ্ঞকর্ত্তার আশ্রিত। যজ্ঞকর্ত্তাই যজ্ঞফল পায়, তাহা দোষাবহ নহে।—অর্থাৎ তাহাও এতৎ সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে। কারণ, ঋত্বিক্ সকল পর-প্রয়োজনে নিযুক্ত; সুতরাং বিস্পষ্ট বচন ব্যতীত ফলের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় বা আছে, তাহা বলা যায় না ॥ ৪৫ ॥

ইতি হোবাচেতি' 'তস্মাদু হৈবম্বিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ কং তে কামমাগায়ানি' ইতি [ছা° উ°] ঋত্বিক্কর্ত্তৃকস্য বিজ্ঞানস্য যজমানগামি ফলং দর্শয়তি।' তস্মাদঙ্গোপাসনানামৃত্বিক্কর্ম্মত্বসিদ্ধিঃ॥ ৪৬॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ॥ ৪৭॥

'তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ' ইতি বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। মৌনং বিধীয়তে ন বেতি। ন বিধীয়ত ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্রৈব বিধেরবসিতত্বাৎ। ন হ্যথ মুনিরিত্যত্র বিধায়িকা বিভক্তিরুপলভ্যতে। তস্মাদয়মনুবাদো যুক্তঃ। কুতঃ প্রাপ্তিরিতি চেৎ। মুনিপণ্ডিত-

---

"ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে যে প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের জন্যই করেন, ঋষি এই কথা বলিলেন। অতএব, তদভিজ্ঞ উদ্গাতা যজমানকে বলিবেন,—"তোমার কোন্ কামনা গান করিব—প্রার্থনা করিব।" এই শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, জ্ঞান বা উপাসনা ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহার ফল যজমানের। প্রদর্শিত কারণে স্থির হইতেছে যে, যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য, যজমানের নহে॥ ৪৬॥

বৃহদারণ্যকে আছে—"সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতর রূপে লব্ধ হইলে মুনি হইবেন। মৌন ও অমৌন নিশ্চয় রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়।—অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার হয়।" অধ্যয়নাদি প্রভব ব্রহ্ম বুদ্ধির না পণ্ডা তদ্বিশিষ্ট সাধকই পণ্ডিত, তাহার কার্য্য পাণ্ডিত্য—অর্থাৎ ব্রহ্ম শ্রবণ তাহা অসন্দিগ্ধ ও অবিপর্য্যস্ত রূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ হয়। বাল্য—বালভাব—অর্থাৎ চিত্তের সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি। কথা গুলির অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য—অসম্ভাবনা ত্যাগরূপ মননই মৌন। সঙ্কলিতার্থ অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি। মুনি—নিরন্তর মননশীল—অর্থাৎ নিদিধ্যাসনতৎপর সমুদায় কথার নিষ্কর্ষ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অবিচাল্য বা স্থিততর হওয়ার পর ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ বা ব্রহ্মাহমিত্যাকার অনুভব প্রাপ্ত। এই স্থলে

শব্দয়োর্জ্ঞানার্থত্বাৎ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেত্যত্রৈব প্রাপ্তং মৌনম্। অপি চ, অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ ব্রাহ্মণ ইত্যত্র তাবদ্‌ব্রাহ্মণত্বং ন বিধীয়তে প্রাগেব প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাদ্‌যথাঽথ ব্রাহ্মণ ইতি প্রশংসাবাদস্তথৈবাঽথ মুনিরিত্যপি ভবিতুমর্হতি। সমাননির্দ্দেশত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সহকার্য্যন্তরবিধিরিতি। বিদ্যাসহকারিণো মৌনস্য বাল্য-পাণ্ডিত্যবদ্বিধিরেবাশ্রয়িতব্যঃ। অপূর্ব্বত্বাৎ। ননু পাণ্ডিত্যশব্দেনৈব মৌনস্যাবগতত্বমুক্তম্। নৈষ দোষঃ। মুনিশব্দস্য জ্ঞানাতিশয়ার্থত্বান্মননান্মুনিরিতি চ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ, "মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ" ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ। ননু মুনিশব্দ উত্তমাশ্রমবচনোঽপি দৃশ্যতে 'গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্' ইত্যত্র। ন। "বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ" ইত্যাদিষু ব্যভিচারদর্শনাৎ। ইতরাশ্রমসন্নিধানাচ্চ। পারিশেষ্যাৎ তত্রোত্তমাশ্রমোপাদানং

সংশয়—উল্লিখিত শ্রুতিতে মৌনের বিধান হইয়াছে কি না? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যভাবে অবস্থান করিবেক। মাত্র এই স্থানেই বিধিবিভক্তি দেখা যায়; মুনিবাক্যে বিধিবিভক্তি দেখা যায় না। মুনিবাক্যে "অথ মুনিঃ" এই মাত্র আছে। বিধিবিভক্তি না থাকাতেই বুঝা যাইতেছে, প্রোক্ত বাক্যে মৌনের বিধান হয় নাই, মাত্র তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ বলাই যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত।

যদিবল প্রাপ্তি ব্যতীত অনুবাদ হয় না। মৌনের প্রাপ্তি কোথায়? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিত শব্দের জ্ঞানবাচিতা আছে। সুতরাং "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি। প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ। "অথ ব্রাহ্মণঃ" এখানে যেমন ব্রাহ্মণত্বের বিধান নহে; পূর্ব্বেই তাহার প্রাপ্তি আছে। প্রাপ্তি থাকায় তাহার উল্লেখ প্রশংসাবাদ, তেমনি "অথ মুনিঃ" এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতেছেন—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ। মৌনজ্ঞানের সহকারী, সে জন্য তাহাও বাল্য পণ্ডিতদের ন্যায় বিহিত।—অর্থাৎ বিধিবিভক্তি না থাকিলেও অপূর্ব্বতা বিধায় মৌনের বিধিত্ব অনুমান করিবে। বলিয়াছিলে যে পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিত্ব পওয়া যায়; তদুত্তরে আমরা বলি, পাওয়া গেলেও তাহা দোষাবহ নহে।—অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের

জ্ঞানপ্রধানত্বাদুত্তমাশ্রমস্য। তস্মাদ্বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে। যত্তু বাল্য এব বিধেঃ পর্য্যবসানমিতি, তথা-প্যপূর্ব্বত্বান্মুনিত্বস্য বিধেয়ত্বমাশ্রীয়তে—মুনিঃ স্যাদিতি। নির্ব্বেদনীয়ত্বনির্দ্দে-শাদপি মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্বিধেয়ত্বাশ্রয়ণম্। তদ্বতো বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ। কথং বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিন ইত্যবগম্যতে তদধিকারাৎ 'আত্মানং বিদিত্বা পুত্রাদ্যেষণাভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' ইতি। নন্থ সতি বিদ্যাবত্ত্বে প্রাপ্নোত্যেব তত্র বিদ্যাতিশয়ঃ কিং মৌনবিধিনা ইত্যত আহ—পক্ষেণেতি। এতদুক্তং ভবতি—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শনপ্রাবল্যান্ন প্রাপ্নোতি তস্মিন্নেষ বিধি-

---

প্রাপ্তি হয় না, কারণ মুনিশব্দ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানাতিশয়বাচী এবং "মননা মুনিরুচ্যতে" এই বুৎপত্তি অনুসারে উহার মুখ্যার্থ মনন। "আমি মুনির মধ্যে ব্যাস" এইরূপ প্রয়োগও আছে।

যদি বল, মুনি শব্দের উত্তমাশ্রম বাচিতাও আছে; যথা,—"গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল, মৌন ও বানপ্রস্থ।" প্রদর্শিত শাস্ত্রে মৌন শব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য, পরন্তু উহা তাহার অসাধারণ বোধক নহে।—অর্থাৎ উক্তা-র্থের ব্যভিচার অন্য প্রয়োগে দৃষ্ট হয়। যথা—"মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি"। উত্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সেজন্য মৌনশব্দে উত্তমাশ্রমই গ্রাহ্য। সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায় দ্বয় অপেক্ষা মৌন তৃতীয়স্থানে পরিপঠিত এবং জ্ঞানাতিশয়রূপ মৌন উদাহৃত-মুনি বাক্যেই বিহিত। যদিও "বাল্যেন তিষ্ঠা-সেৎ"—বাল্যে অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান—অর্থাৎ বিধিত্ব কেবল বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ, তথাপি পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মৌনও বিধেয়। এস্থলে "মুনি হইবেক" এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মুনিধর্ম্মে নির্ব্বেদের উল্লেখ আছে। সে কারণেও বাল্য পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনের বিধেয়তা। এই মৌন বিদ্যাবানের সম্বন্ধেই বিহিত।—অর্থাৎ জ্ঞানীরাই মৌন সাধনের অধিকারী। বিদ্বান্ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মৌনাধিকার উক্ত হইয়াছে। যথা—"পরোক্ষতঃ আত্মা জানিয়া এষণাত্রয় হইতে মুক্ত হইবেক। অনন্তর ভিক্ষাচর্য্যে অবস্থান করিবেক। পরে বাল্য পাণ্ডিত্য ও

রিতি। বিধ্যাদিবৎ। যথা 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' ইত্যেবঞ্জা- তীয়কে বিধ্যাদৌ সহকারিত্বেনাঽগ্ন্যাধানাদিকমঙ্গজাতং বিধীয়ত এবমবিধিপ্র- ধানেঽপ্যস্মিন্ বিদ্যাবাক্যে মৌনবিধিরিত্যর্থঃ। এবং বাল্যাদিবিশিষ্টে কৈব- ল্যাশ্রমে শ্রুতিসিদ্ধে বিদ্যমানে কস্মাচ্ছান্দোগ্যে গৃহিণোপসংহারঃ 'অভিসমাবৃত্য কুটম্বে' ইত্যত্র, তেন হ্যর্পসংহরন্ তদ্বিষয়মাদরং দর্শয়তীত্যত উত্তরং পঠতি॥ ৪৭ ॥

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥

তুশব্দো বিশেষণার্থঃ। কৃৎস্নভাবোঽস্য বিশিষ্যতে। বহুলায়াসানি হি

মৌন অবলম্বন করিবেক।" যদি কেহ ভাবেন যে, বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহার আতিশয্য সহজলভ্য; সুতরাং মৌন বিধানের প্রয়োজন। সূত্রকার তদু- ত্তরে প্রয়োজন দেখাইবার জন্য "পক্ষেন" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অভি- প্রায় এই যে, যখন বা যাহার ভেদজ্ঞান প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহার পক্ষেই মৌনের বিধান। যেমন যাগ সম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অনুশাসিত হয়, তেমনি এই মৌন বিধিও মুখ্য জ্ঞানবিধির অঙ্গীভূত। "স্বর্গকামী দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবেক"। এই একটি প্রধান বিধি, ইহারই সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধান প্রভৃতি। সেইরূপ মুখ্য বা প্রধান "জিজ্ঞাসিতব্য" "দ্রষ্টব্য" এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন প্রভৃতি। অতএব বাল্যাদি প্রধান কৈবল্যাশ্রম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যদি কেহ বলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ উত্তরাশ্রম বিদ্যমানে ছান্দোগ্যে "সমাবর্ত্তনের পর—অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপনের পর কুটুম্বে—অর্থাৎ গার্হস্থ্যে—" এতদ্রূপ বাক্যে গার্হ- স্থ্যের দ্বারা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার কারণ কি? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার করায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, গার্হস্থ্যের আদরাতিশয় দেখাইবার জন্যই গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার। সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে- ছেন— ॥ ৪৭ ॥

গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব। গৃহীর যে কৃৎস্ন- ভাব আছে তাহা দেখাইবার জন্যই, শ্রুতি উপসংহারে গার্হস্থ্যের কথা

যহ্বায়াসাশ্রমকর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি তং প্রতি কর্ত্তব্যতয়োপদিষ্টানি। আশ্রমান্তর-কর্ম্মাণি চ যথাসম্ভবমহিংসেন্দ্রিয়সংযমাদীনি তস্যাঽপি বিদ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহ-মেধিনোপসংহারো ন বিরুধ্যতে॥ ৪৮॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ॥ ৪৯॥

যথা মৌনং গার্হস্থ্যঞ্চৈতাবাশ্রমৌ শ্রুতিসম্মতাবেবমিতরাবপি বানপ্রস্থ-গুরুকুলবাসৌ। দর্শিতা হি পুরস্তাৎ শ্রুতিঃ "তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যা-

---

বলিয়াছেন। বিশদার্থ এই যে, গৃহী সমুদায় বহ্বায়াস-সাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন ও অন্যাশ্রম-বিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্য-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যই আছে, অধিকন্তু তাহাদের আশ্রমান্তর-বিহিত অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও আছে। এই অধিকটুকু বলিবার জন্যই শ্রুতি উপসংহারকালে গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন।

যদ্রূপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রমও শ্রুতি সম্মত, তদ্রূপ, বান-প্রস্থ ও গুরুকুলবাস এই দুই আশ্রম ও শ্রুতি সম্মত। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী এতন্নামক আশ্রমের প্রতি "তাপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়," ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। অতএব আশ্রম চতুষ্টয় বিষয়ে উপদেশের বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় পাওয়া যাইতে পারে। সূত্রে যে "ইতরেষাং" বহুবচন প্রয়োগ আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা বৃত্তির, বা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা অনুসারে। বানপ্রস্থের ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অন্যাশ্রম বৃত্তি হইতে ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই হউক আর অন্যাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রমদ্বয়ের অনুষ্ঠানের আধিক্য, এই অভিপ্রায়েই হউক বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে॥ ৪৮॥

"ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে স্থিতি করিবেন" এই শ্রুতিতে বালভাবের অনুষ্ঠেয়তা শ্রুত হইয়াছে। তদ্বাক্যস্থ বালভাব কি তাহা বিবেচনীয়। "বালকের ভাব বা বালকের কর্ম্ম" এইরূপ অর্থে বাল্য শব্দ তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন। বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ, সেই বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না। সুতরাং বাল্যান্তর্গত

চার্য্যাকুলবাসী তৃতীয়ঃ" ইত্যাদ্যা। তস্মাচ্চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণামুপদেশাবিশেষাৎ তুল্যবৎ বিকল্পসমুচ্চয়াভ্যাং প্রতিপত্তিঃ। ইতরেষামিতি দ্বয়োরাশ্রময়োর্বহু-বচনং বৃত্তিভেদাপেক্ষয়ানুষ্ঠানভেদাপেক্ষয়া বেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৪৯॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ॥ ৫০॥

'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' ইতি বাল্যমনু-ষ্ঠেয়তয়া শ্রূয়তে। তত্র বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যমিতি তদ্ধিতে সতি বালভাবস্য বয়োবিশেষস্যেচ্ছয়া সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ যথোপপাদমূত্রপুরীষত্বাদি-বালচরিতমন্তর্গতা বা ভাববিশুদ্ধির্দ্দম্ভদর্পাপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরহিততা বা বাল্যং স্যাদিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। কামচারবাদভক্ষতা যথোপপাদ-

অপর দুইটী ভাব আছে, সেই দুয়ের অন্যতর 'বাল্য'শব্দে গৃহীত হইতে পারে। বালকের একভাব যথেষ্টাচার—উদ্দেশ্যহীন লীলা—বিষ্ঠামূত্রাদি জ্ঞানশূন্যতা এবং অপরভাব ভাবশুদ্ধি দম্ভদর্পাদি রাহিত্য—ইন্দ্রিয় চেষ্টা বর্জ্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অনুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া উদাহৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; উক্ত দ্বিবিধ বালচরিতের অন্যতর চরিত অর্থই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমোক্ত বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য,—অর্থাৎ ব্রহ্মণ কি কামচার, কামভক্ষ, কামবাদী ও বিষ্ঠামূত্রাদি রক্ষিত হইবেন? কি বালকের ন্যায় শুদ্ধভাবান্বিত ও যৌব-নোচিত ইন্দ্রিয়-চেষ্টাদি রহিত হইবেন? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, কামচার, কামবাদ, কামভক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রাদি বিষয়ে যথেষ্টাচার হইবেন। কারণ, বালকের ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যদি বল তাহাতে তাহার পাতিত্যাদি প্রাপ্তি হয়, আমরা বলি, তাহা তাহার হয় না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্র-বিধান সম্মত হইলে জ্ঞানী সন্ন্যাসীর তাহাতে পাতিত্যাদি দোষ জন্মিবে কেন? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্যতঃ নিষিদ্ধ সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। সেই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি যথেষ্টাচার সম্বন্ধে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে গৃহস্থের

মূত্রপুরীষবচ্চ প্রসিদ্ধতরং লোকে বাল্যমিতি তদ্‌গ্রহণং যুক্তম্। নমু পতিতত্বাদিদোষপ্রাপ্তের্ন যুক্তং কামচারত্বাশ্বাচরণম্। ন। বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো বচনসামর্থ্যাদ্দোষনিবৃত্তেঃ পশুহিংসাদিষ্বিবেত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। ন। বচনস্য গত্যন্তরসম্ভবাৎ। অবিরুদ্ধে হ্যস্মিন্ বাল্যশব্দাভিলপ্যে লভ্যমানে ন বিধ্যন্তরব্যাঘাতকল্পনা যুক্তা। প্রধানোপকারায় চাঙ্গং বিধীয়তে জ্ঞানাভ্যাসশ্চ প্রধানমিহ যতীনামনুষ্ঠেয়ম্। ন চ সকলায়াং বালচর্য্যায়ামঙ্গীক্রিয়মানায়াং জ্ঞানাভ্যাসঃ সম্ভাব্যতে। তস্মাদান্তরো ভাববিশেষো বালস্যাঽপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরিহ বাল্যমাশ্রীয়তে। তদাহ—অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিতি। জ্ঞানাধ্যয়নধার্ম্মিকত্বাদিভিরাত্মানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতো ভবেৎ যথা বালোঽপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়তয়া ন পরেষ্বাত্মানমাবিষ্কর্ত্তুমীহতে তদ্বৎ। এবং হ্যস্য বাক্যস্য প্রধানোপকার্য্যার্থানুগম উপপদ্যতে। তথা চোক্তং স্মৃতিকারৈঃ—

শাস্ত্রীয় হিংসার ন্যায় নির্দ্দোষ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার তাহার উত্তরপক্ষ বিন্যাস করিতেছেন। তাহা নহে।—অর্থাৎ উদাহৃত বচনের যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই। যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে, সেই স্থানেই যথাশ্রুতার্থ স্বীকৃত হয়। পরন্তু এস্থানে গত্যন্তর আছে। যদি বাল্যশব্দের অবিরুদ্ধ অর্থ থাকে অথবা পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিধ্যন্তরের পীড়া বা বাধা অনুমান উচিত নহে। প্রধানের উপকারার্থেই অঙ্গের বিধান, এখানেও জ্ঞানাভ্যাস প্রধান।—অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসই যতিদিগের প্রধান অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানী হইবার জন্য যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ? অতএব তদন্তর্ব্বর্ত্তী ভাবসারল্য ও ইন্দ্রিয় চাপল্যাভাব এই দুই বাল্যই সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়।

ব্যাস এই সিদ্ধান্তে "অনাবিষ্কুর্ব্বন্" সূত্রে বলিয়াছেন। সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত না করিয়া দম্ভদর্পাদি রহিত হইবেন। যেমন বালক অনুদ্রিক্ত ইন্দ্রিয়তা নিবন্ধন শুদ্ধভাবে থাকে, আত্মমহিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পায় না, উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপে অবস্থিতি করিবেন। সেইরূপ বাল্যই বিধেয়। সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্যবাক্যের প্রধানোপকারিতা সংরক্ষিত হইতে পারে। প্রধান বিধি

'যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীঞ্চরেৎ॥'
'অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তচরঃ' ইতি চৈবমাদি॥ ৫০॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ॥ ৫১॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরিত্যত আরভ্যোচ্চাবচং বিদ্যাসাধনমবধারিতং তৎফলং বিদ্যা সিধ্যন্তী কিমিহৈব জন্মনি সিধ্যত্যুত কদাচিদমুত্রাপীতি চিন্ত্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। ইহৈবেতি। কিং কারণম্! শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা হি বিদ্যা। ন চ কশ্চিদমুত্র বিদ্যা মে জায়তামিত্যভিসন্ধায় শ্রবণাদিষু প্রবর্ত্ততে সমান

জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অঙ্গ বিধি বাল্য। এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—"যে আপনার কুলীনত্ব অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ।—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার কৌলীন্যাদির অভিমান করেন না। সে সকল তাঁহার থাকেওনা, অনুষ্ঠেও নহে। জ্ঞানীরা রহস্যাবলম্বনপূর্ব্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন, তাঁহাদের চর্য্যা বা শীল অন্যের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের ন্যায়, জড়ের ও মূকের ন্যায় বিচরণ করেন। তাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন। রসনেন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশ্যও নহেন।" "তত্ত্বজ্ঞ লোক অব্যক্ত লিঙ্গ—অর্থাৎ ধর্ম্মচিহ্নধারী হন না। তাঁহাদের আচার নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য"। ইত্যাদি॥ ৪৯॥ ৫০॥

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেঃ" এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত ছোট বড় নানা প্রকার জ্ঞানসাধন বিচারিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা, তাহা এতজ্জন্মেই জন্মে কি পরজন্মে জন্মে.—অর্থাৎ সাধকের সাধন ফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয় কি না? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয়। কারণ এই যে, বিদ্যা শ্রবণাদি পূর্ব্বিকা—অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অব্যব-

এব তু জন্মনি বিদ্যাজন্মাভিসন্ধায় তেষু প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। যজ্ঞাদীন্যপি শ্রবণাদিদ্বারেণৈব বিদ্যাং জনয়ন্তি প্রমাণজন্যত্বাদ্বিদ্যায়াঃ। তস্মাদৈহিকমেব বিদ্যাজন্মেত্যেবং প্রাপ্তে বদামঃ। ঐহিকং বিদ্যাজন্ম ভবত্যসতি প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ ইতি। এতদুক্তং ভবতি। যদা প্রক্রান্তস্য বিদ্যাসাধনস্য কশ্চিৎ প্রতিবন্ধো ন ক্রিয়তে উপস্থিতবিপাকেন কর্ম্মান্তরেণ তদেহৈব বিদ্যা উপপদ্যতে। যদা তু খলু প্রতিবন্ধঃ ক্রিয়তে তদাঽমুত্রেতি। উপস্থিতবিপাকত্বঞ্চ কর্ম্মণো দেশ-কালনিমিত্তোপনিপাতাদ্ভবতি। যানি চৈকস্য কর্ম্মণো বিপাচকানি দেশ-কালনিমিত্তানি ন তান্যেবান্যস্যাপীতি নিয়ন্তুং শক্যতে যতো বিরুদ্ধফলান্যপি

হিত পরেই বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে। কোনও সাধক পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক ভাবিয়া শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যাফল জ্ঞান কারী-রীফল বৃষ্টির সহিত সামন। তাহা যেমন ঐহিক তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক। এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক একপ আশায়, লোক সকল শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক। বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব; সে জন্য তাহার শ্রবণপূর্ব্বকত্ব অব্যাহত।—ফলিতার্থ যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না; কিন্তু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মায়। শ্রবণের পর মনন নিদি-ধ্যাসন, তৎপর জ্ঞান। এই রূপেই যজ্ঞাদি কার্য্য জ্ঞানের উপকারী। সেই জন্যই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক—অর্থাৎ ইহ জন্মেই জন্মে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ লাভ হওয়ায় তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক—অর্থাৎ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এতত্ত্রিতয় ঐকান্তিক সাধন কি না। তদর্থে—সূত্রকার বলিতেছেন—জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অন্য কোন কর্ম্মবিপাক উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ ভোগসাধন কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে, বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু তৎকালে যদি কর্ম্মান্তর বলবৎ বেগে ফলো-ন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্যমে না হইয়া পরজন্মে হইবে। কৃত কর্ম্মের বিপাক দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার

কর্ম্মাণি ভবন্তি। শাস্ত্রমপস্য কর্ম্মণ ইদং ফলমিত্যেতাবতি পর্য্যবসিতং ন দেশ-কালনিমিত্তবিশেষমপি সঙ্কীর্ত্তয়তি। সাধনবীর্য্যবিশেষাত্ত্বতীন্দ্রিয়া হি কস্যচিৎ শক্তিরাবির্ভবতীতি তৎ প্রতিবন্ধাঽপরস্য তিষ্ঠতি। ন চাবিশেষেণ বিদ্যায়া-মভিসন্ধির্নোৎপদ্যত ইহামুত্র বা মে বিদ্যা জায়তামিত্যভিসন্ধের্নিরঙ্কুশত্বাৎ। শ্রবণাদিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়ৈবোৎপদ্যতে। তথা চ শ্রুতির্দুর্ব্বোধত্বমাত্মনো দর্শয়তি—

'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।

অন্যথা হয় না ; যে সকল দেশ, কাল, ও নিমিত্ত এক কর্ম্মের বিপাচক—অর্থাৎ ফলদাতা, সেই কাল, সেই দেশ, সেই • নিমিত্ত যে সেই কালে কর্ম্মান্তরেরও বিপাচক, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ। শাস্ত্র—"অমুক কর্ম্মের অমুক ফল" এই মাত্র বলেন কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন্ উপলক্ষে হইবে তাহা বলেন না ; তাহাতেই বুঝা যায়, কর্ম্মের ফলাফল অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়।

অন্যান্য কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয় না তাহা বলিতেছি।—সাধনের শক্তি একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল ; তদনুসারে সাধকাত্মায় অনির্ব্বাচ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি আইসে, সেই শক্তির প্রভাবেই ক্ষুদ্র শক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থীরা সাধন-সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেইজন্য তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন বা তরতম হয়। কেহ "এই জন্মেই জ্ঞানী হইব" ইত্যাকার উৎকট সঙ্কল্প ধারণ করত সাধনায় প্রবৃত্ত হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল ভাবে সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাধে ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এই জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে, সকলের এরূপ অভিসন্ধি থাকে না। কাহারও কাহারও "এই জন্মেই জ্ঞান দর্শন লাভ করিব" এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে। শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞান জন্মের প্রতি পুষ্কল হেতু, ইহা সত্য

আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ' ॥ ইতি।

গর্ভস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবমিতি বদন্তী-জন্মান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনাদপি জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি। ন হি গর্ভস্থস্যৈবৈহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভাব্যতে। স্মৃতাবপি-'অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ! গচ্ছতি' ইত্যর্জ্জুনেন পৃষ্টো ভগবান্ বাসুদেবঃ 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি' ইত্যুক্ত্বা পুনস্তস্য পুণ্যলোকপ্রাপ্তিং সাধুকুলে সম্ভূতিঞ্চা-ভিধায়, অনন্তরং, 'তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্' ইত্যাদিনা

বটে; পরন্তু তাহা প্রতিবন্ধক্ষয় সাপেক্ষ। সেই কারণে প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। শ্রুতিও সেই কারণে বা তাহা দেখাইবার জন্য আত্মার দুর্ব্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"যিনি শ্রবণেও বহুলোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ নিতান্ত দুষ্কর ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে,—শুনিলেও যাঁহাকে বহুলোকে জানিতে পারে না—অর্থাৎ শ্রবণ ফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে, এই আত্মার বক্তা আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে পায় বা লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে এরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য—অর্থাৎ দুর্লভ।" এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিগর্ভস্থ বামদেবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া জানাইয়াছেন যে, জন্মান্তর সঞ্চিত সাধনার বলেও জন্মান্তরে জ্ঞান দর্শন হয়। জন্মান্তর সঞ্চিত সাধন সংস্কারের জ্ঞান কারণতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গর্ভস্থ বালকের ঐহিক সাধন কোথায়? তাহার সম্ভাবনাই কি? একথা স্মৃতিতেও আছে। ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক "হে কৃষ্ণ! অপ্রাপ্ত যোগফল যোগী মরণের পর কি গতি প্রাপ্ত হয়" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া "হে তাত! কোনও পুণ্যকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না" এইরূপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যলোক প্রাপ্তি ও সাধুকুলে জন্ম হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে বলিয়াছেন "সেই জন্মে সে পূর্ব্বোপার্জ্জিত সাধনের বলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।" পুনশ্চ বলিয়াছেন "অনেক জন্ম পর-ম্পরায় সাধন সিদ্ধ হইয়া অবশেষে সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।" অতএব, জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত। প্রতিবন্ধ ক্ষীণ

'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্' ইত্যস্তেনৈতদেব দর্শয়তি। তস্মাদৈহিকমামুষ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়েতি স্থিতম্॥ ৫১॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ॥ ৫২॥

যথা মুমুক্ষোর্ব্বিদ্যাসাধনাবলম্বিনঃ সাধনবীর্য্যবিশেষাৎ বিদ্যালক্ষণে ফলে ঐহিকামুষ্মিকফলত্বকৃতো বিশেষপ্রতিনিয়মো দৃষ্ট এবং মুক্তিলক্ষণেঽপ্যুৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কশ্চিদ্বিশেষপ্রতিনিয়মঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবং মুক্তিফলানিয়ম ইতি। ন খলু মুক্তিফলে কশ্চিদেবম্ভূতো বিশেষপ্রতিনিয়ম আশঙ্কিতব্যঃ। কুতঃ। তদবস্থাবধৃতেঃ। মুক্ত্যবস্থা হি সর্ব্ববেদান্তেষ্বেকরূপৈবাবধার্য্যতে। ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা। ন চ ব্রহ্মণোঽনেকাকারযোগোঽস্ত্যেকলিঙ্গত্বাবধারণাৎ 'অস্থূলমনণু' 'স এষ নেতি নাত্যাত্মা' 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ' 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' 'স বা এষ মহাজন আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' 'যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-

---

হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান জন্মে এবং প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা জন্মান্তর-প্রতীক্ষ হইয়া থাকে। ৫১।

জ্ঞান-সাধনাবলম্বী মুমুক্ষুর ফললাভ সাধনের প্রাবল্য, দৌর্ব্বল্য অনুসারে, হয় ইহ জন্মে না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে, এই যেমন বিশেষ—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমনি, জ্ঞানফল মুক্তি বিষয়ে উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই তাহা বলিবার জন্য এই ৫২ সূত্র অবতারিত হইল। জ্ঞানফল মুক্তিতে ঐরূপ বিশিষ্ট নিয়ম-থাকার আশঙ্কা করিও না। কারণ, শ্রুতিতে মাত্র সেই একই অবস্থার অবধারণ আছে। সর্ব্বত্র মোক্ষাবস্থা একরূপ, তাহার তারতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবধৃত আছে। মুক্ত্যবস্থা অন্য কিছু নহে ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন, সেই জন্য মুক্তিও একাকার, অনেকাকার নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারিত হইয়াছে। যথা—"তিনি স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, ক্ষুদ্রও নহেন।" "তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ ও আত্মা।" "যাঁহাতে ভেদ দর্শন নাই" "পুরোবর্ত্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত" "এই যে আত্মা ইনিই এ সমুদায়" "সেই এই মহান্ অজ আত্মা

মাস্মৈবাভূৎ তৎ কেন কম্পশ্যেৎ’ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অপি চ বিদ্যাসাধনং স্ববীর্য্য-বিশেষাৎ স্বফল এব বিদ্যায়াং কশ্চিদতিশয়মাদধ্যাৎ ন বিদ্যাফলে মুক্তৌ। তদ্ধ্যসাধ্যং নিত্যসিদ্ধস্বভাবভূতমেব বিদ্যয়াধিগম্যত ইত্যসকৃদবাদিষ্ম। ন চ তস্যামপ্যুৎকর্ষাত্মকোঽতিশয় উপপদ্যতে। নিকৃষ্টায়া বিদ্যাত্বাভাবাৎ। উৎ-কৃষ্টৈব বিদ্যা ভবতি। তস্মাৎ তস্যাং চিরাচিরোৎপত্তিস্বরূপো বিশেষো ভবেৎ ন তু মুক্তৌ কশ্চিদতিশয়সম্ভবোঽস্তি। বিদ্যাভেদাভাবাদপি তৎফলভেদনিয়-মাভাবঃ কর্ম্মফলবৎ। ন হি মুক্তিসাধনভূতায়া বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণামিব ভেদোঽস্তি। সগুণাসু তু বিদ্যাসু ‘মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ’ ইত্যাদ্যাসু গুণাবাপোদ্বাপবশাৎ ভেদোপপত্তৌ সত্যামুপপদ্যতে যথাস্বং ফলভেদনিয়মঃ কর্ম্মফলবৎ। তথা চ লিঙ্গদর্শনং ‘তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি’ ইতি নৈবং নির্গুণায়াং বিদ্যায়াং গুণাভাবাৎ। তথা চ স্মৃতিঃ। ‘ন হি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ

অজর, অমর, অমৃত, অভয় ব্রহ্ম” “এই সমস্ত যখন সাধকের আত্মা হয় তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে? ইত্যাদি।

আরও বিবেচনা কর জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি ঔৎকট্য অনুৎকোর্ট্যানুসারে জ্ঞানে আতিশয্য জন্মায়। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানফল মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে কি? মুক্তি আত্মার স্বরূপভূত সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, অতএব তাহা সাধ্য নহে। মুক্তির উৎকর্ষ বা অনুৎকর্ষ কিছু নাই। বিদ্যারই শীঘ্রোপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তি প্রভৃতি বিশেষাবিশেষ ঘটিত হইয়া থাকে, বেদ্য এক থাকায় তাহার ফলের ভেদনিয়ম আদৌ নাই। কর্ম্ম নানা, সুতরাং তাহার উদর্কও অনেক। আত্মা মনোময় আত্মা প্রাণ শরীর ইত্যাদি সগুণা বিদ্যার গুণের আরোপ উদ্বাপ আছে, সুতরাং সগুণবিদ্যার ভেদও আছে। তাঁহাকে যে যে প্রকারে ভজনা করেন তাহার নিকট তিনি তদ্বৎই প্রকাশ পান। *

নির্গুণ বিদ্যার গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব অবধারিত। সেই

---

* যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ-পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথোহরিঃ।

সতি হি গুণে প্রবাদস্থ্যাতুল্যতাম্' ইতি। তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেরিতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-
পাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥
তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

কারণে অভেদ জ্ঞানের পর ভাবী মোক্ষফলে অতিশয় থাকে না। কোনও নির্গুণ জ্ঞানীর অধিক গতি নাই, যেহেতু গুণ থাকিলেই তদনুসারে গুণীর বৈষম্য হয়। অধ্যায় সমাপ্তি-সূচনার্থ সূত্রে 'তদবস্থাবধৃতেঃ' এইপদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

বেদান্তদর্শনম্।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

তৃতীয়েঽধ্যায়ে পরাপরাসু বিদ্যাসু সাধনাশ্রয়ো বিচারঃ প্রায়েণাত্যগাৎ। অথেহ চতুর্থেঽধ্যায়ে ফলাশ্রয় আগমিষ্যতি। প্রসঙ্গাগতঞ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ চিন্তয়িষ্যতে। প্রথমং তাবৎ কতিভিশ্চিদধিকরণৈঃ সাধনাশ্রয়বিচারবিশেষমেবা-নুসরামঃ। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' 'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' 'সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' ইতি চৈবমাদি-শ্রবণেষু সংশয়ঃ—কিং সকৃৎ প্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্য আহোস্বিদাবৃত্ত্যেতি। কিং তাবৎ

পরা ও অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার যে কিছু সাধন ও তদ্বিষয়ক যে কিছু বিচার সেই সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয়াধ্যায়ে চিন্তিত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ে সেই সকলের ফল ও তদ্বিষয়ক বিচারাদি করা হইবে। এতৎ প্রসঙ্গাগত অন্যান্য বিচারও করা যাইবে। প্রথমতঃ কএকটী অধিকরণে সাধনঘটিত কএকটী বিচার করা হইতেছে। আত্মার শ্রবণ, দর্শন ও মনন এবং নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। ধীর উপাসক তাহাকেই জানিয়া প্রজ্ঞা করিবেন। তিনিই অন্বেষ্য ও বিশেষ-রূপে জ্ঞাতব্য ;—এই সমুদায় শ্রুতিতে সন্দেহ এই যে আত্মবিষয়ক প্রত্যয়াদি সকৃৎ করিতে হইবে কি পুনঃপুনঃ কর্ত্তব্য। প্রযাজাদির ন্যায় সকৃৎ করিলেই

প্রাপ্তম্। সকৃৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ প্রযাজাদিবৎ। তাবতা হি শাস্ত্রস্য কৃতার্থত্বাৎ। অশ্রূয়মাণায়াং হ্যাবৃত্তৌ ক্রিয়মাণায়ামশাস্ত্রার্থঃ কৃতো ভবেৎ। নম্বসকৃদুপদেশা উদাহৃতাঃ 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইত্যাদয়ঃ। এবমপি যাবচ্ছ্রুত-মাবর্ত্তয়েৎ। সকৃচ্ছ্রবণং সকৃন্মননং সকৃন্নিদিধ্যাসনঞ্চেতি নাতিরিক্তম্। সকৃদুপদেশেষু তু বেদ উপাসীত ইত্যাদিষনাবৃত্তিঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা। কুতঃ। অসকৃদুপদেশাৎ। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কো হ্যসকৃদুপদেশঃ প্রত্যয়াবৃত্তিং সূচয়তি। নম্বুক্তং যাবচ্ছ্রুতমেবা-

---

শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে, পুনঃ করা অনর্থক। পুনঃপুনঃ করিলে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে। *

শ্রবণ করিবেক মনন করিবেক ইত্যাদি প্রকার আবৃত্তি আছে সত্য, পরন্তু যদি তাহারই অনুগত হইতে চাও তাহা হইলে তদনুরূপ আবৃত্তির অনুসরণ করিতে পার। অতিরিক্ত পারিবেনা। বেদ, উপাসীত ইত্যাদি স্থলে একোপদেশ থাকায় অনাবৃত্তিই শাস্ত্রার্থ,এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল—আবৃত্তি-রসকৃদুপদেশাৎ। কারণ এই যে, শাস্ত্র অনেকবার তাদৃশী মনোবৃত্তি উত্থাপিত করিতে বলিয়াছেন।

বলিয়াছিলে যে একবার শ্রবণাদি করিবেক, বস্তুত তাহা নহে। সকৃৎ শ্রবণাদি দ্বারা আত্মদর্শন না হইলে পুনঃপুনঃ করিতে হইবে। শাস্ত্রার্থ দৃষ্টার্থে পরিণত হইলে অদৃষ্টার্থ স্বীকার অন্যায়। †

---

* সমিধো যজতীত্যাদৌ একত্বমুতভিন্নতা
ধাতুপ্রত্যয়য়োরৈক্যাদেকত্বং ভিন্নতা কুতঃ॥
অভ্যাসাৎ কর্ম্মভেদোঽত্র নামত্বার বিধিগুণে।
বিধিত্বং শ্রুতিতো ভাতি সন্নিধেরনুবাদতা॥

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রকরণে শ্রূয়তে। সমিধো যজতি তনূনপাতং যজতি। ইড়ো যজতি। বর্হির্যজতি। স্বাহাকারং যজতি ইতি পঞ্চ প্রযাজাদয়ঃ॥ সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ। ইতিন্যায়মালা॥

† যস্য দৃষ্টং ন লভ্যেত তস্যাদৃষ্টপ্রকল্পনং।

বর্ত্তয়েন্নাধিকমিতি। ন। দর্শনপর্য্যবসানত্বাদেষাম্। দর্শনপর্য্যবসানানি হি শ্রবণাদীন্যাবর্ত্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি। যথাঽবঘাতাদীনি তণ্ডুলাদিনিষ্পত্তিপর্য্যবসানানি তদ্বৎ। অপি চোপাসনং নিদিধ্যাসনঞ্চেত্যন্তর্ণীতাবৃত্তিগুণৈব ক্রিয়াঽভিধীয়তে। তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপাস্ত ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেণ গুর্ব্বাদীননুবর্ত্ততে স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে। বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ বেদান্তেষব্যতিকরেণ প্রয়োগো দৃশ্যতে। ক্বচিদ্বিদিনোপক্রম্যোপাস্তিনোপসংহরতি যথা 'যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত' ইত্যত্র 'অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স' ইতি। ক্বচিচ্চোপাস্তিনোপক্রম্য বিদিনোপসংহরতি যথা 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' ইত্যত্র

যেমন যজ্ঞকার্য্যে ধান্যে মুষলাবঘাত তণ্ডুল নিষ্পত্তি অর্থে অভিহিত, তেমনি শ্রবণাদিও আত্মদর্শনার্থ অভিহিত। † শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে, প্রার্থী রাজার উপাসনা করিতেছে, বিরহিণী নারী পতি ধ্যান করিতেছে ইত্যাদি স্থলে উপাসনা ধ্যানও চিন্তা প্রভৃতিশব্দ এইরূপ তাৎপর্য্যেই অভিহিত হইয়া থাকে। লোক যদি কোনও প্রোষিত-ভর্ত্তৃকাকে নিরন্তর পতিস্মরণা সোৎকণ্ঠা হইতে দেখে, তাহা হইলে তাহাকেও বলে অমুকী পতিচিন্তা করিতেছে।

লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টমিহকল্পনং॥
সম্ভবতি দৃষ্ট ফলকত্বে অদৃষ্টফলকল্পনমন্যায্যং॥

ইতি শাস্ত্রদীপিকা।

† ক্রিয়ানামর্থশেষত্বাৎ প্রত্যক্ষোঽতস্তন্নিবৃত্ত্যাপবর্গঃ স্যাৎ। ১১ অ ১ম পা ১৭ শ সূত্রং॥

অবঘাতেঃ সকৃন্নোবা সকৃৎ স্যাৎ বিধিসিদ্ধিতঃ।
দৃষ্টা তণ্ডুলনিষ্পত্তিস্তদংশ্যোঽভ্যাস্যতামযং॥

ব্রীহীন বহন্তি ইত্যত্র সকৃন্মুষলপাতমাত্রেণ বিধিপ্রযুক্তস্যাপূর্ব্বস্য সিদ্ধেণাস্ত্যত্রাবৃত্তিরিতিচেন্মৈবং। তণ্ডুলানিষ্পত্তের্দৃষ্টপ্রয়োজনেন তৎপর্য্যন্তস্যাভ্যাসস্যাশ্রুতত্বেঽপি কল্পনীয়ত্বাৎ। এবং তণ্ডুলপেষণাদাবপিদ্রষ্টব্যমিতি।

শাস্ত্রদীপিকাশবরভাষ্যে।

'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ' ইতি। তস্মাৎ সকৃদুপদেশেষপ্যাবৃত্তিসিদ্ধিঃ। অসকৃদুপদেশস্ত্বাবৃত্তেঃ সূচকঃ ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

লিঙ্গমপি প্রত্যয়াবৃত্তিং প্রত্যায়য়তি। তথা হি উদ্গীথবিজ্ঞানং প্রকৃত্য 'আদিত্য উদ্গীথঃ [ছা০ উ০] ইত্যেতদেকপুত্রতাদোষেণাপোদ্য 'রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ' ইতি [ছা০ উ০] রশ্মিবহুত্ববিজ্ঞানং বহুপুত্রতায়ৈ বিদধৎ সিদ্ধবৎ প্রত্যয়াবৃত্তিং দর্শয়তি। তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ সর্ব্বপ্রত্যয়েষ্বাবৃত্তিসিদ্ধিঃ। অত্রাহ ভবতু নাম সাধ্যফলেষু প্রত্যয়েষ্বাবৃত্তিস্তেষ্বাবৃত্তিসাধ্যাতিশয়স্য সম্ভবাৎ। যস্তু পরব্রহ্মবিষয়ঃ প্রত্যয়ো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবমেবাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম সমর্পয়তি তত্র কিমর্থাবৃত্তিরিতি। সকৃচ্ছ্রুতৌ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীত্যনুপপত্তেরাবৃত্ত্যভ্যুপগম ইতি চেৎ। ন। আবৃত্তাবপি তদনুপপত্তেঃ। যদি হি "তত্ত্বমসি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কং বাক্যং সকৃচ্ছ্রূয়মাণং ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতিং নোৎপাদয়েৎ ততস্তদেব চাবর্ত্তমানমুৎপাদয়িষ্যতি ইতি কা প্রত্যাশা স্যাৎ। অথোচ্যেত ন কেবলং বাক্যং কঞ্চিদর্থং সাক্ষাৎকারয়িতুং শক্নোত্যতো যুক্ত্যপেক্ষং বাক্যমনুভাবয়িষ্যতি ব্রহ্মাত্মত্বমিতি তথা-

এই সকল হেতুতে বেদও উপাসীত ইত্যাদি একোপদেশ হইতে প্রত্যয়াবৃত্তিই পাওয়া যায়। অসকৃৎ উপদেশই আবৃত্তির সূচক ॥ ১ ॥

লিঙ্গ অনুমাপক ধর্ম্ম, তাহাও প্রত্যাবৃত্তির সম্ভাব বুঝাইতে সক্ষম। ছান্দোগ্য-শ্রুতি এই স্থানে সূর্য্যরশ্মি বহুত্ব বিজ্ঞানের বহুপুত্রতাফল বিধান করিয়া প্রত্যয়াবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধতা দেখাইয়াছেন। এই স্থানে কেহ আপত্তি করেন, যাহার ফল সাধ্য শাস্ত্রানুগত যত্নের দ্বারা উৎপাদন করা যায়, তাহাতে আবৃত্তি সম্ভবে। যদি বল, একবার শুনিলেই যে ব্রহ্মাত্মভাব উৎপন্ন হয়, তাহা হয় না, সুতরাং তদ্বিষয়ক আবৃত্তির প্রয়োজন আছে। তত্ত্বমসি এই বাক্য একবার শুনিলে যদি তাহা ব্রহ্মাত্মভাব প্রতীতি না জন্মায়, তাহা হইলে অন্য বার শুনিলে যে সে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইবে তৎপ্রতি কোনও কারণ নাই। সুতরাং আবৃত্তি অনাবশ্যক। এমন হইতেও পারে যে যুক্তি ও বাক্য একটা সামান্যাকার জ্ঞান জন্মাইতে পারে কিন্তু বিশেষ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।

প্যাবৃত্ত্যানর্থক্যমেব। সাঽপি হি যুক্তিঃ সকৃৎপ্রবৃত্তৈব স্বমর্থমনুভাবয়িষ্যতি। অথাপি স্যাৎ যুক্ত্যা বাক্যেন চ সামান্যবিষয়মেব বিজ্ঞানং ক্রিয়তে ন বিশেষবিষয়ং যথাঽস্তি মে হৃদয়ে শূলমিত্যতো বাক্যাৎ গাত্রকম্পাদিলিঙ্গাচ্চ শূলসদ্ভাবসামান্যমেব পরঃ প্রতিপদ্যতে ন বিশেষমনুভবতি যথা স এব শূলী বিশেষানুভবশ্চাবিদ্যায়া নিবর্ত্তকস্তদর্থাবৃত্তিরিতি চেৎ, ন। অসকৃদপি তাবন্মাত্রে ক্রিয়মাণে বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন হি সকৃৎপ্রযুক্তাভ্যাং শাস্ত্রযুক্তিভ্যামনবগতো বিশেষঃ শতকৃত্বোঽপি প্রযুজ্যমানাভ্যামবগন্তুং শক্যতে। তস্মাৎ যদি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং বিশেষঃ প্রতিপাদ্যেত যদি বা সামান্যমেবোভয়থাপি সকৃৎ প্রবৃত্তে এব তে স্বকার্য্যং কুরুত ইত্যাবৃত্ত্যনুপযোগঃ। ন চ সকৃৎ প্রবৃত্তে শাস্ত্রযুক্তী কস্যচিদপ্যনুভবং নোৎপাদয়ত ইতি শক্যতে নিয়ন্তুম্। বিচিত্রপ্রজ্ঞত্বাৎ প্রতিপত্তৄণাম্। অপি চানেকাংশোপেতে লৌকিকে পদার্থে সামান্যবিশেষবত্যেকেনাবধানেনৈকমংশমবধারয়ত্যপরেণাঽপরমিতি স্যাদপ্যভ্যাসোপযোগো যথা দীর্ঘপ্রপাঠকগ্রহণাদিষু ন তু নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি সামান্যরহিতে চৈতন্যমাত্রাত্মকে প্রমোৎপত্তাবভ্যাসাপেক্ষা যুক্তেতি। অত্রোচ্যতে। ভবেদাবৃত্ত্যানর্থক্যং তং প্রতি যস্তত্ত্বমসীতি সকৃদুক্তমেব ব্রহ্মাত্মত্বমনুভবিতুং শক্নুয়াৎ। যস্তু ন শক্নোতি তং প্রত্যুপযুজ্যত এবাবৃত্তিঃ। তথা হি ছান্দোগ্যে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইত্যুপদিশ্য

একজন বলিল আমার হৃদয়ে শূল বেদনা হইয়াছে, অন্য জন তাহার গাত্রভঙ্গাদি চিহ্ন দেখিয়া সামান্যতঃ বেদানসদ্ভাব বুঝিতে পারে। বিশেষ রূপে বুঝিতে পারে না। কারণ, বাক্য ও যুক্তি শতবার প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। যে শাস্ত্র ও যে যুক্তি এক প্রয়োগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মায় না, আশ্বাস কি যে সে শত প্রয়োগে বিজ্ঞান জন্মাইবে। শাস্ত্র ও যুক্তি এক প্রয়োগে কাহারও অনুভব জন্মায় না। ইহা বলা যায় না, যেহেতু বুঝিবার লোক অনেক প্রকার, তাহাদের প্রজ্ঞাও অনেক। এতন্নিদর্শনানুসারে তাদৃশ সামান্য বিশেষাত্মক বহুলাংশযুক্ত লৌকিক পদার্থেই পুনঃপুনঃ সাধন প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা যায়। বাদিগণের এই আপত্তি নিরাস করা হইতেছে। যে সাধক সকৃৎ শ্রবণে আপনায় ব্রহ্মভাব অনুভব করেন না, সে সাধকের প্রতি আবৃত্তি অবশ্যই উপযোগী। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা

'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু' ইতি পুনঃপুনঃ পরিচোদ্যমানস্তত্তদাশঙ্কাকারণং নিরাকৃত্য 'তত্ত্বমসি' ইত্যেবাসকৃদুপদিশতি। তথা চ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি দর্শিতম্। ননূক্তং, সকৃচ্ছ্রুতং চেৎ তত্ত্বমসিবাক্যং স্বমর্থমনুভাবয়িতুং ন শক্নোতি তত আবর্ত্ত্যমানমপি নৈব শক্ষ্যতীতি। নৈষ দোষঃ। ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম। দৃশ্যন্তে হি সকৃৎশ্রুতাৎ বাক্যাৎ মন্দপ্রতীতং বাক্যার্থমাবর্ত্তয়ংস্তত্তদাভাসব্যুদাসেন সম্যক্ প্রতিপদ্যমানাঃ। অপি চ তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং ত্বংপদার্থস্য তৎপদার্থভাবমাচষ্টে। তৎপদেন চ প্রকৃতং সৎ ব্রহ্মেক্ষিতৃ জগতোজন্মাদিকারণমভিধীয়তে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ' 'অজমজরমমরমস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্। তত্রাজাদিশব্দৈর্জন্মাদয়ো ভাববিকারা নিবর্ত্তিতাঃ। অস্থূলাদিশব্দৈশ্চ স্থৌল্যাদয়ো দ্রব্যধর্ম্মাঃ। বিজ্ঞানাদিশব্দৈশ্চ চৈতন্যপ্রকাশাত্মকত্বমুক্তম্। এষ ব্যাবৃত্তসর্ব্বসংসারধর্ম্মকোঽনুভবাত্মকো ব্রহ্মসংজ্ঞকস্তৎপদার্থো বেদান্তাভিযুক্তানাং প্রসিদ্ধস্তথা ত্বংপদার্থোঽপি প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা দেহাদারভ্য প্রত্যগাত্মতয়া সম্ভাব্যমানশ্চৈতন্যপর্য্যন্তত্বেনাবধারিতঃ। তত্র যেষামেতৌ পদার্থাবজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়প্রতিবদ্ধৌ তেষাং তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং স্বার্থে প্রমাং নোৎপাদয়িতুং শক্নোতি পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ বাক্যার্থজ্ঞান-

---

শ্বেতকেতুকে তত্ত্বমসি ইত্যাদি বার বার উপদেশ করিয়াছিলেন। তখন সে কৃতকৃত্য হইয়াছে। বলিয়াছিলে যে গুরু কর্ত্তৃক শতাবৃত্ত হইলেও শিষ্যের অনুভব জন্মাইতে পারিবে না। তাহা সঙ্গত নহে। অনেক সময়েই দেখা যায় একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম হইলে অন্য বারে তাহা বুঝিতে পারে। আরও দেখ, তত্ত্বমসি এই বাক্য জীবের ব্রহ্মভাব দেখাইতেছে। এই ব্রহ্মই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অদৃশ্য, আনন্দময়, বিজ্ঞানরূপী, অজর, অমর, অজ, অস্থূল, অনণু, অদীর্ঘ, অহ্রস্ব। অজাদিশব্দে ভাববিকারের নিষেধ বুঝাইয়াছে। ত্বং-পদার্থ ও প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা বলিয়া অবধারিত আছে। যাহাদের অজ্ঞান সংশয় ও বিপর্য্যয় এই দুই পদার্থের স্বরূপাববোধের প্রতিবন্ধক তত্ত্বমসি বাক্য তাহাদের স্বার্থপ্রমা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বাক্যার্থবোধ

স্যেত্যতত্ত্বান্ প্রত্যেতব্যঃ পদার্থবিবেকপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রযুক্ত্যভ্যাসঃ। যদ্যপি চ প্রতিপত্তব্য আত্মা নিরংশস্তথাপ্যধ্যারোপিতং তস্মিন্ বহ্বংশত্বং দেহেন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণম্। তত্রৈকেনাংশেনৈকমংশমপোহত্যপরেণাঽপরমিতি যুজ্যতে তত্র ক্রমবতী প্রতিপত্তিঃ। তত্তু পূর্ব্বরূপমেবাত্মপ্রতিপত্তেঃ। যেষাং তু নির্নিপুণমতীনাং নাজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়লক্ষণঃ পদার্থবিষয়ঃ প্রতিবন্ধোঽস্তি তে শক্নুবন্তি সকৃদুক্তমেব তত্ত্বমসিবাক্যার্থমনুভবিতুমিতি তান্ প্রত্যাবৃত্ত্যানর্থ-ক্যমিষ্টমেব। সকৃদুৎপন্নৈব হ্যাত্মপ্রতিপত্তিরবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তীতি নাত্র কশ্চিদপি ক্রমোঽভ্যুপগম্যতে। সত্যমেবং যুজ্যেত যদি কস্যচিদেবং প্রতিপত্তির্ভবেৎ। বলবতী হ্যাত্মনো দুঃখিত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ। অতো ন দুঃখিত্বাদ্যভাবং কশ্চিৎ প্রতিপদ্যত ইতি চেৎ, ন। দেহাদ্যভিমানবৎ দুঃখিত্বাদ্যভিমানস্য মিথ্যাভি-মানত্বোপপত্তেঃ। প্রত্যক্ষং হি দেহে ছিদ্যমানে দহ্যমানে চাহং ছিদ্যে দহ্যে ইতি চ মিথ্যাভিমানো দৃষ্টঃ। তথা বাহ্যতরেষ্বপি পুত্রমিত্রাদিষু সন্তপ্যমানেষ্বহমেব

পদার্থবোধপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। পদার্থবিজ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। তাদৃশ সাধকের পদার্থবিবেক উৎপাদনার্থ শাস্ত্রের ও যৌক্তিকতার পুনঃপুনঃ আবশ্যক। †

---

† পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী॥

পদজন্য পদার্থস্মরণং ব্যাপারঃ। তত্রাপি বৃত্ত্যা পদজন্যত্বং বোধ্যং। বৃত্তিশ্চ শক্তিলক্ষণান্যতরসম্বন্ধঃ। অত্রৈব শক্তিজ্ঞানস্যোপযোগঃ পূর্ব্বং শক্তিগ্রহা-ভাবে পদজ্ঞানেঽপি তৎসম্বন্ধেন স্মরণানুপপত্তেঃ। পদজ্ঞানস্য হি একসম্বন্ধি-জ্ঞানা[illegible] স্মারকত্বং শক্তিশ্চ পদেন সহ পদার্থস্য সম্বন্ধঃ। সাচাস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য [illegible]শ্বরেচ্ছারূপা। আধুনিকে নাম্নি শক্তিরস্ত্যেব একাদশেঽহনি নাম কুর্য্যা[illegible] শ্বরেচ্ছায়াঃ সত্ত্বাৎ। নব্যাস্তু ঈশ্বরেচ্ছা ন শক্তিঃ কিন্ত্বিচ্ছৈব। তেনা-ধুনিকসঙ্কেতিতেঽপি শক্তিরস্ত্যেবেতি। শক্তিগ্রহস্তু ব্যাকরণাদতঃ॥ ইতি পঞ্চাননাঃ।

সম্ভপ্যে ইত্যধ্যারোপো দৃষ্টঃ। তথা দুঃখিত্বাদ্যভিমানোঽপি স্যাৎ। দেহাদিবদেব চৈতন্যাদ্বহিরুপলভ্যমানত্বাদ্দুঃখিত্বাদীনাম্। সুষুপ্ত্যাদিষু চাননুবৃত্তেঃ। চৈতন্যস্য তু সুষুপ্তেঽপ্যনুবৃত্তিমামনন্তি 'যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি' ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবিমুক্তৈকচৈতন্যাত্মকোঽহমিত্যেষ আত্মানুভবঃ। ন চৈবমাত্মানমনুভবতঃ কিঞ্চিদন্যৎ কৃত্যমবশিষ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ 'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ' ইত্যাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যাভাবং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি—

'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে'॥ ইতি।

যস্য তু নৈষোঽনুভবো দ্রাগিব জায়তে তং প্রত্যনুভবার্থ এবাবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ। তত্রাপি ন তত্ত্বমসিবাক্যার্থাৎ প্রচ্যাব্যাবৃত্তৌ প্রবর্ত্তয়েৎ। ন হি বরঘা-

---

যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত নির্ম্মল, তৎ-পদার্থ বিষয়ে অথবা ত্বং-পদার্থ বিষয়ে যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয় নাই, তাহারই একোপদশে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ। বলিতে পার যে, যাহা কথিত হইল তাহা যুক্তিযুক্ত হইত যদি কাহারও পক্ষে সেইরূপ সম্ভবপর হইত, কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না। কারণ, বাক্য শ্রবণে বলবৎ দুঃখিত্বজ্ঞান নিবৃত্ত হয় কিনা সন্দেহ। এই বিষয়ে আমরা বলি, যেমন দেহাদির অভিমান মিথ্যা, তেমনি দুঃখিত্বাদি জ্ঞানও মিথ্যাবিজৃম্ভিত। দুঃখিত্ব সংসারিত্ব প্রভৃতিও দেহাদির ন্যায় আত্মবহির্ভূত। অতএব আমি সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত একচৈতন্যাত্মক। এতাদৃশ অনুভবই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। যাহারা নিজকে এইরূপ মনে করে তাহাদের আর কর্ত্তব্য থাকে না। †

যে মানব আত্মরতি আত্মতৃপ্ত ও আপনাতেই সন্তুষ্ট তাহার কিছুই করিতে হয় না। মন্দমতি শিষ্য তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ হইতে প্রচ্যুত না হয়, গুরু এইরূপ করিয়া শিষ্যকে সাধনাবর্ত্তে প্রবৃত্ত রাখিবেন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের

---

† মিথ্যাজ্ঞানমলিনসিক্তায়ামেবাত্মভূমৌ কর্ম্মবীজং ফলাঙ্কুরং জনয়তি নতু নিদাঘনিপীতমুষরায়ামপীতি কৌমুদী॥

তায় কন্যামুদ্বাহয়ন্তি। নিযুক্তস্য চাস্মিন্নধিকৃতোঽহং কর্ত্তা ময়েদং কর্ত্তব্য-মিত্যবশ্যং ব্রহ্মপ্রত্যয়বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যতে। যস্তু স্বয়মেব মন্দমতিরপ্রতি-ভানাৎ বাক্যার্থং জিহাসেৎ তস্যৈতস্মিন্নেব বাক্যার্থে স্থিরীকার আবৃত্ত্যাদিবা-চোযুক্ত্যাঽভ্যুপেয়তে। তস্মাৎ পরব্রহ্মবিষয়েঽপি প্রত্যয়ে তদুপায়োপদেশেষ্বা-বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ॥

যঃ শাস্ত্রোক্তবিশেষণঃ পরমাত্মা স কিমহমিতি গৃহীতব্যঃ কিং বা মদন্য ইতি তাবদ্বিচারয়তি। কথং পুনরাত্মশব্দে প্রত্যগাত্মবিষয়ে শ্রূয়মাণে সংশয় ইতি। উচ্যতে। অয়মাত্মশব্দো মুখ্যঃ শক্যতেঽভ্যুপগন্তুং সতি জীবেশ্বরয়ো-রভেদসম্ভবে। ইতরথা তু গৌণোঽয়মভ্যুপগন্তব্য ইতি মন্যতে। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নাহমিতি গ্রাহ্যঃ। ন হ্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণো বিপরীতগুণত্বেন

অর্থ গ্রহণ করাইতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা গুরুর এবং শাস্ত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে অল্পমতি আপনা হইতে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ পরিত্যাগ করে, তাহাকে তত্ত্ব-মসি বাক্যার্থজ্ঞানে স্থিররাখিবার জন্যও পুনঃপুনঃ বাক্যযুক্তির আবশ্যকতা আছে ॥ ২ ॥

উপাসক কি শাস্ত্রোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট পরমাত্মাকে আত্মাভেদে উপাসনা করিবেক? তিনি কি আমার প্রভু এইরূপ জানিবেক? ইহাই এই সূত্রে বিচার্য্য। আত্মা দ্রষ্টব্য ও তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য মুখ্যার্থপর হইতে পারে, যদি জীবেশ্বরের অভেদ সম্ভব হয়। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন নহে, বস্তুত এক; ইহা না হইলে গৌণার্থগ্রাহ্য। এই গৌণমুখ্যই সংশয়হেতু। অপাপত্বাদিকে পাপে এবং পাপত্বাদিকে নিষ্পাপরূপে ভাবিতে পারা যায় না। ঈশ্বর নিষ্পাপ, জীব সপাপ, ঈশ্বরই সংসারী আত্মা, এইরূপ হইলে এখন ঈশ্বর নাই এইরূপ আপত্তি ও শাস্ত্রোপদেশ বিফল হয়। সুতরাং শাস্ত্রানর্থক্য ও প্রত্যক্ষাদি বিরোধ উপস্থিত হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ব্যাস বলিতেছেন—জাবালশ্রুতির পরমেশ্বর প্রস্তাবে আছে 'হে ভগবতি! দেবতে! প্রসিদ্ধ তুমিই আমি, অথবা আমিই প্রসিদ্ধ তুমি। এই ব্রহ্মই তোমার আত্মা, ইনিই সর্ব্বান্তর। তাহাই

শক্যতে গ্রহীতুম্। বিপরীতগুণো বাঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণত্বেন। অপহত পাপ্মত্বাদিগুণশ্চ পরমেশ্বরঃ। তদ্বিপরীতগুণস্তু শারীরঃ। ঈশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্ব ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গঃ। ততঃ শাস্ত্রানর্থক্যম্। সংসারিণোঽপীশ্বরাত্মত্বেঽধিকার্য্যভাবাৎ শাস্ত্রানর্থক্যমেব প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ। অন্যত্বেঽপি তাদাত্ম্যদর্শনং শাস্ত্রাৎ কর্ত্তব্যং প্রতিমাদিম্বিব বিষ্ণ্বাদিদর্শনমিতি চেৎ। কামমেবং ভবতু ন তু সংসারিণো মুখ্য আত্মেশ্বরভাব ইত্যেতদ্ভবদ্ভিঃ প্রাপয়িতব্যম্। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। তথা হি পরমেশ্বরপ্রক্রিয়ায়াং জাবালা আত্মত্বেনৈবৈনমুপগচ্ছন্তি 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি দেবতে' ইতি। তথাঽন্যেঽপি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যেবমাদয় আত্মত্বোপগমা দ্রষ্টব্যাঃ। গ্রাহয়ন্তি চাত্মত্বেনৈবেশ্বরং বেদান্তবাক্যানি 'এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ' 'তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি' ইত্যেবমাদীনি। যদুক্তং প্রতীকদর্শনমিদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভবিষ্যতীতি তদযুক্তম্। গৌণত্বপ্রসঙ্গাৎ বাক্যবৈরূপ্যাচ্চ। যত্র হি প্রতীকদৃষ্টিরভিপ্রেয়তে সকৃদেব তত্র বচনং ভবতি 'যথা মনো ব্রহ্মেতি' 'আদিত্যো ব্রহ্মেতি' ইত্যাদি। ইহ পুনস্ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসীত্যাহ। অতঃ প্রতীকশ্রুতিবৈরূপ্যাদভেদপ্রতিপত্তির্ভেদদৃষ্ট্যপবাদাচ্চ। তথা হি 'অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ' 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' 'সর্ব্বং

সত্য ও তাহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! এই জগৎবীজ সৎপদার্থই তুমি।' ইত্যাদি বেদান্ত বাক্যও পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতীক শ্রুতি যে প্রণালীতে অভিহিত, উদাহৃত শ্রুতি সেই প্রণালীর নহে। যে স্থলে প্রতীকদর্শন অভিহিত সেই সেই স্থলে বাক্য একবারমাত্র উচ্চারিত হয়। অতএব উদাহৃত শ্রুতিও প্রতীক শ্রুতির অনুরূপ না হওয়ায় মুখ্য একত্বই জ্ঞাতব্য। অপিচ ভেদ দর্শনে নিন্দাও আছে। 'উপাস্যদেব ভিন্ন এবং আমিও ভিন্ন' যে এইরূপ মনে করে সে পশু। বলিয়াছিলে যে ঈশ্বরাভাব প্রসক্ত হইবেক, সেই কথাও সাধু নহে।

শাস্ত্রের অভিপ্রায় সংসারীর সংসারিত্ব বিদূরিত হউক, ঈশ্বরত্ব বোধ অবিচাল্য হউক। আপত্তি হইয়াছিল অভেদ হইলে অধিকারীর অভাব হয়

তং পরাদাদ্‌যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ’ ইত্যেবমাদ্যা ভূয়সী শ্রুতির্ভেদদর্শন-মপবদতি। যত্তূক্তং ন বিরুদ্ধগুণয়োরন্যোন্যাত্মত্বসম্ভব ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধগুণতায়া মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ। যৎপুনরুক্তং ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গ ইতি। তদসৎ। শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদনভ্যুপগমাচ্চ। ন হীশ্বরস্য সংসার্য্যাত্মত্বং প্রতিপাদ্যত ইত্যভ্যুপ-গচ্ছামঃ। কিং তর্হি। সংসারিণঃ সংসারিত্বাপোহেনেশ্বরাত্মত্বং প্রতিপিপাদয়িষিত-মিতি। এবঞ্চ সত্যদ্বৈতেশ্বরস্যাপহতপাপ্মত্বাদিগুণতা। বিপরীতগুণতা ত্বীশ্বরস্য মিথ্যেতি ব্যবতিষ্ঠতে। যদপ্যুক্তমধিকার্য্যভাবঃ প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চেতি। তদপ্যসৎ। প্রাক্ প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাৎ তদ্বিষয়ত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারস্য ‘যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাহভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ’ ইত্যাদিনা হি প্রবোধে প্রত্যক্ষাদ্যভাবং দর্শয়তি। প্রত্যক্ষাদ্যভাবে শ্রুতেরপ্যভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন। ইষ্টত্বাৎ। অত্র ‘পিতাহপিতা ভবতি’ ইতি হ্যুপক্রম্য ‘বেদা অবেদাঃ’ ইতি বচনাদিষ্যত এবাহস্মাভিঃ শ্রুতেরপ্যভাবঃ প্রবোধে। কস্য পুনরয়ম-প্রবোধ ইতি চেৎ, যস্ত্বং পৃচ্ছসি তস্য তে ইতি বদামঃ। নন্বহমীশ্বর এবোক্তঃ শ্রুত্যা। যদ্যেবং প্রতিবুদ্ধোহসি নাস্তি কস্যচিদপ্রবোধঃ। যোহপি দোষশ্চোদ্যতে কৈশ্চিদবিদ্যয়া কিলাত্মনঃ সদ্বিতীয়ত্বাদদ্বৈতানুপপত্তিরিতি সোহপ্যেতেন প্রত্যুক্তঃ। তস্মাদাত্মন্যেবেশ্বরে মনোদধীত ॥ ৩ ॥

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥

‘মনোব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি’ [ছাং

এবং তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরুদ্ধ, তাহাও সঙ্গত নহে। প্রবোধের পূর্ব্বে সাংসারিত্ব থাকা স্বীকৃত আছে। শাস্ত্র প্রবোধকালেই প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের দ্বারা আমরা প্রবোধকালে শ্রুতির অভাবও ইচ্ছা করি। যদি তুমি আপনাকে নিত্যপ্রবুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর কাহারও প্রবোধাভাব নাই। অবিদ্যা থাকায় অদ্বৈত ভঙ্গ হয়, এই প্রশ্নও প্রদর্শিত প্রকারে বিঘটিত হইবেক। বিচারের ফল কথা এই যে, সাধক প্রদর্শিত কারণে আত্মাভিন্ন ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবেন ॥ ৩ ॥

।৩।১৮]। তথা 'আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ'। [ছা•।৩।১৮] 'স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে' [ছা•।৭।৫] ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ। কিং তেষপ্যাত্মগ্রহঃ কর্ত্তব্যো ন বেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। তেষপ্যাত্মগ্রহ এব যুক্তঃ। কস্মাৎ। ব্রহ্মণঃ শ্রুতিষাত্মত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রতীকানামপি ব্রহ্মবিকারত্বাৎ ব্রহ্মত্বে সত্যাত্মত্বোপপত্তেঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন প্রতীকেষাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ। ন হ্যুপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তান্যাত্মত্বেনাকলয়েৎ। যৎ পুনর্ব্রহ্মবিকারত্বাৎ প্রতীকানাং ব্রহ্মত্বং ততশ্চাত্মত্বমিতি। তদসৎ। প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গাৎ। বিকারস্বরূপোপমর্দ্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বমেবাশ্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দ্দে চ নামাদীনাং কুতঃ প্রতীকত্বমাত্মগ্রহো বা। ন চ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষাত্মদৃষ্টিঃ কল্প্যা। কর্ত্তৃত্বাদ্যনিরাকরণাৎ।

মন ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবেক ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। আকাশ ব্রহ্ম ইহা অধিদৈব উপাসনা। আদিত্য ব্রহ্ম, নামই ব্রহ্ম, এইরূপে অনেক প্রতীকোপাসনা আছে। * যে কোন ও প্রতীক হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্ম বিকার, তখন অবশ্যই সেই সকল প্রতীক ব্রহ্ম। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল—ন প্রতীকে। প্রতীকোপাসক কোনও প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না। বলিয়াছিলে যে, প্রতীক সকল ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা এইরূপ জ্ঞানপরম্পরায় প্রতীকেও অহং দৃষ্টি স্থাপিত করা যাইতে পারে। আমরা বলি—তাহা পারে না, যে হেতু তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্ব-বিলোপ হইতে পারে।

যদি নামাদির বিলুপ্তই হইল, তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ? কিসে অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে? কারণ, সেরূপ দর্শনে কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না। ফলিতার্থ এই যে, উক্তবিধ কল্পনায় উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে গেলেও কদাপি তাহাতে অহংজ্ঞান জন্মিবেক না।

---

* মনোব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতঞ্চ। ৩ অ ১৮শ মন্ত্রঃ।

আদিত্যোব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ॥ ঐ॥

-কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণ আত্মত্বোপদেশস্তদনিরাকরণেন চোপাসনাবিধানম্। অতশ্চোপাসকস্য প্রতীকৈঃ সমত্বাদাত্মগ্রহো নোপপদ্যতে। ন হি রুচকস্বস্তিকয়োরিতরেতরাত্মত্বমস্তি। সুবর্ণাত্মনৈব তু ব্রহ্মাত্মত্বেনৈকত্বে প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গমবোচামঃ। অতো ন প্রতীকেম্বাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে॥ ৪॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ॥ ৫॥

তেষেবোদাহরণেষন্যঃ সংশয়ঃ। কিমাদিত্যাদিদৃষ্টয়ো ব্রহ্মণ্যধ্যসিতব্যাঃ কিংবা ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিম্বিতি। কুতঃ সংশয়ঃ। সামানাধিকরণ্যে কারণানবধারণাৎ। অত্র হি ব্রহ্মশব্দস্যাদিত্যাদিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যমুপলভ্যতে। 'আদিত্যো ব্রহ্ম প্রাণো ব্রহ্ম বিদ্যুদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদিসমানবিভক্তিনির্দ্দেশাৎ। ন চাত্রাঞ্জসং সামানাধিকরণ্যমবকল্পতে। অর্থান্তরবচনত্বাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদিশব্দানাম্। ন হি ভবতি গৌরশ্ব ইতি সামানাধিকরণ্যম্। নমু প্রকৃতিবিকারভাবাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদীনাং মৃচ্ছরাবাদিবৎ সামানাধিকরণ্যং স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে। বিকারপ্রবিলয়ো হ্যেবং প্রকৃতিসামানাধিকরণ্যাৎ স্যাৎ। ততশ্চ প্রতীকাভাব-

---

যাহা রুচক তাহাই স্বস্তিক এইরূপে ঐক্য হয় না। কিন্তু সুবর্ণরূপে ঐক্য হয়। সুবর্ণত্বপ্রকারে রুচক স্বস্তিকের একতার ন্যায় ব্রহ্মাত্মভাবের একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতীকাভাবের প্রাপ্তি হয়, এই কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং সেই কারণেই প্রতীকে আত্মদৃষ্টি করিতে পারা যায় না॥ ৪॥

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণনিচয়ে অন্য এক সংশয় আছে।—ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধি কি আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি ন্যস্ত করিতে হইবে। উক্তপ্রকার দ্বয়ের কারণ তুল্যার্থতা, যে হেতু সমান বিভক্তি শ্রুত আছে। আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যে সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ থাকায় একার্থ সম্পত্তিই প্রতীতি হয়। উক্ত উভয় শব্দ ভিন্নার্থবাচী। যদি বল ব্রহ্মাদিত্যের প্রকৃতিবিকৃতি ভাব আছে, তদনুসারে ব্রহ্মাদিত্যেরও মৃদঘটাদির ন্যায় সামানাধিকরণ সম্ভব হয়। আমরা বলি উদাহৃত স্থলে তদ্বৎ সম্ভব নাই। প্রস্তাবিত স্থলে প্রকৃতির সহ আদিত্যাদি বিকারের অভেদ চিন্তা করিতে গেলে, বিকারের বিলয় সাধিত হইয়া প্রতীকের

প্রসঙ্গমবোচাম। পরমাত্মবাকাঙ্ক্ষেদং তদানীং স্যাৎ। ততশ্চোপাসনাধিকারো বাধ্যেত। পরিমিতবিকারোপাদনঞ্চ ব্যর্থম্। তস্মাৎ ব্রাহ্মণোঽগ্নির্বৈশ্বানর ইত্যাদিবদন্যতরত্রান্যতরদৃষ্ট্যধ্যাসে সতি ক্ব কিংদৃষ্টিরধ্যস্তব্যেতি সংশয়ঃ। তত্রা-নিয়মঃ। নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্যাভাবাদিত্যেবং প্রাপ্তম্। অথবা আদিত্যাদি-দৃষ্টয় এব ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যা ইত্যেবং প্রাপ্তম্। এবং হি আদিত্যাদিদৃষ্টিভির্ব্রহ্মো-পাসনঞ্চ ফলবদিতি শাস্ত্রমর্য্যাদা। তস্মাৎ ন ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষ্বিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ব্রহ্মদৃষ্টিরেবাদিত্যাদিষু স্যাদিতি। কস্মাৎ। উৎকর্ষাৎ। এবমুৎ-কর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্ত্যুৎকৃষ্টদৃষ্টেস্তেষ্বধ্যাসাৎ। তথা চ লৌকিকো ন্যায়োঽ-নুগতো ভবতি। উৎকৃষ্টদৃষ্টির্হি নিকৃষ্টেঽধ্যসিতব্যেতি লৌকিকো ন্যায়ঃ। যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি। স চানুগন্তব্যো বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ। ন হি ক্ষতৃ-দৃষ্টিপরিগৃহীতো রাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ। নমু শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদ-নাশঙ্কনীয়োঽত্র প্রত্যবায়প্রসঙ্গঃ। ন চ লৌকিকেন ন্যায়েন শাস্ত্রীয়া দৃষ্টি-র্নিয়ন্তুং যুক্তেতি। অত্রোচ্যতে। নির্দ্ধারিতে শাস্ত্রার্থ এতদেবং স্যাৎ। সন্দিগ্ধে

অভাব আপতিত হইবেক। তাহাতে উপাসনাধিকার বিনাশ হয়। যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নি ইত্যাদি স্থলে ব্রাহ্মণে অগ্নিবুদ্ধির আরোপ, তেমনি প্রস্তাবিত স্থলেও ব্রহ্মে আদিত্যবুদ্ধির আরোপ, ইহাই অবধারিত হইয়াছে। উপাসক স্বেচ্ছাক্রমে অন্যতম পক্ষ আশ্রয় করিতে পারেন। 'ব্রহ্মই উপাস্য' ইহাই শাস্ত্রের মর্য্যাদা,—অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ। ব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদ্দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাধ্যাসবলে আদিত্যাদিও উৎকৃষ্ট হইবেন। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করিবেক ইহাই লৌকিক নিয়ম। যেমন ক্ষত্তায় রাজদৃষ্টি প্রদর্শিত ন্যায়েরই অনুগত হওয়া উচিত। অন্যথা অনিষ্ট হইতে পারে। ক্ষত্তা রাজরূপে উপাসিত হইলে পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু রাজা ক্ষতৃজ্ঞানে গৃহীত হইলে সে রাজা কখনই মঙ্গলপ্রদ হইবেন না। যে স্থলে শাস্ত্রার্থই সন্দিগ্ধ, সেইস্থলে অবশ্যই তন্নির্ণয়ার্থ লৌকিক ন্যায় আশ্রয়িতব্য। অতএব শাস্ত্রার্থও যদি নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টিই অধ্যস্ত এতদ্রূপে অবধৃত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে সেবা করিলে প্রত্যবায় হইবে। আরও দেখ, প্রথমেই আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে। তদনুসারে

তু তস্মিন্ তন্নির্ণয়ং প্রতি লৌকিকোঽপি ন্যায় আশ্রীয়মাণো ন বিরুধ্যতে। তেন চোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যধ্যাসে শাস্ত্রার্থেঽবধার্য্যমাণে নিকৃষ্টদৃষ্টিমধ্যাস্য প্রত্যবেয়াদিতি শ্লিষ্যতে। প্রাথম্যাচ্চাদিত্যাদিশব্দানাং মুখ্যার্থত্বমবিরোধাৎ গ্রহীতব্যম্। তৈঃ স্বার্থবৃত্তিভিরবরুদ্ধায়াং বুদ্ধৌ পশ্চাদবতরতো ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যবৃত্ত্যা সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থতৈবাবতিষ্ঠতে। ইতিপরত্বাদপি ব্রহ্মশব্দস্যৈব এবার্থো ন্যায্যঃ। তথা হি ব্রহ্মেত্যাদেশঃ, ব্রহ্মেত্যুপাসীত, ব্রহ্মেত্যুপাস্ত ইতি চ সর্ব্বত্রেতিপরং ব্রহ্মশব্দমুচ্চারয়তি শুদ্ধাংস্ত্বাদিত্যাদিশব্দান্। ততশ্চ যথা শুক্তিকাং রজতমিতি প্রত্যেতীত্যত্র শুক্তিবচন এব শুক্তিকাশব্দঃ। রজতশব্দস্তু রজতপ্রতীতিলক্ষণার্থঃ, প্রত্যেত্যেব হি কেবলং রজতমিতি ন তু তত্র রজতমস্তি, এবমত্রাদিত্যাদীন্ ব্রহ্মেতি প্রতীয়াদিতি গম্যতে। বাক্যশেষোঽপি চ দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেনাদিত্যাদীনেবোপাস্তিক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানান্ দর্শয়তি 'স য এতদেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' [ছা০।৩।১৯।] 'যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' [ছা০] 'যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' [ছা০] ইতি। যত্তুক্তং ব্রহ্মোপাসনমেবাত্রাদরণীয়ং ফলবত্ত্বায়েতি তদযুক্তম্। উক্তেন ন্যায়েনাদিত্যাদীনামেবোপাস্যত্বাবগমাৎ। ফলন্ত্বতিথ্যাদ্যুপাসন ইবাদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্ব্বাধ্যক্ষত্বাৎ। বর্ণিতঞ্চৈতৎ 'ফলমত উপপত্তেঃ' ইত্যত্র [বে০ সূ০।৩।২।৩৮]। ঈদৃশঞ্চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষিব বিষ্ণ্বাদীনাম্ ॥ ৫ ॥

সেই সকলের মুখ্যার্থ অনর্থক পরিত্যাগ করা অন্যায়। বুদ্ধি প্রথমতঃ সেই সকলের স্বার্থবৃত্তিতে অবরুদ্ধা হইয়াছে। পরে ব্রহ্ম শব্দে আগমন করিয়াছে। সেই কারণে তাহার সহিত বাস্তব সামানাধিকরণ্য সম্ভব হইতেছে না। ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। ব্রহ্মেত্যুপাসীত ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যাদি শ্রুতি-প্রদর্শিত প্রকারে প্রায় সর্ব্বত্রই ইতি শব্দ সংযুক্ত ব্রহ্মশব্দের ও আদিত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। আদিত্যাদি শব্দে যে উপাস্তি ক্রিয়ার ব্যাপ্য শ্রুতি তাহা প্রস্তাবের শেষেও আদিত্যাদি শব্দকে দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে উপাসক আদিত্যকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে। যে উপাসক বাক্যই ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনা করে। ইত্যাদি। আপত্তি হইয়াছিল যে ফলের নিমিত্ত

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

'য এবাহসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত' [ছা০ ।১।২। 'লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত' [ছা০ ২।২] 'বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত' [ছা০ ।২।৮] 'ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম' [ছা০ ।৬।১] ইত্যেবমাদিষঙ্গাববদ্ধেষু পালনেষু সংশয়ঃ—. কিমাদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টয়ো বিধীয়ন্তে কিং বোদ্গীথাদিষাদিত্যাদিদৃষ্টয় ইতি। তত্রানিয়মো নিয়মকারণাভাবাদিতি প্রাপ্তম্। ন হ্যত্র ব্রহ্মণ ইব কশ্চিদুৎকর্ষবিশেষোহবধার্য্যতে। ব্রহ্ম হি সমস্তজগৎকারণত্বাদপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগাচ্চাদিত্যাদিভ্য উৎকৃষ্টমিতি শক্যতেহবধারয়িতুম্। ন ত্বাদিত্যোদ্গীথাদীনাং বিকারত্বাবিশেষাৎ কিঞ্চিদুৎকর্ষবিশেষাবধারণমস্তি। অথবা নিয়মেনোদ্গীথাদিমতয়শ্চাদিত্যাদিষধ্যস্যেরন্। কস্মাৎ। কর্ম্মাত্মকত্বাদুদ্গীথাদীনাম্। কর্ম্মণশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রসিদ্ধেরুদ্গীথাদিমতিভিরুপাস্যমানা আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মাত্মকাঃ সন্তঃ ফলহেতবো ভবিষ্যন্তি। তথা চ 'ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম' ইত্যত্র 'তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম' [ছা০ । ৬ । ১] ইত্যৃক্‌শব্দেন পৃথিবীং নির্দ্দিশতি সামশব্দেনাগ্নিম্। তচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোঋর্কসামদৃষ্টিচিকীর্ষায়ামবকল্পতে ন ঋক্‌সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টি-

---

ব্রহ্মই আরাধ্য, আদিত্যাদি উপাসনার ফল কি? প্রদর্শিত শাস্ত্রে ও যুক্তিতে প্রোক্তস্থলে আদিত্যাদির উপাস্যতাই লব্ধ হয়। ফলদাতা ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং সকলের নিয়ন্তা। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুদর্শন, সেইরূপ আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মদর্শন ॥ ৫ ॥

যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তিনি উদ্গীথ। লোক পাঁচ প্রকার সাম উপাসনা করিবেক। এই ঋক্ পৃথিবী ও অগ্নি সাম। এইরূপ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনা আছে। ইহার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, ইহার কোনও নিয়ম নাই। পূর্ব্বোক্ত উপাসনায় ব্রহ্মের উৎকৃষ্টতা দৃষ্টে নিকৃষ্ট আদিত্যে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপিত করার ঔচিত্য দেখাইয়াছিলে। কিন্তু এখানে সেইরূপ কোনও উৎকর্ষ বিশেষের অবধারণ নাই। কিন্তু এখানে আদিত্যও ব্রহ্মবিকার, উদ্গীথও ব্রহ্মবিকার, সুতরাং এই সকলের কাহার কোনও ইতর বিশেষ অবধারণ করিতে পার না। উদ্গীথাদি পদার্থ কর্ম্মাত্মক। কর্ম্মেরই

চিকীর্ষায়াম্। অন্তরি রাজদৃষ্টিকল্পনাত্রাঞ্জলব উপচর্য্যতে ন রাজনি ক্ষতৃশব্দঃ। অপি চ "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" [ছা০।২।২] ইত্যধিকরণনির্দ্দেশাল্লোকেষু সামাধ্যাসিতব্যমিতি প্রতীয়তে—'এতদসামত্রং প্রাণেষু প্রোতোম্' [ছা০ ।২।৭] ইতি চৈতদর্শয়তি— প্রথমনির্দ্দিষ্টেষু চাদিত্যাদিষু চরমনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মাধ্যস্তং 'আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ' [ছা০ ২।১৯] ইত্যাদিষু। প্রথমনির্দ্দিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাদয়শ্চরমনির্দ্দিষ্টা হিংকারাদয়ঃ 'পৃথিবী হিংকারঃ' [ছা০।২।২] ইত্যাদিশ্রুতিষু। অতোঽনঙ্গেষ্বাদিত্যাদিষ্বঙ্গমতিক্ষেপ ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। আদিত্যাদিমতয় এবাঙ্গেষূদ্গীথাদিষু প্রতিক্ষিপ্যেরন্। কুতঃ। উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হ্যেবমপূর্ব্বসন্নিকর্ষাদাদিত্যাদিমতিভিঃ সংস্ক্রিয়মাণেষূদ্গীথাদিষু কর্ম্মসমৃদ্ধিঃ। 'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' [ছা০ উ০] ইতি চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মসমৃদ্ধিহেতুতাং দর্শয়তি। ভবতু কর্ম্মসমৃদ্ধিফলেষেবম্। স্বতন্ত্রফলেষু তু কথং 'য এতদেবং বিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে' [ছা০ উ০] ইত্যাদিষু। তেষপ্যধিকৃতাধিকারাৎ প্রকৃতাপূর্ব্বসন্নিকর্ষেণৈব ফলকল্পনা যুক্তা গোদোহনাদিনিয়মবৎ। ফলাত্মকত্বাচ্চাদিত্যাদীনামুদ্গীথাদিভ্যঃ কর্ম্মাত্মকেভ্য উৎকর্ষোপপত্তিঃ

ফলপ্রদান সামর্থ্য। এতদর্থে শ্রৌত উদাহরণও আছে। এই ঋক্‌ই পৃথিবী, সামই অগ্নি। এই নির্দ্দেশ সাধু বা সঙ্গত হইতে পারে যদি পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্‌দৃষ্টি ও সামদৃষ্টি অধ্যস্তকরা অভিমত হয়। পূর্ব্বে যেমন আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যাদি স্থলে প্রথমে আদিত্যশব্দের উল্লেখ দেখিয়া তাহাতেই অনন্তরোক্ত ব্রহ্মের অধ্যাস অবধারণ করিয়াছ, সেইরূপ এখানেও প্রথমে পৃথিব্যাদি শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার এই যজ্ঞাঙ্গবহির্ভূত আদিত্য পৃথিবীতে যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি বুদ্ধি নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল—উদ্গীথাদি অঙ্গেই আদিত্যাদি বুদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক। কারণ কর্ম্মাঙ্গসকল আদিত্যাদি দৃষ্টিসংস্কৃত হইলেই সমৃদ্ধি ফলের অনুকূলে শুভাদৃষ্ট জন্মায়। বলিতে পার যে, যে উপাসনার ফল কর্ম্মসমৃদ্ধি, সেই উপাসনায় উক্তব্যবস্থা সঙ্গত; কিন্তু যেস্থলে স্বতন্ত্রফল বর্ণিত আছে, সেই স্থলে কিরূপে সঙ্গত হইবে? সেস্থলেও অধিকৃতাধিকার হেতু প্রধানাপূর্ব্বের সন্নিকর্ষে গোদোহন নিয়মের ন্যায় কর্ম্মসমৃদ্ধি ফলেরই কল্পনা করিতে হইবে।

আদিত্যাদিপ্রাপ্তিলক্ষণং কর্ম্মফলং শিষ্যতে শ্রুতিষু। অপি চ 'ওমিত্যেতদক্ষর-মুদ্গীথমুপাসীত' 'খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি' [ছা০ ।১।১।] ইতি চোদ্গীথমেবোপাস্যত্বেনোপক্রম্যাদিত্যাদিমতীর্বিদধাতি। যত্তূক্তং উদ্গীথাদি-মতিভিরুপাস্যমানা আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মভূয়ং ভূত্বা করিষ্যন্তীতি তদযুক্তম্। স্বয়-মেবোপাসনস্য কর্ম্মত্বাৎ ফলবত্ত্বোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিভাবেনাপি চ দৃশ্যমানা-নামুদ্গীথাদীনাং কর্ম্মাত্মকত্বাহনপায়াৎ। 'তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম' ইতি তু লাক্ষণিক এষ পৃথিব্যগ্ন্যোর্ঋক্সামশব্দপ্রয়োগঃ। লক্ষণা চ যথাসম্ভবং সন্নিকৃষ্টেন বিপ্রকৃষ্টেন বা স্বার্থসম্বন্ধেন প্রবর্ত্ততে। তত্র যদ্যপি ঋক্সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টি-চিকীর্ষা তথাপি প্রসিদ্ধয়োর্ঋক্সাময়োর্ভেদেনানুকীর্ত্তনাৎ পৃথিব্যগ্ন্যোশ্চ সন্নি-ধানাৎ তয়োরেবৈষ ঋক্সামশব্দপ্রয়োগঃ ঋক্সামসম্বন্ধাদিতি নিশ্চীয়তে। ক্ষত্তৃ-শব্দোঽপি হি কুতশ্চিৎ কারণাদ্রাজানমুপসর্পন্ ন নিবারয়িতুং পার্য্যতে। 'ইয়মেবর্ক্' ইতি যথাক্ষরন্যাসমৃচ এব পৃথিবীত্বমবধারয়তি। পৃথিব্যা হি ঋক্ত্বেঽবধার্য্যমাণ ইয়মৃগেবেত্যক্ষরন্যাসঃ স্যাৎ। 'য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি' [ছা০ উ০] ইতি চাঙ্গাশ্রয়মেব বিজ্ঞানমুপসংহরতি ন পৃথিব্যাদ্যাশ্রয়ম্। তথা 'লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত' [ছা০ উ০] ইতি যদ্যপি সপ্তমীনির্দ্দিষ্টা লোকাস্তথাপি সাম্ন্যেব তে অধ্যস্যেরন্। দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন সাম্ন উপাস্যত্বাবগমাৎ। সাম্নি হি লোকে-ষ্বধ্যস্যমানেষু সাম লোকাত্মনোপাসিতং ভবত্যন্যথা পুনর্লোকাঃ সামাত্মনোপা-

---

আপত্তি হইয়াছিল যে, উৎকর্ষাপকর্ষের অবধারণ না থাকায় অনিয়ম, সেই কথাও এতদ্দ্বারা নিরস্ত হইল। পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল—'যে আদিত্যাদি উদ্গীথাদি জ্ঞানে উপাসিত হইলে কর্ম্মভাবপ্রাপ্ত হইবেন।' সেকথা নিতান্ত অযুক্ত। উপাসনা নিজেই কর্ম্ম, তাহাতেই তাহার ফলদাতৃত্ব প্রসিদ্ধ। উদ্গীথ প্রভৃতিকে আদিত্যাদি ভাবে দেখিলেও তাহার কর্ম্মাত্মকতা অপগত হয় না। ঋকে ও সামে পৃথিবীদৃষ্টি ও অগ্নিদৃষ্টি অধ্যারোপিত করা অভিপ্রেত হইলেও প্রসিদ্ধ ঋক্ সাম ভিন্ন অন্য ঋক্ সামের অনুকীর্ত্তন ও সন্নিধানে পৃথিবীর এবং অগ্নির উল্লেখ থাকায় সেই দুইএর সহিত তদুভয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করা হয়। তাহাতেও স্থির হয় পৃথিবীতে ও অগ্নিতে উক্ত ঋক্ সামের প্রয়োগ হইয়াছে। যেস্থলে দেখিবে সমান দ্বিতীয়া নির্দ্দেশ, সেই স্থলেও এইরূপ হইবে। উক্ত

সিতাঃ স্যুঃ। এতেন 'এতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্' [ছা॰।২।১১] ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। যত্রাপি তুল্যো বিভক্তিনির্দ্দেশঃ 'অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত' [ছা॰।২।৯] ইতি তত্রাপি 'সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু' 'ইতি তু পঞ্চবিধস্য' 'অথ সপ্তবিধস্য' [ছা॰।২।৭] ইতি চ সাম্ন এবোপাস্যত্বোপক্রমাৎ তস্মিন্নেবাদিত্যাধ্যাসঃ। এতস্মাদেব চ সাম্ন উপাস্যত্বাবগমাৎ 'পৃথিবী হিঙ্কারঃ' [ছা॰২।৭] ইত্যাদিনির্দ্দেশবিপর্য্যয়েঽপি হিঙ্কারাদিষ্বেব পৃথিব্যাদিদৃষ্টিঃ। তস্মাদনঙ্গাশ্রয়া আদিত্যাদিমতয়োঽঙ্গেষূদ্গীথাদিষু ক্ষিপ্যেরন্নিতি সিদ্ধম্॥ ৬॥

আসীনঃ সম্ভবাৎ॥ ৭॥

কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধিষু তাবদুপাসনেষু কর্ম্মতন্ত্রত্বান্নাসনাদিচিন্তা নাপি সম্যগ্দর্শনে। বস্তুতন্ত্রত্বাৎ জ্ঞানস্য। ইতরেষু তূপাসনেষু কিমনিয়মেন তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানো বা প্রবর্ত্তেতোত নিয়মেনাসীন এবেতি চিন্তয়তি। তত্র মানসত্বাদুপাসনস্যানিয়মঃ শরীরস্থিতেরিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি। আসীন এবোপাসীতেতি। কুতঃ। সম্ভবাৎ।

শাস্ত্রে ও যুক্তিতে সামের উপাসনা অবধারিত হওয়ায় পৃথিবী হিংকার ইত্যাদি বাক্যে বিপরীত বিন্যাস থাকিলেও হিংকারাদিতে পৃথিব্যাদি দৃষ্টি করিবেক ইহাও অবধারিত হয়। অতএব যজ্ঞের অঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতিই অনঙ্গ আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাস্য, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল॥ ৬॥ *

কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা সকল কর্ম্মের অধীন, সেই জন্য সেই সকল উপাসনায় আসনাদির বিচার সম্ভাবিত। তত্ত্বজ্ঞানে আসনাদির নিয়ম নাই, যেহেতু তাহা বস্তুর অধীন। উপাসনার্থ আসীন হইবেক। কারণ আসীন পুরুষেই উপাসনা সম্ভবে। উপাসনা শব্দে সমান প্রত্যয় প্রবাহিত করা—অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ধ্যান করা। শীঘ্র গমন প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপকর। গমনাদিকালে ধ্যেয়গোচর একাগ্রতা থাকে না। দাঁড়াইয়া থাকিলেও মন

---

* আদিত্যাদাবঙ্গদৃষ্টিরঙ্গেষ্বাদিধীরুত।
নোৎকর্ষো ব্রহ্মত্বেন হয়োস্তেনৈচ্ছিকী মতিঃ॥
আদিত্যাদিধিয়াঙ্গানাং সংস্কারে কর্ম্মণঃ ফলে।
যুজ্যতেঽতিশয়স্তস্মাদঙ্গেষ্বর্কাদিদৃষ্টয়ঃ॥

উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। ন চ তদ্গচ্ছতো ধাবতো বা সম্ভবতি। গত্যাদীনাং চিত্তবিক্ষেপকরত্বাৎ। তিষ্ঠতোঽপি দেহধারণে ব্যাপৃতং মনো ন সূক্ষ্মবস্তুনিরীক্ষণক্ষমং ভবতি। শয়ানশ্চাপ্যকস্মাদেব নিদ্রয়াঽভিভূয়তে। আসীনস্য ত্বেবঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ দোষঃ সুপরিহর ইতি সম্ভবতি তস্যোপাসনম্॥ ৭॥

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

অপি চ ধ্যায়ত্যর্থ এষ যৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। ধ্যায়তিশ্চ প্রশিথিলাঙ্গচেষ্টেষু প্রতিষ্ঠিতদৃষ্টিষেকবিষয়াক্ষিপ্তচিত্তেষূপচর্য্যমাণো দৃশ্যতে। ধ্যায়তি বকো ধ্যায়তি প্রোষিতবন্ধুরিত্যাসীনস্যানায়াসো ভবতি। তস্মাদপ্যাসীনকর্ম্ম উপাসনম্॥ ৮॥

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

অপি চ 'ধ্যায়তীব পৃথিবী' ইত্যত্র পৃথিব্যাদিষচলত্বমেবাপেক্ষ্য ধ্যায়তিবাদো ভবতি। তচ্চ লিঙ্গমুপাসনস্যাসীনকর্ম্মত্বে॥ ৯॥

দেহ ধারণে ব্যাপৃত থাকে, সেই জন্য তৎকালে সূক্ষ্মবস্তু নিরীক্ষণে সমর্থ হয় না। শয়ান ব্যক্তিও সহসা উৎথিত হইয়া পড়ে। অতএব শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উপবিষ্ট হইলে এসকল বাধাবিঘ্ন পরীহার করা যাইতে পারে এবং সেই কারণে উপাসনা আসীন পুরুষেই সম্ভব হয়॥ ৭॥

প্রবাহাকারে একজাতীয় প্রত্যয় উত্থাপন করার নাম উপাসনা। উপাসনাও ধ্যান তুল্যার্থ। অঙ্গ সকল শিথিল, দৃষ্টি স্থির, এক বিষয়েই চিত্তের অবস্থান, এইরূপ দেখিলেই লোকে তাহাতে ধ্যা ধাতুর প্রয়োগ করে। বক ধ্যান করিতেছে। প্রোষিতবন্ধু বিরহবিধুরা কি ভাবিতেছে। এবম্বিধ ধ্যান আসীন ব্যক্তিরই অনায়াসসাধ্য। অতএব উপাসনা কার্য্য উপবিষ্টেরই, উত্থিতের নহে॥ ৮॥

ধ্যান কথাটী নিশ্চলত্বদৃষ্টে প্রচারিত। পৃথিবী স্থিরা। ইহা দেখিয়া লোকে বলে পৃথিবী যেন ধ্যান করে। অতএব ধ্যা ধাতুর অর্থ ধ্যান, তাহা নিশ্চল অবস্থায় প্রযোজ্য। উপাসনা যে উপবিষ্টের কার্য্য, উক্ত প্রবাদও তাহার অন্যতম জ্ঞাপক॥ ৯॥

[illegible] স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

[illegible] শিষ্টা উপাসনাঙ্গত্বেনাসনং 'শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন-মাত্মনঃ' ইত্যাদিনা। অতএব চ পদ্মকাদীনামাসনবিশেষাণামুপদেশো যোগ-শাস্ত্রে ॥ ১০ ॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

দিগ্দেশকালেষু সংশয়ঃ। কিমস্তি কশ্চিন্নিয়মো নাস্তি বেতি। প্রায়েণ বৈদিকেষারম্ভেষু দিগাদিনিয়মদর্শনাৎ স্যাদিহাপি কশ্চিন্নিয়ম ইতি যস্য মতিস্তং প্রত্যাহ। দিগ্দেশকালেষর্থলক্ষণ এব নিয়মঃ। যত্রৈবাস্য দিশি দেশে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত। প্রাচীদিক্পূর্ব্বাহ্নপ্রাচীন-প্রবণাদিবৎ বিশেষাশ্রবণাদেকাগ্রতায়া ইষ্টায়াঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ। ননু বিশেষমপি কেচিদামনন্তি—

'সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ' ইতি।

শিষ্টগণও উপাসনার অঙ্গস্বরূপ কতিপয় আসন স্মরণ করিয়াছেন। পবিত্র প্রদেশে চিত্তস্থৈর্য্যকারক আসন বিন্যস্ত করত ইত্যাদি। যেহেতু আসন উপাসনার অঙ্গ বলিয়া ধ্যানের সহায়, সেই হেতু যোগশাস্ত্রে পদ্মাসন ও স্বস্তিকা-সন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আসন কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বাদিদিক্, তীর্থাদিদেশ ও পূর্ব্বাহ্নাদি কাল বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। অধিকাংশ বৈদিক কার্য্যে দিগাদির নিয়ম দেখা যায়। উপাসনা কর্ম্মেও দিগ্দেশাদির নিয়ম আছে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, উপাসনায় পূর্ব্বাদি দিক্, তীর্থাদি দেশ ও প্রদোষাদি কাল এই সকলের নিয়ম নাই। যেদিকে যেখানে যে সময়ে বসিলে উপাসক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, সেই দিকে সেই দেশে সেই কালে উপাসনা করিবেন। যদি বল বিশেষ নিয়ম আছে, এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই প্রকার অভিহিত হইয়াছে সত্য, পরন্তু ইহার কোনও এক-

সত্যমপ্যেবম্বাবজাতীয়কো নিয়মঃ। সতি হেত্বস্মিংস্তদাতেষু কিংবদন্তীয়ন ইতি সুহৃত্বা আচার্য্য আচষ্টে।—'মনোঽনুকূলে' ইতি। এবং শ্রুতিরপি যত্রৈকাগ্রতা তত্রৈবাবদিতি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ১২ ॥

আবৃত্তিঃ সর্ব্বোপাসনেম্বাদর্ত্তব্যেতি স্থিতমাদ্যেঽধিকরণে। তত্র যানি তাবৎ সম্যগ্দর্শনার্থান্যুপাসনানি তান্যবঘাতাদিবৎ কার্য্যপর্য্যবসানানীতি জ্ঞাতমেবৈষা-মাবৃত্তিপরিমাণম্। ন হি সম্যগ্দর্শনে কার্য্যে নিষ্পন্নে যত্নান্তরং কিঞ্চিচ্ছাসিতুং শক্যম্। অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ। যানি পুনরভ্যুদয়ফলানি তেষেষা চিন্তা। কিং কিয়ন্তঞ্চিৎ কালং প্রত্যয়মাবর্ত্ত্যোপরমেদুত যাবজ্জীবমাবর্ত্তয়ে-দিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। কিয়ন্তঞ্চিৎ কালং প্রত্যয়মভ্যস্যোৎসৃজেৎ। আবৃত্তিবিশিষ্টস্যোপাসনশব্দার্থস্য কৃতত্বাদিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।—আপ্রায়ণা-দেবাবর্ত্তয়েৎ প্রত্যয়ম্। অন্তপ্রত্যয়বশাদদৃষ্টফলপ্রাপ্তেঃ। কর্ম্মাণ্যপি হি জন্মান্তরো-পভোগ্যং ফলমারভমাণানি তদনুরূপং ভাবনাবিজ্ঞানং প্রায়ণকালে আক্ষিপন্তি।

টীকে নিয়মান্তঃপাতী করেন নাই। 'সমদেশ ব্যতীত হইবে না' এমন কথা বলেন নাই। আচার্য্য সুহৃৎ হইয়া বলিতেছেন,—মনোঽনুকূলে যেখানে যাহার মন একাগ্র হইবে, সে সেই স্থানেই যোগাভ্যাস করিবেক। সূত্রা-কার ব্যাসও জিজ্ঞাসু গণের বন্ধু হইয়া বলিয়াছেন,—যত্র একাগ্রতা ॥ ১১ ॥

প্রথম বিচারে নির্ণীত হইয়াছে, যে সমুদায় উপাসনায় আবৃত্তি প্রয়ো-জনীয় এবং তাহাতেই জানাগিয়াছে যে সকল উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অঙ্গ, সেই সকল তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত আবর্ত্তনীয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মানই উপাসনার কার্য্য। কিন্তু যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয় সেই সকল উপাসনায় এই বিচার উপস্থিত হইতেছে। উপাসক কি তাহা কিছু-কাল আবর্ত্তিত করিবেন, না মরণ পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত করিবেন। ইহার উত্তর এই— সাধক তাহা মরণ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিবেন। কারণ ভাবিফল মরণকালিক শেষ ধ্যানের দ্বারাই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। যে সকল জ্ঞানকর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ্য হইবে, সেই সকল জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার মরণকালেই প্রাপ্তব্যফলমূর্ত্তিতে প্রকাশ

'সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবাম্ববক্রামতি যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি' ইতি চৈবমাদিশ্রুতিভ্যস্তৃণজলায়ুকানিদর্শনাচ্চ। প্রত্যয়াস্বেতে স্বরূপানুবৃত্তিং মুক্ত্বা কিমন্যৎ প্রায়ণকালে ভাবনাবিজ্ঞানমপেক্ষেরন্। তস্মাৎ যে প্রতিপত্তব্যফলভাবনাত্মকাঃ প্রত্যয়াস্তেষাপ্রায়ণাদাবৃত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'স যাবৎক্রতুরয়মস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি' ইতি প্রায়ণকালেঽপি প্রত্যয়ানুবৃত্তিং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি—

'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'॥ ইতি

'প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন' [ভ ০ গী০] ইতি চ। 'সোঽন্তবেলায়ামেতৎত্রয়ং প্রতিপদ্যেত' ইতি চ মরণবেলায়াং কর্তব্যশেষং শ্রাবয়তি॥ ১২॥

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ॥১৩॥

গতস্তৃতীয়শেষঃ। অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রতি চিন্তা প্রজায়তে। ব্রহ্মাধিগমে সতি তদ্বিপরীতফলং দুরিতং ক্ষীয়তে ন বা ক্ষীয়ত ইতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তং ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ ফলমদত্ত্বা ন সম্ভাব্যতে ক্ষয়ঃ। ফলদায়িনী হ্যস্য শক্তিঃ শ্রুত্যা সমধিগতা। যদি তদন্তরেণৈব ফলোপভোগমুপমৃদ্যেত

পায়। চিত্ত মরণ কালে যে আকারে অবস্থিতি করে, তাহার মন তখন সেই আকারে প্রাণে আগমন করে। ধ্যানই মরণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ধ্যানানুরূপ আতিবাহিক দেহ জন্মায়। অতএব যে সকল উপাসনার ফল তন্ময়ীভাব প্রাপ্তি, সে সকল মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। হে অর্জ্জুন! জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে শরীরত্যাগ করে, সে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল স্মৃতি ও শ্রুতি মরণপর্য্যন্ত ধ্যানের কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন॥ ১২॥

আত্মসাধন উপাসনা প্রভৃতিতে অত্যধিক আদর দেখাইবার জন্যই ফলাধ্যায়ে কতিপয় সাধন বিচার কৃত হইল। এখন এই ফলাধ্যায়ে বিদ্যাফল বিচারিত হইবে। যখন ফল দেওয়াই কর্ম্মের প্রয়োজন, তখন তাহা ফল না দিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন,—ভোগব্যতীত কোটিকল্পেও ক্ষয়

শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ। স্মরন্তি চ 'ন হি কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে' [ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতি]। নন্বেবং সতি প্রায়শ্চিত্তোপদেশোঽনর্থকঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। প্রায়শ্চিত্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তের্গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ। অপি চ প্রায়শ্চিত্তানাং দোষসংযোগেন বিধানাৎ ভবেদপি দোষক্ষপণার্থতা। ন ত্বেবং ব্রহ্মবিদ্যায়া বিধানমস্তি। নন্বনভ্যুপগম্যমানে ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মক্ষয়ে তৎফলস্যাবশ্যম্ভোক্তব্যত্বাদনির্মোক্ষঃ স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে। দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্ম্মফলবদ্ভবিষ্যতি। তস্মাৎ ন ব্রহ্মবিদ্যাধিগমে দুরিতনিবৃত্তিঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তদধিগমে। ব্রহ্মাঽধিগমে সত্যুত্তরপূর্ব্বাঽঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। উত্তরস্যাশ্লেষঃ। পূর্ব্বস্য বিনাশঃ। কস্মাৎ। তদ্ব্যপদেশাৎ। তথা হি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রক্রিয়ায়াং সম্ভাব্যমানসম্বন্ধস্যাগামিনো দুরিতস্যানভিসম্বন্ধং বিদুষো ব্যপদিশন্তি 'যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে' ইতি। তথা বিনাশমপি পূর্ব্বোপচিতস্য দুরিতস্য ব্যপদিশন্তি 'তদ্যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে' ইতি। অয়মপরঃ কর্ম্মক্ষয়ব্যপদেশো ভবতি।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ইতি।

প্রাপ্ত হয় না। আপত্তি হইতে পারে,—তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কেন? প্রায়শ্চিত্ত সকল গৃহদাহেষ্টির ন্যায় নৈমিত্তিক। পাপক্ষয়ার্থ বিহিত বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশকতা থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সেইরূপে বিহিত না হওয়ায়, তাহার পাপনাশকতা থাকিতে পারে না। কর্ম্ম যেমন দেশ কাল ও নিমিত্ত অনুসারে ফল প্রসব করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানও দেশ কালাদি নিমিত্ত অনুসারে মোক্ষফল প্রসব করিতে পারে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে,—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ ও পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি পাপ কর্ম্ম সকল জ্ঞানীতে লিপ্ত হয় না। যেমন তূলা সকল অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তেমনি জ্ঞান হইলে সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশ হয়। বলিয়াছিলে যে, ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষয় হয়

[illegible] কর্মণঃ ক্ষয়কল্পনায়াং শাস্ত্রকদর্থনং স্যাদিতি। নৈষ দোষঃ। ন হি বয়ং কর্মণঃ ফলদায়িনীং শক্তিমবজানীমহে। বিদ্যত এব সা। সা তু বিদ্যাদিনা কারণান্তরেণ প্রতিবধ্যত ইতি বদামঃ। শক্তিসদ্ভাবমাত্রে চ শাস্ত্রং ব্যাপ্রিয়েত ন প্রতিবন্ধাপ্রতিবন্ধয়োরপি। ন হি কর্ম ক্ষীয়ত ইত্যেতদপি স্মরণমৌৎসর্গিকম্। ন হি ভোগাদৃতে কর্ম ক্ষীয়তে তদর্থত্বাদিতি। ইষ্যত এব প্রায়শ্চিত্তাদিনা দুরিতস্য ক্ষয়ঃ। 'সর্বং পাপ্মানং তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। যত্তূক্তং নৈমিত্তিকানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবিষ্যন্তীতি তদসৎ। দোষসংযোগেন চোদ্যমানানামেষাং দোষনিষ্কৃতিফলসম্ভবে ফলান্তরকল্পনানুপপত্তেঃ। যৎপুনরেতদুক্তং ন প্রায়শ্চিত্তবৎ দোষক্ষয়োদ্দেশেন বিদ্যাবিধানমস্তি। অত্র ব্রূমঃ। সগুণাসু তাবদ্বিদ্যাসু বিদ্যত এব বিধানম্। তাসু চ বাক্যশেষে ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিঃ পাপনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাবত উচ্যতে। তয়োশ্চাবিবক্ষাকারণং নাস্তীত্যতঃ পাপ্মপ্রহাণপূর্বকৈশ্বর্যপ্রাপ্তিস্তাসাং ফলমিতি

না। আমরা বলি, তাহা বিদ্যাদি কারণে প্রতিবদ্ধ হয়। 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম' ইত্যাদি শাস্ত্র কর্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে, ইহাই বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ নিবৃত্তি হয়, তাহার প্রমাণ এই—যিনি অশ্বমেধ যাগ করেন, তিনি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন। পাপক্ষয় উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্তেরই বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় না; এই কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সগুণ উপাসনারও বিধান দৃষ্ট হয়। সুতরাং নিশ্চয় হয়, অগ্রে পাপক্ষয়, পরে ঐশ্বর্যাগম সেই সেই উপাসনার ফল। যেমন আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে সঞ্চিত কর্মের বিনাশ হয়, তেমনি ভবিষ্যৎ কর্মের অশ্লেষ হইয়া থাকে। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তাহার যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সকল কর্মে তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভ্রম ছিল। কিন্তু ইদানীং জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া জ্ঞানের সামর্থ্যে তাহার সে ভ্রম অপগত হওয়ায় সে সকল অদৃষ্টও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিনকালের কোনও কালে আমি কর্তা ভোক্তা নহি এবং 'সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মই আমি' এইরূপ অনুভব করিতেছেন। জ্ঞানে যদি

নিশ্চীয়তে। নিগুণায়াস্ত বিদ্যায়াং যদ্যপি বিধানং নাস্তি তথাপ্যকর্ত্রাত্ম-বোধাৎ কর্ম্মপ্রদাহসিদ্ধিঃ। অশ্লেষ ইতি চাগামিষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বমেব ন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মবিদিতি দর্শয়তি। অতিক্রান্তেষু তু যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানাৎ কর্তৃত্বং প্রতিপেদ ইব তথাপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তেস্তান্যপি প্রবিলীয়ন্ত ইত্যাহ—বিনাশ ইতি। পূর্ব্বপ্রসিদ্ধকর্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বরূপবিপরীতং হি ত্রিষপি কালেষকর্তৃত্বাভোক্তৃত্বস্বরূপং ব্রহ্মাহমস্মি নেতঃ পূর্ব্বমপি কর্ত্তা ভোক্তা বাহমাসং নেদানীং নাপি ভবিষ্যতি কাল ইতি ব্রহ্মবিদবগচ্ছতি। এবমেব চ মোক্ষ উপপদ্যতে। অন্যথা, হ্যনাদিকালপ্রবৃত্তানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ। ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্ম্মফলবৎ ভবিতুমর্হতি। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য। তস্মাৎ ব্রহ্মাধিগমে দুরিতক্ষয় ইতি স্থিতম্॥ ১৩॥

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু॥ ১৪॥

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে বন্ধহেতোরঘস্য স্বাভাবিকস্যাশ্লেষবিনাশৌ জ্ঞাননিমিত্তৌ শাস্ত্রব্যপদেশান্নিরূপিতৌ। ধর্ম্মস্য পুনঃ শাস্ত্রীয়ত্বাৎ শাস্ত্রীয়েণ জ্ঞানেনাবিরোধ ইত্যা-

---

কালকালান্তরের—জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও মোক্ষ হইত না এবং মোক্ষশাস্ত্র প্রলাপতুল্য হইত। মোক্ষ কর্ম্মফল স্বর্গাদির সমনিয়মাধিত নহে। কর্ম্মফল স্বর্গাদি যেমন দেশ-কালাদির অধীন, জ্ঞান-ফল মোক্ষ সেরূপ নহে। তাহাতে অনিত্যতা দোষ ও অপরোক্ষতার ব্যাঘাত আছে। মোক্ষ যে নিত্যাপরোক্ষ, তাহা শ্রুতি প্রমাণে সিদ্ধ। অতএব ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে পাপ থাকে না, তাহা সমূলে উন্মূলিত হয়, ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত॥ ১৩॥ †

পূর্ব্ববিচারে শাস্ত্রীয় উল্লেখ অনুসারে নিরূপিত হইল যে, জ্ঞান হইলে

---

† জ্ঞানিনঃ পাপলেপোঽস্তি নাস্তি বাঽপ্যুপভোগতঃ।
আনাশং ইতিশাস্ত্রেষু ঘোষাল্লোপোঽস্য বিদ্যতে॥
অকর্ত্রাত্মধিয়াবস্তুমহিম্নৈব ন লিপ্যতে।
অশ্লেষনাশবপ্যস্তাবন্ধে ঘোষস্তু সার্থকঃ॥

শঙ্ক্য তন্নিরাকরণায় পূর্ব্বাধিকরণন্যায়াতিদেশঃ ক্রিয়তে। ইতরস্যাপি পুণ্যস্য কর্ম্মণ এবমঘবদসংশ্লেষো বিনাশশ্চ জ্ঞানবতো ভবতঃ। কুতঃ। তস্যাপি স্বফলহেতুত্বেন জ্ঞানফলপ্রতিবন্ধিত্বপ্রসঙ্গাৎ। 'উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি' ইত্যাদিশ্রুতিষু দুষ্কৃতবৎ সুকৃতস্যাপি প্রণাশব্যপদেশাৎ অকর্ত্রাত্মবোধনিমিত্তস্য চ কর্ম্মক্ষয়স্য সুকৃতদুষ্কৃতয়োস্তুল্যত্বাৎ 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি' ইতি চাবিশেষশ্রুতেঃ। যত্রাপি কেবল এব পাপ্মশব্দঃ পঠ্যতে তত্রাপি তেনৈব পুণ্যমপ্যাকলিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। জ্ঞানাপেক্ষয়া নিকৃষ্টফলত্বাৎ। অস্তি চ শ্রুতৌ পুণ্যেঽপি পাপ্মশব্দঃ 'নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ' ইত্যত্র সহ দুষ্কৃতেন সুকৃতমপ্যনুক্রম্য 'সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যবিশেষেণৈব প্রকৃতেষু পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ। পাতে ত্বিতি তু শব্দোঽবধারণার্থঃ। এবং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্ব্বন্ধহেত্বোর্ব্বিদ্যাসামর্থ্যাদশ্লেষবিনাশসিদ্ধেরবশ্যম্ভাবিনী বিদুষঃ শরীরপাতে মুক্তিরিত্যবধারয়তি॥ ১৪ ॥

সংসার-বন্ধনের কারণ সঞ্চিত পাপের বিনাশ ও আগামী পাপের অশ্লেষ হয়। তাহাতে পুণ্যের অবস্থা কি হয় জানা যায় নাই। সেই জন্য আশঙ্কা হয়—পুণ্যও শাস্ত্রীয়, জ্ঞানও শাস্ত্রীয়, সুতরাং পুণ্যের সহিত জ্ঞানের নাশ্য নাশক ভাব না থাকিতেও পারে। সূত্রকার ব্যাস ঐ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ পূর্ব্বাধিকরণের অতিদেশ করিয়াছেন। পুণ্যক্ষয় ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব বলিয়া সুতরাং সে জন্য তাহারও বিনাশ স্বীকর্ত্তব্য। আত্মার অকর্তৃভাব জ্ঞাত হইলে তন্নিবন্ধন যে কর্ম্মক্ষয় ঘটনা হয়, সে ঘটনা সুকৃত দুষ্কৃত উভয়েরই সমান। শ্রুতিতেও পুণ্যের উপর পাপের প্রয়োগ আছে। দিবা ও রাত্রি এই দুই সেতু ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এতৎ প্রস্তাবে পুণ্যের উদ্দেশেও পাপ শব্দ প্রযোজিত হইয়াছে। সূত্রস্থ তু শব্দ নিশ্চয়ার্থক। সংসার-বন্ধনের কারণীভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিদ্যার সামর্থ্যে অশ্লেষ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহ পাতের পর জ্ঞানীর মোক্ষ অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী॥ ১৪॥ †

---

† পুণ্যেন লিপ্যতেন বা লিপ্যতেঽস্ত কতমতঃ।
নহি স্রোতেন পুণ্যেন শ্রৌতং জ্ঞানং বিরুধ্যতে॥

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫॥

পূর্ব্বয়োরধিকরণয়োর্জ্ঞাননিমিত্তঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্ব্বিনাশোঽবধারিতঃ। স কিমবিশেষেণারব্ধকার্য্যয়োরনারব্ধকার্য্যয়োশ্চ ভবত্যুত বিশেষেণারব্ধকার্য্যয়োরেবেতি বিচার্য্যতে। তত্র 'উভে উ হৈবৈষ এতেন তরতি' ইত্যেবমাদিশ্রুতিষ্ববিশেষশ্রবণাদবিশেষেণৈব ক্ষয় ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—অনারব্ধকার্য্যে এব স্থিতি। অপ্রবৃত্তে ফলে এব পূর্ব্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃতদুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে ন ত্বারব্ধকার্য্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যামেতৎ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্ম্মিতম্। কুত এতৎ। 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' ইতি শরীরপাতাবধিকরণাৎ ক্ষেমপ্রাপ্তেঃ'। ইতরথা হি জ্ঞানাদশেষকর্ম্মক্ষয়ে সতি স্থিতিহেত্বভাবাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যনন্তরমেব ক্ষেমমশ্নুবীত তত্র শরীরপাতপ্রতীক্ষাং নাচক্ষীত। নমু বস্তুবলেনৈবায়মকর্ত্রাত্মবোধঃ কর্ম্মাণি ক্ষপয়ন্ কথং কানিচিৎ ক্ষপয়েৎ কানিচিচ্চোপেক্ষেৎ। ন হি সমানেঽগ্নিবীজসম্পর্কে

পর পর দুই বিচারে অবধারিত হইয়াছে যে, জ্ঞান হইলে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সঞ্চিত ক্ষয়, কি প্রারব্ধ, কি সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়, তাহা বলা হয় নাই। সেই জন্য এই সূত্র তাহার অবধারণার্থ বলা হইল। জ্ঞানী সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয় হইতেই নির্লিপ্ত হন, এই সন্দেহ বিনাশার্থ বলা হইল—সঞ্চিত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অর্দ্ধভুক্ত আরব্ধ কর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। যেহেতু শ্রুতি তাহা সেইরূপ সীমাবধারণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞান হইলেও তাহার মুক্ত হইতে সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব যে পর্য্যন্ত তাহার শরীর পাত না হয়। শরীর পাতের পরেই তাহার মোক্ষ হয়। যাবৎ না শরীরের পতন হয়, তাবৎ শরীরারম্ভক ভুক্তাবশিষ্ট পুণ্য পাপ থাকে। ভোগেই তাহার ক্ষয় হয়। অগ্নিবীজ সম্বন্ধ সমান হইলে সেই স্থলে কি কতক বীজের অঙ্কুর শক্তি থাকে?

অলোপাবস্তুসামর্থ্যাৎ সমানঃ পুণ্যপাপয়োঃ।
শ্রুতং পুণ্যং পাপন্তয়া তরণঞ্চ সমং শ্রুতং॥

কেনাপি [illegible] জীবতে কেনচিন্ন জীবত ইতি [illegible]মঙ্গীকর্ত্তুমিতি। উচ্যতে। ন তাবদনাশ্রিত্যারব্ধকার্য্যং কর্ম্মাশয়ং জ্ঞানোৎপত্তিরুপপদ্যতে। আশ্রিতে চ তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্যান্তরালে প্রতিবন্ধাসম্ভবাদ্ভবতি বেগক্ষয়প্রতিপালনম্। অকর্ত্রাত্মবোধোঽপি হি মিথ্যাজ্ঞানবাধনেন কর্ম্মাণ্যুচ্ছিনত্তি। বাধিতমপি মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রাদিজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎ কালমনুবর্ত্তত এব। অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ কঞ্চিৎ কালং শরীরং ধ্রিয়তে ন ধ্রিয়ত ইতি। কথং হ্যেকস্য স্বহৃদয়প্রত্যয়ং ব্রহ্মবেদনং দেহধারণঞ্চাপরেণ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যেত। শ্রুতিস্মৃতিষু চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণনির্দ্দেশেনৈতদেব নিরুচ্যতে। তস্মাদনারব্ধকার্য্যয়োরেব সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

পুণ্যস্যাপ্যশ্লেষবিনাশয়োরঘবত্তয়োঽতিদিষ্টঃ সোঽতিদেশঃ সর্ব্বপুণ্যবিষয়

ইহার উত্তর এই—তত্ত্বজ্ঞান প্রবৃত্ত ফল কর্ম্মাশয় অবলম্বন ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। কুলালচক্র সবেগে ঘূর্ণিতে প্রবৃত্ত হইলে মধ্যে যদি বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার ঘূর্ণন-বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেক। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে কিছুকাল শরীর ধারণ হয় কিনা ইহা লইয়া বিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। জ্ঞান হইলেও শরীর ধারণ হয়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞের স্বানুভব সিদ্ধ। অন্যে তাহার কি প্রত্যাখ্যান করিবে? শ্রুতি ও স্মৃতি স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ কথন দ্বারা ঐ তত্ত্বই বলিয়াছেন এবং বুঝাইয়াদিয়াছেন। অতএব জ্ঞানবলে অপ্রবৃত্ত ফল পুণ্য পাপের ক্ষয় হওয়াই সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥ *

পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অনাশ্লেষ ও বিনাশ হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে।

---

* আরব্ধে নশ্যতো নো বা সঞ্চিতে ইব নশ্যতঃ।
উভয়োরপ্যকর্তৃত্ব তত্ত্ববোধৌ সদৃশৌ খলু ॥
আদেহপাত[illegible]পি।
ইত্যু[illegible] বিনশ্যতঃ ॥

ইত্যাশঙ্ক্য প্রতিবক্তি—অগ্নিহোত্রাদি তিষ্ঠতি। তুশব্দ আশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। যন্নিত্যং কর্ম্ম বৈদিকমগ্নিহোত্রাদি তত্তৎকার্য্যায়ৈব ভবতি, জ্ঞানস্য যৎ কার্য্যং তদেবাস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ। কুতঃ। 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন' ইত্যাদিদর্শনাৎ। ননু জ্ঞানকর্ম্মণোর্বিলক্ষণকার্য্যত্বাৎ কার্য্যৈক-ত্বানুপপত্তিঃ। নৈষ দোষঃ। জ্বরমরণকার্য্যয়োরপি দধিবিষয়োর্গুড়মন্ত্র-সংযুক্তয়োস্তৃপ্তিপুষ্টিকার্য্যদর্শনাৎ। তদ্বৎ কর্ম্মণোঽপি জ্ঞানসংযুক্তস্য মোক্ষ-কার্য্যত্বোপপত্তেঃ। নম্বনারভ্যো মোক্ষঃ কথমস্য কর্ম্মকার্য্যত্বমুচ্যতে। নৈষ দোষঃ। আরাদুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণঃ। জ্ঞানস্যৈব হি প্রাপকং কর্ম্ম প্রণাড্যা মোক্ষকারণমিত্যুপচর্য্যতে। অতএব চাতিক্রান্তবিষয়মেতৎ কার্য্যৈক-ত্বাভিধানম্। ন হি ব্রহ্মবিদ আগাম্যগ্নিহোত্রাদি সম্ভবতি। অনিয়োজ্য-ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ। সগুণাসু তু বিদ্যাসু কর্ত্তৃত্বানতিবৃত্তেঃ সম্ভবত্যাগাম্যপ্যগ্নিহোত্রাদি। তস্যাপি নিরভিসন্ধিনঃ কার্য্যান্তরাভাবাৎ বেদবিদ্যা-সঙ্গত্যুপপত্তিঃ। কিন্বিষয়ং পুনরিদমশ্লেষবিনাশবচনং কিন্বিষয়ং বা বেদবিনি-য়োগবচনমেকেষাং শাখিনাং 'তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইত্যত উত্তরং পঠতি॥ ১৬॥

তাহাতে সন্দেহ এই—সেই অতিদেশ সর্ব্বপুণ্য বিষয়ক কিনা। ইহার উত্তরার্থ বলা হইয়াছে,—জ্ঞানে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও বিনাশ এই আশঙ্কা করিওনা। জ্ঞানের কার্য্য ও অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের কার্য্য সমান। ব্রহ্মবাদীরা বেদানুবচন যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান পাইতে ইচ্ছা করেন। এই শ্রুতিতেই দেখা যায় জ্ঞানের ও নিত্যাগ্নিহোত্রের একই ফল। জ্ঞান এক কার্য্য করে, কর্ম্ম অন্যকার্য্য করে, এমন কথা বলিও না। দধিও বিষজ্বর ও মৃত্যু আনয়ন করে, কিন্তু গুড় ও মন্ত্র সংযোগে উভয়ই তৃপ্তি ও পুষ্টি করে। কর্ম্মকলাপ মোক্ষের উপকারক। কর্ম্ম জ্ঞানের প্রাপক, জ্ঞান মোক্ষের প্রাপক। এইরূপ ক্রমপরম্পারায় কর্ম্মকেও মোক্ষ কারণ বলা যায়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কালে আপনার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান অলুপ্ত থাকে, সুতরাং সেই পক্ষে সূত্রের তাৎপর্য্য ইহা স্বীকার করিলে আগামী অগ্নি-হোত্রাদিও সম্ভব হইতে পারে। সেই জ্ঞানীর পুত্রেরা

অতোঽন্যাঽপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

অতোঽগ্নিহোত্রাদের্নিত্যাৎ কর্ম্মণোঽন্যাপি হ্যস্তি সাধুকৃত্যা যা ফলমভিসন্ধায় ক্রিয়তে। তস্যা এব বিনিয়োগ উক্ত একেষাং শাখিনাং 'সুহৃদঃ সাধুকৃত্যা-মুপয়ন্তি' ইতি। তস্যা এব চেদমঘবদশ্লেষবিনাশনিরূপণম্। ইতরস্যাপ্যেব-মসংশ্লেষ ইতি। তথা এবঞ্জাতীয়কস্য কাম্যস্য কর্ম্মণো বিদ্যাং প্রত্যনুপ-কারকত্বে সম্প্রতিপত্তিরুভয়োরপি জৈমিনিবাদরায়ণয়োরাচার্য্যয়োঃ ॥ ১৭ ॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥

সমনন্তরাধিগতবেতদনন্তরাধিকরণে নিত্যমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা মোক্ষ-প্রয়োজনোদ্দেশেন কৃতমুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুদ্বারেণ সত্ত্বশুদ্ধিকারণতাং প্রতিপদ্য-মানং মোক্ষপ্রয়োজনব্রহ্মাধিগমনিমিত্তত্বেন ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্য্যং ভব-তীতি। তত্রাঽগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়বিদ্যাসংযুক্তং কেবলঞ্চাস্তি। 'য এবং বিদ্বান্ যজতি য এবং বিদ্বান্ জুহোতি য এবং বিদ্বাংশংসতি য এবং বিদ্বানু-

---

তাহার দায়, সুহৃদগণ তাহার পুণ্য ও শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে। এই বিনিয়োগ বাক্যও কোন বিষয়ের দ্যোতক, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র বলা হইয়াছে। ১৬॥

নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অতিরিক্ত পুণ্য কর্ম্ম যে সকল কর্ম্ম ফল-কামী অধিকারী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, শাখাবিশেষে সেই সকল পুণ্য কর্ম্মের উক্ত প্রকার বিনিয়োগ অভিহিত হইয়াছে এবং সেই সকল পুণ্যেরই পাপের ন্যায় অশ্লেষ ও বিনাশ নিরূপিত হইয়াছে, অপিচ তাদৃশ কাম্য কর্ম্মের যে জ্ঞানের উপকারিতা নাই, সেই বিষয়ে জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই সম্মতি আছে। ১৭॥

পূর্ব্ব সূত্রের বিচারিত অর্থে জানা গেল মুমুক্ষু মোক্ষ উদ্দেশে নিত্যা-গ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা তাহার সঞ্চিত প্রত্যবায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পাপ ক্ষীণ হইলে বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য আগমন করে, সুতরাং নিত্যাগ্নিহোত্রাদি মোক্ষ ফল তত্ত্বজ্ঞানের কারণ ভাব প্রাপ্ত হয়। অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম দ্বিবিধ,—উপাসনা রহিত ও উপাসনা যুক্ত। জ্ঞানপূর্ব্বক

দধাতীতি। তস্মাদেবম্বিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত। তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈত-দেবং বেদ যশ্চ ন বেদ' [ছা৹] ইত্যাদিবচনেভ্যো বিদ্যাসংযুক্তং কেবলং-মপ্যস্তি। তত্রেদং বিচার্য্যতে কিং বিদ্যাসংযুক্তমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমু-ক্ষোর্ব্বিদ্যাহেতুত্বেন তয়া সহৈককার্য্যত্বং প্রতিপদ্যতে ন কেবলং উত বিদ্যা-সংযুক্তং কেবলঞ্চাবিশেষেণেতি। কুতঃ সংশয়ঃ। 'তমেতমাত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইতি যজ্ঞাদীনামবিশেষেণাত্মবেদনাঙ্গত্বেন শ্রবণাৎ। বিদ্যাসংযুক্তস্য চাগ্নিহোত্রাদের্ব্বিশিষ্টত্বাবগমাৎ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিদ্যাসংযুক্তমেব কর্ম্মা-গ্নিহোত্রাদ্যাত্মবিদ্যাশেষত্বং প্রতিপদ্যতে ন বিদ্যাবিহীনম্। বিদ্যোপেতস্য বিশি-ষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাবিহীনাৎ। 'যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্ম্মৃত্যুমপজয়তি এবম্বিদ্বান্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

'বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।'

'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়!' ॥ [ভ৹ গী৹]

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে।—যদেব বিদ্যয়েতি হি। সত্যমেতৎ বিদ্যাসংযুক্তং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিকং বিদ্যাবিহীনাৎ কর্ম্মণোঽগ্নিহোত্রা-দের্ব্বিশিষ্টং বিদ্যানিব ব্রাহ্মণো বিদ্যাবিহীনাৎ ব্রাহ্মণাৎ তথাপি নাত্যন্তমন-পেক্ষং বিদ্যারহিতং কর্ম্মাঽগ্নিহোত্রাদিকম্। কস্মাৎ। 'তমেতমাত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইত্যত্রাবিশেষেণাগ্নিহোত্রাদের্ব্বিদ্যাহেতুত্বেন শ্রুতত্বাৎ। ননু বিদ্যা-

---

হোমাদি করিলে ফলাধিক্য আছে বলিয়া জ্ঞানী ব্রহ্মা করা হয়। এই স্থলে বিচার উপস্থিত হইতেছে, মুমুক্ষুর জ্ঞান উপকারক বলিয়া কি উপাসনা সংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই জ্ঞানের সহিত তুল্য কার্য্যকারী। 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিশেষে যজ্ঞের আত্মজ্ঞান সাধকত্ব কথিত হইয়াছে। এই বিবিদিষা বাক্যই সন্দেহের কারণ। বিদ্যা বিহীনা-পেক্ষা বিদ্যাযুক্ত শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। যে এইরূপ জ্ঞানবান্ সে যে দিন হোম করে, সেই দিনই অপমৃত্যু জয় করে। হে অর্জ্জুন! তুমি যে জ্ঞানে কর্ম্ম বন্ধন মুক্ত হইবে ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই;—উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্র উপাসনা রহিত অগ্নিহোত্র, হইতে বিশিষ্ট, এই কথা সত্য বটে; কিন্তু তাই বলিয়া উপাসনা বিরহিত অগ্নি-

সংযুক্তস্যাঽগ্নিহোত্রাদের্বিদ্যাবিহীনাৎ বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাবিহীনমগ্নিহোত্রাদ্যা-ত্মবিদ্যাহেতুত্বেনানপেক্ষমেবেতি যুক্তম্। নৈতদেবম্। বিদ্যাসহায়স্যাঽগ্নিহোত্রা-দের্বিদ্যানিমিত্তেন সামর্থ্যাতিশয়েন যোগদাত্মজ্ঞানং প্রতি কশ্চিৎ কারণত্বাতি-শয়ো ভবিষ্যতি ন তথা বিদ্যাবিহীনস্যেতি যুক্তং কল্পয়িতুম্। ন তু 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইত্যবিশেষেণাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন শ্রুতস্যাগ্নিহোত্রাদেরঙ্গনত্বং শক্যমভ্যু-পগন্তুম্। তথা হি শ্রুতিঃ 'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' ইতি বিদ্যাসংযুক্তস্য কর্মণোঽগ্নিহোত্রাদের্বীর্য্যবত্তরত্বাভি-ধানেন স্বকার্য্যং প্রতি কঞ্চিদতিশয়ং ব্রুবাণা, বিদ্যাবিহীনস্য তস্যৈব তৎপ্রয়ো-জনং প্রতি বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি। কর্মণশ্চ বীর্য্যবত্ত্বং তৎ যৎ স্বপ্রয়োজনসাধন-সহত্বম্। তস্মাৎ বিদ্যাসংযুক্তং নিত্যমগ্নিহোত্রাদি বিদ্যাবিহীনঞ্চোভয়মপি মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন ইহ জন্মনি জন্মান্তরে চ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতং যৎ তৎ যথাসামর্থ্যং ব্রহ্মাধিগমপ্রতিবন্ধকারণোপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুদ্বারেণ ব্রহ্মাধিগমকারণত্বং প্রতিপদ্যমানং শ্রবণমননশ্রদ্ধাধ্যানতাৎপর্য্যাদ্যন্তরঙ্গকারণা-পেক্ষং ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্য্যং ভবতীতি স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥ ১৯ ॥

অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় উক্তঃ। ইতরে

হোত্রের অল্পমাত্রও জ্ঞানোপকারকতা নাই, এমন কথা বলিতে পার না। উত্তরে প্রভেদ এই যে, বিদ্যার সাহায্যে তাহাতে সামর্থ্য বিশেষ জন্মে এবং সেই সামর্থ্য হেতু তাহা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি অতিশয়িত কারণ হয়। ইহাই যুক্তিযুক্ত। কেবল অগ্নিহোত্র জ্ঞানের অঙ্গ নহে, এইরূপ বলা অসঙ্গত। শ্রুতি বিদ্যাদিযুক্ত কর্ম্ম অধিকতর বীর্য্যশালী হয় এই কথা বলিয়া বিদ্যাদিযুক্ত কর্ম্ম শীঘ্র ফল উৎপাদন করে ইহামাত্র বলিয়াছেন। অতএব মুমুক্ষু কর্ত্তৃক বিদ্যাযুক্ত এবং কেবল উভয়বিধ অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম মোক্ষ উদ্দেশে ইহ-জন্মেই হউক অথবা পরজন্মেই হউক জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইলে সেই সেই কর্ম্ম স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে অবিলম্বে ও বিলম্বে জ্ঞানের উপকারক হইবেই হইবে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত স্থিরতর সিদ্ধান্ত ॥ ১৮ ॥

ত্বারব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে' ইতি 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি চৈবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। নম্বু সত্যাপি সম্যগ্দর্শনে যথা প্রাগ্দেহপাতাদ্ভেদদর্শনং দ্বিচন্দ্রদর্শনন্যায়েনানুবৃত্তমেবং পশ্চাদপ্যনুবর্ত্তেত। ন নিমিত্তাভাবাৎ। উপভোগশেষক্ষপণং হি তত্রানুবৃত্তিনিমিত্তম্। ন তাদৃশমত্র কিঞ্চিদস্তি। নম্বপরঃ কর্ম্মাশয়োঽভিনবমুপভোগমারপ্স্যতে। ন। তস্য দগ্ধবীজত্বাৎ। মিথ্যাজ্ঞানাবষ্টম্ভং হি কর্ম্মান্তরং দেহপাতে উপভোগান্তরমারভতে। তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানেন দগ্ধমিত্যতঃ সাধ্বে তদারব্ধকার্য্যক্ষয়ে বিদুষঃ কৈবল্যমবশ্যম্ভাবীতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

বিদ্যার প্রভাবে সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ সমর্থিত হইয়াছে। এইক্ষণে আরব্ধফল পুণ্য পাপ কি হয় তাহা বলা হইতেছে। আরব্ধফল পুণ্য পাপ ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে তখন ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব যাবৎ না দেহ পরিত্যাগ করে। অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। যদি বল আরব্ধ ফল কর্ম্ম ব্যতীত পূর্ব্বসঞ্চিত অনারব্ধফল অনেক কর্ম্ম থাকে, সেই সকল কর্ম্ম পুনর্ব্বার ভোগ আরম্ভ করিতে পারে। আমরা বলি, কর্ম্ম থাকে সত্য কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম ভোগাদিতে সমর্থ নহে। তাহার বীজ দগ্ধ হইয়া যায়। অন্যান্য অজ্ঞানমূলক কর্ম্মই দেহপাতের পর জন্ম আয়ু ভোগ জন্মায়। সেই হেতু সে সকল কর্ম্ম শরীর পাতের পূর্ব্বেই অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয় এবং শরীর পাতের পর জ্ঞানীর কৈবল্য জন্মে ॥ ১৯ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

অথাপরাসু বিদ্যাসু ফলপ্রাপ্তয়ে দেবযানং পন্থানমবতারয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ যথাশাস্ত্রমুৎক্রান্তিক্রমমাচষ্টে। সমানা হি বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিরিতি বক্ষ্যতি। অস্তি প্রায়ণবিষয়া শ্রুতিঃ 'অস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' ইতি। কিমিহ বাচ এব বৃত্তিমত্যা মনসি সম্পত্তিরুচ্যতে। উত বাগ্‌বৃত্তেরিতি বিশয়ঃ। তত্র বাগেব তাবন্মনসি সম্পদ্যত ইতি প্রাপ্তম্। তথা হি শ্রুতি-রনুগৃহীতা ভবতি। ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণাবিষয়ে চ শ্রুতির্ন্যায্যা ন লক্ষণা। তস্মাদ্বাচ এবায়ং মনসি প্রবিলয় ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—বাগ্‌বৃত্তির্মনসি সম্পদ্যত ইতি। কথং বাগ্‌বৃত্তিরিতি ব্যাখ্যায়তে।

এই পাদে অপরা বিদ্যার ফললাভ সম্বন্ধীয় দেবযান পথ বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত উৎক্রান্তিক্রম বলা আবশ্যক। ব্যাস প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় উৎক্রান্তিক্রম বলিতেছেন। উপাসক ও অনুপাসক উভয়েরই উৎক্রান্তি আছে। কেবল তত্ত্বজ্ঞই উৎক্রান্ত হন না। হে সৌম্য! এই ম্রিয়মাণ পুরুষের বাক্যেন্দ্রিয় মনে লয় প্রাপ্ত হয়, পরে তাদৃশ মন প্রাণে, তাদৃশ প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয়। এখানে সংশয়—বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয় কি মনে লয় প্রাপ্ত হয় অথবা কেবল বাক্যই মনে প্রবেশ করে। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায় বাক্‌ই মনে প্রবেশ করে। এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতি অনুগৃহীত হয়।—অর্থাৎ বাক্‌শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিতে হয় না। যেস্থলে শ্রুতির সহিত লক্ষণার সংশয়; সেস্থলে শ্রুতব গ্রহণ ন্যায্য। এখানে

যাবতা বাঙ্মনসীত্যেবমাচার্য্যঃ পঠতি। সত্যমেতৎ। পঠিষ্যতি তু পুরস্তাৎ 'অবিভাগো বচনাৎ' ইতি। [বে° সূ° ।৪।২।১৬।] তস্মাদত্র বৃত্ত্যুপশমমাত্রং বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। তত্ত্বপ্রলয়বিবক্ষায়ান্তু সর্ব্বত্রৈবাঽবিভাগসাম্যাৎ কিং পরত্রৈব বিশিষ্যাদবিভাগ ইতি। তস্মাদত্র বৃত্ত্যুপসংহারবিবক্ষায়াং বাগ্‌বৃত্তিঃ পূর্ব্বমুপসংহ্রিয়তে মনোবৃত্তাববস্থিতায়ামিত্যর্থঃ। কস্মাৎ। দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি বাগ্‌বৃত্তেঃ পূর্ব্বমুপসংহারো মনোবৃত্তৌ বিদ্যমানায়াং ন তু বাচ এব বৃত্তিমত্যা মনস্যুপসংহারঃ কেনচিদপি দ্রষ্টুং শক্যতে। ননু শ্রুতিসামর্থ্যাদ্বাচ এবাঽয়ং মনস্যপ্যয়ো যুক্ত ইত্যুক্তম্। নেত্যাহ। অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ। যস্য হি যত উৎপত্তিস্তস্য তত্র লয়ো ন্যায্যো মৃদীব শরাবস্য। ন চ মনসো বাগুৎপদ্যত ইতি কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ ত্বপ্রকৃতিসমাশ্রয়াবপি দৃশ্যেতে। পার্থিবেভ্যো হীন্ধনেভ্যস্তৈজসস্যাঽগ্নের্বৃত্তিরুদ্ভবত্যঽপ্সু চোপশাম্যতি। কথং তর্হ্যস্মিন্ পক্ষে শব্দো বাক্ মনসি সম্পদ্যত ইত্যত আহ—শব্দাচ্চেতি। শব্দোঽপ্যস্মিন্ পক্ষেঽবকল্পতে। বৃত্তিবৃত্তিমতোরভেদোপচারাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বাক্‌শব্দের অর্থ বাক্‌বৃত্তি এবং মরণকালে তাহা মনে উপশম প্রাপ্ত হয়। এই বাক্যে তত্ত্ব প্রবিলয় হওয়া বিবক্ষিত হইলে সূত্রোক্ত অবিভাগ সর্ব্বত্র সমান দাঁড়াইবে। সুতরাং পরম দেবতায় তাহার অবিভাগ হওয়া বলার কোনও প্রয়োজন নাই। বাগিন্দ্রিয় মনে সংহার প্রাপ্ত হয় ইহা কোনও ব্যক্তি অনুভব করিতে ও করাইতে সমর্থ নহেন। বলিয়াছিলে যে বাক্ এই শব্দের দ্বারাই বাগিন্দ্রিয়ের মনে লয় হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে, বস্তুত তাহা নহে। মন বাগিন্দ্রিয়ের প্রকৃতি নহে। যাহা হইতে যাহা জন্মে তাহাতেই তাহা লয় প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে আবার মৃত্তিকাতেই তাহা বিলীন হয়। বাগিন্দ্রিয় মনে উৎপন্ন হয় না সুতরাং তাহা মনে লয় প্রাপ্ত হয় না। কাষ্ঠ পার্থিব পদার্থ হইলেও তাহাতে তৈজস বহ্নির বৃত্তি উদ্ভূত এবং জলে তাহার লয় হইয়া থাকে। বৃত্তি অর্থেও বাক্‌শব্দ প্রযোজিত হইতে পারে ॥ ১ ॥*

---

* বহুজন্মপ্রদাযবদ্ধযুক্তানাং নাস্ত্যতাস্তি মুক্।
বিদ্যালোপে কৃতং কর্ম্ম ফলদং তেন নাস্তি মুক্ ॥

অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥

'তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ' ইত্যত্রাবিশেষেণ সর্ব্বেষামেবেন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্রাপ্যত এব বাচ ইব চক্ষুরাদীনামপি সত্যপি মনস্যবস্থিতে বৃত্তিলোপদর্শনাৎ তত্ত্বপ্রলয়াসম্ভবাচ্ছব্দোপপত্তেশ্চ বৃত্তিদ্বারেণৈব সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মনোঽনুবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষাং করণানাং মনস্যুপসংহারাবিশেষে সতি বাচঃ পৃথগ্‌গ্রহণং বাঙ্মনসি সম্পদ্যত ইত্যুদাহরণানুরোধেন ॥ ২ ॥

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥

সমধিগতমেতৎ 'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে' ইত্যত্র বৃত্তিসম্পত্তিবিবক্ষেতি। অথ যদুত্তরং বাক্যং 'মনঃ প্রাণ' ইতি কিমত্রাপি বৃত্তিসম্পত্তিরেব বিবক্ষতোত বৃত্তিমৎসম্পত্তিরিতি বিচিকিৎসায়াং বৃত্তিমৎসম্পত্তিরেবাত্রেতি প্রাপ্তম্। শ্রুত্যানুগ্রহাৎ তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেশ্চ। তথা হি 'অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ' ইত্যন্নযোনিং মন আমনন্ত্যব্‌যোনিঞ্চ প্রাণং আপশ্চান্নমসৃজন্ত' ইতি

অনন্তর মনঃসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ও শান্ততেজ হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে যায়। এই শ্রুতিতে অবিশেষে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মনঃ সম্পত্তি হওয়া কথিত হইয়াছে। যাহা বাক্ নামক তত্ত্ব তাহার লোপ অসম্ভব। সুতরাং সেই সকল শব্দের তাৎ ব্যুৎপত্তি অবলম্বন করিলে অর্থ সঙ্গতি হইতে পারে। মনে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের উপসংহার সমান লইলেও উদাহরণের অনুরোধে বাক্ মনসি ও অতএব চ এই দুই সূত্র বলা হইল ॥ ২ ॥

প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় জানা গিয়াছে বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিই মনে লয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বাক্য আছে মন প্রাণে। এখানে সন্দেহ—মনোলয় বিবক্ষিত, কি বৃত্তিলয় বিবক্ষিত। মন যে প্রাণমূলক তাহার প্রমাণ এই,—হে সৌম্য মন অন্নময় এবং প্রাণ জলময়। প্রকৃতিও তদ্বিকৃতির ভিন্নতা গ্রহণ না করিয়া অভেদভাব গ্রহণ করিলে অবশ্যই বলা যায় অন্নই মন এবং জলই

আয়ত্বং তোজয়েদেব নত্বু বিভাং বিলোপয়েৎ।
সুগুবুদ্ধবদস্মেবতাদবদ্যাৎ কুতো ন মুক্ ॥

শ্রুতিঃ। অতশ্চ যন্মনঃ প্রাণে প্রলীয়তেঽন্নমেব তদপ্সু প্রলীয়তে। অন্নং হি মন আপশ্চ প্রাণঃ প্রকৃতিবিকারাভেদাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। তদপ্যাপ্ত-গৃহীতবাহেন্দ্রিয়বৃত্তি মনো বৃত্তিদ্বারেণৈব প্রাণে প্রলীয়ত ইত্যুত্তরাদ্বাক্যাদব-গন্তব্যম্। তথা হি সুষুপ্সোর্মুমূর্ষোশ্চ প্রাণবৃত্তৌ পরিস্পন্দাত্মিকায়ামবস্থিতায়াং মনোবৃত্তীনামুপশমো দৃশ্যতে। ন চ মনসঃ স্বরূপাপ্যয়ঃ প্রাণে সম্ভবতি। অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ। ননু দর্শিতং মনসঃ প্রাণপ্রকৃতিত্বম্। নৈতৎ সারম্। ন হীদৃশেন প্রণালিকেন তৎপ্রকৃতিত্বেন মনঃ প্রাণে সম্পত্তুমর্হতি। এবমপি হ্যন্নে মনঃ সম্পদ্যেতাঽপ্সু চান্নমপ্স্বেব চ প্রাণঃ। ন হ্যেতস্মিন্নপি পক্ষে প্রাণ-ভাবপরিণতাভ্যোঽদ্ভ্যো মনো জায়ত ইতি কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। তস্মান্ন মনসঃ প্রাণে স্বরূপাপ্যয়ঃ। বৃত্ত্যপ্যয়েঽপি শব্দোঽবকল্পতে বৃত্তিবৃত্তিমতো-রভেদোপচারাদিতি দর্শিতম্ ॥ ৩ ॥

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

স্থিতমেতদ্‌যস্য যতো নোৎপত্তিস্তস্য তস্মিন্ বৃত্তিলয়ো ন স্বরূপলয় ইতি। ইদমিদানীং প্রাণস্তেজসীত্যত্র চিন্ত্যতে। কিং যথাশ্রুতি প্রাণস্য তেজস্যেব বৃত্ত্যুপসংহারঃ কিং বা দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষে জীব ইতি। তত্র শ্রুতেরনতি-

---

প্রাণ। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করণার্থ বলা হইল, পরিগৃহীত বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তি মনও বৃত্তিলয় দ্বারা প্রাণে বিলীন হয়। এই সিদ্ধান্ত শব্দতাৎপর্য্য দৃষ্টে লব্ধ হয়। মন প্রকৃতপক্ষে প্রাণমূলক নহে। সেই জন্য প্রাণে মনের স্বরূপ বিলয় অসম্ভব। ক্রমপরম্পরায় কার্য্যবিলয় মানিতে গেলে, অন্নেও মনের বিলয় মানিতে হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি—প্রাণে মনের বৃত্তি বিলয় হয়, স্বরূপ বিলয় হয় না। বৃত্তি বিলয় পক্ষ বৃত্তিমান এক বা অভিন্ন এইরূপ বিবক্ষায় উপপন্ন হইতে পারে।—অর্থাৎ উপচারক্রমে মনোবৃত্তিতে মনঃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক ॥ ৩ ॥

যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহাতে তাহার স্বরূপ বিলয় অস-ম্ভব। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—মরণকালে মনে বাক্‌বৃত্তির বিলয় ও প্রাণে মনোবৃত্তির বিলয় হয়। সম্প্রতি 'প্রাণস্তেজসি' এই বাক্যে পাওয়া যায় যে,

শব্দাৎ প্রাণস্ত তেজস্যেব সম্পত্তিঃ স্যাদশ্রুতকল্পনায়া অত্যাখ্যাত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—সোহধ্যক্ষ ইতি। স প্রকৃতঃ প্রাণোহধ্যক্ষেহবিদ্যাকর্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞোপাধিকে বিজ্ঞানাত্মন্যবতিষ্ঠতে তৎপ্রধানা প্রাণবৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ। তদুপগমাদিভ্যঃ। এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতীতি হি শ্রুত্যন্তরমধ্যক্ষোপগামিনঃ সর্ব্বান্ প্রাণানবিশেষেণ দর্শয়তি। বিশেষেণ চ 'তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনূৎক্রামতি' ইতি পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্যাধ্যক্ষানুগামিতাং দর্শয়তি। তদনুবৃত্তিতাং চেতরেষাং প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীতি। 'সবিজ্ঞানো ভবতি' ইতি চাধ্যক্ষস্যান্তর্ব্বিজ্ঞানবত্ত্বপ্রদর্শনেন তস্মিন্নপীতকরণগ্রামস্য প্রাণস্যাবস্থানং গময়তি। ননু 'প্রাণস্তেজসি' ইতি শ্রূয়তে কথং প্রাণোহধ্যক্ষ ইত্যধিকাবাপঃ ক্রিয়তে। নৈষ দোষঃ। অধ্যক্ষপ্রধানত্বাদুৎক্রমণাদিব্যবহারস্য। শ্রুত্যন্তরগতস্যাপি চ বিশেষস্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কথং তর্হি প্রাণস্তেজসীতি শ্রুতিরিত্যত আহ॥ ৪॥

তেজেই প্রাণের বৃত্ত্যুপসংহার হয়। বিচারস্থলে পাওয়া যায়,—দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষ জীবেই প্রাণবৃত্তি উপসংহৃত হয়। শ্রুত্যনুসারে তেজেই প্রাণের উপসংহার হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। ইহার সিদ্ধান্ত এই,—সেই প্রাণ তৎকালে শরীরপঞ্জরাধ্যক্ষ জীবে গিয়া অবস্থিতি করে, অন্যত্র নহে। অবিদ্যা কামকর্ম্ম, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা এতদুপহিত চিদাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় পঞ্জরের অধ্যক্ষ এবং তাহারই অন্য নাম জীব। শ্রুতি জীবেতেই প্রাণের উপগমন, অনুগমন ও অবস্থান হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মুমূর্ষু যখন ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত হয়, তখন তাহার অন্তকাল উপস্থিত হয়। এই অন্তকালে প্রাণ সকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয়। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণোন্মুখ হইলে অন্যান্য প্রাণও তাহার অনুগামী হয়। জীব মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয়। যদি বল, শ্রুতি প্রাণ তেজে বিলীন হয় বলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ অধ্যক্ষে লয় হওয়ার কথা বলেন নাই। ইহার উত্তর এই—উৎক্রমণ ব্যবহার অধ্যক্ষ লক্ষ করিয়াই অবস্থিত। জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, প্রাণ তেজে বিলীন হয়,—এই কথার সঙ্গতি কিরূপ? তাহার উত্তর এই—॥ ৪॥

ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

স প্রাণসংযুক্তোঽধ্যক্ষঃ তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু দেহবীজভূতেষু সূক্ষ্মেষ্ব-বতিষ্ঠত ইত্যবগন্তব্যম্। 'প্রাণস্তেজসি' ইত্যতঃ শ্রুতেঃ। নমু চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণস্য তেজসি স্থিতিং দর্শয়তি ন প্রাণসংযুক্তস্যাধ্যক্ষস্য। নৈষ দোষঃ, সোঽধ্যক্ষ ইত্যাধ্যক্ষস্যাপ্যন্তরাল উপসংখ্যাতত্বাৎ। যোঽপি হি শ্রুঘ্নাম্মথুরাং গত্বা মথুরায়াঃ পাটলিপুত্রং ব্রজতি সোঽপি শ্রুঘ্নাৎ পাটলিপুত্রং যাতীতি শক্যতে বদিতুম্। তস্মাৎ প্রাণস্তেজসীতি প্রাণসংযুক্তস্যাঽধ্যক্ষস্যৈবৈতত্তেজঃ-সহচরিতেষু ভূতেষ্ববস্থানম্। কথং তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষিত্যুচ্যতে যাবতৈ-কমেব তেজঃ শ্রূয়তে প্রাণস্তেজসীত্যত আহ ॥ ৫ ॥

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ ৬ ॥

নৈকস্মিন্নেব তেজসি শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং জীবোঽবতিষ্ঠতে কার্য্যস্য শরীরস্যানেকাত্মকত্বদর্শনাৎ। দর্শয়তশ্চৈতমর্থং প্রশ্নপ্রতিবচনে 'আপঃ পুরুষ-বচসঃ' ইতি। তদ্ব্যাখ্যাতং 'ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ' ইত্যত্র [বে০ সূ০]। শ্রুতিস্মৃতী চৈতমর্থং দর্শয়তঃ। শ্রুতিঃ 'পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ' ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি—

'প্রাণস্তেজসি' এই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে এই বুঝিতে হইবে প্রাণসংযুক্ত অধ্যক্ষ তেজঃসহচরিত দেহবীজ সূক্ষ্মভূতে অবস্থিতি করেন। যে শ্রুঘ্ন হইতে মথুরায় ও মথুরা হইতে পাটলিপুত্রে যায় অবশ্যই তাহাকে শ্রুঘ্ন হইতে পাটলিপুত্রে যাইতেছে বলা যাইতে পারে। পশ্চাৎ কেহ মনে করেন 'তেজসি' মাত্র তেজঃ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাতে তেজঃসহচরিত ভূত কিপ্রকারে অববোধিত হয়। সেই জন্য বলিতেছেন যে—নৈকস্মিন্নিতি ॥ ৫ ॥

জীব গৃহীত শরীর পরিত্যাগের পর অন্য শরীর গ্রহণ কালে কেবলমাত্র তেজোভূতে অবস্থান করে না। যেহেতু শরীরমাত্রেই অনেক ভূতের বিকার। আপ্ই পুরুষশব্দ বাচ্য হয়। অত্রস্থ আপ্ শব্দ ভূতপঞ্চকের অববোধক। এই পুরুষ পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজো-ময়। এই সমগ্র জগৎ সে সকলের সহিত পূর্ব্বপূর্ব্বের অনুরূপে সমুৎ

'অথো মাত্রা বিসর্গশ্চ সমাবিশান্ত যাঃ স্মৃতাঃ।
আন্তি সার্দ্ধবিন্দুঃ সর্ব্বং সম্ভবত্যানুপূর্ব্বশঃ' ॥ [মনু০ ১।২৭]

ইত্যাদ্যা। মন্ত্র ভোগসংজ্ঞকেষু রাগাদিষু করণেষু শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং 'ক্বায়ম্ তদা পুরুষো ভবতি' ইত্যুপক্রম্য শ্রুত্যান্তরং কর্ম্মাশ্রয়তাং নিরূপয়তি 'তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম হৈব তদূচতুঃ। অথ হ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ' ইতি। অত্রোচ্যতে। তত্র কর্ম্মপ্রযুক্তস্য গ্রহাতিগ্রহসংজ্ঞকস্যেন্দ্রিয়বিষয়াত্মকস্য বন্ধনস্য প্রবৃত্তিরিতি কর্ম্মাশ্রয়তোক্তা। ইহ পুনর্ভূতোপাদানাদ্দেহান্তরোৎপত্তিরিতি ভূতাশ্রয়ত্বমুক্তম্। প্রশংসাশব্দাদপি তত্র প্রাধান্যমাত্রং কর্ম্মণঃ প্রদর্শিতং ন ত্বাশ্রয়ান্তরং নিবারিতং তস্মাদবিরোধঃ ॥ ৬ ॥

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

সেয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা কিং বা বিশেষবতীতি বিশয়ানানাং বিশেষবতীতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভূতাশ্রয়বিশিষ্টা হেষা পুনর্ভবায় চ ভূতাস্যাশ্রীয়ন্তে। ন চ বিদুষঃ পুনর্ভবঃ সম্ভবতি। 'অমৃতত্বং হি বিদ্বানত্যশ্নুতে' ইতি শ্রুতিঃ। তস্মাদবিদুষ এবৈষোৎক্রান্তিঃ। ননু বিদ্যাপ্রকরণে সমাম্নানাৎ বিদুষ এবৈষা

হইয়া থাকে। জীব যখন শরীরান্তর গ্রহণ করিতে যায়, তখন সে কোন্ আশ্রয়ে থাকে? জীব তখন পূর্ব্ব দেহকৃত কর্ম্মের আশ্রয়ে থাকে। অতএব তবৎ কৃত সিদ্ধান্ত শ্রুতির বিরুদ্ধ। ইহাতে আমাদের বক্তব্য—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি গ্রহ নামক ইন্দ্রিয়গণকে ও অতিগ্রহসংজ্ঞক বিষয় সমূহকে জীবের বন্ধনরজ্জু ও তাহার অবস্থিতি কর্ম্মেরই অধীন। উদাহৃত-স্থলে বলা হইয়াছে। সেখানে হইয়াছে, পঞ্চভূত-উপাদানেই দেহোৎপত্তি হয় এবং সেই কারণে জীব ভূতাশ্রয়ী। অপিচ প্রশংসা শব্দের দ্বারা সেখানে কর্ম্মের প্রাধান্যমাত্র বলা হইয়াছে, সুতরাং বিরোধ নাই ॥ ৬ ॥

কথিত উৎক্রান্তি কি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় সাধারণ। জ্ঞানী অজ্ঞানীর ন্যায় উৎক্রান্ত হন না। জীব পুনর্দ্দেহ লাভের নিমিত্ত সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করে। জ্ঞানীর পুনর্জ্জন্ম নাই। যদি বল উৎক্রান্তি জ্ঞানপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় তাহা জ্ঞানীর পক্ষেও নীত হইতে পারে। আমরা বলি,

ভবেৎ। ন। স্বাপাদিবৎ যথাপ্রাপ্তানুকীর্ত্তনাৎ। যথাহি 'যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম অশিশিষতি নাম পিপাসতি নাম' ইতি চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণা এব স্বাপাদয়োঽনুকীর্ত্ত্যন্তে বিদ্যাপ্রকরণেঽপি প্রতিপিপাদয়িষিতবস্তুপ্রতিপাদনানুগুণ্যেন ন তু বিদুষো বিশেষবন্তো বিধিৎস্যন্তে এবমিয়মপ্যুৎক্রান্তির্ম্মহাজনগতৈবানুকীর্ত্ত্যতে। যস্যাং পরস্যাং দেবতায়াং পুরুষস্য প্রযতস্তেজঃ সম্পদ্যতে স আত্মা তত্ত্বমসীতি প্রতিপাদয়িতুম্ প্রতিষিদ্ধা চৈষা বিদুষঃ। তস্মাদবিদুষ এবৈষেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাঙ্মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপক্রমাদ্ভবিতুমর্হতি। অবিশেষশ্রবণাৎ। অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতসূক্ষ্মাণ্যাশ্রিত্য কর্ম্মপ্রযুক্তো দেহগ্রহণমনুভবিতুং সংসরতি। বিদ্বাংস্তু জ্ঞানপ্রকাশিতমোক্ষং নাড়ীদ্বারমাশ্রয়তে। তদেতদাসৃত্যুপক্রমাদিত্যুক্তম্। নন্বমৃতত্বং বিদুষা প্রাপ্তব্যং ন চ তদ্দেশান্তরায়ত্তং তত্র কুতো ভূতাশ্রয়ত্বং সৃত্যুপক্রমো বেতি। অত্রোচ্যতে। অনুপোষ্য চেদম্। অদগ্ধ্বাঽত্যন্তমবিদ্যাদীন্ ক্লেশানপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষিক-

---

তাহা হয় না। এই পুরুষ যখন সুপ্ত হন বুভুক্ষু হন পিপাসু হন ইত্যাদি-ক্রমে সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ স্বপ্নাদির অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের উপকারী বলিয়াই শ্রুতি জ্ঞান-প্রকরণে এই সকল কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানপ্রকরণে পরিপঠিত উৎক্রান্তিও সাধারণ দৃষ্টিতে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পরলোক-জিগমিষু যে জীব পরম দেবতায় সম্পন্ন হয়, সেই পরমদেবতা আত্মা, সেই আত্মাই তুমি, এই তত্ত্ব উপদেশ করা। জ্ঞানীর উৎক্রান্তি কথিত প্রকারে সম্পন্ন হয় না। অতএব বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে এবংক্রমে যে উৎক্রান্তি কথিত হইয়াছে তাহা জ্ঞানীর নহে। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ বলা হইল—তাহাতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ প্রভেদ নাই। অজ্ঞানীরই উৎক্রম, জ্ঞানীর নহে, এমন কথা শুনা যায় না। অজ্ঞানী ভাবিদেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের প্রেরণায় দেহ গ্রহণ করে। জ্ঞানী জ্ঞানপ্রকাশিত নাড়ীদ্বার আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করে। বলিতে পার "তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি" এই শাস্ত্রে জ্ঞানীর অমৃতত্ব প্রাপ্তি হওয়ার কথা আছে। এই আশঙ্কার বিনাশার্থ বলা হইল—সগুণ বিদ্যায় অবিদ্যাদি ক্লেশের নিঃশেষ উচ্ছেদ হয় না। সুতরাং সগুণ

[illegible]মৃতত্বং প্রেপ্স[illegible] [illegible]ভবতি তচ্চ[illegible]নাড্যা[illegible]মো ভূতাশ্রয়[illegible] । ন হি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিরুপপদ্যতে । তস্মাদদোষঃ ॥ ৭ ॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' ইত্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ তদ্‌যথাপ্রকৃতং তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সকরণগ্রামং ভূতান্তরসহিতং প্রযতঃ পুংসঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যত ইত্যেতদুক্তং ভবতি । কীদৃশী পুনরিয়ং সম্পত্তিঃ স্যাদিতি চিন্ত্যতে। অত্যান্তিক এব তাবৎ স্বরূপপ্রবিলয় ইতি প্রাপ্তম্ । তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেঃ । সর্ব্বস্য হি জনিমতো বস্তুজাতস্য প্রকৃতিঃ পরা দেবতেতি প্রতিষ্ঠাপিতম্ । তস্মাদাত্যন্তিকীঅবিভাগাপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ । তত্তেজআদি ভূতসূক্ষ্মং শ্রোত্রাদিকরণাশ্রয়ভূতমাপীতেরাসংসারমোক্ষাৎ সম্যগ্‌জ্ঞাননিমিত্তাদবতিষ্ঠতে ।

'যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্' ॥ [ভগ০]

উপাসকের অমৃতত্ব গৌণ । তাঁহাদের প্রাণ ঊর্দ্ধগামী হয়, এই শাস্ত্রে তাহার প্রাণগতি বর্ণিত আছে। প্রাণগতি আশ্রয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। অতএব সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব শ্রবণ আপেক্ষিক। এইরূপ বলিলে আর কোন দোষ থাকে না ॥ ৭ ॥

"তেজ পর দেবতায়" এই শ্রুতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবিত তেজআদি অন্যান্য ভূতের ও সপ্রাণ সেন্দ্রিয় জীবের সহিত পর দেবতায় সম্পন্ন হয়। ঐ সকল আত্যন্তিক স্বরূপ বিলয় হইলে পরমাত্মার সর্ব্ব-[illegible] উপপন্ন হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকল ইন্দ্রিয়াশ্রিত [illegible] তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মভূত অপীতি—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংসার [illegible] পর্য্যন্ত অবস্থান করে। আত্যন্তিক বিলয় হয় না। [illegible] জ্ঞানের উদয় হয়, তাবৎ উপার্জ্জিত জ্ঞানের এবং কর্ম্মের [illegible] দেহ পাইবার জন্য তত্তদ্‌যোনিতে [illegible] সংসারগতি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং স্মৃত্যাদির দ্বারা বলা হইয়াছে, যে, মরণে নিরবশেষ লয় নাই।

ইত্যাদি সংসারবন্ধোপদেশাৎ। অন্যথা হি সর্ব্বঃ প্রায়ণসময় এবোপাধিপ্রত্যস্ত-ময়াদত্যন্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যেত। তত্র বিধিশাস্ত্রং চানর্থকং স্যাৎ, বিদ্যাশাস্ত্রঞ্চ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তশ্চ বন্ধো ন সম্যগ্‌জ্ঞানাদৃতে বিস্রংসিতুমর্হতি, তস্মাৎ তত্ত্ব-প্রকৃতিবিভাগেহপি সুষুপ্তিপ্রলয়বৎ বীজভাবাবশেষৈবৈষা সৎসম্পত্তিঃ ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥

তচ্চেতরভূতসহিতং তেজো জীবস্যাস্মাচ্ছরীরাৎ প্রবসত আশ্রয়ভূতং স্বরূপতঃ পরিমাণতশ্চ সূক্ষ্মং ভবিতুমর্হতি। তথা হি নাড়ীনিষ্ক্রমণশ্রবণাদিভ্যোঽস্য সৌক্ষ্ম্যমুপলভ্যতে তত্র তনুত্বাৎ সঞ্চারোপপত্তিঃ স্বচ্ছত্বাচ্চাপ্রতিঘাতোপপত্তিঃ। অতএব চ দেহান্নির্গচ্ছন্ পার্শ্বস্থৈর্নোপলভ্যতে ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

অতএব চ সূক্ষ্মত্বান্নাস্য স্থূলশরীরস্যোপমর্দ্দেন দাহাদিনিমিত্তেনৈতৎ সূক্ষ্মশরীরমুপমৃদ্যতে ॥ ১০ ॥

বিচারের উপসংহার এই যে, প্রোক্ত কারণে পরমাত্মা সর্ব্বযোনি হইলেও সুষুপ্তির ও প্রলয়ের দৃষ্টান্তে মৃত্যু কালেও জীব ব্রহ্মে নির্বিশেষ সম্পন্ন হন। ইন্দ্রিয়াদি যেমন সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে পরমাত্মার অমাত্যন্তিকরূপে লীন হয়, সেই কারণে তাহা হইতে তাহারা পুনঃ বিভক্ত হয়, মরণেও সেইরূপ বিলয় অবধারণ করিতে হইবেক ॥ ৮ ॥

জীব এই শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন কালে [illegible] আশ্রয় করে। সূক্ষ্মভূত সহকৃত সেই লিঙ্গশরীর [illegible] সূক্ষ্ম। জীব নাড়ীপথে নিক্রান্ত হয় বলিয়া [illegible] হেতু তাহার অপ্রতিঘাত ও [illegible] উভয়ই সম্ভব হয়। [illegible] গতির বাধক হইতে পারে না এবং যখন এই স্থূলদেহ হইতে [illegible] তখন তাহা কেহ দেখিতে পায় না। [illegible]

সূক্ষ্মতা হেতু তাহা স্থূল শরীরের উপমর্দ্দকে [illegible] স্থূল শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয় [illegible] স্থূল শরীরে [illegible] অবধারণ ক্ষতি হয় না ॥ ১০ ॥

মবগম্যতে। ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি শাখান্তরে পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ। সম্বন্ধসামান্যবিষয়া হি ষষ্ঠী শাখান্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। তস্মাদিতি চ প্রাধান্যাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতো দেহী সম্বধ্যতে ন দেহঃ। ন তস্মাদুচ্চিক্রমিষোর্জীবাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি সহৈব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ। সপ্রাণস্য চ প্রবসতো ভবত্যুৎক্রান্তির্দেহাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে ॥ ১২ ।

স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥ ১৩ ॥

নৈতদস্তি যদুক্তং পরব্রহ্মবিদোঽপি দেহাদস্ত্যুৎক্রান্তিঃ প্রতিষেধস্য দেহা-পাদানত্বাদিতি। যতো দেহাপাদান এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধ একেষাং সমাম্নাতৄণাং স্পষ্ট উপলভ্যতে। তথা হ্যার্তভাগপ্রশ্নোত্তরে 'যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহো নেতি' ইত্যত্র 'নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য' ইত্যুৎক্রান্তিপক্ষং পরিগৃহ্য ন তর্হ্যয়মনুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু মৃত ইত্যস্যামাশঙ্কায়ামত্রৈব সমবলীয়ন্ত' ইতি প্রবিলয়ং প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায়

পঞ্চমী বিভক্তি। পঞ্চমী সম্বন্ধ বিশেষ অর্থে ব্যবস্থিত। প্রাধান্য অনুসারে তস্মাৎ এই বাক্যে জীবাত্মাই গ্রহণীয়। জীবই অভ্যুদয়ের এবং মোক্ষের অধিকারী, সুতরাং তাহারই সহিত তদ্বাক্যের সম্বন্ধ। অতএব উৎক্রমণ কালে জ্ঞানী জীবের প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়। দেহত্যাগ ব্যতীত সপ্রাণ পদার্থের প্রবাস সম্ভবই হয় না। এই পূর্ব পক্ষের সমাধানার্থ সূত্র বলিতেছেন,—স্পষ্টো হ্যেকেষামতি ॥ ১২ ॥

মাধ্যন্দিন শাখায় তস্মাৎ এই কথা থাকায় জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ জীব হইতে হয় না, কিন্তু দেহ হইতে হয়। বলিয়াছিলে, তৎ প্রতিষেধার্থ বলিতেছি, তাহা নহে। অন্য শাখায় জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না, এই কথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। যখন এই পুরুষ মরে তখন তাহার প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না। অবশ্যই ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে জ্ঞানী তাহা হইলে মরে না। এই সংশয় বিনাশার্থ শ্রুতি পুনর্বার বলিয়াছেন,—সেই

সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণকামকর্ম্মণ উৎক্রান্তির্গতির্ব্বোপপদ্যেতে নিমিত্তা-ভাবাৎ। 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ো গত্যুৎক্রান্ত্যো-রভাবং সূচয়ন্তি॥ ১৩॥

স্মর্য্যতে চ॥ ১৪॥

স্মর্য্যতেঽপি মহাভারতে গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবঃ—

'সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্ভূতানি পশ্যতঃ।

দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ'॥ ইতি।

ননু গতিরপি ব্রহ্মবিদঃ স্মর্য্যতে 'শুকঃ কিল বৈয়াসকির্মুমুক্ষুরাদিত্য-মণ্ডলমভিপ্রতস্থে পিত্রা চানুগম্যাহূতো ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব' ইতি। ন। সশরীরস্যৈবাঽয়ং যোগবলেন বিশিষ্টদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বকঃ শরীরোৎসর্গ ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বভূতদৃশ্যত্বাদ্যুপন্যাসাৎ। ন হ্যশরীরং গচ্ছন্তং সর্ব্বভূতানি দ্রষ্টুং শক্নুয়ুঃ। তথা চ তত্রৈবোপসংহৃতম্।

অধিকারের উৎক্রান্তি ও গতি বিদ্বান্ অধিকারে নিষিদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত। তাহার কাম ও কর্ম্ম প্রক্ষীণ, সুতরাং তাহার গতি ও উৎক্রান্তি অসম্ভব। সে এই স্থানেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়॥ ১৩॥

স্মৃতিতেও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি ও পরলোকগতি নাই বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যে ভূত সকলকে সম্যক্ আত্মভাবে দেখে, সমুদায় ভূত যাহার আত্মভূত, সুতরাং প্রাপ্যপদ রহিত। প্রাপ্যপদপ্রার্থী দেবতারাও তাহার পদে মোহ প্রাপ্ত হন। বলিতে পার স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞের গতি স্মরণ আছে সত্য। ব্যাসপুত্র শুকদেব মুক্ত হইবার ইচ্ছায় আদিত্যমণ্ডলে গমন করিলে এবং পিতা কর্তৃক আহূত হইলে "ভো" এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শুকদেব যোগবলে সশরীরে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া শরীর ত্যাগপূর্ব্বক বিদেহমুক্ত হইয়া ছিলেন। যদি তিনি অশরীর হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বভূতদৃশ্য হইতে পারিতেন না। শুক বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্র গমনে অন্তরীক্ষগামী হইলেন এবং লোকদিগকে আত্মপ্রভাব বা যোগবল সেইরূপে দেখাইয়া মুক্ত হইলেন। এই শ্রুতি জ্ঞানীর দেহোৎ-

'শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং গতিং কৃত্বাঽন্তরীক্ষগঃ।
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ' ॥ ইতি ॥

তস্মাদভাবঃ পরব্রহ্মবিদো গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ। গতিশ্রুতীনান্তু বিষয়মুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১৪ ॥

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥

তানি পুনঃ প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরব্রহ্মবিদস্তস্মিন্নেব পরস্মিন্নাত্মনি প্রলীয়ন্তে। কস্মাৎ। তথা হ্যাহ শ্রুতিঃ 'এবমেবাঽস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাঽস্তং গচ্ছন্তি' ইতি। নন্বু 'গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ' ইতি বিদ্বদ্বিষয়ৈবাপরা শ্রুতিঃ পরস্মাদাত্মনোঽন্যত্রাঽপি কলানাং প্রলয়মাহ স্ম। ন। সা খলু ব্যবহারাপেক্ষা পার্থিবাদ্যাঃ কলাঃ পৃথিব্যাদীরেব স্বপ্রকৃতীরপিযন্তীতি। ইতরা তু বিদ্বৎপ্রতিপত্ত্যপেক্ষা কৃৎস্নং কলাজাতং পরব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈব সম্পদ্যত ইতি। তস্মাদদোষঃ ॥ ১৫ ॥

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

স পুনর্ব্বিদুষঃ কলাপ্রলয়ঃ কিমিতরেষামিব সাবশেষো ভবত্যাহোস্বিন্নি-

---

সর্গের পর ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। প্রদর্শিত কারণে পরব্রহ্মের গত্যাগতি ও উৎক্রান্তি না থাকারই স্থির হয়। যে সকল শ্রুতিতে জ্ঞানীর গতি বিবৃতি হইয়াছে, তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ১৪ ॥

পরব্রহ্মবিজ্ঞের প্রাণনাশক সেই সকল ইন্দ্রিয় ও সেই সকল ভূত ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন নদী সকল সমুদ্র পাইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ায় অস্তগত হয়। যদি বল, বিদ্বান্ বিষয়ে অপর একটী শ্রুতি আছে, যথা—পঞ্চদশ কলা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই শ্রুতি পুরুষাতিরিক্ত পদার্থে কলা সকলের লয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। এইকথা লোকদৃষ্টি অনুসারে কথিত হইয়াছে। জ্ঞানীর বাস্তব দৃষ্টিতে পরমাত্মাতেই সমুদায় কলার লয় অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর অন্য আপত্তি উত্থাপিত হইয়া স্থান পায় না ॥ ১৫ ॥

রবশেষ ইতি। তত্র প্রলয়সামান্যাচ্ছক্যাবশেষতা প্রসক্তৌ ব্রবীতি—অবিভাগাপত্তিরেবেতি। কুতঃ। বচনাৎ। তথা হি কলাপ্রলয়মুক্ত্বা বক্তি 'ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি' ইতি। অবিদ্যানিমিত্তানাঞ্চ কলানাং ন বিদ্যানিমিত্তে প্রলয়ে সাবশেষতোপপত্তিঃ। তস্মাদবিভাগ এবেতি॥ ১৬॥

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া॥ ১৭॥

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী পরবিদ্যাগতা চিন্তা। সম্প্রতি ত্বপরবিদ্যাবিষয়ামেব চিন্তামনুবর্ত্তয়তি। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদ্বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিরিত্যুক্তম্। তমিদানীং সৃত্যুপক্রমং দর্শয়তি। তস্যোপসংহৃতবাগাদিকলাপস্যোচ্চিক্রমিষতো বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়তনং হৃদয়ং 'স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি' [কৌ০ভ০] ইতি শ্রুতেঃ 'তদগ্রজ্বলনং তৎপূর্ব্বিকোৎ-

---

মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানীর কলা সকল লয়প্রাপ্ত হয়, ইহা বলা হইল; এইক্ষণে বিচার্য্য এই যে সেই লয় সাবশেষ, কি নিরবশেষ। এইরূপ পক্ষদ্বয় প্রাপ্তিতে বলা হইল—অবিভাগো বচনাৎ। ব্রহ্মে নিরবশেষ অবিভাগই হয়, ইহা শ্রুতিলভ্যার্থ। বিবেচনা কর শ্রুতিকলা প্রলয় হওয়া বর্ণনা করিয়া সেই সকলের নাম ও রূপ উভয়ই থাকে না, তখন পুরুষ এইরূপ অভিধান করা যায়। তখন এই জ্ঞানী অমর হন। কলা সকল অবিদ্যামূলক সুতরাং নির্ম্মূল প্রলয় হওয়াই সঙ্গত। প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলামূল অবিদ্যার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হওয়ায় কাযেই সেই সময়ে সাবশেষ কলাপ্রলয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানীর কলাপ্রলয় নিরবশেষ ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি সহ সিদ্ধান্ত॥ ১৬॥

প্রসঙ্গক্রমে পরা বিদ্যার ফলাফল বিষয়ক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনা অপর বিদ্যা বিষয়ক কতিপয় বিচার নিষ্পন্ন করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রে মৃত্যুপক্রম বর্ণিত আছে, সে জন্য উৎক্রান্তি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই সমান। মৃত্যুসময়ে সেই মুমুর্ষুর আয়তন আশ্রয় বা বাসস্থান হৃদয় প্রথমতঃ প্রদ্যোতিত হয়। জীব ইন্দ্রিয়দিগকে

ক্রান্তিঃ। চক্ষুরাদিস্থানাপাদানা চোৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে 'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ' ইতি। সা কিমনিয়মেনৈব বিদ্বদবিদুষোর্ভব-ত্যথাস্তি কশ্চিদ্বিদুষো বিশেষনিয়ম ইতি বিচিকিৎসায়াং শ্রুত্যবিশেষাদনিয়মঃ প্রাপ্তাবাচষ্টে। সমানেঽপি হি বিদ্বদবিদুষোর্হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনে তৎপ্রকাশিত-দ্বারত্বেন মূর্দ্ধস্থানাদেব বিদ্বান্ নিষ্ক্রামতি স্থানান্তরেভ্যস্ত্বিতরে। কুতঃ। বিদ্যা-সামর্থ্যাৎ। যদি বিদ্বানপীতরবৎ যতঃ কুতশ্চিদ্দেহদেশাদুৎক্রামেন্নৈবোৎকৃষ্টং লোকং লভেত তত্রানর্থিকৈব বিদ্যা স্যাৎ। তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ। বিদ্যা-শেষভূতা চ মূর্দ্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধা গতিরনুশীলয়িতব্যা বিদ্যাবিশেষেষু বিহিতা

লইয়া আত্মসাৎ করিয়া হৃদয়দেশস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করে, অনন্তর তাহা প্রদ্যোতিত হয়। পরে তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয়। ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয় কিনা, সে অনন্তর যাহা হইবে তাহারই অনুরূপ ভাবনা বিজ্ঞান অনুভব করে। ব্যাঘ্র হইবার কর্ম্ম উত্তেজিত হইলে সে ভাবে আমি ব্যাঘ্র, মনুষ্যপ্রাপক কর্ম্ম স্ফুরতি হইলে সে মনে করে আমি মনুষ্য। দেবত্বপ্রাপক কর্ম্মের উদ্বোধন হইলে মনে করে আমি দেবতা। এইরূপ ভাবিফল স্ফুরণ-রূপ প্রদ্যোতন উপস্থিত হওয়ার নাম জ্বলন। অগ্রে প্রদ্যোতন পরে উৎক্রমণ। এই উৎক্রমণ কাহারও চক্ষুদিয়া, কাহার ও মূর্দ্ধা পথে, কাহারও বা শরীরের অন্য স্থান দিয়া হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই মুমূর্ষুর হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হইয়া পরে জীব হয়। চক্ষু অথবা মস্তকপথে কিম্বা অন্য কোনও পথে বহির্গমন করে। জ্ঞানী মস্তকস্থ নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করেন। উৎক্রান্তির কি কোনও নিয়ম নাই। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কি অনিয়মে যে কোনও স্থানদিয়া বহির্গমন করেন? এইরূপ প্রাপ্তপূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ বলা হইতেছে যে, তাহা নহে। জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার মূর্দ্ধন্য নাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে জ্ঞানী মূর্দ্ধস্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন। অজ্ঞানী অন্যান্য স্থানদিয়া নিষ্ক্রান্ত হন। জ্ঞানী বিদ্যার সামর্থ্যে মরণকালে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত ব্রহ্মরন্ধ্র-পথ দেদীপ্যমান দেখিতে পান। জ্ঞান হইলেও যদি তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় শরীরের যে স্থান দিয়া নির্গত হন ও উৎকৃষ্টলোক লাভ না

তামভ্যস্যংস্তয়ৈব প্রতিষ্ঠিত ইতি যুক্তম্। তস্মাৎ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেনানুগৃহীতস্তদ্ভাবমাপন্নো বিদ্বান্ মূর্দ্ধন্যয়ৈব শতাধিকয়া শতাদতিরিক্তয়া একশততময়া নাড্যা নিষ্ক্রামতীতরাভিরিতরে। তথা হি হার্দ্দবিদ্যাং প্রকৃত্য সমামনন্তি 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি'। ইতি॥ ১৭॥

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

অস্তি 'দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ' ইতি হার্দ্দবিদ্যা 'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম' ইত্যুপক্রম্য বিহিতা। তৎপ্রক্রিয়ায়াং 'অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ' ইত্যুপক্রম্য সপ্রপঞ্চং নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধমুক্ত্বোক্তং 'অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে' ইতি। পুনশ্চোক্তং 'তয়ো-

---

করেন, তাহা হইলে বিদ্যার আরাধনার ফল কি? অন্য কথা এই যে হৃদয়-প্রসৃত সুষুম্না নাড়ী অনুশীলন করা বিদ্যার অন্যতম অঙ্গ। জ্ঞানী তাহা মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়াছিলেন। এইক্ষণে যে তিনি স্মরণ-পথগত সুষুম্না নাড়ীপথে নির্গত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ব্রহ্ম হৃদয়-প্রদেশে উপাসিত হইলে তিনি উপাসককে অনুগ্রহ করেন, সুতরাং জ্ঞানী উপাসক ক্রমে ব্রহ্মভাবাপন্ন হন। পরে অন্তকালে একশতের অতিরিক্ত সুষুম্না নাম্নী মূর্দ্ধন্য নাড়ী দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন। যাহারা নিগুর্ণ ব্রহ্মবিৎ নহে, দহরাদি বিদ্যা অনুশীলন করে নাই, তাহারাই শরীরস্থ অন্যান্য স্থান দিয়া বহির্গমন করেন। হৃদয়প্রদেশে একাধিক শত নাড়ী আছে, সেই সকল নাড়ীর একটী নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া মূর্দ্ধপ্রদেশে গিয়াছে। ব্রহ্ম-উপাসক এই নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হন, পরে মুক্ত হন॥ ১৭॥

উপনিষদে অনন্তর দহরবিদ্যা এই যে, হৃদয় নামক ব্রহ্মপুর হইতে অল্প পরিমাণ পুণ্ডরীক গৃহ এই উপক্রমে দহরবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে। এই দহরবিদ্যার বিবরণে এই হৃদয়পদ্ম গৃহের মধ্যে অল্প আকাশ এইরূপ বর্ণনা আছে। ঐ প্রক্রিয়ায় এই যে হৃদয়স্থ নাড়ী সমূহ ইত্যাদি ক্রমে মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ থাকা সবিস্তরে অভিহিত হইয়াছে। উপাসক যখন

ব্রহ্মায়ন্নমৃতত্বমেতি' ইতি। তস্মাৎ শতাধিকয়া নাড্যা রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতীতি গম্যতে। তৎ কিমবিশেষেণৈবাহনি রাত্রৌ বা ম্রিয়মাণস্য রশ্ম্যনুসারিত্ব-মাহোস্বিদহন্যেবেতি সংশয়ে সত্যবিশেষশ্রবণাদবিশেষেণৈব তাবদ্রশ্ম্যনুসারিতি প্রতিজ্ঞায়তে॥ ১৮॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ॥১৯॥

অস্ত্যহনি নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ ইত্যহনি মৃতস্য স্যাদ্রশ্ম্যনুসারিত্বং রাত্রৌ তু প্রেতস্য ন স্যাৎ নাড়িরশ্মিসম্বন্ধবিচ্ছেদাদিতি চেৎ। ন। নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্য যাব-দ্দেহভাবিত্বাৎ। যাবদ্দেহভাবো হি শিরাকিরণসম্পর্কঃ। দর্শয়তি চৈতমর্থং শ্রুতিঃ 'অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তা অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ' ইতি। নিদাঘসময়ে চ নিশাস্বপি কির-ণানুবৃত্তিরুপলভ্যতে প্রতাপাদিকার্যাদর্শনাৎ। স্তোকানুবৃত্তেস্তু দুর্লক্ষ্যত্বমৃতুন্তর-

---

এই শরীর হইতে বহির্গত হন, তখন তিনি সেই সকল নাড়ী সম্বন্ধীয় রশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধলোকে গমন করেন। পরে মুক্ত হন। এই উপনিষৎ সন্দর্ভের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, দহরোপাসক যে মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে বহির্গত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিবা মরণ ও রাত্রিমরণ এই উভয়ের কোনও প্রভেদ আছে কি না? দিবসে সূর্য্যরশ্মি থাকে, রাত্রিতে তাহা নাই। বিশেষ শ্রবণ না থাকায় সংশয়ের প্রথমকোটি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়, কি দিন কি রাত্রি উভয়কালেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয়॥ ১৮॥

যদি কেহ ভাবেন যে দিবসে রশ্মি থাকায় দিবসেই নাড়ী রশ্মি সংযোগ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং দিবামরণেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয়। তাহাদের সংশয়বিনাশের জন্য বলা হইতেছে যে, যতকাল শরীর ততকাল নাড়ী রশ্মি-সংযোগ। আদিত্য হইতে রশ্মিধারা বিসৃত হইতেছে, সেই সকল রশ্মি এই সকল নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে। আবার এই সকল নাড়ী হইতেও শরীর-কিরণ নিঃসৃত ও তাহা আদিত্যে সংযুক্ত হইতেছে। রাত্রেও যে সূর্য্যকিরণের অনুবর্ত্তন থাকে, তাহা গ্রীষ্মকালের রাত্রে স্পষ্টই অনুভব করা যায়। রাত্রে কিরণের অনুবর্ত্তন নিতান্ত অল্প, সেই কারণে তাহা দুর্লক্ষ্য।

রজনীষু শৈশিরেষ্বিব দুর্দ্দিনেষু 'অহরেবৈতদ্রাত্রৌ বিদধাতি' ইতি চৈতদেব দর্শয়তি। যদি চ রাত্রৌ প্রেতো বিনৈব রশ্ম্যনুসারেণোর্দ্ধমাক্রমেত রশ্ম্যনুসারানর্থক্যং ভবেৎ। ন হ্যেতদ্বিশিষ্যাধীয়তে যো দিবা প্রৈতি স রশ্মীনপেক্ষ্যোর্দ্ধমাক্রমতে যস্তু রাত্রৌ সোঽনপেক্ষ্যৈবেতি। অথ তু বিদ্বানপি রাত্রিপ্রায়ণাঽপরাধমাত্রেণ নোর্দ্ধমাক্রমেত পাক্ষিকফলা বিদ্যেত্যপ্রবৃত্তিরেব তস্যাং স্যাৎ। মৃত্যুকালানিয়মাৎ। অথাপি, রাত্রাবুপরতোঽহরাগমমুদীক্ষেত অহরাগমেঽপ্যস্য কদাচিদরশ্মিসম্বন্ধার্হং শরীরং স্যাৎ পাবকাদিসম্পর্কাৎ। 'স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি' ইতি চ শ্রুতিরনুদীক্ষাং দর্শয়তি। তস্মাদবিশেষেণৈবেদং রাত্রিন্দিবং রশ্ম্যনুসারিত্বম্॥ ১৯॥

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে॥ ২০॥

অত এবাঽপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপাক্ষিকফলত্বাচ্চ বিদ্যায়া অনিয়তকালত্বাচ্চ

অন্য ঋতুর রাত্রেও কিরণানুবর্ত্তন থাকে, পরন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যেমন শীতকালের দিবসে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিরণের অস্তিত্ব থাকিলেও দুর্লক্ষ্য, তেমনি রাত্রেও দুর্লক্ষ্য। "এই সবিতৃদেব রাত্রেও দিন ধারণ করেন।—অর্থাৎ রশ্মি বিতরণ করেন।" যদি এমন হয় যে রাত্রিমৃত ব্যক্তি রশ্ম্যনুসরণ ব্যতীতও ঊর্দ্ধ্বলোকগামী হন, তাহা হইলে রশ্ম্যনুসারী গতি হয় বলা নিরর্থক। রাত্রে মরিলেন এই অপরাধে যদি জ্ঞানীর ঊর্দ্ধ্বগতি না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানফলের অবশ্যম্ভাবিতা থাকে না। মৃত্যুকালের নিয়ম নাই। কে কখন মরিবে তাহার স্থিরতা নাই এবং জ্ঞানফলের পাক্ষিকতা ব্যতীত অবশ্যম্ভাবিতা নাই। এইরূপ হইলে লোক জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে কেন? অধিকন্তু উপাসনা প্রবৃত্তির উচ্ছেদ ও শাস্ত্র সকল অপ্রামাণ্য শঙ্কা-কলুষিত হইবে। ফলকথা এই যে, জ্ঞানীর ঊর্দ্ধ্বগতি দিনাগম প্রতীক্ষা করে না। "সে যতক্ষণ শ্মশানে পরিত্যক্ত হইবে, ততক্ষণ তাহার মন আদিত্যলোক প্রাপ্ত হইবেক।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জ্ঞানীর ঊর্দ্ধ্বগতিতে দিনের প্রতীক্ষা নাই। অতএব জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসারিত্ব ও ঊর্দ্ধগতি কি দিন কি রাত্রি উভয়ত্রই সমান॥ ১৯॥

মৃত্যোর্দ্দক্ষিণায়নেঽপি ম্রিয়মাণো বিদ্বান্ প্রাপ্নোত্যেব বিদ্যাফলম্। উত্তরায়ণ-প্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধের্ভীষ্মস্য চ প্রতীক্ষাদর্শনাৎ। 'আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্ তান্' ইতি চ শ্রুতেরপেক্ষিতব্যমুত্তরায়ণমিতীমামাশঙ্কামনেন সূত্রেণাপনুদতি। প্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধিরবিদ্বদ্বিষয়া। ভীষ্মস্য তূত্তরায়ণপ্রতিপালনমাচার-পরিপালনার্থং পিতৃপ্রসাদলব্ধস্বচ্ছন্দমৃত্যুতাখ্যাপনার্থঞ্চ। শ্রুতেস্ত্বর্থং বক্ষ্যতি 'আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ' ইতি। নমু চ—

> 'যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
> প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ!'॥ ইতি

প্রাধান্যেনোপক্রম্যাঽহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ কথং রাত্রৌ দক্ষিণায়নে বা প্রয়াতোঽনাবৃত্তিং যায়াদিতি। অত্রোচ্যতে॥ ২০॥

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে॥ ২১॥

যোগিনঃ প্রতি' চায়মহরাদিকালবিনিয়োগোঽনাবৃত্তয়ে স্মর্য্যতে। স্মার্ত্তে

উল্লিখিত কারণে কালপ্রতীক্ষা উপপন্ন হয় না। জ্ঞানফল অবশ্যম্ভাবী, এই সকল কারণে জ্ঞানী দক্ষিণায়ন মরণেও জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন। উত্তরায়ন-মরণ প্রশস্তহেতু ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইয়াও উত্তরায়ন প্রতীক্ষা করিয়া-ছিলেন। ইহাতে উত্তরায়নের অপেক্ষা হইতে পারে বটে কিন্তু সেই আশঙ্কা সূত্রদ্বারা বিদূরিত করা হইতেছে। অবিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে উত্তরায়ন মরণ প্রশস্ত। জ্ঞানীর উভয় অয়নই সমান। উত্তরায়নে মরণ প্রশস্ত, এই আচার পালান ও পিতৃপ্রসাদ লব্ধ ইচ্ছামরণ দেখান ভীষ্মের এই দুই উদ্দেশ্য ছিল। শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়নের ছয় মাস এই শ্রুতির অর্থ আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ এই সূত্রে বলা হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মানব যে কালে মরিলে অনাবৃত্তিফল প্রাপ্ত হয় এবং যে কালে মরিলে আবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই কাল বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই গীতা স্মৃতি কালের প্রাধান্য উল্লেখ-পূর্ব্বক দিবা শুক্লপক্ষ উত্তরায়ন এই সকল কালকে অনাবৃত্তি ফলের কারণ বলিয়াছেন। এই আশঙ্কায় নাশার্থ সূত্র বলা হইতেছে যে—যোগিনঃ ইত্যাদি॥ ২০॥

চৈতে যোগসাঙ্খ্যে ন শ্রৌতে। অতো বিষয়ভেদাৎ প্রমাতৃবিশেষাচ্চ নাস্য স্মার্ত্তস্য কালবিনিয়োগস্য শ্রৌতেষু বিজ্ঞানেষ্ববতারঃ। নমু—

'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।'

'ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্'॥ [গীতা] ইতি চ শ্রৌতাবেব দেবযানপিতৃযানৌ প্রত্যভিজ্ঞায়েতে স্মৃতাবপীতি। উচ্যতে। 'তং কালং বক্ষ্যামি' ইতি স্মৃতৌ কালপ্রতিজ্ঞানাৎ বিরোধমাশঙ্ক্যায়ং পরিহার উক্তঃ। যদা পুনঃ স্মৃতাবপি অগ্ন্যাদ্যা দেবতা এবাতিবাহিক্যো গৃহ্যন্তে তদা ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি॥ ২১॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥

স্মার্ত্তযোগীরাই এই কালে মরণ লাভ করিয়া অনাবৃত্তি গতি প্রাপ্ত হন। জ্ঞানীরা জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বদাই দেহত্যাগ করত অনাবৃত্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বিষয়ভেদে ও অধিকারী ভেদে এই দ্বিবিধ ভেদ অনুসারে কাল নিয়ম বাক্যের আশঙ্কা সমাধাতব্য। যদি বল, উত্তরায়নের ছয়মাস ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস এই কথা শ্রুতিতেও আছে। শ্রুতিতে এই সকল কাল দেবযানপথ ও পিতৃযানপথ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তর এই স্মৃতিতে তং কালং বক্ষ্যামি এই বাক্যে কাল বলিবার প্রতিজ্ঞা থাকায় দিবাও শুক্লপক্ষ কাল বলিয়া প্রতীতি হয় এবং তাহাতেই আশঙ্কা হয়। ইহার উত্তর এই সূত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে। স্মৃত্যুক্ত এই সকল কথার কালার্থ গ্রহণ না করিয়া আতিবাহিকার্থ গ্রহণ করিলে আর বিন্দুমাত্রও বিরোধ থাকে না। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই একার্থ প্রতিপাদ॥ ২১॥

ইতি চতুর্থস্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

আসৃত্যুপক্রমাৎ সামনোচোৎক্রান্তিরিত্যুক্তম্। সৃতিস্তু শ্রুত্যন্তরেষ্বনেকধা শ্রূয়তে। নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধেনৈকা 'অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে' ইতি। আর্চ্চিরাদিকৈকা 'তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহঃ' ইতি। 'স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি' ইত্যন্যা। 'যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি' ইত্যপরা। 'সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজঃ প্রয়ান্তি' ইতি চাপরা। তত্র সংশয়ঃ—কিং পরস্পরং ভিন্না এতাঃ সৃতয়ঃ কিং বৈকৈবানেকবিশেষণেতি।

শ্রুতিতে সৃতির উপক্রম আছে। তদ্‌দৃষ্টে বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, উপাসক ও অনুপাসক উভয়েরই সমানরূপে উৎক্রান্তি হয়। অজ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন, জ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন। প্রভেদ এই যে,—জ্ঞানীর উৎক্রমণের পথ অন্য। জ্ঞানী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ উৎক্রান্ত ঊর্দ্ধলোক আক্রম করেন, অজ্ঞানী তাহা পারেন না। কিন্তু শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উৎক্রান্তির পর জ্ঞানী উপাসকদিগের গতি ও গন্তব্য পথ একরূপ নহে; তাহা বিভিন্ন প্রকার। এক পথ নাড়ীরশ্মি সম্বন্ধঘটিত। যথা—"তিনি এই রশ্মির দ্বারা ঊর্দ্ধলোক আক্রম করেন।" একপথ অর্চ্চিঘটিত। যথা—"তাঁহারা প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ সম্পন্ন হন, পরে অর্চ্চিঃ হইতে দিন দেবতায় গমন করেন।" আর এক প্রকার পথ আছে, তাহার নাম দেবযান। যথা—"উপাসক এই দেবযান-পথ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আগমন করেন।" অন্য প্রকার পথে বায়ুলোকে গমন অভিহিত হইয়াছে। যথা—"উপাসক পুরুষ এ লোক পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ বায়ুলোকে গমন করেন।" অন্য এক শ্রুতিতে সূর্য্যলোক গমনের কথাও আছে। যথা—

তত্র প্রাপ্তং তাবদ্ভিন্না এবৈতাঃ সৃতয় ইতি ভিন্নপ্রকরণস্থিতত্বাদ্ভিন্নোপাসন-শেষত্বাচ্চ। অপি চ 'অথৈতৈরেব রশ্মিভিঃ' ইত্যবধারণমর্চ্চিরাদ্যপেক্ষায়ামুপ-রুধ্যেত ত্বরাবচনঞ্চ পীড্যেত 'স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি' ইতি। তস্মাদন্যোন্যভিন্না এবৈতে পন্থান ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিদধ্মহে—অর্চ্চিরাদিনেতি। সর্ব্বো ব্রহ্মপ্রেপ্সুরর্চ্চিরাদিনৈবাঽধ্বনা রংহতীতি প্রতিজানীমহে। কুতঃ। তৎপ্রথিতেঃ। প্রথিতো হ্যেষ মার্গঃ সর্ব্বেষাং বিদুষাম্। তথাহি পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাপ্রকরণে 'যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে' ইতি বিদ্যান্তরশীলি-নামপ্যর্চ্চিরাদিকা সৃতিঃ শ্রাব্যতে। স্যাদেতৎ। যাসু বিদ্যাসু ন কাচিদ্গতি-রুচ্যতে তাস্বেবেয়মর্চ্চিরাদিকোপতিষ্ঠতাং যাসু ত্বন্যা শ্রাব্যতে তাসু কিম-

---

"তাঁহারা সূর্য্যের দ্বারা—অর্থাৎ সূর্য্যে সম্ভূত হইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পথের শ্রবণ থাকায় সংশয় হয়, ঐ সকল পথ বাস্তবিক বিভিন্ন কিনা। শ্রুতি কি বাস্তবিক পৃথক্ ঐ সকল পথ উপদেশ করিয়াছেন, কি একই পথ বিভিন্ন বিশেষণে সেই সেই প্রস্তাবে ব্যক্ত করিয়াছেন? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, ঐ সকল পথ বাস্ত-বিক বিভিন্ন। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে কথিত ও ভিন্ন ভিন্ন উপা-সনার অঙ্গীভূত; সুতরাং উল্লিখিত পথ বাস্তবিক বিভিন্ন। একই পথের ঐ সকল বিশেষণ, এরূপ হইলে "তৈরেব রশ্মিভিঃ" এই অবধারণ ও "যাবৎ—অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার দেহ শ্মশানে নীত হইবে, ততক্ষণ তাহার মন—অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর আদিত্যলোকে যাইবেক" এই ত্বরাবোধক বাক্য উপরুদ্ধ হয়;—অর্থাৎ অবধারণ বাক্যের মুখ্যার্থ থাকে না। সেই কারণে বলিতেছি, ঐ সকল পৃথক্ পথ। একই পথ; তাহার বিশেষণার্থ ঐ সকল অভিহিত, তাহা নহে। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে বলা হইল—অর্চ্চিরাদিনা। ব্রহ্মজিগমিষু মাত্রেই প্রথমে অর্চ্চিঃ, তৎপরে অহঃ এবং ক্রমে গমন করেন। ইহা অর্চ্চিরাদি সূত্রের প্রতিজ্ঞা। কারণ এই যে, ঐ পথই প্রথিত—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রকরণে "যাহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা সত্যের উপাসনা করে" ইত্যাদি বাক্যে দহরো-পাসক ব্যতীত অন্য উপাসকদিগেরও অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয় বলা হইয়াছে।

র্চ্চিরাদ্যাশ্রয়ণমিতি। অত্রোচ্যতে। ভবেদেতদেবং যদ্যতাস্তভিন্না এবৈতা
স্থতয়ঃ স্যুঃ। একৈব ত্বেষা সৃতিরনেকবিশেষণা ব্রহ্মলোকপ্রতিপাদনী কচি
কেনচিদ্বিশেষণেনোপলক্ষিতেতি বদামঃ। সর্ব্বত্রৈকদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদিতরে
তরবিশেষণবিশেষ্যভাবোপপত্তেঃ। প্রকরণভেদেহপি বিদ্যৈকত্বে ভবতীতরে
তরবিশেষগুণোপসংহারবদ্গতিবিশেষণানামপ্যুপসংহারঃ। বিদ্যাভেদেহপি গত্যে
কদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্গন্তব্যাভেদাচ্চ গত্যভেদ এব। তথা হি 'তে তেষু ব্রহ্ম
লোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তস্মিন্ প্সতি শাশ্বতীঃ সমাঃ সা যা ব্রহ্মণে

স্বীকার করিলাম যে, উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। কিন্তু তাহ
সকল উপাসকের নহে। শাস্ত্রে যে সকল উপাসনার ফলস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট গতি
অভিহিত হয় নাই, সেই সকল উপাসনাতেই উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে
গতি হয় বলিতে পার; কিন্তু যে সকল উপাসনার ফলান্তর শ্রুত আছে, সে
সকল উপাসনায় উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়, এ কথা কি প্রকারে
বলিতে পার? প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ প্রশ্ন করিতে পারিতে, যদি ঐ সকল
পথ অত্যন্ত ভিন্ন হইত। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হই-
লেও বস্তুতঃ সে সকলের অভিধেয় এক—অর্থাৎ পথ এক। বস্তুতঃই ব্রহ্মজ্ঞদিগের
ব্রহ্মলোক গমনের পথ এক। সেই একই পথ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বিশেষণে
বিশেষিত হইয়াছে। সেই সকল বিশেষণের বিশেষ্যভূত পথ এক, দুই বা
ততোধিক নহে। প্রত্যেক স্থলেই সেই শাস্ত্রবিদিত দেবযান-পথের একদেশ
প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। সুতরাং একত্রোক্ত পথের সহিত অন্যত্রোক্ত পথ বিশেষণ
গুলির সমন্বয় হওয়াই সঙ্গত। যদিও প্রকরণভেদ আছে,—অর্থাৎ এক
প্রকরণে একরূপ, অন্য প্রকরণে অন্যরূপ উক্তি আছে, থাকিলেও
সে সকলের বিশেষ গুণের উপসংহারের দৃষ্টান্তে উপসংহার হইতে পারে।
বিদ্যা—অর্থাৎ উপাসনা এক নহে সত্য, কিন্তু তাহাদের গন্তব্য এক এবং সেই
সেই স্থলে তাহাদিগের গতির কোন কোন অংশ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হওয়ায় সক-
লেরই এক গতি বলিয়া অবধারিত হয়। একথা কৌষিতকি ব্রাহ্মণে আছে।
যথা—"যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই ব্রহ্মলোক জয় করে, লাভ করে, তাহারা
সেই ব্রহ্মলোকে অতি দীর্ঘায়ু—ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল বাস করে।

জিতির্যা চ ব্যুষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি তাং ব্যুষ্টিং ব্যশ্নুতে তদ্য এবৈতং ব্রহ্ম-লোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি' ইতি চ [কৌ০ উ০] তত্র তত্র তদেবৈকং ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং প্রদর্শ্যতে। যত্ত্বেতৈরেবেত্যবধারণমর্চ্চিরাদ্যাশ্রয়ণেন স্যাদিতি। নৈষ দোষঃ। রশ্মিপ্রাপ্তিপরত্বাদস্য। ন হ্যেক এব শব্দো রশ্মীংশ্চ প্রাপয়িতুমর্হত্যর্চ্চিরাদীংশ্চ ব্যাবর্ত্তয়িতুম্। তস্মাদ্রশ্মিসম্বন্ধ এবায়মবধার্য্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। ত্বরাবচনন্ত্বর্চ্চিরাদ্যপেক্ষায়ামপি ক্ষৈপ্র্যার্থত্বান্নোপরুধ্যতে যথা নিমিষ-মাত্রেণাত্রাগম্যত ইতি। অপি চ 'অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন' ইতি মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টং তৃতীয়ং স্থানমাচক্ষাণা পিতৃযানব্যতিরিক্তমেকমেব দেব-যানমর্চ্চিরাদিপর্ব্বাণং পন্থানং প্রথয়তি। ভূয়াংসি চার্চ্চিরাদিশ্রুতৌ মার্গপর্ব্বাণি।

ব্রহ্মার যেরূপ জয় ও ব্যাপ্তি, তাহারা সেইরূপ জয় ও ব্যপ্তি প্রাপ্ত হয়।" এইরূপ সেই সেই উপাসনায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ একই ফল সেই সেই স্থানে অভিহিত হইয়াছে। "এতৈরেব রশ্মিভিঃ" এইরূপ অবধারণ আছে সত্য, থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কারণ, ঐ "এব" শব্দ রশ্মি প্রাপ্তি তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। একই অবধারণবাচী "এব" শব্দ রশ্মি প্রাপ্তি বুঝাইবে ও অর্চ্চিরাদি প্রাপ্তির ব্যাবর্ত্তন করিবে, এইরূপ হয় না। সুতরাং ঐ বাক্যে রশ্মি সম্বন্ধ পক্ষই অব-ধারিত হয়।

"স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" এই যে ত্বরাবাক্য এ বাক্যও অন্য গন্তব্য অপেক্ষায় সঙ্গত হইতে পারে। ভাবার্থ এই যে, যেমন লৌকিক পথে গতি বিলম্ব হইয়া থাকে, এ পথে সেরূপ বিলম্ব হয় না। এই তাৎপর্য্যেই উক্ত ত্বরা বাক্যের অর্থ পর্য্যবসিত, ইহা অবধারণ কর। আরও কথা এই যে, শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথ বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন, উভয় পথ ভ্রষ্টদিগের স্থান অতি কষ্টকর এবং তাহা তৃতীয় বলিয়া গণ্য। শ্রুতি সেই কষ্টদায়ক তৃতীয় স্থানের কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে, পিতৃযান পথের অতিরিক্ত দেবযান নামক অন্য একটী পথ আছে এবং সে পথটী অর্চ্চিঃ প্রভৃতি বহুপর্ব্বযুক্ত। কথাটীর ভাবার্থ এই যে,—শুভ পথ অনেক থাকিলে শ্রুতি "তৃতীয় স্থান" এরূপ নির্দ্দেশ করিতেন না। অর্চ্চিঃ শ্রুতিতে দেখা যায়,

অণীয়াংসি ত্বন্যত্র। ভূয়সাঞ্চাল্পগুণোনাল্পীয়সাঞ্চ নয়নং ন্যায্যমিত্যতোঽপার্চ্চি-রাদিনা তৎপ্রথিতেরিত্যুক্তম্ ॥ ১ ॥

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥ ২ ॥

কেন পুনঃ সন্নিবেশবিশেষেণ গতিবিশেষাণামিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যভাব ইতি তদেতৎ সুহৃদ্ভূত্বাচার্য্যো গ্রথয়তি। 'স এতং দেবযানং পন্থানমাপ-ছাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজা-পতিলোকং স ব্রহ্মলোকং' ইতি [১।৩] কৌষিতকিনাং দেবযানঃ পন্থাঃ পঠ্যতে। তত্রার্চ্চিরগ্নিলোকশব্দৌ তাবদেকার্থৌ জ্বলনবচনত্বাদিতি নাত্র সন্নিবেশক্রমঃ কশ্চিদন্বেষ্টব্যঃ। বায়ুস্ত্বর্চ্চিরাদিবর্ত্মন্যশ্রুতঃ কতমস্মিন্ স্থানে

পথটীর অনেকগুলি পর্ব্ব বা বিভাগ আছে, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে দেখাযায় অল্প কতিপয় বিভাগ আছে। সেই জন্যই বলিলাম সামঞ্জস্যের অনুরোধে বহুর অল্পগুণেই অল্পের উন্নয়ন হওয়া ন্যায্য—ন্যায় সঙ্গত ॥ ১ ॥

জিজ্ঞাসু একণে জানিতে ইচ্ছা করিবেন যে, কিরূপ সন্নিবেশে সেই সেই গতি বিশেষ পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্য ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ও উপাসকগণ ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন, তাঁহাদের সেই ব্রহ্মলোক গমনের পথ কিরূপ সন্নিবেশিত বিশিষ্ট, কিরূপে বা একই পথ প্রত্যুক্ত নানা বিশেষণে বিশেষিত হইতেছে। আচার্য্য ব্যাস তাহা তাঁহাদিগের সুহৃদ্ হইয়া "বায়ুমব্দাৎ" ইত্যাদি সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। কৌষিতকি শ্রুতিতে লিখিত আছে "ব্রহ্মলোকজিগমিষু সেই উপাসক এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আইসেন। পরে তিনি বায়ুলোকে, বরুণ লোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে আগমন করেন"। এই শ্রুতিতে প্রথমতঃ অগ্নিলোক গমনের কথা আছে এবং অন্য শ্রুতিতে প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। দেখিতে গেলে অর্চ্চিঃ শব্দ ও অগ্নিলোক শব্দ তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হইবেক। অর্চ্চিঃ শব্দেও জ্বলন বুঝায়, অগ্নিশব্দেও জ্বলন বুঝায়। সুতরাং দেবযান পথের প্রথম পর্ব্বের সন্নিবেশক্রম কিরূপ তাহা অন্বেষণ করিতে হয় না।—অর্থাৎ প্রথম পর্ব্বে কোনরূপ সন্দেহ হয় না। কিন্তু কৌষিতকি শ্রুত্যুক্ত বায়ুপর্ব্বে সংশয় হয়। কৌষিতকি যে

সন্নিবেশয়িতব্য ইত্যুচ্যতে। 'তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যম্' [কৌ৹ উ৹] ইত্যত্র সম্বৎসরাৎ পরাঞ্চমাদিত্যাদর্ব্বাঞ্চং বায়ুমভিসম্ভবতি। কস্মাৎ। অবিশেষবিশেষাভ্যাম্‌' তথাহি স 'বায়ুলোকং' ইত্যত্রাবিশেষোপদিষ্টস্য বায়োঃ শ্রুত্যন্তরে বিশেষোপদেশো দৃশ্যতে 'যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি' ইতি [কৌ৹উ৹] এতস্মাদাদিত্যাদ্বায়োঃ

দেবযান পথের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বায়ুলোক গমনের কথা আছে; কিন্তু অর্চ্চিঃ শ্রুতিতে—অর্থাৎ ছান্দোগোক্ত দেবযান পথের বর্ণনায় বায়ুলোক গমনের উল্লেখ নাই। সে জন্য দেখা উচিত যে, প্রোক্ত বায়ু নামক পথপর্ব্ব কোন্ স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে।—অর্থাৎ ব্রহ্মগন্তা উপাসক কোন্ স্থান হইতে বায়ুলোকে গমন করেন, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, "তাঁহারা প্রথমে অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন। অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্ল পক্ষে, শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়নে, ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ন হইতে সংবৎসরে, সংবৎর হইতে আদিত্যে গিয়া সম্ভূত হন।" এই শ্রুতিতে যে সংবৎসর ও আদিত্য শব্দ আছে, বায়ুর সন্নিবেশ তদুভয়ের মধ্যে, ইহা অবধারণ কর।—অর্থাৎ সংবৎসরের পরে বায়ুতে সম্ভূত হন, তৎপরে আদিত্যলোকে গমন করেন। একথা এই জন্য বলিতে হয় ও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ অবিশেষ উপদেশ অন্য শ্রুতিতে বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

যে শ্রুতিতে বিশেষ উপদেশ আছে, সে শ্রুতি পরে বলিব। কিন্তু যে শ্রুতিতে অবিশেষ উপদেশ, সে শ্রুতি এই—"সে বায়ুলোকে গমন করে" ইত্যাদি এই শ্রুতি সামান্যতঃ বায়ুলোক গমনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কিরূপক্রমে বায়ুলোকে গতি হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। তাহা না বলায় সুতরাং অবিশেষ উপদেশ হইয়াছে। অবশেষে উপদিষ্ট এই বায়ু অন্য শ্রুতিতে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। যথা— "যখন সেই উপাসক পুরুষ এলোক হইতে পরলোকে যান—অর্থাৎ এত-

অল্পীয়াংসি ত্বন্যত্র। ভূয়সাঞ্চাল্পগুণোনাল্পীয়সাঞ্চ নয়নং ন্যায্যমিত্যতোঽপার্চ্চি-রাদিনা তৎপ্রথিতেরিত্যুক্তম্ ॥ ১ ॥

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥ ২ ॥

কেন পুনঃ সন্নিবেশবিশেষেণ গতিবিশেষাণামিতরেতরবিশেষণবিশেষাভাব ইতি তদেতৎ সুহৃদ্ভূত্বাচার্য্যো গ্রথয়তি। 'স এতং দেবযানং পন্থানমাপ-দ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজা-পতিলোকং স ব্রহ্মলোকং' ইতি [১।৩] কৌষিতকিনাং দেবযানঃ পন্থাঃ পঠ্যতে। তত্রার্চ্চিরগ্নিলোকশব্দৌ তাবদেকার্থৌ জ্বলনবচনত্বাদিতি নাত্র সন্নিবেশক্রমঃ কশ্চিদন্বেষ্টব্যঃ। বায়ুস্ত্বর্চ্চিরাদিবর্ত্মন্যশ্রুতঃ কতমস্মিন্ স্থানে

পথটীর অনেকগুলি পর্ব্ব বা বিভাগ আছে, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে দেখাযায় অল্প কতিপয় বিভাগ আছে। সেই জন্যই বলিলাম সামঞ্জস্যের অনুরোধে বহুর অল্পগুণেই অল্পের উন্নয়ন হওয়া ন্যায্য—ন্যায় সঙ্গত ॥ ১ ॥

জিজ্ঞাসু একণে জানিতে ইচ্ছা করিবেন যে, কিরূপ সন্নিবেশে সেই সেই গতি বিশেষ পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্য ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ও উপাসকগণ ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন, তাঁহাদের সেই ব্রহ্মলোক গমনের পথ কিরূপ সন্নিবেশিত বিশিষ্ট, কিরূপে বা একই পথ প্রত্যুক্ত নানা বিশেষণে বিশেষিত হইতেছে। আচার্য্য ব্যাস তাহা তাঁহাদিগের সুহৃদ্ হইয়া "বায়ুমব্দাৎ" ইত্যাদি সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। কৌষিতকি শ্রুতিতে লিখিত আছে "ব্রহ্মলোকজিগমিষু সেই উপাসক এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আইসেন। পরে তিনি বায়ুলোকে, বরুণ লোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে আগমন করেন"। এই শ্রুতিতে প্রথমতঃ অগ্নিলোক গমনের কথা আছে এবং অন্য শ্রুতিতে প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। দেখিতে গেলে অর্চ্চিঃ শব্দ ও অগ্নিলোক শব্দ তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হইবেক। অর্চ্চিঃ শব্দেও জ্বলন বুঝায়, অগ্নিশব্দেও জ্বলন বুঝায়। সুতরাং দেবযান পথের প্রথম পর্ব্বের সন্নিবেশক্রম কিরূপ তাহা অন্বেষণ করিতে হয় না।—অর্থাৎ প্রথম পর্ব্বে কোনরূপ সন্দেহ হয় না। কিন্তু কৌষিতকি শ্রুত্যুক্ত বায়ুপর্ব্বে সংশয় হয়। কৌষিতকি যে

সমামনন্তি। তত্রাদিত্যানন্তর্য্যায় দেবলোকাদ্বায়ুমভিসম্ভবেয়ুঃ। বায়ুমব্দাদিতি তু ছান্দোগ্যশ্রুত্যপেক্ষয়োক্তম্। ছান্দোগ্যবাজসনেয়কয়োস্ত্বেকত্র দেবলোকো ন বিদ্যতে পরত্র সম্বৎসরঃ। তত্র শ্রুতিদ্বয়প্রত্যয়াদুভাবপ্যুভয়ত্র গ্রথিতব্যৌ। তত্রাপি মাসসম্বন্ধাৎ সম্বৎসরঃ পূর্ব্বঃ পশ্চিমো দেবলোক ইতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ২ ॥

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

'অদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং' ইত্যস্যা বিদ্যুত উপরিষ্টাৎ বরুণলোক-

---

আক্রম করে, অনন্তর আদিত্যলোকে যায়" এইরূপ ক্রম বা গমনের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। অতএব, সূত্রকার ব্যাস পূর্ব্বোক্ত অবিশেষ ও সন্নিহিতোক্ত বিশেষ এই দ্বিবিধ উপদেশ লক্ষ্য করিয়া সংবৎসরের পরে ও আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুর সন্নিবেশ অবধারণ করিয়াছেন। অবশ্যই তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে।

[বাজ—বিবেক্তব্যম্] বাজসনেয়ীরা "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্" এইরূপ পাঠ পড়িয়া থাকেন। তাহাতে সংবৎসরের উল্লেখ নাই। না থাকিলেও গুণোপসংসার ন্যায় অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক—উপাসক দেবলোক হইতে বায়ুতে গিয়া অভিসম্ভূত হন, তথা হইতে আদিত্যে গমন করেন। বাজিশ্রুতি অনুসারে "দেবলোকাদ্বায়ুং" এইরূপ সূত্র হওয়া উচিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, বায়ুমব্দাৎ সূত্র ছান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া গ্রথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে দেবলোকের উল্লেখ নাই এবং বাজসনেয়ী শাখায় সম্বৎসরের উল্লেখ নাই। সে জন্য শ্রুতিদ্বয়ের সামঞ্জস্য-বিধানার্থ উক্ত উভয় শ্রুতিতে উক্ত উভয় গাঁথিয়া লইতে হইবেক। তাহাতে মাস-সম্বন্ধ অনুসারে পূর্ব্বে সম্বৎসর, তৎপরে দেবলোক, এইরূপ সমাবেশ লব্ধ হইবেক এবং তাহাতে এইরূপ ক্রম নিষ্পন্ন হইবেক। যথা—মাস, তৎপরে সম্বৎসর, তৎপরে দেবলোক, তৎপরে বায়ু, তৎপরে আদিত্য ॥ ২ ॥

কৌষিতকি শ্রুতিতে অগ্নির পরে বায়ু পর্ব্বের কথা লিখিত ছিল,

মিত্রাবং বরুণঃ সম্বধ্যতে। অস্তি হি সম্বন্ধো বিদ্যুদ্বরুণয়োঃ। 'যদা হি বিশালা বিদ্যুতস্তীব্রাস্তনয়িত্নুনির্ঘোষা জীমূতোদরেষু প্রনৃত্যন্ত্যথাপঃ প্রপতন্তি বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা' ইতি চ ব্রাহ্মণম্। অপাঞ্চাধিপতির্বরুণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। বরুণাচ্চাধীন্দ্রপ্রজাপতী। স্থানান্তরাভাবাৎ পাঠসামর্থ্যাচ্চাগন্তুকত্বাদপি বরুণাদীনামন্তএব নিবেশঃ। বৈশেষিকস্থানাভাবাৎ বিদ্যুচ্চান্ত্যাৎচ্চিরাদৌ বর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

তেষেবার্চ্চিরাদিষু সংশয়ঃ। কিমেতানি মার্গচিহ্নান্যুত ভোগভূময়োঽথবা

প্রকৃত পক্ষে তাহার স্থান কোথায়? তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ুর পথে বরুণের উল্লেখ আছে, তাহার স্থান বলা হয় নাই। তাহার স্থান এই সূত্রে নির্ণীত হইবেক। "আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ" এই শ্রুতিতে যে বিদ্যুৎ লোকের কথা আছে, সেই বিদ্যুৎ লোকের উপরে বরুণের স্থান, ইহা স্থিরীকৃত হয়। কারণ, বিদ্যুতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। বিদ্যুৎ ও বরুণ উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকা এইরূপে অনুমিত হইতে পারে।—"যখনই দেখা যায়, অতি বিশাল বিদ্যুৎ সকল অতি তীব্র মেঘ নির্ঘোষে মেঘোদরে নৃত্য করে, তখনই অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই জল বর্ষণ উপস্থিত হয়।" এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে।—"বিদ্যুৎ নৃত্য করিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, অচিরাৎ জল বর্ষণ হইবেক।" বরুণ যে জলের অধিপতি তাহা শ্রুতিস্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। বরুণের উপরে ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই দুইয়ের স্থান, ইহা অন্য স্থানের অভাব বা অনুল্লেখ ও পাঠক্রমের সামর্থ্য, এই দুই হেতুতে অবধারিত হইবে। যাঁহারা আগন্তুক তাঁহাদিগের স্থান সর্ব্বশেষে—এই যে লৌকিক ন্যায়, এ ন্যায় অনুসারেও বরুণাদির শেষস্থানতা নির্ণীত হয়। ফল কথা, অর্চ্চিরাদি মার্গে বিশেষ স্থানের অভাবে —অর্থাৎ উল্লেখ না থাকায়, বিদ্যুতের স্থান সর্ব্ব শেষে, ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবেক ॥ ৩ ॥

নেতারোগন্তৃণামিতি। এত মার্গলক্ষণভূতা অর্চিরাদয় ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তৎস্বরূপত্বাদুপদেশস্য। যথা হি কশ্চিল্লোকে গ্রামং নগরং বা প্রতিষ্ঠাসমানোঽনুশিষ্যতে গচ্ছেতস্ত্বমমুং গিরিং ততো ন্যগ্রোধং ততো নদীং ততো গ্রামং ততো নগরং বা প্রাপ্স্যসীতি। এবমিহাপ্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমিত্যাহ। অথবা ভোগভূময় এতা ইতি প্রাপ্তম্। তথা হি লোকশব্দেনাগ্ন্যাদীননুবধ্নাতি 'অগ্নিলোকমাগচ্ছতি' ইত্যাদি। লোকশব্দশ্চ প্রাণিনাং ভোগায়তনেষু ভাষ্যতে মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি চ। তথা চ ব্রাহ্মণং 'অহো-

---

অর্চিঃ বা অগ্নি, তৎপরে দিন, তৎপরে শুক্লপক্ষ, তৎপরে উত্তরায়ন, এই যে বলা হইল, বস্তুকল্পে ঐ সকল কি? কিং স্বরূপ? ঐ সকল কি দেবযান পথের এক একটী স্থান (চিহ্ন)? কি ঐ সকল ব্রহ্মলোক-প্রস্থিত উপাসক জীবের ভোগস্থান? অথবা তাহাদিগের বাহক বিশেষ? [তত্র···ইত্যাহ] প্রশ্নের প্রথমোত্তরে পাওয়া যায়, অর্চিঃ প্রভৃতি দেবযান পথের চিহ্নস্বরূপ। কারণ, উপদেশের স্বরূপ প্রায়, ঐ প্রকারই হয়। যেমন কোন লোক কোন এক নগরে অথবা গ্রামে যাইবেক, পথজ্ঞ উপদেষ্টা তাহাকে যেমন বলে, উপদেশ করে, যাও,—এস্থান হইতে অমুক পাহাড়, তার পর এক বৃহৎ বট বৃক্ষ, তৎপরে নদী, তৎপরে গ্রাম, সে স্থানে গেলে অথবা তথা হইতে গন্তব্য নগর পাইবে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অর্চিঃ, অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে।

প্রথম প্রত্যুত্তরে মনস্তোষ না হয় ত দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ কর।— অর্থাৎ ঐ অর্চিঃ প্রভৃতি এক একটী ভোগস্থান, এইরূপ অবধারণ কর। শ্রুতি "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি" ইত্যাদি ক্রমে অগ্নি প্রভৃতি পথপর্ব্বে লোকশব্দ যোজিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয়, ঐ অর্চিঃ প্রভৃতি সমস্তই লোক বিশেষ। লোকশব্দও প্রাণীদিগের ভোগায়তনে প্রসিদ্ধ। যেমন মনুষ্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেও—অর্থাৎ বেদভাগবিশেষেও ঐ কথা আছে। যথা—"তাহারা দিন ও রাত্রি-লোকে সক্ত হয়"। ইত্যাদি প্রদর্শিত কারণে অর্চিঃ প্রভৃতির

রাত্রেষু তেষু লোকেষু স্বপ্নান্তে' ইত্যাদি। তস্মান্নাতিবাহিকা অর্চ্চিরাদয়ঃ। অচেতনত্বাদপোতেষামাতিবাহিকত্বানুপপত্তিঃ। চেতনা হি লোকে রজ্জনি-যুক্তাঃ পুরুষা দুর্গেষু মার্গেষ্বতিবাহ্যানতিবাহয়ন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। আতি-বাহিকা এবৈতে ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ। তল্লিঙ্গাৎ। তথা হি 'চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইতি সিদ্ধবদ্গময়িতৃত্বং দর্শয়তি। যাবদ্বচনং বাচনিকমিতি ন্যায়াৎ তদ্বচনং তদ্বিষয়মেবোপক্ষীণমিতি চেৎ। ন প্রাপ্তমানবত্বনিবৃত্তিমাত্রপরত্বাদ্বিশেষণস্য। যদার্চ্চিরাদিষু পুরুষা গময়িতারঃ

ভোগভূমিত্ব পক্ষ স্থিরীকৃত হয়, আতিবাহিক পক্ষ নহে। যেহেতু অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অচেতন, সেই হেতু তাহাদের আতিবাহিকত্ব অনুপপন্ন। লোক-মধ্যে দেখাযায়, সচেতন জীবেরাই রাজা কর্ত্তৃক কি অন্য কর্ত্তৃক অথবা স্বয়ং প্রযুক্ত হইয়া পথে ও দুর্গম প্রদেশে অতিবহনীয় জীবদিগকে বহন করে। এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হওয়ার পর সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন,—ঐ সকল—অর্থাৎ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথচিহ্ন নহে, ভোগস্থানও নহে। উহারা আতিবাহিক—চেতন। কেন না, উহাদের আতিবাহিকত্ব পক্ষে লিঙ্গ—অর্থাৎ গমক হেতু আছে। [তথাহি......দোষঃ] তৎপ্রস্তাবের উপসংহারে দর্শিত হইয়াছে, "চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে তাহাদিগকে অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।" এই শ্রুতি-প্রস্তাবিত অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমুদায় পর্ব্বকে বাহকরূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। যদি বল, "পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই বচন বিদ্যুতের পরে যে পুরুষ—সেই পুরুষের, অমানবত্বের বোধক মাত্র, তাহাতে তাহার নেতৃত্ব—অর্থাৎ বাহকত্ব সিদ্ধ হয় হউক, কিন্তু অর্চ্চিরাদির বাহকত্বে প্রমাণ কি? অর্চ্চিরাদি বাহক না হইয়া ভোগভূমি বিশেষ হইলেই বা ক্ষতি কি? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিশেষণ মাত্র নেতার মানবত্ব নিষেধ করিয়াছে, অন্য কিছু করে নাই। যদি অর্চ্চিঃ প্রভৃতিতে বাহক পুরুষ পাওয়া যাইত এবং তাহারা যদি মানব হইত, তাহা হইলে বিদ্যুতের অনন্তর যে পুরুষ লইয়া যাইবেক সেই পুরুষের মানবত্ব নিষেধের জন্য উক্ত অমানব শব্দের যোজনা অবশ্যই সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইত। পাছে কেহ প্রশ্ন করেন,—আশঙ্কা করেন যে, যুক্তিযোগ

প্রাপ্তাস্তে চ মানবাস্ততো যুক্তং তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুরুষবিশেষণমমানব ইতি। নমু লিঙ্গমাত্রমগমকং ন্যায়াভাবাৎ। নৈষ দোষঃ॥ ৪॥

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ॥ ৫॥

যে তাবদর্চ্চিরাদিমার্গগাস্তে দেহবিয়োগাৎ সম্পিণ্ডিতকরণগ্রামা ইত্যস্বতন্ত্রা অর্চ্চিরাদীনামপ্যচেতনত্বাদস্বাতন্ত্র্যম্' ইত্যতোঽর্চ্চিরাদ্যভিমানিনশ্চেতনা দেবতা-বিশেষা অতিযাত্রায়াং নিযুক্তা ইতি গম্যতে। লোকেঽপি হি মত্তমূর্চ্ছিতাদয়ঃ সম্পি-ণ্ডিতকরণগ্রামাঃ পরপ্রযুক্তবর্ত্মানো ভবন্তি। অনবস্থিতত্বাদপ্যর্চ্চিরাদীনাং ন মার্গ-লক্ষণত্বোপপত্তিঃ। ন হি রাত্রৌ প্রেতস্যাহঃস্বরূপাভিসম্ভব উপপদ্যতে। ন চ

ব্যতীত কেবলমাত্র লিঙ্গ পদার্থাবধারণে ক্ষমবান্ নহে, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাহা দোষাবহ নহে ;—অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্তির অনুগ্রহও আছে। যথা—॥ ৪॥

যাহারা অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে যায়, তাহারা সকলেই দেহ ত্যাগের পর পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। সে জন্য তাহারা অস্ব তন্ত্র—অর্থাৎ জড়বৎ পরপ্রের-ণীয় বা পরাধীন। ফলিতার্থ,—তাহারা স্বয়ং যাইতে অক্ষম। অপিচ, অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, এ সকল অচেতন বলিয়া স্বাধীন নহে। সুতরাং তাহারাও বুদ্ধিপূর্ব্বক বহন করিতে অপারক। যখন দেখাযায়, পথ ও পথিক উভয়ই অজ্ঞ, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতির অভিমানী চেতন দেবতারাই অতিযাত্রায় নিযুক্ত—অর্থাৎ বাহকতায় নিযুক্ত আছে। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মত্ত ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিরা পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। সে জন্য তাহারা পথে পরকর্ত্তৃক বাহিত হয়। আরও দেখ, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অস্থির, স্থিরবস্তু নহে। সে জন্য তাহারা পথ-চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে রাত্রিকালে মরে, সে তখন দিবা কোথায় পাইবে। রাত্রিমৃত ব্যক্তির দিবসস্বরূপে উৎপন্ন হওয়া অনুপপন্ন। দিবসের প্রতীক্ষাও সম্ভব হয় না। সে কথা বলিয়া আসিয়াছি। অতএব অর্চ্চিঃ প্রভৃতি যদি দেবাত্মা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে আর উল্লিখিত দোষ স্থানপ্রাপ্ত হয় না। "অর্চ্চিঃ" "অহঃ" "শুক্ল-

প্রতিপালনমস্তীত্যুক্রমধস্তাৎ। ক্রবত্বাং দেবতাত্মনাং নায়ং দোষো ভবতি। অর্চ্চিরাদিশব্দা চৈষামর্চ্চিরাদ্যভিমানাদুপপদ্যতে। 'অর্চ্চিষোঽহঃ' ইত্যাদি-নির্দ্দেশস্ত্বাতিবাহিকত্বেঽপি ন বিরুধ্যতে। অর্চ্চিষা হেতুনাঽহরভিসম্ভবন্তি। অহ্না হেতুনাপূর্য্যমাণপক্ষমিতি। তথা চ লোকপ্রসিদ্ধেষ্বপ্যাতিবাহিকেষ্বেবঞ্জাতীয়ক উপ-দেশো দৃশ্যতে—গচ্ছ ত্বমিতো বলবর্ম্মাণং ততো জয়সিংহং ততঃ কৃষ্ণগুপ্তমিতি। অপি চোপক্রমে 'তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি' ইতি সম্বন্ধমাত্রমুক্তং ন সম্বন্ধবিশেষঃ কশ্চিৎ। উপসংহারে তু 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইতি সম্বন্ধবিশেষোঽতি-বাহ্যাতিবাহকলক্ষণ উক্তঃ। তেন স এবোপক্রমেঽপীতি নির্দ্ধার্য্যতে। সম্পি-ণ্ডিতকরণগ্রামত্বাদেব চ গন্তৄণাং ন তত্র ভোগসম্ভবঃ। লোকশব্দস্তূপভু-

---

-গন্ক" এ সকল নাম বা প্রয়োগ অভিমানী দেবতাতেও হইতে পারে। অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা অর্চ্চিঃ, দিবাভিমানিনী দেবতা দিবা ইত্যাদি। আতিবাহিক পক্ষেও "অর্চ্চিঃ" এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। সে পক্ষে অর্থ,—অর্চ্চিহেতু—অর্থাৎ অর্চ্চির দ্বারা বা অর্চ্চির নিকট হইতে দিবসে, এইরূপ হইবেক। অতিযাত্রিক বিষয়ে যে সকল লোকপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ বা উপদেশ হইতে দেখা যায়, সে সকল উপদেশ ও উদাহৃত বৈদিক উপদেশের তুল্যরূপ। যেমন এক একটী লৌকিক উপদেশ।—যাও, এ স্থান হইতে বলবর্ম্মার নিকট যাও, তথা হইতে জয় সিংহের নিকট গমন করিও, তথা হইতে কৃষ্ণ গুপ্তের নিকট যাইও।

উপক্রমে—অর্থাৎ প্রস্তাবের আরম্ভে যদিও অর্চ্চির সহিত ব্রহ্মলোকগামীর কোনরূপ বিস্পষ্ট সম্বন্ধ অভিহিত হয় নাই, অর্চ্চিতে অভিসম্ভূত হয়, মাত্র এইরূপ একটা সম্বন্ধ সাধারণ উক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও উপসংহারে—অর্থাৎ প্রস্তাব সমাপ্তিতে তদুভয়ের স্পষ্ট বাহ্য-বাহক সম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে। যথা—"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়"। অর্চ্চিঃ বাহক কি পথচিহ্ন তাহা উপক্রম দৃষ্টে নির্ণীত না হইলেও উপসংহার দৃষ্টে নির্ণীত হইতে পারে। অর্চ্চিঃ ভোগভূমিও নহে। গন্তা তখন পিণ্ডিতেন্দ্রিয় থাকে, সুতরাং তখন তাহার ভোগ অসম্ভব। যদি বল, তবে ভোগবাচী লোকশব্দের প্রয়োগ কেন? সে কথার প্রত্যুত্তরে ইহাই

স্থানেষপি গন্তৃষু গময়িতুং শক্যত্বেঽস্তেষাং তল্লোকবাসিনাং ভোগভূমিত্বাৎ। অতোঽগ্নিস্বামিকং লোকং প্রাপ্তোঽগ্নিনাঽতিবাহ্যতে বায়ুস্বামিকং লোকং প্রাপ্তো বায়ুনেতি যোজয়িতব্যম্। কথং পুনরাতিবাহিকত্বপক্ষে বরুণাদিষু তৎসম্ভবঃ। বিদ্যুতো হ্যধিবরুণাদয় উপক্ষিপ্তাঃ। বিদ্যুতশ্চানন্তরমাব্রহ্মপ্রাপ্তেরমানবস্যৈব পুরুষস্য গময়িতৃত্বং শ্রুতমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৫ ॥

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

ততো বিদ্যুদভিসম্ভবনাদূর্দ্ধম্। বিদ্যুদনন্তরবর্ত্তিনৈবামানবেন পুরুষেণ বরুণ-লোকাদিষতিবাহ্যমানা ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তীত্যবগন্তব্যম্। 'তান্ বৈদ্যুতান্ পুরু-ষোঽমানবঃ' 'স এতান্ ব্রহ্মলোকং গময়তি' ইতি তস্যৈব গময়িতৃত্বশ্রুতেঃ। বরুণাদয়স্তু তস্যৈবাপ্রতিবন্ধকরণেন সাহায্যানুষ্ঠানেন বা কেনচিদনুগ্রাহকা ইত্যবগন্তব্যম্। তস্মাৎ স্বক্তমাতিবাহিকা দেবতাত্মানোঽর্চ্চিরাদয় ইতি ॥ ৬ ॥

বুঝিতে হইবে যে, সে স্থানে গন্তার ভোগ না থাকিলেও তল্লোকবাসী-দিগের ভোগ থাকায় তদুদ্দেশেই ভোগবাচী লোকশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সিদ্ধান্ত পক্ষে এইরূপ যোজনা করিবে। যে লোকের অধিপতি অর্চ্চিঃ— অর্থাৎ অগ্নি, উপাসক সেই লোক প্রাপ্ত হইবা মাত্র অগ্নি তাঁহাকে বহন করে এবং বায়ু যে লোকের স্বামী, সে লোকে যাইবামাত্র বায়ু তাঁহাকে বহন করে, ইত্যাদি। পাছে কেহ ভাবেন, প্রশ্ন করেন, বরুণাদির আতিবাহিকত্ব সম্ভব হয় কৈ ? কেননা, সূত্রকার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যুতের পরে বরুণাদির অবস্থান স্থির করিয়াছেন কিন্তু বলিয়াছেন, বিদ্যুতের পরে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব, বরুণাদির নেতৃত্ব নহে ; এই প্রশ্নের উত্তর দানার্থ সূত্র——॥ ৫ ॥

বুঝিতে হইবে, বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হওয়ার পর বিদ্যুতের পরবর্ত্তী অমানব পুরুষের দ্বারা বরুণাদি লোকে বাহিত হয়, হইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। "বিদ্যুৎ-লোকে সমাগত অমানব পুরুষ বিদ্যুতে সম্ভূত সেই সকল পথিকদিগকে লইয়া যায়"। "সেই অমানব পুরুষ ইহা-দিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়"। ইত্যাদি শ্রুতিতে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব শ্রুত হইয়াছে। বরুণ প্রভৃতি তাহাদিগের বাধা জন্মায় না, অথবা

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র বিচিকিৎস্যতে। কিং কার্য্যমপরং ব্রহ্ম গময়ত্যাহোস্বিৎ পরমেবাবিকৃতং মুখ্যং ব্রহ্মেতি। কুতঃ সংশয়ঃ। ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগাৎ গতিশ্রুতেশ্চ। তত্র কার্য্যমেব সগুণমপরং ব্রহ্ম নয়ত্যেতানমানবঃ পুরুষ ইতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ। অস্য গত্যুপপত্তেঃ। অস্য হি কার্য্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বমুপপদ্যতে, প্রদেশবত্ত্বাৎ। ন তু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতির্ব্বাহবকল্পতে সর্ব্বগতত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৄণাম্ ॥ ৭ ॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

'ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি' ইতি শ্রুত্যন্তরে বিশেষিতত্বাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়ৈব গতিরিত্যবগম্যতে। ন হি বহুবচনেন

কোনরূপ সাহায্য করে, করিয়া অনুগ্রাহক হয়, ইহা অবধারণ কর। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথচিহ্ন অথবা ভোগস্থান নহে, তাহারা আতিবাহিকী দেবতা, এ সিদ্ধান্ত বর্ণিত প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ॥ ৬ ॥

"সেই অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়" এই স্থানে সংশয় আছে। সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়, সে ব্রহ্ম জন্মবান্ অপর ব্রহ্ম কি মুখ্য ও অবিকৃত পরব্রহ্ম? এ সংশয়ের হেতু কি? সংশয়ের হেতু ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ ও তাহাতে গতি হওয়ার কথা। এই স্থলে বাদরি আচার্য্য মনে করেন, অমানব পুরুষেরা গুণপরিচ্ছিন্ন অপর ব্রহ্মকেই পাওয়াইয়া দেন না, তিনি গন্তব্য বা পাওয়ার যোগ্য। গতি বা প্রাপ্তি তাঁহাতেই উপপন্ন হয়। পরব্রহ্মে কি গন্তৃত্ব, কি গন্তব্যত্ব, কি গতি, কিছুই উপপন্ন হয় না। কারণ, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন নির্গুণ সর্ব্বগত ও গন্তার প্রত্যগাত্মা ॥ ৭ ॥

"ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে দীর্ঘকাল (ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিত কাল) বাস করে।" এই শ্রুতিতে যে বিশেষ উক্তি আছে, সেই বিশেষ উক্তির দ্বারা স্থির হয়, গতিশ্রুতি কার্য্য ব্রহ্মবিষয়েই প্রযোজিতা। পরব্রহ্ম বহুবচনে বিশেষিত হন না। কার্য্যব্রহ্মই অবস্থাভেদ

বিশেষণং, পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যবকল্পতে। কার্য্যে ত্ববস্থাভেদোপপত্তেঃ সম্ভবতি বহুবচনম্। লোকশ্রুতিরপি বিকারগোচরায়ামেব সন্নিবেশবিশিষ্টায়াং ভোগভূম্যাঞ্জসী। গৌণী ত্বন্যত্র 'ব্রহ্মৈব লোক এষ সম্রাট্' ইত্যাদিষু। অধিকরণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশোঽপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি নাঞ্জসঃ স্যাৎ। তস্মাৎ কার্য্যবিষয়মেবেদং নয়নম্। নন্বু কার্য্যবিষয়েঽপি ব্রহ্মশব্দো নোপপদ্যতে সমস্তস্য হি জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেতি প্রতিষ্ঠাপিতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

তুশব্দ আশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরব্রহ্মসামীপ্যাদপরস্য ব্রহ্মণস্তস্মিন্নপি ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগো ন বিরুধ্যতে। পরমেব হি ব্রহ্ম বিশুদ্ধোপাধিসম্বন্ধং ক্বচিৎ কৈশ্চিদ্বিকারধর্ম্মৈর্ম্মনোময়ত্বাদিভিরুপাসনায়োপদিশ্যমানমপরমিতি স্থিতিঃ। নন্বু কার্য্যপ্রাপ্তাবনাবৃত্তিশ্রবণং লভ্যতে। ন হি পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽন্যত্র ক্বচিৎ নিত্যতা

অনুসারে বহুবচনে বিশেষিত হইতে পারেন। বিকার বিষয়েই লোকশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয়। যাহা সন্নিবেশ-বিশিষ্ট ভোগভূমি, তাহাই লোকশব্দের মুখ্যার্থ। "ব্রহ্মই লোক" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে ব্রহ্মে লোক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা গৌণী—অর্থাৎ লক্ষণাক্রমে প্রয়োজিত। "সেখানে তাহারা বাস করে" এই যে অধিকরণের ও অধিকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ, এ নির্দ্দেশও কার্য্যব্রহ্ম ব্যতীত পরব্রহ্মে মুখ্যরূপে সঙ্গত হয় না। এই সকল হেতুতে উক্ত বাক্য কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়। যদি কেহ বলেন, প্রশ্ন করেন, কার্য্যব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম সমুদায় জগতের জন্ম স্থিতি লয়ের মূল কারণ, ইহার প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র—॥ ৮ ॥

হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হয় কি না, এই আশঙ্কা ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য—অর্থাৎ "হয়" এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য, সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অপর ব্রহ্ম—অর্থাৎ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্মের অতি সমীপবর্ত্তী। সেই কারণে তাঁহাতে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ বিরুদ্ধ প্রয়োগ নহে। পরব্রহ্মই কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ উপাধি সম্পর্ক অনুসারে উপাধিগত কোন কোন

সম্ভবতি। দর্শয়তি চ দেবযানপথা প্রস্থিতানামনাবৃত্তিং 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে' ইতি। 'তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি' তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি' ইতি চ। অত্র ব্রূমঃ॥ ৯॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ॥ ১০॥

কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রলয়প্রত্যুপস্থানে সতি তত্রৈবোৎপন্নসম্যগ্দর্শনাঃ সন্তস্তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহাতঃ পরং পরিশুদ্ধং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রতিপদ্যন্ত ইতি। ইত্থং ক্রমমুক্তিরনাবৃত্ত্যাদিশ্রুত্যভিধানেভ্যোঽভ্যুপগন্তব্যা। ন হ্যঞ্জসৈব গতিপূর্ব্বিকা পরপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্॥ ১০॥

ধর্ম্মের দ্বারা উপাসনার্থ—অর্থাৎ তিনি মনোময় ও দীপ্তরূপী, ইত্যাদি প্রকারে উপাসিত হউন, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত বা মর্ম্ম কথা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাসক যদি কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনাবৃত্তি কিরূপে ঘটে কি? পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুরই তো নিত্যতা নাই? অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবযান-পথে প্রস্থিতদিগের অনাবৃত্তি হয়,—অর্থাৎ তাহারা আর জন্ম গ্রহণ করে না। যাহা পরম মোক্ষ, তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হয়;—অর্থাৎ ব্রহ্মনিত্যতা লাভ করে। যথা,—"দেবযান পথের পথিকেরা পুনর্ব্বার এই মনুষ্য সম্বন্ধীয় আবর্ত্তে নিপতিত হন না;—অর্থাৎ আর তাঁহাদের কোন রূপ জন্ম হয় না।" "তাঁহাদের আর ইহলোক আসিতে হয় না।" "তাঁহারা মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে নিক্রান্ত হন, হইয়া ঊর্দ্ধ লোকে গমন করত অমৃতত্ব—অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ—অর্থাৎ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কথনার্থ সূত্র—॥ ৯॥

কার্য্যব্রহ্ম লোকের—অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ লোকের প্রলয়কাল আগত হইলে সমুৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান তল্লোকবাসীরা আপনাদের অধিপতির সহিত বিষ্ণুর বিশুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম ক্রমমুক্তি, এইরূপ ক্রমমুক্তি অনাবৃত্ত্যাদি শ্রুতির সামর্থ্যে অবশ্য স্বীকার্য্য। সাধক ঐ রূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। অন্য কোনরূপে নহে। মুখ্যরূপে গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে॥ ১০॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

স্মৃতিরপ্যেতমর্থমনুজানাতি—

'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।

পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥' ইতি।

তস্মাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রুত ইতি সিদ্ধান্তঃ। কঃ পুনঃ পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্যাঽয়ং সিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ 'কার্য্যং বাদরিঃ' ইত্যাদিনেতি। স ইদানীং সূত্রৈরেবোপপ্রদর্শ্যতে ॥ ১১ ॥

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

জৈমিনির্হ্যাচার্য্যঃ 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র পরমেব ব্রহ্ম প্রাপয়তীতি মন্যতে। কুতঃ। মুখ্যত্বাৎ। পরং হি ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমালম্বনং গৌণমপরম্। মুখ্যগৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো ভবতি ॥ ১২ ॥

স্মৃতিও ঐ অর্থ অনুমোদন করিয়াছেন। যথা,—"প্রতিসঞ্চর—অর্থাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে পরমেষ্ঠীর—অর্থাৎ সমষ্টি-লিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভের অন্ত—অর্থাৎ অবসান হয়। তৎপরে সেই বিনাশী ব্রহ্মের সহিত কৃতাত্মা—অর্থাৎ লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান মমুদায় তল্লোকবাসী বিষ্ণুর পরম পদে প্রবেশ করে;—অর্থাৎ মুক্ত হয়।" স্মৃতির এই তাৎপর্য্য স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্ম বিষয়েই পর্য্যবসিত। এই স্থানে হয়ত সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সূত্রকর্ত্তা ব্যাস কোন্ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া "কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি সূত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ঐ জিজ্ঞাসা যেন হইবেই হইবে, এইরূপ অবধারণ করিয়া সূত্রকার সূত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষ দেখাইতেছেন ॥ ১১ ॥

জৈমিনি মুনির পক্ষ স্বতন্ত্র প্রকার এবং তাহাই পূর্ব্বপক্ষ, যা আশঙ্কার কারণ। কাযেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্ম পাওয়ায়, তাহা পরব্রহ্ম। কারণ, পরব্রহ্মই মুখ্যব্রহ্ম। পরব্রহ্মই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য আলম্বন। ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই মুখ্য, অপর ব্রহ্ম গৌণ;—অর্থাৎ অভিধান লক্ষণায় হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ।

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি' ইতি চ গতিপূর্ব্বকমমৃতত্বং দর্শয়তি। অমৃতত্বঞ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে ন কার্য্যে। বিনাশিত্বাৎ কার্য্যস্য। 'অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্' ইতি বচনাৎ পরব্রহ্মবিষয়ৈব চৈষা গতিঃ কঠবল্লীষু পঠ্যতে। ন হি তত্র বিদ্যান্তরপ্রক্রমোঽস্তি 'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ' ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রক্রান্তত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

অপি চ 'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে' ইতি নায়ং কার্য্যবিষয়ঃ প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ। 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম' ইতি কার্য্য-

---

হইয়াও থাকে, সে জন্য তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু গৌণ। মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের সংশয় হইলে মুখ্যার্থই গৃহীত হয়। অভিধান শক্তি দ্বারা মুখ্যার্থই বুদ্ধিস্থ হয়, মুখ্যার্থ সঙ্গতি না হইলে কাযেই গৌণার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

"ব্রহ্মোপাসক সুষুম্না নাড়ীরন্ধ্রে নির্গত হন, হইয়া অমৃত লাভ করেন" এই শ্রুতি গতিপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ হয় বলিতেছেন। অমরত্ব পরব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। কারণ, কার্য্যব্রহ্ম বিনাশী, প্রকৃত অমর নহে। মুখ্য ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই বিনাশী, তাহা শ্রুতি কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। যথা—"যাহাতে ভেদ দর্শন হয়, তাহা অল্প;—অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও মরণশীল।" যে গতি বিচারিত হইতেছে, সে গতি পরব্রহ্মবিষয়িণী। কঠবল্লীতেও পরব্রহ্মবিষয়িণী গতি পঠিত হইয়াছে। কঠবল্লীতে বিদ্যান্তরের প্রকরণ নাই, তাহা পরব্রহ্মেরই প্রকরণ। কঠবল্লীতে "যাহা ধর্ম্মের অন্য, অধর্ম্মের অন্য—" ইত্যাদি ক্রমে পরব্রহ্মই প্রক্রান্ত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

উপাসকের মরণ কালীন "আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম" এই যে প্রত্যুক্ত সংকল্প, এ সংকল্প কার্য্যব্রহ্ম বিষয়ক। সে জন্য গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। ঐ সংকল্প বা ঐ

বিলক্ষণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ 'যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্' ইতি সর্ব্বাত্মনোপক্রমাৎ 'ন তস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ' ইতি চ পরস্যৈব ব্রহ্মণো যশোনামত্বপ্রসিদ্ধেঃ। সা চেয়ং বেশ্ম প্রতিপত্তির্গতিপূর্ব্বিকা যা হার্দ্দবিদ্যায়ামুদিতা 'অপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্' ইত্যত্র। পদেরপি চ গত্যর্থত্বান্মার্গাপেক্ষতাঽবসীয়তে। তস্মাৎ পরব্রহ্মবিষয়া প্রতিশ্রুতয় ইতি পক্ষান্তরম্। তাবেতৌ দ্বৌ পক্ষাবাচার্য্যেণ সূত্রিতৌ। গত্যুপপত্ত্যাদিভিরেকঃ। মুখ্যত্বাদিভিপরঃ। তত্র গত্যুপপত্ত্যাদয়ঃ প্রভবন্তি মুখ্যত্বাদীনাভাসয়িতুং ন তু মুখ্যত্বাদয়ো গত্যুপপত্ত্যাদীন্ ইত্যাদ্য এব সিদ্ধান্তো ব্যাখ্যাতঃ। দ্বিতীয়স্তু পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। ন হ্যসত্যপি সম্ভবে মুখ্যস্যৈবার্থস্য গ্রহ-

---

অভিসন্ধি কার্য্যব্রহ্ম বিষয়ক নহে; উহাও পরব্রহ্ম বিষয়ক। কারণ, "তিনি নামের ও রূপের নির্ব্বাহক। নাম ও রূপ যাঁহার বহির্ব্বর্ত্তী তাহা ব্রহ্ম।" শ্রুতিতে এবংক্রমে যে কার্য্য বিলক্ষণ ব্রহ্মের—অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে, উক্ত গতিশ্রুতি সেই প্রস্তাবের অন্তর্গত। অতএব পরব্রহ্মের প্রকরণে পরিপঠিত গতিশ্রুতি, সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়িণী। ঐ প্রস্তাবের উপক্রমেও "আমি ব্রাহ্মণদিগের যশঃ হইয়াছি। ক্ষত্রিয়দিগের ও বৈশ্যদিগের যশঃ হইয়াছি" এইরূপ কথা আছে। সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম উক্ত প্রস্তাবে উপক্রান্ত হওয়ায় বুঝিতে হইতেছে যে, ঐ প্রকরণ পরমাত্মারই প্রকরণ এবং তৎপ্রকরণোক্ত গন্তব্যব্রহ্মও পরব্রহ্ম। যশঃ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়, একথা "যাঁহার অন্য নাম মহদ্‌যশঃ, তাঁহার প্রতিমা নাই" এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। প্রোক্ত সকল বাক্যে গতিপূর্ব্বক ব্রহ্মবেশ্ম প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, আবার উহাই হার্দ্দবিদ্যায় "সেই লোকে ব্রহ্মার অজায়ীর অপরাজেয় পুরী—যাহা প্রভু ব্রহ্মার নির্ম্মিত—তত্রস্থ হিরণ্ময় গৃহ—তাহা তাহারা প্রাপ্ত হয়" এবংক্রমে অনূদিত হইয়াছে। অপিচ শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রপদ্যে—অর্থাৎ প্রজাপতির গৃহ প্রাপ্ত হই, এই পদ ধাতুর অর্থ গতি বা যাওয়া। এস্থলে গৃহে যাওয়া সুতরাং তাহা পথসাপেক্ষ। সে হেতুতেও স্থির হয়, ঐ ব্রহ্মবিষয়িণী গতিশ্রুতি পরব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। গন্তব্যব্রহ্ম বিষয়ে এইরূপ পক্ষদ্বয় দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত পক্ষ আচার্য্য

গন্ধিতি কশ্চিদাজ্ঞাপয়িতা বিদ্যতে। পরবিদ্যাপ্রকরণেঽপি চ তৎস্তুত্যর্থং বিদ্যান্তরাশ্রয়গত্যনুকীর্তনমুপপদ্যতে 'বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি' ইতিবৎ। 'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রতিপদ্যে' ইতি তু পূর্ববাক্যবিচ্ছেদেন কার্যেঽপি ব্রহ্মণি প্রতিপত্ত্যভিসন্ধির্ন বিরুধ্যতে। সগুণেঽপি ব্রহ্মণি চ সর্বাত্মত্বকীর্তনং 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ' ইত্যাদিবৎ কল্পতে। তস্মাদপরবিষয়া এব গতিশ্রুতয়ঃ। কেচিৎ পুনঃ পূর্বাণি পূর্বপক্ষসূত্রাণি ভবন্ত্যুত্তরাণি সিদ্ধান্তসূত্রাণীত্যেতাং ব্যবস্থামনুরুধ্যমানাঃ পরবিদ্যা এব গতিশ্রুতীঃ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। তদনুপপন্নম্। গন্তব্যত্বানুপপত্তের্ব্রহ্মণঃ। যৎ 'সর্বগতং সর্বান্তরং সর্বাত্মকঞ্চ পরং ব্রহ্ম' 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ' 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম' 'য আত্মা সর্বান্তরঃ' আত্মৈবেদং সর্বম্' 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্' ইত্যাদিশ্রুতিনির্দ্ধারিতবিশেষং

মুনি—অর্থাৎ ব্যাসের অভিমত এবং পরোক্ত পক্ষ জৈমিনি মুনির সম্মত। পরন্তু আচার্য্য ব্যাস উভয় পক্ষই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এ পক্ষের অবলম্বন গতির উপপত্তি এবং অপর পক্ষের অবলম্বন ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যতা। বিচার-চক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যায় "গতির উপপত্তি" এই হেতুটী মুখ্যত্ব হেতুকে আভাসীকৃত করিতে পারে কিন্তু মুখ্যত্ব হেতুটী গতির উপপত্তিকে আভাসীকৃত করিতে পারে না। সেই জন্যই আদ্য পক্ষ সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষ পূর্ব্বপক্ষ। সম্ভব নাই অথচ মুখ্যার্থ গ্রহণ কর; কে এরূপ আজ্ঞা দিতে পারে? ঐরূপ আজ্ঞার দাতা নাই। যদি ও উহা পরবিদ্যা-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহাকে পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ অভিহিত বলিলে দোষ কি? পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ অপরাবিদ্যার আশ্রয় লওয়া ও গতি উপদেশ করা অনুপপন্ন নহে। যেমন পরা বিদ্যার প্রস্তাবে উৎক্রমণের নিমিত্ত অন্যান্য নাড়ী থাকা কথিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও পরব্রহ্ম-প্রস্তাবে অপরব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। "প্রজাপতির সভা-গৃহ যাই—" এ বাক্যকে পূর্ব্ববাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। করিলে সগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির সংকল্প বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে না। সগুণ ব্রহ্মে সার্ব্বাত্ম্য কীর্ত্তন সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম ইত্যাদির ন্যায় যোজনীয়।—অর্থাৎ সগুণ পদার্থেও ঐ ঐ ঔপচারিক প্রয়োগ হইতে পারে। হইলে তাহা অশাস্ত্রীয় হয়

তস্য গন্তব্যতা ন কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। ন হি গতমেব গম্যেত। অন্যো হ্যন্যৎ গচ্ছতীতি প্রসিদ্ধং লোকে। নম্ন লোকে গতস্যাঽপি গন্তব্যতা দেশান্তরবিশিষ্টস্য দৃষ্টা। যথা পৃথিবীস্থ এব পৃথিবীং দেশান্তরদ্বারেণ গচ্ছতি তথাঽনন্যত্বেঽপি বালস্য কালান্তরবিশিষ্টং বার্দ্ধক্যং স্বাত্মভূতমেব গন্তব্যং দৃষ্টম্।' তদ্বৎ ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বশক্ত্যুপেতত্বাৎ কথঞ্চিৎ গন্তব্যতা স্যাদিতি। ন। প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষত্বাদ্‌ব্রহ্মণঃ। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্' 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' 'স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ' 'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' 'স এষ নেতি নেতি' ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যো ন দেশকালাদিবিশেষযোগঃ পরমাত্মনঃ কল্পয়িতুং শক্যতে যেন ভূপ্রদেশবয়োঽবস্থান্তরে ন্যায়েন গন্তব্যতা

না। অতএব ঐ গতিশ্রুতি যে অপর ব্রহ্মবিষয়িণী সে পক্ষে আর সংশয় নাই। [কেচিৎ·········লোকে] এই স্থলে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, প্রথমোক্ত পক্ষই পূর্ব্বপক্ষ এবং শেষোক্ত পক্ষই সিদ্ধান্ত। তাঁহারা শেষোক্ত পক্ষের সিদ্ধান্তভাব রক্ষার নিমিত্ত প্রোক্ত শ্রুতিকে পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত করেন। কিন্তু তাহা হয় না;—অর্থাৎ তাহা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, পরব্রহ্মের গন্তব্যতা নিতান্ত অনুপপন্ন। তিনি, "যাহা সর্ব্বগত, সর্ব্বান্তর, সর্ব্বাত্মক, তাহাই পরব্রহ্ম"। "তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য"। "যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ—অর্থাৎ স্বাধীন চেতন তাহা ব্রহ্ম"। "যে আত্মা সমুদয় প্রাণীর অন্তরে রাজমান"। "এ সমস্তই আত্মা" "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম ও বরিষ্ঠ"। ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, মুখ্যরূপে তাঁহার গন্তব্যতা উপপন্ন হয় না। যাহা যাওয়া আছে, পাওয়া আছে, তাহা আবার পাইব কি, যাইবই বা কোথায়? যাওয়া বা পাওয়া কি? যাওয়া ও পাওয়া লোকপ্রসিদ্ধ;—অর্থাৎ এক একত্র হইতে অন্যত্র যায় ও এক অন্য একটিকে পায়। উক্ত প্রকারে যাওয়া বা পাওয়া লোকবিদিত; সুতরাং পরিপূর্ণ স্বভাব ব্রহ্মে যাওয়া বা পাওয়া উভয়ই বিরুদ্ধ। যদি বল, লোকমধ্যে দেশান্তর-বিশিষ্টতা অনুসারে গতের গন্তব্যতা প্রাপ্তের প্রাপ্তব্যতা দৃষ্ট হয়, যেমন পৃথিবীস্থ ব্যক্তি দেশান্তর দ্বারা পৃথিবীতেই গমন করে—পৃথিবীকেই পায়, বালক যেমন কালান্তরবিশিষ্ট বার্দ্ধক্যে গমন করে বা বার্দ্ধক্য পায়, সেই-

ত্বাৎ। ভূবয়সোস্তু প্রদেশাবস্থাদি বশেষযোগাদুপপদ্যতে দেশকালবিশিষ্টা গন্তব্যতা। জগদুৎপত্তিস্থিতি প্রলয়হেতুত্বশ্রুতেরনেকশক্তিত্বং ব্রহ্মণ ইতি চেৎ। ন। বিশেষ-নিরাকরণশ্রুতীনামনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনামপি সমানমনন্যার্থত্বমিতি চেৎ ন তাসামেকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈর্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বং বিকারস্য চানৃতত্বং প্রতিপাদয়চ্ছাস্ত্রং নোৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ পুনরুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাং বিশেষনিরাকরণশ্রুতিশেষত্বং ন পুনরিতরশেষত্বমিতরা-সামিতি। উচ্যতে। বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনাং নিরাকাঙ্ক্ষার্থত্বাৎ। ন হ্যাত্মন একত্বনিত্যত্বশুদ্ধত্বাদ্যবগতৌ সত্যাং ভূয়ঃ কাচিদাকাঙ্ক্ষোপজায়তে পুরুষার্থ-সমাপ্তিবুদ্ধ্যুৎপত্তেঃ 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ' 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি' 'বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ ন' 'এতং হ বাব ন তপতি

রূপ, সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মও কোন এক প্রকারে গন্তব্য হইতে পারেন। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি,—তাহা নহে।—অর্থাৎ প্রদেশের ও বার্দ্ধক্যের গন্তব্যতা আছে দেখিয়া তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের গন্তব্যতা নিরূপণ করিতে পার না। কারণ, ব্রহ্ম প্রদেশাদি পরিহীন। যত প্রকার বিশেষ বা প্রভেদ উল্লেখ করিবে, সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ। "ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনি-ন্দিত, নির্লেপ"। "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন"। "বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি, যেহেতু তিনি নিত্য—জন্মবান্ নহেন"। "তিনি মহান্, জন্ম-বর্জ্জিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও নিরতি-শয় বৃহৎ—অর্থাৎ পূর্ণ"। "ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে জ্ঞেয়—অর্থাৎ সর্ব্ব-নিষেধের সীমাস্বরূপ"। এইরূপ এইরূপ শ্রুতি তন্মূলা স্মৃতি ও তদনুকূলা যুক্তি বিদ্যমানে ব্রহ্মের প্রদেশ, অবস্থা, কালকৃত বিশেষ কি অন্য কোনরূপ প্রভেদ থাকা কল্পনা করিতেও পারিবে না। সুতরাং তাঁহার ভূপ্রদেশ, বয়স ও অবস্থার অনুরূপ গন্তব্যতা আছে বলিতেও পারিবে না। পৃথিবী ও বয়স এ দুইয়ের প্রদেশ ও অবস্থা বিশেষ থাকায় তদ্বিশিষ্ট গন্তব্যতা মান্য করিতে পার, কিন্তু ব্রহ্মে তাহা পার না। ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তির, স্থিতির ও প্রলয়ের কারণ, এইরূপ শ্রুতি থাকায় তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মের নানাশক্তির যোগ আছে বলিবে, তাহাও পারিবে না। কারণ, ব্রহ্মে কোনরূপ বিশেষ নাই, এত-

নিষ্ক্রিয়তানামৈকাত্ম্যাবগমপরত্বাৎ নানেকশক্তিযোগো ব্রহ্মণঃ। অতশ্চ গন্তব্য-প্রাপ্ত্যুপপত্তিঃ 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গতিং নিবারয়তি। তদ্ব্যাখ্যাতং 'স্পষ্টো হ্যেকেষাম্' ইত্যত্র। গতিকল্পনায়াঞ্চ গন্তা জীবো গন্তব্যস্য ব্রহ্মণোঽবয়বো বিকারোঽন্যো বা ততঃ স্যাৎ। অত্যন্ততাদাত্ম্যে গমনানুপপত্তেঃ। যদ্যেবং ততঃ কিং স্যাৎ। উচ্যতে। যদ্যেকদেশস্তেনৈকদেশিনোনিত্যপ্রাপ্তত্বান্ন পুনর্ব্রহ্মগমনমুপপদ্যতে। একদেশৈক-দেশিত্বকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যনুপপন্না। নিরবয়বত্বপ্রসিদ্ধেঃ। বিকারপক্ষেঽপ্যেতত্তুল্যম্। বিকারেণাপি বিকারিণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। ন হি ঘটো মৃদাত্মতাং পরিত্যজ্যাব-

---

—"সে মৃত্যুর বশতাপন্ন হয়, যে ব্রহ্মে নানা—অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে।" অতএব যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের বিশেষ নিষেধ করিতেছে, সে সকল শ্রুতিকে অন্য শ্রুতির—অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদিবোধিকা শ্রুতির অঙ্গ বলিতে কদাচ পার না।—অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রধান আর বিশেষ নিষেধক বা নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রধান, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, বিশেষ-নিষেধক বা ভেদ-নিষেধক শ্রুতি যেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করে, উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি সেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করিতে ক্ষমবতী নহে। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির অন্য শেষতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। নিদর্শন দেখ—শ্রুতি বলিতেছেন "সৌম্য! শ্বেত-কেতু! এ বিষয়ে এই শুঙ্গ—অর্থাৎ হেতু অবগত হও যে, এ জগৎ মূলশূন্য নহে;—অর্থাৎ অবশ্যই ইহার একটী মূল আছে।" শ্রুতি এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ বলিয়াছেন—দেখাইয়াছেন—একমাত্র সৎই জগতের মূল এবং তাহাই বিজ্ঞেয়। অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন, যথা—"যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে স্থিত হইতেছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে এ সকল লীন হইবেক, তুমি তাঁহাকেই জান—তিনিই ব্রহ্ম।" ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ-বোধিকা শ্রুতি একাত্ম্য ব্রহ্ম বুঝাইতেই প্রবৃত্তা এবং তাহাতেই সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহাদের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, স্বার্থে তাৎপর্য্য না থাকায় তাহারা স্বার্থে অপ্রমাণ; কিন্তু পরার্থে—অর্থাৎ বিশেষ নিষেধক ও অখণ্ডৈকরসব্রহ্মবোধক শ্রৌত অর্থে প্রমাণ। যেহেতু স্বার্থে অপ্রমাণ, সেই হেতু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মে অনেক

তিষ্ঠতে। পরিত্যাগেঽভাবপ্রাপ্তেঃ। বিকারাবয়বপক্ষয়োশ্চ তত্ত্বতঃ স্থিরত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সংসারগমনমপ্যনবকৢপ্তম্। অথান্য এব জীবো ব্রহ্মণঃ সোঽপুর্ব্ব্যাপী মধ্যমপরিমাণো বা ভবিতুমর্হতি। ব্যাপিত্বে গমনানুপপত্তিঃ। মধ্যমপরিমাণত্বে চানিত্যত্ব-প্রসঙ্গঃ। অণুত্বেঽপি কৃৎস্নশরীরবেদনানুপপত্তিঃ। প্রতিবিদ্ধে চাণুত্বমধ্যমপরিমাণত্বে বিস্তরেণ পুরস্তাৎ। পরস্মাচ্চান্যত্বে জীবস্য 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিশাস্ত্রবাধপ্রসঙ্গঃ। বিকারাবয়বপক্ষয়োরপি সমানো দোষঃ। বিকারাবয়বয়োস্তদ্বতোঽনন্যত্বাদদোষ ইতি চেৎ। ন। মুখ্যৈকত্বানুপপত্তেঃ। সর্ব্বেষ্বেতেষু পক্ষেষ্বনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ সংসার্য্যাত্মত্বা-নিবৃত্তেঃ। নিবৃত্তৌ বা স্বরূপনাশপ্রসঙ্গঃ। ব্রহ্মাত্মত্বানভ্যুপগমাৎ। যত্তু কৈশ্চি-জ্জল্প্যতে বিনৈব ব্রহ্মজ্ঞানং নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠীয়ন্তে প্রত্যবায়াদুৎ-

---

শক্তির অস্তিত্ব বা ব্রহ্মের নানাত্ব মান্য করিতে পার না। ব্রহ্ম যে মুখ্য গন্তব্য নহেন, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্মপ্রাপ্ত জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না,—অর্থাৎ কোথাও গমন করে না, সেই দেহেই লয় প্রাপ্ত হয়।" "তিনি ব্রহ্মই ছিলেন পরন্তু অজ্ঞাত ছিলেন, অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই হইলেন।" এই শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্মে গতি হয় না। এ রহস্য বিশদরূপে "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যদি গতি কল্পনা কর,—অর্থাৎ গন্তা জীব ব্রহ্মে গমন করে বল, তাহা হইলে তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, গন্তা—অর্থাৎ গমনকর্ত্তা জীব কি গন্তব্য ব্রহ্মের অবয়ব? না বিকার বিশেষ? অথবা সর্ব্বথা ভিন্ন? অবশ্যই কোনরূপ ভেদ আছে বলিতে হইবেক, নচেৎ গমন কথা উপপন্ন হইবেক না। যদি বল, সে কথায় আসে যায় কি? ঐ প্রশ্নের ফল কি? তাহা বলিতেছি। জীব যদি ব্রহ্মের একদেশ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম জীবের নিকট সর্ব্বদা প্রাপ্ত আছেন, সুতরাং পুনর্ব্বার ব্রহ্ম গমন বলা অযুক্ত। আরও দোষ এই যে, ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব—নিষ্প্রদেশ, তখন জীবকে ব্রহ্মের প্রদেশ বা অবয়ব বলা নিতান্ত বিরুদ্ধ। এ দোষ বিকারপক্ষেও আছে। বিকারীও বিকারের নিকট নিত্যপ্রাপ্ত। ঘট একটী বিকার, সে সর্ব্বদাই মৃত্তিকা প্রাপ্ত আছে। ঘট কোনও কালে মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যমান থাকে না। ঘট যখন মৃত্তিকা ভাব ত্যাগ করিবে, তখন সে নিজেও

পত্তয়ে কাম্যানি প্রতিষিদ্ধানি চ পরিহ্রিয়ন্তে স্বর্গনরকানবাপ্তয়ে সাম্প্রতদেহো-পভোগ্যানি চ কর্ম্মাণ্যুপভোগেনৈব ক্ষপ্যন্ত ইতি ততো বর্ত্তমানদেহপাতা-দূর্দ্ধং দেহান্তরপ্রতিসন্ধানকারণাভাবাৎ স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কৈবল্যং বিনাপি ব্রহ্মাত্মতয়ৈবং বৃত্তস্য সেৎস্যতীতি তদসৎ। প্রমাণাভাবাৎ। ন হ্যেতৎ শাস্ত্রেণ কেনচিৎ প্রতিপাদিতম্। মোক্ষার্থী ইত্থং সমাচরেৎ ইতি স্বমনীষয়া হ্যেতৎ তর্কিতম্। যস্মাৎ কর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারস্তস্মাৎ নিমিত্তাভাবাৎ ন ভবিষ্যতীতি। ন চৈতৎ তর্কয়িতুমপি শক্যতে নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বাৎ। বহূনি কর্ম্মাণি জাত্যন্তরসঞ্চিতানি ইষ্টানিষ্টবিপাকান্যেকৈকস্য জন্তোঃ সম্ভাব্যন্তে তেষাং বিরুদ্ধ-ফলানাং যুগপদুপভোগাসম্ভবাৎ কানিচিল্লব্ধাবসরাণীদং জন্ম নির্ম্মিমতে কানি-চিত্তু দেশকালনিমিত্তপ্রতিক্ষাণ্যাসত ইত্যতস্তেষামবশিষ্টানাং সাম্প্রতেনোপ-

---

অভাবগ্রস্ত হইবেক;—অর্থাৎ থাকিবেক না। জীব ব্রহ্মের বিকার কিংবা অবয়ব, এই দুই পক্ষে আরও দোষ দেখা যায়। যে বিকারবিশিষ্ট, সে বিকারী। যে অবয়ববিশিষ্ট, সে অবয়বী। এস্থলে জীববিশিষ্ট ব্রহ্মই উক্ত শব্দদ্বয়ের অভি-ধেয়। অথচ তিনি স্থির পদার্থ। স্থির পদার্থের গমন নিতান্ত অনবকল্প;—অর্থাৎ তাহা কল্পনারও অযোগ্য। যদি বল, জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—জীব অণু পরিমাণ, কি মহান্‌ব্যাপী, কি মধ্যম পরিমাণ? মহান্-ব্যাপীর গতি অসিদ্ধ, সে জন্য মহান্-ব্যাপী বলিতে পার না। মধ্যম পরিমাণ বলিলে অবশ্যই জীবকে অনিত্য—অর্থাৎ নশ্বর বলিতে হইবেক। অণুপরিমাণ পক্ষও সদোষ। জীব পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম হইলে এক সময়ে সর্ব্ব শরীর বেদনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সকল কথা পূর্ব্বে বিশদ ও বিস্তার-পূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছি। জীব সর্ব্বমূল ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে "তৎ ত্বং অসি—তিনিই তুমি" ইত্যাদি শ্রুতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এ দোষ বিকার পক্ষেও আছে। বিকার ও বিকারী, অবয়ব ও অবয়বী এক, ভিন্ন নহে; শ্রুতিবাধ দোষ হইবে কেন? এরূপ বলিতে পার না। কারণ, তাহাতে মুখ্য একত্ব নিষ্পন্ন হয় না। যতগুলি পক্ষ স্থাপন করিলাম, সমুদায় পক্ষেই অনির্ম্মোক্ষ ও সংসারি-ত্বের অনিবৃত্তি এই দুই দোষ অনিবার্য্য। সংসারিত্ব নিবৃত্তি হয় বলিতে গেলে, আত্মনাশের আপত্তি হইবেক। এই স্থলে কেহ কেহ কল্পনা করেন, পাপোৎ-

ভোগেন ক্ষপণাসম্ভবাৎ ন যথাবর্ণিতচরিতস্যাপি বর্ত্তমানদেহপাতে দেহান্তর-নিমিত্তাভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং কর্ম্মশেষসম্ভাবসিদ্ধিশ্চ। 'তদ্য ইহ রমণীয়-চরণাঃ' 'ততঃ শেষেণ' ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। স্যাদেতৎ। নিত্যনৈমিত্তিকানি তেষাং ক্ষেপকাণি ভবিষ্যন্তীতি। তন্ন। বিরোধাভাবাৎ। সতি হি বিরোধে ক্ষেপ্যক্ষেপকভাবো ভবতি ন চ জন্মান্তরসঞ্চিতানাং সুকৃতানাং নিত্যনৈমিত্তি-কৈরস্তি বিরোধঃ শুদ্ধিরূপত্বাবিশেষাৎ। দুরিতানাং ত্বশুদ্ধিরূপত্বাৎ সতি হি বিরোধে ভবতু ক্ষেপণম্। ন তু তাবতা দেহান্তরনিমিত্তাভাবসিদ্ধিঃ। সুকৃত-নিমিত্তত্বোপপত্তেঃ। দুশ্চরিতস্যাপ্যশেষক্ষপণানবগমাৎ। ন চ নিত্যনৈমি-ত্তিকানুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্তিমাত্রং ন পুনঃ ফলান্তরোৎপত্তিরিতি প্রমাণমস্তি ফলান্তরস্যাপ্যনুনিষ্পাদিনঃ সম্ভবাৎ। স্মরতি হ্যাপস্তম্বঃ। তদ্‌যথা 'আম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমানমর্থা অনুৎপদ্যন্ত'

পত্তি না হয়, এই অভিসন্ধিতে তদুদ্দেশে বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকা, স্বর্গ নরক না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করা, ভোগ দ্বারা বিনষ্ট হয়, এরূপ ভাবে বিদ্যমান দেহভোগ্য ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় করা, এই তিনের সমাবেশে কালকর্ত্তন করিতে পারিলে দেহ-পাতের পর দেহান্তর প্রতিসন্ধানের কারণ না থাকায় স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ বিনা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেও সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম্মজড়দিগের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ-শূন্য; সুতরাং সৎ সিদ্ধান্ত নহে। ঐ রূপে মোক্ষ হয়, ইহা কোনও শাস্ত্র বলেন নাই। মোক্ষার্থী কথিত প্রকার আচার অবলম্বন করিবেক, এরূপ বিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঐ কথা তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা উৎপ্রেক্ষা বা উহ্য করিয়া বলেন, সে জন্য তাহা প্রমাণ নহে এবং তাহাতে প্রমাণ দিতে পারেন না। তাঁহাদের তর্ক এই "সংসার কর্ম্মনিমিত্তক—কর্ম্মপ্রভাবেই সংসার গতিলব্ধ হয়। যদি কর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে নিমিত্ত না থাকায় নৈমিত্তিক সংসার হইবে না।" কর্ম্মজড়দিগের এ তর্ক, তর্ক নহে; কিন্তু তর্কাভাস। কারণ, নিমিত্তা-ভাব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যেহেতু নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, বুদ্ধির অগম্য, সেই হেতু তাহা অসিদ্ধ বা সংশয়িত। ঐরূপ তর্ক না করাই উচিত এবং তাহা সঙ্গতও নহে। লক্ষ লক্ষ জন্ম ব্যতীত হইয়াছে, সেই সেই জন্মে লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম করিয়াছে,

ইতি।' ন চাসতি সম্যগ্দর্শনে সর্ব্বাত্মনা কাম্যপ্রতিষিদ্ধবর্জ্জনং জন্মপ্রায়ণান্তরালে কেনচিৎ প্রতিজ্ঞাতুং শক্যম্। সুনিপুণানামপি সূক্ষ্মাপরাধদর্শনাৎ। সংশয়িতব্যং তু ভবতি তথাপি নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বমেব। ন চানভ্যুপগম্যমানে জ্ঞানগম্যে ব্রহ্মাত্মত্বে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বভাবস্যাত্মনঃ কৈবল্যমাকাঙ্ক্ষিতুং শক্যমগ্নেরৌষ্ণ্যবৎ স্বভাবস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ। স্যাদেতৎ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বকার্য্যমনর্থো ন তচ্ছক্তিঃ। তেন শক্ত্যবস্থানেঽপি কার্য্যপরিহারাদুপপন্নো মোক্ষ ইতি। তচ্চ ন। শক্তিসদ্ভাবে কার্য্যপ্রসবস্য দুর্নিবারত্বাৎ। অথাপি স্যাৎ ন কেবলা শক্তিঃ কার্য্যমারভতেঽনপেক্ষ্যান্যানি নিমিত্তান্যত একাকিনী সা স্থিতাপি নাপরাধ্যতীতি। তচ্চ ন। নিমিত্তানামপি শক্তিলক্ষণেন সম্বন্ধেন নিত্যসম্বদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বভাবে সত্যাত্মন্যসত্যাং বিদ্যা-

---

তজ্জনিত লক্ষ লক্ষ ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রদ পুণ্যপাপ সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই সকল বিরুদ্ধ ফল কর্ম্মের ফলভোগ এক সময়ে ও এক দেহে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি? কর্ম্মাশয়স্থিত কোন কোন কর্ম্ম পূর্ব্বদেহের পতন কালে প্রবল— অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়া এতজ্জন্ম জন্মাইয়াছে, হয়ত আরও লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষ প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সকল পুণ্যপাপ ফল দিবার অবসর পায় নাই, সময় পায় নাই, তূষ্ণীম্ভাবে আছে, থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্তান্তর প্রতীক্ষা করিতেছে, এতদ্দেহে এতদ্দেহোচিত ভোগ দ্বারা সে সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব, বর্ণিত প্রকার সদাচারীর বিদ্যমান দেহের বিনাশ হইলে যে তাহার আর কর্ম্মশেষ থাকিবেক না, অভুক্তফল পুণ্য-পাপ থাকিবেক না, দেহান্তরোৎপত্তির কারণের অভাব হইবে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কেহই পারে না। বরং কর্ম্মশেষ থাকে, জ্ঞান ব্যতীত নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় হয় না, এই পক্ষই সিদ্ধ—অর্থাৎ প্রমাণে পাওয়া যায়। "ইহলোকে যাহারা রমণীয়চারী—অর্থাৎ পুণ্যশীল" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি ও তদনুকূলা স্মৃতি উভয়ই কর্ম্মশেষ সদ্ভাব পক্ষে প্রমাণ। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের নিবারক, একথা বলা প্রাপ্ত হইবে না। কারণ, উক্ত উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিলেই কেহ কেহ কেবলকতা ঘটে, অন্যথা তাহা ঘটে না।

গম্যায়াং ব্রহ্মাত্মতায়াং ন কথঞ্চন মোক্ষপ্রত্যাশাঽস্তি। শ্রুতিশ্চ 'নান্যঃ পন্থা 'বিদ্যতেঽয়নায়' ইতি জ্ঞানাদন্যং মোক্ষমার্গং বারয়তি। শরীরাদব্যতিরেকেঽপি জীবস্য সর্ব্বব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাপ্রবৃত্তেরিতি চেৎ। ন। প্রাক্‌প্রবোধাৎ স্বপ্নব্যবহারবৎ তদুপপত্তেঃ। শাস্ত্রঞ্চ 'যত্র হি' দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি' ইত্যাদিনাঽপ্রবুদ্ধবিষয়ে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারমুক্ত্বা পুনঃ প্রবুদ্ধবিষয়ে 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' ইত্যাদিনা তদভাবং দর্শয়তি। তদেবং পরব্রহ্মবিদো গন্তব্যাদিবিজ্ঞানস্য বাধিতত্বাৎ ন কথঞ্চন গতিরুপপাদয়িতুং শক্যা। কিংবিষয়াঃ পুনর্গতিশ্রুতয় ইতি। উচ্যতে। সগুণবিদ্যাবিষয়া ভবিষ্যন্তি। তথাহি ক্বচিৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রকৃত্য গতিরুচ্যতে

জন্মান্তরসঞ্চিত সুকৃতের সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের কি বিরোধিতা আছে যে, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে পূর্ব্ব সঞ্চিত সুকৃত বিদূরিত হইবে। শুদ্ধে অশুদ্ধে বিরোধ আছে বটে; কিন্তু শুদ্ধে শুদ্ধে বিরোধ নাই। পূর্ব্ব সুকৃতও শুদ্ধ, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মও শুদ্ধ, সুতরাং বিরোধ না থাকায় নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে সুকৃতের প্রক্ষয় অস্বীকার্য্য। বরং অশুদ্ধ বলিয়া দুরিতাপূর্ব্ব সকল শুদ্ধিরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য হইতে পারে। সঞ্চিত দুরিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য, ইহা স্বীকার করিলাম বলিয়া যে দেহান্তরোৎপত্তির নিমিত্ত বা কারণ না থাকা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইবে না। দুষ্কৃতরূপ কারণের অভাব হইলেও সুকৃত-কারণের অভাব হয় না। সুকৃতরূপ কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে, তাহা থাকিলেই পুনর্জ্জন্ম হইবেক। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে দুরিত ক্ষয় হয় সত্য, পরন্তু তাহা নিরবশেষ ক্ষয় হয় কিনা, সে বিষয় সংশয়স্থি। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে তাহাতে পাপের অনুৎপত্তি মাত্র সিদ্ধ হইবে। তাহা হইতে যে অন্য কিছু হইবে না—অর্থাৎ ফলান্তর জন্মিবেক না, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অবশ্যই তাহাতে কোন অনুনিষ্পন্নী ও অনভিসন্ধিত ফল হওয়া সুসম্ভব আছে। ঋষি আপস্তম্ব এ কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—"ফলের উদ্দেশেই আম্রবৃক্ষ রোপিত হয়, কিন্তু পরে তাহা হইতে ছায়া ও গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, কামনা পরিহীন হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলেও তাহা হইতে

কচিৎ পর্য্যঙ্কবিদ্যাং কচিৎ বৈশ্বানরবিদ্যাম্। যত্রাপি ব্রহ্ম প্রকৃত্য গতিরুচ্যতে 'যথা প্রাণো কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম' ইতি 'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং' পুণ্ডরীকং বেশ্ম' ইতি তত্রাপি চ'বামনীত্বাদিভিঃ সত্যকামাদিভিশ্চ গুণৈঃ সগুণস্যৈবোপাস্যত্বাৎ সম্ভবতি গতিঃ। ন কচিৎ পরব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রাব্যতে। তদ্বথা গতিপ্রতিষেধঃ শ্রাবিতঃ 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদিষু তু সত্যাপ্যাপ্নোতের্গত্যর্থত্বে বর্ণিতেন ন্যায়েন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ স্বরূপপ্রতিপত্তিরেবেয়মবিদ্যাধ্যারোপিতনামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়াপেক্ষয়াঽভিধীয়তে। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদি চ দ্রষ্টব্যম্। অপি চ

অলক্ষ্যে অর্থেরও আগমন হয়।" অপিচ, সম্যক্ দর্শন—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হইলে কোনও জীব যে জীবদ্দশায় সম্পূর্ণরূপে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারে অথবা বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পরিপালন করিতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচনার বহির্ভূত। অত্যন্ত নিপুণ পুরুষেরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অপরাধ হইতে দেখা যায়। কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কাম্যকর্ম্ম নাই, তাহা কে বলিতে পারে! থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, এরূপ সংশয়ও পুনর্জ্জন্মের কারণাভাব জ্ঞানের বাধক। ফলকথা, নিমিত্তাভাব—অর্থাৎ জন্মকারণ না থাকা পক্ষ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যদি তোমার জ্ঞানগম্য ব্রহ্মাত্মভাব স্বীকার না কর, আর আত্মা কর্তৃভোক্তৃস্বভাব এরূপ অবধারণ কর, তাহা হইলে তোমাদের কৈবল্য লাভের প্রত্যাশা দুরাশা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কেননা, স্বভাব অপরিহার্য্য। অগ্নি যেমন উষ্ণত্ব ত্যাগ করে না, তেমনি আত্মাও কর্তৃভোক্তৃ-স্বভাব ত্যাগ করিবেন না। যদি বল, কার্য্যভূত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তির কার্য্য; শক্তি থাকে থাকুক, কার্য্য পরিহার হইলেই মোক্ষ হইতে পারে। কার্য্যভূত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, যদি তাহাই রহিত হইল ত না হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা বলিতে পার না। কেননা, শক্তি থাকিলে কার্য্যোৎপত্তি নিবারণ হয় না। কেবল—অর্থাৎ সহায়শূন্য শক্তি কার্য্য জন্মায় না, নিমিত্তান্তরের যোগেই কার্য্য জন্মায়; সেই নিমিত্তান্তর বিধ্বস্ত করিতে পারিলে শক্তি একাকিনী হইবেক, একা·

পরবিষয়া গতির্ব্যাখ্যায়মানা প্ররোচনায় বা স্যাদনুচিন্তনায় বা। তত্র প্ররোচনং তাবৎ ব্রহ্মবিদো ন গত্যুক্ত্যা ক্রিয়তে স্বসম্বেদ্যেনৈবাব্যবহিতেন বিদ্যাসমর্পিতেন স্বাস্থ্যেন তৎসিদ্ধেঃ। ন চ নিত্যসিদ্ধনিঃশ্রেয়সনিবেদনস্যাসাধ্যফলস্য বিজ্ঞানস্য গত্যনুচিন্তনে কাচিদপ্যপেক্ষোপপদ্যতে। তস্মাদপরবিষয়ৈব গতিঃ। তত্র পরাপরব্রহ্মবিবেকানবধারণেনাপরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তমানাঃ গতিশ্রুতয়ঃ পরস্মিন্নধ্যারোপ্যন্তে। কিং দ্বে ব্রহ্মণী পরমপরঞ্চেতি। বাঢ়ং দ্বে।

কিনী অপরাধপাত্রী নহে।—অর্থাৎ অনর্থ জন্মাইতে পারিবে না, এরূপ বলিলেও অভীষ্ট সাধন হইবেক না। কারণ, নিমিত্ত সকল শক্তি নামক সম্বন্ধের সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ; তাহার অবিচ্ছেদ ব্যতীত বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। অতএব আত্মা কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-স্বভাব হেন হউন, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না, কিন্তু বিদ্যাগম্য ব্রহ্মাত্মভাব না থাকিলে কিছুতেই তাঁহার মুক্তির প্রত্যাশা নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন, জ্ঞান—অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষের অন্য উপায় নাই। যথা—"ব্রহ্ম প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই"। যদি এমন আপত্তি কর যে, জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে ব্যবহার বিলোপ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রবৃত্তি হইত। আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, প্রবোধের—অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে স্বপ্ননিদর্শনে সমুদায় ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। এই শাস্ত্র প্রবোধকালে বাস্তব প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। অতএব পরব্রহ্মের গন্তব্যাদি বিজ্ঞান বর্ণিতপ্রকারে বাধিত। সুতরাং তাহার গতির বা পাওয়ার যুক্তি-যুক্ততা অবধারণ করিতে পার না। তবে গতিশ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছি। সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই গতি উপপন্ন হয় এবং গতি সেই সেই উপাসনাতেই কথিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে গতি (গমনপূর্ব্বক ব্রহ্ম প্রাপ্তি) বলিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতি পর্য্যঙ্ক বিদ্যায় ও কোন কোন শ্রুতি বৈশ্বানর বিদ্যায় ব্রহ্ম গমনের কথা বলিয়াছেন। যেখানে দেখিবে যে, শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া গতি বলিয়াছেন। যথা—প্রাণই ব্রহ্ম, সুখই ব্রহ্ম, আকাশই ব্রহ্ম ইত্যাদি এবং ব্রহ্মপুরে এই যে, অল্পপরিমিত গৃহ, ইত্যাদি। বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সেখানে বামনীত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি

'এতদ্বৈ সত্যকামঃ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ' ইত্যাদিদর্শনাৎ। কিং পুনঃ পরং ব্রহ্ম কিমপরং ইতি। উচ্যতে। যত্রাবিদ্যাকৃতনামরূপাদিবিশেষপ্রতিষেধেনাস্থূলাদিশব্দৈর্ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে তৎ পরম্। তদেব যত্র নামরূপাদিবিশেষেণ কেনচিৎ বিশিষ্টমুপাসনায়োপদিশ্যতে 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' ইত্যাদিশব্দৈস্তদপরম্। নন্বেবং সত্যদ্বিতীয়শ্রুতিরূপরুধ্যেত। ন। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিকতয়া পরিহৃতত্বাৎ। তস্য ত্বপরব্রহ্মোপাসনস্য তৎসন্নিধৌ শ্রূয়-

---

গুণে উপাসিত হইতেছেন; সুতরাং সেখানে সেই সেই গুণযুক্ত উপাসনার গতিরূপ ফল সুসম্ভব। সগুণ ব্রহ্মবিষয়েই গতি শ্রবণ আছে কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে—অর্থাৎ পরব্রহ্মে গতি শ্রবণ নাই। অধিকন্তু তাহাতে গতি নাই বলিয়াই অভিহিত হয়। যথা—"পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।" "পরব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও আপ্নোতি-আপ্ ধাতুর প্রয়োগ আছে এবং যদিও আপ্ ধাতুর অর্থ গতি, তথাপি সে গতি দেশান্তর বা পদার্থান্তর প্রাপ্তিরূপা নহে। বর্ণিত প্রকারের গতি—অর্থাৎ দেশান্তর প্রাপ্তিরূপা গতি অসম্ভবমানা হওয়ায় স্বরূপ প্রতিপত্তিরূপা গতিই স্বীকার্য্য। স্বরূপ প্রতিপত্তিরূপা গতি বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যারোপিত নামরূপাদি প্রপঞ্চের বিলয় হইলেই সিদ্ধা হয় এবং তাহাই ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরং—ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এই শ্রুতিও দর্শিত প্রকারে ব্যাখ্যেয়। পরব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে গমন করেন, একথা কি জন্য বলিতে চাও? রুচি জন্মাইবার জন্য? না অনুচিন্তনের জন্য? ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথা ব্রহ্মজ্ঞের রুচি উৎপাদন করে; এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ব্রহ্মানুভব বা ব্রহ্ম স্বসম্বেদ্য—তাহা বিদ্যা সমর্পিত স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিদ্যা—অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনা হইতে স্বরূপাবস্থান নামক মোক্ষ সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহার জন্য গতি বিধান কেন? তাহা অনাবশ্যক। যে বিজ্ঞান অসাধ্য ফল—অর্থাৎ যাহা জ্ঞেয়ের স্বরূপাবোধ ব্যতীত অন্য কিছু আধান করে না, জন্মায় না, যাহা কেবল আপনার নিত্যসিদ্ধ মোক্ষরূপিতা নিবেদন করে, জানায় মাত্র, তাহাতে গতি অনুচিন্তনের অপেক্ষা কি? সে অপেক্ষা উপপন্ন নহে। প্রোক্ত কারণে কে না বলিবে,

মাণং 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি' ইত্যাদিজগদৈশ্বর্য্যলক্ষণং সংসার-গোচরমেব ফলং ভবতি। অনিবর্ত্তিতত্বাদবিদ্যায়াঃ। তস্য চ দেশবিশেষাববদ্ধ-ত্বাৎ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং গমনমবিরুদ্ধম্। সর্ব্বগতত্বেঽপি চাত্মন আকাশস্যেব ঘটাদিগমনে বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিগমনে গমনপ্রসিদ্ধিরিত্যবাদিষ্ম 'তদ্গুণসারত্বাৎ' (ব্র° সূ°) ইত্যত্র। তস্মাৎ 'কার্য্যং বাদরিঃ' ইত্যেষ এব পক্ষঃ স্থিতঃ। 'পরং জৈমিনিঃ'

স্বীকার করিবে যে, অপর বিদ্যা বিষয়েই গতি, পরবিদ্যা বিষয়ে নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্ম সাধকহিতার্থে পরাপর ভেদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ কি ও অপরব্রহ্মের লক্ষণ কি, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা না থাকাতেই অপরব্রহ্ম বিষয়োপদিষ্ট গতি ভ্রমবশতঃ পরব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কি তবে পরাপর ভেদে দুই? হাঁ। ব্রহ্ম দ্বিবিধ, পর ও অপর। ইহা— "হে সত্যকাম! এই যে ওঁকার ইহাই পর ও অপরব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম কি? তাহা বলিতেছি। যেস্থানে দেখিবে, অবিদ্যাধ্যস্ত নামরূপাদি বিশেষের প্রতিষেধ হইতেছে, ব্রহ্মকে অস্থূলাদি শব্দে বুঝান হইতেছে, জানিবে, সেই স্থানের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম। ইনিই শ্রুতি বিশেষে সাধকদিগের সিদ্ধির নিমিত্ত—অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার্থ নাম-রূপাদি বিশেষণে বিশেষিত ও উপদিষ্ট হইয়াছেন, হইয়া "অপর" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই অপরব্রহ্ম "তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও ভারূপ" ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। বলিবে যে তবে অদ্বয় ব্রহ্মবোধিকা শ্রুতি বাধিত? তাহা বলিতে পারিবে না। সে বিরোধ বা বাধা আবিদ্যক নামরূপাদি উপাধি স্বীকার দ্বারা নিবারিত হয়। যে যে স্থানে অপরব্রহ্মো-পাসনার বিধান হইয়াছে, সেই সেই স্থানে—অর্থাৎ তৎসন্নিধানেই দেখিতে পাইবে, "তিনি যদি পিতৃলোকগামী হন" ইত্যাদি প্রকারে জগতের উপর ক্ষমতা বিস্তার বা ঐশ্বর্য্যলক্ষণ ফল কথিত হইয়াছে। সে সমস্ত ফলই সংসার-মধ্যপাতী—সংসারের অন্তর্গত। অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ বা সম্পূর্ণ অবিদ্যা নিবৃত্তি না হওয়ায় কাযেই সে সকল সংসারাধিকারের অন্তর্বর্ত্তী। তাঁহাদের সেই সকল ঐশ্বর্য্যফল সীমাবদ্ধ, সুতরাং তৎপ্রাপ্ত্যর্থ তাঁহাদের গতি অবিরুদ্ধ— অর্থাৎ সঙ্গত বলিয়া জান। আত্মা যদিও আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী,

(ব্র০ সূ০) ইতি চ পক্ষান্তরপ্রতিপাদনমাত্রপ্রদর্শনং প্রজ্ঞাবিকাশনায়েতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৪ ॥

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাঽদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

স্থিতমেতৎ কার্য্যবিষয়া গতির্ন পরবিষয়েতি। ইদমিদানীং সন্দিহ্যতে। কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনানবিশেষেণৈবামানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকমুত কাংশ্চিদেবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। সর্ব্বেষামেবৈষাং বিদুষামন্যত্র পরস্মাদ্ব্রহ্মণো গতিঃ স্যাৎ। তথা হি 'অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্' ইত্যত্রাঽবিশেষেণৈবৈষা বিদ্যান্তরেষ্ববতারিতেত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—অপ্রতীকালম্বনানিতি। প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বনান্নয়তি ব্রহ্মলোক-

---

সর্ব্বত্রই আছেন, তথাপি ঘটাদির গমনে তদুপাহিত আকাশের গমনের ন্যায় বুদ্ধ্যাদির গমনে আত্মার গমন উপচরিত হওয়া প্রসিদ্ধ আছে। একথা আমরা "তদ্‌গুণসারত্বাৎ" সূত্রে বলিয়াছি, বুঝাইয়া দিয়াছি। অতএব "কার্য্যং বাদরিঃ" এই পক্ষই সিদ্ধান্ত এবং "পরং জৈমিনিঃ" এ পক্ষ পূর্ব্বপক্ষমাত্র।—অর্থাৎ শ্রোতার বুদ্ধি বিস্তারের জন্যই প্রোক্ত পক্ষান্তর সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, এ বিষয়ে পক্ষান্তরও উদ্ভাবিত হইতে পারে॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্ত হইল যে, গতিশাস্ত্র কার্য্যব্রহ্ম বিষয়েই পর্য্যবসিত। সম্প্রতি অন্য এক সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা কি অবিশেষে সমুদায় উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়? কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ আছে? পাওয়া যায় কি? পাওয়া যায়, পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমুদায় উপাসক ব্রহ্মলোকগামী হয়। "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" এই সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিচার অবতারিত হইয়া কথিতপ্রকার সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। তাহাই পূর্ব্বপক্ষ, তৎপ্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল,—অপ্রতীকাবলম্বীরাই ব্রহ্মলোকে নীত হয়। আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্রহ্মবিকারোপাসক সকলকেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" পরে আবার বলা হইল

মিতি বাদরায়ণাচার্য্যো মন্যতে। ন হ্যেবমুভয়থাভাবাভ্যুপগমে কশ্চিৎ দোষোঽস্তি। অনিয়মন্যায়স্ত প্রতীকব্যতিরিক্তেষ্বপ্যুপাসনেষূপপত্তেঃ। তৎক্রতুশ্চাস্যোভয়থাভাবস্য সমর্থকো হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ। যো হি ব্রহ্মক্রতুঃ স ব্রাহ্মমৈশ্বর্য্যমাসীদেদিতি শ্লিষ্যতে 'তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি' ইতি শ্রুতেঃ। ন তু প্রতীকেষু ব্রহ্মক্রতুত্বমস্তি প্রতীকপ্রধানত্বাদুপাসনস্য। নন্বব্রহ্মক্রতূনামপি ব্রহ্ম গচ্ছতীতি শ্রূয়তে। যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইতি। ভবতু যত্রৈবমাহত্যবাদ উপলভ্যতে। তদভাবে ত্বৌৎসর্গিকেন তৎক্রতুন্যায়েন ব্রহ্মক্রতূনামেব তৎপ্রাপ্তির্নেতরেষামিতি মন্যতে॥ ১৫॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি॥ ১৬॥

নামাদিষু প্রতীকোপাসনেষু পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ ফলবিশেষমুত্তরস্মিন্নুপাসনে দর্শয়তি

প্রতিকোপাসক নহে, এই দুই কথা বা উভয় প্রকারগতি বলা হইল বলিয়া দোষ মনে করিওনা।—অর্থাৎ বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত অনিয়ম ন্যায় প্রতীকোপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত। এই উভয়থা ভাব—অর্থাৎ একবার বলা হইয়াছে,—সকলেই ব্রহ্মলোকে যায় সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, আবার বলা হইল,—প্রতীকোপাসক যায় না; এই দ্বিপ্রকার উক্তি তৎক্রতুন্যায় সমর্থন করিতে সক্ষম আছে। বুঝিতে হইবে যে, তৎক্রতুন্যায়ই ঐ দ্বিপ্রকার বলিবার কারণ। যে ব্রহ্মক্রতু হয়, সে যে ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য পাইবে তাহা বিচিত্র কি? পাওয়াই সঙ্গত। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তাঁহাকে যে যেভাবে ভাবে, তাহার নিকট তিনি সেই রূপই হন।" ভাবিয়া দেখ, প্রতীক উপাসনায় ব্রহ্মক্রতুত্ব অবসন্ন হয় না;—অর্থাৎ তাহাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হয় না। প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান, ব্রহ্ম তাহাতে অপ্রধান থাকেন। অব্রহ্মধ্যায়ীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, একথা শ্রুতিতে আছে সত্য; যথা—ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় কথিত হইয়াছে—"তাহা ইহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়।" ইত্যাদি। পরন্তু থাকিলেও বাধা হইতেছে না। আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, যেখানে আহত্যবাদ—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিধান আছে, সেস্থানে তাহা অবশ্যই হইবে। যে খানে আহত্যবাদ নাই, সেই স্থানে সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎক্রতুশাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিবে যে, ব্রহ্মক্রতুরাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অন্যে নহে॥ ১৫॥

'যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী যাব-দ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি মনো বাব বাচো ভূয়ঃ' ইত্যাদিনা। স চায়ং ফলবিশেষ প্রতীকতন্ত্রত্বাদুপাসনানামুপপদ্যতে। ব্রহ্মতন্ত্রত্বে তু ব্রহ্মণো-ঽবিশিষ্টত্বাৎ কথং ফলবিশেষঃ স্যাৎ। তস্মান্ন প্রতীকালম্বনানামিতরৈস্তুল্যফলত্ব-মিতি॥ ১৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ॥

নাম ও বাক্য প্রভৃতি প্রতীক—অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার আলম্বন। যে স্থানে সে সকল উপাসনার বিধান হইয়াছে, সেই স্থলেই দেখা যায়, পূর্ব্বপূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর প্রতীক উপাসনার ফল অধিক। একরূপ ফল নহে, প্রতীক অনুসারে বিভিন্ন। যথা—"নামধ্যাতা যখন নামত্ব পায় তখন তাহার তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে। বাক্য নাম অপেক্ষা বড়, উপাসনা যখন তাহাতে অবস্থান করে, তখন সে অনুরূপ কামচারী হয়। মন বাক্য অপেক্ষা বড়" ইত্যাদি এখানে দেখ, প্রতীকের তারতম্য অনুসারে ফলেরও তারতম্য হইতেছে। হওয়াই সঙ্গত। কারণ, প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান। এ সকল উপাসনা ব্রহ্মপ্রধান হইলে ফলবিশেষ হইবে কেন? ব্রহ্ম তো অবশিষ্ট একরূপ? সেই জন্যই বলা যায় যে প্রতীকোপাসক ব্যতীত—অর্থাৎ প্রাধান্যরূপে ব্রহ্মক্রতু হইতে পারিলেই তাহারা ব্রহ্মলোকগামী হয়॥ ১৬॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থঃ পাদঃ।

সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ১ ॥

'এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিং দেবলোকাদ্যুপভোগস্থানেম্বিবাগন্তুকেন কেনচিদ্বিশেষণাভিনিষ্পদ্যতে। আহোস্বিদাত্মমাত্রেণেতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। স্থানান্তরেম্বিবাগন্তুকেন কেনচিদ্রূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ। মোক্ষস্যাপি ফলত্বপ্রসিদ্ধেঃ। অভিনিষ্পদ্যত ইতি চোৎপত্তিপর্য্যায়ত্বাৎ। স্বরূপমাত্রেণ চেদভিনিষ্পত্তিঃ পূর্ব্বাস্বপ্যবস্থাসু স্বরূপানপায়াদ্বিভাব্যেত। তস্মাদ্বি-

---

"এই সম্প্রসাদ এ শরীর হইতে সম্যক্‌রূপে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে সম্পন্ন হন—অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন।" এই একটী শ্রুতি আছে। ইহাতে সংশয়—স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, কথাটার অর্থ কি? কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়,—স্থানান্তরে—অর্থাৎ দেবাদিলোকে যেমন আগন্তুক রূপ জন্মে, তেমনি মোক্ষেও কোন এক আগন্তুক রূপ জন্মে। মোক্ষও ফল, তাহার ফলত্ব প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ "অভিনিষ্পদ্যতে" এই কথাটী উৎপত্তি-সমানার্থক। অভিনিষ্পত্তি, উৎপত্তি, জন্ম, এ সকল পর্য্যায় শব্দ; সুতরাং ঐ সকল কথার অর্থের প্রভেদ নাই। তাহাতেও বুঝাযায়, মোক্ষে স্বরূপাতিরিক্ত কোন কিছু জন্মে, যদি স্বরূপে অবস্থানই অভিনিষ্পত্তি এরূপ হয়, তাহা হইলে মুক্তির পূর্ব্বেও স্বরূপ থাকায় তখনও তাহা বিভাবিত হইতে পারে। অতএব প্রতীত হইতেছে যে, অভিনিষ্পদ্যতে কথায় অবশ্যই কোন বিশেষ—অর্থাৎ স্বরূপাতিরিক্ত ধর্ম্মের গ্রহণ হইয়াছে। "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"—অর্থাৎ আত্মা স্বসম্পর্কীয় কোন এক

শেষেণ কেনচিদভিনিষ্পদ্যত ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রমঃ। কেবলেনৈবাত্মনাবির্ভবতি ন ধর্ম্মান্তরেণেতি। কুতঃ। স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি স্বশব্দাৎ। অন্যথা হি স্বশব্দেন বিশেষণমনবক্লৃপ্তং স্যাৎ। নন্বাত্মীয়াভিপ্রায়ঃ স্বশব্দো ভবিষ্যতি। ন। তস্যাবচনীয়ত্বাৎ। যেনৈবহি কেনচিদ্রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে তস্যৈবাত্মীয়ত্বাপত্তেঃ স্বেনেতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ। আত্মবচনতায়াস্ত্বর্থবৎ। কেবলেনৈবাত্মরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে নাগন্তুকেনাপররূপেণাপীতি। কঃ পুনর্ব্বিশেষঃ পূর্ব্বাবস্থাস্বিহ চ স্বরূপানপায়সাম্যে সতি ইত্যত আহ॥ ১॥

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

যোহভিনিষ্পদ্যত ইত্যুক্তঃ স পূর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ শুদ্ধেনৈবাত্মনাঽবতিষ্ঠতে

বিশেষ রূপে উৎপন্ন হন। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিক্ষেপার্থ বলা যাইতেছে—যাহা কেবল আত্মভাব-জ্ঞানী তাইতেই আবির্ভূত হন, ধর্ম্মান্তরে আভূর্ত হন না। কারণ এই যে, শ্রুতি "স্বেন রূপেণ—আপনার যেরূপ সেইরূপে" এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মান্তরে বা রূপান্তরে আবিভূর্ত হইলে "স্বেন রূপেণ" এরূপ কথা বলিতেন না।—অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ করিতেন না। করিলেও তাহা নিরর্থক হইত। যদি বল শ্রুতি আত্মীয় অর্থে স্বশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন,—অর্থাৎ আত্মা, আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি, স্বশব্দের এত গুলি অর্থ আছে, তন্মধ্য হইতে আত্মীয় অর্থে স্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,—আত্মান্য অর্থের ব্যাবর্ত্তনার্থ "স্বেন" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, তাহা বলিতে বা "স্বেন" শব্দ বিশেষণ দিতে হয় না। না বলিলেও—অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ না করিলেও তাহা পাওয়া যায়। সুতরাং সেই জন্য স্বেন এই পদ দিতে হইবে না; বরং স্বশব্দের আত্মবাচিতা স্বীকার করিলে বিশেষণের সার্থকতা হইতে পারে। যাহা আপনার বিশুদ্ধ অনারোপিতরূপ তাহারই আবির্ভাব হয়, অন্য কিছু হয় না। নূতন বা আগন্তুক কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষে যদি নূতন কিছু না হয়, তবে পূর্ব্বাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র এই "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ" ॥ ১॥

পূর্ব্বত্রান্ধো ভবত্যপি রোদিতীব বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি চ অবস্থাত্রয়কলুষিতেনাত্মনা ইত্যয়ং বিশেষঃ। কথং পুনরবগম্যতে মুক্তোঽয়মিদানীং ভবতীতি। প্রতিজ্ঞানাদিত্যাহ। তথাহি 'এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি' ইত্যবস্থাত্রয়-দোষবিহীনমাত্মানং ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায় 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি চোপন্যস্য 'স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ' ইতি চোপসংহরতি। তথাখ্যায়িকোপক্রমোঽপি 'য আত্মাঽপহতপাপ্মা' ইত্যাদি মুক্তাত্মবিষয়মেব প্রতিজ্ঞানম্। ফলত্বপ্রসিদ্ধিরপি মোক্ষস্য বন্ধননিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষা না-পূর্ব্বোপজননাপেক্ষা। যদপ্যভিনিষ্পদ্যত ইত্যুৎপত্তিপর্য্যায়ত্বং তদপি পূর্ব্বাবস্থা-পেক্ষম্। যথা রোগনিবৃত্তাবরোগোঽভিনিষ্পদ্যত ইতি তদ্বৎ। তস্মাদ-দোষঃ॥ ২॥

আত্মা প্রকরণাৎ॥ ৩॥

কথং পুনর্মুক্ত ইত্যুচ্যতে 'যাবতা পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য' ইতি কার্য্য-

---

যিনি অভিনিষ্পন্ন হন, তিনিই ইদানীং বিমুক্ত। পূর্ব্বে, বদ্ধ ছিলেন, এখন বিমুক্ত। পূর্ব্বের বন্ধন বিগলিত হইয়াছে, এখন নিতান্ত শুদ্ধ। অজ্ঞতা বশতঃ পূর্ব্বে অন্ধতা প্রভৃতি দেহধর্ম্মের ধর্ম্মী হইয়াছিলেন, পুত্রকলত্রাদির বিনাশে রোদন করিতেন, যেন অন্যকর্তৃক হত হইতেন, এখন আর তাঁহার সে সকল নাই। পূর্ব্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্তে কালুষ্য-কবলিত ছিলেন, এখন তিনি প্রোক্ত অবস্থাত্রয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন। তদনন্তর তিনি কেবল নিত্য নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধ নির্দুঃখ ও পূর্ণানন্দ স্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই বিশেষ— বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার প্রভেদ। তিনি এখন মুক্ত হইয়াছেন। অবস্থাত্রয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। আত্মা অবস্থাত্রয় বিনির্ম্মুক্ত। শরীর ও শরীরধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইলে, তখন আর তাঁহাকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, তিনিই উত্তম পুরুষ। যাহা আত্মা, তাহা পাপ-তাপাদি শূন্য। মোক্ষ ও শম-দমাদি সাধনানন্তর জন্মে। বন্ধন নিবৃত্ত হইলেই স্বরূপভূত মোক্ষ সিদ্ধি হইয়াছে। যেমন রোগ নিবৃত্তি হইলে আরোগ্য হয়, তেমনি বন্ধন নিবৃত্ত হইলে মোক্ষ হয়; সুতরাং আত্মা চৈতন্যময়॥ ২॥

গোচরমেবৈনং শ্রাবয়তি। জ্যোতিঃশব্দস্য ভৌতিকজ্যোতিষি রূঢ়ত্বাৎ। ন চানতিবৃত্তো বিকারবিষয়াৎ কশ্চিদ্বিমুক্তো ভবিতুমর্হতি বিকারস্যার্ত্তত্বপ্রসিদ্ধেরিতি। নৈষঃ দোষঃ। যত আত্মৈবাত্র জ্যোতিঃশব্দেনাবেদ্যতে প্রকরণাৎ। 'য আত্মাহপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ' ইতি প্রকৃতে পরস্মিন্নাত্মনি নাকস্মাৎ ভৌতিকং জ্যোতিঃ শক্যং গ্রহীতুম্। প্রকৃতহান্যপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ। জ্যোতিঃশব্দস্ত্বাত্মন্যপি দৃশ্যতে 'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' ইতি। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ (ব্র০ সূ০) ইত্যত্র॥ ৩॥

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ॥ ৪॥

পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে যঃ স কিং পরস্মাদাত্মনঃ পৃথগেব ভবত্যুতাঽবিভাগেনৈবাবতিষ্ঠত ইতি বীক্ষায়াং 'স তত্র পর্য্যেতি' ইত্যাধিকরণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশাৎ 'জ্যোতিরুপসম্পদ্য' ইতি চ কর্ত্তৃকর্ম্মনির্দ্দেশাদ্ভেদেনৈবাবস্থানমিতি যস্য মতিস্তং ব্যুৎপাদয়তি। অবিভক্ত এব পরেণাত্মনা মুক্তোঽবতিষ্ঠতে। কুতঃ। দৃষ্টত্বাৎ। তথা হি 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'যত্র নান্যং

যে স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয় সে মুক্ত, এই কথা বলা সঙ্গত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। জ্যোতিঃ বলিলে ভৌতিক জ্যোতিঃই বুঝায়। সুতরাং মুক্তি হইল কোথায়? অন্য পদার্থের অধিকার অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্ত হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু জ্যোতিরুপসম্পদ্য কথায় এই দোষ নাই। উক্তস্থলে জ্যোতিঃশব্দে আত্মাই বুঝিতে হইবে। কারণ, উহা আত্মপ্রকরণে অভিহিত। শ্রুত্যন্তরেও আত্মায় জ্যোতিঃ শব্দের প্রয়োগ আছে। দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ উপাসনা করেন। এই কথা জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ সূত্রে বলা হইয়াছে॥৩॥

মুক্তাত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ অবস্থান করেন? না অবিভক্ত আছেন? তিনি তাঁহাতে পরিক্রমণ করেন, এই শ্রুতি মুক্ত পুরুষকে আধেয় ও পরমাত্মাকে আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধার ও আধেয় এক নহে, ভিন্ন। জ্যোতিরুপসম্পদ্য এই শ্রুতিও মুক্ত পুরুষকে কর্ত্তা এবং জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে কর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ত্তা ও কর্ম্ম

পশ্যতি' 'ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি' 'ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ' ইত্যেবমাদীনি বাক্যান্যবিভাগেনৈব পরমাত্মানং দর্শয়ন্তি। যথাদর্শনমেব চ ফলং যুক্তং তৎক্রতুন্যায়াৎ। 'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি' 'এবং মুনের্বিজানতঃ' 'আত্মা ভবতি গৌতম্' ইতি চৈবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যান্যবিভাগমেব দর্শয়ন্তি নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ। ভেদনির্দ্দেশস্তভেদেঽপ্যুপচর্য্যতে। 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ' ইতি 'স্বে মহিম্নি' ইতি 'আত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ' ইতি চৈবমাদিদর্শনাৎ ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

স্থিতমেতৎ ''স্বেন রূপেণ' ইত্যত্রাত্মমাত্রস্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে নাগন্তুকেনাপররূপেণেতি। অধুনা তু তদ্বিশেষবুভুৎসায়ামভিধীয়তে। স্বমস্য রূপং ব্রাহ্মমপহতপাপ্মত্বাদি সত্যসঙ্কল্পত্বাবসানং তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ তেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ। উপন্যাসাদিভ্যস্তথাত্বাবগমাৎ। তথা হি 'এষ আত্মাপহতপাপ্মা' ইত্যাদিনা 'সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ'

অত্যন্ত ভিন্ন। এই সন্দেহ দূরীকরণ মানসে ব্যাস বলিতেছেন,—মুক্ত পুরুষ পৃথক্ অবস্থান করেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষ একাত্ম হন। তৎ ত্বং অসি, অহং ব্রহ্ম অস্মি, যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নতু তৎ দ্বিতীয়মস্তি, এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের অবিভক্ততা দেখাইয়াছেন। যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশাইলে এক হইয়া যায়, মননশীল জ্ঞানীর আত্মাও সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিভক্ত হইয়া যায়। কোনও শ্রুতি ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা ঔপচারিক। হে ভগবান্ তিনি কিসে অধিষ্ঠিত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—আপন মহিমায়। তিনি আত্মরতি আত্মকাম আত্মক্রীড় ইত্যাদি শ্রুতিতেও দেখা যায় আত্মাদ্বৈতপক্ষই বেদের অভিপ্রেত ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্ত হইল যে মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। এই স্থানে তত্ত্ববুভুৎসুর তদ্বিষয়ক বিশেষভাব জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। এই সম্বন্ধে জৈমিনি বলেন, মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম। তাহা নিষ্পাপাদি সত্যসঙ্কল্পান্ত বিশেষণে অন্বিত। তাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর নামের উপযোগী। এই

ইত্যেবমন্তেনোপন্যাসেনৈবমাত্মকতামাত্মনো বোধয়তি। তথা 'স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ' ইত্যৈশ্বর্য্যরূপমাবেদয়তি। 'তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইতি চ। 'সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ' ইত্যাদিব্যপদেশাশ্চৈবমুপপন্না ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৫ ॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

যদ্যপ্যপহতপাপ্মত্বাদয়ো ভেদেনৈব ধর্ম্মা নির্দ্দিশ্যন্তে তথাপি শব্দবিকল্পজা এবৈতে। পাপ্মাদিনিবৃত্তিমাত্রং হি তত্র গম্যতে। চৈতন্যমেব তস্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি তন্মাত্রেণ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তির্যুক্তা। তথা চ শ্রুতিঃ 'এবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঽনুগৃহীতা ভবিষ্যতি। সত্যকামত্বাদয়স্তু যদ্যপি বস্তুস্বরূপেণৈব ধর্ম্মা উচ্যন্তে সত্যাঃ কামা অস্যেতি তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধাধীনত্বাৎ তেষাং ন চৈতন্যবৎ স্বরূপত্বসম্ভবঃ। অনেকাকারত্বপ্রতিষেধাৎ। প্রতিষিদ্ধং হি ব্রহ্মণোঽনেকাকারত্বং 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গম্' [ব্র০ সূ০] ইত্যত্র। অত এব চ জক্ষণাদিসঙ্কীর্ত্তনমপি দুঃখাভাবমাত্রা-

---

আত্মা নিষ্পাপ, এই হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যকাম ও সত্য সঙ্কল্প এতদন্ত বাক্যসন্দর্ভ মুক্তাত্মার তাদাত্মকতা বুঝাইয়া দিতেছে। তিনি সেইকালে পরিক্রমণ করেন, ক্রীড়া করেন, ইত্যাদি শ্রুতি মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য আবেদন করিতেছে। ঐশ্বর্য্যযোগ থাকাতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ হইতে পারে ॥ ৫ ॥

যদিও ব্রহ্মে নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অতিরিক্ত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সেই সকল কথার অর্থ অত্যন্ত মিথ্যা। বস্তুতঃ তাহাতে পাপাদি নাই। এইমাত্র সেই সকলের অভিধেয়। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। তিনি মোক্ষকালে তন্মাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন, ইহাই তথ্য ও যুক্তিযুক্ত। সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্টের ন্যায় অভিহিত হইয়াছে। মাত্র চৈতন্যই স্বরূপ। আর সকল উপাধি সংসর্গে অধ্যস্ত। আত্মা যে অনেকরূপী নহে, তাহা 'ন স্থানতোঽপি' সূত্রে বলা হইয়াছে। অতএব তিনি ক্রীড়া করেন, তিনি রমমাণ ইত্যাদি শ্রুতি কেবল দুঃখাভাব ও স্তুতি

ভিপ্রায়ং স্তুত্যর্থমাত্মরতিরিত্যাদিবৎ। নহি মুখ্যান্যেব রতিক্রীড়ামিথুনান্যাত্ম-নিমিত্তানি শক্যন্তে বর্ণয়িতুম্। দ্বিতীয়বিষয়ত্বাৎ তেষাম্। তস্মাৎ নিরস্তা-শেষপ্রপঞ্চেন প্রসন্নেনাব্যপদেশ্যেন বোধাত্মনাঽভিনিষ্পদ্যত ইত্যৌড়ুলোমিরা-চার্য্যো মন্যতে॥ ৬॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ॥ ৭॥

এবমপি পারমার্থিকচৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি ব্যবহারাপেক্ষয়া পূর্ব্বস্যা-প্যুপন্যাসাদিভ্যোঽবগতস্য ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যরূপস্যাপ্রত্যাখ্যানাদবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে॥ ৭॥

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ॥ ৮॥

হার্দ্দবিদ্যায়াং শ্রূয়তে 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ কিং সঙ্কল্প এব কেবলঃ পিত্রাদিসমুত্থান-হেতুরুত নিমিত্তান্তরসহিত ইতি। তত্র সত্যপি সঙ্কল্পাদেবেতি শ্রবণে লোক-বৎ নিমিত্তান্তরাপেক্ষা যুক্তা। যথা লোকেঽস্মদাদীনাং সঙ্কল্পাৎ গমনাদিভ্যশ্চ

বলিবার উদ্দেশেই অভিহিত। বাস্তবিক প্রকৃত ক্রীড়াদি আত্মার কিছুই নাই। তৎকালে যদি কোনও রূপ ভেদভাব বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত ক্রীড়া প্রভৃতি বলিতে পার, নতুবা নহে। অতএব কেবল চেতন-রূপ হওয়াই ঔড়ুলোমির মত॥ ৬॥

এই সম্বন্ধে বাদরায়ণ মুনির মত এই যে, আত্মা পারমার্থিক দর্শনে নির্দ্ধর্ম্মক ও অখণ্ড চিন্মাত্র হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসাদি শাস্ত্রাবগত ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয় না এবং সেই সম্বন্ধে কোনও রূপ বিরোধ ঘটনাও হয় না॥ ৭॥

উপনিষদে হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের উপাসনা ও তাহার প্রণালী অভিহিত হইয়াছে। সেই উপাসনার অন্য নাম হার্দ্দবিদ্যা ও দহরবিদ্যা। তথায় অভিহিত হইয়াছে উপাসক যদি পিতৃলোককামী হন, তাহা হইলে পিতৃ-গণ তাহার সঙ্কল্পমাত্রে সমুত্থিত হন। এই স্থানে সন্দেহ,—কেবল মাত্র সঙ্কল্পই কি প্রোক্ত পিতৃসমুত্থানের হেতু। যদিও শ্রুতিতে মাত্র সঙ্কল্প বাক্য

হেতুত্বাৎ পিত্রাদিসম্পত্তির্ভবতোবং মুক্তস্যাপি স্যাৎ এবং দৃষ্টবিপরীতং ন ন কল্পিতং ভবিষ্যতি। সঙ্কল্পাদেবেতি তু রাজ্ঞ ইব সঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধিকরীং সাধনান্তরসামগ্রীং সুলভামপেক্ষ্যোচ্যতে। ন চ সঙ্কল্পমাত্রসমুত্থানাঃ পিত্রাদয়ো মনোরথবিজৃম্ভিতবচ্চঞ্চলত্বাৎ পুষ্কলং ভোগং সমর্পয়িতুং পর্য্যাপ্নুয়ুরিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। সঙ্কল্পাদেব তু কেবলাৎ পিত্রাদিসমুত্থানমিতি। কুতঃ। তচ্ছ্রুতেঃ। 'সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইত্যাদিকা হি শ্রুতির্নিমিত্তান্তরাপেক্ষায়াং পীড্যেত। নিমিত্তান্তরমপি তু যদি সঙ্কল্পানুবিধায্যেব স্যাৎ ভবতু ন তু প্রয-

এইরূপ সাবধারণ শব্দ আছে। থাকিলেও লৌকদৃষ্টান্তে তাহাতে নিমিত্তান্তরের যোগ থাকা স্বীকার্য্য। কেবল সঙ্কল্পে কোন কিছু পাওয়া যায় না। সঙ্কল্পের সঙ্গে সহায়ান্তর থাকা আবশ্যক, যেমন লোকমধ্যে দেখা যায়, অস্মদাদির সঙ্কল্প-গমনাদি নিমিত্তের সহায়তায় পিতৃদর্শনাদি কার্য্য সাধন করে, তেমনি মুক্ত পুরুষও নিমিত্তান্তর সহকৃত সঙ্কল্পের দ্বারা পিত্রাদি লাভ করিয়া থাকেন। কেবল সঙ্কল্পে পিত্রাদির সমুত্থান হয় বলিলে, দৃষ্ট বিপরীত হইবে। শ্রুতি যে সঙ্কল্পাদেব এইরূপ সাবধারণ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যেমন রাজাদিগের সাধন সামগ্রী সুলভ, ইচ্ছা হইলেই সমস্ত অনায়াসে হয়, তাহা দেখিয়া লোকে বলে সঙ্কল্পমাত্রে রাজার কার্য্য সিদ্ধ হয়, মুক্তাত্মার সঙ্কল্পে পিত্রাদির উত্থান সেইরূপ জানিবে।— অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিমিত্তান্তর সুলভ ও তাহাই বলিবার নিমিত্ত সাবধারণ শব্দের প্রয়োগ "সঙ্কল্পাদেব"। নিরবচ্ছিন্ন সংকল্প-প্রভব পিত্রাদি মনোরথবিজৃম্ভিতের ন্যায় অস্থির, চঞ্চল, সুতরাং যেরূপ পিত্রাদি পরিপুষ্ট ভোগ সমর্পণ করিতে সমর্থ নহে। কাযেই বলিতে ও মানিতে হইতেছে যে, সঙ্কল্প ও অন্যান্য সাধনসামগ্রী উভয় একত্রিত হইয়া মুক্ত পুরুষের পিতৃলোক দর্শনাদি কামনা পূরণ করিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ; কিন্তু ইহার উত্তর বা সিদ্ধান্ত পক্ষ এই—কেবল সংকল্পেই মুক্ত পুরুষের নিকট পিত্রাদির আগমনাদি হয়; কেননা, শ্রুতি সেইরূপ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বাদীর অভিপ্রেত নিমিত্তান্তর যদি সঙ্কল্পের অনুগামী হয়, তাহা হইলে আমরা নিমিত্তান্তর স্বীকারে সম্মত হইতে পারি। নিমিত্তান্তর বা পিত্রাদি সমুত্থানের

ত্নান্তরসম্পাদ্যং নিমিত্তান্তরমিষ্যতে। প্রাক্ তৎসম্পত্তের্ব্বন্ধ্যাসঙ্কল্পত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ শ্রুতিগম্যেঽর্থে লোকবদিতি সামান্যতো দৃষ্টং ক্রমতে। সঙ্কল্পবলাদেব চৈষাং যাবৎ প্রয়োজনং স্থৈর্য্যোপপত্তিঃ প্রাকৃতসঙ্কল্পবিলক্ষণত্বান্মুক্তসঙ্কল্পস্য ॥৮॥

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

অত এব চাবন্ধ্যসঙ্কল্পত্বাদনন্যাধিপতির্বিদ্বান্ ভবতি। নাস্যান্যোধিপতির্ভবতীত্যর্থঃ। ন হি প্রাকৃতোঽপি সঙ্কল্পয়ন্ অন্যস্বামিকত্বমাত্মনঃ সত্যাং গতৌ সঙ্কল্পয়তি। শ্রুতিশ্চৈতৎ দর্শয়তি 'অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইতি ॥ ৯ ॥

কারণকূট মুক্ত পুরুষের সঙ্কল্প, এরূপ হয় হউক্, তাহাতে আপত্তি নাই ; পরন্তু তাহা অস্মদাদির ন্যায় প্রযত্নান্তর সম্পাদ্য নহে। প্রযত্নান্তর সম্পাদ্য হইলে তৎসম্পত্তির পূর্ব্বে তাঁহারা নিষ্ফল সঙ্কল্প হন, কিন্তু তাহা শ্রুতির অনভিমত। (আমরা যেমন আজ সংকল্প করিলাম, কিন্তু সমাগ্রী আয়োজন করিতে ১০ দিন কাটিয়া গেল, মুক্ত পুরুষের সংকল্প সেরূপ নহে। সেরূপ হইলে তাঁহাদিগকে সত্যসংকল্প বলা অনুচিত। তাঁহাদের যেই সংকল্প সেই সঙ্কল্পিত লাভ) অপিচ, লৌকিক নিদর্শন অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগম্য পদার্থে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রয়োগ করিতে পার না। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান শ্রৌত পদার্থের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত আছে। যে কিছু প্রয়োজন সে সমস্তই মুক্ত পুরুষ কেবলমাত্র সংকল্পে সিদ্ধ করিতে পারেন। মুক্ত পুরুষের সংকল্প প্রাকৃত পুরুষের সংকল্পের ন্যায় নহে। তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ। ৮ ॥

যে হেতু তাঁহারা অবন্ধ্যসংকল্প, সেই হেতু তাঁহারা অনন্যাধিপতি।—অর্থাৎ তাঁহাদের অন্য শাস্তা বা নিয়োক্তা নাই। অধিক কি বলিব, গত্যন্তর থাকিলে প্রাকৃত পুরুষেরাও আপনার অস্বামিকত্ব (স্বাধীনতার বিপরীত পরাধীনতা) সংকল্প করেন না। শ্রুতিও তাহাই দেখাইয়াছেন। যথা—যাঁহারা ইহ শরীরে আপনাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করত পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা কথিত প্রকার সত্যকামাদি প্রাপ্ত হন ও সমুদয় লোকে তাঁহারা কামচার হন ॥ ৯ ॥

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ ১০ ॥

'সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইত্যতঃ শ্রুতের্মনস্তাবৎ সঙ্কল্পসাধনং সিদ্ধম্। শরীরেন্দ্রিয়াণি পুনঃ প্রাপ্তৈশ্বর্য্যস্য বিদুষঃ সন্তি ন সন্তীতি সমীক্ষ্যতে। তত্র বাদরিস্তাবদাচার্য্যঃ শরীরস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চাভাবং মহীয়মানস্য বিদুষো মন্যতে। কস্মাৎ। এবং হ্যাহাম্নায়ঃ 'মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ব্রহ্মলোকে' ইতি। যদি মনসা শরীরেন্দ্রিয়ৈশ্চ বিহরেৎ মনসেতি বিশেষণং ন স্যাৎ। তস্মাদভাবঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং মোক্ষে ॥ ১০ ॥

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

জৈমিনিরাচার্য্যো মনোবচ্ছরীরস্যাপি সেন্দ্রিয়স্য ভাবং মুক্তং প্রতি মন্যতে। যতঃ 'স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদিনাঽনেকধা ভাববিকল্পমামনন্তি। ন হ্যনেকবিধতা বিনা শরীরভেদেনাঞ্জসী স্যাৎ। যদ্যপি নির্গুণায়াং ভূমবিদ্যায়াময়-

---

"সংকল্পমাত্রেই মুক্ত পুরুষের পিতৃগণ সমুপস্থিত হন" এই শ্রুতিতে জানা গেল, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জ্ঞানীর মন থাকে। কেননা, মনঃই সংকল্পের সাধন—অর্থাৎ উপায়। শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে কি না তাহা উক্ত শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় না। সেজন্য তাহা চিন্তার বিষয় বটে। এ বিষয়ে বাদরি মুনি বলেন, পরিমুক্ত বিদ্বানের সংকল্পসাধন মন থাকে বটে; কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। কেননা, বেদ বলিয়াছেন—মুক্তি হইলে অন্য কিছু থাকে না, কেবল মাত্র সংকল্পসাধন মন থাকে। যথা—তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা সেই সেই অভিলষিত অনুভব করত রমমাণ হন।" যদি তাঁহারা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, এই তিনের দ্বারা বিহার করেন এমন হয়, তাহা হইলে মনসা—মনের দ্বারা, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক। অতএব মোক্ষ হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, ইহাই অবধারণীয়। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ) ॥ ১০ ॥

জৈমিনি মুনি বলেন, যেমন মন থাকে, তেমনি শরীরেন্দ্রিয়েরও ভাব—অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে, ইহা মানিতে হইবেক। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই মুক্ত পুরুষ কখন একপ্রকার ও কখন অনেক প্রকার হন।" এই শ্রুত্যুক্ত অনেকবিধ ভাববিকল্প সেন্দ্রিয় শরীর থাকার অনুমাপক। ভিন্ন

মনেকধাভাবে বিকল্পঃ পঠ্যতে তথাপি বিদ্যমানয়েবেদং সগুণাবস্থায়ামৈশ্বর্য্যং ভূমবিদ্যাস্তত্যৈ সঙ্কীর্ত্ত্যত ইত্যতঃ সগুণবিদ্যাফলভাবেনোপতিষ্ঠত ইত্যুচ্যতে ॥১১॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ১২ ॥

বাদরায়ণং পুনরাচার্য্যোঽত এবোভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাদুভয়বিধত্বং সাধু মন্যতে। যদা সশরীরতাং সঙ্কল্পয়তি তদা সশরীরো ভবতি যদা ত্বশরীরতাং তদা অশরীর ইতি। সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ সঙ্কল্পবৈচিত্র্যাচ্চ দ্বাদশাহবৎ। যথা দ্বাদশাহঃ সত্রমহীনশ্চ ভবত্যুভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাদেবমিদমপীতি ॥ ১২ ॥

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

যদা তু সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্যাভাবস্তদা যথা সন্ধ্যে স্থানে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়েষ্ববিদ্যমানেষ্বপ্যুপলব্ধিমাত্রা এব পিত্রাদিকামা ভবন্ত্যেবং মোক্ষেঽপি স্যুঃ। এবং তদুপপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

ভিন্ন শরীর (অনেক শরীর) না থাকিলে অনেকবিধ হওয়ার সম্ভাবনা কি? যদিও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা অধিকারে ঐ অনেকবিধতা বা ভাববিকল্প অভিহিত হইয়াছে; তথাপি, বুঝিতে হইবেক যে, সগুণাবস্থায় ঐ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার স্তুত্যর্থ পরিপঠিত। (ইহাও পূর্ব্বপক্ষ)॥ ১১ ॥

বাদরায়ণ মুনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত হেতুদ্বয়—অর্থাৎ দ্বিপ্রকার শ্রুতি থাকায় দ্বিপ্রকার হওয়াই সঙ্গত।—অর্থাৎ তাঁহারা কখন সশরীর এবং যখন অশরীরতার সংকল্প করেন, তখন অশরীর হন। তাঁহাদের সংকল্প অমোঘ ও বিচিত্র। যেমন এক দ্বাদশাহ যাগ সত্র ও অহীন উভয় প্রকার, সেইরূপ মুক্তও উভয় প্রকার—সশরীর ও অশরীর। ১২।

যখন শরীরেন্দ্রিয় না থাকে, তখন যেমন সন্ধ্যাস্থানে (এ-দিকে মরণ ও-দিকে জন্ম না হওয়া, মধ্যে বা অন্তরালে অথবা এ-দিকে জাগ্রৎ, ও-দিকে সুষুপ্তি, মধ্যে বা অন্তরালে—অর্থাৎ স্বপ্নকালে) শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, তিনের কিছুই নাই অথচ জীব মাত্র ভাবনায় কামনায় পিত্রাদি-কামী হয়, তেমনি মোক্ষেও অশরীরকালে উপলব্ধিমাত্রে—অর্থাৎ কল্পনাময় ভাবনাবিজ্ঞানে পিত্রাদিকামী হয়। ইহা অনুপপন্ন নহে, প্রত্যুত উপপন্ন। (সিদ্ধান্ত)। ১৩।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

ভাবে পুনস্তনোর্যথা জাগরিতে বিদ্যমানা এব পিত্রাদিকামা ভবন্ত্যেবং মুক্তস্যাপ্যুপপদ্যন্তে ॥ ১৪ ॥

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

'ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ' [ব্র৽ সূ৽] ইত্যত্র সশরীরত্বং মুক্তস্যোক্তং তত্র ত্রিধাভাবাদিষনেকশরীরসর্গে কিং নিরাত্মকানি শরীরাণি দারুযন্ত্রবৎ সৃজ্যন্তে কিংবা সাত্মকান্যস্মদাদিশরীরবদিতি ভবতি বীক্ষা। তত্রাত্মমনসোর্ভেদানুপপত্তেরেকেন শরীরেণ যোগাদিতরাণি নিরাত্মকানীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে।— প্রদীপবদাবেশ ইতি। যথা প্রদীপ একোঽনেকপ্রদীপভাবমাপদ্যতে বিকার-শক্তিযোগাৎ এবমেকোঽপি সন্ বিদ্বানৈশ্বর্য্যযোগাদনেকভাবমাপদ্য সর্ব্বাণি

মুক্তাত্মা যখন সশরীর—অর্থাৎ সাংকল্পিক শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত হন, তখন জাগ্রতে বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হওয়ার ন্যায় মোক্ষেও বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হন। ইহা অনুপপন্ন নহে; প্রত্যুত উপপন্ন। ১৪।

এই অধ্যায়ের ১১ সূত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে ও তাঁহারা ভোগার্থ দুই তিন ও ততোধিক শরীর সৃজন করিতে সক্ষম। এতৎ সিদ্ধান্তে অন্য এক বিচার আপতিত হয়, সেই সকল সৃষ্ট শরীর সাত্মক ? কি নিরাত্মক ? যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা-শরীর নিরাত্মক, তাহাতে আত্মার আবেশ নাই, মুক্ত কি তদনুরূপ শরীর সৃজন করেন? কি অস্মদাদির শরীরের ন্যায় সাত্মক শরীর সৃজন করেন? আত্মা ও মন একই বস্তু, উভয়ের ভিন্নতা অনুপপন্ন; সুতরাং তাহা এক শরীরে যুক্ত থাকিলে অন্য শরীর কাযেই নিরাত্মক থাকে। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, মন পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম, আত্মাও তদনুরূপ, সেই কারণে তাহা একে বৈ দু৽এ যুক্ত হইতে পারে না।) এইরূপ আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়া তন্নিরাসার্থ ১৫ সূত্র অবতারিত হইল। যেমন স্বরূপ শক্তির বলে একই প্রদীপ অনেক প্রদীপ হয়, তেমনি, মুক্তজ্ঞানী এক হইলেও ঐশ্বর্য্য বলে অনেক শরীর সৃজন করিয়া সেই সমুদায় শরীরে আবিষ্ট হন। শাস্ত্রও

শরীরাণ্যাবিশতি। কুতঃ। তথাহি দর্শয়তি শাস্ত্রমেকস্যানেকভাবম্। 'স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা' ইত্যাদি। নৈতদ্দারুযন্ত্রোপমাভ্যুপগমেহবকল্পতে নাপি জীবান্তরাবেশে। ন চ নিরাত্মকানাং শরীরাণাং প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি। যত্ত্বাত্মমনসোর্ভেদানুপপত্তেরনেকশরীরযোগাসম্ভব ইতি। নৈষ দোষঃ। একমনোঽনুবর্ত্তীনি সমনস্কান্যেবাপরাণি শরীরাণি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ স্রক্ষ্যতি। সৃষ্টেষু চ তেষূপাধিভেদাদাত্মনোঽপি ভেদেনাধিষ্ঠাতৃত্বং যোক্ষ্যতে। এষৈব চ যোগশাস্ত্রেষু যোগিনামনেকশরীরযোগপ্রক্রিয়া। কথং পুনর্মুক্তস্যানেকশরীরাবেশাদিলক্ষণমৈশ্বর্য্যমভ্যুপগম্যতে যাবতা 'তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, ন তু

এ কথা বলিয়াছেন। "তিনি এক প্রকার, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার ও সাত প্রকার (ইচ্ছানুসারে) হন।" ইত্যাদি শাস্ত্র (শ্রুতি) একের অনেক হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। সে সকল শরীর কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সদৃশ অথবা তাহাতে অন্য জীবের আবেশ আছে, এরূপ বলিতে গেলে প্রোক্ত শাস্ত্ররিক্ত---অর্থাৎ অর্থশূন্য হইবেক। কেননা, সে সকল শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকে, সুতরাং সে সকল নিরাত্মক নহে। নিরাত্মকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। বলিয়াছিলে যে, আত্মার ও মনের ভিন্নতা অনুপপন্ন (অযুক্ত), সুতরাং তাদৃশ আত্মার অনেক শরীরে অবস্থান অসম্ভব, অথবা বলি, তাহাও অসম্ভব নহে;—অর্থাৎ সে কথা দোষাবহ বা সিদ্ধান্ত-নাশক নহে। মুক্ত পুরুষের মন একটি সত্য, কিন্তু তাঁহারা সত্যসংকল্প। সত্যসংকল্পতার বলে তাঁহারা স্বীয় মনের অনুগামী শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃজন করেন এবং শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্ট হইলে আত্মা সেই সকল সেন্দ্রিয় শরীরে উপহিত হন; সুতরাং সে সকলের প্রতি তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব হয় না। যোগশাস্ত্রে যে যোগীদিগের অনেক শরীর সৃষ্টি করিবার প্রণালী অভিহিত আছে, সে প্রণালীও মদুক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক প্রমাণ। [কথং...পঠতি] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুক্তের অনেক শরীর-প্রবেশাদি ক্ষমতা—অর্থাৎ সেই সেই ঐশ্বর্য্য থাকে, একথা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পার? উপনিষদ্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, মুক্তি হইলে চিন্মাত্র অদ্বয় হয়, ভেদজ্ঞান থাকে না। "তখন কে কি দিয়া

তদ্দ্বিতীয়মস্তি, ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ, সলিল একো দ্রষ্টা দ্বৈতো ভবতি' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শ্রুতির্বিশেষবিজ্ঞানং বারয়তীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ১৫ ॥

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥ ১৬ ॥

স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তম্। 'স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে' ইতি শ্রুতেঃ। সম্পত্তিঃ কৈবল্যম্। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি শ্রুতেঃ। তয়োরন্যতরামবস্থামপেক্ষ্যৈতদ্বিশেষসংজ্ঞাভাববচনং কচিৎ সুষুপ্তাবস্থামপেক্ষ্যো-চ্যতে কচিৎ কৈবল্যাবস্থাম্। কথমবগম্যতে। যতস্তদৈব তদধিকারবশাদাবিষ্কৃতম্। 'এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি,

---

কি দেখিবে?" "তখন তাঁহার দ্বিতীয় থাকে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি মুক্ত পুরুষের বিশেষ বিজ্ঞান (এ ও সে ইত্যাদিবিধ ভেদজ্ঞান) থাকে না বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বা সমাধান এই— ॥ ১৫ ॥

স্বাপ্যয় শব্দে সুষুপ্তি। কথিতার্থে "জীব আপনাতে অপীত—অর্থাৎ আপন স্বরূপে লীন বা আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে স্বপিতি (স্বাপ, স্বাপ্যয়, সুষুপ্তি ইত্যাদি) শব্দে উল্লেখ করা হয়।" এই শ্রুতি প্রমাণ। আর সম্পত্তি শব্দে কৈবল্য—কেবল হওয়া। এতদর্থেও "ব্রহ্মই ছিলেন অথচ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন।" এই শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি যে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না বলিয়াছিলেন, তাহা ঐ দুই অবস্থার এক এক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। কখন সুষুপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিজ্ঞান—অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। এবং কখন বা কৈবল্য (মোক্ষ) অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে? এ রহস্য কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছি। সেই সেই স্থলের সেই সেই অধিকার বলে—অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের অন্যতরাপেক্ষতা জানা গিয়াছে। যথা,—"এই সকল ভূত হইতে সম্যক্ রূপে উত্থিত (উৎপন্ন বা অতিক্রান্ত) হইয়া সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন। তখন সংজ্ঞা—অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না।" "যখন এই সাধকের এ সমস্তই আত্মা হয়—অর্থাৎ সাধক যখন আত্মাতি-

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। সগুণবিদ্যাবিপাকস্থানন্ত্বেতৎ স্বর্গাদিবদ-বস্থান্তরং যত্রৈতদৈশ্বর্য্যমুপবর্ণ্যতে। তস্মাদদোষঃ॥ ১৬॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ॥ ১৭॥

যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরব-গ্রহমৈশ্বর্য্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। নিরঙ্কুশ-মেবৈষামৈশ্বর্য্যং ভবিতুমর্হতি। 'আপ্নোতি স্বারাজ্যং' 'সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলি-মাবহন্তি' 'তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি।—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জ-

---

রিক্ত দেখে না, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে।" "যাহাতে সুপ্ত হইয়া কোন কাম্য (অভিলষিত) প্রার্থনা করে না, কোনও কাম্যের স্বপ্নও হয় না" ইত্যাদি। ঐ সকল শ্রুতিতেই জানা গিয়াছে যে, বিশেষ জ্ঞান না থাকার কথা সুষুপ্তি ও মোক্ষ—এই দুই অবস্থার অন্যতর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হইয়াছে। (সমুত্থানাদি বাক্য মুক্তি এবং যত্র সুপ্ত ইত্যাদি বাক্য সুষুপ্তি লক্ষ্য করিয়া, এইরূপ বিভাগ অবধারণ করিবে।) অতএব বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রে যে প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মুক্ত পুরুষের বহু শরীরপ্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা "কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিত প্রকার ঐশ্বর্য্যই সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার বিপাক স্থান—অর্থাৎ ফলীভূত কার্য্য এবং তাহা স্বর্গী অবস্থার ন্যায় অবস্থা বিশেষ। সুতরাং ঐ উক্তি নির্দ্দোষ॥ ১৬॥

যাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম উপাসনায় ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সাঙ্কুশ কি নিরঙ্কুশ? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়,—ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহারা স্বর্গে রাজত্বপান। সমুদায় দেবতা তাঁহার জন্য উপহার আনয়ন করেন। সূত্রকার এই আপত্তির প্রত্যাখ্যানার্থ বলিতেছেন—জগদুৎপত্তি ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা ঈশ্বরসাযুজ্য-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ-দিগের হইয়া থাকে। শ্রুতি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া তৎ প্রস্তাবে

মিষ্যাঽস্তদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তানান্তবিতুমর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্ত নিত্যসিদ্ধ-স্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ। তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্। পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশাম্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকমিতরেষামাদিমদৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে। তেনাঽসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবম্বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধঃ সমর্থ্যেত। ততঃ পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্ব-মেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠতে॥ ১৭॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ॥ ১৮॥

অথ যদুক্তম্ 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' ইত্যাদিপ্রত্যক্ষোপদেশান্নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যং বিদুষাং ন্যায্যমিতি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। অধিকারি-কমণ্ডলস্থোক্তেঃ। আধিকারিকো যঃ সবিতৃমণ্ডলাদিষু বিশেষায়তনেষু ব্যবস্থিতঃ

জগতের উৎপত্তিপ্রণালী উপদেশ করিয়াছেন। জীব সকল ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করিয়া এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিয়া ঈশ্বরত্ব উপার্জ্জন করে। সে জন্য তাহারা জগদুৎপত্তির অনেক দূরে অবস্থিত। আরও কথা এই যে, মুক্ত পুরুষমাত্রেই সমনস্ক ও মন সকলের সমান নহে। সুতরাং তাহাদের একমত না হইতেও পারে। কেহ সঙ্কল্প করিল—স্থিতি হউক। অন্যজন মনে করিল—সংহার হউক। এরূপ হইলে অবশ্যই মুক্তাত্মাদিগের মধ্য প্রাধান্য অনু-যায়ী অনিবার্য্য বিরোধ হইতে পারে। যদি বল, একের সঙ্কল্পের অধীন অন্যের সঙ্কল্প, তাহাতে আমরা বলিব, সে সঙ্কল্প নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সঙ্কল্প। অন্যের সঙ্কল্প তাঁহারই সঙ্কল্পের অনুবিধায়ী মাত্র॥ ১৭॥

বলিয়াছিলে যে উপাসক স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ উপদেশ থাকায় স্বীকার করা উচিত যে জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ। সেই উক্তি ত্যাগ কর। আমরা বলি, ঐকথার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হওয়া প্রতীত হয় না। ঐবাক্যের পরেই সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরমাত্মার 'প্রাপ্যতা' অভিহিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয় জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে। এই কথা এইজন্য বলি, ঐকথার পরেই

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

দর্শয়তশ্চ বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ শ্রুতিস্মৃতী 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ' ইতি। 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ' ইতি চ। তদেবং বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ প্রতিসিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥

ইতশ্চ ন নিরঙ্কুশং বিকারালম্বনানামৈশ্বর্য্যং যস্মাদ্ভোগমাত্রমেষামনাদি-সিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানমিতি শ্রূয়তে 'তমাহাপো বৈ খলু মীয়ন্তে লোকোঽসৌ' ইতি। 'স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি এবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং স লোকতাং জয়তি' ইত্যাদিভেদ-

---

হয় না। সগুণেই অবস্থিতি করে। সেইরূপ সগুণে অবস্থান করিয়াও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পায় না ॥ ১৯ ॥

পরমজ্যোতিঃ নামক পরমেশ্বর যে বিকারাতীত রূপে অবস্থিতি করেন, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই দেখা যায়। সেখানে সূর্য্যও প্রকাশ কার্য্য করিতে অক্ষম। চন্দ্র তারকা এবং বিদ্যুৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অগ্নির আর কথা কি! চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তাঁহারই প্রকাশে এই সমস্তই প্রকাশ পায় ॥ ২০ ॥

বিকারালম্বীদিগের ঐশ্বর্য্য যে নিরঙ্কুশ নহে তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। অনাদি ঈশ্বরের সহিত ভোগসাম্য শ্রবণই হেত্বন্তর। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান, ক্ষমতা সমান নহে। ব্রহ্মা স্বলোকে আগত উপাসকগণকে বলিলেন, আমি এই অমৃতরূপ জল ভোগ করি এবং এই লোকও এই অমৃত ভোগকরে। এতল্লোকবাসীদিগের ভোগ যে আমার সহিত সমান, সেই পক্ষের উদাহরণ এই।— সমুদায় ভূত এই দেবতাকে যদ্রূপ রক্ষা করে, এতৎ উপাসককেও সমুদায় ভূত সেইরূপ রক্ষা করে। তাঁহারাও এই দেবতার সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করিয়াছে। এই স্থলে বলিতে পার যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত উপাসকদিগের ঐশ্বর্য্য সাতিশয় বিধায় নশ্বর এবং নশ্বরত্ব

শব্দেভ্যঃ। অন্তবত্ত্বেঽপি চৈশ্বর্য্যস্য যথাঽনাবৃত্তিস্তথা বর্ণিতং 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরম্' [ব্র০ সূ০] ইত্যত্র। সম্যগ্দর্শনবিধ্বস্ততমসাস্তু নিত্য-সিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানা-মপ্যনাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাদিতি সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্র-পরিসমাপ্তিং দর্শয়তি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমৎপরমহংসপরি-
ব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য
চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।
সমাপ্তমিদং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রং শাঙ্করভাষ্যযুতম্।

নিকট শুনা যায়। যদিও ঐশ্বর্য্য অন্তবান্, তথাপি ঐশ্বর্য্যক্ষয়ে যে প্রকারে অপুনরাগমন ঘটনা [illegible] সে প্রক্রিয়া কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সূত্রে বলা হই-য়াছে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্বগত অজ্ঞানাবধারণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নির্ব্বাণ সিদ্ধই আছে। সেই জন্যই সূত্রকার সগুণ ব্রহ্মবিদগণের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন করিলেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যখন সগুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের অনাবৃত্তিসিদ্ধ হইতেছে, তখন আর নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ-পরায়ণ নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্গণের অনাবৃত্তি কথা আর কি বলিব। যাহারা বিনা ঈশ্ব-রোপাসনায়—অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে [illegible] কল্পক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞাননিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। [illegible] কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন ব্রহ্মদর্শন,—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া [illegible]বমুক্ত হন। ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র এই স্থানে সমাপ্ত হইল, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ এই সূত্র দ্বিরুচ্চারিত হইল ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

উত্তর-মীমাংসা [illegible]